Thesis Approved for the Degree of Doctor of Philosophy

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম.এ., পি-এচ্.ডি., ভাগবতরত্ন, প্রেমচাঁদ
রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট্ পদক ও গ্রিফিথ্-স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ
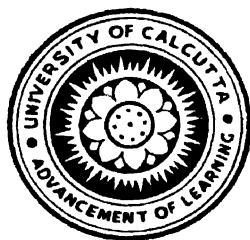
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৯

মূল্য—পনরো টাকা

যাঁহার পদতলে বসিয়া
তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীতে
অনুসন্ধান করিবার অনুপ্রেরণা পাইয়াছি
সেই
দেশবিশ্রুত মনীষী ও আদর্শ অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ., বি.এল্.,
ব্যারিস্টার-এট্-ল,
মহোদয়ের করকমলে
এই গ্রন্থ
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ
অর্পিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গত বিশ বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হইয়াছে। বিরুদ্ধ আলোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যের সম্বন্ধে আমার মতামত এই সংস্করণে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়াছি। অন্যান্য অধিকাংশক্ষেত্রে মত পরিবর্ত্তন করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি নাই। দ্বিতীয় ও উনবিংশ অধ্যায় নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। ঐ দুইটি অধ্যায় পাঠ করিয়া অবিশেষজ্ঞগণও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন আশা করি।

আজ গর্ব্ব ও আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন পি-এইচ. ডি. পরীক্ষায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন। বোধহয় ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ সৌভাগ্যের দাবী করিতে পারেন না। অপর একজন পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে। এই গ্রন্থ প্রকাশের তিন বৎসর পরে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত Early History of the Vaisnava faith and Movement in Bengal গ্রন্থে ৩৭টি জায়গায় বক্ষ্যমান নিবন্ধের বিভিন্ন স্থান প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় দশ বারটি প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁহার মত এই সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "পরিচয়ে" এই গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন যে "তিনি (লেখক) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকেও প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেন। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।" এ সন্দেহ খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থালয়ে জয়ানন্দের গ্রন্থের একখানি প্রায় সম্পূর্ণ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কয়েকখানি খণ্ডিত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

পরিশেষে আমি আমার অনুজোপম সুহৃদ্ অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহার উৎসাহ ও

সহায়তা না পাইলে এই সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ ভগবানপ্রসাদ মজুমদার ইহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছে।

গোলা দরিয়াপুর,
পাটনা,
রাস পূর্ণিমা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ডক্টরেট্ পরীক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষায় নিবন্ধ লিখিবার বিধিই এতাবৎ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বঙ্গভাষার প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সুগভীর প্রীতি দেখিয়া আমি আমার এই গ্রন্থ মাতৃভাষায় লিখিতে উৎসাহিত হই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৬এ জুন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্-চান্সেলর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহোদয় ও সিণ্ডিকেট্ আমাকে ডক্টরেট্ পরীক্ষার নিবন্ধ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি দিয়া ভারতীয় গবেষণার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাহার ফলেই এই গ্রন্থ বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইল।

বাঙ্গালা দেশে বৃটিশ অধিকার স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দী ও অসমীয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সমসাময়িক পরিকরগণ-সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাদের তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচার করাই ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করা হয় নাই। আধুনিক যুগে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের চরিতগ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা কোন ঘটনা-সম্বন্ধে যখন বিভিন্ন আকর-গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাইয়াছেন, তখন যেটি তাঁহাদের মনে ভাল লাগিয়াছে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা পরস্পর-বিরোধী বিবরণগুলির প্রত্যেকটিকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কেহই উক্ত আকর-গ্রন্থগুলির প্রতি ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতিতে "কৃষ্ণচরিত্র" লিখিয়াছেন, তাহার সহিত আমার অবলম্বিত রীতির দুইটি মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে : বঙ্কিমচন্দ্র কোমৎ-দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র "যে-কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে-কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনে সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুল চিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব সশরীরভাবে

প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহ তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল" (আধুনিক সাহিত্য, পৃ. ৭৭)। আমি কোন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য মতবাদের (থিয়োরির) দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের চরিতের বিচার করি নাই। একটি ঘটনা-সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি তুলনা করিয়া পড়িয়া, ঘটনাটি-সম্বন্ধে যে লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা তাঁহারই মত গ্রহণ করিয়াছি ; যথা—শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের বর্ণনার সহিত অন্য কাহারও যদি বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে মুরারির বিবরণকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি ; কেন-না মুরারি নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। সেইরূপ নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের উক্তি এবং রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাস গোস্বামী-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি অধিকতর প্রামাণিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্রের" সহিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে সাহিত্যের মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী, আর আমি দিনমজুর মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ভাব ও আদর্শ-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কন করিয়া পাঠকের মানস-চক্ষুর সমক্ষে একটি সমগ্র চিত্র ধরিয়াছেন ; আর আমি ভবিষ্যৎ শিল্পীর আগমন-প্রতীক্ষায় শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান মাত্র সংগ্রহ করিলাম।

একুশ বৎসর ধরিয়া আমি এই সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত আছি। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে আমার প্রথম রচনা "বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে পুণ্যশ্লোক স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা ও কাশিমবাজারের মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া আমি শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি অন্বেষণ করিবার জন্য উড়িষ্যার বহু পল্লীতে ভ্রমণ করি। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম ও শারদীয় অবকাশের সময় বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর, গুপ্তি-পাড়া, দেনুড়, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, আড়িয়াদহ, বরাহনগর প্রভৃতি বৈষ্ণব-তীর্থে পুথি ও তথ্যের অনুসন্ধানে বাহির হইতাম। আমি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত ও কীর্ত্তনীয়া অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের দৌহিত্র বলিয়া বৈষ্ণবের আখড়ায় ও গোস্বামীদের বাটীতে অবাধে পুথি প্রভৃতির অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। অনেক মুদ্রিত গ্রন্থও এইভাবে দেশে দেশে

ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; কেন-না কলিকাতা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ও পুরীর কোথাও এমন কোন গ্রন্থাগার নাই যেখানে সকল প্রকার বৈষ্ণব গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা সংগৃহীত রহিয়াছে। কলিকাতার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়, সিউড়ির ৺কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী এবং পাটনার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস (Mr. P. R. Das) মহোদয় তাঁহাদের নিজেদের সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। দমদমের শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় এবং পাটনার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-মোহন দাস ও শ্রীমান্ মণি সমাদ্দারের সৌজন্যে তাঁহাদের পিতৃদেব নিখিলনাথ রায়, ব্রজেন্দ্রমোহন দাস (সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত) ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের সংগৃহীত পুথিপত্র ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত রায় বাহাদুর ডা. দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডা. সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও অনেক নাতিপরিচিত লেখক তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি উপহার দিয়া এবং উপদেশাদি প্রদান করিয়া আমাকে গবেষণা-কার্য্যে অশেষবিধ সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ও বরাহনগরের গ্রন্থ-মন্দিরে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ দিয়া ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। উড়িয়া সাহিত্য হইতে উপকরণ-সংগ্রহ-বিষয়ে কটক-নিবাসী অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত আর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয় ও স্নেহভাজন শ্রীমান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে সকল বিষয়ে কিছু আলোকসম্পাত করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয়, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি :—১। শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ২। বৈষ্ণবের আখড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে, সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানির কতটা সংস্কৃতের অনুবাদ, কতটা বিবরণ গ্রন্থকারের নিজের সংগৃহীত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর কতটা বা কল্পনা মাত্র, তাহার বিচার করিয়াছি। ৩। শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল কি না সে সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

আমি কবির, নানক, বল্লভাচার্য্য, শঙ্কর দেব ও উড়িষ্যার পঞ্চসখার সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কের বিষয়ে যে সকল বিবরণ পাইয়াছি সেগুলির ঐতিহাসিক বিচার করিয়াছি। ৪। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরগণের সংখ্যা, জাতি, বাসস্থান ও মহিমার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিবার উপাদান একস্থানে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি। পরিকরগণের জীবনের উপর শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা উক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইবে। ৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিম যুগের ইতিহাসরচনার উপাদানও ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি সর্ব্বত্র ঐতিহাসিক বিচারের প্রণালী অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে ইহাতে যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, এমন ভরসা করি না।

ইচ্ছা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের কতকগুলি ত্রুটি পরিহার করিতে পারি নাই। ঐ ত্রুটিগুলি ও উহাদের সংশোধনের অক্ষমতার কারণ-নির্দ্দেশ করিতেছি।—

১। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইবে। প্রাচীন গ্রন্থকারদের উক্তি এত বেশী উদ্ধৃত হইবার কারণ এই যে আলোচ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য এবং লেখকদের কথা তাঁহাদের নিজের নিজের ভাষায় যথাযথভাবে উদ্ধৃত না হইলে তুলনামূলক বিচারের সুবিধা হয় না।

২। উদ্ধৃত অংশ-সমূহের মধ্যে ছন্দ ও ব্যাকরণ-গত অনেক ভুল রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে ছাপা বা হাতে-লেখা পুথিতে আমি যেমন পাঠ পাইয়াছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

৩। কোন কোন স্থলে একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। সাধারণ পাঠক যাহাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্তের পোষক সমস্ত যুক্তি এক স্থানে দেখিতে পান, সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়াছি।

৪। নবদ্বীপলীলা-প্রসঙ্গে যেখানে শ্রীচৈতন্যের নাম করিয়াছি, সেখানে বিশ্বম্ভর মিশ্র নামে তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছি, কারণ নবদ্বীপে বাস করার সময় তিনি ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। কোন কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যকে প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিতে বসিয়াও আমি জন্মগত অভ্যাস ও আবেষ্টনীর প্রভাব একেবারে বর্জ্জন করিতে পারি নাই।

আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুচিত্রা দেবী টাইপ করাইবার জন্য সমগ্র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার ১২।১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ সান্যাল, বি. এ., মহাশয় যথাসাধ্য

যত্ন লইয়া এই গ্রন্থ টাইপ করিয়া দিয়াছিলেন। আমার সহকর্ম্মী বন্ধু, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অমলা দেবী তর্ক-বিতর্ক করিয়া ও উপদেশ দিয়া সত্য-নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্লান্তকর্ম্মা রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় প্রায় আটশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ইঁহার নিকটে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাঙ্গালা গ্রন্থমালা-প্রকাশবিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় নানারূপ সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় পঞ্চদশ অধ্যায়ের ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-মোহন বসু মহাশয় ষোড়শ অধ্যায়ের প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বৃন্দাবনদাস, লোচন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রেমিক কবিজন শ্রীচৈতন্যের যে চরিতসুধা পরিবেষণ করিয়াছেন তাহা পান করিয়া বহু সাধু-হৃদয় ভক্ত, বৈষ্ণব ও সাহিত্যরসিক যুগ যুগ ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া আসিতেছেন। আর আমি শুষ্ক ঐতিহাসিক, অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনারূপ নিম্বফল আস্বাদন করিয়া বলিতেছি—এ-ঘটনা এইরূপে ঘটে নাই, ও-ঘটনা একেবারেই ঘটে নাই।

ঐতিহাসিকের অভিযোগ আশঙ্কা করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
> রামের জনম-স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো॥"
>
> —ভাষা ও ছন্দ

ভক্ত কবির মনোভূমিতে যে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছে, তিনি ভক্তজনের নিকট ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অধিকতর সত্য।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীগৌর-পূর্ণিমা
২১এ ফাল্গুন, ১৩৪৫

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল নির্ণয় (১-২০)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমসাময়িকদের পদে শ্রীচৈতন্য (২১-৭০)

তৃতীয় অধ্যায়

মুরারি গুপ্তের কড়চা (৭১-৯৪)

চতুর্থ অধ্যায়

কবিকর্ণপূরের গ্রন্থসমূহে শ্রীচৈতন্য (৯৫-১১৩)

পঞ্চম অধ্যায়

বৃন্দাবনের পাঁচ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্য (১১৪-১৭০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১৭১-১৭৯)

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যভাগবত (১৮০-২২২)

অষ্টম অধ্যায়

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (২২৩-২৪৮)

নবম অধ্যায়

লোচনের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" (২৪৯-২৭৩)

দশম অধ্যায়

মাধবের "চৈতন্যবিলাস" (২৭৪-২৮৫)

একাদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২৮৬-৩৯৪)

দ্বাদশ অধ্যায়

গোবিন্দদাসের কড়চা (৩৯৫-৪০৪)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আর কয়েকখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থ (৪০৫-৪৮৯)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

উড়িয়া ভক্তদের মুখে শ্রীচৈতন্য-কথা (৪৯০-৫০৬)

পঞ্চদশ অধ্যায়

অসমীয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণের কথা (৫০৭-৫২৭)

ষোড়শ অধ্যায়

সটীক হিন্দী ও বাঙ্গালা ভক্তমাল (৫২৮-৫৩৩)

সপ্তদশ অধ্যায়

সহজিয়াদের হাতে শ্রীচৈতন্য (৫৩৪-৫৩৮)

অষ্টাদশ অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদিযুগ-সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য (৫৩৯-৫৮৮)

উনবিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল-নির্ণয়

শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিতের আকর-গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রত্যেকখানির ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা বিচার করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। প্রথমে প্রভুর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল-নিরূপণ করিতে পারিলে পরবর্ত্তী আলোচনার সুবিধা হইবে। তাঁহার জীবনী লইয়া চার শত বৎসর কাল আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু আকর-গ্রন্থগুলির তুলনামূলক বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিয়া শ্রীচৈতন্য কত দিন জীবিত ছিলেন, কত দিন গমনাগমনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কত দিন পুরীতে ছিলেন প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সব বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতই নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার বহুপূর্ব্বে লিখিত কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে অন্য প্রকার কাল-নির্দ্দেশ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে এই দুই জন চরিতকারের উক্তির মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য-বিধান করা সম্ভব কি না দেখা যাউক। যেখানে সামঞ্জস্য করা সম্ভব নহে, সেখানে মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখকদের বর্ণনার সাহায্যে ও জ্যোতিষিক (astronomical) গণনার দ্বারা সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্যের জন্মকাল

শ্রীচৈতন্য ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা সকল চরিতকারই লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি গ্রহণের সময়ে কিংবা গ্রহণের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন তাহা লইয়া মতভেদ আছে। আবার ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কোন্ তারিখ, কি বার ছিল তাহা লইয়াও বিভিন্ন মত দেখা যায়। বৃন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্য গ্রহণের সময় জন্মিয়াছিলেন, যথা—

ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কার।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥ ১।২।২২-২৩

এই বর্ণনা দেখিয়া প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিলেন—

ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈব যোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥

পরে তিনি নিজের ও বৃন্দাবনদাসের ভ্রম-সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন যে প্রথমে সন্ধ্যা-যোগে শ্রীচৈতন্যের জন্ম এবং পরে গ্রহণ হয়। বৃন্দাবনদাসের মত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—

পূর্ণেন্দৌ রাহুণা গ্রস্তে সন্ধ্যায়াং সিংহলগ্নকে।
নক্ষত্রে পূর্ব্বফাল্গুন্যাং রাশৌ চ পশুরাজকে॥
সর্ব্বসল্লক্ষণে পূর্ণে সপ্তকে বাসরে তথা।
মিশ্রপত্নীশচীগর্ভাদুদিতো ভগবান্ হরিঃ॥

—রামপ্রসন্ন ঘোষ-সঙ্কলিত বংশীলীলামৃতে ধৃত

নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন—

আজ পূর্ণিম, সাঁঝ সময়ে, রাহু শশী গরাসি।
গৌরচন্দ্র উদয়ে তবহি, তাপতম বিনাশি॥

কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় জ্যোতিষিক গণনা করিয়া বলেন যে ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসে "পূর্ণিমা নবদ্বীপে প্রায় ৪০ দণ্ড। দিবামান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল, গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি" (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬—"কবি শশাঙ্ক" প্রবন্ধ)। চৈতন্য যদি "সাঁঝ সময়ে" জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে সে সময় "পূর্ণেন্দু রাহুগ্রস্ত" হইতে পারে না, কেন-না রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় গ্রহণ আরম্ভ। সুতরাং বিশ্বনাথ ও নরহরি চক্রবর্ত্তী ভুল করিয়াছেন, প্রমাণিত হইল। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জ্যোতিষে জ্ঞান থাকিলে তিনি এরূপ ভুল করিতেন না; কেন-না তিনি জন্মের সময় ঠিকভাবে দিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনা-অনুসারে জানা যাইতেছে যে ঐ তারিখে দিবামান ছিল ২৯ দণ্ড; আর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

বলেন—"দণ্ডাষ্টবিংশতেঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ পলগে ক্ষণে" অর্থাৎ ২৮ দণ্ড ৫৫ পলে ঠিক সন্ধ্যা লাগার পূর্ব্বে জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক দুই জন লেখকের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

তস্য জন্মসময়েঽনু শশাঙ্কং
রাহুরগ্রসদলং ত্রপয়ৈব।
কৃষ্ণপদ্মবদনেন নির্জ্জিতঃ
প্রাবিশৎ সুররিপোর্মুখং বিধুঃ॥ ১।৫।২৩

কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের মুখ দেখিয়া লজ্জা পাইয়া যদি চন্দ্র রাহুতে মুখ লুকান, তাহা হইলে আগে চৈতন্যের জন্ম এবং পরে গ্রহণ হয়। বাসু ঘোষও সেইরূপ বলেন—

নদীয়া-আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গ-শশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগন-শশী মাখিল বদনে মসি
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥

—গৌ. প. ত., পৃ. ৩৬, ২য় সং

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্যের জন্মরাশি, নক্ষত্র প্রভৃতি দিয়াছেন। তিনিও বলেন গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের জন্ম—

সুধানিধিং তৎসময়ে বিধুন্তুদ-
স্তুতোদ সানন্দমরুন্তুদো ভৃশম্।
অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীতদীধিতিঃ
সমুদ্ধতোঽন্যোঽস্তি ভুবীতি ভাবয়ন্॥

অর্থাৎ তখন রাহু এই বলিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিতে লাগিল—হে নিশানাথ! তুমি আর কেন বৃথা উদয় হইতেছ। ঐ দেখ অপর চন্দ্রমা পৃথিবীতে উদিত হইয়াছেন। কবিকর্ণপূর আরও জানাইয়াছেন—

প্রকাশমাত্রেণ সুদক্ষিণা গ্রহা
বভূবুরস্য প্রথমং সুতুঙ্গকাঃ

বভূব রাশিঃ স তু সিংহসংজ্ঞিতো
নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্ব্বফল্গুনী ॥ ২।১৪

মুরারি ও কবিকর্ণপূরের উপমাটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন—

সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্কে চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন।
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ ॥ ১।১৩।৯০-৯২

কবিরাজ গোস্বামী আদিলীলায় বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত ঘটনার সূত্রমাত্র করিতেছেন বলিলেও এখানে শ্রীচৈতন্যের জন্ম-সময়-বিষয়ে তিনি বৃন্দাবনদাসের মত ভুল জানিয়া মুরারি, বাসু ঘোষ ও কবিকর্ণপূরের মত গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে আগে অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দর্শন দিলেন, পরে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রাশি ও লগ্ন লিখিলেও নক্ষত্রটি লিখেন নাই। তাই তাঁহার গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়কে জ্যোতিষিক গণনা করিয়া বাহির করিতে হইল যে ঐ সময় পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ছিল (পরিশিষ্ট, ৫৶০ পৃঃ)। কিন্তু কবিকর্ণপূর ঐ সংবাদ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরেই দিয়াছিলেন।

দেখা গেল, শ্রীচৈতন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ দিন ফাল্গুনের কত তারিখ এবং কি বার ? "নিত্যানন্দ-চরিত" নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ২১ পৃ) ১৯এ ফাল্গুন শুক্রবার, শ্যামলাল গোস্বামীর "শ্রীগৌরসুন্দর" গ্রন্থে (১২ পৃ.) ২০এ ফাল্গুন শুক্রবার, "শ্রীচৈতন্যসঙ্গীতায়" ২২এ ফাল্গুন, এবং "প্রবাসীতে" (১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৭২ পৃ.) ২৫এ ফাল্গুন, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারী তারিখ দেওয়া হইয়াছে। নবদ্বীপ-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয় "শ্রীচৈতন্যজাতক" নামক পুস্তিকায় বিশদভাবে গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ঐ দিন ১৪০৭ শক ২৩এ ফাল্গুন শনিবার, জুলিয়ান্ ক্যালেণ্ডার-অনুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং অধুনা-প্রচলিত গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেণ্ডার-অনুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারী। তাঁহার গণনায় প্রাপ্ত তারিখের সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-

উক্ত "ফাল্গুনে মাসি সংক্রান্তে ত্রয়োবিংশতি-বাসরে" কথার মিল আছে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ও গণনা করিয়া ঐ তারিখ পাইয়াছেন (পরিশিষ্ট, ৫৵০ পৃ.)। "সীতাগুণকদম্ব" নামক পুথির ৬ পত্রাঙ্কে আছে যে শ্রীচৈতন্যের জন্ম ২৩এ ফাল্গুন রাত্রি একদণ্ড গতে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল

শ্রীচৈতন্য কতদিন জীবিত ছিলেন তাহা এইবার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাউক। কবিকর্ণপূর বলেন, তিনি সাতচল্লিশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন, যথা—

ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা
শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ।
নানা-লীলা-লাস্যমাসাদ্য ভূমৌ
ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোঽসৌ জগাম ॥ ২০।৪১

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে সাতচল্লিশ বৎসরে নানা লীলা-নৃত্য বিধানপূর্ব্বক পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥

লোচনের "চৈতন্যমঙ্গল" হইতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

—শেষ খণ্ড, পৃ. ১১৬-১৭

লোচনের বর্ণনা হইতে জানা যায় না যে, ঐ দিন শুক্লা কি কৃষ্ণা সপ্তমী ছিল কিন্তু জয়ানন্দ এই অভাব পূরণ করিয়াছেন, যথা—

আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥

লোচনের মতে তৃতীয় প্রহর বেলায় তিরোধান, জয়ানন্দের মতে "কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা" (উত্তর খণ্ড, পৃ. ৫০১। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয় গণনা করিয়া বাহির করিয়াছেন যে ঐ দিন ১৪৫৫ শক, ৩১এ আষাঢ়, বা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯এ জুন ছিল (শ্রীচৈতন্যজাতক, পৃ. ১৮)।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব	১৫৩৩।৬।২৯	জুলিয়ান্ ক্যালেণ্ডার
	১৫৩৩।৭।৯	গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেণ্ডার
শ্রীচৈতন্যের জন্ম	১৪৮৬।২।২৭	গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেণ্ডার
শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাল	৪৭।৩।১২ দিন।	

আরও সূক্ষ্ম হিসাবে দিন গণনা করিলে—

শক ১৪৫৫।৩।৩১ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ৯৩ দিন ছিল)
৩৬৫ + ৯৩ = ৪৫৮

শক ১৪০৭।১১।২৩ (২৩এ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩২৮ দিন হইয়াছিল)
৪৭ বৎসর ১৩০ দিন (ত্রিশ দিনে মাস ধরিলে, চার মাস দশ দিন)।

এইরূপ গণনার দ্বারা পাওয়া গেল যে শ্রীচৈতন্য সাতচল্লিশ বৎসর চার মাস দশ বা বার দিন জীবিত ছিলেন। এই সময়কে কবিকর্ণপূর ৪৭ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৪৮ বৎসর বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের গয়ায় গমন, সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার ও সন্ন্যাস-গ্রহণের কাল-নির্ণয়

কবিরাজ গোস্বামী একবার বলিয়াছেন—

(ক) চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতি ধর্ম্মে॥ ১।৭।৩২

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

(খ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥ ১।১৩।৭

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম॥ ২।১।১১-১২

আপাতদৃষ্টিতে (ক) ও (খ) চিহ্নিত উক্তি পরস্পরবিরোধী বোধ হয়; কেন-না শ্রীচৈতন্য যদি ২৫ বৎসর বয়সে যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন ও ২৪ বৎসর সন্ন্যাস করিয়া অবস্থান করেন তবে তাঁহার আয়ু হয় ৪৯ বৎসর। কিন্তু যে হেতু কবিরাজ গোস্বামী নিজেই ১৪০৭ হইতে ১৪৫৫ শক তাঁহার জীবন-কাল বলিয়াছেন সেই হেতু ৪৯ বৎসর হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত দুই উক্তির সামঞ্জস্য এইরূপে করিতে হইবে যে চব্বিশ বৎসর প্রায় যখন শেষ হয় তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—পঞ্চবিংশতি বর্ষে পা দিতে না দিতে তিনি যতি হইলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল-আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত গণনা-প্রণালী ধরিয়া ৪৭ বৎসর ৪ মাসকে ৪৮ বৎসর বলিয়াছেন। এই প্রণালী-অনুসারে ৪৭।০।১ দিন হইতেই ৪৮ আরম্ভ। এ সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস" মানে শ্রীচৈতন্যের জন্ম ফাল্গুনে হওয়ায় ২৩।১১ মাস সময়ে সন্ন্যাস লওয়া হয়। এই সময় ঠিক কি না দেখা যাউক।

মুরারি গুপ্ত বলেন যে শ্রীচৈতন্য

ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে
কুম্ভং প্রয়াতি মকরান্মনীষী (৩।২।১০)

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। লোচন মুরারির শ্লোক অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

মকর লেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥

অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাস-গ্রহণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন সংক্রান্তির দিন শুক্র পক্ষ ছিল। ইহা হইতে গণনা করিয়া শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তি পড়িয়াছিল ২৯এ তারিখ শনিবারে। ঐ দিন প্রায় চার দণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে,

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস···১৪৩১ শকে। মাঘ, ১০ মাসে। ২৯ দিনে,
শ্রীচৈতন্যের জন্ম···১৪০৭ শকে। ফাল্গুন, ১১ মাসে। ২৩ দিনে,
শ্রীচৈতন্য গৃহে ছিলেন···২৩।১১।৬ দিন।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা ফেব্রুয়ারীর কাছাকাছি সময়ে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব···১৪৫৫ শকে। আষাঢ়, ৩ মাসে। ৩১ দিনে,
শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ···১৪৩১ শকে। মাঘ, ১০ মাসে। ২৯ দিনে,
শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন···২৩।৫।২ দিন।

কিন্তু ২৯এ মাঘ সংক্রান্তি ছিল, সেই জন্য সূক্ষ্ম হিসাবে ঐ সময় হইবে ২৩।৫।০ দিন। সন্ন্যাসের সময় শ্রীচৈতন্যের বয়স ২৩।১১।৬ দিন হওয়ায় কৃষ্ণদাস উঁহাকে "চব্বিশ বৎসর শেষে" বলিয়াছেন। আর ২৪ দিন পরেই তিনি ২৫ বৎসরে পড়িবেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতি ধর্ম্ম।"

শ্রীচৈতন্য গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার কত দিন পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ কবিকর্ণপূর ছাড়া আর কোন চরিতকার করেন নাই। তিনি বলেন যে বিশ্বম্ভর পৌষের অন্তে গয়া হইতে গৃহে আসিলেন (মহাকাব্য, ৪।৭৬)। তারপর মাঘ মাস হইতে কীর্ত্তন ও ভাবপ্রকাশ আরব্ধ হয়, যথা—

ততো মাঘস্যাদৌ নিরবধি নিজৈঃ কীর্ত্তনরসৈঃ
প্রকাশং চাবেশং ভুবি বিকিরতি স্মানুদিবসম্॥

—মহাকাব্য, ৪।৭৬

মাঘ মাস হইতে চার মাস অর্থাৎ বৈশাখ পর্য্যন্ত তিনি সদ্বিপ্রদিগকে পড়াইতেন (মহাকাব্য, ৫।২৪)। বৈশাখের পর হইতে আর পড়াইতে পারেন নাই। তারপর জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষের শেষ পর্য্যন্ত আট মাস নৃত্যরসে অতিবাহিত করিলেন।

ইত্যেবং প্রচুরকৃপামৃতং বিতন্বঞ্
জ্যৈষ্ঠাদ্যষ্টভিরতি-সম্মদেন মাসৈঃ।

পৌষান্তং নটনরসৈর্নিদাঘবর্ষৈ-
হৈমন্তং সহ শরদা নিনায় নাথঃ ॥ ঐ, ৫।১২৫

শ্রীচৈতন্য ১৪৩১ শকের ২৯এ মাঘ সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সুতরাং ১৪৩০ শকের পৌষান্তে গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৩ মাস কাল তিনি নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন ও ভাবপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঐ সময়ের ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—

মধ্য খণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেন মতে ॥
—চৈ. ভা., ২।২।১৭১

কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর ॥
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ১।১৭।৩০

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বলেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের ২৮শে মাঘ শুক্রবার পূর্ণিমা রাত্রিতে সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করেন এবং ২৯শে মাঘ শনিবার মাঘী সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।" এই উক্তি বিচারসহ নহে; কেন-না বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বম্ভর "দণ্ডচারি রাত্রি আছে" জানিয়া শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক মাকে প্রণাম করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন (২।২৬।৩৬১)। মুরারিও বলেন—"মুষ্কং নিনায় রজনীং চ তদুত্থিতোঽগাৎ" (৩।১।৬)। রাত্রির চার দণ্ড ও পূর্ণিমার চার দণ্ড—এই আট দণ্ডের মধ্যে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া যাওয়া, মস্তক-মুণ্ডন, সন্ন্যাসের আয়োজন প্রভৃতি করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র-গ্রহণের অবসর থাকে না। পূর্ণিমা থাকিতে থাকিতে মন্ত্র না লইলে কৃষ্ণ পক্ষ পড়ে, এবং সে সময় সন্ন্যাসগ্রহণের পক্ষে প্রশস্ত নহে। শুক্ল পক্ষও হইবে, সংক্রান্তিও হইবে—এমন দিনে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে নিম্ন-লিখিতরূপ কাল-নির্ণয় করিলে মুরারি-উক্ত সংক্রান্তির সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ-উক্ত শুক্ল পক্ষের ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার মিল হয়। ২৬এ মাঘ বুধবার শেষ রাত্রিতে প্রভুর গৃহত্যাগ। ২৭এ মাঘ বৃহস্পতিবার কোন সময়ে কাটোয়ায় পৌছান। তারপর সেই দিনের অবশিষ্ট অংশ

এই মত কৃষ্ণকথা আনন্দ-প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভাসঙ্গে॥
—চৈ. ভা., ২।২৬।১৬৫

পর দিন অর্থাৎ ২৮এ মাঘ শুক্রবার সকাল হইতে সন্ন্যাসের আয়োজন চলিতে লাগিল। বৃন্দাবনদাস বলেন—

কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে। ২।২৬।৩৬৬

মুরারি গুপ্ত বলেন—

তথাপরাহ্ণে নৃহরেরবাপ্তো
ন্যাসোক্তকর্ম্মাণি চকার শুদ্ধঃ।

২৮এ মাঘ অপরাহ্ণে বা "দিন অবশেষে" পূর্ণিমা ছিল, কিন্তু সে দিন সংক্রান্তি নহে। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে ক্ষৌরকর্ম্মাদি করিয়া গৌরচন্দ্র সে দিন "সংকল্প" করিয়া থাকিলেন ও শনিবার ২৯এ মাঘ সংক্রান্তি-দিনে ৪ দণ্ডের মধ্যে পূর্ণিমা থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে পুরীগমন পর্য্যন্ত ঘটনার কাল-নির্ণয়

২৯এ মাঘ তিনি কাটোয়াতেই কাটাইলেন, যথা—

এই মত সর্ব্ব রাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭০

১লা ফাল্গুন প্রাতঃকালে বনে যাইবেন বলিয়া

চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরিধ্বনি।
—চৈ. ভা. ৩।১।৩৭১

বক্রেশ্বর যাইতে আর ক্রোশ চারেক পথ আছে এমন সময় তিনি পূর্ব্বমুখে ফিরিলেন—"গঙ্গামুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র" (৩।১।৩৭৩)। যাইতে যাইতে এক রাখালের মুখে হরিনাম শুনিলেন। সেই সময়ে তিনি বলিলেন—

দিন তিন চারি যত দেখিলাঙ গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিনু হরিনাম॥

আচম্বিতে শিশুমুখে শুনি হরিধ্বনি।*
কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি॥
প্রভু বোলে "গঙ্গা কত দূরে এথা হৈতে।"
সভে বোলিলেন "এক প্রহরের পথে॥"
প্রভু বোলে "এ মহিমা কেবল গঙ্গার।"

—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৩

এই বিবরণ হইতে পাওয়া গেল যে ১লা, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীচৈতন্য রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতীরে পৌছিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত (৩।৩।১৮) এবং কবিকর্ণপূর (মহাকাব্য, ১১।৬১) বলেন, প্রভু রাঢ়ে ভ্রমণ করার সময় তিন দিন ভাবাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন, "রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ" (২।৩।৩)। তিনি তিন দিন ভ্রমণ করেন ও চতুর্থ দিনে গঙ্গার তীরে পৌছান। গঙ্গাতীরের কোন্ গ্রামে পৌছিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। যাহা হউক

নিত্যানন্দ সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে॥

—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৪

৫ই ফাল্গুন সকালে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইবার সময়ে বলিলেন যে তিনি নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের জন্য শান্তিপুরে অপেক্ষা করিবেন। নিত্যানন্দ কতক পথ হাঁটিয়া, কতক পথ গঙ্গায় সাঁতরাইয়া নবদ্বীপে পৌছিলেন। নিত্যানন্দ ভাবের মানুষ, শুধু পথ-চলা তাঁহার পোষায় না। তিনি

ক্ষণেক কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়॥

* মুরারি গুপ্ত বলেন (৩।৩।৬-৮) যে রাঢ়দেশে কোথাও হরিনাম শুনিতে না পাইয়া প্রভু অতি বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "আমি জলে দেহত্যাগ করিব।" তিনি যখন জলের নিকট পৌছিয়াছেন তখন নিত্যানন্দ গোপালক বালকগণকে হরিকীর্ত্তন করিতে শিখাইয়া দিলেন। একটি বালক জোরে হরিবোল বলিল শুনিয়া প্রভু দেহত্যাগের সংকল্প ভঙ্গ করিলেন।

কখন নাচেন, কখন হাসেন, "কখন বা পথে বসি করেন রোদন।" এইরূপ-ভাবে চলিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় নবদ্বীপে পৌছিতে তাঁহার চার দিন লাগিয়াছিল। তাঁহার যদি নবদ্বীপে আসিতে ৩।৪ দিন না লাগে, তাহা হইলে তিনি নবদ্বীপে "আসি দেখে আইর দ্বাদশ উপবাস" কিরূপে সম্ভব হয়? ২৭এ মাঘ হইতে ৫ই ফাল্গুন ৮ দিন হয়, আর নিত্যানন্দের নবদ্বীপে পৌছিতে ৪ দিন—এই ১২ দিন অর্থাৎ ২৭এ মাঘ হইতে ৯ই ফাল্গুন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে না-পৌছান পর্যন্ত শচীমাতা অন্নজল ত্যাগ করিয়া ছিলেন।

যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন॥

—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৫

এ দিকে শ্রীচৈতন্য ফুলিয়া নগরে আসিয়া হয়ত সেখানে দিন দুই ছিলেন এবং নবদ্বীপ হইতে শচীমাতা, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পৌছিবার পূর্ব্বেই শান্তিপুরে পৌছিয়াছিলেন; কেন-না যখন তিনি শিশু অচ্যুতকে আদর করিতেছিলেন,

হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ॥

মুরারি বলেন, নবদ্বীপে পৌছানর পর দিন অর্থাৎ ১০ই ফাল্গুন নিত্যানন্দ ভক্তগণ-সহ শান্তিপুর পৌছিয়াছিলেন (৩।৪।৯)।

মুরারির বর্ণনায় দেখা যায়, অদ্বৈতের গৃহে চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিয়া পর দিন প্রভাতে জাগরিত হইয়াই তিনি বলিলেন—"আমি পুরুষোত্তম-দর্শনে যাইব" (৩।৪।২৩)। কিন্তু সেই দিনই তিনি চলিয়া গেলেন কি না তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। বৃন্দাবনদাস বলেন অদ্বৈত-গৃহে

বহুবিধ আপন রহস্য-কথা-রঙ্গে।
সুখে প্রভু রাত্রি গোঙাইল ভক্ত-সঙ্গে॥

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি নীলাচলে যাইবেন বলিলেন। অদ্বৈত তাঁহাকে দিন কয়েক রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু বলিলেন, "যে উৎপাতই পথে থাকুক, আমি নিশ্চয় যাইব।" অদ্বৈত তখন বলিলেন—

যখনে করিয়াছ চিত্ত নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু মহা কুতূহলে॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন এবং

সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্তসিংহগতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি॥

—চৈ. ভা, ৩।২।৩৮১

যদিও এই বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, অদ্বৈত-গৃহে প্রভু মাত্র এক দিনই ছিলেন, তথাপি

হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে॥

—ঐ, ৩।২।৩৮০

দেখিয়া ধারণা জন্মে যে, কয়েক দিন হয়ত প্রভু অদ্বৈত-গৃহে ছিলেন। শচীমাতা যে তাঁহাকে এক দিনেই ছাড়িয়া দিবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য কয়েক দিন অদ্বৈত-গৃহে ছিলেন, যথা—

ততোঽদ্বৈতপ্রীত্যা প্রণতহরিদাসস্য চ মুদা
জগন্নাথক্ষেত্রং জিগমিষুরপি স্বপ্রিয়বশঃ।
শচীদেব্যা তৎপাচিতমতুলমন্নং নিজজনৈঃ
সমং তৈর্ভুঞ্জানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্।

—মহাকাব্য, ১১।৭৪

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

এই মত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কথোক দিন নানা কুতূহলে॥ ২।৩।২০

কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তিনি কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

এই মত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন॥ ২।৩।১৩৩

শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুরে দশ দিন থাবার কথা বোধ হয় তিনি বাসু ঘোষের পদে (গৌরপদতরঙ্গিণী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৮০) পাইয়াছিলেন ; যথা—

এইরূপে দশ দিন অদ্বৈতের ঘরে।
ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে॥

কবিকর্ণপূর নাটকে শ্রীচৈতন্যের তিন দিন শান্তিপুরে বাসের কথা বলিয়াছেন, যথা—"ততো জনন্যা তেষাং চ প্রমোদার্থং ত্রীন্ দিবসান্ তত্র স্থিত্বা পূর্ব্বমিব ভগবত্যা জনন্যা অচ্যুতানন্দজনন্যা চ পাচিতমন্নং সর্ব্বৈঃ সহ ভুক্ত্বা তাননুরজ্য চতুর্থে দিবসে গন্তুং প্রবৃত্তে সর্ব্বৈর্মন্ত্রয়িত্বা নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর-মুকুন্দাঃ সঙ্গে দত্তাঃ" (৬।৫, নির্ণয়সাগর সং)।

যাহা হউক কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানিয়া লইলে বলিতে হয় যে আনুমানিক ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৯এ ফাল্গুন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে ছিলেন। তিনি বলেন—

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্যগীত কৈল॥ ২।৭।৩-৪

১৯এ ফাল্গুন শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়া ফাল্গুনের মধ্যে পুরীতে পৌছান কঠিন। তবে প্রভু ভাবোন্মত্তভাবে চলিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভব হইতেও পারে। আমার ধারণা, বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত "আইর দ্বাদশ উপবাস" অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বর্ণিত প্রভুর শান্তিপুরে দশ দিন বাসের মধ্যে কয়েক দিন বাদ না দিলে "ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস" সম্ভব হয় না। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মত, অর্থাৎ শান্তিপুরে তিন দিন বাস, ধরিলে ১৩ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-যাত্রা হয় এবং ফাল্গুনের মধ্যেই পুরীতে পৌছান সম্ভব হয়। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে বলেন, নীলাচলে আঠার দিন বাস করিয়া প্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বাহির হয়েন (১২।৯৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে শ্রীচৈতন্যের

বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন। ২।৭।৫

১৪৩২ শকের বৈশাখে শ্রীচৈতন্য ভ্রমণে বাহির হইলেন।

শ্রীচৈতন্যের তীর্থভ্রমণের কাল-নির্ণয়

এইবার প্রভুর তীর্থভ্রমণের কাল-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥ ২।১।১৪

কিন্তু কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে বলেন যে তিনি তিন বৎসর গমনাগমন করিয়াছিলেন, যথা—

চতুর্ব্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত-নবদ্বীপ-তলতঃ।
ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যানগময়-
ত্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ॥

—মহাকাব্য, ২০।৪০

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য চতুর্ব্বিংশতি বৎসর নিজ প্রেম প্রকট করিয়া বিবশ হইয়া নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীক্ষেত্র হইতে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া তিন বৎসর যাপন করিয়াছিলেন এবং সমূহ যাত্রা (উৎসব) দর্শন করিয়া বিশ বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে কবিকর্ণপূরের উক্তির সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির কিছু বিরোধ দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।

প্রথমে গমনাগমনের কথা ধরা যাউক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (২।১।১৪) ছয় বৎসর গমনাগমন লিখিলেও পুনরায় (২।১।৪১-৪২) লিখিয়াছেন—

প্রথম বৎসর অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রিগমন॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চার মাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস॥

তিনি আরও (২।১।৪৫) বলিয়াছেন—

বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্য দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥

মহাপ্রভু যদি নীলাচলে চব্বিশ বৎসর বাস করেন এবং গৌড়ীয় ভক্তগণ যদি বিশ বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে প্রভুর গমনাগমন চার বৎসর হয়। ইহার মধ্যে "দক্ষিণ যাত্রা"-আসিতে দুই বৎসর লাগিল (২।১৬।৮৩)। প্রভু সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে (২।১৬।৮৫) রথের পর বিজয়া দশমীর দিন (২।১৬।৯৩) গৌড়দেশে যাত্রা করেন ও বর্ষার পূর্ব্বে তথা রথের পূর্ব্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (২।১৬।২৭৯) অর্থাৎ প্রায় আট-নয় মাস ভ্রমণ করেন। গৌড় হইতে ফিরিবার বৎসরেই অর্থাৎ সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বর্ষে শরৎকালে তিনি বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করেন (২।১৭।২)। বৃন্দাবনে "লোকের সঙ্ঘট্ট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল" ও "নিরন্তর আবেশ প্রভুর" জন্য (২।১৮।১৩১) বেশী দিন থাকা হয় নাই। মাঘ মাসের প্রথম দিকে প্রয়াগ-অভিমুখে যাত্রা করেন (২।১৮।১৩৫)। প্রয়াগে "দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা" (২।১৮।২১২)।

এই মত দশ দিন প্রয়াগ রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ২।১৯।১২২

তৎপরে কাশীতে দুই মাস সনাতন-শিক্ষা (২।২৫।২) অর্থাৎ কাশীতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত স্থিতি। তারপর ধরিয়া লওয়া যাউক রথের পরই মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিলেন। মোটের উপর

দাক্ষিণাত্যে গমনাগমন		···	···	দুই বৎসর
গৌড়ে	„	···	···	প্রায় আট মাস
বৃন্দাবনে	„	···	···	প্রায় দশ মাস
		মোট	···	প্রায় ৪২ মাস বা

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোটের উপর ছয় বৎসর গমনাগমন বলিলেও তিনি সূক্ষ্ম হিসাবে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন-কাল বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দাক্ষিণাত্য-যাতায়াতের দরুন দুই বৎসর ও বৃন্দাবনে যাতায়াতের দরুন এক বৎসর (রথ দেখিয়া শরৎকালে গিয়াছিলেন এবং অনুমান করা যাইতেছে, রথের পর ফিরিয়াছিলেন)। এই তিন বার রথযাত্রার সময় প্রভু পুরীতে ছিলেন না। কবিকর্ণপূরও তাহাই বলেন। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিয়া তিন বার রথের সময় বাহিরে থাকিলে, গৌড়ীয় ভক্তগণ একুশ বার রথের সময় না যাইয়া বিশ বার গেলেন কেন ?

গৌড়ীয় ভক্তগণ একুশ বার না যাইয়া বিশ বার কেন গেলেন তাহার উত্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ৩।২।৩৯-৪১ হইতে পাওয়া যায়। এক বৎসর শ্রীচৈতন্য শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেনকে বলিয়াছিলেন—

ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে ॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥

সেই বৎসরেই প্রভু আবির্ভাব-রূপে নৃসিংহানন্দের ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ রথ দেখিতে যান নাই।

বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ ॥ ৩।২।৭৪

এই হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত গৌড়ীয় ভক্তগণের

বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি, ২।১।৪৫

বিবরণের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল; কিন্তু প্রভুর "ছয় বৎসর গমনাগমন" (২।১।১৪) যে ঠিক নহে তাহাও বুঝা গেল। কবিরাজ গোস্বামীর "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি"র সহিত মহাকাব্যের

ইতি বিংশতি হায়নৈঃ প্রভু-
র্বলদেবস্য রথাগ্রতো মুহুঃ (১৮।৬১) নৃত্য

করিয়াছিলেন ইহার সামঞ্জস্য হইল।

গমনাগমন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূরের বিবরণ এই—

(ক) সন্ন্যাসের পর পুরীতে গিয়া আঠার দিন মাত্র স্থিতি

—মহাকাব্য, ১২।৯৪

(খ) তৎপরে দাক্ষিণাত্য-যাত্রা। চাতুর্মাস্যের পূর্ব্বেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌছান ও তথায় চাতুর্মাস্য যাপন (ঐ, ১৩।৫)।

(গ) শ্রীরঙ্গ হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাত্রা এবং সেই পথেই গোদাবরী-তীরে প্রত্যাবর্ত্তন।

জগাম তদ্বেশ্মনি শীতরশ্মি-
রিবোদয়াদ্রিং জলদাগমান্তে (ঐ, ১৩।৩৫)।

অনুমান করা যায় বর্ষা-অন্তে এক বৎসর পরে গোদাবরী-তীরে ফিরিলেন। কবিকর্ণপূরের মতে এই ফেরার পথে রামানন্দের সহিত প্রথম মিলন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে যাওয়ার পথে প্রথম মিলন।

(ঘ) স্নানযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন (ঐ, ১৩।৫০)।

এই বিবরণ হইতে পাওয়া গেল যে ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে পুরী হইতে যাত্রা করিয়া ১৪৩৩ শকের বর্ষা-অন্তে গোদাবরী-তীরে প্রত্যাবর্ত্তন ও ১৪৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা বা স্নানযাত্রার পূর্ব্বে পুরীতে ফিরিয়া আসা। এই হিসাবে ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকের রথযাত্রার সময় প্রভু অনুপস্থিত ছিলেন।

(ঙ) প্রভু ১৪৩৪ শকের স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথ-দর্শন করিলেন। স্নানযাত্রা হইতে রথযাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগন্নাথ গূঢ়ভাবে থাকেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য তাঁহার দর্শন না পাইয়া "বভূব দুঃখী কৃতবাষ্পমোক্ষঃ" (১৩।৫৭)। তিনি মনের দুঃখে গোদাবরী-তীরে চলিয়া গেলেন ও রামানন্দের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন।

তেনৈব সার্দ্ধং প্রিয়ভাষণেন
নিনায় মাসাংশ্চতুরোঽপরাংশ্চ ॥ ঐ, ১৩।৬০

তৎপরে হেমন্তকালে শ্রীচৈতন্য রামানন্দের সহিত ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হেমন্তকালেঽথ তথৈব তেন
সমং সমন্তাৎ করুণাং বিতন্বন্।
সমাযযৌ ক্ষেত্রবরং বরীয়ান্
জানাতু কস্তচ্চরিতং বিচিত্রম্॥ ঐ, ১৩।৬১

শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার রামানন্দের নিকট গোদাবরী-তীরে গিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিলে প্রভুর মহিমা খর্ব্ব হয় মনে করিয়া পরবর্ত্তী কোন লেখক এ বিষয়ে কিছু লেখেন নাই। "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" ত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-প্রসঙ্গই নাই। ইহা হইতে যেমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে প্রভু দাক্ষিণাত্যে যান নাই, তেমনি কবিকর্ণপূরের পরবর্ত্তী অন্যান্য লেখকগণ প্রভুর দ্বিতীয় বার রামানন্দ-মিলনের জন্য যাতায়াতের, কথা না লিখিলেও এ সম্বন্ধে শিবানন্দ সেনের পুত্রের কথা অবিশ্বাস করিতে

পারিলাম না। যাহা হউক পূর্ব্বে যেমন দেখাইয়াছি ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকে প্রভু রথযাত্রা দেখেন নাই, তেমনি ১৪৩৪ শকেও তাঁহার রথযাত্রা দেখা হইল না। এইরূপে তিন বার তাঁহার রথ দেখা বাদ গেল।

(চ) ১৪৩৪ শকের হেমন্তকালে প্রভুর পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ গৌড়দেশে পৌঁছিল। অনুমান হয়, ১৪৩৫ শকের প্রথমে কোন কোন গৌড়ীয় ভক্ত মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচল গিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূরের মতে শিবানন্দের সহিত মিলন হওয়ার পর "বহু তীর্থভ্রমণকারী, সুমহান্ পুণ্যপয়োনিধি" গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইলেন (ঐ, ১৩।১৩০-৩২)। পুরুষোত্তম আচার্য্য বা স্বরূপ-দামোদরও শিবানন্দের পর শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন করেন (১৩।১৩৭-১৪৪)।

(ছ) এই ঘটনার পর মহাকাব্যের ১৯।৫ হইতে জানা যায় যে প্রভু বিজয়া দশমীর দিন গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের ১৯।৬ হইতে ২০।৩৪ পর্য্যন্ত গৌড়ে যাতায়াত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণনা পাঠ করিয়া বুঝিবার উপায় নাই ঠিক কত দিন ভ্রমণে লাগিয়াছিল। কবিকর্ণ-পূরের মহাকাব্যে ২০।৩৫ শ্লোকে প্রভুর বৃন্দাবনে গমন ও ২০।৩৭ শ্লোকে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন কথিত হইয়াছে। এরূপ সংক্ষেপে এ লীলার বর্ণনার কারণ এই যে পূর্ব্বেই নাটকে (৯।৩৯-৪৮) এ বিষয়ে বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ বৎসর রথ-দর্শন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এক মত। কবিকর্ণপূরের মতে গৌড়- ও বৃন্দাবন-ভ্রমণ-জন্য মহাপ্রভুর রথ দেখা বাদ যায় নাই। কবিরাজ গোস্বামীও বলেন যে গৌড়ে গমনাগমন-জন্য রথ দেখা বাদ যায় নাই। বৃন্দাবন-গমনাগমন-জন্য প্রভুর রথ দেখা বাদ গিয়াছিল কি না সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কিছু বলেন নাই ; আমি তাঁহার ২৪ বৎসর নীলাচলে স্থিতি ও ২০ বার গৌড়ীয় ভক্তদের রথ দেখিতে আগমনের মধ্যে সামঞ্জস্য করিবার জন্য অনুমান করিয়াছি যে তাঁহার মতে হয়ত বৃন্দাবনে গমনাগমন-জন্য এক বার রথ-দর্শন বাদ পড়িয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কবিকর্ণপূরের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিরোধ নাই, কেবল গমনাগমনের কাল লইয়া অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য। ছয় বৎসর গমনাগমনের কথা ছাড়িয়া দিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সূক্ষ্মভাবে তিন বৎসরের কিছু বেশী কাল ভ্রমণের বিবরণ দিয়াছেন। কবিকর্ণপূর সে স্থানে হয়ত ৪।৫ মাস ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটি তিন বৎসর ভ্রমণ বলিয়াছেন। এ পার্থক্য বিশেষ গুরুতর নহে।

কালের পরিমাপ-হিসাবে না ধরিয়া শক-হিসাবে ধরিলে কবিরাজ গোস্বামীর ছয় বৎসর গমনাগমন বলার একটা মানে বাহির করা যায়।

১। ১৪৩১ শকের ২৯এ মাঘ সন্ন্যাস-গ্রহণ, ঐ শকে রাঢ়, শান্তিপুর প্রভৃতি হইয়া নীলাচলে আগমন।

২-৩। ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ।

৪। ১৪৩৫ শকে সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে (চৈ. চ., ২।১৬।৮৫) বিজয়া দশমীর পর গৌড়ে যাত্রা (ঐ, ২।১৬।৯৩)। *

৫। ১৪৩৬ শকে বর্ষার পূর্ব্বে (ঐ, ২।১৬।২৭৯) প্রত্যাবর্ত্তন। ১৪৩৬ শকের শরৎকালে বৃন্দাবন-যাত্রা এবং বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কাশীতে ঐ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত স্থিতি (ঐ, ২।১৮।২২ ও ২।২৫।২)।

৬। ১৪৩৭ শকের প্রথম দিকে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, অর্থাৎ কাল-হিসাবে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন করিলেও, শ্রীচৈতন্য ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৩৫, ১৪৩৬ ও ১৪৩৭ শকে যাতায়াত করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছয় বৎসর গমনাগমন লিখিয়াছেন।

* বিশ্বভারতীর নবীন অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪০) বলেন—"মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের মাঘসংক্রান্তির দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষ ১৪৩৫ শকের মাঘসংক্রান্তি থেকে ১৪৩৬ শকের মাঘসংক্রান্তি। অতএব ঐ বর্ষের বিজয়াদশমী ১৪৩৬ শকে পড়বে, ১৪৩৫ শকে নয়।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যদি সন্ন্যাস গ্রহণের দিন হইতে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে সুখময়বাবুর উক্তি ঠিক হয়, কিন্তু তিনি প্রচলিত শকের হিসাব ছাড়িয়া ঐরূপ হিসাব করিয়াছিলেন কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমসাময়িকদের পদে শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে তাঁহার কোন জীবনী লিখিত হয় নাই। তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারি গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ নামে যে কড়চা লেখেন, তাহাতে (১. ২. ১৪) তাঁহার তিরোধানের কথা আছে। সুতরাং উহা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাইয়ের পরে লেখা। ঐ গ্রন্থ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (২০।৪২) উপজীব্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। জয়ানন্দ শিশুকালে শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়াছিলেন মানিয়া লইলেও, তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে অদ্বৈতের পৌত্রের উল্লেখ থাকায় (পৃ. ১৫১) মনে হয় উহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য চরিতকার তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলার প্রধান কয়েকজন সহচরের রচিত বাংলা ও সন্ন্যাস জীবনে কৃপাপ্রাপ্ত অন্ততঃ তিনজনের সংস্কৃত রচনা পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত রচনা কয়টি খুব সম্ভব তাঁহার তিরোধানের পরে লেখা। কিন্তু বাংলা পদগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যে তাঁহার জীবনকালে রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পদগুলির মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

কবিকর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ সেনের একটি পদ হইতে উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন,

দয়াময় গৌরহরি, নৈত্যালীলা সাঙ্গ করি, হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে, এ দাসেরে একা ফেলে, না ঘুচিল মোর ভববন্ধ ॥
আদেশ করিল যাহা, নিচয় পালিব তাহা, কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত, তোমা বিনা কি মতে গোঙাব ॥
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে, বৎসরান্তে দরশনে, কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব, সম্বৎসর কাটাইব, যুগশত জ্ঞান করি তিলে ॥
হও প্রভু কৃপাবান, কর অনুমতিদান, নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর, অহে প্রভু বিশ্বম্ভর, আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ ॥

গৌ., প., ত.,—জগদ্বন্ধু পৃ. ৩৮২

শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার পর পরই এই পদ লিখিত হইয়াছিল, তাহা না হইলে "পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত", "কিরূপে সহিয়া রব" প্রভৃতি কথার কোন অর্থ হয় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নবমাঙ্কে শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে গৌড়ীয় যাত্রীরা কিরূপে পুরীতে যাইতেছেন তাহার বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে রথযাত্রার পূর্ব্বে দেখা যায়—

চলিলা মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লই আপ্তগণ।" চৈ. ভা., ৩।৯

শিবানন্দ সেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তাই শ্রীচৈতন্য তাঁহার উপর গৌড়ীয় ভক্তদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া পুরী লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন।* চৈ. চ. পদ হইতে আরও পাওয়া যায় যে গৌড়দেশের ভক্তেরা নিরন্তর তাঁহার নিকট নীলাচলে থাকিবার অনুমতি পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রার্থনা প্রভু পূর্ণ করেন নাই। সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গী যাঁহারা তাঁহারা সন্ন্যাসী—পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ভক্তদের কিরূপ প্রগাঢ় প্রীতি তিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও পদটির মধ্যে রহিয়াছে।

নিমাইপণ্ডিত অপূর্ব্ব ভাবসম্পদ্ লইয়া গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য রূপ ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা পূর্ব্বেই অনেককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৪৩০ শকের মাঘ হইতে ১৪৩১ শকের বৈশাখ মাস (১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস) পর্য্যন্ত তিনি অভ্যস্ত অধ্যাপনাদি কার্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক জাগরণ-সঞ্জাত ভাববিকারের কোনরূপে সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত যতদিন তিনি নবদ্বীপে ছিলেন, ততদিন সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তগণের সহিত ভাব আস্বাদন ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন নাই। তাঁহার

* কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,

শিবানন্দ সেন যারে ঘাটী সমাধান
সবাকে পালন করি সুখে লইয়া যান।
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানেন উড়িয়া পথের সন্ধান॥ চৈ. চ., মধ্য ১৬

ভাবাবেশ, মধুর নর্ত্তন ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি প্রথমে নবদ্বীপের ও তাহার নিকটবর্ত্তী কুলাই, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া), কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থানের এবং পরে চট্টগ্রামের ন্যায় সুদূর দেশের ভক্তগণকে টানিয়া আনিল। তাঁহারা আসিয়া নিমাইয়ের ভাবভক্তি দেখিলেন, দেখিয়া মজিলেন এবং অনেকে ভাবাবেগে কবিতা না লিখিয়া পারিলেন না। এই কবিতাগুলির মধ্যে লেখকের কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং সেই জন্যই সুনিক্ষিপ্ত তীরের মতন আসিয়া মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে।

শিবানন্দ সেনের অন্য একটি পদে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া ভক্তদের মনের ভিতর কেমন আকুলি-বিকুলি করিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সোনার বরণ গোরা-প্রেম-বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেম-ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা-রাধা বলি পহু পড়ে মূরছিয়া
শিবানন্দ কান্দে পহুর ভাব না বুঝিয়া॥

—পদকল্পতরু, ২১২৭

পদকল্পতরুর ২৩৫৫-সংখ্যক পদটি খুব সম্ভব শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যের গৌড়দেশ-যাত্রার সময়ে অর্থাৎ সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে (চৈ. চ., ২।১৬।৮৫) লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন ঐ সময়ে শিবানন্দ পুরীতে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন শুনিয়া গদাধর পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ ধরিলেন। কিন্তু "ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়িতে প্রভু নিষেধিলা"। গদাধর তাহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না।

পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউ রসাতল॥

—চৈ. চ., ২।১৬।১৩১

এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া শিবানন্দ লিখিতেছেন—

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি।
যার কৃপাবলে সে চৈতন্যগুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরিতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম-খ্যাতি॥
গৌরগতপ্রাণ প্রেমকে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর॥
যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র
যেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহু যার অনুরাগে।
শ্যাম তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে॥

—পদ. ক., ২৩৫৫

গদাধর পণ্ডিত টোটা গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেন; সেই সেবা ছাড়িয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গৌড়দেশে যাইতে অগ্রসর হইলেন। পদটি পরবর্ত্তী কালের লিখিত হইলে, "ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে" এরূপ বাক্য থাকিত না। কেন-না চরিতামৃতে আছে যে প্রভু গদাধর পণ্ডিতকে কটক হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। (২।১৬।১৩৫-১৪১৩)

গদাধর পণ্ডিত যখন শ্রীচৈতন্যের নিষেধকে উপেক্ষা করিয়া গোপীনাথের সেবা ছাড়িয়া পুরী হইতে চলিয়া গেলেন সেই সময়ে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেন "জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি" বলিয়া পদ রচনা করিলেন মনে হয়। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় আছে যে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শিবানন্দ সেনের এই পদের শেষ চরণে ঐ তত্ত্বের ইঙ্গিত দেখা যায়।

গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গের সুগভীর প্রীতির কথা শিবানন্দ সেনের আর একটি পদ হইতে জানা যায়। পদটি খুব সম্ভব ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কেন-না ইহাতে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া নরহরি সরকার, মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ প্রভৃতির সমক্ষে গদাধরকে লইয়া হোলি খেলার কথা আছে। শিবানন্দ সেন এই অপূর্ব্ব ভাবোন্মত্ততা দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

হোলি খেলত গৌরকিশোর। রসবতী নারী গদাধর কোর॥
স্বেদবিন্দুমুখে পুলক শরীর। ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥
খেনেখেনে মুরছই পণ্ডিত কোর। হেরইত সহচর ভাবে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে পহুঁ কয়ল বিথার। ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কুল। কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী। যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁহা রসখনি॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৯৪৪

এই পদটিতে "ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥" চরণ দুইটি থাকায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈষ্ণবগণ সেইজন্য সযত্নে এই পদটি রক্ষা করিয়াছেন এবং পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে ৯৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষও শিবানন্দ সেনের মতন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাদর্শনে অনুপ্রাণিত হইয়া পদ রচনা করিয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকরের ৯৫২ পৃষ্ঠায় বসু রামানন্দের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে নবদ্বীপ-লীলায় গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ নামক সুপ্রসিদ্ধ ভ্রাতৃত্রয় এবং কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনলীলার কথা দেখা যায়।

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্ত্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়ারসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর॥*

* জগদ্বন্ধু ভদ্র ২৭০ পৃষ্ঠায় যে পদ ছাপিয়াছেন তাহাতে অনেক বিকৃত পাঠ আছে। যথা চতুর্থ চরণে "বাঢ়ল আনন্দ" স্থলে "গায় রামানন্দ"। পঞ্চম চরণের স্থলে, "মুরারি মুকুন্দ আসি হের আইস বলি" প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে রামানন্দ বসুকে কুলীনগ্রামের "গুণরাজম্বেয়" অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা মালাধর বসুর বংশধর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৯।২) মুরারি গুপ্ত (প ১৭।১৩)

নীলাচলে গৌড়ীয় ভক্তদের মধ্যে "রামানন্দ বসুশ্চৈব সত্যরাজাদয়স্তথা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।*

শিবানন্দ সেনের ন্যায় রামানন্দ বসুও শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণে বিরহাকুল হইয়াছিলেন। শোকের বেগ সামলাইতে না পারিয়া সন্ন্যাসের কয়েকদিন পরে অর্থাৎ ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে তিনি এই পদটি লিখিয়াছিলেন, সেইজন্য "অবহুঁ বসন্ত বসহুঁ সুখময়" বলিয়াছেন—

"পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন-আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ন
গোরা বিনু কতদিন ধরিব জীবন॥
অবহুঁ বসন্ত বসহুঁ সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পিরীতি করল পহুঁ মোর।
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥

—জগদ্বন্ধু, পৃঃ ৩৯০

এই পদটিতে অবশ্য বসু রামানন্দের পরিবর্তে শুধু রামানন্দ ভণিতা রহিয়াছে। এই রামানন্দ রামানন্দ রায় হইতে পারেন না; কেন-না সন্ন্যাসের পূর্বে তাঁহার সহিত প্রভুর পরিচয় ছিল না। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ও দুঃখের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় এটি বসু রামানন্দেরই রচনা।

পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত ইঁহার রচিত দুইটি পদ হইতে শ্রীচৈতন্য পুরীতে

* চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে

তবে সত্যরাজখান আর রামানন্দ।
প্রভুর চরণে কিছু করে নিবেদন॥ —চৈ. চ., ২।১৫।১০২

সুতরাং ডাঃ সুকুমার সেন সত্যরাজখান ও রামানন্দ বসুকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া ভুল করিয়াছেন (History of Brajabuli Literature. P. 39)

কি ভাবে প্রেমধর্ম্ম আপনি আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

আরে মোর গৌরকিশোর।
সহচর কান্ধে পহু ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তন্তুক দোসর ভেল দেহ॥
থীর নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোয়ে পহু 'হা নাথ' বলিয়া।
বাসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিলুঁ কিসের লাগিয়া॥ (পদ ক., ১৯২০)

এই পদটিতে 'গৌরকিশোর' নাম থাকিলেও, দুইটি কারণে ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে মনে করি। প্রথমতঃ নবদ্বীপে প্রভুর কখনও "তন্তুক দোসর ভেল দেহ" অর্থাৎ (সূতার মতন) ক্ষীণ দেহ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; দ্বিতীয়তঃ নবদ্বীপে 'হা নাথ' অপেক্ষা 'রাধা রাধা' বলিয়া ক্রন্দন করাই বেশী দেখা যায়। অপর পদটিতে স্পষ্টতঃ শ্রীচৈতন্যের নাম লিখিত থাকায় পুরীর লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না,

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকতা গাঁথুনি॥
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরনী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক ঊর্দ্ধ বাহু করি।
পতিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেম-ধন চায়॥ —পদ ক., ২০৮২

জগদ্বন্ধু ভদ্রের গৌরপদতরঙ্গিণীতে শুধু রামানন্দ (বসু নহে) ভণিতায় ৪০৫ পৃষ্ঠায় "ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর" ইত্যাদি একটি পদে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য হরিদাসের তিরোধানে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,

অদ্বৈত শ্রীশ্রীনিবাস, পুরী দামোদর দাস, তারা গেল এ সুখ ছাড়িয়া ॥

সুতরাং

নিতাই কর গৃহবাস, যাহ হে পণ্ডিত-পাশ, তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে।
তোমারে যতন করি দিবে দুই কন্যা বরি, নিজরূপ তাহাকে দেখাবে ॥

এই পদটি জাল; নিত্যানন্দের বিবাহের সমর্থন করার জন্য উহা রচিত হইয়াছিল। অদ্বৈত, শ্রীনিবাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে জীবিত ছিলেন। বসু রামানন্দের শ্রীকৃষ্ণলীলার যে কয়টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে তিনি একজন উচ্চস্তরের কবি।

বসু রামানন্দ যেভাবে গোবিন্দ-মাধব-বাসুর নাম লিখিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ জ্যেষ্ঠ ও বাসু ঘোষ কনিষ্ঠ। বৃন্দাবন দাস মাধব ঘোষের নামই প্রথম করিয়াছেন—তাহার কারণ অবশ্য ইহা হইতে পারে যে তিন ভাইয়ের মধ্যে মাধব ঘোষই ছিলেন অদ্বিতীয় কীর্ত্তনীয়া। যথা—

সুকৃতি মাধব ঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
—চৈ. ভা., অন্ত্য ৫, পৃ. ৪৫৫

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরম সন্তোষ ॥—ঐ পৃ. ৪৫৯

গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময় ॥—ঐ অন্ত্য ৬, ২। ৪৭৫

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় (১৮৮ শ্লোক) "গোবিন্দমাধবানন্দবাসুদেবো যথাক্রমং" লেখা আছে। তাহাতেও প্রমাণিত হয় যে গোবিন্দ ঘোষই বড় ভাই।

জগদ্বন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত গৌরপদতরঙ্গিণীর ২৩৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি পদের

ভণিতায় তিন ভাইয়ের নামের ক্রম দেখিয়াও ধারণা জন্মে যে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যথা,

গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদেও সাতসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন প্রসঙ্গে গোবিন্দ ঘোষের নাম প্রথম ও মাধব, বাসুদেবের নাম পরে করা হইয়াছে।

পদকল্পতরুর ১৫৯৭ সংখ্যক পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ববঙ্গ গমনে শচীমাতা, লক্ষ্মীদেবী, মালিনী ও কবি গোবিন্দ ঘোষের বিরহ বর্ণিত হইয়াছে। পদটি যদি বর্ণিত ঘটনার সময়েই রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এটিকে গৌর-লীলার সর্ব্বপ্রথম পদ বলিতে হয়। কেন-না গয়ায় যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর মিশ্র পূর্ব্ববঙ্গে যান ; গয়া হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে দেশ-বিদেশের ভক্তগণ নবদ্বীপে সমবেত হন নাই ও তাঁহার জীবনের ঘটনা লইয়া পদরচনা করেন নাই। হইতে পারে গোবিন্দ ঘোষ পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপে বাস করিতেন এবং নিমাইয়ের রূপে ও পাণ্ডিত্যগুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ২১।২২ বৎসরের এক অপরূপ সুন্দর তরুণ অধ্যাপক পূর্ব্ববঙ্গে যাইতেছেন শুনিয়া কোন কবির মনে দুঃখ জাগা ও সেই দুঃখের প্রেরণায় কবিতা রচনা করার মধ্যে অসম্ভাব্য কিছু নাই। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যে পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা অথবা কীর্ত্তন করা সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নাই। কবিও স্পষ্ট বলিতেছেন যে তিনি গঙ্গার তীরে গৌরাঙ্গকে পথে দেখিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটি কথা হইত। ইহার চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতার দাবী তিনি করেন নাই। প্রচুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইতেছে—

গোরা গেল পূর্ব্বদেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলপয়ে কত পরকার।
কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুন সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ
এখন পরাণ যদি রহে॥

শচীর করুণা শুনি কান্দয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করে তায়।
নদীয়া নাগরীগণ কান্দে তারা অনুক্ষণ
বসন ভূষণ নাহি ভায়॥
সুরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে
কতদিনে হবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ।—পদ ক., ১৫৯৭

গোবিন্দ ঘোষ গৌরাঙ্গের জীবনী লইয়া কোন ধারাবাহিক পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তিনি এরূপ করিলে বিপুল বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও না কোথাও তাহার উল্লেখ থাকিত। সুতরাং এই পদটি যে আলোচ্য ঘটনার বহুকাল পরে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। বৈরাগ্যভক্তি প্রকাশের পূর্ব্বেও নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার নরনারীর কত প্রিয় ছিলেন তাহা এই পদটি হইতে জানা যাইতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ কিভাবে গোবিন্দ ঘোষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা পদকল্পতরুর ১০২৯ ও ২১৪৬ সংখ্যক পদ দুইটি হইতে জানা যায়। শেষোক্ত পদটির "বিনি হাসে গোরামুখ হাস" যেমন কবিত্বপূর্ণ, "গোরা না দেখিলে বিষ লাগে" তেমনি আন্তরিকতায় ভরা।

কিন্তু বাসু ঘোষ বোধ হয় গোবিন্দ ঘোষ অপেক্ষাও প্রভুর অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৯১৯) এবং পদকল্পতরু-ধৃত ২১২৮ সংখ্যক পদে আছে—

বাসুদেব রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহু নরহরি সঙ্গ॥

ঐ নৃত্যের সময়ে প্রভু শ্রীদাম সুদামের কথা স্মরণ করিয়া "মুরলী মুরলী করি" মূর্চ্ছিত হইলেন এবং

রাধার ভাবে ভোরা বরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ॥

এখানে "রাধাভাব" অর্থের শ্রীরাধার প্রতি প্রেম না ধরিলে পূর্ব্বে ও পরে উল্লিখিত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না। এই পদটি ভক্তিরত্নাকরের ৯১৯ পৃষ্ঠাতে ধৃত হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

গোবিন্দ ঘোষের দুইটি পদ প্রভুর সন্ন্যাসের ঘটনা লইয়া রচিত। কবির উক্তি হইতে মনে হয় যে প্রভু তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা শুনিয়া আসিয়া মুকুন্দ দত্ত ও গদাধর পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—

প্রাণের মুকুন্দ হে কি আজি শুনিলু আচম্বিত
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥
ইহাও না জানি মোরা সকালে মিলিলুঁ গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়ান ঝরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হৈয়াছে মুখশশী ॥
দেখিয়া তখনি প্রাণ সদা করে আনছান
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল তবে মুঞি নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥
আমি ত বিবশ হৈয়া তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইলুঁ তুয়া পাশ।
এই ত কহিলুঁ আমি যে করিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইমু মরিয়া ॥—পদ ক., ১৬০৬

কবির বর্ণনার ভঙ্গী হইতে মনে হয় যে মুকুন্দ ও গদাধর পূর্ব্বেই এই সংকল্পের কথা শুনিয়াছিলেন—কেন-না তাঁহারা গোবিন্দ ঘোষের নিকট প্রথম

শুনিলে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। বৃন্দাবনদাস বলেন যে প্রভু নিত্যানন্দের নিকট প্রথম, পরে মুকুন্দ ও গদাধরের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। অন্যান্য ভক্তকেও প্রভু পরে বলেন। যথা—

এই মত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
শিখা সূত্র ঘুচাইমু বলিয়া আপনে॥—২।২৫।৩৫৭ পৃ.

মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে তাঁহাকে ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে প্রভু এ কথা বলিয়াছিলেন। (২।১৭।১৩ ও ২।১৮।১৯) কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে মুরারিকে বলার কথা বাদ দিয়াছেন। যাহা হউক, প্রভু যখন অনেক আপ্ত বৈষ্ণবকেই বলিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দ ঘোষকে বলা অসম্ভব নহে। উদ্ধৃত পদটির উপরে শীর্ষক হিসাবে পদকল্পতরুতে লেখা আছে "শ্রীপণ্ডিত গোস্বামিনোক্তং"। ইহার এইমাত্র অর্থ হইতে পারে যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার ভক্তদিগকে এই পদের কথা বলিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব দাস এই পরম্পরাপ্রাপ্ত ঐতিহ্য স্বকীয় সঙ্কলনে লিখিয়া পদটির ঐতিহাসিক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। গোবিন্দ যদি প্রভুর নিকট না শুনিতেন অথবা মুকুন্দ ও গদাধরকে না বলিতেন তাহা হইলে কল্পিত বর্ণনাটিকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এরূপ আদরের সহিত রক্ষা করিতেন কিনা সন্দেহ। এই পদটিকে আমরা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে অর্থাৎ জানুয়ারীর শেষাশেষি সময়ে লেখা বলিয়া ধরিতে পারি।

ইহার কয়েকদিন পরে প্রভু যেদিন শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, সেদিন গোবিন্দ ঘোষের লেখনী হইতে যে বুকফাটা কান্না বাহির হইয়াছিল তাহার ধ্বনি এই পদটির মধ্যে আজও পাওয়া যায়।

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস॥

কান্দয়ে ভকত সব বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥

—পদ ক., ১৬২২

পদাবলী-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দ ঘোষের পদাবলীতে মহাপ্রভুর জীবনের যে কয়েকটী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে গোবিন্দ ঘোষ সেসকল নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।"—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৬।২

গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মাধবানন্দ ঘোষ বা মাধব ঘোষ বা শুধু যে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন তাহা নহে, তিনি অসামান্য কবি প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন। তাঁহার রচিত সাতটি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটি (৬৬০, ১৫৩৯ ও ১৯২৮) শ্রীকৃষ্ণলীলা ও চারিটি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন লইয়া রচিত। ১২৭৭ ও ২২৭৮ সংখ্যক পদে মাধব শচীমাতা ও বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ বর্ণনা করিয়া প্রভুকে নদীয়ায় ফিরিতে অনুরোধ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগের সামনে দাঁড়াইয়া কোন ভক্ত সত্যই তাহাকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের "পুরব পিরীত" স্মরণ করিয়া মূর্ছিত হইয়াছেন বলার মধ্যে কিছু অসৌজন্যও লক্ষ্য করা যায়। এই সব কারণে আমার মনে হয় এই পদটি মাধব ঘোষ সন্ন্যাসের অনেক পরে লিখিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার রচিত যত পুরব-পিরীত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মুরছিত॥
সে হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া।
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি॥—পদ ক., ২২৭৮

২২৭৬ সংখ্যক পদটিতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসে এক নদীয়া নাগরীর দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে যেখানে প্রভু বসিতেন সেখানে যাইয়া সে

প্রলাপবচন কহিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মাধব ঘোষের হৃদয় ব্যাকুল হইল। এটি কাল্পনিক আলেখ্য।

বাসু ঘোষের ৯৫টি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার পদগুলি ভক্ত-সমাজে এরূপ আদৃত হইয়াছে, যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।

—চৈ. চ., ১।১১

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন "বাসুদেবের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে উহার সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক; এ যাবৎ বাসুদেবের ব্রজলীলা বিষয়ক কোন পদ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি অন্য বিষয়ে পদ রচনা করেন নাই।" (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ. ১৫৯।) কিন্তু তাঁহারই সংস্করণে সঙ্কলিত ১৩৬৯ সংখ্যক "কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে" পদটি দানলীলার পদ—উহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা ইঙ্গিতে কোথাও গৌরলীলার কথা নাই। ২৫৩১ সংখ্যক পদটি আক্ষেপানুরাগের, উহাতে শ্রীকৃষ্ণের বা গৌরাঙ্গের কোন কথা নাই। বাসু ঘোষ তাহা হইলে কৃষ্ণলীলা লইয়াও কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন প্রমাণিত হইল। অন্যান্য পদগুলির মধ্যে ১৫৩৬, ১৫৩৭ ও ১৫৭১ সংখ্যক পদ তিনটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক, ১৫৫০ সংখ্যক পদ তিনটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক, ১৫৫০ সংখ্যক পদে ঝুলন, ১৬৬২ সংখ্যক পদে পুরীতে সমুদ্রের দিকে শ্রীচৈতন্যের ধাবন, ১৯৯১, ১৯৯৪ ও ২২৭৩ সংখ্যক পদে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণিত আছে। এইগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা, সুতরাং এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বাসুদেবের বর্ণনার মূল্য খুব বেশী। জন্ম, বাল্যলীলা, লুকোচুরি-খেলা প্রভৃতি লইয়া ১১২১, ১১৪০, ১১৫০, ১১৫১, ১১৬১ সংখ্যক পদ লিখিত হইয়াছে। এগুলি কবির কল্পনা; কেন-না ঐ সময়ে বাসু ঘোষ নবদ্বীপে ছিলেন না, থাকিলেও শিশু নিমাইয়ের কথা লিখিয়া রাখেন নাই। ১১৫০ সংখ্যক পদে দিগম্বর নিমাই হরি হরি বলিয়া নাচিতেন ও ১১৬১ সংখ্যক পদে বালকদের সঙ্গে হরিবোল বলিয়া গান করিতেন বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসের মতে গয়া হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে নিমাইয়ের ভক্তিভাব দেখা যায় নাই। বাকী পদগুলির মধ্যে ১০টি সন্ন্যাস

লইয়া, ৬টি গৌরাঙ্গের রূপ, ২৬টি তাঁহার ভাবও ২৪টি নাগরীভাব লইয়া লিখিত এবং ৯টি স্তব, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয়ক।*

জগদ্বন্ধুভদ্র বাসুদেবের ১২০টি পদ সংগ্রহ করেন। তাহার মধ্যে নাগরী-ভাবের আতিশয্য অনেকগুলি পদে দেখা যায়। ভদ্রমহাশয় অনেক অকৃত্রিম পদ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন; কিন্তু তিনি নির্ব্বিচারে অনেক কৃত্রিমপদও গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। সাহ আকবর শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে পদ লিখিবেন ইহা অবিশ্বাস্য হইলেও ভদ্রমহাশয় ২৫৭ পৃষ্ঠায় ঐ নামের ভণিতায় একটি পদ ছাপিয়াছেন। বাসু ঘোষের নামে আরোপিত কয়েকটি পদ জাল সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মহান্ত ও ছয় গোঁসাইয়ের শ্রীখণ্ডে যাইয়া নরহরি সরকারের আয়োজিত মহোৎসবে যোগদান (পৃ. ৩৫৩) করার পদটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পদ বাসু ঘোষের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গীর পক্ষে লেখা অসম্ভব; কেন-না ছয় গোঁসাই এককালে কোন সময়েই বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই; এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও শ্রীখণ্ডে আসিয়াছিলেন বলিয়া কোন কিংবদন্তী পর্য্যন্ত নাই। সেইরূপ নিম্নলিখিত পদটিও তাঁহার দ্বারা লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—

চলরে স্বরূপ চল যাই সুরধুনী-জল
এ সকল দেই ভাসাইয়া।
গেল যাক কুলমান আর না রাখিব প্রাণ
তেজিল সলিলে ঝাঁপ দিয়া॥—গৌ. প. ত., ২য় সং., পৃ. ১১৭

* রূপ—৩৪১, ৯৭৩, ১০৩০ (১১৩৭ একই), ২০৮৭, ২১০০, ২১৪৩

ভাব—৫৪, ৩৫৬, ৩৭০, ৪৭৬, ৫২৫, ৬৫৬, ৭৬৪, ১১০৮, ১১৮৬, ১২৫৩, ১৩৫৩, ১৩৬৮, ১৪০৯, ১৪২৫, ১৪৯৪, ১৫২৫, ১৫৯৮, ১৬৩৪, ১৬১৫, ১৬৬২, ২০৪১, ২০৭৮, ২০৭৯, ২১৪০, ২১৮৫, ২৪৭৪

সন্ন্যাস—১৮০১, ১৮৫৬, ২২২১-২৩, ২২২৫, ২২২৬, ২২২৯, ২২৭০, ২২৮০

নাগরীভাব—২৪৯, ৩৬০, ৩৬৫, ৭২৩, ৭৪৭, ৭৭৭, ৮৯৯, ১৬৩৬, ১৬৬৯, ২১৪৯-৫৫, ২১৬৯, ২১৭১, ২১৭২, ২১৭৩, ২১৭৫, ২১৭৬, ২২১১, ২২২৮

নিত্যানন্দ—২৩১৪, ২৩১৫

স্তব ও প্রার্থনা—২১৯২, ২২১০, ২২৭৯, ২২৯২, ২৩৪৫, ৩০০৭, ৩০০৮

স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের নীলাচলের সঙ্গী। যদি বাসু ঘোষ গঙ্গাতীরের ঘটনার সহিত তাঁহার নাম একসঙ্গে যোগ করিতেন তাহা হইলে পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম লিখিতেন। আর একটি পদে (ঐ, ২য় সং, পৃ. ১৮৬) যমুনার তটে স্বরূপের সহিত শ্রীচৈতন্যের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বৃন্দাবনে যান নাই। সেইজন্য এই পদটিকেও বাসু ঘোষের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা ঘটে নাই বা ঘটা সম্ভব নহে সমসাময়িক লেখক ভাবাস্বাদন-হিসাবেও তাহা লিখেন না।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে বাসু ঘোষের নামে এমন কয়েকটি পদ আছে যেগুলি দেখিলেই মনে হয় কৃষ্ণলীলার সুপ্রসিদ্ধ পদ ভাঙ্গিয়া তাঁহার নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা---

> নিশি শেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে।
> গৌর নাগর পরিরম্ভিল মোরে॥
> গণ্ডে কয়ল সেই চুম্বন-দান।
> কয়ল অধরে অধর রস পান॥
> ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল।
> অবচেতনে ছিনু চেতনা ভেল॥
> লাজে তেয়াগিনু শয়ন-গেহ।
> বাসু কহে তুয়া কপট নেহ॥—গৌ. প. ত., ২সং., পৃ. ১৩১

সম্ভোগাত্মক নাগরীভাবের প্রাচীনত্ব স্থাপনের জন্য এইরূপ পদ বাসু ঘোষে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এইরূপ পদ থাকায় গৌরপদ-তরঙ্গিণীকে বাসু ঘোষের বা নরহরি সরকার ঠাকুরের পদ সম্বন্ধে প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হয়।

আমরা ভক্তিরত্নাকরে ও পদকল্পতরুতে ধৃত বাসু ঘোষের পদ হইতে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শ্রীবাসের গৃহে বিশ্বম্ভর মিশ্রকে ভগবান রূপে অভিষেক করা একটি যুগান্তকারী ঘটনা—কেন-না ২৩।২৪ বৎসরের এক তরুণ যুবককে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্য এবং শ্রীবাস ও বহুতীর্থপর্য্যটক অবধূত নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকলে বিষ্ণুর খট্টায় বসাইয়া অভিষেক করিয়া তাঁহার ভগবত্তা সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন। ঐদিন গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ

উপস্থিত ছিলেন— কেন-না তাঁহারা দৃষ্ট ঘটনা বর্ণনা করার মতন করিয়া পদ লিখিয়াছেন। ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়াই নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে বাসু ঘোষের নিম্নলিখিত পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শঙ্খ দুন্দুভি নাদ বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারী সব করে অর্ঘ্য থালী॥
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত।
জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত॥
গৌরাঙ্গচান্দের মুখ করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ গানে॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৮৯৩

নরহরি চক্রবর্ত্তীর সামনে মুরারির কড়চা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ থাকিলেও তিনি অভিষেকের প্রমাণ তুলিলেন বাসু ঘোষের পদ হইতে, কেন-না ঐ পদ উক্ত গ্রন্থাদি রচিত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। এই পদটিতে অভিষেকে নারীদেরও যোগ দেওয়ার কথা আছে। শচীমাতা, তাঁহার সখী শ্রীবাসের পত্নী মালিনী প্রভৃতি যে ঐ নারীদের মধ্যে ছিলেন তাহা পদকল্পতরু-ধৃত গোবিন্দমাধববাসু ভণিতাযুক্ত একটি পদে (১৫৩৮ সংখ্যা) দেখা যায়। উহাতে আছে—

তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেহ আরত্রি করিল।
নির্ম্মঞ্ছন করি শিরে ধান্যদূর্ব্বা দিল॥
ভক্তগণ করে সভে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥

অভিষেকের ঘটনা মুরারি গুপ্ত (২।১২।১২-১৭), কবিকর্ণপূর (মহাকাব্য) (৫।৩৮, ১২৫) ও বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে ঐদিন বিশ্বম্ভরকে

অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান॥

তারপর—দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র বিধিমতে।
পূজা করি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে॥

১৪৩১ শকের বৈশাখ হইতে মাঘমাসের মধ্যে নিমাইয়ের বেশভূষা ও ভাব সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য বাসু ঘোষের পদ হইতে জানা যায়। পদকয়টি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিমাই যে ভাবাবেশে নটবরবেশ ধারণ করিতেন তাহা নিম্নলিখিত পদ হইতে প্রমাণিত হয়—

চাচর চিকুর চূড়া চারু ভালে।
বেঢ়িয়াছে মালতীর মালে॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
সপত্র সহিত ফুলশাখা॥
কসিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কটিমাঝে বসন সুরঙ্গ॥
চন্দন তিলক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে॥
নটবরবেশ গোরাচাঁদ।
রমণীগণের কিবা ফাঁদ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৯৩৪-৩৫

এই বেশের মধ্যে চূড়ায় ময়ূরের পাখা ও সপত্রফুলশাখা ধারণ বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া তিনি যখন গঙ্গাতীরে মুরলীবাদন-সহকারে গীত গাহিতেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তদের মনে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সোঙরি পুরুব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা।
মোহন মুরলী গোরা অধরে ধরিল॥

মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিলা গোরাচান্দ।
অঙ্গুলি চালায়া করে সুললিত গান ॥—ভ. র, পৃ. ৯৩৫

মুরলি-বাদন করিতে করিতে তাঁহার মনে গোষ্ঠলীলার কথা উঠিত। তিনি রামাই, সুন্দর, গৌরিদাস, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে—

শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনী ॥

ইহা দেখিয়া— বাসুদেব ঘোষে কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে ॥—ভ. র., পৃ. ৯৩৫

গোষ্ঠলীলার এই ভাব এইসব সখ্যরসাশ্রিত ভক্তদের মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তাঁহারা অনেকে সারাজীবন গোপবেশ ধারণ করিয়া শ্রীদাম-সুদামের অনুকরণ করিতেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দের সহচর—

কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস দুইজন।
গোপালভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ ॥—চৈ. ভা., ৯।৫।৪৫৪

নিত্যানন্দের অন্যান্য সঙ্গীদেরও

বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাথে পায়ে নূপুর সভার ॥—ঐ, পৃ. ৪৭৩

বাসু ঘোষের ঐ পদটি না পাইলে তাঁহাদের এই গোপালভাবের কারণ পাওয়া যাইত না। তেমনি বৃন্দাবন দাস বর্ণিত—

গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন "কে কিনিবে গোরায়" ॥

—ঐ, পৃ. ৪৫৯

দানলীলার এই ভাবটি গদাধর দাসের মনে কিভাবে স্থায়ী রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা বাসু ঘোষের এই পদটি পড়িলে বুঝা যায়।

আজু গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার পথে গোরা দান সিরজিল ॥
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী।
দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে।
নগর নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুদেব গান ॥

—ভ. র., পৃ. ৯৩৬

গদাধর দাসের ন্যায় যেসব ভক্ত এই লীলার সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে ইহার প্রভাব চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাই দেখি নীলাচল হইতে গৌড়-দেশে ফিরিবার সময়—

হইলা রাধিকা ভাব—গদাধর দাসে।
'দধি কে কিনিব' বলি মহা অট্ট হাসে ॥—চৈ. ভা., ৩।৫।৪৫৪

বাসু ঘোষের এই পদটি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভক্তিরত্নাকরে ও পদকল্পতরুতে (১৩৬৮ পদ) "বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী" আছে, কিন্তু জগদ্বন্ধুভদ্র (৩৩৩ পৃ.) ও মৃণালকান্তি ঘোষ পাঠ ধরিয়াছেন "বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী"। তরণী বেত দিয়া আগুলান যায় না এবং তরণী রুকিলে দানলীলা সাধার কোন সহায়তাও হয় না। সুতরাং "তরুণী" পাঠই ঠিক। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ভাবের আবেশে বেত দিয়া তরুণী আটকানো বিশ্বম্ভর মিশ্রের পক্ষে অসম্ভব হইলে প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে "তরুণী" পাঠ থাকিত না।

ভক্তিরত্নাকরে ধৃত আর কয়েকটি পদে শ্রীগৌরাঙ্গের গদাধরের সঙ্গে ফুলসমর (পৃ. ৯৩৬), পাশাখেলা (পৃ. ৯৩৬-৩৭), জল ফেলাফেলি খেলা (পৃ. ৯৩৭) ও হোলিখেলা (পৃ. ৯৪২-৪৩) বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি যে কল্পিত ঘটনা নহে, কবির স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা তাহার একটি প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে ধৃত (পৃ. ৯৪৪—৪৫) শিবানন্দ সেনের হোলিখেলার পদে "মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে" উক্তিতে পাওয়া যায়। প্রভুর সঙ্গে বাসু ঘোষের নাচের কথা গোবিন্দ ঘোষ ও শিবানন্দ সেন এই দুই সমসাময়িকের রচনায় পাওয়া গেল।

বাসু ঘোষের নিমাই সন্ন্যাসের পালা সুপরিচিত। মোটামুটিভাবে ইহাকে ঐতিহাসিক চিত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদিও তুই-এক স্থানে কবিসুলভ অতিশয়োক্তি দেখা যায়। সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরে প্রভুর যে দীনভাবের চিত্র বাসুদেব আঁকিয়াছেন তাহার সমর্থন কোন চৈতন্য-চরিতে না থাকিলেও উহাকে সত্য বলিয়া না মানার কোন কারণ নাই। পদ-কল্পতরু-ধৃত ২২২৫ সংখ্যক পদে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেছেন,

তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥
এত কহি গৌর রায় ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়
দিগ বিদিগ নাহি মানে।
ভক্তজনার পাছে পাছে লোটাঞা লোটাঞা কাছে
বাসু ঘোষ হাকান্দ কান্দনে॥

প্রভু সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা করিয়া "নহে যেন উপহাস" বলিতেছেন এবং ভক্তদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া "ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে" বলিলে তাঁহার ভগবত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে মনে করিয়া চরিতকারগণ এই ঘটনাটি বাদ দিয়াছেন মনে হয়।

কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চরিতকারগণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে পুনরাগমনের কথা লেখেন নাই। কিন্তু মুরারি (৪।১৪।৩-১১) বলেন যে তিনি একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। লোচন এই অংশের ভাবানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

মায়ের বচনে পুত্র গেলা নবদ্বীপে।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপে॥—চৈ. ম., শেষখণ্ড

বাসু ঘোষ এই ঘটনা দেখিয়া লিখিয়াছেন—

আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥

চিরদিনে গোরাচাঁদের বদন দেখিয়া।
ভখিল চকোর-আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥
মরণ শরীরে যেন পাই যে পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়া পুরে বাসু ঘোষ গান॥—জগদ্বন্ধু, ৪১৩

এই পদটি ভক্তিরত্নাকর অথবা পদকল্পতরুতে ধৃত হয় নাই। ভক্তিরত্নাকর-ধৃত (৯৮২-৯৮৩ পৃ.) বাসু ঘোষের একটি পদে শচীমাতা মালিনী সইকে নিমাইয়ের নীলাচল হইতে নদীয়ায় ফেরার কথা স্বপ্নে দেখিয়া বলিতেছেন পাওয়া যায়।

মুরারি ও বাসু ঘোষের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে শ্রীচৈতন্য গৌড়-ভ্রমণের সময়ে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। যেসমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসনিষ্ঠা বা মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, সেগুলি পরবর্ত্তী চরিতকারগণ বাদ দিয়াছেন। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পরে দিতেছি।

পদকল্পতরুতে দিব্যোন্মাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে বাসু ঘোষের নিম্নলিখিত পদটি ধৃত হইয়াছে—

সিংহদ্বার তেজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়া-গিরি ধূলায় লুটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীর গোরা পড়ি মুরছায়॥
উত্তান-শয়ন মুখে ফেনা বাহিরায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥—পদ ক., ১,৬৬২

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলার এমন জীবন্ত আলেখ্য রঘুনাথদাস গোস্বামী ছাড়া আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মুরারি গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ রচনায় প্রভুর তিরোধানের পর হাত দেন। তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট পদ পদকল্পতরুতে (৭৫১) ধৃত হইয়াছে। অদ্যাবধি কীর্ত্তনীয়াগণ আক্ষেপানুরাগ পালাগান করিবার

সময় উহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পদটির আরম্ভ "সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও"। ইহার কোথাও রাধাকৃষ্ণলীলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। মনে হয় মুরারি গুপ্ত শুধু ব্যবসায়ে নহে প্রকৃতপক্ষেই কবিরাজ ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বসু রামানন্দ, নরহরি প্রভৃতি কবিরাই যেন নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়া অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অবশ্য অনেক অকবিরও মনে গৌরাঙ্গলীলা দেখিয়া ভাবসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারা কবিতায় সেই ভাব প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারেন নাই। কবি মুরারি গুপ্ত ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নিমাইয়ের ভাবাবেগ দেখিয়া যে পদটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণবগণ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। পদটি ভক্তি-রত্নাকরের ৯২২ পৃষ্ঠায় ও পদকল্পতরুর ২১২১ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হইয়াছে—

গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে॥

গৌরপদতরঙ্গিণীতে ধৃত (পৃ. ৭৭,) মুরারি গুপ্ত রচিত একটি পদে দেখা যায় যে

হাসিয়া মুরারি বোলে, এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি।

এই পদটি সত্যই মুরারির লেখা কিনা সন্দেহ, কেন-না নিমাই যখন হামাগুড়ি দিতেছেন তখন এই পদ মুরারি নিশ্চয়ই লেখেন নাই; সন্ন্যাসের পরে লিখিলে "হাসিয়া মুরারি বোলে" লিখিতেন না—কেন-না প্রভুর সন্ন্যাস মুরারির নিকট হাসির ব্যাপার ছিল না। ঐরূপ নিমাই সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে "গোরা সবে বলে হরি হরি। শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি" পদটিও ভাষার দৈন্যের জন্য প্রক্ষিপ্ত মনে হয় (জগদ্বন্ধু পৃ. ৭৭-৭৮)। দাসু-মুরারি ভণিতার পদটিও

মুরারি গুপ্তে আরোপ করা যায় না। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় "প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে। নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে॥" ইত্যাদি ও "চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে" ইত্যাদি পদ দুইটি (জগদ্বন্ধু পৃ. ৩৭৮-৭৯) মুরারি গুপ্তের বাংলা রচনার নমুনারূপে তুলিয়াছেন। কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্র নিজেই প্রথমোক্ত পদের পাদটীকায় লিখিয়াছেন কোন কোন গ্রন্থে এই পদের ভণিতা এইরূপ—

বাসু ঘোষ বলে না কাঁদিও শচীমাতা।
জীবের লাগি তোমার গৌর হৈছে প্রেমদাতা॥

সুতরাং প্রথমটিকে নিঃসন্দেহে মুরারি গুপ্তের রচনা বলা যায় না ; এবং দ্বিতীয়টি উহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া ওটিকেও সমপর্য্যায়ে ফেলিতেছি।

ভক্তিরত্নাকরের মতে (পৃ. ১২২-২৩) বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইহার রচিত ২৫টি ও বংশীদাস ভণিতায় ১৭টি পদ পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "পদগুলির বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বংশীদাস ও বংশীবদন অভিন্ন ব্যক্তি" (পৃ. ১৮০)। কিন্তু বংশীদাস ভণিতার

"জয় রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যনন্দ চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ
সীতানাথ দেহ পদছায়॥
জয় জয় মোর, আচায্যঠাকুর, অগতি পতিত অতি" ইত্যাদি

পদটির লেখক শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক। কেন-না সীতানাথকে একবার জয় দিয়া পুনরায় "আচায্যঠাকুর" বলিয়া অদ্বৈতকে জয় দেওয়ার কোন মানে হয় না, সুতরাং ঐ আচার্য্যঠাকুর বলিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বুঝাইতেছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বংশীবদন শ্রীনিবাস আচার্য্যকে জয় দিলে কালানৌচিত্য-দোষ ঘটে। বংশী ও বংশীবদনের পদের ভাষার মিল আছে বলিয়া উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যায়, কিন্তু বংশীদাস ও বংশীবদন অভিন্ন নহেন। "কর্ণানন্দ" গ্রন্থে (পৃ. ১২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বংশীদাস ঠাকুরের কথা আছে।

পদকল্পতরুর ২৫৬৪ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে বাসুদেবের ন্যায় বংশীবদনও গৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পদটি বাসু ঘোষের পদ অপেক্ষাও বিশদ এবং ইহার বর্ণনায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ছাপ আছে।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ-বয়ানে।
ধবলী শাওলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিসান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর-বেশ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন॥—পদ ক., ২৫৬৪

গৌরাঙ্গ যে "শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর বেশ" ধারণ করিতেন তাহা বাসু ঘোষের পদ হইতে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গৌরীদাসকে সুবল ও অভিরামকে শ্রীদাম বলিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহারা এইরূপ গোষ্ঠলীলা না করিলে তাঁহাদের তত্ত্ব ঐভাবে নিরূপিত হইত না। বিশ্বম্ভর মিশ্র ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে গোষ্ঠলীলা করিয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়া সেই সময়েই এই পদ লিখিত হইয়াছিল মনে হয়।

বংশীবদনের আর একটি পদে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে কবির নিজের ও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার অসীম দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেও তাঁহার প্রত্যক্ষ-দর্শিতার ছাপ সুস্পষ্ট। পদটি পদকল্পতরুর ১৮৫৫ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হইয়াছে—উহার পাঠ ভদ্র-মহাশয়-ধৃত পাঠ (পৃ. ৩৮৫) অপেক্ষা অনেক ভাল।

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা-তিলক-কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন-নাচ॥

আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে
ভকত-চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়্যা॥
আর কি দু ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথায় নাই॥
নিদ্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া-মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রায়।
শাশুড়ী-বধুর রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায়॥—পদ ক., ১৮৫৫

শাশুড়ী-বধুকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার কবি লইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের রোদন শুনিয়া তাঁহাকে গড়াগড়ি যাইতে হয়।

পদকল্পতরুতে পরমানন্দ ভণিতায় ১২টি পদ ধৃত হইয়াছে। উহার সবগুলিই সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের রচনা বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু ২৯০৬ সংখ্যাক পদের ভণিতায় কবি "শ্রীরূপমঞ্জরিচরণ হৃদয়ে ধরি" পদ রচনা করিয়াছেন বলিতেছেন। ইনি শিবানন্দ সেন-পুত্র কবিকর্ণপূর না হইবার সম্ভাবনাই অধিক—কেন-না কবিকর্ণপূর কখনও শ্রীরূপের এরূপ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ঐ পদের ব্রজবুলি-মিশ্রিত ভাষার সঙ্গে ১৮৩ ও আরতি, অভিষেক প্রভৃতির ১৫৮৫, ২৮৭১, ২৯০৬ সংখ্যাক ব্রজবুলির পদের সাদৃশ্য দেখা যায় বলিয়া এই ছয়টি পদ শ্রীরূপের অনুগত বৃন্দাবনবাসী কোন পরমানন্দের রচনা বলিয়া ধরা যায়। অপর ছয়টি পদ কবিকর্ণপূরের রচনা না হইয়া, বৃন্দাবনদাস যাঁহাকে

প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥—চৈ. ভা. ৩।৭।৪৭৫ পৃ.

বলিয়াছেন এবং জয়ানন্দ যাঁহার সম্বন্ধে—

সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ —পৃ. ৩

লিখিয়াছেন তাঁহার রচনা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। ইহার দুইটি কারণ। গৌণ কারণটি সন্দেহ-আকারে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মনে জাগিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"যাঁহারা কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত গদ্য-রচনা পড়িয়া, উহার দীর্ঘ সমাস ও অনুপ্রাসের ছটায় পদে পদে কবিশ্রেষ্ঠ দণ্ডীর 'দশকুমার-চরিত' কথা-কাব্যখানাকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কবিকর্ণপূরের এই প্রাঞ্জল পদগুলি পড়িয়া বোধ হয় বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে এগুলি সেই একই কবির রচনা" (ভূমিকা পৃ. ১৪৮)। পরমানন্দ ভণিতার অপর ছয়টি পদের মধ্যে ২১২০, ১৬৯৩ ও ২৫২৮ সংখ্যক পদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে এগুলি নদীয়া-লীলার কোন প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা এবং কবিকর্ণপূর ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ২১২০ সংখ্যক পদটিতে এমন একটি মূল্যবান্ তথ্য আছে যাহা কেবলমাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরই জানিবার কথা। পদটি এই—

গোরা-তনু ধূলায় লোটায়।
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি
পীত বসন বংশী চায় ॥
ধরি নটবর-বেশ সমুখে বান্ধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি সঘনে বলয়ে হরি
চাহে গোরা কদম্বের শাখা ॥
শুনি বৃন্দাবন-গুণ রসে উনমত মন
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
না বুঝিয়া রসবোধ প্রিয় সব পারিষদ
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায় ॥
কেহো বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিল না ধরে ধরণী।
নিজ মন-আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে
কেবা দেহে ধরিবে পরাণি ॥

রূপগান বা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন শুনিলে প্রভু আত্মসম্বরণ করিতে পারিবেন না, অতএব উহা গান করিও না ইহা নবদ্বীপ-লীলার কোন সঙ্গীর পক্ষেই জানা ও বলা সম্ভব। পদটি নীলাচল-লীলার নহে, কেন-না নীলাচলে প্রভু নটবর-বেশ ধারণ করিতেন না। নিমাই বলিতেছেন "সখীরা কোথায় গেল", তাঁহার পারিষদেরা উহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারই গুণগান করিতেছে, এই বর্ণনা চোখে না দেখিলে লেখা সম্ভব নহে অনুমান করি। ২৫২৮ সংখ্যক পদটিও ঐরূপ চোখে দেখিয়া লেখা। শচীনন্দন গোরাচান্দের

নব অনুরাগ-ভাবে ভেল ভোর
অনুখন কঞ্জ-নয়নে বহে লোর ॥
পুলকে পূরিত তনু গদগদ বোল।
ক্ষেণে থির করি চিত ক্ষেণে অতি লোল ॥
ঐছে বিভাবিত সহচর-সঙ্গ।
পরমানন্দ কহে প্রেম-তরঙ্গ ॥

প্রভুর অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার সহচরগণও ঐভাবে বিভাবিত হইতেন ইহা আমরা অনুমান করিতাম—এই পদে উহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

পদকল্পতরুর ১৬৯৩ সংখ্যক পদটিতে প্রভুর সন্ন্যাসে ভক্তগণের দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বিশেষ করিয়া আছে—

মুরারি মুকুন্দ না জিয়ব শ্রীনিবাস।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবন নৈরাশ ॥

খুব সম্ভব এটি জয়ানন্দ-বর্ণিত পরমানন্দ গুপ্তের "গৌরাঙ্গবিজয় গীতে"র অংশ। "পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে" (৬৭২ সংখ্যক পদ), "গোরা অবতারে যার (২২০২) এবং গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি" (২১১৯) পদ তিনটিও ঐ "গৌরাঙ্গবিজয় গীতে"র অংশ হওয়া অসম্ভব নহে।

গৌরীদাস পণ্ডিত গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কিরূপ প্রিয় ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তিনি শুধু ভক্ত নন, একজন উঁচুদরের কবিও ছিলেন। জয়ানন্দ বলেন—

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী
সঙ্গীত প্রবন্ধে যাঁর পদে পদে ধ্বনি ॥—পৃ. ৩

তাহার দুইটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। একটি (১৬১) শ্রীরাধার অনুরাগের, অপরটি নিতাই-গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে (২৩১৩)। শেষোক্ত পদটিকে হাটপত্তনের আদি পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ইহাতে আছে যে নিত্যানন্দ রাজা হইলেন, রামাই সুপাত্র, হরিদাস কোতোয়াল, কৃষ্ণদাস দ্বারী, শ্রীনিবাস মুন্সী, বিশ্বম্ভর গদাধর ও অদ্বৈত দোকানী।

গৌরীদাস হাসি হাসি, রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি ॥

পদটিতে অদ্বৈত ও গদাধরের সঙ্গে পসারিয়া হিসাবে বিশ্বম্ভরের নাম থাকিলেও, উহা প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে লেখা, কেন-না উহাতে চৈতন্য নামও ব্যবহার করা হইয়াছে।

নবদ্বীপে প্রভুর ভাবপ্রকাশ-লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রমাণ-হিসাবে ভক্তিরত্নাকরে রামচন্দ্র নামধেয় এক কবির একটি পদ তোলা হইয়াছে। নিমাইয়ের সমসাময়িক না হইলে নরহরি চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্রের পদ উদ্ধার করিয়া নিজের উক্তি সমর্থন করিতেন না। এই রামচন্দ্র খুব সম্ভব নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ, কেন-না সন্ন্যাসী রামচন্দ্র পুরী বা উড়িয়া রামচন্দ্র দ্বিজ অথবা ছত্রভোগের রাজকর্ম্মচারী রামচন্দ্র খান বাংলা পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। পদটি এই—

পহুঁ মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
শিবশুক বিরিঞ্চি মহিমা যার গায় ॥
কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলা।
সে পহুঁ কাঁদয়ে হরি বলি বাহু তুলি ॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
কীর্ত্তন ধূলায় সে ধূসর অবিরাম ॥
ক্ষণে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
রহে নরহরি গদাধর মুখ চা'য়া ॥
পুরুব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ওনা রঙ্গ ॥

—ভ. র., পৃ. ৯১৯

পদটি পদকল্পতরুতেও (২১৮৬) ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে তাঁহার গৌরাঙ্গ-বিষয়ক আর একটি পদও সঙ্কলিত হইয়াছে (২০৬৪)। উহাতে বলা হইয়াছে—

বৃন্দাবন-গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজমণি
ভাবভরে গরগর পহুঁ মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত পুরুষোত্তম
গুণ গান করতহিঁ নরহরি দাসে॥

পদটির ভণিতায় কবি নিজের নাম দিয়াছেন রামচন্দ্রদাস। এই রামচন্দ্র যদি নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ হইতেন, তবে তাঁহার রচিত পদকে নরহরি চক্রবর্ত্তী গৌরলীলার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলিয়া উল্লেখ করিতেন না।

ভক্তিরত্নাকরে ঐভাবে বলরামের তিনটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে আছে—

সঙ্গীতকারক বন্দো শ্রীবলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥

প্রথম পদটিতে শিশু শচীর দুলালের কথা আছে। উহার মধ্যে বিশেষ তথ্য এই যে শিশুকাল হইতেই নিমাই গান ও নাচে পারদর্শী ছিলেন।

কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান।
গন্ধর্ব্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান॥—ভ. র. ৮৩৭ পৃ.

দ্বিতীয় পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী ও গায়ক হিসাবে গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, শ্রীনিবাস, রামানন্দ বসু, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতির নাম আছে।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজ বৃন্দে॥
শুনিয়া পুরুব গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন-আনন্দে পহু পড়ে মুরুছিয়া॥

—ভ. র. ৯২২ পৃ, পদ ক. ২০৬৭

তৃতীয় পদটিতে একটি নূতন তথ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পদটির আরম্ভে "বড় অবতার ভাই বড় অবতার" আছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে—

হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে নাচে কুলের বৌহারি ॥"—ভক্তিরত্নাকর, ৯৫৬ পৃ.

গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দের একটি পদও নরহরি চক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গলীলার প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। নয়নানন্দের অন্যান্য পদের মতন এটিতেও গৌরাঙ্গের সহিত গদাধর পণ্ডিতের অন্তরঙ্গতা দেখান হইয়াছে।

প্রেম সঙ্কীর্ত্তন-সুখ নদীয়ানগরে
প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাদরে ॥—ভ. র., পৃ. ৯২৫

কিন্তু ৯০৪-৯০৫ পৃষ্ঠায় নরহরি চক্রচর্ত্তী "শ্রীদাস-গদাধর ঠকুরস্য শিষ্য শ্রীযদু-নন্দন চক্রবর্ত্তিকৃত" দুইটি গীত উদ্ধার করিয়া এঁড়েদহের গদাধর দাসও যে রাধাভাবে ভাবিত থাকিতেন তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। ৯০৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবির অন্য একটি পদে আছে—"না জানি কি লাগি, কান্দয়ে গৌরাঙ্গ, দাস গদাধর কোলে।" ৯২৪ পৃষ্ঠায় যদুনন্দনের অন্য পদে দেখি—

দাস গদাধর প্রাণ গোরা।
পুরুব চরিত্রে ভেল চোরা ॥

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা ও নীলাচল-লীলার ভাব-মাধুরী ভাষায় প্রকাশ করিতে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়। তাঁহার কথা সর্ব্বপ্রথমে না বলিবার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ অন্যান্য সমসাময়িক কবির পদ উদ্ধৃত করিয়া নরহরি সরকারের সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা দেখান হইয়াছে। এরূপ দেখান বিশেষ প্রয়োজন। কেন-না বৃন্দাবন দাস একবারও নরহরির নাম করেন নাই। মুরারি গুপ্তের কড়চার একেবারে শেষে ৪।১।৫ ও ৪।১৭।১৩ শ্লোকে, কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে ১৩।১৪৮ ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৯।১ শ্লোকে নরহরির নাম পাওয়া যায়। মুরারির কড়চা পড়িয়া মনে হয় না যে নরহরির সঙ্গে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপে পরিচয় ছিল। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোকটিও ঐরূপ ধারণা মনে জন্মায়। যথা—

ততস্তেষু গৌড়ীয়াঃ প্রিয়া গৌড়ীয়ানাং মধ্যে যেঽতিপ্রিয়াঃ
শতশো দৃষ্টবন্তস্তেঽপি শুভাদৃষ্টবন্তো যথামী।

নরহরিরঘুনন্দনপ্রধানাঃ কতিচন খণ্ডভুবোঽপ্যখণ্ডভাগ্যাঃ
প্রথমমিমমদৃষ্টবন্ত এতে প্রতিশরদং পুরুষোত্তমং লভন্তে ॥—নাঃ ৯।১

এই শ্লোকের অর্থ ইহা হইতে পারে যে নরহরি প্রভৃতি শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই—এই প্রথম দেখিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় "শতশঃ" শব্দটি শত শত ব্যক্তি অর্থে ব্যাখ্যা না করিয়া শত শত বার অর্থে ধরিয়াছেন এবং "প্রথমম্" শব্দটি কালবাচক না ধরিয়া পুরুষোত্তমের বিশেষণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এরূপ অন্বয় করিলে অর্থ হয় যে নরহরি প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যকে প্রথম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম মনে করিতেন। যদি লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত অন্যান্য চরিতগ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে ধারণা জন্মে যে নবদ্বীপ-লীলার সময় নরহরির সহিত নিমাইয়ের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল না। কিন্তু সমসাময়িক পদকর্ত্তাদের পদ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে নবদ্বীপে নরহরি গৌরাঙ্গের সঙ্গে গান করিতেন, নাচিতেন। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত (পৃ. ৯৪৪-৪৫) শিবানন্দ সেনের পদে আছে—

ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥

ঐ গ্রন্থে ধৃত (পৃ. ৯১৯) গোবিন্দ ঘোষের পদে আছে—

বাসু ঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ ॥

বাসু ঘোষ স্বয়ং নরহরি সরকারের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে।

প্রবাদ নরহরি সরকার নিমাই পণ্ডিতের ভাব প্রকাশের পূর্ব্বেই কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর লিখিয়াছেন—

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে, বিবিধ রাগিনী রাগে, ব্রজরায় করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা পদ শ্রীগৌরাঙ্গ, বড়সুখে জুড়াইলা প্রাণ ॥
গৌ. প. ত. পৃ. ৪৫৬, ২য় সং

কবিকর্ণপূর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় নরহরিকে "প্রভোঃ প্রিয়ঃ" বলিয়া "মধুমতী" তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন (১৭৭ শ্লোক)।

এখন প্রশ্ন উঠে যে নরহরির সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা থাকা সত্ত্বেও চরিতকারগণ নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? ইহার কারণ গৌর-নাগরী ভাব লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে নরহরির মতভেদ। নরহরি নাগরী-ভাবের কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরপদতরঙ্গিণীতে তাঁহার নামে যে-সকল সুদীর্ঘ, ছন্দদুষ্ট ও অশ্লীল পদ আরোপিত হইয়াছে তাহা তাঁহার রচনা হইতে পারে না। নরহরি সরকারের কোন্ পদটি আসল আর কোন্‌টি নকল তাহা চিনিতে হইলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নাই। অত্যন্ত সরল সুন্দর বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পদে নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদের ন্যায় উপমা ও অনুপ্রাসের বাহুল্য নাই। তাঁহার পদে ছন্দঃপতন হয় নাই। তাঁহার পদগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ রসঘন। সম্ভোগ বা উহার আনুষঙ্গিক বিষয়ে তিনি পদ লেখেন নাই বলিয়া মনে হয়।

নরহরি সরকার ঠাকুরের পদ এই অধ্যায়ের সর্ব্বশেষের দিকে দিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে অন্যান্য সমসাময়িকেরা প্রধানতঃ নবদ্বীপ-লীলা ও প্রভুর সন্ন্যাস সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন। বাসু ঘোষের "সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়" পদ ছাড়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের ভাবপ্রকাশক পদ খুব অল্পই আছে। কিন্তু নরহরি সরকার ঠাকুর পুরীতে প্রভুর সন্ন্যাসজীবনের অপূর্ব্ব আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। লীলারসের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষার জন্য সরকার ঠাকুরের সম্বন্ধে শেষে আলোচনা করিতেছি।

নরহরি সরকার ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (২৪৪৫ সংখ্যা), দক্ষিণখণ্ডের সত্যানন্দ ঠাকুরের নিকট ও শ্রীবৃন্দাবনে উহার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের সজ্জনতোষণী পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর উহার অনেকগুলি সংস্করণ ছাপা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও গদাধর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখিলে তাঁহার পদগুলি বুঝার সুবিধা হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তু কৌপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতো-হত্যন্তদুর্দ্দান্তং, বলবন্ত মহাবৃষভ দুর্দ্দ্রূঢ়মধ্যাত্মবাদিনং, বিষয়ান্ধং, কুযোগিনং জড়মজস্রমদ্যপং পাপং চণ্ডালং যবনং মূর্খং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ প্রেমসিন্ধৌ পাতয়ামাস;

আনন্দেন বৈকুণ্ঠোপরি স্থাপয়ামাস। কেবলং প্রেমধারয়ৈব সর্ব্বেষামাশয়ং শোধিতবান্, আসুরভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্। কিমন্যদ্‌বা বহু বক্তব্যম্। পুরুষান্ এব প্রকৃতিভাবং নিনায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভাবকলা-বিমোহিতাঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভাবদর্শনসমুদিত—গোপীগণভাবা বেদান্তিনোঽপি বিষয়িণোঽপি প্রকৃতিভাবের্ণ্নৃতুঃ; বৈষ্ণবানাং কা কথা।" শ্রীচৈতন্য পাপীতাপীমূর্খযবন বিষয়ান্ধ, কুযোগি, অধ্যাত্মবাদী প্রভৃতির হৃদয় শোধন একটি মাত্র উপায়ে করিয়াছেন—তাহা হইতেছে তাঁহার নয়নের দরবিগলিত ধারা—প্রেমধারা। বড় বড় বিষয়ী লোক, বৈদান্তিক পণ্ডিতও গোপীভাবে নৃত্য করিয়াছেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে সরকার ঠাকুরের নামে এত পদ চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে কেবলমাত্র ঐ সঙ্কলনেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না, এরূপ পদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা কঠিন। আমরা পদকল্পতরুধৃত তাঁহার নয়টি নবদ্বীপ-লীলার এবং আটটি নীলাচল-লীলার পদ লইয়া এখানে আলোচনা করিব। পদগুলি পদকল্পতরুতে পূর্ব্বরাগ (পদসংখ্যা ১০৩), বাসকসজ্জা (৩০৭), বিপ্রলব্ধা (৩১৬), খণ্ডিতা (৪০৮, ৪২১), আক্ষেপানুরাগ (৮৫৩, ৭৯৯, ৮২০, ৮৩২, ৮৪০) এবং বিরহ (১৭৪৬, ১৯০২) পর্য্যায়ে গৌরচন্দ্রিকারূপে ব্যবহৃত হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে গোবিন্দ দাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতির গৌরচন্দ্রিকার মতন এগুলি বুঝি কেবল রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া গৌরলীলার বর্ণনা। কিন্তু সমসাময়িক কবিদের বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের ভাবলীলা সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। গৌরাঙ্গের ভাবমাধুরী স্মরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করিলে তবে তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া বৈষ্ণবগণের অভিমত। বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তির ন্যায় রাধা-কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া গৌরচন্দ্রের ভাবোদয়, কিন্তু তাঁহার ভাবই পরবর্ত্তী মহাজনদিগকে লীলাকীর্ত্তনের পদ রচনায় অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবরাজী দর্শন না করিলে অথবা ঐ ভাবের বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর পদে না পাঠ করিলে পদকর্ত্তারা রাধাকৃষ্ণলীলার সুমধুর ভাবঘন পদ রচনা করিতে পারিতেন না।

ভক্তিরত্নাকরে নরহরি ভণিতায় যতগুলি পদ আছে, তাহার মধ্যে একটি ছাড়া, সবগুলি নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচনা। নরহরি সরকার ঠাকুরের একটি মাত্র উদ্ধার করিয়া চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"শ্রীনরহরি সরকার ঠকুরস্যগীতমিদং" (পৃ. ৯২৪)—

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥
সুরধুনী দেখি পহু যমুনার ভনে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥
পুরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে ॥
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে ॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরিদাসে ॥—ভ. র. পৃ. ৯২৪, পদ ক. ২১২২

এই পদটিতে নবদ্বীপ-লীলার ঘটনা বর্ণিত হইতেছে—কেন-না ইহাতে সুরধুনীর কথা আছে। গঙ্গাকে প্রভু যমুনা মনে করিয়া ও ফুলবনকে বৃন্দাবন মনে করিয়া কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া রাধারূপ গদাধরকে কোলে করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টকে প্রভুর নীলাচলের সমুদ্রতীরস্থ উপবন দেখিয়া বৃন্দাবন মনে পড়ার কথা আছে—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণ-জনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥—১।৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখি আচম্বিতে ॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥

নরহরি সরকার ও শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের একই রূপ ভাবাবেশে ভ্রম বর্ণনা করিয়াছেন। একজন সুরধুনী-তীরে, অপরে সমুদ্রের তীরে এই প্রকার ভ্রম দেখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য ফুলবনে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, আর নরহরি সরকার বলেন যে বিশ্বম্ভর স্বয়ংই কৃষ্ণ হইয়া

পূরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপ কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া রাধা রাধা বলিয়া ক্রন্দন করার কথা মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বাসু ঘোষের পদেও আছে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

নরহরি সরকারের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নবদ্বীপ-লীলাতেও প্রভুর রাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া পূর্ব্বরাগ, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, বিরহ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন। এই পদগুলি ভাব ও ভাষার সম্পদে অতুলনীয়। পদকল্পতরুর ১০৩ সংখ্যক পদে আছে—"অরুণ নয়ানে ঘন চাহে অনিবার"। এ স্থলে ঘন অর্থে যদি মেঘ ধরা যায় তাহা হইলে নবঘনশ্যাম কৃষ্ণকে চাওয়া বুঝায়। কিন্তু ঐ অর্থই যে ঠিক তাহা জোর করিয়া বলা যায় না—কেননা উহাতে "হানিলে নয়ান-বাণ হিয়ার মাঝার", "যুবতি যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে" প্রভৃতি গৌর-নাগরী ভাবের উক্তিও আছে। ৩০৭ সংখ্যক পদটিতে যে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করা বর্ণিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

কি লাগিয়া মোর গৌরসুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন অসন রতন-ভূষণ
সাজয়ে অঙ্গের মাঝে॥
আপন বপুর ছাহ দেখিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ
এত না বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল নয়ানে চাহে পথপানে
কহে গদ গদ ভাষা॥—পদ ক., ৩০৭

"বসন অসন, রতন-ভূষণে" সাজা কল্পিত ঘটনা নহে। ২২৪১ সংখ্যক পদে নরহরি নিজেই লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাসী হইয়া প্রভু

কনক অঙ্গদ বালা মণি মুকুতার মালা
তেয়াগিলা সে মোহন বেশ।

বৃন্দাবন দাসও লিখিয়াছেন—

ক্ষণে বোলে—চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে॥—২।১২।২৮৮ পৃ.

৩১৬ সংখ্যক পদে দেখি গৌরাঙ্গ "অসন বসন" ত্যাগ করিয়া "ব্রজবিলাসিনী-ভাতি" রোদন করিতেছেন—

হরি হরি বলে প্রাণনাথ করি
ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব কাহারে কহিব
পাষাণ ফাটিয়া উঠে॥

প্রভু নিজের ব্যথা বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছেন না, অথচ বেদনায় গুমরাইয়া মরিতেছেন—

আমার পরাণ করয়ে যেমন
বেদন কাহারে বলি॥
নরহরি দাসে গদগদ ভাষে
কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর।
আন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে
সদা রাধা-প্রেমে ভোর॥—পদ ক., ৩১৬

৪০৮ সংখ্যক পদে নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গের খণ্ডিতা-নায়িকার ভাব বর্ণনা করিয়াছেন।—প্রভু "অরুণ নয়ন মুখ বিরাট হইয়া" বলিতেছেন—

জনেলুঁ তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাঁহা কর গতি॥

৪২১ সংখ্যক পদে ঐ ভাবেই বিভোর হইয়া প্রভু বলিতেছেন—"আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী।"

কান্দিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুখ সহনে নাহি যায়॥

প্রভু রাধার ভাবে—

হরি-অনুরাগে আকুল অন্তর
গদগদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে॥
অবলা শরীর করে জরজর
মনের মাঝারে পশি।—পদ ক., ৮৫৩

নরহরি সরকারের নিকট হইতে আমরা জানিতেছি যে প্রভু যে কেবল কাঁদেনই তাহা নহে; তাঁহার "কারণ বিহনে হাসি" আরও করুণ।

ক্ষেণে উচ্চস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষেণে শীতে অঙ্গকম্প ক্ষেণে ক্ষেণে দেই লম্ফ
কাঁহা পাও যাও কার সাথ॥
ক্ষেণে উর্দ্ধবাহু করি নাচি বুলে ফিরিফিরি
ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে প্রলাপ।
ক্ষেণে আঁখিযুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে সন্তাপ॥—পদ ক., ১৭৬৬

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গৌরাঙ্গচন্দ্র ধূলায় ধূসর হইয়া—

উহু উহু করি ফুকরি ফুকরি
উরে পাণি হানি কান্দে॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
ছাড়য়ে দীঘ নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরিতি হেন তেন রীতি
কহে নরহরি দাস॥—পদ ক., ১৯০২

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম চাতুর্মাস্যের সময় সরকার ঠাকুর পদকল্পতরু-ধৃত ১৭২৯ সংখ্যক পদ লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিতেছেন—

কি লাগিয়া মুড়াইলা, গেলা কোন্ দেশে।
কার ঘরে রহিলেন ইহ চতুর্মাসে॥

নরহরি সরকার ঠাকুরের বর্ণিত প্রভুর নীলাচলের ভাব-মাধুরী আরও হৃদয়গ্রাহী। এই পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যের প্রলাপ-অবস্থা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটি যেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডেও ফুটে নাই। তবে অন্যান্য কবির বিভিন্ন ভাবের পদের মধ্যে এই আটটি পদ চাপা থাকায় ইহাদের সমবেত মাধুর্য্য পদকল্পতরুর পাঠকের নিকট এতদিন ধরা পড়ে নাই। গৌরপদতরঙ্গিণীতে যেন ছাই দিয়া সোনা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভুর মনে যে ভাবসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিত তাহার পরিচয় ৭৯৯ সংখ্যক পদে সরকার ঠাকুর দিয়াছেন—

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ ॥
বিভোর হইলা গোপী-ভাবে।
কহে পহু করিয়া আক্ষেপে ॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফিরি ॥
করিলা পিরিতময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ।
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥
ছলছল অরুণ নয়ান।
রস রস বিরস বয়ান ॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস ॥—পদ ক., ৭৯৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—"যেকালে করেন জগন্নাথ দরশন। মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে হইল মিলন ॥ (চৈ. চ. ২।১)। কিন্তু বিপুল শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যের মধ্যে নরহরির এই পদের তুলনা মেলে না; কেন না আর কোথাও প্রভুর কোন সহচর নিজে জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর এই প্রকার আক্ষেপ-অনুরাগের পরিচয় দেন নাই। ইহার মধ্যে কবিত্ব করিবার কোন প্রয়াস নাই। সহজ সরল ভাষায় প্রভুর "রসরস বিরস বয়ানের" ছবিখানি পাঠকের মনের চোখের উপর তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (চৈ. চ. ৩।১৫) স্বকৃত গোবিন্দ-

লীলামৃতের শ্লোক তুলিয়া জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বহুস্থানে লিখিয়াছেন যে প্রভু রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ সঙ্গে রসাস্বাদন করিতেন।

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘারিয়া ॥—চৈ. চ. ৩।১৪

এই মনের বার্ত্তার একটু পরিচয় রাখিয়াছেন সরকার ঠাকুর নিম্নলিখিত পদে—

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে ॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
ক্ষণে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি ॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতিকুল নাশে ॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল ॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ-বিলাসে ॥—পদ ক., ৮২০

যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং" লিখিয়াছেন, তাঁহারই মুখের ভাষা যেন পাইতেছে "ধ্বনি কাণে পশিয়া রহিল, বধির সমান মোরে কৈল।" মুরলীর ধ্বনি ছাড়া আর কাণে কিছুই পশে না; জগতের অন্য সমস্ত শব্দের নিকট প্রভু যেন বধির। এই একটি বাক্যে শ্রীচৈতন্যের ভাব-জীবনের যে আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা বৈষ্ণব-সাহিত্যের আর কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

৮৩২ সংখ্যক পদে দেখি শ্রীচৈতন্য "প্রিয় পারিষদগণকে"

কহে মুঞি ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে ॥
করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হৈল, না যায় পরাণি ॥

এইরূপ ভাবের ফল যাহা তাহা কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু সত্য সত্যই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এক জালিয়া জালে ধরিয়া তাঁহার দেহ কূলে তুলিয়াছিল।

প্রভুর ব্যথা যে কেহ বুঝে না এই ব্যথাই তাঁহার সবচেয়ে বেশী বাজে এই তথ্যটি ৮০৪ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়।

স্বরূপ দামোদর রামরায়।
করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদগদ ভাষ।
ঘন বহে দীঘ-নিশাস॥
মরম না বুঝে কেহো মোর
কহে পহু হইয়া বিভোর॥
কেনে বা এ প্রেম বাঢ়াইলুঁ
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ॥—পদ ক., ৮৪০

নরহরি-অঙ্কিত গম্ভীরা-লীলার চিত্র দশটি চরণে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত অন্ত্যলীলার সার-নির্য্যাস—

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে।
কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে॥
খেনে কান্দে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥—পদ ক., ১৬৪৩

২২৪১ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে প্রভু সিন্ধুতীরে কীর্ত্তন করিতে ভালবাসিতেন। বৃন্দাবনদাসও বলেন—

সর্ব্বরাত্রি সিন্ধুতীরে পরম-বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহাকুতুহলে॥—৩।৩।৪১০ পৃ.

ইহাতে কিন্তু বুঝা যায় যে তিনি একলা কীর্ত্তন করিতেন কিন্তু সরকারঠাকুর বলেন—

সকল ভকত সঙ্গে সংকীর্ত্তন-মহারঙ্গে
বিহার করয়ে সিন্ধু-তীরে।
স্বরূপ রূপ রামানন্দ গোবিন্দ পরমানন্দ
মিলিলা সকল সহচরে॥—পদ ক., ২২৪১

কয়েকখানি পুথিতে "স্বরূপ রূপ" স্থলে "স্বরূপ রামানন্দ" আছে।

শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণের ইতিহাসে ২২৫৯ সংখ্যক পদটি অত্যন্ত মূল্যবান্। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে স্বরূপ দামোদর তাঁহার কড়চায় রাধাভাব আস্বাদানার্থ প্রভুর অবতার গ্রহণের কথা প্রচার করিয়াছেন। খুব সম্ভব স্বরূপ দামোদরেরও পূর্ব্বে নরহরি সরকার ঐ তত্ত্বটির ইঙ্গিত এই পদটিতে করেন—

রসে তনু ঢরঢর গৌরকিশোর বর
নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এসব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে বেথা
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যাম-তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদ্ভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরায় বিলাইতে
অনুরাগে গৌর-তনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কিজানি হয়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥—পদ ক., ২২৫৯

স্বরূপ দামোদরের কড়চায় তত্ত্ব নির্ণীত হওয়ার পরে এই পদ লিখিত হইলে কবি এত ভয় ও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তিনি জানেন যে ভক্ত ছাড়া একথা অন্য কেহ জানে না; তথাপি প্রকাশ করিয়া ইহা বলিবার নহে—

কেন-না "কহিলে কিজানি হয়ে" ; কিন্তু তিনি মনের সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর করিয়া ইহা প্রকাশ করিতে যেন বাধ্য হইতেছেন—কেন-না

"না কহিলে মনে বড় তাপ।"

অনন্ত আচার্য্যের বাড়ী নবদ্বীপে ছিল এবং তিনি অদ্বৈতশাখাভুক্ত ছিলেন (২৮. ৮. ১।১২)। পদকল্পতরুর ২২৮৫ সংখ্যক পদটি ইঁহার রচনা হওয়া সম্ভব। পদটিতে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

অখিলের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি
মন্ত্র দিয়া করিলা গ্রহণ॥

এই ঘটনাটির বিস্তৃত বর্ণনা বৃন্দাবনদাস দিয়াছেন। তিনি বলেন যে গৌরচন্দ্র কেশব ভারতীকে বলেন যে আমি স্বপ্নে এক মন্ত্র পাইয়াছি, উহা ঠিক কিনা শুন্থন তো—

এত বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে।
ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল॥—চৈ. ভা., ২।২৬।৩৬৬ পৃ.

অনন্ত দাসও চরিতামৃতের মতে অদ্বৈতশাখাভুক্ত। খুব সম্ভব তাঁহারই রচিত ৩২টি পদ পদকল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ইঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়াছেন। ২১৬৭ সংখ্যক পদে গৌরচন্দ্রের ষড়্ভুজ রূপের বর্ণনা আছে। ২২০৮ সংখ্যক পদে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

আমার গৌরাঙ্গের গুণে দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগপাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণী॥

২৩৩৬ সংখ্যক পদে সমসাময়িকের লেখার সুর পাওয়া যায়। যথা—

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই
অখিল জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে গো
পতিত-পাবন দোন ভাই॥

যারে দেখে তার ঠামে যাচিয়া বিলায় প্রেমে
উত্তম অধম নাহি মানে ॥

পদকল্পতরুতে কানুদাস নামে ছয়টি ও কানুরামদাস নামে সাতটি পদ ধৃত হইয়াছে। ভাব ও ভাষা উভয় ভণিতায় একই রূপ। চৈতন্যচরিতামৃতে পুরুষোত্তমদাসের পুত্র নিত্যানন্দশাখাভুক্ত কানুঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। খুব সম্ভব ইনিই কানুদাস ও কানুরামদাস ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। ২৩২৭ সংখ্যক পদে নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে কিভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহার উল্লেখ দেখা যায়—

অপার করুণা গৌড়-দেশে।
নাচিয়া বুলয়ে ভাব-আবেশে ॥
গদগদ কহে ভাইয়ার কথা।
প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা ॥

পদটির ভণিতায় আছে

করুণা শুনিয়া বাঢ়ল আশ।
প্রেম মাগে পদে এ কানুদাস ॥

২৩২১ সংখ্যক পদও নিত্যানন্দ স্তুতি ; ইহার ভণিতায় দেখা যায়—

কানুরাম দাসে বোলে কি বলিব আসি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ॥

কুলের ঠাকুর কথাটির তাৎপর্য্য কি তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত হইতে জানা যায়।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুযোত্তমদাস তাঁহার তনয় ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপূর ॥—চৈ. চ, ১।১১

একই সঙ্গে তিনপুরুষ ভক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠীতেও বিরল। পুরুষোত্তম শর্ম্মার "শ্রীশ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহ" গ্রন্থের শেষে আছে—

যদিদং সর্ব্বমাখ্যাতং তৎ সর্ব্বং সুমহাত্মসু
শ্রীনিত্যানন্দ-দেহেষু ঘটতে নান্যদেহিষু ॥
পুরুষোত্তম শর্ম্মা শ্রীসদাশিব তনুদ্ভবঃ
রম্ভাগর্ভ-সমুদ্ভূতঃ খলিকালী-নিবাসভূঃ ॥

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় (১৩১) বলা হইয়াছে যে সদাশিবসুত পুরুষোত্তম বৈদ্যবংশোদ্ভব; সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈদ্যেরা শর্ম্মা উপাধি ব্যবহার করিতেন।

পদকল্পতরুর ১৮৫৪, ২১৪৮ ও ৩০৩০ সংখ্যক পদ তিনটি বিশ্বম্ভর মিশ্রের মেসোমহাশয় ও পারিষদ চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—এই কথা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন। ১৮৫৪ সংখ্যক পদটি পড়িলেই মনে হয় যেন চোখের উপর যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া কবি লিখিতেছেন। পদটির ঐতিহাসিক মূল্য এত বেশী যে উহা সুদীর্ঘ হইলেও উদ্ধার করিতেছি।

ক্ষণেক রহিয়া, চলিয়া উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, লোক সব নিরানন্দ ॥
না মেলে পসার, না করে আহার, কারো মুখে নাহি হাসি ॥
নগরে নাগরী, কান্দয়ে গুমরি, থাকলে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন, ভূমে অচেতন, পড়িয়া আছেন আই ॥
প্রভুর রমণী, সেহ অনাথিনী, প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিন বসন, মুদল নয়ানে ধারা ॥
দাসদাসী সব, আছয়ে নীরব, দেখিয়া পথিকজন।
সোধাইছে তারে, কহ দেখি মোরে, কোথা হইতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর, পাঠাইল মোরে, তোমা সভারে দেখিতে ॥
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন, চলিল তখন, শ্রীবাস মন্দিরে ধায়্যা ॥
শুনিয়া শ্রীবাস, মালিনী উল্লাস, যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি ॥

মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠাইল যতন করি।
তাহারে কহিল, পণ্ডিত আইল, পাঠাইল গৌরহরি॥
শুনি শচী আই, সচকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তার ঠাঁই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কতদূরে॥
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গোরামণি, যুগে যুগে জানি, তুয়া প্রেম-বশ হয়॥
হেন নীত রীত, গৌরাঙ্গ চরিত, সভাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, সভাকারে সুখ দিয়া॥
চন্দ্রশেখর, পশুর সোসর, বিষয়-বিষেতে রত।
গৌরাঙ্গ-চরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত॥

পদটিতে "প্রভুর রমণী"র নাম লইতে যেমন সঙ্কোচ দেখা যায় তাহাতে উহা সমসাময়িকের রচনা বলিয়াই মনে হয়। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও পারতপক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নাম উল্লেখ করেন নাই—তিনি তত্ত্বতঃ লক্ষ্মী বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মী নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

পদকল্পতরুধৃত চৈতন্যদাস ভণিতাযুক্ত ৪৬৩, ১১৬৯ ও ১৯৮৫ সংখ্যক পদ তিনটি গদাধরশাখাভুক্ত চৈতন্যদাসের রচনা হওয়া সম্ভব। বাসু ঘোষের মতন এই কবি শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলা বর্ণনায় লিখিতেছেন—

গৌরাঙ্গচান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
পুরুব-চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল॥
গৌরীদাস-মুখ হেরি উলসিত হিয়া।
আনহ ছান্দন ডুরি বোলে ডাক দিয়া॥
আজি শুভ দিন চল গোঠেরে যাইব।
আজি হৈতে গো-দোহন আরম্ভ করিব॥
ধবলী সাওলী কোথা শ্রীদাম সুদাম।
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেইক্ষণ॥
চৈতন্যদাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি।
হারাইল গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি॥—পদ ক., ১১৬৯

৫৬৩ সংখ্যক পদে কবি তাঁহার সহিত গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গতার কথা বলিতেছেন—

মোহে বিহি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল॥
কি করিব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সেই মোর গোরা রায়॥
কি করিতে কি না জানি হৈল।
পরাণ-পুতলি গোরা মোরে ছাড়ি গেল॥
কে জানে যে এমন হইবে।
আঁচলে বান্ধিতে ধন সায়রে পড়িবে॥
চৈতন্যদাসের সেই হৈল।
পাইয়া গৌরাঙ্গচান্দ না ভজি তেজিল॥

১৯৮৫ সংখ্যক পদে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবের বর্ণনায় আছে—

আরে মোর গৌরকিশোর।
পূরব প্রেম-রসে ভোর॥
দু নয়নে আনন্দ-লোর।
কহে পহু হইয়া বিভোর॥
পাওলুঁ বরজকিশোর।
সব দুখ দূরে গেও মোর॥
চির দিনে পায়লুঁ পরাণ।
যৈছন অমিয়া-সিনান॥
হেরি সহচরগণ হাস।
গাওট চৈতন্যদাস॥

নরহরি সরকার ও শিবানন্দ সেনের রচনাশৈলীর সঙ্গে ইহা অভিন্ন। প্রভুর অনুরূপ ভাবের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্তন।
তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন॥
সেই ত পরাণনাথ পাইনু
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥—চৈ. চ., ২।১

পদকল্পতরুর ২৩ সংখ্যক পদটির কবির নাম পরমেশ্বর। সতীশচন্দ্র রায়

মহাশয় লিখিয়াছেন "পদটীর বিশেষত্ব এই যে, উহা পড়িলেই, উহা অদ্বৈত-ভবনে একদা শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে অনুষ্ঠিত এক কীর্ত্তন-মহোৎসবের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টার কৃত বর্ণন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ জগদ্বন্ধুবাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত এই পরমেশ্বর দাস শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক বলিয়াই জানা যায়।" – পদ ক., ভূমিকা পৃ. ১৪৮। পদটী এই—

একদিন পহুঁ হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ-মনে মহোৎসবের বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণি সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সভাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধি ফুলমালা
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সভে হরি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রসে ভাষে॥—পদ ক., ২৩

সীতাঠাকুরাণী গৌরচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন (চৈ. ভা., ২।১৯।২৯৭)। ১৮০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন হ্যামিলটন Purnea Reportয়ে (পৃ. ২৭৩) লিখিয়াছেন যে অদ্বৈত-পত্নী সীতাঠাকুরাণী সখীভাব বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করেন ও ঐ সম্প্রদায়ের লোক স্ত্রীলোকের বেশ গ্রহণ করিয়া জঙ্গলীটোলায় (গৌড়ে) ভজন করে ইহা তিনি দেখিয়াছেন।

পদকল্পতরুধৃত ২৩৫৮ সংখ্যক পদটি গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত কৃষ্ণদাসের রচনা হওয়ার সম্ভাবনা। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—"গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।" কৃষ্ণদাস-কৃত পদে গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গৌর-নিত্যানন্দের বিগ্রহ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার সমসাময়িক বিবরণ রহিয়াছে।

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী গোরা নাচে ফিরি ফিরি
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদতলে
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ অম্বিকা নগরে থাক
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি
রহিব সে নিরখিয়া কায়॥
তোমরা যে দুটি ভাই থাক মোর এই ঠাঞি
তবে সভার হয় পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি না ছাড়িহ গৌরহরি
তবে জানি পতিত-পাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই প্রবোধ করয়ে তায়
তমু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥

কহে দীন কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরণে আশ
দুই ভাই রহিলা তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে বন্দী হৈলা দুইজনে
ভকত-বৎসল তেঞি গায়॥—পদ ক., ২৩৫৮

মুরারি গুপ্তের কড়চাতেও এই মূর্ত্তিস্থাপনের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে—

ততো নিত্যানন্দগৌরচন্দ্রৌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরৌ।
জয়তাং গৌরীদাসাখ্য পণ্ডিতস্য গৃহে প্রভূঃ॥
তস্য প্রেম্না নিবদ্ধৌ তৌ প্রকাশ্যরুচিরাং শুভাম্।
মূর্ত্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতাম্॥
দদতঃ পরমপ্রীতৌ নিবসন্তৌ যথাসুখম্।
তাভ্যাং সহ ভুক্তবন্তাবন্নঞ্চ বিবিধঃ রসম্॥—৪।১৪। ১২-১৪

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই যে তাঁহার মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মুরারি গুপ্ত ও কৃষ্ণদাসের রচনায় পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে "ভক্তগণের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকদের মধ্যে ১৬ জনের কবিতা শ্রীরূপ-গোস্বামিসঙ্কলিত পদ্যাবলীতে এবং ২২ জনের পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ২৪ জন সমসাময়িক ভক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন শ্লোকাদিও লিখিয়াছেন, গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ৫৮ জন শ্রীচৈতন্যসহচর কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কন্‌ফুশিয়াস্ হইতে আরম্ভ করিয়া মাদাম ব্লাভাট্স্কি পর্য্যন্ত অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের সঙ্গীদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক কবি দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যের সহচরদের এরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রধান কারণ এই যে, পূর্ণচন্দ্র উদয়ে সমুদ্র যেমন উদ্বেল হইয়া উঠে, চৈতন্যচন্দ্রের দর্শনেই তেমনি তাঁহার পারিষদগণের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিত এবং তাঁহাদিগকে কবিতা-রচনায় অনুপ্রেরিত করিত। সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তমদাস ও কানু ঠাকুরের মতন পিতামহ, পিতা ও পুত্র একসঙ্গে ভক্ত হওয়া অথবা গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষের মতন তিন ভাই একসঙ্গে কবি হওয়াও জগতের ইতিহাসে দুর্ল্লভ। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকদের রচনা পাঠ করিবার সময়ে এই কথাটি মনে রাখিলে আর বহু ভাব ও ঘটনাকে অস্বাভাবিক বা অতিরঞ্জিত মনে হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

মুরারি গুপ্তের কড়চা

আদিম শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে মুরারির স্থান

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার একজন প্রধান পরিকর। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১।১৬-১৯) বর্ণিত আছে যে একদিন শ্রীচৈতন্য ঐশ্বর্য্যভাবে অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে কৃপা করিতেছেন, এমন সময়ে অদ্বৈত মুরারি ও মুকুন্দের দাস্যভাবের প্রশংসা করিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু মুরারির সম্বন্ধে বলিলেন, "মুরারির মনে ভক্তিরস সিদ্ধ হয় না; কেন-না রসুনের দুর্গন্ধের ন্যায় অতিকটু অধ্যাত্ম ভাবনায় ইহার আগ্রহ রহিয়াছে। অদ্যাপি অনুক্ষণ বাশিষ্ঠ-বিষয়ে (যোগবাশিষ্ঠ) ইহার অত্যন্ত উৎসাহ রহিয়াছে।" অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধ্যাত্ম যোগের দোষ কি ?" মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "যাহার নিঃশ্রেয়সেশ্বর ভগবান্ হরিতে ভক্তি আছে, সে যেন অমৃতের সাগরে ক্রীড়া করে; তাহার পক্ষে আবার খালের জলের প্রয়োজন কি ?" তৎপরে মুকুন্দের অপরাধ-সম্বন্ধে আলোচনা হইবার পর অদ্বৈত বলিলেন, "ইঁহারা দুইজন গুরুতর অপরাধ-হেতু বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, সুতরাং আপনি ইঁহাদের মস্তকে চরণ-কমল ন্যস্ত করুন।" মহাপ্রভু তাহাই করিলেন।

প্রায় অনুরূপ ঘটনা মুরারি গুপ্ত তাঁহার "কড়চায়" (২।১৪।২২-২৩) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তথায় অদ্বৈতের উপস্থিতির বর্ণনা নাই। ফলতঃ মুরারি ২।১৫ সর্গে অর্থাৎ মুকুন্দ ও নিজের প্রতি উপদেশ-দানের পর অদ্বৈতের সহিত বিশ্বম্ভর মিশ্রের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারির গ্রন্থে মুরারির প্রতি প্রভুর নাটক-বর্ণিত ক্রোধ-সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই। মুকুন্দকে উপদেশ দিবার পর মুরারিকে মহাপ্রভু মাত্র এই বলিয়াছিলেন—

> কথং ত্বং কৃতবান্ বৈদ্য গীতমধ্যাত্ম-তৎপরম্।
> জীবিতে যদি বাঞ্ছাস্তি প্রেম্নি বা তে হরেঃ স্পৃহা।
> তদা গীতম্ পরিত্যজ্য কুরু শ্লোকং হরেঃ স্বয়ম্॥
>
> —মুরারি, ২।১৪।২২-২৩

এই ঘটনা-বর্ণনার পূর্ব্বে মুরারি নিজগৃহে প্রভুর বরাহ-ভাবের আবেশ বর্ণনা করিয়াছেন (২।২)। বরাহ-ভাব-প্রকাশের পর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করিতে নিষেধ করিলে মুরারি বলিয়াছিলেন, "আমি অধ্যাত্ম জানি না ত প্রভু।" তাহার উত্তরে প্রভু বলিলেন, "তং প্রাহ দেবো জানাসি কমলাক্ষাচ্ছ তং হি তং।" অধ্যাত্মবাদের মূলস্তম্ভ ছিলেন কমলাক্ষ বা অদ্বৈত ; সুতরাং অদ্বৈতকে ছাড়িয়া মুরারি ও মুকুন্দের প্রতি অধ্যাত্মভাব-প্রচারের জন্য ক্রোধ করা সঙ্গত মনে হয় না। যাহা হউক, এই বিচার হইতে মুরারির সম্বন্ধে একটি তথ্য পাওয়া গেল। সেটি এই যে তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করার পূর্ব্বে অধ্যাত্মবাদী ছিলেন।

কবিকর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে" নিম্নলিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। একবার মুরারি অদ্বৈতের সহিত পুরীতে গিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্র-সরোবর পর্য্যন্ত যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "আপনাদের দয়ায় এতদূর আসিয়াছি, কিন্তু আর আমার ক্ষমতা নাই। জগন্নাথ-দর্শন করিবার সাহসও নাই ; কেন-না আমি দীনদুঃখী--স্বপামর। আপনারা এই কথা প্রভুকে জানাইবেন ; পরে আমার যাইবার ক্ষমতা হয়ত হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি সেই স্থানেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন (১২।৭৭।৮৪)। ভক্তগণ যখন শ্রীচৈতন্যের আদেশে জগন্নাথ-দর্শন করিবার পর মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তখন তিনি "মুরারি কই, মুরারি কই" জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভক্তগণ যাইয়া নরেন্দ্র-সরোবরে মুরারিকে খবর দিলেন। মুরারি নয়নজলে আপ্লুত হইয়া ধূলি-ধূসররূপে শ্রীচৈতন্যের নিকট আসিলেন ও পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধাঞ্চল গলে বাঁধিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন, মুখ দিয়া তাঁহার কোন কথাই বাহির হইল না। শ্রীচৈতন্যও নয়নবারি-দ্বারা মুরারির পৃষ্ঠদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন ও মুরারির অস্পষ্ট কাকুবাদ ও রোদন শুনিয়া বিকল হইয়া পড়িলেন (১৪।১০৩-১১২)।

এই ঘটনা হইতে মুরারির সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা জানা যাইতেছে। আর একটি তত্ত্ব এই ঘটনার দ্বারা বলা হইয়াছে। মুরারি রঘুনাথের উপাসনা করিলেও শ্রীচৈতন্যকে শ্রীরামের সহিত একীভূত-ভাবে দেখিতেন। শিবানন্দ সেন গৌরগোপাল-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন (কর্ণপূর নাটক ৯।৮, চৈ. চ. ৩।২।৩)। প্রবাদ, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা আমাকে বলিয়াছেন যে,

পুরুষানুক্রমে গৌরমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আসিতেছেন। শ্রীমন্নরহরি-কথিত ও লোকানন্দ-গ্রথিত গৌরমন্ত্র-বিষয়ক একখানি সংস্কৃত পুস্তকও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার—এই তিন জন খাঁটি বাঙ্গালী বৈদ্য গৌর-পারম্যবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক। উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা এই গৌর-পারম্যবাদ সূচিত হইয়াছে। অন্যান্য ভক্ত মহাপ্রভুর কথামত আগে জগন্নাথ-দর্শন করিয়া পরে শ্রীচৈতন্য-দর্শন করিলেও মুরারি দৃঢ়চিত্তে আগে জগন্নাথ-দর্শন করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্য-দর্শন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (২।১১।৩৭৪) নিজস্ব ভঙ্গীতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে মুরারি গুপ্ত-সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য পাওয়া যায়—যথা, মুরারির জন্ম হয় শ্রীহট্টে (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর ২য় সংস্করণ, ১।২।৩১); তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতেন (১।৬।৩৮); তিনি নির্ব্বিরোধ ভাল মানুষ ছিলেন ; বিশ্বম্ভরের "আটোপটঙ্কার" শুনিয়াও কোন জবাব দিতেন না (১।৭।১৯-১৩)। বিশ্বম্ভর অন্য সকল পড়ুয়াকে সহজেই হারাইয়া দিতেন ; কিন্তু মুরারির বেলায় "প্রভুভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবারে।"

> প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।
> মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত ॥—১।৭।২৯-৩০

মুরারি গুপ্ত প্রভু অপেক্ষা বয়সে বড় সহাধ্যায়ী ছিলেন, প্রভুর প্রিয়পাত্ররূপে নবদ্বীপ-লীলার অধিকাংশ ঘটনা জানিতেন। তাঁহার গৃহেই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যের আবেশ হয়। তিনি কবিত্ব-গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সময়েই ভক্তগণ স্থির করিয়াছিলেন যে মুরারিই প্রভুর লীলা বর্ণনা করিবেন। মুরারি নিজেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন—কড়চা ২।৪।২৪-২৬।

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে নারায়ণ গুপ্ত বলিয়াছেন—

> কারুণ্যমীশ্বর বিধেহি মুরারিগুপ্তে
> বক্তুং যথার্হতি তথৈব চরিত্রমেষঃ।—৬।৪৪

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—

যদ্ যদ্বদিষ্যতি তদেব সমস্তমেব
শুদ্ধং ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি শক্তিরুগ্রা।—৬।৩৫

বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে আদিম শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীতে মুরারির স্থান কত উচ্চে; তিনি মুরারির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

মুরারির প্রতি সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা মুরারির চরিত॥
যেতে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥

মুরারির গ্রন্থের প্রামাণ্য-বিচার

মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, প্রমাণিত হইল। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার নামে যে সংস্কৃত বই "অমৃতবাজার" কার্য্যালয় হইতে ছাপা হইয়াছে তাহার অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হয় নাই। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ঐ গ্রন্থের একখণ্ড পুঁথি ঢাকা উথলী-নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় ৺মধুসূদন গোস্বামীর নিকট পাইয়াছিলেন। অন্য একখানি পুঁথি বৃন্দাবন হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাহার নিকট হইতে পাওয়া যায় তাহা প্রকাশ নাই। এই দুই পুঁথি মিলাইয়া ৺শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩০৩ সালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত প্রকাশ করেন। ১৩১৭ সালে ইহার ২য় ও ১৩৩৭ সালে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের দ্বারা ইহার ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও ইহাতে অজস্র ভুল রহিয়াছে। কতকগুলি ভুল এমন মারাত্মক যে অর্থগ্রহ করা কঠিন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।—পূর্ব্বে যে ১।৪।২৪-২৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ২৫ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ নিম্নরূপে ছাপা আছে—

"তথাজ্ঞাং গুরু দেবেশ তচ্ছ্রুত্বা সস্মিতাননঃ।"

মুরারির গ্রন্থবিচারের পক্ষে শ্লোকটির মানে বুঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের সঙ্গে মিলাইয়া উহার পাঠোদ্ধার করিলাম—

"তথাজ্ঞাং কুরু দেবেশ তচ্ছ্রুত্বা সস্মিতাননঃ।"

এইরূপ ভুল পাঠ থাকায় ও বাঙ্গলা অনুবাদ না থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বইখানি বুঝা স্থানে স্থানে কঠিন হইলেও ভুল পাঠ থাকাতেই বইখানির মূল্য ঐতিহাসিকের নিকট খুব বেশী বিবেচিত হওয়া উচিত। মহাত্মা শিশিরকুমার বা মৃণালবাবু ইচ্ছা করিলেই বইখানি পণ্ডিতের দ্বারা আদ্যোপান্ত সংশোধন করাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ সংশোধনের উপদ্রবে অনেক সময়েই মূল গ্রন্থের অর্থ বিকৃত হয়। গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছিল---

"চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চ-বিংশতিবৎসরে। আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকে। ১৪২৫ শকে গ্রন্থ শেষ হইলে ইহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রথম আঠার বৎসরের কথা মাত্র থাকা উচিত। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সিদ্ধান্ত করেন যে আঠার বৎসরের পরবর্ত্তী যে সমস্ত ঘটনা লিখিত আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত'। আমি ১৩৩০ সালের সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় বলি যে বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার অষ্টমবর্ষে ২৬৮ পৃষ্ঠায় ঐ তারিখের পাঠ পঞ্চবিংশতি স্থানে পঞ্চত্রিংশতি দেখা যায়, ১৩৩৭ সালে মুদ্রিত মুরারির গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে পঞ্চত্রিংশতি ছাপা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ঐ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৪১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৪৫ শকে তিনি জননী-জন্মভূমি ও জাহ্নবী দেখিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। তাহা হইলে এই সময় পর্য্যন্ত প্রভুর লীলা গ্রন্থে থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের গম্ভীরা লীলার কথাও এই গ্রন্থে আছে। ইহাতে বোধ হয় ১৩৪৫ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, তাহার বহুবৎসর পরে মুরারি ইহার শেষ করেন।"

গ্রন্থমধ্যে শুধু গম্ভীরা-লীলার বর্ণনা (৪।২৪) নাই, মহাপ্রভুর তিরোধানের উল্লেখও আছে (১।২।১২-১৪)। ১৩৩৭ সালে লিখিত ভূমিকায় মৃণালবাবু উপরি-উদ্ধৃত মত প্রকাশ করিলেও ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসের "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেন যে গ্রন্থখানি "আনুমানিক ১৫২০ খৃষ্টাব্দের দিকে রচিত হইয়াছিল।" ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ২৮ বৎসর পূর্ণ হয়; গ্রন্থের শেষে উল্লিখিত ১৪৩৫ শক আষাঢ় মাস

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ১৪৩৫ শককে গ্রন্থরচনার কাল বলিয়া স্বীকার না করিয়া আর ৭ বৎসর পরে গ্রন্থরচনার সময় নির্দ্দেশ করিলে ৪।২৪র ঘটনার সহিত কোনরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় বটে, কিন্তু আমি যে তিরোভাবের কাল উল্লেখ করিয়াছি (১।২।১২-১৪) তাহার সহিত ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ মিলে না, কেন-না শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থের রচনাকাল-সম্বন্ধে এইরূপ বিভ্রাট দেখিয়া স্বতঃই সন্দেহ হয় যে গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত বোধ হয় অকৃত্রিম নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনখানি গ্রন্থের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

প্রথম "ভক্তিরত্নাকর"। এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য বিপ্র জগন্নাথের পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যামদাস-কর্ত্তৃক রচিত (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ১০৬৭-৬৮); সুতরাং উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত। ভক্তিরত্নাকরে মুরারির বইয়ের শ্লোক উদ্ধৃত থাকিলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুরারির বই প্রচলিত ছিল। অবশ্য এইরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে যে অমৃতবাজার কার্য্যালয়ের ছাপাবই দেখিয়া ভক্তিরত্নাকরে প্রক্রম অধ্যায়াদি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু এরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই, কেন-না ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ১২৯৫ সালে ভক্তিরত্নাকর ছাপেন ও তাহার ৮ বৎসর পরে ১৩০৩ সালে শিশিরকুমার মুরারির বই প্রকাশ করেন।

(১)	দ্বাদশ তরঙ্গ	৭১১	পৃষ্ঠায়	১।১।১৬-১৮	মুরারি
(২)	ঐ	৭৬০-৬১	পৃ.	১।২।১-১০	ঐ
(৩)	ঐ	৭৬৩	পৃ.	১।৫-১১	ঐ
(৪)	ঐ	৭৬২	পৃ.	১।৫।১৮	ঐ

ভক্তিরত্নাকরে "তেজসারিতিমিরং" পাঠ মুরারিতে "তেজসারিতিমিরা"

(৫)	ভক্তিরত্নাকর	৭৭০	পৃ.	১।৬।৪	মুরারি
(৬)	ঐ	৭৮০-৮১	পৃ.	১।৭।৩	ঐ
(৭)	ঐ	৮৪৮-৪৯	পৃ.	২।৩।১০-১৬	ঐ
(৮)	ঐ	৯৫১	পৃ.	২।১৩।২৩	ঐ
(৯)	ঐ	৮৮৫	পৃ.	২।৭।২৭	ঐ

(১০)	ভক্তিরত্নাকর	৮৮৬	পৃ.	২।৭।৮-১৮	মুরারি*
(১১)	ঐ	৮৮৮	পৃ.	২।৭।৮-১৮	ঐ
(১২)	ঐ	২৮৪-৮৫	পৃ.	৪।২।১-৫	ঐ
(১৩)	ঐ	২৫৯	পৃ.	৪।১০।১	ঐ

তাহা হইলে ভক্তিরত্নাকর হইতে পাওয়া গেল যে মুরারির গ্রন্থ অন্ততঃ ৪।১০ সর্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-দর্শন পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রচলিত ছিল (১।১৩।১৪)। তিনি আদি লীলা বলিতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন। তাঁহার উক্তি দেখিয়া সন্দেহ হয় যে মুরারি বুঝি শুধু নবদ্বীপ-লীলাই লিখিয়াছেন। এই সন্দেহ আর দুইটি কারণে দৃঢ় হয়। প্রথম হইতেছে এই যে "চৈতন্যচরিতের" বক্তা মুরারি ও শ্রোতা দামোদর পণ্ডিত। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে নীলাচলে দামোদর-স্বরূপের সহিত মহাপ্রভুর মিলনের পর

দামোদর পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।
কথোদিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥—৩।৩।৪০৮-৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার সময় শ্রীচৈতন্যের চারজন সঙ্গীর মধ্যে দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গী বলিয়াছেন (২।৩।২০৬)। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে নীলাচল-লীলা-উপলক্ষে দামোদর পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (১৫।১০); নবদ্বীপ-লীলা-উপলক্ষে মুরারি বা কবিকর্ণপূর কেহই দামোদর পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা বৃন্দাবনদাসের উক্তিই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। দামোদর পণ্ডিত যদি লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া থাকেন, তবে আর মুরারির নিকট শুনিবার প্রয়োজন কি? মুরারি মাঝে মাঝে নীলাচলে আসিতেন আর দামোদর পণ্ডিত প্রায় সর্ব্বদা নীলাচলে থাকিতেন। এ ক্ষেত্রে মুরারির নিকট দামোদর পণ্ডিতের নীলাচল-লীলা শ্রবণ করিতে উৎসুক হওয়া একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

* ভক্তিরত্নাকর এই স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে লিখিয়াছেন। ইহা কি লিপিকর প্রমাদ? মুরারির দ্বিতীয় প্রক্রমের দশম সর্গে যে শ্লোক (১৬-১৭) ছাপা হইয়াছে তাহা ভক্তি-রত্নাকরের ৯৪৫ পৃষ্ঠায় "দ্বিতীয়প্রক্রমে পঞ্চমসর্গে" লেখা হইল কেন? সর্গের বিভাগ কি অন্যরকম ছিল? প্রাচীন পুঁথি কয়েকখানি না পাইলে ইহার সমাধান হইবে না।

মুরারির গ্রন্থের নবদ্বীপ-লীলার পরবর্ত্তী ঘটনার বর্ণনায় সন্দিগ্ধ হইবার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে (২০।৪২) বলিতেছেন যে যিনি আশৈশব প্রভুর চরিত্র- ও বিলাস-বিষয়ে বিজ্ঞ, সেই মঙ্গলকর নামধারী মুরারি নামক কোন ব্যক্তি যে বিলাস-লালিত্য সম্যক্ লিখিয়াছেন, এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লিখিতেছি। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যের একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত বর্ণনায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত মুরারির গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু একাদশ সর্গের পর আর তিনি তেমনভাবে মুরারিকে অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে নীলাচল-লীলা-বর্ণনা-বিষয়ে মুরারির গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ দৃঢ় হয়।*

এ বিষয়ে সংশয়-সমাধানের পক্ষে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সাহায্য করে। লোচন তাঁহার গ্রন্থের উপাদান যে মুরারির গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন তাহা সূত্রখণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় (মৃণালকান্তি ঘোষ-সংস্করণ), আদিখণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় মধ্যখণ্ডের ৮০ ও ৮৬ পৃষ্ঠায় এবং শেষখণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-দর্শন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর

* শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী ভাদুড়ী (Indian Historical Quarterly, March, 1944, পৃ. ১৩২-১৪২) বলেন যে তৃতীয় প্রক্রমের কিয়দংশ, চতুর্থ প্রক্রমের সমগ্র এবং প্রথম প্রক্রমের ২।১২-১৫ এবং ১৬।১৫-১৯ অন্য লোকের লেখা। ঐ লোক লোচনের চৈতন্যমঙ্গল রচনার পূর্ব্বে ঐসব অংশ লিখিয়াছিলেন এবং লোচন উহা স্বীয় গ্রন্থে অকৃত্রিম বলিয়া স্থান দিয়াছেন। "Locana's knowledge up to the 21st canto of the fourth Parakrama of Muraris Book does not establish the fact that Murari himself wrote the whole Kavya. The latter portion might have been added by some other writer before Locana wrote his Caitanya-mangala" (পৃ. ১৩৫)। যদি অপর কেহ উল্লিখিত অংশ লোচনের চৈতন্য-মঙ্গলের পূর্ব্বে যোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইতিহাসের দিক দিয়া এই যোগ করা অংশের মূল্য কিছু কম হয় না। ভাদুড়ী মহাশয়ের মতে মুরারির মূল বই ১৪৩৫ শকে বা ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণে তো ছাপা হইয়াছিল "পঞ্চবিংশতি বৎসরে"। আমি ১৩৩০ সালের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় লিখি যে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় অষ্টম বর্ষের ২৬৮ পৃ. অনুসারে ঐ শব্দ হইবে পঞ্চত্রিংশতি এবং তাহার সাত বৎসর পরে যখন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন 'পঞ্চবিংশতিকে', পঞ্চত্রিংশতি করা হয়। ভাদুড়ী মহাশয় বলেন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর মুরারির বয়স ৬৫র কাছাকাছি হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ঐ বয়সে গ্রন্থ লিখিতে পারেন না; এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎকার-বিষয়ে লোচন মুরারির গ্রন্থের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। মুরারি—

রাজগ্রামং ততো গত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বলম্।

—৪।২।৫

লোচন—

রাজগ্রাম গিয়া পরে দেখয়ে গোকুল।
সম্বরিতে নারে হিয়া ভৈগেল আকুল॥

—শেষখণ্ড, পৃ. ৯৫

২। মুরারি—

দ্বাদশৈতদ্বনং রম্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিদং সদা।
মাহাত্ম্যমেষাং জানন্তি ভক্তা নান্যে কদাচন॥

—৪।৩।৮

লোচন—

কৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে।
ভক্ত বিনে কেহ ইহার মরম না জানে॥

শে., পৃ. ৯৬

৩। মুরারি—

রাজবাটীং নৈঋতে স্যান্নানারত্নবিভূষিতাম্।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং দ্বারৈশ্চ রত্নযজ্ঞৈঃ সমন্বিতাম্॥

—৪।৪।৩-৪

লোচন—

কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈঋতে।
পূরুবে উত্তরে দুই দুয়ার তাহাতে॥

শে., পৃ. ৯৬

৪। মুরারি—

বিভীষণো নামাস্ম্যহমিত্যুক্ত্বা প্রযযৌ স চ।
বিপ্রোহপি তেন সার্দ্ধঞ্চ যযৌ সৌভাগ্যপর্ব্বতম্॥

—৪।২১।১৭

লোচন—

বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ।

ইহা বলি চলি যায় রাজা বিভীষণ।
পাছে যায় তভু দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥

শে, পৃ. ১১৪

এই তুলনামূলক বিচারের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে মুরারির বইয়ের ৪।২১ অধ্যায় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪।২২, ২৩, ২৪ অধ্যায় ছাড়া অন্যান্য অংশ লোচনের জানা ছিল। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ভক্তিরত্নাকরে চতুর্থ প্রক্রমের দশম সর্গ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইবার মুরারির গ্রন্থের অকৃত্রিমতার বিরুদ্ধে পূর্ব্বে যে সংশয় উত্থাপন করিয়াছি বা পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছি তাহার উত্তর দিতেছি। দামোদর পণ্ডিতের নীলাচল-লীলা-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার অযৌক্তিকতার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মহাপ্রভুর বিরহে যখন ভক্তগণ কাতর তখন শ্রীবাস ও দামোদর মুরারিকে প্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মুরারি স্বভাবকবি ছিলেন, লীলাবর্ণন-বিষয়ে প্রভুর কৃপাশক্তি হয়ত পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন, এবং বাল্যাবধি প্রভুকে জানিতেন, সেই জন্য তাঁহাকে লীলা বর্ণন করিতে অনুরোধ করা স্বাভাবিক। মুরারি প্রভুকে যুগাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন (১।৪।১৭-২৬), সেই জন্য তাঁহার লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া পৌরাণিক রীতিতে শুক-পরীক্ষিত- এবং শিব-পার্ব্বতী-সংবাদের ন্যায় মুরারি-দামোদর-সংবাদ ভাবে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপের বা নীলাচলের অপর কোন স্থায়ী সঙ্গী যখন লীলা-বর্ণনে অগ্রসর হইলেন না, তখন মুরারির পক্ষে সমগ্র লীলা-বর্ণনাই স্বাভাবিক।

কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে একাদশ সর্গের পর মুরারির গ্রন্থ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন নাই; তাহার কারণ এই যে, তিনি পিতার নিকট ও অন্যান্য ভক্তদের নিকট (যথা স্বগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত, নিকটবর্ত্তী কুমারহট্ট-গ্রামবাসী শ্রীবাস, তাঁহার ভাইয়েদের বা শ্রীবাসের বাড়ীর অন্যান্য লোকের নিকট) নীলাচল-লীলা শুনিয়াছিলেন, তজ্জন্য মুরারির গ্রন্থকে তাদৃশ নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেন নাই। তবে মুরারি যেমন শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের

পর দুই চারটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন কবিকর্ণপূরও তাহাই করিয়াছেন।

মুরারি লীলা-বর্ণনার যে রীতি প্রবর্ত্তন করেন, পরবর্ত্তী সকল চৈতন্যা-খ্যায়কই তাহা মানিয়া লইয়াছেন। বৃন্দাবনদাস যে ওড়ন ষষ্ঠীর ঘটনা-প্রসঙ্গে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ শেষ করিলেন তাহাও বোধ হয় মুরারি-প্রবর্ত্তিত রীতিরই অনুসরণ। মুরারি যেমন নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়-ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাসও তাহাই করিয়াছেন। মুরারির ৪।২৪ যদি অকৃত্রিম হয়, তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া অন্ত্যখণ্ডের ১৪ হইতে ২০ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী ১।১৩।১৪ পয়ারে মুরারির আদিলীলার সূত্রের মাত্র উল্লেখ করিলেও ১।১৩।৪৪ পয়ারে বলিতেছেন—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে কবিরাজ গোস্বামী জানিতেন যে মুরারি প্রভুর সকল প্রধান প্রধান লীলারই সূত্র করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে মুরারির গ্রন্থ যাহা অমৃতবাজার কার্য্যালয় হইতে ছাপা হইয়াছে তাহা মোটের উপর অকৃত্রিম ও নির্ভরযোগ্য। বৈষ্ণব সমাজে এমন লীলাগ্রন্থ খুবই কম আছে যাহাতে পরবর্ত্তী কালে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। সে হিসাবে দুই-চারটি শ্লোক মুরারির গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইতেও পারে।

মুরারির গ্রন্থ যে ১৪৩৫ শকে, এমন কি ১৫২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছিও, রচিত হইতে পারে না তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছি। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের পর রচিত হইয়াছিল। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য শেষ করিবার সময়ে লিখিয়াছেন যে তিনি মুরারির গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মুরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর তিরোভাবের অল্পকালের মধ্যে তাঁহার প্রধান প্রধান পরিবারগণ লীলা সংবরণ করেন বলিয়া প্রবাদ। শ্রীবাস ও দামোদর পণ্ডিতের জীবনকালেই মুরারির গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। অনুমান হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ-লেখা শেষ হয়।

এরূপ অনুমানের কারণ এই যে মুরারির ন্যায় অন্তরঙ্গ ভক্তের পক্ষে শোক সামলাইতে এক বৎসর ও গ্রন্থ রচনা করিতে এক বৎসর লাগিতে পারে। সেকালে রেল ও ছাপাখানা না থাকায় গ্রন্থ প্রচারিত হইতে অন্ততঃ দুই-এক বৎসর লাগিত।

মুরারির মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে কালবাচক শ্লোকটি পরবর্ত্তী কালে কেহ বসাইয়া দিয়াছেন। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন ১৪৩৫ শকে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিলে উহার প্রামাণ্য বাড়িয়া যাইবে। আমি এই প্রবন্ধটি শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলে তিনি বলেন যে, হয়ত মুরারি ১৪৩৫ শক পর্য্যন্ত কালের লীলাই লিখিয়াছিলেন। পরে মুরারির পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি হয়ত অবশিষ্ট অংশ ও ভূমিকা প্রভৃতি যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এ অনুমানের গুরুত্ব আমি স্বীকার করি। তবে মুরারির পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তি যদি কিছু যোগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সে কার্য্য লোচনের চৈতন্যমঙ্গল-রচনার পূর্ব্বেই হইয়াছিল বলিতে হয়। কেন-না লোচন মুরারির গ্রন্থের বৃন্দাবন-ভ্রমণাদির অনুবাদ করিয়াছেন। মুরারির কাল হইতে লোচনের গ্রন্থরচনার কালের ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসরের বেশী হইবে না। অত অল্প সময়ের মধ্যে মুরারির মত সুপ্রসিদ্ধ ভক্তের গ্রন্থে অপর কেহ কিছু সংযোজনা করিবেন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তর্কের খাতিরে যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, সমগ্র গ্রন্থ মুরারির লেখা নহে তাহা হইলেও যে-সমস্ত অংশের প্রতিধ্বনি কর্ণপূরের মহাকাব্যে আছে সেসব অংশকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। আর যে অংশগুলি লোচনের গ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলিও ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রচনা বলিয়া মানিতে হইবে।

মুরারির নিকট কবিকর্ণপূরের ঋণ

কবিকর্ণপূর নবদ্বীপ-লীলা বিষয়ে মুরারির গ্রন্থকে এমন প্রামাণ্য মনে করিয়াছেন যে অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের কয়েকটি শব্দ ও ছন্দ মাত্র বদলাইয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) মুরারি—

অথ প্রভাতে বিমলেঽরুণেঽর্কে
স্বয়ং কৃতস্নানবিধির্যথাবৎ।

হরিং সমভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ সুরাদীন্
নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাকরোদ্দ্বিজৈঃ ॥ ১।১০।৩

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য—

অথ প্রভাতে বিমলার্কভূষিতে
স্বয়ং কৃতস্নানবিধির্যথাবিধি।
প্রভুঃ পিতৄনর্চ্চয়িতুং যথাতথা
নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাকরোদসৌ ॥ ৩।৪৮

(২) মুরারি—

গুরৌ স ভক্তিং পরিদর্শয়ন্ স্বয়ং
ফল্গুষু চক্রে পিতৃদেবতার্চ্চনম্।
প্রেতাদিশৃঙ্গে পিতৃপিণ্ডদানং
ব্রহ্মাঙ্গুলীরেণুযুতেষু কৃত্বা ॥ ১।৬।১

কবিকর্ণপূর—

অথ স ফল্গুনদী-প্লাবনে যথা-
বিধিবিধয়ে পিতৄন্ সমতর্পয়ৎ।
শবমহীভৃতি পিণ্ডমদাদ্যো
করুণতোঽরুণতোঽপ্যরুণেক্ষণঃ ॥ ৪।৬২

(৩) মুরারি—

স দদর্শ ততো রূপং কৃষ্ণস্য ষড়্ভুজং মহৎ।
ক্ষণাচ্চতুর্ভুজং রূপং দ্বিভুজঞ্চ ততঃ ক্ষণাৎ ॥ ২।৮।২৭
(সঃ অর্থাৎ নিত্যানন্দ।)

কবিকর্ণপূর—

পুরঃ ষড়্‌ভির্দোর্ভিঃ পরমরুচিরং তত্র চ পুন-
শ্চতুর্ণাং বাহূনাং পরমললিতত্বেন মধুরম্।
তদীয়ং তদ্রূপং সপদি পরিলোচ্যাশু সহসা
তদাশ্চর্য্যং ভূয়ো দ্বিভুজমথ ভূয়োঽপ্যকলয়ৎ ॥ ৬।১২২

এখানে আর উদাহরণ দিব না। কবিকর্ণপূর কিভাবে মুরারিকে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে প্রদত্ত মুরারি ও কর্ণপূরের গ্রন্থের সমঘটনাবর্ণনামূলক শ্লোকের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

মুরারির লীলাবর্ণনের ভঙ্গী

মুরারি পরম ভক্ত। তিনি নবদ্বীপ-লীলার অধিকাংশ ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। মুরারি অবতারের দুই প্রকার ভেদ করিয়াছেন : যুগাবতার ও কার্য্যাবতার। সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পৃথু ও কলিতে শ্রীচৈতন্য যুগাবতার (১।৪।১৮-২৭)। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব, রাম,কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী—এই দশজন বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধনার্থ অবতার হইয়াছিলেন (১।৪।২৮-৩৩)। মুরারি অবশেষে বলিয়াছেন যে এইরূপ আরও বহু কার্য্যাবতার আছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী অবতার-তত্ত্বের অন্যরূপ বিভাগ করিয়াছেন। তিনি লঘু-ভাগবতামৃতে সত্যাদিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ অবতারকে যুগাবতার বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণকে যুগাবতার বলা হইয়াছে (১০।৮।১৩)। শ্রীরূপ গোস্বামী লঘু-ভাগবতামৃতে শ্রীচৈতন্যকে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার মন্বন্তরাবতার বা যুগাবতারের মধ্যে ধরেন নাই ; কেবল মঙ্গলাচরণে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" ইত্যাদি ভাগবতের ১১।৫।৩২ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ও চতুর্থ শ্লোকে

> শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
> মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

প্রভৃতি বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও ষট্‌সন্দর্ভের প্রারম্ভে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া

> অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
> কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

প্রভৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে" শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্য ও বলরাম যে নিত্যানন্দ এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বলদেব বিদ্যাভূষণ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং" শ্লোকের টীকায় "অথ কৃষ্ণবির্ভাবস্য স্বসাক্ষাৎকৃত-পাদাম্বুজস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য বিজয়ব্যঞ্জনং মঙ্গলম্" বলিয়াছেন এবং "অঙ্গেতি নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ উপাঙ্গেতি শ্রীবাস-পণ্ডিতাদয়ঃ"-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতবর মদনগোপাল গোস্বামী উহার বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—"যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে

বিভাত, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, হরিনাম যাঁহার অস্ত্র, এবং গদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতি যাঁহার পার্ষদ, স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।”

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার ও ১।৫।৪ শ্লোকে “হরেরংশঃ” বলিয়াছেন। তিনি ১।১২।১৯-এ শ্রীচৈতন্যকে “ভগবান্ স্বয়ম্,” এবং ১।১৫।১ ও অন্যান্য বহু স্থানে হরি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ২।১।৫ শ্লোকে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্র তব পাদসরোজযুগ্মং
দৃষ্ট্বাপি যে ত্বয়ি বিভো ন পরেশবুদ্ধিম্।
কুর্ব্বন্তি মোহবশগা রসভাবহীনা-
স্তে মোহিতা বিততবৈভবমায়য়া ॥

“হে চৈতন্যচন্দ্র! তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াও যাহারা তোমাতে পরেশ-বুদ্ধি করে না, তাহারা তোমার বৈভবমায়ায় মোহিত।”

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার বলিলেও বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্ত্তী লীলা-লেখকের সহিত তাঁহার তিনটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়।

(ক) মুরারি শ্রীচৈতন্যকে চতুর্ভুজ-বিষ্ণুরূপে প্রণাম করিয়াছেন। যথা—

নমামি চৈতন্যমজং পুরাতনং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাব্জচক্রিণম্।
শ্রীবৎস-লক্ষ্মাঙ্কিতবক্ষসং হরিং
সদ্বালসংলগ্নমণিং সুবাসসম্ ॥—১।১।১৪

স্বরূপ দামোদর, বৃন্দাবনদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্বরূপ দেখিয়াছেন।

(খ) মুরারি শ্রীচৈতন্যের ভগবৎ-আবেশের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সমাজ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন যে ভগবানের ধ্যান, কীর্ত্তন ও শ্রবণ হইতে সুমহাত্মন্ লোকের হৃদয়ে হরির প্রবেশ হয় এবং তখন তাঁহারা আত্মদেহ-বিস্মৃত হইয়া হরির অনুসরণ করেন (১।৮।৯-১০)।

কিছুকাল পরে তাঁহাদের আবার বাহ্যজ্ঞান হয় ও তাঁহারা সহজভাবে কর্ম্ম করেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি গোপসাধ্বীদের তাদাত্ম্য, কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নারদকে তেজ দেখান, এবং শিবের নিকট রামের বিশ্বরূপ দেখাইবার কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ ও রামের দৃষ্টান্ত দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন্ মতানুসারে এই প্রসঙ্গে "ভক্তদেহো ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়ঃ" বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

(গ) মুরারি দেবগণ-কর্ত্তৃক শচীর গর্ভস্তুতি, শচী ও জগন্নাথের নূপুর-ধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতি কথা লিখিলেও তিনি নিমাইকে শিশুকাল হইতে ভক্তরূপে বর্ণনা করেন নাই। ১।৮।১৫ শ্লোকে হরিকীর্ত্তনতৎপর ভক্তবৃন্দের দ্বারা সমাবৃত হইয়া মরণোন্মুখ পিতার নিকট আসাকে গয়া যাইবার পূর্ব্বে নিমাইয়ের কীর্ত্তন করার অভ্যাসের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যায় কিনা সন্দেহ। মৃত্যুকালে হরিনাম শোনানো সনাতন প্রথা। তিনি দেখাইয়াছেন যে গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বহু পূর্ব্বে কেবলমাত্র একবার তিনি মাতাকে একাদশীব্রত-পালনের উপদেশ-কালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শিশু বিশ্বম্ভরের অশুচিস্থানে উপবেশন-কালে দত্তাত্রেয়-ভাব হইয়াছিল। মুরারি যে নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আবেশের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে অলৌকিক কিছুর বর্ণনা নাই। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বিষয়ে তাঁহার ও অন্যান্য লেখকের (সম্ভবতঃ গোবিন্দ কর্ম্মকার ছাড়া) ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান ছিল না। ঐ লীলাপ্রসঙ্গে মুরারি বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে সাতটি তমালবৃক্ষ শাপমুক্ত হইয়া গন্ধর্ব্বরূপে নিজশাসনে চলিয়া গেল। শ্রীচৈতন্যলীলার ঐতিহ্য-বিচারে আমি নবদ্বীপ-লীলা-বিষয়ে মুরারির বর্ণনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইব। ঐ প্রসঙ্গে মুরারির উক্তির সহিত অন্যের বর্ণনার বিরোধ হইলে মুরারিকেই স্বীকার করিব।

কবিকর্ণপূর-কর্ত্তৃক মুরারিকে অনুসরণ

কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের অধিকাংশ তথ্য যে মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত হইতে লওয়া তাহা নিম্নে প্রদত্ত তুলনামূলক তালিকা হইতে প্রমাণিত হইবে। মুরারিকে মু. ও কর্ণপূরকে ক. বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

মু. প্রথম প্রক্রম	ক. দ্বিতীয় সর্গ
২।১-৩	১৫
২।৫	১৭
২।৬	১৮
২।৭	১৯
২।৮	২০
২।৯	২১
৫।২৩	৫৬
৫।২৭	৫৭
৬।৭	৬০
৬।২১-২২	৭৫-৭৬
৬।২৩-২৫	৭৮-৭৯
৬।৩০	৮২,৮৫
৬।৩৩-৩৫	৮৭-৮৯
৭।৫	৯২
৭।৬	৯৩
৭।৭	৯৬
৭।৯	৯৯
৭।১৪	১০৫
৭।২০	১১০
৭।২১-২৪	১১১-১১৫
৮।১৬	১১৮
৮।১৭	১১৯
৮।২০	১২১

মু. প্রথম প্রক্রম নবম সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
২	২
৩	৩
৫	৫

মু. প্রথম প্রক্রম নবম সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
৬	৬-৭
৯	১২
১১	১৫
১৪	১৮
১৬	২০
১৭	২১-২২
১৮	২৩
২১	২৪
২৩	২৬
২৪	২৭
২৫	২৮
২৬	২৯-৩০
২৮	৩৫-৩৬
৩২	৩৮
৩৩	৩৯
৩৪	৪০-৪১
৩৬	৪৩
৩৭	৪৪

মু. দশম সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
২	৪৭
৩	৪৮
৪	৪৯
৫	৫০
৬	৫১
৭	৫২
৮	৫৩
৯	৫৪

মু. দশম সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
১০	৫৫
১১	৫৬
১৩	৫৭
১৬	৬০,৬১
১৭	৬২
১৯	৬৫
২০	৬৬
২২	৬৭
২৩	৬৮
২৫	৬৯
২৭	৭২

মু. একাদশ সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
১	৭৩
২	৭৪
৬	৮৩
৭	৮৪,৮৭
৮-৯	৮৮
১১	৯১
১২	৯২
১৬	৯৪-৯৫
১৭	৯৬
১৮	৯৭
১৯	৯৮
২০	৯৯
২১	১০০
২২	১০২
২৩	১০৩
২৪	১০৪

মু. প্রথম প্রক্রম দ্বাদশ সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
৪	১১৮
৭	১১৯
৮	১২০
৯	১২১
১০	১২২
১২	১২৩-১২৪

মু. ত্রয়োদশ সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
২	১২৭
৩	১২৮
৪	১২৯
৫	১৩০
১০	১৩২
১৪	১৩৩
১৭	১৩৫

মু. পঞ্চদশ সর্গ	ক. চতুর্থ সর্গ
১	৫
২	৬-৯
৩	১৫
১১	৫২
১৪	৫৪
১৬	৫৬
১৭	৫৮ (ভাষা এক)
১৮	৫৯
১৯	৬১

মু. ষোড়শ সর্গ	ক. চতুর্থ সর্গ
১	৬২
২	৬৩
৬-৭	৬৫
৮	৬৬
৯	৬৭
১১	৬৮-৭১

দ্বিতীয় প্রক্রম

মু. ২।প্রথম সর্গ	ক. পঞ্চম সর্গ
৯	২
১১	৩
১২	৪
১৩	৫
১৪	৬
১৫	৭
১৬	৮
১৯	৯
২২	১০
২৪	১১
২৫	১২
২৬	১৩
২৭	১৪

মু. ২।দ্বিতীয় সর্গ	ক. পঞ্চম সর্গ
১১	১৫
১৩	১৬
১৫	১৭
১৬	১৬
১৭	১৯
২১-২৪	২০-২১

মু. ২।দ্বিতীয় সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
২৮	৩
২৯	৪
৩১	৫

মু. ২।তৃতীয় সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
৫	৬
৬	৭
৭	৮
৮	৯
১১	১২
১৩	১৩
১৫	১৪
১৬	১০-১৬
২০	১৫
২১	১৬
২৩	১৭
২৪	১৯
২৫	২১

মু. ২।চতুর্থ সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
২	২৩
৩	২৪-২৫
৪	২৬
৫	২৭
৬	২৮
৭	২৯

মু. ২।চতুর্থ সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
৮	৩০
৯	৩১
১০	৩২
১২	৩৫
১৪	৩৬
১৫	৩৭
১৭	৩৮
১৯	৩৯
২০	৪০
২১	৪১
২২	৪২
২৩	৪৩
২৪	৪৪
২৬	৪৫-৪৬
২৭-২৮	৪৭

মু. ২। চতুর্থ সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
২৮-৩১	৪৮
৩৩	৪৯
৩৪-৩৫	৫১

মু. ২। পঞ্চম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
১	৫৩
২	৫৪
৫	৫৫
৬	৫৬
৭	৫৭
৯	৫৮
১১	৫৯
১২	৬০

মু. ২।পঞ্চম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
১৪-১৫	৬১
২০	৬৩
২২	৬৪
২৩	৬৫
২৫	৬৬
২৮	৬৮
৩০	৬৯
৩২	৭০

মু. ২। ষষ্ঠ সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
১	৭১
৩	৭২
৫	৭৩
৭	৭৪
১০	৭৫
১২	৭৬
১৩	৭৭
১৪	৭৮
১৭	৭৯
১৯	৮০
২০	৮১
২১	৮২
২৩	৮৩
২৫	৮৪
২৬	৮৫

মু. ২। সপ্তম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
১	৮৭
২	৮৮
৮	১০০

মু. ২। সপ্তম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
২১	১০২
২২	১০৩
২৫	১০৪
২৭	১০৫

মু. ২। অষ্টম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
২	১০৬
৩	১০৭
৪	১০৮
৫	১০৯
৭	১১০
৮	১১১
১১	১১২
১৮	১১৭
২০	১১৮
২৩	১১৯
২৪	১২০
২৫	১২১
২৭	১২২
২৮	১২৩

মু. ২। নবম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
৩	১
৪	২-১১
৫	১২
৬	১৩-১৪
৮	১৫-২০
১২	২৩-২৪

মু. ২। নবম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
১৩	২৫
১৪	২৯

মু. ২। নবম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
২০	৩২
২১	৩৫

মু. ২। দশম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
১	৩৭
২	৪৮
৩	৪৯-৫০
৪	৫১
৫	৫২
৬	৫৪
৭	৫৫-৫৬
৯	৫৭
১০	৫৮
১৬	৬৬
১৯	৬৭
২০	৬৮
২১	৬৯
২২	৭০
২৩	৭১
২৫	৭৫

মু. ২। একাদশ সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
১	৭৬
৪	৭৭
৬	৭৮

মু. ২। একাদশ সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
৭	৭৯
৮	৮০
৯	৮১
১০	৮৪
১২	৮৫
১৩	৮৬
১৫	৮৭
১৭	৮৮,৯০
২১	৯১
২২	৯২
২৩	৯৩
২৪	৯৪
২৫	৯৫

মু. ২। দ্বাদশ সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
৩	৯৭
৭	৯৮
৮	৯৯
৯-১১	১০০
১৪	১০৪-১০৫

মু. ২। ত্রয়োদশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ
৬	১
৭	২
৮	৩
৯	৪
১০	৬
১১	৭
১২	৮

মু. ২। ত্রয়োদশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ
১৩	৯
১৮	১২-১৪
২১	১৫

মু. ২। চতুর্দ্দশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ
২	১৯,২১
৪	২৩
৫	২৪
৬	২৫
৭	২৬,২৭
৮	২৮
১০	২৯
১৩	৩৩
১৪	৩৫
১৫	৩৬,৫১
১৬	৩৮
১৭	৩৯,৪০
১৮	৪২-৪৪
২২	৫০
২৩	৫৪

মু. ২। পঞ্চদশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ
৩	৫৬

মু. ২। পঞ্চদশ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৯	৭
১০	৮
১২	৯

মু. ২। ষোড়শ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৬-৭	২৪-২৭
৯	২৮
১৩	৩৫
১৯	৩৮

মু. ২। সপ্তদশ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৫	৩৮
৭	৩৯
১২	৪০

মু. ১। অষ্টাদশ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
১	৪১
৩	৪২
৭	৪৩
১২	৪৩
১৪	৪৪
১৭	৪৫
১৯	৪৬
২৫	৪৭

মু. ৩। প্রথম সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
১৯	৫০

মু. ৩। দ্বিতীয় সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
১	৫১ (একই ভাষা)
৪	৫২
৯	৫৬

মু. ৩। তৃতীয় সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
১	৫৭

মু. ৩। তৃতীয় সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৬,৭	৫৯
১০	৬০
১৭	৬১ (একই ভাষা)
১৮	৬১
২০	৬২-৬৩

মু. ৩। চতুর্থ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৪	৬৩ (একই ভাষা)
১৫	৬৫ (একই ভাষা)
২৫	৭০
২৬	৭১
৩০	৭২
৩১-৩৩	৭৩
৩৫-৩৬	৭৫

মু. ৩। পঞ্চম সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
১	৭৬
১১	৮০
১৪-১৫	৮১

মু. ৩। ষষ্ঠ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৩	৭৮

মু. ৩। একাদশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ
৪-৫	১২
১৬	৬

মু. ৩। দ্বাদশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ
৭	১০-১২
৯	১৫-১৬
১২	২৪
১৩	৩১-৩২
১৭	৮৬-৮৭

মু. ৩। ত্রয়োদশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ
১৭	৯৭

মু. ৩। চতুর্দ্দশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ
১	১০৪

মু. ৩। চতুর্দ্দশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ
৩	১০৬
৪	১০৭
৭	১১৮

মু. ৩। পঞ্চদশ সর্গ	ক. ত্রয়োদশ সর্গ
৭	৩
১০	৪

ইহার পর আর কোন মিল নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

কবিকর্ণপূরের গ্রন্থসমূহে শ্রীচৈতন্য

পরমানন্দ সেন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যপারিষদ্ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

> চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
> তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥—চৈ. চ., ১।১০।৩০

কর্ণপূর নাম নহে 'কবিরত্ন', 'কবিশেখরের' মতন উপাধি। শব্দটির অর্থ কর্ণের অলঙ্কার। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২২।২৫) 'হরের্মুহুস্তৎপর-কর্ণপূর-গুণাভিধানেন' অর্থাৎ হরিভক্তগণের কর্ণপূর বা কর্ণের অলঙ্কার-স্বরূপ শ্রীহরির গুণাবলী পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনের ফলে—এইরূপ প্রয়োগ আছে। সম্ভবতঃ এই প্রয়োগ দেখিয়াই পরমানন্দ সেনকে কর্ণপূর উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে কবি নিজের নাম পরমানন্দদাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদস্য শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নির্ম্মিতং পরমানন্দদাস-কবিনা" (নান্দ্যন্তে সূত্রধারের উক্তি)। তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের শেষে আছে যে তিনি শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র—

> ইহ পরমকৃপালোর্গৌরচন্দ্রস্য কোঽপি
> প্রণয়-রসশরীরঃ শ্রীশিবানন্দসেনঃ
> ভুবি নিবসতি তস্যাপত্যমেকং কণীয়-
> স্তৎকৃতপরমমৌগ্ধ্যাচ্চিত্রং মেতং প্রবন্ধম্॥—২০।৪৬

গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও কবি "পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং" বলিয়া উল্লেখ করিয়া নিজের নাম শ্রীপরমানন্দদাস লিখিয়াছেন (শ্লোক ৫)। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে তিনি পরমানন্দদাস ও কবিকর্ণপূর উভয় নামই লিখিয়াছেন। কবি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ অলঙ্কারকৌস্তুভ আরম্ভ করিয়াছেন—"স্বানন্দরসসতৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যবিগ্রহো জয়তি" বলিয়া। গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় (তৃতীয় শ্লোকে) নিজের গুরু শ্রীনাথকে শ্রীচৈতন্যের দয়িত বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন এবং শেষে (২১০-২১১ শ্লোকে) শ্রীনাথের ভাগবতসংহিতার ব্যাখ্যার কথা ও কৃষ্ণদেবমূর্তি-সেবার কথা বলিয়াছেন।

অলঙ্কারকৌস্তুভে (১০।৫৮) ঐ টীকা হইতে একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর প্রারম্ভে (শ্লোক ৫) তিনি স্বগুরুর ভাগবত-ব্যাখ্যার গুণগান করিয়া লিখিয়াছেন—"আমরা শ্রীনাথ নামাভিধেয় সদ্‌গুরুকে স্তুতি করি, যিনি ব্রাহ্মণবংশের চন্দ্র, যিনি বিশ্বের রত্নভূষণ, যিনি প্রভু গৌরাঙ্গের প্রিয় অন্তরঙ্গজন, তাঁহার মুখনিঃসৃত মধুর বৃন্দাবনের পরম রস-রহস্যযুক্ত কথাসরিৎ পান করিয়া এই জগতে কে না আনন্দিত হয়?"

শ্রীনাথের 'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা' নাম্নী ভাগবত টীকায় লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মতানুসারি, যৎকিঞ্চিদস্মিন্নসমঞ্জসত্বম্।
অস্মিন্ সমাধাবলি শক্তিহীনঃ, শ্রীনাথনামা বিদধতি কশ্চিৎ॥

শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া অনেক সময়ে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে বার্ত্তালাপ করিতেন। শ্রীনাথ ও সনাতন গোস্বামী তাঁহার মতানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীনাথের টীকা ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম হইতে হরিদাস শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সহিত সনাতন গোস্বামীর টীকা মিলাইয়া পড়িলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতবাদের খাঁটী পরিচয় মিলাইয়া পড়িলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতবাদের খাঁটী পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কবিকর্ণপূর মুরারিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য লিখিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে কবির বয়স তখন অল্প, এবং তিনি স্বাধীনভাবে কাব্যরচনার পথ তখনও খুঁজিয়া পান নাই। এইজন্য বলিতে হয় যে মহাকাব্যই তাঁহার প্রথম রচনা। এই গ্রন্থের শেষে আছে—

বেদা(৪) রসাঃ(৬) শ্রুতয়(৪) ইন্দু(১) রিতি প্রসিদ্ধি
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি।
বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিত দ্বিতীয়া—
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য॥ ২০।৪৯

অর্থাৎ ১৪৬৪ শকে আষাঢ় মাসে সোমবার কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ায় এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। এই তারিখে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। সেই সময় কবির বয়স কত ছিল? ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার সম্পাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের

ভূমিকায় (পৃ. ৬) লিখিয়াছেন যে কবিকর্ণপূর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনায় (চৈ. চৈ., ৩।১২।৬০-৭০) লিখিয়াছেন যে শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া প্রভু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন : শিবানন্দ তাঁহাকে পরমানন্দদাস নাম জানাইলেন।

শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥—৩।১২

এই বর্ণনা হইতে মনে হয় এই সময়ে পরমানন্দ এরূপ শিশু যে সে অঙ্গুলি চুষে। ইহার পর যখন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পরমানন্দের দেখা হয় তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর—

সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন ॥—৩।১৬

এই ঘটনা যে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের বৎসরে বা দুই বৎসর আগে হয় তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। ডাঃ সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন (Vaisnava Faith and Movement, পৃ. ৩৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাকাব্যের এক পুঁথিতে (২৩৮৯ সংখ্যক) লিপিকর বিষ্ণুদাস লিখিয়াছেন যে কর্ণপূর ১৬ বৎসর বয়সে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বর্ণিত ঘটনাকে প্রভুর জীবনের শেষ বৎসরের ঘটনা ধরিলে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণপূরের বয়স ১৬ হয়। যাহা হউক, মহাকাব্য রচনার সময়ে কবিকর্ণপূর তরুণবয়স্ক ছিলেন ইহা তাঁহার লেখার ধরণ হইতে বুঝা যায়। তিনি কেবল যে মুরারিকে অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে, যেখানে সেখানে নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াসও করিয়াছেন।* গ্রন্থের শেষে তিনি মুরারির নিকট নিম্নলিখিতভাবে নিজের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন—

* ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেন—"For a boy in his teens, who calls himself a śisu, the work is indeed a notable literary achievement; but its immaturity is obvious, and one can not assign to it high poetic merit...... He succumbs very often, in his youthful enthusiasm, to the temptation of rhetorical display in general and of committing the verbal atrocities of Citra-bandha in particular, while his conscious employment of varied metres is an aspect of the prevailing tendency of his time towards laboured artificiality." (Vaisnava Faith, pp-432-33)

আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কেচিন্মুরারিরিতিমঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্যদ্বিলাসললিতং সমলেখিতজজ্ঞৈ
স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ ॥—২০।৪২

শৈশবাবধি যিনি প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে সুবিজ্ঞ সেই তত্ত্বজ্ঞ "মুরারি" —এই মঙ্গলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাস-লালিত্য সম্যক্ লিখিয়াছেন, এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লিখিয়াছি।

বদ্ধাঞ্জলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ
র্ভূয়ো নমাম্যহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞং।
তং মুগ্ধকোমলধিয়ং নমু যৎপ্রসাদা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমক্ষিপীতং ॥

আমি মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিরতিশয় কাকুবাক্যে পুনঃপুনঃ সেই মনোহর ও কোমলবুদ্ধি মুরারি-নামক মহাত্মাকে প্রণাম করিতেছি। তাঁহারই প্রসাদে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিতরূপ অমৃত আমার চক্ষু পান করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাকাব্যের প্রথম আট সর্গ ও একাদশ সর্গ মুরারি গুপ্ত-বর্ণিত লীলার দৃঢ় অনুসরণ করিয়া লেখা। মূলতঃ মুরারিকে অনুসরণ করিলেও স্থানে স্থানে মুরারির সহিত মহাকাব্যের পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য দুইটি কারণে ঐতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান্, প্রথমতঃ মুরারির কিছু অস্পষ্টতা বা ভুলত্রুটি থাকিলে, তাঁহার গ্রন্থরচনার অত্যল্পকাল পরেই কবিকর্ণপূর সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেন ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ বিবরণ দিয়াছেন। মুরারিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে করিতে তিনি কোথাও তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে যাইলে মনে করিতে হইবে যে বিশেষ কোন কারণবশতঃ মুরারির মত কবিকর্ণপূর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যে শ্লোকগুলিতে কবিকর্ণপূর মুরারির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, সেগুলির বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মুরারির গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় যে অদ্বৈতের সহিত বাল্যকালে বুঝি বিশ্বম্ভরের পরিচয় ছিল না ও গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু পরে শ্রীবাসাদিসহ শান্তিপুরে যাইয়া বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করেন (২।৫।১-৩৩)। কিন্তু কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে বলিয়াছেন যে অদ্বৈতই

প্রথম শ্রীবাসের বাড়ীতে বিশ্বম্ভরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন (৫।২৪, ৩১)। বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের নবদ্বীপস্থ ভবনে প্রায়ই যাইতেন ও শিশু বিশ্বম্ভর একদিন তাঁহার বড়ভাইকে ডাকিতে সেখানে গিয়াছিলেন (২।২২।৩১৭ পৃ.)। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে মুরারি অদ্বৈতের সহিত বিশ্বম্ভরের পূর্ব্ব-পরিচয় অপ্রয়োজনীয়-বোধে বর্ণনা করেন নাই, কেন-না ভাবের মানুষ বিশ্বম্ভরের সহিত যে পরিচয় সেই ত সত্য পরিচয়।

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্যের দ্বিতীয় কারণ এই যে কবি কোন কোন স্থানে অলৌকিক ঘটনার যোগ করায় বা নবভাব সংযোগ করায় শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় কি করিয়া বিকসিত ও গঠিত হইতেছে তাহার ধারা বুঝিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্য যে তের মাস গর্ভে ছিলেন এমন কথা মুরারি লেখেন নাই; অথচ কর্ণপূর (২।২৪) তাহা বলিয়াছেন। মুরারি (১।৫।৬-১৫) ব্রহ্মাদিদেবগণকর্ত্তৃক শচীর গর্ভস্তুতি বর্ণনা করিয়াছেন; বৃন্দাবনদাসও (১।২।২০-২২ পৃ.) মুরারিকে এবং ভাগবতের দেবকী-গর্ভ স্তুতিকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া।"

কিন্তু ইঁহারা কেহই নিমাইয়ের তের মাস গর্ভবাসের কথা লেখেন নাই। কবিকর্ণপূর একটু অতিপ্রাকৃতভাব সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে ঐ কথা যোগ করিয়াছেন মনে হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজও (১।১৩) এখানে মুরারিকে অনুসরণ না করিয়া কবিকর্ণপূর-বর্ণিত তের মাস গর্ভবাসের কথা লিখিয়াছেন।

মুরারি বলেন জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের জাতকর্ম্ম-মহোৎসবে তাম্বূল, চন্দন, মাল্য ও গন্ধ দিয়াছিলেন (১।৫।২৯)। কর্ণপূর বলেন (২।৭৩) যে ইয়ত্তা করা যায় না এত ধন জগন্নাথ মিশ্র দ্বিজাতিকে দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেন—

শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥
কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে॥—১।২।২৬ পৃ.

এখানে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে মুরারির বর্ণনার বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই—কেন-না মাল্য চন্দন দিতে সে যুগে খরচ হইত না। কর্ণপূর প্রভুর পিতাকে

দরিদ্র করিয়া আঁকিতে চাহেন নাই। তিনি (২।৬৫) শিশু-নিমাইয়ের গায়ে "প্রবালমুক্তা মণিহার, মনোজ্ঞ কঙ্কণ, কিঙ্কিণী" প্রভৃতি গহনার কথা লিখিয়াছেন—মুরারিতে এরকম কিছু নাই। মুরারি (১।৬।৯) বলেন—নিমাই একদিন শুষ্ক পল্লবদ্বারা বয়স্যকে আঘাত করিয়াছিলেন, কর্ণপূরের হাতে উহা নবপল্লবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে (২।৬৭)। মুরারিতে আছে (১।৬।২১-২২) নিমাই একদিন শচীকে "মূঢ়ে" সম্বোধন করিয়াছিলেন, কর্ণপূর ঐ ঘটনা বর্ণনার সময় ঐ শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন (২।৭৮-৭৯)। বিশ্বম্ভর গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিলে, সহসা কাংস্য, বংশী, বীণা ও মুরজ প্রভৃতির মনোহর ধ্বনি হইল (কাব্য ৪।৭৩) এরূপ কথা কর্ণপূর লিখিলেও, মুরারি বলেন নাই। শচী খুসী হইয়া বড়লোকের মত ব্রাহ্মণ, নর্ত্তক ও বাদক প্রভৃতিকে টাকাপয়সা বিতরণ করিলেন (কাব্য ৪।৭৫) এরূপ কথাও মুরারিতে নাই। বিশ্বম্ভর মিশ্র কোন নীচজাতির কাজ নিজে করিয়াছেন একথা বলিতে মুরারির বাধে না, কিন্তু কর্ণপূরের বাধে। মুরারি বলেন একদিন বিশ্বম্ভর ঝাঁটা ও কোদাল হাতে করিয়া আচার্য্য প্রভৃতির হাতেও ঐরূপ দিয়া "কৃষ্ণস্য হ্যড়িপা ভূত্বা" এক দেবালয় পরিষ্কার করিয়াছিলেন (২।১৩।১-৫)। কর্ণপূর এই ঘটনাটি বাদ দিয়াছেন। কিন্তু মুরারির গ্রন্থ যে এস্থলে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকের প্রথমে নরহরি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুরারির শ্লোক কয়টি উদ্ধার করায় (ভক্তিরত্নাকর পৃ. ৮৫২)। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসরের মধ্যেই কিভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতে সংযোজন-সংশোধন-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রক্রিয়ার রূপ কেমন হইয়াছিল তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার সহিত আবার কবিকর্ণপূরের রচনা মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে।

কবিকর্ণপূর একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত মুরারিকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন। তারপরের ঘটনাগুলি তিনি তাঁহার পিতা ও অন্যান্য ভক্তদের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। দ্বাদশ সর্গে সার্ব্বভৌম-উদ্ধার, ত্রয়োদশে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও রামানন্দমিলন ও প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার, চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ সর্গে পুরীতে প্রভুর ভাবোন্মত্ততা, এবং উনবিংশ ও বিংশ সর্গে বৃন্দাবন-ভ্রমণ ও তথা হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র মহাকাব্যখানি ১৯১১টি শ্লোকে শেষ হইয়াছে।

মহাকাব্যের সহিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মিলাইয়া পড়িলে দেখা যায় যে নাটক রচনার সময়ে কবির রচনাশৈলীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। শেষোক্ত লেখার মধ্যে সংযমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকাব্যে কেবল শ্রীচৈতন্যের বিয়োগে দুঃখপ্রকাশ আছে, আর নাটকে প্রভুর প্রায় সকল ভক্তই তিরোহিত হইয়াছেন বলা হইয়াছে। "এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যেকশেষংগতে।" (নাটক দশমাঙ্কের পর দ্বিতীয় শ্লোক)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণেও কবি লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য ভগবানের পার্ষদগোষ্ঠী স্ব স্ব অভীষ্ট ধামে গমন করায়, তাঁহাদের তিরোধান-হেতু বিদগ্ধ বিরহী ভক্তগণের প্রণয়রসধারা বিলুপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। তাই সুকবির কবিতামাধুর্য্য আজ অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছে (শ্লোক ৬)।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় আছে যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য-বিরহে শোকাকুল হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শোক অপনোদনের জন্য এই নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সূত্রধার বলিতেছেন যে "গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোঽস্মি।" প্রধানতঃ ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আমি এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বলিয়াছিলাম যে নাটক প্রতাপরুদ্রের জীবিতকালেই অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন মুরারি গুপ্তের সহিত কর্ণপূরের মহাকাব্যের অনেকগুলি শ্লোক একেবারে মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি যে মহাকাব্য সত্যই অপরিণত-বয়স্ক ব্যক্তির লেখা এবং ঐ লেখার অনেক পরে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখিত হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্রের আদেশের কথাকে আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম; এখন উহাকে কাল্পনিক বলিয়া ধরিতে হইতেছে।* নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কবিকর্ণপূর প্রতাপরুদ্রকে রঙ্গমঞ্চে কয়েকবার

---

* ডাঃ সুশীলকুমার দে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রদত্ত আমার মত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"One must, however, recognise the difficulty of this reference, for most historians are of opinion that Prataprudra was dead by 1540 A. D. This is one of the strong reasons which leads B. Majumdar to hold that the drama was composed before 1540, that is, even before the poem, which is dated 1542 A. D." (Vaisnava Faith and Movement, P. 34, Footnote 2). অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (Our Heritage IV-I 1956, পৃ. ১-১৯) এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে নাটকখানি পরিণত বয়সের রচনা।

নামাইয়াছেন। যে-সমস্ত সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় কোন রাজার আদেশে নাটক-রচনার কথা আছে, সেই রাজাকে ফের নাটকের মধ্যে নাটকীয় পাত্ররূপে অবতারণা করাইবার রীতি অন্য কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কবিকর্ণপূর প্রতাপরুদ্রের রাণীকেও রঙ্গমঞ্চে নামাইয়াছেন; রাজা জীবিত থাকিলে এরূপ হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের নারদ, কলি, অধর্ম্ম, বিরাগ, ভক্তিদেবী, প্রেমভক্তি প্রভৃতি পাত্র-পাত্রী যেমন কাল্পনিক, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত প্রতাপরুদ্রের আদেশও সেইরূপ কাল্পনিক বলিয়া ধরিতে হয়। বস্তুতঃ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রভুর তিরোভাবের সময়ই প্রতাপরুদ্রের বিরহভাব জাগিবার কথা, কিন্তু কর্ণপূর তখনও শিশু বা কিশোর—নাটক লিখিবার মতন বয়স তাঁহার হয় নাই। আমি নাটকের রচনাকাল সম্বন্ধে ডাঃ সুশীলকুমার দে-র মত মানিয়া লইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—"If Kavikarnapura does not strictly follow Murari's account in this work, and departs in many details from his earlier poem, it is perhaps due to his more mature and fuller knowledge and judgment, as well as to his desire to enlarge in the drama upon the later phase of Caitanya's life, as much as his immature poem was largely devoted (after Murari Gupta) to its earlier phase. (Vaisnava Faith and Movement, P. 34)." ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচনার কথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়—

> শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
> গৌরোহরিধরণিমণ্ডলে আবিরাসীৎ।
> তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা-
> গ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

কেহ কেহ এই শ্লোকের অর্থ ১৫০১ শকে অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা বলিয়া ধরেন। কিন্তু ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (৩৪ শ্লোকে) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোক উদ্ধৃত আছে, সুতরাং ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নাটক রচিত হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রোতাদের মনে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে ধারণা

জন্মাইবার আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায়। যেখানেই জনসাধারণের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন এমন কোন ঘটনা বলা হইয়াছে, সেখানেই তাহার পক্ষে অনুকূল যুক্তি দেখান হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম অঙ্কের সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের এবং কলি ও অধর্ম্মের কথোপকথন উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য এই নাটকে শ্রীচৈতন্যও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়া নিজের উক্তির সমর্থন করিতেছেন দেখা যায়*। নাটকে বর্ণিত রামানন্দ-সংবাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিভাবে উল্টাপাল্টা করিয়া লিখিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিচারের সময় আলোচনা করিব। পরবর্ত্তী বিচারে দেখাইব যে শ্রীচৈতন্যের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম স্থাপন ও প্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রাচীনতম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপূরের কতকগুলি উক্তির অবলোপসাধন করা প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিতে গেলে এই দুই জনের সম্পর্কিত ঘটনা বা ইঁহাদের গ্রন্থকে বাদ দেওয়া খুব কঠিন কাজ। সেইজন্য কোন কোন বৈষ্ণব এরূপ দুই-একটি কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহাতে ইঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার কিছু হ্রাস হয়। 'পুরীদাস' নাম এইরূপ একটি কাহিনী। অপর কাহিনী হইতেছে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-বর্ণিত পুরীদাসের 'কৃষ্ণ' না বলা।

> 'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বোলে বার বার।
> তভু কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার॥
> শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈলা।
> তভু সে বালক কৃষ্ণ নাম না কহিলা॥
> প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
> স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কহাইল॥
> ইহারে নারিল কৃষ্ণ নাম কহাইতে।
> শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি কহেন হাসিতে॥
> তুমি কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশ।
> মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশ॥

* প্রথম অঙ্কে প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।১২।২২, ৭।১০।৪৮, ৭।১৫।৭৫, ১০।৯।২১, পঞ্চম অঙ্কে ১১।২৩।৫৭, অষ্টম অঙ্কে ১১।২৯।৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোক দিয়া কথোপকথনের রীতি যে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।

মনে মনে জপে—মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥

—চৈ. চ., ৩।১৬।৬২-৬৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের একটি অনুমান জুড়িয়া দিয়া বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রচেষ্টার সঙ্গে কবিকর্ণপূরের আদিম শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে উচ্চস্থানের একরূপ সামঞ্জস্য-বিধান করিলেন।

আদিম শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে শিবানন্দ সেনের স্থান কিরূপ উচ্চ ছিল তাহা মুরারি গুপ্তের কড়চায়,[১] কবিকর্ণপূর-কৃত নাটকে,[২] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে,[৩] বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে,[৪] জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,[৫] ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে।[৬]

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রামাণ্য বিচার

শ্রীচৈতন্যলীলার ঐতিহবিচারের জন্য দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর হইতে গম্ভীরা-লীলা পর্য্যন্ত কালবিষয়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রমাণ বিশেষ মূল্যবান্। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে সাধারণতঃ আদৃত ও প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হয় এবং কবিকর্ণপূরের পরবর্ত্তী চৈতন্যচরিত-লেখকেরা ইহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে নিম্নলিখিত চৌদ্দটি শ্লোক নাটক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

(১) সার্ব্বভৌমের সহিত বিচার—নাটক, ৬।৬৭ ; চৈ. চ., ২।৬।১৩৩-এর পর

(২) স্বরূপ দামোদরের শ্রীচৈতন্য-স্তব—নাটক, ৮।১৪ ; চৈ. চ., ২।১০।১১৬র পর

১ মুরারি গুপ্তের কড়চা, ৪।১৭।৬

২ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮।৫৭, ৯।৯, ৯।৩১-৩২, ১০।১, ১০।৩, ১০।৬

৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ১৩।১২৭, ১৪।১০০-১০২, ২০।১৭

৪ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৩।৫।৪৪৫, ৩।৯।৪৯১, ৩।৯।৪৯৩

৫ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ১৪২

৬ চৈ. চ., ৩।১।১২-২৮, ৩।১০।১৩৯, ৩।১২।১১, ৩।১২।৪৪, ৩।১৬।৬০

(৩) প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলন—নাটক, ৮।২৭, ২৮, ৩৪ ; চৈ. চ., ২।১১।৬৮, ৩৭-এর পর

(৪) শিবানন্দের সহিত মিলন—নাটক, ৮।৫৭ ; চৈ. চ., ২।৯।১৩৬-এর পর

(৫) শ্রীরূপের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন—নাটক, ৯।৪৮, ৯।৪২, ৯।৪৩, চৈ. চ., ২।১৯।১০৯-এর পর

> শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
> রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

(৬) রূপ-সনাতনের প্রতি কৃপা—নাটক, ৯।৪৫-৪৬-৪৮ ; চৈ. চ., ২।২৪।২৫৯-এর পর

> নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
> সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥

(৭) রঘুনাথের মহিমা—নাটক, ১০।৩-৪ ; চৈ. চ, ৩।৬।২৫৯-এর পর

> এই প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর।
> রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর॥
> শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
> কর্ণপূর সেইরূপ শ্লোক বর্ণিল॥

যে কয়টি ঘটনা-উপলক্ষ্যে কবিরাজ-মহোদয় কবিকর্ণপূরের শ্লোক তুলিয়াছেন, সে কয়টি ঘটনাই শ্রীচৈতন্যলীলার অন্যতম প্রধান বিষয়। অথচ কবিরাজ গোস্বামী যখন স্বগ্রন্থবর্ণিত লীলার প্রমাণ-পঞ্জীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কবিকর্ণপূরের নাম করেন নাই ; যথা—১।৮।২৯-৪৫ ও ১।৮।৭৬ পয়ারে কেবলমাত্র বৃন্দাবনদাসের নাম ; ১।১৩।১৪ মুরারি গুপ্তের নাম ; ১।১৩।১৫ স্বরূপ-দামোদরের নাম ; ১।১৩।৪৪-৪৮ স্বরূপ-দামোদর, মুরারি ও বৃন্দাবন-দাসের নাম ; ১।১৭।৩২০ বৃন্দাবনদাসের নাম ; ২।২।৭৩ স্বরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর নাম ; ২।১৪।৭৮

> রঘুনাথদাসের সদা প্রভু-সঙ্গে স্থিতি।
> তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

কবিকর্ণপূরের নাটকের শ্লোক যে স্থানে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না, মাত্র সেই স্থানেই কবিরাজ গোস্বামী তাহার উদ্ধার করিয়াছেন, অন্যান্য

স্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া তাঁহার গ্রন্থের ভাবানুবাদ বা স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ এই অধ্যায়েই পরে দিতেছি। কবিরাজ গোস্বামীর পক্ষে কবিকর্ণপূরকে বৃন্দাবনদাস, স্বরূপ-দামোদর ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর সহিত প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করা কেন সম্ভবপর হয় নাই, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিচারে উল্লেখ করিব।

ভক্তিরত্নাকরে কবিকর্ণপূরের নাটকের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে কুলনগর-নিবাসী পুরুষোত্তম বা প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ বাঙ্গালা পদ্যে করেন। প্রেমদাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক জগন্নাথ-নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র এবং বাগনাপাড়ার রামাই ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, স্তবাবলী গ্রন্থচয়
রচিলেন কবিকর্ণপূর।
যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয়
অবৈষ্ণব ভাব হয় দূর॥
কর্ণপূর গুণ যত একমুখে কব কত
চৈতন্যের বরপুত্র যেঁহ।
উদ্ধবেরে দয়া করি জ্ঞানচক্ষু দান করি
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ॥ [১]

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় এই উদ্ধবদাসকে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাস নহেন এরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। [২] শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাসের একটি পদ উদ্ধার করিয়াছেন। [৩] আমার উদ্ধৃত পদের শেষ তিন চরণ দেখিলে মনে হয় ঐ পদের লেখক কবিকর্ণপূরের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

১ গৌরপদতরঙ্গিণী, ৬।৩ ৪৭

২ ঐ ২য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৭৪-৭৫

৩ ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৪১

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তবৃন্দের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম সংখ্যক শ্লোকে পাওয়া যায় যে শ্রীপরমানন্দদাস-নামক এক ব্যক্তি কতিপয় মহানুভব সাধু ব্যক্তির অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিলেন। গ্রন্থকার স্বরূপদামোদরাদির গ্রন্থ দেখিয়া, মথুরা, উড়িষ্যা ও গৌড়দেশের ভক্তদের মুখে শুনিয়া এবং স্ব-মনীষার দ্বারা বিচার করিয়া এই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ শ্লোক হইতে জানা যায় যে ইহা ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহাতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোক ধৃত হইয়াছে। আর মঙ্গলাচরণে "অলঙ্কার কৌস্তভের" মঙ্গলাচরণশ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। সেইজন্য অনুমান হয় কবির রচনার মধ্যে বোধ হয় ইহাই শেষ গ্রন্থ। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা কবিকর্ণপূরের রচনা নহে।[১]

তাঁহাদের আপত্তি এই যে (ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ গ্রন্থের নাম-উল্লেখ করেন নাই বা উহার কোন শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। (খ) গ্রন্থে ব্রজের ও তৎপূর্বলীলার পার্ষদগণের সহিত যে ভাবে শ্রীচৈতন্যলীলার পার্ষদগণের তত্ত্ব মিলান হইয়াছে তাহা ছয় গোস্বামীর অনুমোদিত নহে। (গ) যে হেতু ইহাতে শ্রীচৈতন্যকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে, সেই হেতু ইহা কবিকর্ণপূরের লেখা নহে।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূর-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের নাম উল্লেখ বা শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। আমি কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের বিচারে দেখাইয়াছি যে তৎসত্ত্বেও তিনি যে

১ রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ—"বৈষ্ণব সাহিত্য", কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনীর সম্পূর্ণ বিবরণ, পৃ. ১২॥০

শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী পত্রিকা, ৪০৭ চৈতন্যাব্দ

সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকা, ১৩৩২, তৃতীয় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, পৃ. ৬৮৪

মাসিক বসুমতী, ১৩৪২, পৌষ, পৃ. ৪৫৫

খুব সম্ভব ইঁহাদের আপত্তির মূল কারণ এই যে গণোদ্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম নাই। বৃন্দাবনদাস ও শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে খুব সম্ভব দর্শন করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের নাম ইহাতে আছে; অথচ গোবিন্দলীলামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম নাই। ইহাতে অনেকের মনে দুঃখ লাগিয়াছে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের লেখা বইয়ে অবশ্য ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের লেখা চরিতামৃতের উল্লেখ থাকিতে পারে না।

ঐ গ্রন্থ সযত্নে পড়িয়াছিলেন ও দুই-এক স্থানে ইহার ভাবানুবাদ করিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। কবিরাজ গোস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন নাই। সে জন্য কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও প্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতকে কেহ জাল বলে না।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই যে কবিকর্ণপূরের তত্ত্ববিচারের সঙ্গে গোস্বামিগণের তত্ত্ব ও ভাববিচারের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ স্বরূপ গোস্বামীর মত তুলিয়া কবিকর্ণপূর তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।[১] গৌড়মণ্ডলে এক প্রকার মতবাদ ও বৃন্দাবনমণ্ডলে অন্য প্রকার মতবাদ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্যই কবিকর্ণপূরের গণোদ্দেশের প্রতিধ্বনি পাঁচ গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আরও অনুমান হয়, এইজন্যই কবিরাজ গোস্বামী গণোদ্দেশের শ্লোক তুলেন নাই।

এইবার গৌরগণোদ্দেশদীপিকা যে কবিকর্ণপূরেরই লেখা তাহার কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। (ক) শিবানন্দ সেনের পুত্র ছাড়া অন্য কাহারও এত সাহস হইতে পারে না যে স্বরূপ দামোদরের মত তুলিয়া তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করেন।[১] (খ) আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীনাথকে গুরু বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। কবিকর্ণপূর-কৃত "আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূর" মঙ্গলাচরণেও শ্রীনাথ-নামক গুরুকে প্রণাম আছে। ৬৩ শ্লোকে আছে যে নিত্যানন্দের মহিমা বলিয়া

ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত।

১৪৫ শ্লোকে চৈতন্যদাস ও রামদাসকে 'মজ্জ্যেষ্ঠৌ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন—

চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর।
তিনপুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর॥—১।১০।৬০

১৭৬ শ্লোকে কবিকর্ণপূর নিজের পিতা ও মাতার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। ১৭২ শ্লোকে সারঙ্গ ঠকুরের তত্ত্ব নিরূপণে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিত্রা স ন মন্যতে।

শিবানন্দের পুত্র ব্যতিরেকে আর কেহ গ্রন্থ লিখিলে "আমার পিতার এই মত

১ গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১৪৭-১৫৩ শ্লোকে স্বরূপের মত খণ্ডন করা হইয়াছে।

নহে"—এরূপ লিখিতেন না। শিবানন্দ সেন যে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়গঠনে এক-জন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ পূর্ব্বে দিয়াছি এবং এই ১৭২ সংখ্যক শ্লোকটিই তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অকৃত্রিমতায় সন্দিহান ব্যক্তিদের তৃতীয় যুক্তি-সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাউক। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থ লিখিয়া কবিকর্ণপূরের নামে চালাইয়া দেন। এইরূপ সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না; কারণ প্রথমতঃ বলদেব বিদ্যাভূষণ ১৬৮৬ শকে বা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্তবাবলীর টীকা লেখেন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোহরদাস "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থে ঐ প্রকার গুরুপ্রণালী দিয়াছেন। তিনি আবার গোপাল গুরুর লেখা গুরুপ্রণালী উদ্ধার করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলদেব বিদ্যাভূষণের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি। বিশ্বনাথের নিজের দেওয়া তারিখ হইতে জানা যায় যে তিনি ১৬০১ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অর্থাৎ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে "শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃত," ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে "উজ্জ্বলনীলমণি"র "আনন্দচন্দ্রিকা" টীকা ও ১৬২৬ শকের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের টীকা সমাপ্ত করেন। প্রবাদ যে তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমের সহিত বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরে বিচার করিতে যান। এ ক্ষেত্রে যখন বিশ্বনাথের "গৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকায়" মাধ্ব-গুরুপ্রণালী পাওয়া যায় তখন উহা সর্ব্ব-প্রথমে বলদেব বিদ্যাভূষণ "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" জাল করিয়া চালাইলেন ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

দ্বিতীয়তঃ "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" যে কবিকর্ণপূরেরই রচনা তাহা বলদেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক দুইজন প্রসিদ্ধ লেখকের উক্তি হইতে জানা যায়। এই দুইজনের মধ্যে একজন হইতেছেন "ভক্তিরত্নাকর"-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী। তিনি ৭৭, ১৪২, ১৫০, ৭৩৭, ৮৩০, ১০১৬ ও ১০৩৭ পৃষ্ঠায় "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"র শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি ৩১১ পৃষ্ঠায় মাধ্ব-গুরুপ্রণালী লিখিবার সময় বলিয়াছেন—"তথাহি শ্রীকবিকর্ণপূর-কৃত-শ্রীমদ্গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়াম্"। অন্য লেখক হইতেছেন বাঙ্গালা ভক্তমালের লেখক লালদাস বা কৃষ্ণদাস। তিনিও উক্ত গুরুপ্রণালী কবি-কর্ণপূর-কৃত বলিয়াছেন (পৃ. ২৬-২৭)।

এই-সকল প্রমাণ-বলে আমি সিদ্ধান্ত করিতেছি যে এই গ্রন্থ শিবানন্দ

সেনের পুত্র কবিকর্ণপূরেরই রচনা। তিনি যে নিজের কল্পনাবলে গৌরভক্তদের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন তাহা নহে। শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে যে ভক্তকে কৃষ্ণলীলার যে ব্যক্তি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। অনেকে রামানন্দকে ললিতা বলেন, কিন্তু কর্ণপূর বলেন যে যেহেতু গৌরচন্দ্র রামানন্দের পিতা ভবানন্দকে পৃথাপতি বলিয়াছিলেন, সেই হেতু রামানন্দ অর্জ্জুন (গণোদ্দেশ, ১২২)।

শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও মত-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর

নাটকের ও মুরারির কড়চার তারিখ-সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত সকলে না মানিতে পারেন। কিন্তু কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের তারিখ (১৪৬৪ শক, মহাপ্রভুর তিরোভাবের নয় বৎসর পরে) ও উহার অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই মহাকাব্য হইতে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের প্রথম যুগের অভিব্যক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাকাব্য লিখিবার সময় স্থির হইয়া গিয়াছে যে শ্রীচৈতন্য "শ্রীমদ্ ব্রজবর-বধূ-প্রাণনাথ" (১।৮)। তাঁহার আবির্ভাবের যে কারণ স্বরূপ দামোদর নির্ণয় করিয়াছেন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুসরণ করিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ কবিকর্ণপূরে পাওয়া যায় না। "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা" কিরূপ প্রভৃতি বাঞ্ছাত্রয় পরিপূরণার্থ শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ কথার ইঙ্গিত কবিকর্ণ-পূরে নাই। বরং তিনি মহাকাব্যে বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য "ত্রিবিধ তাপতপনে" ক্লিষ্ট জীবের উদ্ধার-জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন (১৭।৭)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও প্রভুর অবতার-গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি নির্ব্বিশেষপর অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব সবিশেষং ব্রহ্মেতি তত্ত্বম, তস্যোপাসনং সনন্দনাদ্যুপগীতমবিগীতমবিকলঃ পুরুষার্থঃ। তস্য সাধনং নাম নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রধানম্, বিবিধভক্তিযোগমাবির্ভাবয়িতুং শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানাবিরাসীৎ" (১।৭)। আবার শ্রীচৈতন্য যে "হরিভক্তিযোগ" শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাও বলা হইয়াছে (নাটক, ১।২৮)।

শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা কিরূপে নিরূপিত হইল, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে জানা যায় (নাটক, ১।৩৩-৩৫)। আনন্দময় পুরুষই সকল লোককে আনন্দিত করিতে পারেন, যেমন ধনবান্ ব্যক্তিই অপরকে ঋণী করিতে পারে। শ্রীচৈতন্য "সকলজনচিত্তচমৎকারক" বলিয়া ইনি

ভগবান্। এরূপ গুণ ও ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিদ্যা, মাধুরী, স্নিগ্ধতা অন্য পুরুষেও ত বিদ্যমান থাকিতে পারে? তাহার উত্তরে কবি কলির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে গীতায় (১০।৪১) আছে, "যে যে বিভূতিযুক্ত বস্তুসমূহ শ্রীবিশিষ্ট হয় তুমি তৎসমুদয় আমার তেজ এবং অংশ হইতে এতদ্রূপে সমুৎপন্ন বলিয়া জানিবে।" শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-নিরূপণের এই যুক্তিমূলক প্রণালী (rationalistic theory) মুরারি গুপ্তের আবেশ-ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই যুক্তিমূলক বাদ পরবর্ত্তী শ্রীচৈতন্যলীলা ও তত্ত্বলেখকগণ স্বীকার করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের মত-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য হইতে জানা যায় যে তিনি মুক্তিকে চরম সাধ্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন না (১২।৯২)। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকেও অনুরূপ উক্তি করা হইয়াছে (১।১৮-১৯)। তথায় শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন, "মুক্তিশব্দোঽত্র পার্ষদস্বরূপপরঃ।" শ্রীজীব গোস্বামী যে তত্ত্বসন্দর্ভে "অবিদ্যাধ্যস্তমজ্জত্বাদিকং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ মুক্তিঃ" বলিয়াছেন (৫৭), তাহার মূল-ব্যাখ্যাতা যে শ্রীচৈতন্য তাহা পাওয়া গেল।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির বিচার করিয়াছেন (৩।১৯)। সেখানে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রীয় মার্গ ও অনুরাগের মার্গ পৃথক্। অনুরাগের পথ নিয়ম মানে না। "প্রেমভক্তি"র (নাট্যোক্ত পাত্রী) এই সিদ্ধান্তে "মৈত্রী" বলেন "অনিয়মিত পথে গমন করিলে গম্যস্থানে পৌঁছিতে অতি বিলম্ব হইতে পারে।" তাহার উত্তরে "প্রেমভক্তি" বলেন, "তাহার নিশ্চিয়তা নাই। যেমন জলপ্লাবনের সময় বন্যার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ না থাকিলেও নৌকারোহিগণ অতি সত্বর নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃ অতি কুটিল নদীর প্রবাহে পতিত হইলে নির্দ্দিষ্ট পথেও বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।"

বৈষ্ণব-সমাজে কবিকর্ণপূরের স্থান

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কবিকর্ণপূরের স্থান দেখিয়া আমি বড়ই বিস্ময় বোধ করি। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ (বিদগ্ধমাধব-রচনার কাল) হইতে ১৫৭৬ (শ্রীজীবের লঘুতোষণী রচনার কাল) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়দেশে বসিয়া কবিকর্ণপূর যে যে শ্রেণীর বই লিখিয়াছেন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবও সেই সেই শ্রেণীর বই লিখিয়াছেন। কবিকর্ণপূর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরূপ যেমন উজ্জ্বলনীলমণি লিখিয়াছেন, কবিকর্ণপূর তেমনি অলঙ্কারকৌস্তুভ

লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ কৃষ্ণলীলা লইয়া তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন, কবি-কর্ণপূর শ্রীগৌরাঙ্গলীলা লইয়া একখানি নাটক ও একখানি মহাকাব্য লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ও কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া শ্রীজীব গোপাল-চম্পূ লিখিয়াছেন, কবিকর্ণপূর আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের গ্রন্থাদি কবিকর্ণপূরের জীবনকালে গৌড়দেশে আসিবার কোন প্রমাণ পাই নাই, যদিও শ্রীনিবাস আচার্য্যের পূর্ব্বে তাহা আসা অসম্ভব নহে ; কিন্তু কবিকর্ণপূরের কোন কোন কবিতা শ্রীরূপের হাতে পৌছিয়াছিল, তাহা না হইলে তিনি "পদ্যাবলী"তে কবিকর্ণপূরের একটি কবিতা (৩০ সংখ্যক) উদ্ধৃত করিতে পারিতেন না।

দেখা যাইতেছে যে একই কালে বৃন্দাবনে ও গৌড়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ভাগবতের টীকায় দর্শন-শাস্ত্র লিখিত হইতেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায় ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্তবে আমরা ছয় গোস্বামীর নাম পাই। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা যে ছয় গোস্বামী নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র হইয়াও এবং অতগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও স্থান পাইলেন না ; অথচ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়া এবং রঘুনাথ ভট্ট কোন গ্রন্থ না লিখিয়াও স্থান পাইলেন !

কবিকর্ণপূর বৈদ্য ছিলেন বলিয়া যে স্থান পাইলেন না তাহা নহে, কেন না কায়স্থ রঘুনাথদাস ছয় গোস্বামীর এক গোস্বামী। ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান না পাওয়ার এক কারণ হয়তো তিনি বৃন্দাবনে বাস করেন নাই। অন্য কারণ হয়তো এই যে মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গকেই পরম-উপাস্য-রূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম-দৈবত-রূপে মানিলেও শ্রীচৈতন্য যে শুধু রাধাভাব আস্বাদনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিতেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে বৃন্দাবনে প্রবর্ত্তিত উপাসনা-অনুসারে শ্রীচৈতন্যের ভাবকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিতে হয়। আর শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার ও সম্ভবতঃ মুরারি গৌরমন্ত্র-দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত-রূপ গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। বৃন্দাবনে ও গৌড়দেশে উত্থিত দুই মতবাদে শ্রীচৈতন্যের স্থান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট গৌরাঙ্গ হইতেছেন

উপায়মাত্র (means to an end) আর গৌড়ে উত্থিত মতবাদে তিনি স্বয়ং উপেয় (end in itself)। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত-রত্ন মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেন যে বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী যে মতবাদ স্থাপন করিতেছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল নিখিল ভারতে প্রচার। শ্রীকৃষ্ণ সে সময়ে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছেন। তাঁহাকে পুরোভাগে রাখিলে শ্রীচৈতন্যের মতবাদ প্রচারের সুবিধা হয়। কিন্তু খাঁটী গৌড়বাসীরা নিখিল ভারতের অপেক্ষা না রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের উপাসনাই প্রবর্ত্তন করেন। এই মত যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে কবিকর্ণপূর কেন ছয় গোস্বামী বা সাত গোস্বামীর মধ্যে স্থান পায়েন নাই তাহার হেতু পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

বৃন্দাবনের পাঁচ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্য

১। রঘুনাথদাস গোস্বামী

রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, ছয় গোস্বামীর মধ্যে অন্য কেহ সেরূপ সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। ছয় গোস্বামীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি। তিনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র। তাঁহার জীবনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

রঘুনাথদাস গোস্বামি-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি হইতে যাহা জানা যায় তাহা নিম্নে আলোচনা করিতেছি। "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু"র ১১ সংখ্যক শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটি হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে মহাসম্পৎ ও কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন এবং বক্ষের গুঞ্জাহার ও প্রিয় গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের পাঠ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "মহাসম্পদ্দাবাদপি" আছে এবং তিনি ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন, "বিপুল সম্পত্তিকে দাবানল তুল্য" বলা হইয়াছে। কিন্তু ১৬৭৪ শক অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কারের টীকায় "মহাসম্পদ্দারাদপি" পাঠ দেখা যায়। উক্ত বিদ্যালঙ্কার "শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি-প্রিয়ানুচর-শ্রীযুতাচার্য্যঠক্কুরাশ্রয়-শ্রীযুত-মধুসূদন-প্রভুবর-চরণানুচর" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ যদ্বা মহাসম্পদ্ভিঃ সহিতো দার ইতি তৃতীয়া-সমাসঃ।" "গুরুদারে চ পুত্রেষু গুরুবদ্‌বৃত্তিমাচরেদিতি প্রয়োগাদেক-বচনান্তোঽপি দারশব্দঃ।" "দার" পাঠই ঠিক। ইহা হইতে জানা গেল যে বিবাহের পর রঘুনাথদাস গোস্বামী গৃহত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

> ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
> এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥—৩।৬।৩৮

মহাপ্রভু কায়স্থ রঘুনাথদাসকে নিজের পূজিত গোবর্দ্ধনশিলা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যে ভক্ত বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে স্মার্ত্তপথ অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করিতেন না, ইহাই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" কোন প্রাচীন মত উদ্ধার না করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে শালগ্রামশিলা পূজায় সকলেরই অধিকার আছে। শ্রীচৈতন্যের ব্যবহারই বোধ হয় এ বিধির প্রমাণ যোগাইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে "হরিভক্তিবিলাসের" এই উদার মত বৈষ্ণব-সমাজের আচারে গৃহীত হয় নাই।

রঘুনাথদাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক ন্যস্ত হইয়াও এবং বহুদিন তাঁহার সংসর্গে থাকিয়াও নিম্নলিখিত শ্লোক কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না।—

যদ্যত্নতঃ শমদমাত্মবিবেকযোগৈ-
রধ্যাত্ম-লগ্নমবিকারমভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুধং সদয়াবলোক-
মাসাদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্॥

—অভীষ্টসূচনম্, ২য় শ্লোক

"শ্রীরূপের যত্নে আমার যে মন শম, দম, বিবেক এবং যোগ-দ্বারা বিকারশূন্য হইয়া ভগবত্তত্ত্বে সংলগ্ন হইয়াছিল, সেই মন শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপা-দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে হরিচরিত্রসমূহে মত্ত হইতেছে।" শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে জানা যায় যে রঘুনাথদাস গোস্বামী নীলাচলেও "স্বরূপানুগ" ছিলেন ও "বৈরাগ্যস্য" নিধি" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ঐ নাটকে ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে রঘুনাথের দীক্ষাগুরু ছিলেন যতুনন্দন আচার্য্য। রঘুনাথ "মনঃশিক্ষার" ১১, "স্বনিয়মদশকের" ১০ ও "শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুম-কেলির" ৪৪ শ্লোকে শ্রীরূপকে শিক্ষাগুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকর্ণপূর "গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়" স্বরূপ গোস্বামীকে বিশাখা বলিয়াছেন (১৬০)। রঘুনাথ ১৩৪টি শ্লোকে "বিশাখানন্দ-স্তোত্র" লিখিয়াছেন। ঐ বর্ণনা পড়িলে স্থানে স্থানে মনে হয় বুঝি বা স্বরূপই এ স্থানে লক্ষিত হইতেছেন। কিন্তু স্তোত্র-শেষে আছে—

শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলীমাত্রৈক সেবিনা।
কেনচিদ্ গ্রথিতা পদ্যৈ র্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ॥

"শ্রীমৎরূপের পাদপদ্মধূলিমাত্রের সেবনকারী কোন ব্যক্তি পদ্য-দ্বারা এই মালা গ্রন্থন করিলেন, তদাশ্রয় ব্যক্তিগণ ইহা আঘ্রাণ করুন।"[১] রঘুনাথ অন্যত্র স্বরূপকে সুবলের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[২] তাঁহার "অভীষ্টসূচনের" শেষ শ্লোকে "মাং পুনরহো শ্রীমান্ স্বরূপোঽবতু" আছে; এ স্থানে স্বরূপ দামোদরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়; কিন্তু প্রাচীন টীকাকার বিদ্যালঙ্কার বলেন, অহো হে ব্রজবাসিনঃ স শ্রীমান্ রূপো মাং পুনরবতু রক্ষতু।"

রঘুনাথদাস গোস্বামী দীর্ঘকাল স্বরূপ দামোদরের সঙ্গ পাইয়াও শ্রীরূপের প্রতি কিরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা "প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকে" প্রকাশিত হইয়াছে—

অপূর্ব্বপ্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিধ্যদতুলম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাববলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥

—প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশক, ১০-১১

বিদ্যালঙ্কারের টীকা-অনুসারে অনুবাদ এইরূপ—"(শ্রীরূপ) অপূর্ব্ব প্রেমসমুদ্রের পরিমলজলের ফেনসমূহ-দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে যে প্রকার সিক্ত করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই; সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলগ্রস্ত হওয়ায় আশ্রয়শূন্য হইয়াছি: অতএব পূর্ব্বকৃপাসিক্ত মদ্বিধজন এখন উক্ত শ্রীরূপ ব্যতিরেকে আর কাহাকে আশ্রয় করিবে? এখন মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীকুণ্ড ব্যাঘ্রের বদনের ন্যায় বোধ হইতেছে।" শ্রীরূপের বিরহেই এরূপ শোক করা সম্ভব।

"ব্রজবিলাসস্তবের" দ্বিতীয় শ্লোক হইতে রঘুনাথদাস গোস্বামীর বার্দ্ধক্যদশার চিত্র পাওয়া যায়—

দগ্ধং বার্দ্ধক্যবন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরাধ্যাহিনা।
বিদ্ধং মামতিপারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদিসিংহৈর্বৃতম্॥

---

১ তদাশ্রয়ৈঃ শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজাশ্রয়ৈঃ ইতি টীকা

২ গৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু, ১০

"আমি বার্দ্ধক্যরূপ দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি ও ভয়ানক অন্ধতারূপ কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে, এবং পরাধীনতারূপ শাণিত শরে ও ক্রোধদিরূপ সিংহসমূহে আবৃত হইয়াছি।"

দাস গোস্বামি-কর্ত্তৃক রচিত "দানকেলিচিন্তামণি" নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যের পুঁথি আমি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে পাইয়াছি। পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা ৩৯৬। এই গ্রন্থের আর এক খণ্ড বৃন্দাবনের রাধারমণমন্দিরে মদনমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আছে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমান নাম হরিদাস বাবাজী) মহাশয় এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ও মূলসহ তাহা প্রকাশ করিতেছেন। বরাহনগরের পুঁথির শেষে লিখিত আছে—"সম্বৎ ১৭৫৩, ১৬১৮ শাকে শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জস্থ শ্রীবৃন্দাবনদাস লিপ্যাদর্শং দৃষ্ট্বা এবঞ্চ ১৯১৪ সম্বতি শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস লিপ্যাদর্শং দর্শঞ্চ লিখিতং শ্রীআনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণেন নিধুবনান্তিকে ১৭৮৮ শাকে।"

ভক্তিরত্নাকরে এই গ্রন্থের নাম "দানচরিত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

> রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
> স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়॥
> শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর।
> যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥ ৫৯ পৃ.

"মুক্তাচরিতের" সহিত মিলাইতে যাইয়া "দানকেলিচিন্তামণি"কে "দানচরিত" বলা অসম্ভব নহে।

"দানকেলিচিন্তামণি"র মঙ্গলাচরণে বা অন্তে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম বা নমস্ক্রিয়াসূচক কোন শ্লোক নাই। শ্রীরূপ গোস্বামীর "দানকেলিকৌমুদী", "পদ্যাবলী", "হংসদূত"ও "উদ্ধবদূতে"ও ঐ প্রকার নমস্ক্রিয়া নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া আছে কি না দেখিয়া গ্রন্থরচনার কাল শ্রীচৈতন্যের সহিত গ্রন্থকারের সাক্ষাতের পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিলে অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে হয়। "দানকেলিকৌমুদী" বৃন্দাবনের আবহাওয়ায় রচিত এবং শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইবার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে বাস করেন নাই। "পদ্যাবলী"তে শ্রীচৈতন্যের রচিত শ্লোক "ভগবতঃ" বলিয়া উল্লেখ আছে; উহাতে কবিকর্ণপূরের ও রঘুনাথদাসের শ্লোকও ধৃত হইয়াছে। সেই জন্য "পদ্যাবলী"তে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া না থাকিলেও উহা শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইবার পরে শ্রীরূপ

গোস্বামী রচনা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নমস্ক্রিয়ার দ্বারা শ্রীচৈতন্যের প্রণামও করা হয়। রঘুনাথদাসের "দানকেলিচিন্তামণি"তে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া না থাকিলেও ইহা দাস-গোস্বামীর বৃদ্ধ বয়সের রচনা। পূর্ব্বে "ব্রজবিলাস" স্তব হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে ইনি বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্ধতা ও বার্দ্ধক্য ইঁহার হৃদয়ের কাব্যরসকে শুষ্ক করিতে পারে নাই। ইনি যে অন্ধ অবস্থাতেই "দানকেলিচিন্তামণি" রচনা করেন, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থের ২ ও ১৭২ সংখ্যক শ্লোক হইতে পাওয়া যায়—

উদ্দাম-নর্ম্মরসরঙ্গতরঙ্গকান্ত-
রাধাসরিদ্গিরিধরার্ণব-সঙ্গমোক্ষম্।
শ্রীরূপচারুচরণাব্জরজঃপ্রভাবা-
দন্ধোঽপি দানকেলিমণিং চিনোমি॥ ২

দধ্যাদিদাননবকেলি-রসাব্ধিমধ্যে
মগ্নং নবীনযুবরত্নযুগং ব্রজস্য।
নর্ম্মাণি হৃদ্যমুদিতদ্যুতি-গৌরনীল-
মন্ধোঽপি লুব্ধ ইহ লোকিতুমুৎসুকোঽস্মি॥ ১৭২

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন। পানিহাটী গ্রামে তিনি নিতাইয়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ. চ., ৩।৬।৪১-৪২)। রঘুনাথ নিত্যানন্দ-গণকে দধিচিড়ার মহোৎসব দিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের নিকট প্রার্থনা করেন—

মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥—চৈ. চ., ৩।৬।১৩২

নিত্যানন্দ স্ব-গণ-সহ রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীর স্তবাবলীর বিভিন্ন স্তবে কোথাও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ না দেখিয়া বড়ই বিস্ময় বোধ করিতেছি। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যাষ্টকে ঈশ্বরপুরীর, গোবিন্দের ও স্বরূপের নাম করিয়াছেন। গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুতে কাশী মিশ্রের, স্বরূপের, গোবিন্দের ও ঈশ্বরপুরীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্দাসগোস্বামী "মনঃশিক্ষায়"—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে

মনের অনুরাগ প্রার্থনা করিয়াছেন। "স্বনিয়মদশকে"

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচী-গর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে

অনুরাগ যাচ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচৈতন্য-স্তব পড়িয়া মনে হয় নীলাচলের শ্রীচৈতন্যেই তাঁহার অনুরাগ—নবদ্বীপের গৌরাঙ্গে নহে। মুরারি, শিবানন্দ, কবিকর্ণপুর, নরহরি, বাসু ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গকেই উপাসনা ও আস্বাদন করিয়াছেন। নরহরি সরকার ঠাকুর যেমন চরম নবদ্বীপ-লীলাবাদী, রঘুনাথদাস গোস্বামী তেমনি চরম বৃন্দাবনলীলাবাদী। দাস গোস্বামী "স্বনিয়মদশকে" বলিয়াছেন—

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু-সনাথোঽপি সুজনা-
দ্রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্‌গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্॥

অর্থাৎ "সদ্বৈষ্ণবের মুখক্ষরিত রস সপ্রেম-আস্বাদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও অন্য স্থানে ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু এই ব্রজভূমিতে গ্রাম্যজনের সহিত গ্রাম্যালাপ করিতে করিতে জন্মে জন্মে বাস করিব।"

রঘুনাথদাস গোস্বামীর কৃপায় আমরা শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলার শেষ কয় বৎসরের অতি উজ্জ্বল ও মনোহর বর্ণনা পাইয়াছি। মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও লোচন এ লীলার মধুররস বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলতঃ দাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টক ও শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু অবলম্বন করিয়া অন্ত্যলীলার চতুর্দ্দশ হইতে উনবিংশ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন।[১]

গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর চতুর্থ শ্লোকে আছে একদিন কাশী মিশ্রের গৃহে

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর চতুর্থ শ্লোক ৩।১৪।৬৮-র পর, অষ্টম শ্লোক ৩।১৪।১১৩-র পর, সপ্তম শ্লোক ৩।১৬।৮০-র পর, পঞ্চম শ্লোক ৩।১৭।৬৭-র পর, ষষ্ঠ শ্লোক ৩।১৯।৭১-র পর এবং একাদশ শ্লোক ৩।৬।৩১৯-র পর উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পাঁচটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও উনবিংশ পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছে।

ব্রজপতি-সুতের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধি-সকল শ্লথ হওয়ায় যাঁহার হস্ত ও পদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং সেই অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদ্‌গদ বাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।[১] "শ্লথশ্রী-সন্ধিত্বাদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ ;" সন্ধি শ্লথ হওয়ায় হস্তপদের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছিল ; কিন্তু কতটা বাড়িয়াছিল তাহা দাস গোস্বামী বলেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী ঐ পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

প্রভুর (?) পড়ি আছে দীর্ঘ—হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্তপদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্ম মাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥

—চৈ. চ., ৩।১৪।৬০-৬৩

এ স্থানে যেমন দাস গোস্বামীর "অধিকদৈর্ঘ্যং" পদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কবিরাজ গোস্বামী করিয়াছেন, তেমনি দাস গোস্বামীর "গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর" পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যায় কয়েকটি শব্দ অনুবাদ না করিয়া সংক্ষেপে লীলা-বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকে আছে—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু-বিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি

অর্থাৎ "যিনি বহির্গমনের তিনটি দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণ-মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, এবং

১ বিদ্যালঙ্কার-কৃত টীকা—"মদয়তি হর্ষয়তি, চক্ষুষোরগোচরত্বাং গ্রপয়তীতি বেতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ।" রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন "মদয়তি—উন্মত্ত করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের গুরু বিরহে দেহের সঙ্কোচ হওয়ায় যিনি কূর্ম্মের আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ শ্লোকের ব্যাখা করিতেছেন—

তিন দ্বার কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥
সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন ॥
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খোলিয়া ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ।
দীয়টী জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥
পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥

—চৈ. চ., ৩।১৭।১০-১৫

কবিরাজ গোস্বামী এতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াও "মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ" (অতি উচ্চ তিনটি প্রাচীর লাফাইয়া) কথা কয়টির অনুবাদ কেন করিলেন না জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। উক্ত শ্লোক অবলম্বন করিয়াই যে তিনি লীলাটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন—

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥

—চৈ. চ., ৩।১৭।৬৭

"অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়ম্" কথা কয়টি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের (অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের) ব্যাখ্যায়ও উহা লাগাইয়াছেন।

প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥

চিন্তিত হই সভে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সভে দীয়টী জালিয়া॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্য গোসাঞি॥

—৩।১৪।৫৬-৫৮

তৎপরে কবিরাজ গোস্বামীর ব্যাখ্যা আমরা চতুর্থ শ্লোক-প্রসঙ্গে (৩।১৪।৬০-৬৩ পয়ার) পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামীর "অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়ম্"-প্রীতির ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, যে লীলা (দৈর্ঘ্য অধিক হওয়ার) রঘুনাথদাস গোস্বামী "কচিন্মিশ্রাবাসে" ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামী "সিংহদ্বারের উত্তর" দিশায় ঘটাইয়াছেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীর চতুর্থ শ্লোক-বর্ণিত লীলা-অবলম্বনেই যে কবিরাজ গোস্বামী ৩।১৪।৫৬-৫৮ পয়ার লিখিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (চৈ. চ., ৩।১৪।৬৮)। সুতরাং এ কথা বলা চলিবে না যে শ্রীচৈতন্যের দেহ এক দিন রঘুনাথদাস-বর্ণিত মিশ্রাবাসে, অন্য দিন কবিরাজ গোস্বামি-বর্ণিত "সিংহদ্বারের উত্তর দিশায়" দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে প্রভু কৌপীন ও তদুপরি অরুণ বর্ণের বহির্বস্ত্র পরিধান করিতেন। তিনি সহর্ষে মধুর নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। প্রত্যহ নিয়ম করিয়া অর্থাৎ এত সংখ্যা নাম জপ করিব সংকল্প করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে তিনি উপদেশ দিতেন—

হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ॥—চতুর্থ শ্লোক

গরুড়স্তম্ভের নিকটে থাকিয়া যখন তিনি নীলাচলপতিকে দর্শন করিতেন তখন নয়নজলে তাঁহার সুদীর্ঘ উজ্জ্বল তনু ভাসিয়া যাইত—

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত নিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি গরুড়স্তম্ভচরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ?

—ষষ্ঠ শ্লোক

নদীতীরের কুসুমকুঞ্জে গোকুলবিধুর বিরহবিধুর হওয়ায় তাঁহার নয়নজলধারায় যেন অন্য এক নদীর সৃষ্টি হইত। তিনি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেন (অষ্টম শ্লোক)।

শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুতে শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্যের কিভাবে বিবর্ণতা, স্তম্ভভাব, অস্ফুটবচন, কম্প, অশ্রু, পুলক, হাস্য, ঘর্ম্ম ও নৃত্য প্রকাশ পাইত তাহার বর্ণনা আছে।

অলঙ্কৃত্যাত্মানং নববিবিধ-রত্নৈরিব বল
দ্বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রুপুলকৈঃ।
হসন্ স্বিদ্যন্ নৃত্যন্ শিতিগিরিপতেনির্ভরমুদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

নরহরি সরকার ঠাকুর যেমন লিখিয়াছেন—'খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে" (পদক, ১৬৪৩), তেমনি দাস গোস্বামী প্রভুর শুধু মুখঘর্ষণ নহে, ক্ষত ও রক্তপাত পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশ গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপান্নুন্মাদবৎ সততমতি কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥---ষষ্ঠ শ্লোক

প্রভুর মুখে ক্ষত হইবে, তাহা হইতে রক্ত পড়িবে ইহা কবিরাজ গোস্বামী সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই ঐ শ্লোক অন্ত্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিলেও, লিখিয়াছেন যে প্রভুর সেবক শঙ্কর সর্ব্বদা প্রভুকে পাহারা দেন এবং

তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্তো মুখাব্জ ঘসিতে॥—চৈ. চ., ৩।১৯

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর নবম ও দশম শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। নবম শ্লোকে স্বরূপ ও অন্যান্য ভক্তের সহিত প্রভুর দোলাখেলার কথা আছে। দশম শ্লোকে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন সুবলকে স্নেহ করিতেন প্রভু তেমনি স্বরূপকে ভালবাসিতেন এবং পরমানন্দপুরীকে গুরুবুদ্ধি করিতেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গৌরীদাসকে সুবল ও স্বরূপকে বিশাখা বলা হইয়াছে।

এখন রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যতত্ত্বকে কিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন

তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। শ্রীচৈতন্যাষ্টকের প্রথম শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন, "যে হরি দর্পণগত আপনার নিরুপম শরীর দর্শন করিয়া প্রেয়সী সখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় আত্মমাধুর্য্যকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে অনুভব করিবার জন্য গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তি-দ্বারা স্বয়ং নিজ শরীরের সুন্দর গৌরবর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথ প্রাপ্ত হইবেন?" শ্লোকটিতে স্বরূপ দামোদরের তিনটি বাঞ্ছার কথা স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। "মহাপ্রভু শ্রুতিসমূহে গূঢ়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তিনিপুণ মুনিগণ-কর্তৃক অজ্ঞাত ভক্তি-লতা—যাহার ফল প্রেমোজ্জ্বল রস—তাহা কৃপা করিয়া গৌড়ে বিস্তার করিয়াছেন।"[১] গৌড়দেশ-জাত রঘুনাথদাস গোস্বামীর বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে প্রভু গৌড়ীয়দিগকে নিজত্বে অর্থাৎ আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়াছেন।"[২]

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী "মুক্তাচরিত্রের" মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নিম্ন-লিখিতভাবে ব্যাখ্যা কলিয়াছেন—

নিজামুজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ
উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে।[৩]

অর্থাৎ যিনি এই সংসারে নিজের উজ্জ্বল ভক্তিসুধা সমর্পণ করিবার অভিলাষে শ্রীশচীর গর্ভরূপ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। "নিজাম্ উজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধাং"—নিজাম্ শব্দে তাঁহার নিজের প্রতি ভক্তি নিজেই প্রচার করিতে আসিয়াছেন, ইহা বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-ধৃত সার্ব্বভৌম-কৃত স্তবেও "নিজভক্তি যোগ" শিক্ষা দিবার জন্য পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে বলা হইয়াছে (নাটক, ৬।৭৪)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মুক্তাচরিত্রের চতুর্থ শ্লোকে দাস গোস্বামী নিজের গুরুকে (যদুনন্দন আচার্য্যকে) প্রণাম-উপলক্ষে বলিয়াছেন,

১ রঘুনাথদাস-কৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক

২ ঐ পঞ্চম শ্লোক

৩ মুক্তাচরিত্র, তৃতীয় শ্লোক

"যাহার সুবিখ্যাত কৃপায় নাম-শ্রেষ্ঠ হরিনাম শচীপুত্র, স্বরূপ, রূপ, সনাতন, মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গিরিবর গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধামাধবের আশা পাইয়াছি সেই গুরুদেবকে প্রণাম।" গ্রন্থশেষে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, "শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।" শ্রীরূপের শিক্ষাতে ও "মদেক-জীবিতভন্তু" শ্রীজীবের আদেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন এবং "শ্রীমদ্রূপগণ" শ্রীরূপের অনুগত ভক্তগণ উহা আস্বাদন করুন, এই কথাও বলিয়াছেন। "মুক্তাচরিত্রে", "দানকেলিচিন্তামণিতে" ও "স্তবাবলীতে" নিত্যানন্দ প্রভুর কোন উল্লেখ পাইলাম না, এবং নিত্যানন্দের পরম ভক্ত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থে রঘুনাথদাসের নাম পাইলাম না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে যে যখন নিত্যানন্দ পাণিহাটীতে রাঘবের মন্দিরে আসেন তখন—

"রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে" (৩।৫।৪৪৯), "রঘুনাথ বেজওঝা ভক্তিরসময়" ও "রঘুনাথ বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি" (পৃ. ৪৫৪), ৩।৬।৪৭৪ পৃষ্ঠায় শেষোক্ত পদ, এবং ৩।৯।৪৯৩ পৃষ্ঠায় রঘুনাথ বৈদ্যের নাম আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

> রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়,
> যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥—১।১১।১৯

সুতরাং রঘুনাথদাসকে বৃন্দাবনদাস ভুলক্রমে রঘুনাথ বৈদ্য বলেন নাই, তিনি ইচ্ছা করিয়াই রঘুনাথদাসের নাম বাদ দিয়াছেন।

২। সনাতন গোস্বামী

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে কবিকর্ণপূর "গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্য" বলিয়া গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় করিয়াছেন (১৮২)। সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের কোন লীলা বর্ণনা করিয়া কোন গ্রন্থ, এমন কি অষ্টকাদিও লেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদিতে শ্রীচৈতন্যের লীলা ও তত্ত্ব-বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেই-সব তথ্যের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে, প্রথমে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীতে তাঁহার স্থান-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

মুরারি গুপ্ত রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সহিত সানুজ সনাতনের প্রথম মিলন বর্ণনা করিয়াছেন (৩।১৮)। ঐ বর্ণনা-পাঠে মনে হয় যে সনাতন শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইবার পূর্ব্বেই সাধনরাজ্যের উচ্চ স্তরে অধিরূঢ় হইয়া-

ছিলেন। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসিয়াছেন শুনিয়াই সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-সহকারে শ্রীচৈতন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই বৃন্দাবনের লোক। আমি তোমার সাথে মথুরা যাইতে ইচ্ছা করি। তুমি বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ প্রকট করিবে" (৩।১৮।৪-৬)। সনাতন তাঁহাকে বলিলেন, "নির্জ্জন বৃন্দাবনে জনসংঘট্টের সহিত যাইয়া কি হইবে?" তিনি প্রার্থনা করিলেন যে শ্রীচৈতন্য কৃপারূপ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহার সংসারশৃঙ্খল ছিন্ন করুন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "কৃষ্ণ তোমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন।" সনাতনের কথা শুনিয়াই শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়া গৌড়দেশ-ভ্রমণান্তে নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন (৩।১৮।১১)।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে রামকেলিতে সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন বর্ণনা করেন নাই। কাশীতে সনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা তিনি নাটকে লিখিয়াছেন (৯।৪৬)। তিনি সনাতনকে "গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৯।৪৫) ও লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য অবধূতাকৃতি সনাতনকে দেখিয়াই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করেন; তৎপরে তিনি বারাণসীতে আসেন ও সনাতনের সহিত মিলিতে হয়েন। কিন্তু বারাণসীর ঘটনা বলিবার সময় বার্ত্তাহারী প্রতাপরুদ্রকে বলিতেছে—

> কালেন বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা
> লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
> কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব-
> স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥—৯।৪৮

অর্থাৎ কালক্রমে বৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা বিলুপ্ত হইলে, শ্রীচৈতন্য পুনরায় তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে রূপ ও সনাতনকে তথায় কৃপামৃত দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। শ্লোকের চতুর্থ চরণের "তত্রৈব" শব্দের অর্থ কি? নাটকের বর্ণনার ক্রম দেখিয়া মনে হয়, "তত্রৈব" মানে বারাণসীতে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে সংস্করণ বাহির করেন, তাহার সংস্কৃত টীকায় "তত্রৈব

বৃন্দাবন এব” ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় “তত্রৈব প্রয়াগে কাশীপুর্য্যাঞ্চ যদ্বা বৃন্দাবনে” বলিয়া পাঠককে বড়ই মুস্কিলে ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে প্রয়াগে শ্রীরূপের ও অনুপমের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপকে উপদেশ দিবার পর শ্রীচৈতন্য যখন কাশীতে যাইবার জন্য বাহির হইলেন, তখন শ্রীরূপ তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন (চৈ. চ., ২।১৯।১৯৫-২০১)। কাশীতে যখন সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল তখন শ্রীরূপ সেখানে ছিলেন না। সুতরাং এক স্থানে দুই ভাইকে কৃপা করা সম্ভব হয় না। রূপ-সনাতনের সম্বন্ধে কোন ঘটনা-বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিত কবিকর্ণপূরের বিরোধ থাকিলে, কবিরাজ গোস্বামীর কথাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করিতে হইবে, কেন-না কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূরের সঙ্গে শ্রীরূপের ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যায় না। সুতরাং নাটকের “তত্রৈব” শব্দে এক সঙ্গে শ্রীচৈতন্য রূপ-সনাতনকে কৃপা করিয়াছেন, বলা ভুল।

কবিকর্ণপূর রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে আর একটি ভুল সংবাদ তাঁহার মহাকাব্যে দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে সনাতন, অনুপম, রূপ— এই তিন ভাই একত্র শ্রীচৈতন্যকে নীলাচলে দর্শন করিয়াছিলেন ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মস্তুতি-দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন (মহাকাব্য, ১৭।৯-২৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিতেছেন।

> এই মত দুই ভাই গৌড় দেশে আইলা।
> গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা ॥—চৈ. চ., ৩।১।৩২

শ্রীরূপ একা নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণে উপস্থিত হইলেন।

> সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
> রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥
> আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।
> অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥
> প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
> অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥
> —চৈ. চ., ৩।১।৪৫-৪৭

শ্রীরূপ দোলযাত্রা পর্য্যন্ত অর্থাৎ দশ মাস পুরীতে থাকিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন (চৈ. চ., ৩।৪।২৫, ৩।১।১৬০)।

নীলাচল হইতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥—৩।৪।২

প্রভু কহে ইঁহা রূপ ছিলা দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা দিনদশ॥ ৩।৪।২৫

এ ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রদত্ত বিবরণ কবিকর্ণপূরের বর্ণিত বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়। এই দুই ঘটনা-সম্বন্ধেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের নাটকের ৮।১৫, ৯।৪৬, ৯।৪৮ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

নিজ গ্রন্থে কবিকর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছি লিখিয়া॥—২।২৪।২৫৯

৯।৪৮ শ্লোক পুনরায় ২।১৯।১০৯-এর পর উদ্ধার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

কবিকর্ণপূর নাটকে দুইটি শ্লোকে সনাতনের প্রতি কৃপা ও একটি শ্লোকে রূপের প্রতি কৃপা বর্ণনা করিয়াছেন। দুইটি বা একটি শ্লোককে "বিস্তার করিয়া" ও "লিখিয়াছিলেন প্রচুর" বলা কতদূর সঙ্গত সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূর-বর্ণিত ঘটনাকে স্বীকার করেন নাই, তথাচ নিজের বর্ণিত ঘটনার বিপরীত ঘটনামূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। হয়ত পূর্ব্বাচার্য্যকে প্রতিবাদ না করাই বৈষ্ণবীয় রীতি অথবা এই ঘটনাকে বৈষ্ণব লেখকগণ বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই—তাই সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ও একাদশ অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে "জয়. রূপ-সনাতন-প্রিয়-মহাশয়" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু রূপসনাতন-সম্বন্ধে তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা কবিকর্ণপূরের প্রদত্ত তথ্যের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তিনি অন্ত্যখণ্ডের

নবম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে নীলাচলে রূপ-সনাতন একই সময়ে অবস্থান করিতেছিলেন (চৈ. ভা, পৃ. ৪৯৩)। অদ্বৈতের নিকট ইঁহাদের পরিচয় দিবার সময় শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন—

রাজ্যসুখ ছাড়ি কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দুইরে॥—চৈ. ভা., পৃ. ৫০৮

পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দেখাইয়াছি যে রূপ নীলাচল হইতে চলিয়া যাইবার দশ দিন পরে সনাতন তথায় আগমন করেন এবং নীলাচলে আসার পূর্ব্বে দুই ভাইয়ের মথুরায় সাক্ষাৎ হয় নাই ; যথা—

সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল॥—চৈ. চ., ৩।১।৪৫

জয়ানন্দ রূপ-সনাতনের কথা অতি অল্পই জানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতূহলে।
দবির খাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে॥
দবির খাসে ঘুচাইলা সংসার বন্ধন।
দুই ভাইর নাম হইল রূপ সনাতন॥—জয়ানন্দ, পৃ. ১৪৯

বৃন্দাবনদাসের মতে রূপের উপাধি বা পদ ছিল দবিরখাস অর্থাৎ খাস মুন্সী (private secretary) ; জয়ানন্দ ফার্সী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, তাই দবিরখাস উপাধিকে 'দবির' ও 'খাস' এই দুই পদে বিভক্ত করিয়া তাহা রূপ ও সনাতনের নাম ভাবিয়াছেন।

লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে রূপ-সনাতনকে বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে কোথাও তাঁহাদের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। "শেষখণ্ডে" শ্রীচৈতন্যের গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে অদর্শন হওয়া বর্ণনা করার পর তিনি লিখিয়াছেন—

কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥—লোচন, পৃ. ১১৭

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় সনাতন নীলাচলে ছিলেন, এ কথা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। লোচন এ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়মণ্ডলে রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনীসমূহে রূপ-সনাতনের কথা বিশেষ কিছু নাই ; অথচ সকল গ্রন্থেই তাঁহাদিগের নাম সসম্মান উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬-৩৬, ৫৩-৭৫, ১৬৫-২১০, ২২৭-২৩১ ও উনবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যখণ্ডের প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রধানতঃ এই বিবরণ অবলম্বন করিয়া রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "Chaitanya and his Companions" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ের একটি উক্তি সংশোধিত করিয়া পাঠ করা প্রয়োজন। ডক্টর সেন লিখিয়াছেন, "Rupa met Chaitanya at Benares where the latter took pains to instruct him in the cardinal points of the Vaisnava religion."[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়াছিলেন ; যথা—

এই মত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥

ডক্টর সুশীলকুমার দে "পদ্যাবলীর" যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে কাশীতে রূপ, অনুপম ও শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎ হয়।[২] এ উক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত ঘটনার বিরুদ্ধ। বোধ হয় ডক্টর দে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পূর্ব্বোল্লিখিত "তত্রৈব" শব্দ অনুসরণ করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন।

উক্ত ভূমিকায় ডক্টর দে বলিয়াছেন, "No doubt, Chaitanya is represented as commissioning Sanatana and Rupa to prepare these learned texts as the doctrinal foundations of the faith and suggesting to them elaborate outlines and schemes; but these outlines and schemes are so suspiciously faithful

১ Dr. D. C. Sen, Chaitanya and his Companions, পৃ. ১৮

২ Dr. S. K. De, Padyavali, Introduction, p. xlvii

to the actual and much later products of the Gosvamins themselves that this fact takes away whatever truth there might have been in the representation. ......But to hold Chaitanya responsible for every fine point of dogma and doctrine elaborated by Sanatana and Rupa and Jiva would indicate an undoubtedly pious but entirely unhistorical imagination.[১] তাঁহার এই উক্তি অযৌক্তিক মনে হয় না।

রূপ-সনাতনের জাতি

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ-সনাতনের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু! কহিতে বাসি লাজ॥
—চৈ. চ., ২।১।১৭৯

ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥"—চৈ. চ., ২।১।১৮৬

সনাতন কহে—"নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার॥"

এই-সব উক্তি দেখিয়া, বিশেষতঃ "নীচ জাতি" ও "নীচ বংশ" শব্দ দেখিয়া কোন কোন গবেষক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রূপ-সনাতন অথবা তাঁহাদের পিতা কুমারদেব মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "রূপ-সনাতনের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে পিরালি খাঁ নামক একজন মুসলমান পীরধর্ম্ম প্রচারার্থে যশোহর জেলায় আসেন। রূপ-সনাতনের পিতা ঐ সময় যশোহর জেলায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি পিরালি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২]

১ ঐ ভূমিকা, pp. xxxv-vii

২ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪১, পৃ. ১৭৭-৭৮

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতনের মুখ দিয়া বৈষ্ণবীয় দীনতা প্রকাশ করাইতে যাইয়া সনাতনের বংশকে নীচ ও অন্যায়পরায়ণ বলাইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য উক্তি দেখিয়া কিন্তু মনে হয় না যে রূপ-সনাতন সত্য সত্যই স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলা তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি লিখিয়াছেন যে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করার পর—

দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ ॥—চৈ. চ., ২।১৯।৩-৪

সনাতন রাজসভায় উপস্থিত না হইয়া

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥

—চৈ. চ., ২।১৯।১৬

যদি রূপ-সনাতন বা তাঁহাদের পিতা সত্যই মুসলমান হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে পুরশ্চরণের জন্য ও ভাগবত-বিচারের জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া সম্ভব হইত না। ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তঃশাসন তখন খুব প্রবল ছিল।

রূপ-সনাতন মুসলমান হইলে সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল লেখক একযোগে চাপিয়া যাইবেন, ইহাও সম্ভব মনে হয় না।

ঐতিহাসিক বিচারের একটি মূল সূত্র হইতেছে এই যে যাহার সম্বন্ধে কথা তাহার নিজের উক্তি পাওয়া গেলে তাহাই সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য সেই ব্যক্তির যদি সত্য গোপন করা অভ্যাস থাকে বা স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল প্রমাণিত হয় তবে তাহার কথা বিশ্বাস করা যায় না। রূপ-সনাতনের ক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রংশের কথা উঠিতেই পারে না। তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় পিতার বা নিজেদের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ-বৃত্তান্ত গোপন করিয়া যাইবেন, এ কথাও বিশ্বাস্য মনে হয় না। তাঁহারা রাজমন্ত্রী হিসাবে যথেষ্ট মান-সম্মান পাইয়াছিলেন—লোকনিন্দার ভয়ে আত্মপরিচয় গোপন করিবার পাত্র তাঁহারা নহেন। মহত্তর জীবনের আহ্বানে রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যগোপন বা মিথ্যাভাষণ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতের তৃতীয় শ্লোকের স্বকৃত টীকায় লিখিয়াছেন, "পক্ষে চ ভক্তঃ স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশবিখ্যাত-বিপ্রকুলাচার্য্য-শ্রীজগদ্‌গুরুবংশজাত-শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশী যঃ শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরস্তেন সহেত্যর্থঃ।" এখানে সনাতন রূপকে বিপ্রবংশজাত বলিতেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী "সনাতনাষ্টকে" লিখিয়াছেন—

স্বদাক্ষিণাত্য-ভূমিদেবভূপবংশ-ভূষণং
মুকুন্দদেব-পৌত্রকং কুমারদেব-নন্দনম্।
স্বজীব-তাতবল্লভাগ্রজম্মরূপকাগ্রজং
ভজাম্যহং মহাশয়ং কৃপাম্বুধিং সনাতনম্॥

এস্থলেও রূপ সনাতনকে ব্রাহ্মণবংশভূষণ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবতের লঘুতোষণীর অন্তে রূপ-সনাতনের বংশপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতেও জানা যায় যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। উক্ত পরিচয়ে আছে—

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্রোহমবাপ্য সংকুলনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্॥

এই শ্লোকের "দ্রোহ" শব্দ দেখিয়া বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্দেহ করেন যে কুমারদেব জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন।[১] কিন্তু "ভক্তিরত্নাকরে" ঐ শ্লোকটির মর্ম্ম লইয়া লেখা হইয়াছে—

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুলপ্রদীপ পরম শুদ্ধাচার॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়।
কদাচার জনস্পর্শে অতি ভীত হয়॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ॥

১ বঙ্গশ্রী, পৌষ, ১৩৪২, "আলোচনা"

জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে ॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা ॥—পৃ. ৪০

ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে—

সনাতন-রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে ॥—পৃ. ৪৩

ইহাতেও সনাতনের ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মুসলমান সরকারে চাকুরী করার জন্য রূপ-সনাতনের পাতিত্য দোষ ঘটিয়াছিল। সনাতন গোস্বামী ইহার ইঙ্গিতও করিয়াছেন। তিনি বৃহদ্ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন—

আদ্যামাধুনিকীং বার্চ্চাং স্বধর্ম্মাদ্যনপেক্ষয়া
সাক্ষাচ্ছ্রীভগবদ্‌বুদ্ধ্যা ভজতাং কৃত্রিমামপি।
ন পাতিত্যাদিদোষঃ স্যাদ্‌ গুণ এব মহান্‌ মতঃ
সৈবোত্তমা মতা ভক্তিঃ ফলং যা পরমং মহৎ ॥—২।৪।২০৮-৯

অর্থাৎ যাঁহারা স্বধর্ম্মাদির অপেক্ষা না রাখিয়া পুরাতনী বা আধুনিকী প্রতিমা ভজনা করেন, তাঁহাদের পাতিত্যাদি দোষ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা মহান্‌ গুণ সঞ্চয়ই করিয়া থাকেন; কারণ ভগবৎ-সেবাই উত্তমা ভক্তি এবং এই সেবাই পরম মহৎ ফল।

সনাতনের গুরু কে ?

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা যদি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে শাস্ত্রচর্চ্চা না করিতেন, তাহা হইলে এরূপ পাণ্ডিত্য-অর্জ্জন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীর অন্তে লিখিয়াছেন—

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃতমহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাম্‌ ॥

ঐ শ্লোকের ভাবানুবাদ ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ আছে—

শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যার অতিশয় প্রীত॥
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।
শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর॥
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।
প্রাতে সেই শ্রীমদ্ভাগবত দিলা॥
পাইয়া শ্রীভাগবত মহা হর্ষ চিতে।
মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে॥
শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আস্বাদিল।
তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল॥—পৃ. ৩৮

নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকরে" আরও সংবাদ দিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের পূর্ব্বে রূপ-সনাতন সর্ব্বদা "সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চা" করিতেন। কেহ ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করিলে তাঁহাদিগকে শুনাইতে আসিতেন। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে নিজের শিক্ষা-গুরুদের বন্দনা নিম্নলিখিতভাবে করিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্॥

উদ্ধৃত শ্লোকে যখন "গুরূন্" শব্দের প্রয়োগ আছে, তখন উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন একজনকে সনাতনের দীক্ষাগুরু মনে করিবার কারণ নাই। ইঁহারা সকলেই সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন মনে হয়। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি॥

এই স্থানে নরহরি চক্রবর্ত্তী যদি গুরু-অর্থে দীক্ষাগুরু বুঝিয়া থাকেন তবে তিনি ভুল করিয়াছেন বলিতে হইবে; কেন-না আমরা সনাতন গোস্বামীর

নিজের সাক্ষ্য পাইয়াছি যে তাঁহার গুরু শ্রীচৈতন্য। তিনি বৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

নমঃ শ্রীগুরুকৃষ্ণায় নিরুপাধি-কৃপাকৃতে।
যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূৎ তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ।
ভগবদ্ভক্তি-শাস্ত্রাণামযং সারস্য সংগ্রহঃ
অনুভূতস্য চৈতন্যদেবে তৎপ্রিয়রূপতঃ॥—১০-১১

সনাতন স্বকৃত টীকায় লিখিয়াছেন, "শ্রীগুরুবরং প্রণমতি। চৈতন্যদেবে চিত্তাধিষ্ঠাতৃ-শ্রীবাসুদেবে। যদ্বা চৈতন্যদেবেতি খ্যাতে শ্রীশচীনন্দনে। ততশ্চ তস্য যৎ প্রিয়ং রূপং যতিবেশ-প্রকাণ্ড-গৌরশ্রীমূর্তিস্তস্মাত্তদনুভাববিশেষেণেত্যর্থঃ। পক্ষে তস্য প্রিয়ো রূপনামা মহাশয়স্তস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ।" উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ—যিনি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, অহেতুক করুণাকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার। চৈতন্যদেবের প্রিয় রূপ হইতে তাঁহাতে অনুভূত যে ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রসমূহের সার, ইহা তাহারই সংগ্রহ। একাদশ শ্লোকের টীকায় "প্রিয়রূপতঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ সনাতন গোস্বামীর মতে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় রূপ হইতেছে যতিবেশ। গৌড়মণ্ডলের শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ প্রভৃতি গৌরগোপাল অর্থাৎ নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গ মূর্তিকেই শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠরূপ মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যেমন বলা হয় বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরার পূর্ণতর এবং দ্বারকার ও কুরুক্ষেত্রের পূর্ণ; তেমনি গৌরপারম্যবাদিগণ নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গকে পূর্ণতম, গয়া হইতে প্রত্যাগত ভাবোন্মত্ত বিশ্বম্ভরকে পূর্ণতর ও যতিবেশধারী শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণ মনে করিতেন এবং এখনও করেন। ব্রজমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে-সমস্ত গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য মূলতঃ উপায়—উপেয় নহেন। সেইজন্যই ব্রজমণ্ডলের সাধকদের নিকট শ্রীচৈতন্যের যতিবেশ, যে বেশে তিনি শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রিয়রূপ।

উদ্ধৃত টীকাংশে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয় এই যে সনাতন নিজের অনুজ শ্রীরূপকে কিরূপ সম্মানের সহিত উল্লেখ করিতেছেন। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে আরও জোর দিয়া শ্রীরূপের কথা বলিয়াছেন; যথা—

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ গুণবতোঽখিলম্।
ভূয়াদিদং যথাদেশবলেনৈব বিলিখ্যতে॥

শ্রীরূপের আদেশ-বলেই সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিতেছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে শ্রীরূপ নিজে সনাতনকে গুরু বলিয়া সর্ব্বত্র প্রণাম করিয়াছেন। গুরু হইয়াও সনাতন শিষ্যের আদেশে বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী রচনা করিলেন বলিতেছেন ; ইহাতে এক দিকে যেমন সনাতনের চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে, অন্য দিকে তেমনি ব্রজমণ্ডলে শ্রীরূপের অসাধারণ মর্য্যাদা দেখা যাইতেছে। ব্রজমণ্ডলের ভজনপ্রণালীর প্রবর্ত্তক শ্রীরূপ—সনাতন নহেন। রঘুনাথদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থাদি পাঠেও এই ধারণা জন্মে। বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্কারকামী গৌড়ীয় মঠও "রূপানুগত ভজনপ্রণালী"র পুনরুজ্জীবন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইবার সনাতন গোস্বামীর গুরু কে, সেই বিচারে ফিরিয়া আসা যাউক। বৃহদ্ভাগবতামৃতের দশম ও একাদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যকেই তিনি গুরুবর বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানি Pilgrim's Progress-এর ন্যায় সনাতন গোস্বামীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির রূপক। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নায়ক সত্যানুসন্ধিৎসু গোপকুমার স্বয়ং সনাতন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে আছে যে কামাখ্যা দেবী স্বপ্নে উক্ত গোপকুমারকে দশাক্ষর গোপালমন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। এই দশাক্ষর গোপালমন্ত্র মাধবেন্দ্রপুরীর, ঈশ্বরপুরীর ও শ্রীচৈতন্যদেবেরও যে উপাসিত মন্ত্র, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবৎ-পার্ষদগণ গোপকুমারকে বলিলেন—

গৌড়ে গঙ্গাতটে জাতো মাথুর-ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
জয়ন্তনামা কৃষ্ণস্যাবতারস্তে মহান্ গুরুঃ॥—২।৩।১২২

অর্থাৎ গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে জয়ন্ত নামে এক মাথুর ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি কৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু। গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য ব্যতীত অন্য কোনও কৃষ্ণের অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সেইজন্য উক্ত জয়ন্ত শ্রীচৈতন্যের রূপকাকারে গৃহীত নাম।

এই-সকল প্রমাণ-বলে আমি অনুমান করিতেছি যে শ্রীচৈতন্যই সনাতনের গুরু। অবশ্য এই অনুমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের বিরোধী। রাধা-গোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, "বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইলেন

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ সমষ্টিগুরু হইলেও ব্যষ্টিগুরুর কাজ তিনি করেন না; তিনি নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন না। যোগ্য ভক্ত-দ্বারা দীক্ষা দান করাইয়া থাকেন।"[১] তিনি দুইটি প্রমাণ-বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সনাতনের গুরু শ্রীচৈতন্য নহেন। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন স্বগৃহে গেলেন ও শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশায় দুইটি পুরশ্চরণ করাইলেন। নাথ মহাশয় হরিভক্তিবিলাসের ৭।৩ শ্লোকের বিধি-অনুসারে বলেন যে দীক্ষার পরে পুরশ্চরণ হয়, পূর্ব্বে নহে। অতএব শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই রূপ-সনাতনের দীক্ষা হইয়াছিল। সনাতনের নিজের উক্তির সহিত বিরোধ-হেতু নাথ মহাশয়ের এই অনুমান যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। নাথ মহাশয়ের প্রদত্ত দ্বিতীয় প্রমাণ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে উক্ত "ভট্টাচার্য্যং বাসুদেবং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।"[২] পূর্ব্বেই বলিয়াছি যেখানে গুরু-শব্দের বহুবচন প্রয়োগ হয় সেখানে শিক্ষাগুরুই বুঝায়; কেন-না দীক্ষাগুরু একজন এবং শিক্ষাগুরু বহু হইতে বাধা নাই।

আলোচ্য মঙ্গলাচরণে সনাতন-কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ও বাণীবিলাসকে বন্দনা করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন ছাড়া অপর চারজনের নাম শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে পাওয়া যায় না। কোন বৈষ্ণববন্দনায় ঐ চারজনের নাম উল্লেখ নাই। সুতরাং অনুমান হয় যে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ঐ ছয়জনের নিকট সনাতন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই অনুমানের সমর্থনকল্পে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব। (১) সনাতন নীলাচলে বাসকালে সার্ব্বভৌমের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। অতএব যখন সার্ব্বভৌম গৌড়দেশে থাকিয়া ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন সেই সময়ে হয়ত সনাতন তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। (২) ভক্তি-রত্নাকরের মতে—

ন্যায়সূত্র ব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয়॥—পৃ. ৪২

---

১ রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য. পরিশিষ্ট ২১/০

২ নাথ মহাশয় "বাসুদেবং" পাঠ কোথায় পাইলেন জানি না। ভক্তিরত্নাকরের ৪৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পাঠ ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত বৈষ্ণবতোষণীর পাঠ "সার্ব্বভৌমং"।

অর্থাৎ সনাতন ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সনাতন বৃহদ্ভাগবতামৃতে ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন; যথা—"তুমি কৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া পানাদি মত্তের ন্যায় অথবা উন্মত্তের ন্যায় কখনও নৃত্য করিয়া, কখন গান করিয়া, কখন কম্পমান হইয়া, কখন বা রোদন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রোক্ত জন্ম-মরণাদি একবিংশতি প্রকার সংসার-দুঃখ হইতে লোক সকলকে উদ্ধার করিয়া কেবল যে তাহাদিগের দুঃখমোচন করিয়াছ তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র হরিভক্তি বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পরম সুখী করিয়াছ।"[১] সার্ব্বভৌমাদি ছয়জন গুরুর নিকট সনাতন শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিবার পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, মনে হয়। Eggling সাহেব বলেন যে সনাতন গোস্বামি-কৃত তাৎপর্য্যদীপিকা নামে মেঘদূতের একখানি টীকা India Office Library-তে আছে।[২] ঐ টীকা আমাদের সনাতন গোস্বামীর রচনা হইলে উহা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে লেখা।

সনাতনের রচিত গ্রন্থাদি

শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীর অন্তে সনাতনের রচিত বলিয়া চারিখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন: (১) দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ভাগবতামৃত, (২) হরিভক্তিবিলাস ও তাহার টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী, (৩) লীলাস্তব, (৪) বৈষ্ণবতোষণী। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থখানির সম্বন্ধে কোন গণ্ডগোল নাই। হরিভক্তিবিলাস নাম দিয়া যে গ্রন্থ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ছাপিয়াছেন তাহা গোপাল ভট্ট-কৃত। তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—"গোপাল ভট্টের ভগবদ্ভক্তিবিলাসকে প্রায়শঃই লোকে 'হরিভক্তিবিলাস' বলিয়া থাকে, সুতরাং এই গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাস' নামেই অভিহিত হইল।" বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ গ্রন্থের যে টীকা ছাপিয়াছেন তাহা সনাতন গোস্বামীর লেখা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গোপাল ভট্ট মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যে তিনি রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাসের সন্তোষ-বিধানার্থ গ্রন্থ লিখিতেছেন। টীকায় রঘুনাথদাসের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদা-

১ বৃহদ্ভাগবতামৃত, ১।৪।৬ মূল ও তাহার টীকার বঙ্গানুবাদ

২ India Office Catalogue, VII, pp. 1422-23

দীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ।" এস্থলে রঘুনাথাদির সঙ্গী বলিয়া রূপ-সনাতনের কথা টীকায় অনুল্লিখিত রহিয়া গেল। ঐ টীকা যে সনাতন গোস্বামীরই লেখা, ইহা তাহার একটি প্রমাণ। অপর প্রমাণ হইতেছে এই যে শ্রীজীব লিখিয়াছেন যে সনাতন হরিভক্তিবিলাসের দিক্‌প্রদর্শিনী টীকা রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য মুদ্রিত টীকায় আছে—

লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসস্য যথামতি।
টীকা দিগ্‌দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী ॥

"দিক্‌প্রদর্শিনী" ও "দিগ্‌দর্শিনীর" মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে সনাতন কি একবার স্বকৃত হরিভক্তিবিলাসের টীকা করিয়াছিলেন, আবার গোপাল ভট্টের "ভগবদ্ভক্তিবিলাসের" টীকা করিয়াছিলেন? অথবা গোপাল ভট্টের বইয়েরই টীকা লিখিয়াছিলেন, নিজের বইয়ের টীকা লিখেন নাই? সনাতন-কৃত "হরিভক্তিবিলাসের" কয়েকখানি পুঁথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সনাতনের "হরিভক্তিবিলাসের" টীকা দেখেন নাই বলিয়া মনে হয়; কেন-না তিনি গোপাল ভট্টের বইয়ের শেষে লিখিয়াছেন, "কোন কোন স্থানে কেবল সনাতন-রচিত মূল সংক্ষিপ্ত হরিভক্তিবিলাস দেখিতে পাওয়া যায়।" অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে এসিয়াটিক সোসাইটীতে বা সাহিত্য-পরিষদে সনাতনের হরিভক্তিবিলাসের পুঁথি নাই—গোপাল ভট্টের "ভগবদ্ভক্তিবিলাসের" পুঁথি আছে।

"গীতাবলী"র রচয়িতা কে?

সনাতন গোস্বামীর "লীলাস্তব"-নামক গ্রন্থ স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হরিদাস দাস ও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরীদাস এই গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "ভক্তিরত্নাকরের" মতে "লীলাস্তবের" অপর নাম "দশম চরিত"; যথা—

লীলাস্তব দশম চরিত যারে কয়।
সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয় ॥

—ভ. র., পৃ. ৫৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।

—চৈ. চ., ২।১।৩০-৩১

"লীলাস্তবেরই" অপর নাম "দশম চরিত", কেন-না ইহাতে দশম স্কন্ধের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত-সার আছে। ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন শ্রীরূপ গোস্বামীর "স্তবমালায়" "নন্দোৎসবাদিচরিতং" হইতে আরম্ভ করিয়া "রঙ্গস্থল-ক্রীড়া" নামক ২৩টি লীলাবর্ণনমূলক কবিতা ছাপিয়াছেন। "নন্দোৎসবাদিচরিতং"-এর টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিতেছেন যে ইহা শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা; যথা—"ভগবল্লীলাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরূপো ভগবন্নামোৎকর্ষং মঙ্গলমাচরতি জীয়াদিতি।" বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ "দশম চরিত"-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতাবলী ও দশম চরিতকে শ্রীপাদ রূপ-বিরচিত বলিয়াই তদীয় টীকা-প্রারম্ভে বিঘোষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা চিরদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে এই কাব্যও শ্রীপাদ সনাতনের রচিত। শ্রীপাদ কবিরাজ যে শ্রীপাদ সনাতন-লিখিত দশম চরিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন উহা এই স্তবমালাভুক্ত দশম চরিত ভিন্ন অন্য কোন কাব্য নহে বলিয়াই আমার ধারণা।"[১]

বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক; রূপ-সনাতনের গ্রন্থরচনা-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি খুব বেশী নির্ভরযোগ্য নহে। অন্যান্য প্রমাণ-বলেও মনে হয় যে আলোচ্য ২৩টি পদ্য শ্রীরূপেরই রচনা। শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীতে শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহের মধ্যে "ছন্দোঽষ্টাদশকং" নামে একখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। স্তবমালার "অথ নন্দোৎসবাদিচরিতং" পদ্যের দ্বিতীয় শ্লোকে

নন্দোৎসবাদয়স্তাঃ কংসবধান্তা হরের্মহালীলাঃ।
ছন্দোভির্ললিতাঙ্গৈরষ্টাদশভির্নিরূপ্যন্তে ॥

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে শ্রীজীব-কথিত "ছন্দোঽষ্টাদশকং" গ্রন্থই "স্তবমালা"র আলোচ্য পদ্যগুলি।

১ শ্রীমদ্রূপসনাতন শিক্ষামৃত, পৃ. ৪৯৪

শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি চক্রবর্ত্তী বা বলদেব বিদ্যাভূষণ সনাতনের রচিত বলিয়া "গীতাবলী"-নামক কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ "স্তবমালা"র অন্তর্ভুক্ত "গীতাবলী"-নামক ৪১টি গীতের প্রত্যেকটিতেই সনাতনের নাম কোন-না-কোন প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে।[১] এরূপ ভণিতা দেখিয়া মনে হয় এগুলি সনাতন গোস্বামীরই রচনা। পদকর্ত্তা গোপীকান্তদাস লিখিয়াছেন—

শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী
বিবিধ ভকতরঙ্গী॥

গৌরসুন্দরদাসও লিখিয়াছেন—

গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলী
শুনইতে উনমিত চিত।[৩]

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় গীতাবলী সনাতনের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অথচ শ্রীজীবাদি পূর্ব্বোল্লিখিত চারজন বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতনের গ্রন্থ-তালিকায় "গীতাবলী"র নাম দেন নাই। পদকল্পতরুতে "গীতাবলী"র অনেকগুলি গীত ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সেগুলি শ্রীরূপের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৪] তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীরূপ "বিনয়বশতঃ নিজ নামের ভণিতা না দিয়া সুকৌশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন।" ৩ সংখ্যক গীতে "সুহৃৎ সনাতন", ১৩ সংখ্যক গীতে "সনকসনাতন-বর্ণিত চরিতে", ২০ সংখ্যক গীতে "গিরিশ সনাতন সনকসনন্দন" প্রভৃতি বাক্য দেখিয়া মনে হয় ইহা শ্রীরূপেরই লেখা; কেন-না শ্রীরূপ ললিত-মাধবের প্রথম অঙ্কের সপ্তম শ্লোকে সনাতনকে "সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা" বলিয়াছেন। সনাতন নিজে গীতাবলী লিখিলে সনকাদির সহিত নিজের নাম ভণিতাচ্ছলে উল্লেখ করিতেন না।

১ বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতাবলীর টীকার শেষে ৪১টি গীতেরই নাম করিয়াছেন; যথা—গাথাশ্চত্বারিংশদেকাধিকা যো ব্যাচষ্ট শ্রীরূপাদিষ্টাঃ প্রযত্নাৎ। ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ২২ সংখ্যক গীতের পর ভুল করিয়া ২৪ সংখ্যা দিয়া গীতসংখ্যা ৪২ করিয়াছেন। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা লক্ষ্য না করিয়া লিখিয়াছেন—"ইহাতে ৪২টি গীত আছে।"—রূপসনাতন-শিক্ষামৃত, পৃ. ৪৮৮

২ কীর্ত্তনানন্দ, পৃ. ২৮ ৩ কীর্ত্তনানন্দ, পৃ. ২৮ ৪ পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪

আমার মনে হয় শ্রীরূপ গীতাবলীতে সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদভাবে দর্শন করিয়া "মুঞ্চসনাতন সঙ্গতিকামং" প্রভৃতি পদ লিখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে সনাতন

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণের প্রথম ও তৃতীয় শ্লোকে তিনি শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ তত্ত্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"যদ্যপি শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবদবতার এব তথাপি প্রেমভক্তি-বিশেষপ্রকাশনার্থং স্বয়মবতীর্ণত্বাত্তেন তদর্থং স্বয়ং গোপীভাবোঽপি ব্যঞ্জ্যতে।" তৃতীয় শ্লোকটি এই—

স্বদয়িত-নিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ।
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ॥
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

"স্বদয়িত-নিজভাবং" পদের টীকায় সনাতন লিখিয়াছেন, "স্বস্য হরের্ভাবঃ নিজভক্তজনেষু যঃ প্রেমা, তস্মাৎ সকাশাৎ স্বদয়িতানাং ভক্তানাং ভাবঃ।" শ্লোকটির বাঙ্গালা অর্থ এই—"নিজ ভাব হইতে স্বীয় ভক্তবর্গের নিজের প্রতি ভাব আলোচনা করিয়া, সেই ভাবের প্রতি লোভবশতঃ যিনি ভক্তরূপে এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি যতিবেশধারী শ্রীশচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক শ্রীহরি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। শ্লোকের টীকায় "উক্তং সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-পাদৈঃ" বলিয়া—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

শ্লোকটি সনাতন উদ্ধার করিয়াছেন। এ স্থানে শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্য আস্বাদনের বাঞ্ছায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের যে অপূর্ব্ব প্রেম দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন সন্দেহ ছিল না যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "বৃহদ্ভাগবতামৃতে" নারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন, "সেই প্রেম নিরূপিতই হইতে পারে না; যদি বা কোনক্রমে নিরূপিত হয়, তথাপি অধুনা তোমার প্রতীতির বিষয় হইবে না। যদি তাদৃশ প্রেমবিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়। গোপীগণ-মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা পরম-প্রেমভরবতী শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন, তবেই সেই মূর্ত্তিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। সেই ভগবতীই সেই প্রেম ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এখানে যদি বা কাহারও প্রেমতত্ত্ব-শ্রবণে শক্তি হয়, তথাপি সে ব্যক্ত করিতে পারে না; কারণ উপর্য্যুপরি প্রেমাবির্ভাবে সর্ব্বদা সকলে মহোন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অপর শ্রোতাও তাদৃশ প্রেমরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল সেই ভগবতীর দর্শন হইলেই, তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত মহাপ্রেমলক্ষণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রেম যথার্থতঃ বিজ্ঞাতও হইয়া থাকে। তাদৃশ নিজপ্রেম-বিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন অবতার হয়, অথবা শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তাহা হইলেই সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে।"—বৃ. ভা. ২।৫।২৩৩-৩৪

বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম্।
প্রেমভক্তি-বিতানার্থং গৌড়েঽবততার যঃ॥

এ স্থলেও প্রেমভক্তি প্রচার করাই শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্তবের শেষে শ্রীচৈতন্যের স্তব করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে এই দীনদীনকে কি তুমি কি কখনও স্মরণ করিবে? ইহা দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে লিখিত হয়। শ্লোকগুলি এই—

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচলবিভূষণ।
জগৎপ্রবর্ত্তিত-স্বাদু ভগবন্নামকীর্ত্তন॥

অদ্বৈতাচার্য্য-সংশ্লাঘিন্ সার্ব্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ব্ববৈষ্ণব-বান্ধব॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি॥—১০৪

এখানে অবশ্য শ্রীচৈতন্যকে যতিচূড়ামণি ও কৃষ্ণচরণপদ্মে প্রেমামৃতের মহাসমুদ্র মাত্র বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নত্ব স্থাপন করা হয় নাই। ঐ গ্রন্থেই জগন্নাথের স্তবে সনাতন গোস্বামী জগন্নাথকে "চৈতন্যবল্লভ" বলিয়াছেন, গ্রন্থের শেষে দৈন্যার্ত্তি বিজ্ঞাপনে তিনি নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গ প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

অত্রৈব ত্বং প্রিয়ং যশ্চ মদেকধনজীবনম্।
প্রাপয়ন্ মে পুনঃ সঙ্গং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

এখানে যে "মদেকধনজীবনম্" বলিতে শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইতেছে তাহা বৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৩।৩-৪ শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয়। উহাতে আছে যে "আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া এই বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কুঞ্জে শ্রীগুরুদেবকে প্রেমমূর্চ্ছিত অবস্থায় দর্শন করিলাম। আমি বহু প্রয়াসে তাঁহাকে সুস্থ করিলাম।" ঐ অধ্যায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে সনাতন লিখিয়াছেন—

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।
যাৎকারুণ্য-প্রভাবণে পাষাণোঽপ্যেষ নৃত্যতি॥

—২।২ টীকার শেষে

৩। শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যে সাধন-ভজন-রীতি অধিকাংশ ব্যক্তি অনুসরণ করেন তাহার প্রবর্ত্তক হইতেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "শ্রীশ্রীপ্রার্থনা"য় ২৯, ৪১, ৪২, ৪৩ পদে শ্রীরূপের আনুগত্য করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ৪১ সংখ্যক প্রার্থনাটি তুলিয়া দিতেছি—

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥

হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার ॥
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লয়ে যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম-সখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

শ্রীরূপ নিজে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যই তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা দিয়াছেন—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

শ্রীরূপের রচিত গ্রন্থাদি

শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীর শেষে শ্রীরূপের রচিত গ্রন্থাদির নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন—

তয়োরনুজস্পষ্টেযু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশং ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥
স্তবস্তোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
বিদগ্ধললিতাগ্রাখ্য-মাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥

এই তালিকায় লিখিত উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী ও প্রেমেন্দু-সাগর স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লঘুতোষণী ১৫০৪ শকে বা ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীরূপ (১) হংসদূত, (২) উদ্ধবসন্দেশ, (৩) স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত ছন্দোঽষ্টাদশকম্, উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দবিরুদাবলী ও প্রেমেন্দু-সাগরাদি স্তব, (৪) বিদগ্ধমাধব, (৫) ললিতমাধব,

(৬) দানকেলিকৌমুদী,* (৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৮) উজ্জ্বলনীলমণি, (৯) মথুরামহিমা, (১০) পদ্যাবলী, (১১) নাটকচন্দ্রিকা, (১২) সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত রচনা করেন। কিন্তু "ভক্তিরত্নাকরে" আছে—

শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলাসহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল॥

এই উক্তির পোষকতা করিবার জন্য 'তথাহি' বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি নরহরি চক্রবর্ত্তী উদ্ধার করিয়াছেন—

তয়োরনুজস্হষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ॥
বৃহল্লঘুতয়াখ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা॥
বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।
দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্॥
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ॥

এই তালিকায় "কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি", "বৃহৎ ও লঘু গণোদ্দেশদীপিকা" এবং "প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা" এই চারখানি গ্রন্থের নাম নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর উৎকলিকাবল্লী প্রভৃতি স্তবের পরিবর্ত্তে স্তবমালার নাম লেখা হইয়াছে। শ্রীরূপ

* ডাঃ সুশীলকুমার দে দানকেলিকৌমুদীর রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Vaisnava Faith পৃ. ১১৯-১২১), কারণ মুদ্রিত গ্রন্থের পুষ্পিকায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Notices-এ (1. 164) ঐ তারিখ আছে। কিন্তু ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বম্ভর মিশ্রের বয়স নয় বৎসর মাত্র, তখন রূপগোস্বামীর পক্ষে রাধাকুণ্ডে বসিয়া গ্রন্থ লেখা অসম্ভব। রূপ-সনাতন হুসেন শাহের অমাত্য ছিলেন। হুসেন শাহ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ সুলতান হইলেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রূপের পক্ষে রাধাকুণ্ডে থাকা সম্ভব নহে। আমি ১৩৪২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৪২ খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২) পুষ্পিকায় লিখিত 'চন্দ্রস্বর' শব্দ 'চন্দ্র-শর' ধরিয়া ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের চারি বৎসর পূর্ব্বে উহার রচনার তারিখ স্থির করি। ডক্টর দে আমার এই মত খণ্ডন না করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১২০)।

গোস্বামী কতকগুলি স্তব ও অষ্টক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি স্তবমালা নাম দিয়া কোন একখানি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্রীজীব উহার নাম স্তবমালা দেন; যথা—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত॥

'তথাহি' বলিয়া "ভক্তিরত্নাকরে" উদ্ধৃত দ্বিতীয় তালিকাটি কাহার রচিত? নরহরি চক্রবর্ত্তী লঘুতোষণীর তালিকা উদ্ধৃত করার পর লিখিতেছেন—

এই ত কহিল গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
পুনঃ বিবরিয়া কহি করহ শ্রবণ॥
শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী।
তেঁহো নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি॥

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে দ্বিতীয় তালিকাটি শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর রচনা। চারখানি নূতন গ্রন্থ শ্রীজীব-প্রদত্ত তালিকায় যোগ করার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে,—হয় শ্রীরূপ ঐ চারখানি বই ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পর, অর্থাৎ লঘুতোষণী-রচনার পর লিখিয়াছিলেন; না হয় অন্য কেহ চারখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীরূপের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। আমার মনে হয় প্রথমোক্ত অনুমানই সঙ্গত, কেন-না শ্রীজীবের শিষ্যের তালিকায় প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থ স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই মত মানিলে শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়। "মাধুকরী" পত্রিকায় ১৩২৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৩০ শ্রাবণ সংখ্যায় ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার শেষ শ্লোক হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থ ১৪৭২ শকে বা ১৫৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়; যথা—

শাকে দৃগশ্বশক্রে নভসি
নভোমণিদিনে ষষ্ঠ্যাম্।
ব্রজপতিসদ্মনি শ্রীমতী রাধা-
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাদীপি॥—২৫৩ শ্লোক

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থখানি লিখিত হইলে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত তালিকায় শ্রীজীব উহার নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? এই গ্রন্থে ২৪৬ সংখ্যক শ্লোকের

পর 'সম্মোহনতন্ত্র' হইতে রাধিকার সখীদের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ অপর কোন গ্রন্থে কোন তন্ত্রের মত উল্লেখ করেন নাই। শ্রীজীবের প্রদত্ত তালিকার ১২খানি গ্রন্থের মধ্যে কোথাও শ্রীরূপ স্পষ্টতঃ নিত্যানন্দের বন্দনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকার মঙ্গলাচরণে আছে—

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দসমন্বিতম্ ।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতম্ ॥

রাধাবিনোদ দাস বাবাজী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত "নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা"র ১২৭৯ সালের চতুর্থ ভাগে ও ১২৮০ সালের প্রথম ভাগে "শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহস্র নাম" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে লিখিত আছে—

"নমঃ অস্য শ্রীচৈতন্যদিব্যসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য শ্রীরূপমঞ্জরী ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া শক্তির্মহাপ্রভুর্দেবতা মনোমোহনকামবীজম্। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকীলকং শ্রীচৈতন্যায় নমঃ ইতি মন্ত্রম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদেভ্যশ্চৈতন্যনামসহস্রকম্ পাঠমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পঃ।" এই বইয়ের নাম উল্লিখিত দুইটি তালিকায় না থাকায় এবং উদ্ধৃত অংশটি থাকায় ইহা শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। ঐ পত্রিকার ১৮/০ পৃষ্ঠায় "শ্রীরূপ-গোস্বামি-বিনির্ম্মিতং শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতাষ্টকম্" প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ অষ্টকে ১১টি শ্লোক আছে ও একটি অষ্টক-মাহাত্ম্যসূচক শ্লোক আছে। শ্রীরূপ সংখ্যাগণনায় এরূপ ভুল করিবেন মনে হয় না।

উক্ত পত্রিকার ১২৮০ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিবিরচিত "শ্রীহরি নামাষ্টকম্", "শ্রীশ্রীযুগলকিশোর ধ্যানম্", "শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার আনন্দচন্দ্রিকাখ্য সটীক দশনাম স্তোত্রম্", "শ্রীশ্রীমতী রাধিকার প্রেমসুধাসত্রাখ্য সটীক অষ্টোত্তর-শতনাম", "শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকম্" ও "শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনধামাষ্টকম্" ছাপা হইয়াছিল। এগুলি শ্রীরূপের রচিত কি না বলা কঠিন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের সহিত তিন বার মিলিত হইয়াছিলেন। প্রথম রামকেলি গ্রামে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য (২।১।১৭২-২১২), তারপর প্রয়াগে দশ দিন (২।১৯।১২২) এবং নীলাচলে দশ মাস (৩।৪।২৫)। তিনি প্রতিবারই শ্রীচৈতন্যের যতিবেশ দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ লেখেন নাই। তিনি কেবলমাত্র তিনটি শ্রীচৈতন্যাষ্টক লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ নবদ্বীপ-লীলা দর্শন করেন নাই; সেইজন্য সেই লীলার বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের মধ্যে প্রথমাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে স্বরূপ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, পরমানন্দ পুরী ও গজপতি প্রতাপরুদ্রের, এবং তৃতীয়াষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে সূক্ষ্মবুদ্ধি সার্ব্বভৌমের[১] নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে রামকেলি গ্রামে যখন রূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্যের চরণ-দর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত তাঁহারা দেখা করিলেন—

অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিয়া নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ-সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥
—চৈ. চ., ২।১।১৭৩-৪

তারপর নীলাচলেও শ্রীরূপের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল; যথা—

অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সভে কৈলা আলিঙ্গন॥—৩।১।৫২

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীচৈতন্য "মহাপ্রভু" এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ "প্রভু" বলিয়া পূজিত হয়েন।[২] শ্রীরূপ নিত্যানন্দের কৃপা পাইয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন। অথচ শ্রীরূপ অদ্বৈতের নাম উল্লেখ করিলেন কিন্তু নিত্যানন্দের নাম কেন করিলেন না অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে শ্রীরূপের একান্ত অনুগত বন্ধু রঘুনাথদাসও নিত্যানন্দের নাম

১ শ্রীরূপ-কৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ৩।২

ন বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা।
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।

২ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় স্বরূপ-দামোদরের মত বলিয়া উল্লিখিত, ১২-১৩

কোথাও করেন নাই। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

নমামি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাসপণ্ডিতম্।
নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধরপণ্ডিতম্॥

শ্রীচৈতন্যলীলা-সম্বন্ধে শ্রীরূপ

শ্রীচৈতন্যের যতিবেশ-সম্বন্ধে শ্রীরূপ একটি মূল্যবান্ সংবাদ দিয়াছেন— "কটিলসৎকরঙ্কালঙ্কার।"[১] তাঁহার কটিদেশে করঙ্করূপ অলঙ্কার শোভা পাইত। বলদেব বিদ্যাভূষণ করঙ্ক শব্দের টীকা করিয়াছেন— "নারিকেল-ফলাষ্ঠিরচিতমম্বুপাত্রম্।"

শ্রীচৈতন্যের ভজনপ্রণালী-সম্বন্ধে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃস্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥[২]

"উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটিসূত্রে যাঁহার সুন্দর বামহস্ত সুশোভিত, যিনি বিশাল-নয়ন ও আজানুলম্বিত-বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?" শ্রীকৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব-বিকার উপস্থিত হইত। কিন্তু যখন তিনি "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র জপ করিতেন তখন রীতিমত গণনা করিতেন— দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে। ভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের পক্ষে এইরূপ গণনা করিতে পারা কম সংযমের পরিচায়ক নহে।

শ্রীরূপ গোস্বামী স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের যেসব লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ লীলা তাঁহার স্মৃতিপটে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতে যাইয়া প্রভুর সমুদ্র-তীরের উপবনসমূহ-দর্শনে বৃন্দাবন-স্মরণ, রথাগ্রে ভাবাবেশে নর্ত্তন, কৃষ্ণনাম করিতে করিতে অনবরত অশ্রুপতন প্রভৃতি লীলা বিশেষভাবে স্মরণ

১ শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ২।৭ ২ শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ১।৫

করিয়াছেন। শ্রীরূপের বর্ণিত লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার অপূর্ব্ব আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীচৈতন্যকে স্বরূপ-দামোদরের ও অদ্বৈতের প্রিয়, শ্রীবাসের আশ্রয়স্বরূপ, পরমানন্দপুরীর গৌরব-বৃদ্ধিকারী বলা হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে —যিনি মধুর ভক্তিরস আস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটিকন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাঁহার বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণরাশির অত্যুজ্জ্বল কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথে পতিত হইবেন ? সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রথাধিষ্ঠিত জগন্নাথের সম্মুখে পথের মধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, চৈতন্যদেব মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। অষ্টম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে সঙ্কীর্ত্তনের সময় তাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার দেহ কদম্বকেশর-বিজয়ী পুলকমালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্ম একদিকে যেমন সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছিল, অন্যদিকে তাঁহার বিরুদ্ধ-বাদীদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া আরাধনা করেন নাই, শ্রীরূপ তাঁহাদিগকে অসুর-ভাবান্বিত বলিয়াছেন। এইরূপ আসুরী প্রকৃতির লোকদের বিপক্ষতা ভক্তদের মনকে বিচলিত করিতে পারে নাই। শ্রীরূপ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শরণাগত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যকেই ত্রিজগতে "অধিদৈব" বা পরমদেবতারূপে উপাসনা করেন।[১]

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে শিবাদি দেবগণের "সদোপাস্য", উপনিষৎ-সমূহের লক্ষ্যস্থান, মুনিগণের সর্ব্বস্ব বলিয়া স্তব করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে শ্রীচৈতন্য জীবদ্দশায় ভগবান্ বলিয়া উপাসিত হয়েন নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে কৃপার্হ বলা যাইতে পারে।

---

১ অনারাধ্য প্রীত্যা চিরমসুরভাবপ্রণয়িনাং
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
—দ্বিতীয় অষ্টক, ৪র্থ শ্লোক

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমধর্মের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য "লঘু ভাগবতামৃত" রচনা ও "পদ্যাবলী" সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে শ্রীচৈতন্য যে মহাভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। শ্রীচৈতন্য নিজে আস্বাদন করিয়া যে প্রেমভাব প্রচার করিলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বযুগে পাওয়া গেলেও, তাহার বিকাশ কখনও হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এইজন্যই একেবারে মৌলিক। শ্রীরূপ বলিতেছেন—

> ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
> স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে।
> ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
> শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥

অর্থাৎ হে রসরত্নাকর! যাহা বেদে নাই, উপনিষদে নাই এবং অন্যান্য অবতারে প্রকাশিত হয় নাই, সেই ভক্তিরত্ন তুমি ধরাতলে বিতরণ করিতেছ। অতএব হে শচীনন্দন! এই অধমজনে কৃপা কর।

৪। শ্রীজীব গোস্বামী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের রসশাস্ত্র যেমন শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃজনী প্রতিভার নিদর্শন, শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ তেমনি শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যক্তিত্ব-দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাঙ্গালা দেশে ব্রজমণ্ডলের সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীজীব গোস্বামী; শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও তাঁহারই আদেশে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ বাঙ্গালা দেশে আনিয়া তাহাদের পঠন-পাঠন প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্যের অনুগত সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন শ্রীজীব। ভক্তিরত্নাকরের শেষে শ্রীজীবের চারখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ পত্র কয়খানি হইতে জানা যায় যে বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের মনে যখন যে সন্দেহ উঠিয়াছে, শ্রীজীব বৃন্দাবন হইতে তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। শ্রীজীবের প্রত্যেক পত্রে নিজের গ্রন্থ-রচনার বা গ্রন্থ-সংশোধনের কথা আছে—এইরূপ উল্লেখ তাঁহার জ্ঞানানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয়। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় পণ্ডিতের চিঠিপত্র আর কোথাও সংগৃহীত আছে বলিয়া আমার জানা নাই; সে হিসাবেও এই চিঠিগুলির

বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এক দিকে সাধন-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের আলোচনায় নিযুক্ত জ্ঞানগম্ভীর ভক্তের, অপর দিকে শ্রীনিবাসের ও বীর হাম্বীরের পুত্রাদির কুশল সংবাদ পাইবার জন্য ব্যাকুল স্নেহশীল গুরুর চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছে বলিয়া এই পত্র কয়খানি আমাদের নিকট পরম আদরের সামগ্রী।

মুরারী গুপ্তের গ্রন্থে, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীজীবের নাম নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচন এবং জয়ানন্দও শ্রীজীবের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীজীব গোস্বামীকে "শ্বেতমঞ্জরী"-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়া বলা হইয়াছে—

"সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমজ্জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ।"[১]

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই শ্রীজীব পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরের ৪০০ সংখ্যক পুঁথিখানি শ্রীজীব গোস্বামীর মাধব-মহোৎসব মহাকাব্য। এই অপ্রকাশিত মহাকাব্যের পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে ইহা ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ; যথা—

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে, কশ্চিদ্বৃন্দাবনে বসন্।
স্বমনোরথবক্তব্যং কাব্যমেতদপূরয়ৎ॥

শ্রীজীব গোস্বামীর অন্য কোন তারিখযুক্ত গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বের তারিখ নাই। তাঁহার গোপালচম্পূ উত্তরখণ্ড ১৬৪৯ সম্বৎ, ১৫১৪ শকে বা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে[২] সমাপ্ত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, অন্ততঃ ১৫৫৫ হইতে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি ক্রমাগত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। শ্রীজীব একবার কোন গ্রন্থ লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন না ; পুনঃ পুনঃ তাহার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতেন। উল্লিখিত পত্রের প্রথমখানিতে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন—"শ্রীরসামৃত-সিন্ধু-শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূহরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে।"

১ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ২০৩

২ গোপালচম্পূ, উত্তরচম্পূ, ৩৭ পূরণ, ২৩২, ২৩৩

মাধব-মহোৎসব ও উত্তরচম্পূর সমাপ্তির ব্যবধানকাল ৩৭ বৎসর। এত দীর্ঘ ব্যবধানের পরও তিনি "মাধব-মহোৎসব" সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবনে যাইবার পথে রামকেলি গ্রামে আগমন করেন তখন—

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই।
যে সুখে ভাসিল তা কহিতে সাধ্য নাই॥
কেশব ছত্রীন আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন॥
শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল॥—ভ. র., পৃ. ৪৫

শ্রীরূপ ও সনাতনকে শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলিতে কৃপা করেন, তখন বল্লভ বা অনুপম এবং তাঁহার পুত্র শ্রীজীব উপস্থিত ছিলেন—এ কথা নরহরি চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীচৈতন্যের কোন চরিতাখ্যায়ক লেখেন নাই।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ-সনাতনের প্রসঙ্গে শ্রীজীব-সম্বন্ধে মাত্র দুই স্থানে লিখিয়াছেন; যথা—

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই॥
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার॥
গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥

—চৈ. চ., ২।১।৩৭-৩৯

অপর স্থানে নিত্যানন্দের আজ্ঞা লইয়া শ্রীজীবের বৃন্দাবনে আগমন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে (চৈ. চ., ৩।৪।২১৮-২৬)।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে ১৪৩৫ শকে বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলি গ্রামে আগমন করেন। সেই সময়ে যদি শ্রীজীবের বয়স পাঁচ বৎসরও হয়, তাহা হইলে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় তাঁহার বয়স হয়

পঁচিশ বৎসর। "ভক্তিরত্নাকর" বলেন যে শ্রীজীব অল্প বয়সেই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি হইলা মূর্চ্ছিত" (পৃ. ৪৯), তাহা হইলে তিনি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে একবারও নীলাচলে যাইবেন না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

প্রথম যৌবনেই শ্রীজীবের মনে হয়ত ভক্তিভাব সঞ্চারিত হয় নাই। রূপ, সনাতন ও বল্লভের অন্যান্য ভাই শ্রীচৈতন্যের চরণ আশ্রয় করেন নাই; সেইরূপ শ্রীজীবও হয়ত তরুণ বয়সে শুধু বিদ্যাচর্চ্চাতেই মগ্ন ছিলেন; এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে নিত্যানন্দের কৃপা পাইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন ও ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে প্রয়াগে রূপ ও বল্লভের সহিত তাঁহার দেখা হয়। তৎপরে রূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন দর্শন করিয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসেন ও তাহার অল্পদিন পরেই বল্লভ পরলোকে গমন করেন (চৈ. চ., ৩।১।৩২)। বল্লভের বৃন্দাবন-যাত্রার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে শ্রীজীবের জন্মগ্রহণ স্বীকার করিতেই হইবে। সেইজন্য নিতান্ত শৈশবকালে শ্রীজীবের পক্ষে শ্রীচৈতন্যকে রামকেলিতে দর্শন করা অসম্ভব নহে। অতএব অনুমান হয় ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে শ্রীজীব জন্মগ্রহণ করেন।

মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী" গ্রন্থে ১৭৩৯ শকে বা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীবের আবির্ভাব হইয়াছিল লিখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠে মনে হয় না যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রয়াগে সাক্ষাৎকারের পর বল্লভ গৃহে আসিয়া পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আছে—

এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলা ॥
রূপ গোসাঞি প্রভুপাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥
অনুপম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।—চৈ. চ., ৩।১।৩২-৩৪

পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "অদ্বৈতসিদ্ধি"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "ভক্তিরত্নাকরের মতে মহাপ্রভুর রামকেলি গমনের সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হয়।"[১] মহাপ্রভু ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে নহে,

১ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত "অদ্বৈতসিদ্ধি"র ভূমিকা, পৃ. ৫২

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলিতে গমন করেন এবং ভক্তিরত্নাকরে এমন কোন কথা নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে শ্রীজীবের বয়স তখন মাত্র ২।৩ বৎসর। বরং "সঙ্গোপনে দেখার" সঙ্গতি বাহির করার জন্য অন্ততঃ বয়স পাঁচ বৎসর ধরা উচিত।

শ্রীজীব ও মধুসূদন সরস্বতী

ঘোষ মহাশয় উক্ত ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন "১২।১৩ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীজীব মধুসূদনের (অদ্বৈতসিদ্ধির গ্রন্থকার মধুসূদন সরস্বতীর) ৩০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[১] মধুসূদন সরস্বতী এক দিকে যেমন অদ্বৈতবাদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা, অন্য দিকে তেমনি দাসীভাব-ভাবিত রসিক ভক্ত। তিনি লিখিয়াছেন—

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈত-সাম্রাজ্যের পথে অধিরূঢ় হইলেও এবং ইন্দ্রের বৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কোন এক গোপবধূলম্পট শঠের দ্বারা বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হইয়াছি। এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—

বংশীবিভূষিত-করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

এরূপ রসিক ভক্তের নিকট শ্রীজীব গোস্বামীর বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার দুইজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন ভাবিতেও আনন্দ হয়, কিন্তু কাল-বিচার করিলে এই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঘোষ মহাশয়ের অনুমান যে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীব মধুসূদনের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে ঐ বৎসর তিনি বৃন্দাবনে বাস করিয়া "মাধব-মহোৎসব" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উপরন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার

১ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত "অদ্বৈতসিদ্ধি"র ভূমিকা, পৃ.১০১

বিষয় এই যে ভক্তিরত্নাকরের মতে শ্রীজীবের বেদান্তাধ্যাপক মধুসূদন বাচস্পতি—মধুসূদন সরস্বতী নহেন ; যথা—

নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে।
শ্রীজীব গোস্বামী কাশী গেলা কতো দিনে॥
তাহা রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি॥
তেঁহো শ্রীজীবেরে দেখি অতি স্নেহ কৈলা।
কতো দিন রাখি বেদান্তাদি পঢ়াইলা॥
শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি॥
কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব্ব ঠাঁই।
ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহো নাই॥

এই বর্ণনা পড়িয়া, বিশেষতঃ "শ্রীজীবেরে দেখি অতি স্নেহ কৈলা" দেখিয়া মনে হয় না কি যে, মধুসূদন বাচস্পতি শ্রীজীবের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন? অথচ ঘোষ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে মধুসূদন সরস্বতী ১৫২৫ হইতে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীজীবের সম্বন্ধ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সুকঠিন ; কেন-না মধুসূদন সরস্বতীর উপাধিও খুব সম্ভব বাচস্পতি ছিল, কারণ একটি প্রবাদমূলক শ্লোকে আছে—

নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদন-বাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥

অর্থাৎ মধুসূদন বাক্‌পতি নবদ্বীপে আসিলে তর্কবাগীশ কম্পিত ও গদাধর কাতর হইয়াছিলেন।

শ্রীজীবের রচিত গ্রন্থাদি

"ভক্তিরত্নাকরে" শ্রীজীবের গ্রন্থসমূহের যে তালিকা আছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত পঁচিশখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় :—(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) সূত্রমালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, (৫) গোপাল-বিরুদাবলী, (৬) রসামৃতশেষ, (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব, (৮) শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, (৯) ভাবার্থসূচকচম্পূ, (১০) গোপাল-তাপনীর টীকা, (১১) ভক্তিরসামৃত-

সিন্ধুর টীকা, (১২) উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, (১৩) যোগসার-স্তবের টীকা, (১৪) অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীভাষ্যের টীকা, (১৫) পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন ও শ্রীরাধিকাকরপদস্থিত চিহ্ন, (১৬) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (১৭) গোপালচম্পূ—পূর্ব্ববিভাগ, (১৮) গোপালচম্পূ—উত্তরবিভাগ, (১৯-২৪) ষট্সন্দর্ভ এবং (২৫) ক্রমসন্দর্ভ-নামক ভাগবতের টীকা। নরহরি চক্রবর্ত্তী যে সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই তালিকা দিয়াছেন, তাহার শেষে "ইত্যাদয়ঃ" আছে। এই তালিকা হইতে "সর্ব্বসংবাদিনী"র ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ বাদ পড়িয়াছে। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন "দানকেলি-কৌমুদী" নাটকের প্রচ্ছদপটে জানাইয়াছেন যে, উহার টীকা শ্রীজীব গোস্বামীর রচনা। ঐ টীকা যে শ্রীজীব গোস্বামীরই লেখা তাহার কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণ নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় "ললিতমাধব নাটক" ও তাহার টীকা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু টীকাটি কাহার রচিত তাহা বলেন নাই। ঐ টীকার প্রথমে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-চরণৈর্মদেক-শরণৈঃ" পাঠ দেখিয়া মনে হয় যে উহা শ্রীজীবের দ্বারা রচিত। এতদ্ভিন্ন শ্রীরূপ গোস্বামীর কতকগুলি স্তব সংগ্রহ করিয়া শ্রীজীব "স্তবমালা" নামে প্রকাশ করেন। আমি আমার গুরুদেব নিত্যধামগত শ্রীল অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের গ্রন্থাগারে তাঁহার নিজের হাতে নকল করা সংস্কৃত ভাষায় শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত "বৈষ্ণববন্দনা" নামে একখানি পুস্তিকা পাইয়াছি। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে ৪৪০ সংখ্যক পুঁথিও ঐ গ্রন্থের অনুলিপি। শুনিয়াছি যে পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের শ্রীপাট কাঁদড়ায় আর একখণ্ড অনুলিপি আছে। ঐ গ্রন্থে নিত্যানন্দের ভক্তদের যে বিশদ বিবরণ আছে তাহা দেখিয়া মনে হয় যে শ্রীজীব নিত্যানন্দের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীজীব

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের কোন লীলা বর্ণনা করেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যসন্দর্ভ লেখেন নাই। তবে যখন তিনি ক্রমসন্দর্ভ-নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লেখেন, তখন শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যকে "স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ টীকার শেষে তিনি শ্রীচৈতন্যকে নিম্নলিখিত-ভাবে বন্দনা করিয়াছেন—

নমশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

শ্রীজীব সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নরূপে দেখিয়াছেন। ষট্সন্দর্ভের অন্তে প্রীতির বিচার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "তাদৃশ ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য জগতে যে অবতার আগমন করিয়াছেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের আশ্রয়, সেই চৈতন্য-বিগ্রহ কৃষ্ণের জয়।"

"সর্ব্বসংবাদিনী"তে শ্রীজীব শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। (ক) শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় শ্রীভগবান্‌ই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।[১] শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই কলিযুগের উপাস্য বলা হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

—ভাগবত, ১০।৮।২৩

শ্রীজীব ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে সত্যযুগে ভগবানের শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং পরিশেষ প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্যদেব যে পীতবর্ণ ধারণ করেন তাহা প্রতিপন্ন হইল।[২] অপর শ্লোকটি এই :—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

—ভাগবত, ১১।৫।৩২

"কৃষ্ণবর্ণ" শব্দের দুইটি অর্থ, প্রথমতঃ যাহার পূর্ণ নামে "কৃষ্ণ" এই দুইটি বর্ণ আছে, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্য নামে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় আছে। দ্বিতীয়তঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন এবং সকল জীবের প্রতি করুণাবশতঃ

---

১ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবত-পদ্যসংবাদেন স্তৌতি।—সর্ব্বসংবাদিনী

২ শ্রীরূপ গোস্বামী লঘু ভাগবতামৃতে কিন্তু বলেন—

কথ্যতে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তশ্যামক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

সকল লোকের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে উপদেশ দেন। "ত্বিষাকৃষ্ণং" শব্দের অর্থ এই যে যিনি স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং যাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয়; অথবা যিনি জনসাধারণের দৃষ্টিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হয়েন; ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়েন। ফলতঃ ইঁহাতে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ-নিবন্ধন এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। "তস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইতি ভাবঃ।"—সর্ব্বসংবাদিনী

"আবির্ভাব" শব্দটি পারিভাষিক। শ্রীরূপ গোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাইবার পর ব্রজবাসিগণ বিরহে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের বিরহজনিত ক্লান্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হয়েন। এইরূপ আবির্ভাবের পর হইতে ব্রজবাসিগণ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র গমন করেন নাই; তবে যে শুনিতে পাই, তিনি মথুরায় গিয়াছেন, সে আমাদের স্বপ্নমাত্র। শ্রীজীব গোস্বামী যদি "লঘুভাগবতামৃতের" অর্থে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া থাকেন তাহা হইলে ভক্তহৃদয়ের অনুভূতিই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার মূল প্রমাণ হয়।

(খ) বিদ্বদনুভবের উপর জোর দিয়া শ্রীজীব বলিতেছেন যে বহু বহু মহানুভব বহু বার তাঁহার ভগবত্তাসূচক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র পার্ষদ সমন্বিতরূপে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বুঝিয়াছেন। সর্ব্বসংবাদিনীর প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন যে "কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি-দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্তাই যাঁহার নিজস্বরূপ, যে স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করিয়া অন্যত্র দুর্লভ সহস্র সহস্র প্রেম-পীযূষময় জাহ্নবীধারা তদীয় নিজ অবতার-প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় শ্রীভগবান্‌কেই শ্রীমদ্‌ভাগবতশাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।"

কোন্ কোন্ দেশের মহানুভবগণ শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার একাধিক বার প্রমাণ পাইয়াছেন? তাহার উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—"গৌড়বরেন্দ্র বঙ্গ-সুহ্মাৎ কলিঙ্গাদি দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সুহ্ম ও উৎকলদেশবাসী মহানুভবগণের মধ্যে তাঁহার এই ভগবত্তা মহাপ্রসিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা যখন এইরূপে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তখন শ্রীজীব তাঁহাকে "স্বসম্প্রদায় সহস্রাধিদৈবং" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

(গ) শ্রীজীব "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের" শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান বচনসমূহেরও বিচার করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন যে দ্বাপর যুগের অবতারের বর্ণ শুকপক্ষবর্ণ এবং কলির নীলঘন। শ্রীজীব বলেন, "যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার না হয়েন, উহা সেই দ্বাপর অবতারের বর্ণসূচক প্রমাণ-বচন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপিচ, যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই কলিতেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার একই রসসম্বন্ধসূত্রে সম্বন্ধ। ইহা হইতে ইহাই জানা যায় যে শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ।" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও আছে যে কলিতে হরি কোন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন না—এজন্য হরিকে "ত্রিযুগ" বলা হয়। ইহার উত্তরে শ্রীজীব বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অসীম, তাহাতেই সময়ে সময়ে আর্ষ-বচন-প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয় এবং কলিকালেও শ্রীভগবান্ আত্মদেহ প্রকট করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। এই যুক্তির মধ্যে অনেকখানি দুর্ব্বলতা দেখা যায়। যাহা হউক, শ্রীজীব নিজে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

> অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
> কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার বাহিরে গৌরবর্ণ, অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, যিনি স্বীয় অঙ্গাদির বৈভব জনসমাজে প্রকটিত করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা তাঁহার উপাসনা করি।

৫। গোপাল ভট্ট গোস্বামী

শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম। কিন্তু তাঁহার জীবনী ও কার্য্যাবলী রহস্যজালে আবৃত। তিনি ত্রিমল্ল ভট্টের অথবা বেঙ্কট ভট্টের পুত্র তাহা লইয়া মতভেদ আছে। "ভক্তিরত্নাকরের" মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকেও গোপাল ভট্টের সূচকে তাঁহাকে শ্রীমদ্বেঙ্কট ভট্টনন্দন বলা হইয়াছে। অথচ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থে তাঁহাকে "ত্রিমল্লের বালক গোপাল-

ভট্ট নাম" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ মতভেদের কারণ বোধ হয় শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অনবধানতা। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া—

ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস॥
—চৈ. চ., ২।১।৯৯

কিন্তু মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন (২।৯।৭৬-৮০)।

কবিরাজ গোস্বামীর এই অনবধানতা "অনুরাগবল্লী"র গ্রন্থকার মনোহর দাসের চোখ এড়ায় নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

সেখানে ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে ভিক্ষা লইলা।
ভট্টের প্রার্থনা মতে চাতুর্ম্মাস্য রৈলা॥
নবম পরিচ্ছেদে সেই সূত্র বিস্তারিল।
তাহে তার ছোট ভাই বেঙ্কট লিখিল॥
ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রাদি আত্মসাৎ পরিপাটী।
রহি গেল তে কারণে লিখনের ত্রুটী॥—প্রথম মঞ্জরী

কবিরাজ গোস্বামী গোপাল ভট্টকে অন্য পাঁচ গোস্বামীর সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং শাখানির্ণয়ে কেবলমাত্র লিখিয়াছেন যে—

শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন॥—১।১০।১০৩

ইহা ছাড়া তাঁহার গ্রন্থে গোপাল ভট্ট-সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই। অন্য পাঁচ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত হইয়াছে। গোপাল ভট্ট-সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণবদের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। "ভক্তিরত্নাকরে" এই সন্দেহের কথা নিম্নলিখিতরূপে ইত করা হইয়াছে—

শ্রীগোপাল ভট্টের এসব বিবরণ।
কেহো কিছু বর্ণে কেহো না করে বর্ণন॥

না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে ॥—পৃ. ১৫

নরহরি চক্রবর্ত্তী কবিরাজ গোস্বামীর নীরবতার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বৃন্দাবনদাস যেমন শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়াছেন, তেমনি কবিরাজ গোস্বামীও গোপাল ভট্টের বিবরণ বাদ দিয়াছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের কবিদের বর্ণনা করিবার জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখা। দ্বিতীয়তঃ কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃত লিখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে—

শ্রীগোপালভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল ॥

নরহরি চক্রবর্ত্তীর প্রথম যুক্তি-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে শ্রীজীবের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার সন্দেহের বিষয় হইলেও তাঁহার কথা তিনি লিখিতে পারিলেন, অথচ গোপাল ভট্টের কথা বাদ দিলেন—ইহার কারণ হয়ত কিছু গুরুতর। দ্বিতীয় যুক্তি সমর্থন করা আরও কঠিন; কেন-না চরিতামৃত আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যদি গোপাল ভট্টের আজ্ঞা লওয়া হইত, তাহা হইলে আদি লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সে কথা তিনি গৌরব করিয়া লিখিতেন।

গোপাল ভট্টের নাম কবিকর্ণপূরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে" ও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে" নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচন ও জয়ানন্দও তাঁহার সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রথম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্ত তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

সুখাসীনং জগন্নাথং ত্রিমল্লাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ।
স্ত্রীপুত্রস্বজনৈঃ সার্দ্ধং সিষেব প্রেমনির্ভরঃ ॥
গোপালনামা বালোঽস্য প্রভোঃ পার্শ্বে স্থিতস্তদা।
তং দৃষ্ট্বা তস্য শিরসি পাদপদ্মং দয়ার্দ্রধীঃ ॥
দত্ত্বা বদ হরিং চেতি সোঽপি হর্ষসমন্বিতম্।
বাল্যক্রীড়াং পরিত্যজ্য কৃষ্ণং গায়ন্ ননর্ত্ত চ ॥

—৩।১৫।১৪-১৬

বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে মুরারির উক্তির সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না। সেইজন্য গোপাল ভট্টের পিতার নাম ত্রিমল্ল ভট্ট বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত

করিলাম। গোপাল কবিকর্ণপূরের ন্যায় বাল্যকালেই শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন, এই সংবাদও মুরারি গুপ্তের নিকট হইতে পাওয়া গেল।

বাল্যকালেই গোপাল ভট্ট শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অথচ এই প্রথম সাক্ষাৎকারের পর মহাপ্রভু বাইশ বৎসর কাল পুরীতে থাকিলেও গোপাল ভট্ট আর কখনও তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। "অনুরাগবল্লী"র মতে গোপাল ভট্ট পিতা ত্রিমল্ল, গুরু ও পিতৃব্য প্রবোধানন্দ ও পিতৃব্য বেঙ্কটের পরলোকগমনের পর বৃন্দাবনে আসেন।

আসিয়া পাইলা রূপ-সনাতন-সঙ্গ।
দুই রঘুনাথ-সহ প্রেমার তরঙ্গ॥
শ্রীজীবে বাৎসল্য কোটি প্রাণের অধিক।
সদা-স্বাদ রাধা-কৃষ্ণ-বিলাস-মাধ্বীক॥

রঘুনাথদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনে আসেন। গোপাল ভট্টও কি তবে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বৃন্দাবনে গমন করেন? নরহরি চক্রবর্ত্তী গোপাল ভট্টের সূচকে লিখিয়াছেন যে রূপ-সনাতন যখন বৃন্দাবনে আসিলেন, তখন গোপাল ভট্ট তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন অর্থাৎ গোপাল ভট্ট রূপ-সনাতনের পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে বাস করিতে আরম্ভ করেন; যথা—

রূপ আর সনাতন যবে আইলা বৃন্দাবন
ভট্টগোসাঞি মিলিলা সবায়।

আবার এই লেখকই "ভক্তিরত্নাকরে" বলিতেছেন যে

লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ-সনাতন।
গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন॥

ফলতঃ ১৫১২ হইতে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আগমন করেন; এই ঘটনার দেড় শত বৎসরের অধিক কাল পরে "অনুরাগবল্লী" ও "ভক্তিরত্নাকর" লিখিত হয়। এই দুই গ্রন্থ রচনার সময়ে লেখকগণ জনশ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন উপাদান পায়েন নাই। সেইজন্যই তাঁহাদের নিজেদের উক্তির মধ্যেই পরস্পর-বিরোধ ও অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে শ্রীচৈতন্য গোপাল ভট্টের জন্য নীলাচল হইতে ডোর ও কৌপীন বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট সাধারণতঃ পশ্চিমাদিগকে শিষ্য করিতেন ; যথা—

গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র।
গৌড়িয়া আইলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র ॥ [১]

কিন্তু তাঁহার এই রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শিষ্যত্বে বৃত করেন।

আমি বরাহনগরের গ্রন্থমন্দিরে কবিকর্ণপূর-কবিরাজ-কৃত গোপাল ভট্টের একটি বন্দনা পাইয়াছি। [২] তাহাতে আছে যে গোপাল ভট্ট নাট্য ও সঙ্গীতে নিপুণ ও আলাপে-আলোচনায় রসিক ছিলেন ; যথা—

জিতবর-গতিভঙ্গির্নাট্যসঙ্গীত-রঙ্গী
তনুভৃত-জনু-চিত্তানন্দ-বর্দ্ধি-সুধীশঃ।
চরিত-সুখবিলাসশ্চিত্রচাতুর্য্য-ভাষঃ
পরম-পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ ॥

হরিভক্তিবিলাসের রচয়িতা কে ?

১২৮৯ বঙ্গাব্দে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় "হরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থ গোপাল ভট্টগোস্বামীর রচনা বলিয়া তিনি প্রচার করেন। তিনি গ্রন্থের শেষে গোপাল ভট্টের যে সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, গোপাল ভট্ট সনাতন গোস্বামীর "হরিভক্তিবিলাস"কে মূল সূত্ররূপে পরিগণিত করিয়া ব্রতাদির মাহাত্ম্য, নিত্যতা ও বিবিধ মতামত নানা পুরাণ ও সংহিতাদি হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ করত "ভগবদ্ভক্তিবিলাস" নামে জনসমাজে প্রচারিত করেন। কিন্তু সটীক ও সংক্ষিপ্ত হরিভক্তিবিলাস যে সনাতনের রচিত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় ; কোন কোন স্থলে কেবল সনাতনের রচিত মূল সংক্ষিপ্ত "হরিভক্তি-বিলাস" দেখিতে পাওয়া যায়। সনাতন গোস্বামীর দ্বারা লিখিত "হরিভক্তি-

১ অনুরাগবল্লী, দ্বিতীয় মঞ্জরী

২ বরাহনগর গ্রন্থমন্দির, পুথি-সংখ্যা ৬৩৮

বিলাস” গ্রন্থ আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও দেখিতে পাই নাই। গোপাল ভট্টের গ্রন্থের নাম যে “ভগবদ্ভক্তিবিলাস”, “হরিভক্তিবিলাস” নহে, তাহা রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দুইখানি বৈষ্ণবস্মৃতি রচিত হইয়াছিল—একখানি সংক্ষিপ্ত, সনাতন কৃত; অন্যখানি বিশদ, গোপাল ভট্ট-কৃত।

কিন্তু মুদ্রিত হরিভক্তিবিলাসের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ২৪ পরিচ্ছেদের মিল দেখিয়া মনে হয় বৈষ্ণবস্মৃতি মাত্র একখানিই রচিত হইয়াছিল—দুইখানি নহে।[১] মনোহরদাসও বলেন—

শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল।
সর্ব্বত্র আভোগ ভট্টগোসাঞির দিল॥
—অনুরাগবল্লী, প্রথম মঞ্জরী

ভক্তিরত্নাকরেও দেখা যায়—

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণন॥—পৃ. ১৪

এই দুই গ্রন্থই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবারের লোকের লেখা এবং গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাস আচার্য্যের গুরু। গোপাল ভট্ট স্বয়ং গ্রন্থ লিখিলে ইঁহারা সে কথা ইচ্ছা করিয়া গোপন করিতেন না।

কিন্তু গ্রন্থখানি সনাতনের লেখা হইলে মঙ্গলাচরণের শ্লোক লইয়া কিছু মুস্কিল বাধে। দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ॥

১ ডাঃ সুশীলকুমার দে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—‘হরিভক্তিবিলাস’ ও ‘ভগবদ্ভক্তি-বিলাস’ দুইখানি পৃথক্ গ্রন্থের নাম ধরিবার কোনও কারণ নাই। একই পুঁথিতে দুই নামই পাওয়া যায়।

অর্থাৎ "ভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্টনামা ব্যক্তি রঘুনাথদাস তথা রূপ-সনাতনকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্তির বিলাস সম্যগ্‌রূপে আহরণ করিতেছে।" এই শ্লোক কিছুতেই সনাতনের রচিত হইতে পারে না—কেন-না তিনি নিজে একথা জাহির করিবেন না যে, তাঁহার সন্তোষের জন্য গোপাল ভট্ট গ্রন্থ লিখিতেছেন।

আমার মনে হয় গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামীর সমবেত চেষ্টার ফলে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী গ্রন্থের মালমশলা জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন, গোপাল ভট্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

হরিভক্তিবিলাস ও বাংলার বৈষ্ণবসমাজ

"হরিভক্তিবিলাসের" মতামত লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এই ধারণা জনসাধারণ-মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কয়েকটি প্রধান বিষয়ে "হরিভক্তিবিলাসের" সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে গৃহীত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব কায়স্থ রঘুনাথ দাসকে নিজের পূজিত গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সার্ব্বজনীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গোপাল ভট্ট বিধান দিয়াছেন—

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

অর্থাৎ কি দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য)[1], কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকলেই নিরত হইয়া শালগ্রামশিলা-রূপী ভগবানের পূজা করিবেন। সনাতন গোস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব," কিন্তু বাঙ্গালাদেশে শূদ্র শালগ্রাম-পূজার অধিকার পায় নাই।

"হরিভক্তিবিলাসের" অষ্টাদশ বিলাসে শ্রীমূর্ত্তি-নির্ম্মাণের রীতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে গোপাল, মহাবরাহ, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, মৎস্য, কূর্ম্ম, মহাবিষ্ণু, লোকপালবিষ্ণু, চতুর্ভুজ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বামন, বুদ্ধ, নরনারায়ণ, হয়গ্রীব, জামদগ্ন্য ও দাশরথি রাম প্রভৃতি মূর্ত্তি-গঠনের বিধান লিখিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণরুক্মিণীর

১ হরিভক্তিবিলাস, ৫।২২৩

মূর্ত্তির কথা থাকিলেও, রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির কথা কিছুই নাই। কৃষ্ণের যে মূর্ত্তির বর্ণনা আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণবের ধ্যানের বস্তু নহে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণকে ভজনা করেন। আর বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে "হরিভক্তি-বিলাসে" ধৃত হইয়াছে—

কৃষ্ণশ্চক্রধরঃ কার্য্যো নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ।
ইন্দীবরধরা কার্য্যা তস্য সাক্ষাচ্চ রুক্মিণী ॥

লক্ষ্মীর মূর্ত্তি কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহার বিধান আছে, কিন্তু রাধামূর্ত্তির কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই। পঞ্চমবিলাসে শ্রীনন্দনন্দন-বর্ণনা-প্রসঙ্গে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরাধার ধ্যান নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থে এইরূপ অনুল্লেখ অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

গ্রন্থের শেষে গোপাল ভট্ট লিখিতেছেন—

"কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।"

অর্থাৎ সজ্জন ধনী গৃহস্থদিগের প্রায় সমস্ত কৃত্য ইহাতে লিখিত হইল। শ্রীরাধার মহাভাবের আস্বাদনই যদি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সাধনার শ্রেষ্ঠ দান হয়, তাহা হইলে ধনীদের তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না।

গোপাল ভট্ট শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণবল্লভা টীকা রচনা করিয়াছেন।[১] ঐ টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্কার নাই। আমার সন্দেহ হয় ঐ টীকা ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের রচিত নহে; কেন-না ঐ টীকাতে গোপাল ভট্ট নিজের পিতার নাম দ্রাবিড় হরিবংশ ভট্ট ও পিতামহের নাম নৃসিংহ লিখিয়াছেন। উক্ত টীকাকারের রচিত কালকৌমুদী ও রসিকরঞ্জনী টীকাতেও ঐ পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপাল ভট্টের দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে দিয়াছেন। শ্রীজীব স্বীকার করিয়াছেন যে গোপাল ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করিয়া একখানি সন্দর্ভগ্রন্থ রচনা করেন।

১ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ২৮০ সংখ্যক পুথি। ডাঃ সুশীলকুমার দে কয়েকখানি পুথি মিলাইয়া সটীক কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ গ্রন্থে ক্রম ও পর্য্যায়-অনুসারে সিদ্ধান্তাদির বিচার হয় নাই বলিয়া শ্রীজীব ষট্সন্দর্ভ-রচনায় মনোনিবেশ করেন।

গোপাল ভট্ট শ্রীচৈতন্যের কোন লীলা বর্ণনা করেন নাই। তবে "হরিভক্তিবিলাসের" প্রত্যেক বিলাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্[১], গুরুত্তর[২], জগৎগুরু[৩] প্রভৃতি আখ্যায় স্তুতি করিয়াছেন। তিনি বারবার স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের কৃপাতেই এই গ্রন্থ লিখিবার ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি, ধ্যান ও উপাসনা-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই।

১ হরিভক্তিবিলাস, ১৮।১
২ ঐ ১।২০
৩ ঐ ২।১

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

“শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত” ভক্তিরসে ভরপূর একখানি সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য। ইহার শ্লোকসংখ্যা, ১৪৩। স্তুতি, নতি, আশীর্ব্বাদ, শ্রীচৈতন্যভক্তমহিমা, শ্রীচৈতন্যের অভক্তদের নিন্দা, দৈন্য, উপাস্যনিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যের উৎকর্ষ, শ্রীচৈতন্য অবতারের মহিমা, লোকশিক্ষা, রূপোল্লাস, শোচন—এই দ্বাদশটি প্রকরণে গ্রন্থখানি বিভক্ত। ইহাতে অনুষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বসন্ত-তিলক, মালিনী, শিখরিণী, পৃথ্বী, মন্দাক্রান্তা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা, শালিনী ও রথোদ্ধতা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শুধু ছন্দে নহে, শব্দসম্পদ্ ও ভাবসম্পদেও কাব্যখানি অপূর্ব্ব। শ্রীচৈতন্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র না হইলে এ ধরনের কাব্য লেখা কঠিন। লেখকের সহিত শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত পরিচয় ও অন্তরঙ্গতার ছাপ লেখার মধ্যে সুস্পষ্ট।

প্রবোধানন্দের পরিচয়

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের রচয়িতার নাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই প্রবোধানন্দের সবিশেষ পরিচয় নির্ণয় করা দুরূহ। কাব্যখানি যে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেন-না কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন—

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা।
সা প্রবোধানন্দযতির্গৌরোদ্গানসরস্বতী ॥—১৬৩

অর্থাৎ ব্রজে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা তুঙ্গবিদ্যা ছিলেন, তিনি গৌরোদ্গান সরস্বতী প্রবোধানন্দ যতি।

আমি শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত বলিয়া কথিত যে সংস্কৃত বৈষ্ণববন্দনা পাইয়াছি, তাহাতে আছে—

প্রবোধানন্দসরস্বতীং বন্দে বিমলাং যয়া মুদা।[১]
চন্দ্রামৃতং রচিতং যৎশিষ্যো গোপালভট্টঃ ॥

দেবকীনন্দন সেনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দোঁ। করিয়া যতন।
যে করিল মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন ॥

দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস "বৈষ্ণববন্দনা"য় লিখিয়াছেন—

বন্দোঁ। করিয়া ভক্তি প্রবোধানন্দ সরস্বতী
পরম মহত্ত্ব গুণধাম।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পুস্তক যাঁহার কৃত
এই পুথি ভক্ত-ধন-প্রাণ ॥

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রবোধানন্দের নাম শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দশম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের শাখাবর্ণনার মধ্যে নাই। গোপালভট্ট নিজে "ভগবদ্ভক্তিবিলাস" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে তিনি প্রবোধানন্দের শিষ্য।[২] এই পরিচয় সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রবোধানন্দের নাম কেন যে উল্লেখ করিলেন না তাহা অনুসন্ধেয়।

১ বরাহনগরের পুথিতে পাঠান্তর 'বিমলয়া মুদা'

২ ভক্তবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥

সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভগবৎপ্রিয়স্যেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরুষেণ বা সমাসেন তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতম্। এবং তচ্ছিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক্ বোদ্ধব্যম্।" অনুরাগবল্লীতে মনোহর দাস ঐ টীকার বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

গ্রন্থকর্তা নাম শ্রীগোপালভট্ট কয়। প্রবোধানন্দের শিষ্য তাহাতেই হয় ॥
সে প্রবোধানন্দ বা কাহার শিষ্য হয়। ভগবানের প্রিয় ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
ভগবান্ শব্দে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহার করুণা-পাত্র অতএব ধন্য ॥
শ্রীরূপসনাতন-কৃত-গ্রন্থচয়। তাতে যে স্থানে প্রয়োগ মহাপ্রভুর হয় ॥
সর্বত্র ভগবৎ শব্দ করয়ে লিখন। স্বয়ং ভগবান্ জানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
সেবিলেন গোপাল ভট্ট কায়বাক্যমনে তে কারণে মহাপ্রভুর কৃপার ভাজনে ॥

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দেড় শত বৎসরের অধিককাল পরে লেখা দুইখানি বাঙ্গালা বইয়ে এক প্রবোধানন্দের পরিচয় আছে। মনোহরদাস "অনুরাগবল্লী"তে লিখিয়াছেন যে ত্রিমল্ল ও বেঙ্কট ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রবোধানন্দ। তিনিই গোপাল ভট্টের পূর্ব্বগুরু। মনোহরদাসের মতে এই গুরু দীক্ষাগুরু নহেন—শিক্ষাগুরু মাত্র ; যথা—

অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে।
পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে॥
তারপরে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শন।
সভারি হইল পূর্ব্ব করিল লিখন॥
অত্যাদরে বিদ্যাগুরু লিখেন জানিঞা।
যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ অধিক মানিঞা॥
—অনুরাগবল্লী, পৃ. ৪

উক্ত গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহ হইতে বিদায় লইবার কিছুকাল পরে ভট্টগোষ্ঠী তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন। তারপর তাঁহারা পুরীধামে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণপ্রান্তে পতিত হয়েন। মহাপ্রভু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ভজন-সাধন করিতে উপদেশ দেন।

ক্রমে ক্রমে তিন ভাইয়ের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
তা সভার ঘরনী অগ্রপশ্চাৎ পাইল॥
সর্ব্ব সমাধান করি উদাসীন হঞা।
বৃন্দাবনে আইলেন প্রেমে মত্ত হঞা॥—অনুরাগবল্লী, পৃ. ৭

এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে প্রবোধানন্দের পরলোকগমনের পর গোপাল-ভট্ট বৃন্দাবনে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

ইহাতে প্রবোধানন্দ প্রভুপার্ষদ হয়। তেমতি গোপাল ভট্ট জানিহ নিশ্চয়॥
অপি শব্দের অর্থ এই ত নির্দ্ধার। সনাতন-মুখোদিত সিদ্ধান্তের সার॥

প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রিয়পার্ষদ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার নাম একবারও করিলেন না কেন?

"ভক্তিরত্নাকর"ও বলেন যে প্রবোধানন্দ গোপাল-ভট্টের পিতৃব্য ও শিক্ষাগুরু। তিনি শ্রীচৈতন্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন ; যথা—

কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল।
অল্পকাল হৈতে অধ্যয়ন করাইল॥
পিতৃব্য-কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান।
গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্॥
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয় তা বিনা স্বপনে নাহি আন॥—পৃ. ১১

শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের পর প্রবোধানন্দের কি হইল তাহা আর নরহরি চক্রবর্ত্তী বর্ণনা করেন নাই। "অনুরাগবল্লী" ও "ভক্তিরত্নাকরের" বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় প্রবোধানন্দ-সম্বন্ধে একটি গুরুতর সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে প্রবোধানন্দকে কৃপা করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি নিশ্চয়ই গৃহী ছিলেন, কেন-না সন্ন্যাসী হইয়া ভাইয়েদের সহিত এক বাড়ীতে বাস করা নিয়ম নহে। তারপর "অনুরাগবল্লী" ত্রিমল্লাদি তিন ভাইয়ের তিন ঘরনীরও উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে কোন সময়ে হয়ত তিনি "সরস্বতী"-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র, পরমানন্দ, দামোদর, সুখানন্দ, গোবিন্দানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি পুরী, নরসিংহ, পুরুষোত্তম, রঘুনাথ প্রভৃতি তীর্থ ও সত্যানন্দাদি ভারতী, দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পর শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র হইবার পর রূপ-সনাতন প্রভৃতির ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যোগ না দিয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে যোগ দিবেন কেন? "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধারণা জন্মে যে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রবোধানন্দ "মায়াবাদী" ছিলেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৯ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—"যে পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের চরণকমলের প্রিয় ভক্তজন দৃষ্টিগোচর না হয়েন, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মকথা ও মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেই পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খল বোধ হয় না, এবং সেই পর্য্যন্তই বহিরঙ্গ-মার্গ-পতিত বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর কলহ হইবার সম্ভাবনা।"

৩২ শ্লোকে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে উৎফুল্লমুখ জড়মতি ব্যক্তিদিগকে ধিক্কার দিয়াছেন—"ধিগস্তু ব্রহ্মাহং-বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্॥" ৪২ শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের বিবিধ ভাববিকার ও লীলাকটাক্ষ দর্শন করিয়া সকল লোকের মনে মোক্ষাদির তুচ্ছতাবোধক প্রেমানন্দ উৎপন্ন হয়।

যদি অনুমান করা যায় যে প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে অদ্বৈত-বেদান্তচর্চ্চায় নিমগ্ন জ্ঞানী গৃহস্থ ছিলেন, তাহা হইলেও মহাপ্রভুর কৃপা পাইবার পর তিনি সরস্বতী-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইবেন ইহা কল্পনা করা কঠিন। সেইজন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণদর্শন করিবার পূর্ব্বেই তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন ও পরে স্বরূপ-দামোদরের ন্যায় গৌরপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত যদি যুক্তিসহ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৬৩ বৎসর পরের লেখা "অনুরাগবল্লী"র বিবরণ ভ্রান্ত বলিতে হয়। মোটের উপর "ভক্তিরত্নাকর" ও "অনুরাগবল্লী" হইতে প্রবোধানন্দের জীবনচরিত-সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া গেল না।

অনেকে মনে করেন শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভের পূর্ব্বে প্রবোধানন্দের নাম ছিল প্রকাশানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যই তাঁহাকে প্রবোধানন্দ নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এরূপ ধারণার সমর্থক কোন উক্তি আমি কোন সমসাময়িক বা প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে পাইলাম না। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রকাশানন্দের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ও মধ্য লীলার সপ্তদশ ও পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, কিন্তু কোথাও প্রকাশানন্দের নাম প্রবোধানন্দ হইল এরূপ উক্তি করেন নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কোথাও "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের" একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। প্রকাশানন্দই যদি প্রবোধানন্দ হইতেন তাহা হইলে প্রকাশানন্দের ভক্তিভাব দেখাইবার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী "চন্দ্রামৃতের" অন্ততঃ দুই-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন।

শ্রীচৈতন্য ও প্রবোধানন্দ

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের" আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে জানা যায় যে প্রবোধানন্দ নীলাচলে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ৭৯ শ্লোকে লিখিয়াছেন—"যিনি যমুনাতীরবর্ত্তী সুরম্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া লবণ-

সমুদ্রের তীরস্থ পুষ্পবাটিকায় গমন করিয়াছেন, যিনি পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া রক্তবসন ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি নিজ ইন্দ্রনীলমণি-বিড়ম্বিনী কান্তি পরিত্যাগ করিয়া গৌরকান্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিই আমার গতি।" ৮৬ শ্লোকেও "সন্ন্যাসিকপটং নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজরসমদাদম্বুধিতটে" বলিয়াছেন। লবণসমুদ্রের তটে নর্ত্তনশীল শ্রীচৈতন্যকে ১২৯ ও ১৩১ শ্লোকেও স্মরণ করা হইয়াছে। ১৩৫ ও ১৩৬ সংখ্যক শ্লোক দুইটি পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে লেখক স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লোক দুইটির বাংলা অনুবাদ দিতেছি—

"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইয়া সমুদ্রতীরে উপবেশনপূর্ব্বক, করতলে বদরফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া, নয়নজলে সম্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন এবং মনোহর অরুণ-বসন পরিধান করিয়া শ্রীরাধার পাদপদ্মে রতি বিস্তার করিতেছেন।" "যিনি পদধ্বনিতে দিক্‌সকল মুখরিত, নয়নবারি-ধারায় পৃথ্বীতল পঙ্কিল এবং অট্ট অট্ট হাস্যপ্রকাশে নভোমণ্ডল শুক্লবর্ণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রকান্তি শ্রীগৌরদেব কটিতটে আলম্বমান রক্তবসনে সুশোভিত হইয়া সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে নৃত্য করিতেছেন।"

প্রবোধানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত কতিপয় শ্রেষ্ঠ ভক্তকেও নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন। ২৭ শ্লোকে অদ্বৈতের ও ৪৪ শ্লোকে বক্রেশ্বরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই-সব ভক্তের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি "শ্রীচৈতন্যভক্তমহিমা" ও "শ্রীচৈতন্যভক্তনিন্দা" নামক প্রকরণ আবেগভরে লিখিতে পারিয়াছিলেন। গৌরভক্তগণের চরিত্রের মাধুর্য্য তিনি একটি শ্লোকে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

> তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্য-মুগ্ধাকৃতিঃ
> সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধ-থূথূৎকৃতিঃ।
> হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
> ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥—২৪ শ্লোক

প্রবোধানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণকে দর্শন করিলেও, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কিছুদিন পরে "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" লেখেন। অনুমান হয় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; কেন-না ৩৮ শ্লোকে প্রবোধানন্দ লিখিতেছেন—

"হা শ্রীচৈতন্য! কোথায় গমন করিলে? তোমার সেই নির্ম্মল পরোমজ্জ্বল-রস ভক্তিমার্গ আর কোন স্থানে দৃষ্ট হইতেছে না; বরং কোন সম্প্রদায়ে কর্ম্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে জপ-তপ-যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দার্চ্চনে বিকার, কোন স্থানে বা জ্ঞান-বিষয়ে অভিমান এবং কোথাও বা পরমোজ্জ্বল ভক্তি বাহ্মাত্রে অবস্থান করিতেছেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।" এইরূপ উক্তি সেই সময়েই করা সম্ভব যখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অল্প দিন পরে অন্তরঙ্গ ভক্তগণও লোকান্তরিত হইয়াছেন, অথচ গৌড়মণ্ডলে বা ব্রজমণ্ডলে সাধকমণ্ডলী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইতে পারেন নাই।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" হইতে শ্রীচৈতন্যের অপরূপ ভাবমাধুর্য্যের আস্বাদন পাওয়া যায়। ১০ শ্লোকে তাঁহার নৃত্যাবেশে হরিসঙ্কীর্ত্তনের, ১৪ শ্লোকে নবীন মেঘ, ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জাবলী-দর্শনে ব্যাকুল হওয়ার, ১৬ শ্লোকে কটিডোরগ্রন্থি বন্ধনপূর্ব্বক সংখ্যা-গণনা-দ্বারা নাম-জপ ও নয়নজলে সিক্ত হইয়া জগন্নাথদর্শন করার, ৩৮ শ্লোকে হরেকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে বিবশ ও স্খলিতগাত্র হওয়ার, ৬৯ শ্লোকে দামনক-পুষ্পের মালা ধারণ করার, এবং ৭ শ্লোকে অশ্রু ও রোমাঞ্চ-দ্বারা শোভিত মনোহর রূপের কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভাববিকাশের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা-হিসাবে উক্ত শ্লোকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী।

শ্রীচৈতন্য কিভাবে প্রেমভক্তি প্রচার করিতেন তাহারও ইঙ্গিত প্রবোধানন্দ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিমুখ জনকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতেছেন এরূপ বর্ণনা কোথাও "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে" নাই। প্রবোধানন্দ বলেন—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্ণঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্॥

অর্থাৎ যিনি একমাত্র দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা স্মরণের বিষয়ীভূত হইলে বা দূরস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত বা বহুমানিত হইলে প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই দয়ালুদেব শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

প্রবোধানন্দ পূর্ব্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন; আর শ্রীগৌরাঙ্গের

কৃপাপ্রাপ্তির পর তিনি একেবারে গৌরপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। ৬০ শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন যে গৌরমূর্ত্তি কোন চোর তাঁহার নিষ্ঠাপ্রাপ্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারকে হরণ করিয়াছে, কীর্ত্তনে ও নর্ত্তনে লজ্জাকে দূর করিয়াছে এবং প্রাণ ও দেহাদির কারণস্বরূপ ধর্ম্মকেও অপহরণ করিয়াছে। প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যকে 'স্বয়ং ভগবান্'-রূপে উপাসনা করিতেন।[১] "শ্রীরাধারসসুধানিধি"-নামক কাব্যে প্রবোধানন্দ মঙ্গলাচরণে গৌরচন্দ্রকে নমস্কার করিয়াছেন এবং শেষে লিখিয়াছেন—

স জয়তি গৌরপয়োধির্মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্তম।
হৃন্নভ উদশীতলয়দ্—যো রাধারসসুধানিধিনা॥

প্রবোধানন্দ সহস্রশ্লোকে "শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্" রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে এবং ৫।১০০ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার "সঙ্গীতমাধব" গীতিকাব্যের শেষে আছে—

অস্ত্রৌঘৈর্মকরন্দবিন্দুনিবহৈর্নিঃস্যন্দিভিঃ সুন্দরং
নেত্রেন্দীবরমাদধৎ সুপুলকোৎকম্পঞ্চ বিভ্রদ্বপুঃ।
বাচশ্চাপি সগদ্গদা হরিহরীত্যানন্দিনীরুদ্গিরন্
প্রেমানন্দরসোৎসবং দিশতু বো দেবঃ শচীনন্দনঃ।

গৌর-পারম্যবাদ

তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে এক অভিন্ন তত্ত্বরূপে জানিয়াছিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যকে উপাসনা করিয়া তিনি অধিকতর আনন্দ পাইতেন। তিনি ৫৮ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"যদি কোন মুরারিভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ সাধনভক্তি-দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রেম সাধন করেন, তবে মঙ্গল বটে, তিনি তাহা সাধন করুন; কিন্তু আমার পক্ষে অপার-প্রেমসুধাসিন্ধু-স্বরূপ শ্রীগৌরহরির ভক্তিরসে যে অতিরহস্য প্রেমবস্তু আছে তাহাই আদরের সহিত ভজনীয়।"

ইহাই গৌর-পারম্যবাদ। নরহরি সরকার ও শিবানন্দ সেন এই পথেরই পথিক। প্রবোধানন্দ এইরূপ মতবাদ পোষণ করিতেন বলিয়াই কি, শ্রীপাদ

---

১ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৩৭, ৪১ ও ১৪১ শ্লোক

কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" তাঁহার নাম উল্লেখ বা তাঁহার গ্রন্থের কোন শ্লোক উদ্ধার করেন নাই ?

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ-নাগর" হেন স্তব নাহি বোলে ॥—চৈ. ভা., পৃ. ১১৩

কিন্তু প্রবোধানন্দ ১৩২ শ্লোকে "গৌরনাগরবর"কে ধ্যান করিয়াছেন। এই ধ্যানের মূর্ত্তির সহিত নীলাচলবাসী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের কোন সাদৃশ্য নাই।

কোঽয়ং পট্টধটীবিরাজিতকটীদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
ঊর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধ কুন্তলভর-প্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা-
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ ॥

অর্থাৎ যিনি কটিদেশে পট্টবস্ত্র, করে কঙ্কণ, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, ঊর্দ্ধীকৃত নিবদ্ধ কেশসমূহে প্রফুল্ল মল্লিকামালা ধারণ করিয়াছেন, সেই কোন নাগরবর শ্রীগৌরহরি নিজনাম কীর্ত্তনসহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন।

নরহরি সরকার ও লোচনের উপাসনা-প্রণালীর সহিত এই ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবদ্বীপে "মহাপ্রভুর বাড়ীতে" প্রবোধানন্দ-বর্ণিত মূর্ত্তিই পূজিত হইতেছেন। প্রবোধানন্দ "গৌরনাগর"-মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছেন বলিয়াই কি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে" "চন্দ্রামৃতের" কোন শ্লোক উদ্ধার করেন নাই ?

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখকের পরিচয়

বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে "শ্রীচৈতন্যভাগবত" অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ও আদরণীয় গ্রন্থ আর নাই। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পণ্ডিতের গ্রন্থ—আপামর জনসাধারণের নহে। শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রগাঢ় প্রেমভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেইজন্যই হৃদয়গ্রাহী। "শ্রীচৈতন্যভাগবতের" যত অধিক সংখ্যক হাতেলেখা পুথি পাওয়া যায়, এত আর অন্য কোন বৈষ্ণবগ্রন্থের পাওয়া যায় না।

এরূপ জনপ্রিয় গ্রন্থের গ্রন্থকার-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক লেখক গ্রন্থমধ্যে নিজের বংশপরিচয় ও বাসস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থকারদের মধ্যে কবিকর্ণপূর, জয়ানন্দ, লোচন প্রভৃতি নিজের নিজের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই ছিলেন গৃহী। রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেদের কোন পরিচয় দেন নাই। অবশ্য শ্রীজীব গোস্বামী রূপ-সনাতনের বংশ-বিবরণ লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা গুরুর গৌরববৃদ্ধির জন্য, নিজের মহিমা ঘোষণার জন্য নহে। বৃন্দাবনদাস যে নিজের কোন লৌকিক পরিচয় দেন নাই, বৈরাগ্য-অবলম্বন তাহার কারণ হইতে পারে।

তিনি বহু স্থলে নারায়ণীর কথা লিখিয়াছেন; যথা ১।১।১১, ২।১০।১৪০, ৩।৬।৪৭৫।[১] কিন্তু একবার মাত্র বলিয়াছেন যে

> সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস।
> অবশেষ পাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত ॥—৩।৬।৪৭৫

১ প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পরের পৃষ্ঠাঙ্কগুলিও ঐ সংস্করণ হইতে দেওয়া হইবে।

শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্রী নারায়ণীর পুত্র বলিয়া নিজেকে পরিচিত করা, আর লৌকিক জীবনের পরিচয় প্রদান করা এক কথা নহে। কবির মনে নিজের লৌকিক পরিচয় দিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকিলে অন্ততঃ তিনি নিজের মাতামহের নাম করিতেন। তিনি শুধু নারায়ণীকে শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বলিয়াছেন (২।২০।১৭০); কিন্তু কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা লেখেন নাই। কবিকর্ণপূর বলেন যে শ্রীবাসের চার ভাই এবং চারজনকেই মহাপ্রভু কৃপা করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ৫।৯৩)। বৃন্দাবনদাস শুধু শ্রীবাস ও শ্রীরামের কথা লিখিয়াছেন—কবিকর্ণপূর শ্রীপতি নামে আর এক ভাইয়ের বিবরণ দিয়াছেন (ঐ ৫।২৯)। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন যে নারায়ণী "শ্রীবাস ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা" (বঙ্গরত্ন, দ্বিতীয় ভাগ)। কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন—শ্রীবাস ও শ্রীনিবাস একই ব্যক্তির নাম ; যথা—

প্রভু বোলে শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥
আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার।
শ্রীনিবাস-চরণে রহুক নমস্কার ॥
গৌরচন্দ নিত্যানন্দ নন্দন যাহার ॥

—চৈ. ভা., ২।২৫।৩৫৯

অতএব স্মরণ করা প্রয়োজন যে, শ্রীনিবাস-নামের সহিত যখন আচার্য্য-উপাধি যোগ করা হয় তখন গোপাল ভট্টের শিষ্য, নরোত্তম ঠাকুরের সমকালীন যাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বুঝায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেন যে শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীরামের কন্যা নারায়ণী (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ. ৩২৬)। এই উক্তির পোষক কোন প্রমাণ নাই, বরং সুকুমারবাবু যে প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসের মত এই উক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতে নলিন পণ্ডিত নাম আছে। "প্রেমবিলাসের" ত্রয়োবিংশ বিলাসে আছে—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত—এই চার ভাই। নারায়ণী শ্রীবাসের মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা (প্রেমবিলাস, পৃ. ২২১-২, যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণ)। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তি-রত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসের মত গ্রহণ করিয়া বলেন যে শ্রীবাসের আর তিনজন ভাইয়ের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। শ্রীনিধি নাম হইতে বুঝা যায় যে

গোস্বামী মহাশয় প্রেমবিলাসের বিবরণ বিশ্বাস করেন নাই। বস্তুতঃ নারায়ণী শ্রীবাসের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীবাসের সকল ভ্রাতাই যখন মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন, তখন বৃন্দাবনদাস মাতামহের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন?

বৃন্দানদাস যে বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জগদ্বন্ধু ভদ্র (গৌরপদতরঙ্গিণী, প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা, পৃ. ১২৮), অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (বঙ্গরত্ন, দ্বিতীয় ভাগ) ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং, পৃ. ৩১২) স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু "প্রেমবিলাসের" ত্রয়োবিংশ বিলাসের মতে—

বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেল স্বর্গে॥—পৃ. ২২২

"প্রেমবিলাসের" এই অংশ প্রক্ষিপ্ত—আধুনিকী সংযোজনা মাত্র। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রেমবিলাসে প্রদত্ত বৃন্দাবনদাসের কাহিনী বিশ্বাস না করিলেও উদ্ধৃত মত স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে "নারায়ণী গর্ভবতী হইলে তিনি বিধবা হন" (চৈতন্যভাগবত, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৪)। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের এই মত মানিয়া লইয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২১৬)। শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্রী নারায়ণী দেবী বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন, এ কথা মানিয়া লইতে বৈষ্ণব লেখকগণের মনে কষ্ট হয়, তাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে বৃন্দাবনদাস বৈধ বিবাহের ফলে জাত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"যদি ঐ সকল প্রবাদ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়ত কোন সময়ে কোন দুষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমঙ্গলের চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে এবং তৎপরে অতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাহা স্বীকৃত হইয়া পরস্পর কর্ণাকর্ণী হইয়া আসিতেছে।" কিন্তু প্রাচীন মহাজনের গ্রন্থে যে নারায়ণীর বালবৈধব্যের কথা নাই, তাহা নহে। কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের মতে বিশ্বম্ভর মিশ্র গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বৎসর সংসারাশ্রমে ছিলেন। বিশ্বম্ভরের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে অর্থাৎ ১৪৩০ শকে শ্রীবাস-গৃহে নারায়ণী বিশ্বম্ভরের প্রসাদ খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেন, ঐ সময়ে নারায়ণীর বয়স চার বৎসর—

চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত ॥—২।২।১৭০

এই ঘটনা-প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভর্ত্তৃকা মধুরদ্যুতিঃ।
প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥—২।৭।২৬

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই শ্লোক উদ্ধার করিবার সময়ে পাঠ লিখিয়াছেন—

শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াঽভ্রাতৃকা মধুরদ্যুতিঃ।
হরেঃ প্রাপ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥
—চৈ. ভা., পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৩

কোন মেয়ের পরিচয় দিতে হইলে তাহার স্বামী আছে কি না বলা, ভাই আছে কি না বলা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। সেইজন্য মনে হয় অমৃতবাজার-কার্য্যালয়ের ছাপা বইয়ের "অভর্ত্তৃকা" পাঠই ঠিক। প্রাচীন পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

প্রভুর চর্ব্বিত পাণ স্নেহবশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী-হাতে।
শৈশবে বিধবা ধনী সাধ্বীসতী-শিরোমণি
সেবন করিল সে চর্ব্বিতে ॥

আমার মনে হয়, নারায়ণী শিশুকালে অর্থাৎ চার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছিলেন এবং যৌবনপ্রাপ্তির পর তাঁহার গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছিল। প্রভুর প্রসাদ খাইয়া কাঁদিবার সময়ে নারায়ণীর বয়স যে মাত্র চার বৎসর ছিল, বৃন্দাবনদাস তাহা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রভৃতি লেখকগণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া ১৪২৭ শকে নারায়ণীর বয়স নয় দশ বৎসর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী, প্রথম সং, পৃ. ১২৮)।

নারায়ণীর কত বৎসর বয়সে বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে বৃন্দাবনদাসের কয়েকটি ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁহার জন্মকাল-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। ১৪৩০

শকে যদি নারায়ণীর বয়স চার বৎসর হয়, তাহা হইলে ১৩।১৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার সন্তান-সম্ভাবনা হইতে পারে না; অর্থাৎ ১৪৪০ শক বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয় নাই। ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন যে

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে।
হইয়াও বঞ্চিত সে-সুখ দরশনে॥—১।৮।৯২

কবি এই উক্তি বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক-জীবনের সমাপ্তিকাল-বর্ণনা-উপলক্ষেও করিয়াছেন (২।১।১৫৫)। বৃন্দাবনদাস মধ্যখণ্ডে বিশ্বম্ভরের গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনা এক বৎসরকাল মাত্র হইয়াছিল; যথা—

মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিত্তে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেই মতে॥—২।১।১৭১

কবিকর্ণপূরও বলেন যে পৌষ মাসের শেষে গয়া হইতে ফিরিয়া বিশ্বম্ভর মিশ্র গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ৫।৩৩-৩৫)। তারপর আট মাসকাল কীর্ত্তনে ও নর্ত্তনে অতিবাহিত করার পর তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন।

বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপূরের উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে ১৪৩১ শকের গ্রীষ্মকালে যখন শ্রীচৈতন্য অধ্যাপনা বন্ধ করেন, তখন বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয় নাই।

১৪৪০ শকে বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনদাস যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর হয়। ঐ বয়সের বালকের পক্ষে পুরীতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যদর্শন সম্ভব নহে। বৃন্দাবনদাসও কোথাও এমন আভাস দেন নাই যে তিনি শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছেন। ১৪৪০ শকের পূর্ব্বে যেমন বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইতে পারে না, তেমনি ঐ সময়ের বেশী পরেও তাঁহার জন্মগ্রহণ সম্ভব নহে; কেন-না তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গ পাইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর দীর্ঘকাল ধরাধামে ছিলেন না।

"শ্রীচৈতন্যভাগবতের" আভ্যন্তরীণ-সাক্ষ্য-বিচারপূর্ব্বক আমি বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল ১৪৪০ শকের বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি স্থির করিতে চাহি। বৈষ্ণবসাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কোন শোনা কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈববাণী শুনিয়া সন ও তারিখ লিখিয়াছেন। কি প্রমাণ-বলে ঐরূপ সন ও তারিখ তাঁহারা নির্ণয় করিলেন সে বিষয়ে পাঠকদিগকে কিছুই বলেন নাই। বৃন্দাবনদাসের জন্মসময়-সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতিমূলক কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করিতেছি।—

	লেখক	গ্রন্থ	বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল
১।	জগদ্বন্ধু ভদ্র	গৌরপদতরঙ্গিণী, ১ম সং, উপক্রমণিকা, পৃ. ১২৮	১৪২৯ শক, বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী
	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	বঙ্গরত্ন, ২য় ভাগ, পৃ. ৯	ঐ
	অচ্যুতচরণ চৌধুরী	বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৮।১২।৫৪০ পৃ.	ঐ
	হরিলাল চট্টোপাধ্যায়	বৈষ্ণব ইতিহাস, পৃ. ৪৩	ঐ
	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৯৬	ঐ
	মুরারিলাল অধিকারী	বৈষ্ণব দিগ্-দর্শিনী, পৃ. ৯০	ঐ

১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, ১৪২৯ শকে তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। বৃন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্যের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বৎসর। উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মত মানিয়া লইতে হইলে বলিতে হয় যে নারায়ণীর তিন বৎসর বয়সে ছেলে হইয়াছিল।

২। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন—বৃন্দাবনদাস ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার জন্ম হইলে অন্ততঃ ষোল বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার দীক্ষা হইতে পারে না। ১৪৭৫ শক পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও নিত্যানন্দ বাঁচিয়া ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। নিত্যানন্দ বার বৎসর বয়সে সন্ন্যাসীর সহিত গৃহত্যাগ করেন।

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥

তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর॥—১।৬।৬৬

অর্থাৎ নিত্যানন্দের বয়স যখন ৩২, বিশ্বম্ভরের বয়স তখন ২৩ বৎসর; ১৪৩০ শকে নিত্যানন্দের বয়স ৩২ বৎসর হইলে, ১৪৭৫ শকে তাঁহার বয়স হয় ৭৭। এত বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন না বলিয়া ক্ষীরোদবাবুর নির্দ্দিষ্ট কাল গ্রহণ করা যায় না।

৩। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম সং, পৃ. ১৯৩)—১৪২৯ শক; (৫ম সং, পৃ. ৩০৯) ১৪৫৭ শক। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণের মতের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছি, ডক্টর সেনের উভয় মত-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

৪। শ্রীসুকুমার সেন—("বঙ্গশ্রী", আশ্বিন, ১৩৪১, পৃ. ৩২৬)—ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে অর্থাৎ তাঁহার মতে ১৫০৭ হইতে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণীর বয়স তিন বৎসর; ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ বৎসর। অতএব উভয় তারিখই অসম্ভব।

৫। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, "মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করার তিন-চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয়।" তাহা হইলে ৮।৯ বৎসর বয়সে নারায়ণীর সন্তান হওয়া স্বীকার করিতে হয়।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ রেল-ষ্টেশন হইতে তিন মাইল ও নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়া হইতে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে মামগাছী গ্রাম। সেইখানে নারায়ণীর সেবা-পাট আছে। জনপ্রবাদ যে, ঐ সেবা বাসুদেব দত্তের স্থাপিত। অনুমান হয়, বাসুদেব দত্ত নারায়ণীর উপর সেবার ভার অর্পণ করিয়া সমাজ-পরিত্যক্তা বিধবার ভরণপোষণের উপায় করিয়া দেন। বৃন্দাবনদাস বাসুদেব দত্তের কারুণ্যের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, এরূপ আর অন্য কোন ভক্তের করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বাসুদেব দত্তের প্রশংসা সবিস্তারে উচ্ছ্বসিতস্বরে করিয়াছেন; যথা—

জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু চৈতন্য-রসে মত্ত॥
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সভা প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥—৩।৫।৪৪৬

"জগতের হিতকারী" ও "অদোষ-দরশী" বিশেষণ দেখিয়া অনুমান হয়, বৃন্দাবনদাস এখানে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। মামগাছীতে বৃন্দাবনদাসের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এই স্থানে বাস করিবার সময়ে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ অনেক সময় বড়গাছীতে কাটাইতেন।

বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছী গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥—৩।৬।৪৭৩
বড়গাছী-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
তাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥—৩।৬।৪৭৪

"ভক্তিরত্নাকরের" মতে (দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ. ৯৯০-৯২) কৃষ্ণদাসের অগ্রজ সূর্য্যদাসের দুই কন্যাকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বৃন্দাবনদাস বসুধা, জাহ্নবী বা বীরভদ্রের নামও উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, মামগাছী হইতে বড়গাছী মাত্র তিন মাইল দূরে, সেইজন্য মনে হয়, বাল্যকালেই বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের সঙ্গ পাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস যে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বোধ হয় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা না হইলে অনেক স্থলে ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতেন না। গীতা ও ভাগবত ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতেও তিনি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—১। যামুন মুনির স্তোত্ররত্ন, পৃ. ৫; ২। পদ্মপুরাণ, পৃ. ২৬৩, ৩৩৮, ৪০৭; ৩। মনুসংহিতা, পৃ. ১০২; ৪। নারদীয়-সংহিতা, পৃ. ১২৯, ১৮৮, ৩০৮; ৫। বরাহপুরাণ, পৃ. ১৩০, ৪৮১; ৬। জৈমিনি-ভারত, পৃ. ১৪৭; ৭। বিষ্ণু-পুরাণ, পৃ. ১৬২, ২৬৯, ৫০৩; ৮। শঙ্করভাষ্য, পৃ. ২৮১; ৯। মহাভারত, পৃ. ৩৬৭, ৫০৪; ১০। শঙ্করাচার্য্যের ষট্‌পদী স্তোত্র, পৃ. ৪০২; ১১। মুরারি গুপ্তের কড়চা, পৃ. ১, ৪৩৬; ১২। স্কন্দপুরাণ, পৃ. ৪৪৩; ১৩। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়, পৃ. ৪৮১।

বৃন্দাবনদাস যে শুধু পাণ্ডিত্যই অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সঙ্গীত-বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে রাগরাগিণী যোগ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস দেনুড়ে বসিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সেইখানে তাঁহার শ্রীপাট বর্ত্তমান।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কাল

শ্রীচৈতন্যভাগবত কবে রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটি মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে উদ্ধৃত। মুরারি গুপ্তের রামাষ্টকের পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকও বৃন্দাবনদাস উদ্ধার করিয়াছেন (৩।৪।৪৩৫-৩৭)। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে মুরারির গ্রন্থ-রচনার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। এই অনুমান কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিম্নলিখিত উক্তি-দ্বারা সমর্থিত হয়—

> দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি
> মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥
> সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
> বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ ১।১৩।৪৪

অর্থাৎ মুরারির সূত্র বৃন্দাবনদাস বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা লিখিত হয়। তাহাতে আছে—

> বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
> সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবতের খ্যাতি এত দৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাঁহাকে বেদব্যাসের অবতার বলা হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পাণ্ডিত্যের গুণে শ্রীজীব গোস্বামী যেমন শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে না আসিয়াও গৌরগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন, তেমনি বৃন্দাবনদাসও গৌরগণের মধ্যে সাদরে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইবার পর অন্ততঃ একপুরুষের জীবনকাল অতিক্রান্ত হইলে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা রচিত হইয়াছিল মনে হয়। এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে বৃন্দাবনদাস ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বহু কবি পুরাণাকারে শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিবেন এবং তাঁহারা বেদব্যাস আখ্যা পাইবেন; যথা—

> মধ্যখণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা
> বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥—চৈ. ভা., ১।১।১১

দৈবে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানামতে অশেষ বিশেষে ॥—চৈ. ভা., ২।২৬।৩৬৮

তিনি নিজে বেদব্যাসত্বের দাবী করেন নাই। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা রচিত হইবার সময়েই স্থির হইয়াছিল যে, যে হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা করিয়াছেন বেদব্যাস, সেই হেতু শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা যিনি করিয়াছেন তিনিই বেদব্যাস। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পর অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর গত না হইলে বৃন্দাবনদাস বেদব্যাসরূপে পূজিত হইতেন কি-না সন্দেহ। দুইখানি গ্রন্থ রচনাকালের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান অনুমান করিবার আর একটি কারণ এই যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় সকল ভক্তের তত্ত্ব বা কৃষ্ণলীলার নাম লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে—

নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্বনাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥—৩।৬।৪৭৩

২৫।৩০ বৎসর গত না হইলে নিত্যানন্দের আদেশ এরূপভাবে বিস্মৃত হওয়ার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচনার সময়ে সকল ভক্তের তত্ত্বও সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই; যথা—

ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার ॥—১।২।১৬

এইরূপ যুক্তিবলে বলা যাইতে পারে যে ১৫৪৬ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাসের জন্ম যদি ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার সময়ে তাঁহার বয়স হয় ২৮ হইতে ৩৩ বৎসর।

শ্রীচৈতন্যভাগবত যে যুবকের রচনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থের বর্ণনায় অসহিষ্ণুতা ও যুবজনোচিত তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের তত্ত্বকে যাঁহারা মানেন না, কবি তাঁহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা দেখান নাই।

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে ॥

এই উক্তি তিনি পুনঃপুনঃ করিয়াছেন (পৃ. ৭১, ১৩৭, ২৪৩, ৩৪১ ও ৪৮৩)। কবি যদি যৌবনের মধ্য বা শেষভাগে গ্রন্থ লিখিতেন তাহা হইলে অধিকতর ধৈর্য্য ও ক্ষান্তি প্রদর্শন করিতেন।

জগদ্বন্ধু ভদ্র ও অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ১৪৫৭ শকে বা ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন যে উহারও পূর্ব্বে ইহার রচনা আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, "সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্ব্বেই গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মের পূর্ব্বেই গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।" বৃন্দাবনদাস যখন বলিয়াছেন যে বিশ্বম্ভরের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে নারায়ণীর বয়স চার বৎসর, তখন সে কথা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। বৃন্দাবনদাস যদি ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৫৩৩ ও ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হয় যথাক্রমে ১৫ ও ১৭ বৎসর। ঐ বয়সের বালক যে অত গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের ও সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন ইহা ধারণা করা অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কতকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও বুঝা যায় যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পরে বৃন্দাবনদাস এই গ্রন্থ রচনা করেন।

(ক) তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে শিশু বিশ্বম্ভর বলিতেছেন—

যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিব সংহার ॥—১।৩।৩৯

আবার দিগ্বিজয়ি-পরাভব-প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর বলিতেছেন—

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র! আর কহ কাহো প্রতি ॥—১।৯।১০০

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর এরূপ কাহিনীর প্রচলন এবং এই ধরণের লেখা সম্ভব।

(খ) সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত ॥—৩।৭।৪৭৫

নিত্যানন্দ প্রভু ধরাধামে বর্ত্তমান থাকিলে বৃন্দাবনদাস নিজেকে সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিয়া অভিহিত করিতেন না। দলে দলে ভক্তগণ যেমন নিত্যানন্দের শিষ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রভুর জীবদ্দশায় লিখিত গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস নিজেকে সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিতে সাহসী হইতেন না।

(গ) অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥—৩৷৭৷৪৭৫

নারায়ণী জীবিত থাকিলে "অদ্যাপিহ" শব্দ ব্যবহৃত হইত না মনে হয়। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের তিরোভাবের ১০৷১৫ বৎসর পরে রচিত না হইলে "অদ্যাপিহ" শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

(ঘ) শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিবার সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, গৌরাঙ্গ-নাগরবাদিগণ, যাঁহাদিগকে কটাক্ষ করিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বোলে ॥—১৷১০৷১১০

দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈত-সম্প্রদায়—

অদ্বৈতরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ করিয়া
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন লঙ্ঘিয়া ॥—২৷২২৷৩১৮
অদ্বৈতরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তভু তিঁহ গেলা ॥—৩৷৪৷৪৬০

তৃতীয়তঃ, গদাধর-সম্প্রদায়—

অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভো নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর ॥

—২৷২৩৷৩৪১, ২৷২৪৷৩৪৬

চতুর্থতঃ, নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী সম্প্রদায়, যাহাদের মত-খণ্ডন ও নিত্যানন্দের মহিমা-ঘোষণা-উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত হইয়াছে—

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায় ॥—২৷৩৷১৭৮

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ১০।১৫ বৎসর অতীত না হইলে অতগুলি পরস্পর বিবদমান উপশাখার সৃষ্টি হইতে পারিত না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

৬। মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকে একেবারে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। এরূপ চেষ্টা বৃন্দাবনদাসই প্রথম করেন এবং সেইজন্যই তাঁহার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত। অশুচি স্থানে বসিয়া কথা বলার সময়ে বিশ্বম্ভরের দত্তাত্রেয়-ভাব, উপনয়ন-সময়ে বামন-ভাব, সাপের উপর শয়ন করিয়া অনন্তলীলা এবং পিতৃবিয়োগে ক্রন্দনের সময়ে রাম-ভাব দেখাইয়া কবি প্রমাণ করিতে চাহেন যে শ্রীচৈতন্যে সকল অবতার বর্ত্তমান। বিশেষ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ। গঙ্গার ঘাটে তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া সকলে জগন্নাথ মিশ্রকে বলেন—

পূরবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥—১।৪।৪২

বিশ্বম্ভর নবদ্বীপের মাঝে ভ্রমণকালে রজক, গন্ধবণিক্, মালাকার প্রভৃতির বাড়ীতে যান; কবি তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন—

পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শ্রীশচীনন্দন॥

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অনেক অলৌকিক ঘটনাও স্থান পাইয়াছে। মুরারি গুপ্ত নিজের গ্রন্থে এমন কথা বলেন নাই যে তিনি বরাহভাবাবিষ্ট বিশ্বম্ভরের ক্ষুর দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন—

গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে ক্ষুর চারি।

শ্রীচৈতন্যের জীবনী এইভাবে রূপান্তরিত হইতে তাঁহার তিরোভাবের পর অন্ততঃ ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দুই-এক বৎসরের মধ্যে লিখিত হইতে

পারে না তাহা দেখান হইল। ঐ গ্রন্থ যে তাঁহার তিরোভাবের ৪০।৪২ বৎসর পরেও রচিত হইতে পারে না তাহা দেখাইতেছি।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে শ্রীচৈতন্যভাগবত ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ও মুরারিলাল অধিকারীর মতে ১৪৯৭ শকে বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু ১৫৭৩ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইলে, ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তিন বা এক বৎসরের মধ্যে বৃন্দাবনদাস বেদব্যাস বলিয়া পূজা পাইতেন না।

১৫৭৩ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দের ভগবত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—অন্ততঃ তাঁহার নিন্দাকারীর দল ঐ সময়ের মধ্যে নীরব হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধবাদিগণ অত্যন্ত প্রবল; যথা—

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥—১।৬।৬৯

না জানিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥
—পৃ. ১৭৮, ১৮২, ১৮৭, ১৯৬

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥—২।৯।২২৭

শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে হবে সর্ব্বনাশ ॥—২।১৩।২৪৯

গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুড়ি কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দে বৃথা যাইবার নাশ ॥—২।৬।১৯৭

এই বিরুদ্ধবাদীদিগকে নীরব করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে বলরামের রাসলীলার কথা শাস্ত্রে আছে কি না বিচার করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিতে যাইয়া কবি বিংশ সংখ্যক পয়ারেই আরম্ভ করিলেন—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তানাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥

বলরামের রাস যদি শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের সহিত বসুধা ও জাহ্নবীর লীলার সমর্থন পাওয়া যায় ; কেন-না

দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম-ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ অনন্ত বলদেব ॥—১।১।৮

নিত্যানন্দের তিরোধানের অল্প দিন পরে তাঁহার ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী দলের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হওয়া সম্ভব। দিন যতই অতীত হয়, কুৎসা ততই চাপা পড়ে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ৪০ বা ৪২ বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কারণেও মনে হয় যে অত পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে একবার মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম করা হইয়াছে ; যথা—

যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত ॥—১।১০।১১১

অন্যান্য সকল স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তত্ত্ব-হিসাবে লক্ষ্মী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে গ্রন্থরচনার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমবশতঃই কবি বার বার তাঁহার নাম করেন নাই।

এইসব যুক্তিবলে আমি মনে করি যে শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের আনুমানিক ১৫ বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

এই প্রকার কাল-নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, কবি বলিতেছেন যে—

অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥—৮ ও ১৩৬ পৃ.

নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥—১।১১।১১৭

তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে।
কিছুমাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে ॥—২।২৬।৩৬৮

সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায় ॥—৩।৪।৪৩৫

নিত্যানন্দের আদেশে যে গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি, তাহা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৫ বৎসর পরে লিখিত হইতে পারে কি? আমার মনে হয় তাহা অসম্ভব নহে। নিত্যানন্দ প্রভুর বৃদ্ধ-বয়সে বৃন্দাবনদাস তাঁহার শিষ্য হয়েন। তিনি নিত্যানন্দের নিকট অধিকাংশ বিবরণ শুনিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ-রচনা শেষ করিবার সময় নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটিয়াছিল। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য রচনা করেন; তাহাতে বৃন্দাবনদাসের নাম বা শ্রীচৈতন্যভাগবতের কোন প্রভাব নাই। সুতরাং ঐ গ্রন্থ রচনার পাঁচ-ছয় বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইয়াছিল অনুমান করায় কোন দোষ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে—

অদ্যাপিহ শ্রীবাসেরে চৈতন্য-কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায় ॥—৩।৫।৪৪৮

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই পয়ার লিখিবার সময় শ্রীবাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপও হইতে পারে যে শ্রীবাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের বরদান-হেতু আজও অর্থাৎ শ্রীবাসের তিরোভাবের পরও সমস্ত দ্রব্য তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য বর দিয়াছিলেন যে—

সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে ॥

শ্রীবাসের জীবদ্দশায় যে দ্রব্যসামগ্রী আসিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? "অদ্যাপিহ" শব্দের অর্থ শ্রীবাসের তিরোধানের পরও।

পূর্ব্ব পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া আপাততঃ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা বিচার

শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা বিচার করা প্রয়োজন। এই বিচার-কালে প্রথমে দেখিতে হইবে বৃন্দাবনদাস কিরূপে তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই। তবে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট হইতে প্রভুর লীলাকাহিনী শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রীর পুত্র। সন্ন্যাস-গ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে প্রভু যে অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্র ছিল শ্রীবাসের বাড়ী। কিন্তু কবি কোথাও এরূপ ইঙ্গিত করেন নাই যে তিনি শ্রীবাস, শ্রীরাম বা নিজের জননী নারায়ণীর নিকট লীলাকাহিনী শুনিয়াছেন। যদি শ্রীবাসের বাড়ীর লোকে তাঁহাকে দৌহিত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকেন ও কবির বাল্যাবস্থায় নারায়ণীর পরলোকগমন ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে এরূপ নীরবতার অর্থ বুঝা যায়। কবি সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে—

> বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
> তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে॥—পৃ. ৮

এই ভক্তগণ-মধ্যে শ্রীবাসের বাড়ীর কেহ ছিলেন কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার প্রধান উপজীব্য ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি।

> নিত্যানন্দ প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
> কিছু কিছু শুনিলাঙ সবার মহত্ত্ব॥—২।২০।৩০৯

নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যলীলার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছিলেন এবং কিভাবে গ্রন্থ লিখিতে হইবে তাহাও বলিয়াছিলেন মনে হয়; কেন-না নিত্যানন্দ ভক্তগণের পূর্ব্ব-নাম লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন (পৃ. ৪৭৩)।

নিত্যানন্দ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে গদাধর গোস্বামীর নিকটও তিনি অনেক ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছিলেন; যথা—

যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয় পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥ ৩।১১।৫১৭

বৃন্দাবনদাস অদ্বৈত প্রভুর নিকটও কোন কোন কথা শুনিয়াছিলেন।

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা॥—২।২৪।৩৪৪
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্ব্বথা॥—২।১০।২৩৪

ভক্ত-মহিমা-বর্ণনা-উপলক্ষে কবি লিখিয়াছেন—

শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বারবার কহে।
এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভাবের মানুষ। বৃন্দাবনদাস তাঁহার ভাবোন্মাদনার যে অপূর্ব্ব আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ অতিরঞ্জন নাই বলিয়া মনে হয়। যিনি পরনের কাপড় সামলাইয়া উঠিতে পারেন না, এক পথ ধরিতে অন্য পথে চলিয়া যান, তিনি যে বৃদ্ধবয়সে শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যথাযথভাবে দিয়াছেন তাহা সম্ভব মনে হয় না। তবে যে-সব ঘটনা ঘটিবার সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু উপস্থিত ছিলেন সেগুলির সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। বিশ্বম্ভর মিশ্রের গয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর অর্থাৎ তেইশ বৎসর বয়সের সময়ে নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে গ্রন্থের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনার মধ্যে অধিকাংশগুলির সহিত নিত্যানন্দ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে-সকল ঘটনার সহিত নিত্যানন্দের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, কবি সেগুলি হয় বাদ দিয়াছেন, না হয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে সূত্ররূপে নিম্নলিখিত লীলার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাহার বর্ণনা করেন নাই।—

শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌর রায়।
ঝাড়িখণ্ড দিয়া পুন গেলা মথুরায়॥

শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী॥
শেষখণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

নিত্যানন্দ প্রভু উল্লিখিত একটি ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেন নাই; বৃন্দাবনদাস হয়ত সেইজন্যই এ ঘটনাগুলি-সম্বন্ধে কোন প্রকার বিবরণ দেন নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবত যে অসমাপ্ত গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে এত আদৃত হইয়াছিল যে লোকে যে ইহার শেষের অধ্যায়ত্রয় বাদ দিয়া পুথি নকল করিবে তাহা সম্ভব নহে। সেইজন্য অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত অধ্যায়-ত্রয়কে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

সে যাহা হউক, ক্রম-অনুসারে যেখানে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, বৃন্দাবন-গমন ও বারাণসীতে উপস্থিতি বর্ণনা করা উচিত ছিল সে-সব স্থানে বৃন্দাবনদাস কোন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। হয়ত কবির ভাবাবেশে এরূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু অধিকতর সম্ভাব্য অনুমান যে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট এ-সব কথা শুনেন নাই বলিয়াই কিছু লেখেন নাই। শেষোক্ত অনুমান যদি যথার্থ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কবি বিশিষ্ট সাক্ষীর নিকট না শুনিলে কোন ঘটনা লিখিতে রাজী ছিলেন না।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য কিন্তু চারটি কারণে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রথমতঃ, তিনি নিত্যানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবনচরিত-লেখক নিজের অজ্ঞাতসারে আলোচ্য জীবনীতে ব্যক্তিগত আদর্শের ছায়াপাত করেন। নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে জীবনী লেখা এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সম্ভবপর হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে এরূপ রচনার কল্পনা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। নিত্যানন্দের চরিত্রে উদ্দামতার একটি ধারা বিদ্যমান ছিল। নিত্যানন্দ-ভক্ত বৃন্দাবনদাসের লেখায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে সেই উদ্দামতা কিছু সংক্রামিত হইয়াছে মনে হয়। দুইটি উদাহরণ দিতেছি। অদ্বৈত ভক্তি হইতে জ্ঞানকে বড় বলায়

পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥—২।১৯।২৯৭

কাজীদলন-প্রসঙ্গে—

ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সর্ব্বগণের সহিতে।
সর্ব্ববাড়ী বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অন্যান্য চরিতকার ও পদকর্ত্তৃগণ যদি তাঁহার চরিত্র-বর্ণনায় অনুরূপ কোন ইঙ্গিত করিতেন তাহা হইলে উল্লিখিত দুইটি বর্ণনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের সঙ্গে ঐরূপ ঘটনার এতই গভীর বিরোধ যে উহাকে বৃন্দাবনদাসের ব্যক্তিগত আদর্শের ছাপ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই অধিকতর সঙ্গত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য আর একটি কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস যখন গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবি নিমাইকে কৃষ্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সহস্র সহস্র লোকের নিকট পরিচিত—তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের ভাব ও ঘটনা-সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক ব্যক্তিই অল্পাধিক খবর রাখিতেন; ঐ সময়ে তাঁহার বহিরঙ্গ জীবনের কোন কোন ঘটনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন। ভাবের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই হিসাবে স্বরূপ-দামোদর যে প্রকারে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের রচিত সাহিত্যে যাহা প্রচারিত হইয়াছিল তাহার সহিত ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্যের অনেকটা মিল আছে। বৃন্দাবনদাসও দুই-এক স্থলে শ্রীচৈতন্যের জীবনে গোপীদের বিরহ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যেমন গয়া হইতে প্রত্যাগত বিশ্বম্ভর মিশ্র গোপীভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

প্রভু বোলে দস্যু কৃষ্ণ কোন্ জন ভজে॥
কৃতঘ্ন হইয়া বলি মারে দোষ বিনে।
স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে॥

সর্ব্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে॥—২।২৫।৩৫৩

এই অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতার একটি শ্লোকের (১০।৪৭।১৫) ভাবানুবাদ।

কিন্তু গয়াগমনের পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর মিশ্রের জীবনী বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সময়ে নিত্যানন্দের সহিত বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। বিশ্বম্ভরের ভবিষ্যৎ খ্যাতি এবং অলৌকিক প্রেমভাব-প্রকাশের কথা তখন কেহ বুঝিয়া তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা লিখিয়া রাখেন নাই নিশ্চয়ই; যাঁহারা বালক বিশ্বম্ভরকে জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিয়াছেন। মুরারির "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতের" সহিত বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আদি বা বাল্য লীলার তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে কি করিয়া বিশ্বম্ভরের জীবনীতে শ্রীকৃষ্ণলীলার ছাপ পড়িতেছে।

এই তুলনামূলক বিচারের প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে বিশ্বম্ভরের বাল্যলীলা-বর্ণনা-উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত তুলনার যে ইঙ্গিত আছে বৃন্দাবনদাস তাহাই বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মুরারি লিখিয়াছেন—

তীর্থভ্রমণশীলস্য দ্বিজস্যান্নং জনার্দ্দনঃ।
ভুক্ত্বা তং স্মরয়ামাস নন্দগেহ-কুতূহলম্॥—১।৬।৮

বৃন্দাবনদাস মুরারির এই একটি শ্লোকের ঘটনা লইয়া আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৪ হইতে ৪৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণের অন্ন খাওয়ায় যখন নারীরা নিমাইকে বলিলেন—

কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্ কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাই জাতি রাখিব কেমনে॥

তাহার উত্তরে—

হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়॥

তৃতীয় বার ব্রাহ্মণের অন্ন নষ্ট করার পর নিমাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

আর জন্মে এইরূপ নন্দগৃহে আমি।
দেখা দিলাঙ তোমারে না স্মর তাহা তুমি ॥—১।৩।৩৯

এই পয়ারটি মুরারির পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ। কিন্তু ইহার পরই বৃন্দাবনদাসের নিমাই বলিতেছেন—

যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিব সংহার ॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন-প্রচার ॥
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কথোদিন থাক তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা ॥—১।৩।৩৯

মুরারির নিমাই কদাচিৎ ভাবাবেশে নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন, আর বৃন্দাবনদাসের নিমাই শিশুকাল হইতেই লীলার উদ্দেশ্য কোন কোন ভক্তকে—যথা তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে, পরাভূত দিগ্বিজয়ীকে (১।১০।১০০) ও তপন মিশ্রকে (১।১০।১০৬)—বলিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত বিশ্বম্ভরকে শিশুকাল হইতেই বৈষ্ণবরূপে অঙ্কন করেন নাই। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

(ক) যত যত প্রবোধ করেন নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে রোদন ॥
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে ॥—১।৩।২৯

(খ) নামকরণ-সময়ে—

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥—১।৩।৩১

(গ) দিন দুই তিনে লিখিলেন সর্ব্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥—১।৪।৪০

কবি বিশ্বম্ভরকে বাল্যকাল হইতেই এইরূপ ভক্ত করিয়া অঙ্কন করা সত্ত্বেও তিনি বৈষ্ণবদের মুখ দিয়া আক্ষেপ করাইয়াছেন—

হেন দিব্যশরীরে না হয় কৃষ্ণ রস।
কি করিব বিদ্যায় হইলে কাল-বশ ॥—১।৭।৭৭

মানুষের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই ॥—১।৮।৮৩

পূর্ব্বে উদ্ধৃত তিনটি বর্ণনার সহিত উল্লিখিত দুইটি উক্তির সামঞ্জস্য করা কঠিন। মুরারি ও কবিকর্ণপূর বলেন না যে গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে বিশ্বম্ভরের ভক্তির কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সেইজন্য মনে হয় যে বৃন্দাবনদাস ভক্তিভাবের আতিশয্যবশতঃ শিশু নিমাইকে ভক্তরূপে অঙ্কন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হইবার তৃতীয় কারণ ক্রমভঙ্গ দোষ। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥—২।১৯।৩০২

এ সব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের বল সে বাখানি ॥—৩।৫।৪৪৪

এইরূপ ক্রমভঙ্গ হইবার কারণ এই যে কবি ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য বা ক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহার নিকট প্রত্যেকটি লীলাই নিত্য। আর কালের যে বোধ ঐতিহাসিকের ঘটনা-বর্ণনার ভিত্তি, তাহা ভক্ত-কবির নিকট অসমগ্র দৃষ্টির পরিচায়ক। কবি বলেন—

বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥
যেন মহারাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা জানিল ॥—২।৮।২১৬

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ক্রমভঙ্গের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি সূত্রাকারে প্রভুর দক্ষিণদেশ-গমন ও মথুরা, বারাণসী ভ্রমণ উল্লেখ

করিলেও গ্রন্থমধ্যে ঐ ঘটনাগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত কড়চায় বলিয়াছেন যে তিনি নবদ্বীপে শ্রীবাসের অঙ্গনে রামাষ্টক পাঠ করিয়াছিলেন (২।৭)। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন করেন, তখন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে মুরারি রামস্তব পাঠ করিয়াছিলেন (৩।৪)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত লৌকিক ঘটনা প্রায়শঃই ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনীর ঘটনার ক্রমনির্ণয় করা নিরাপদ্ নহে।

ইতিহাস-হিসাবে শ্রীচৈতন্যভাগবতের চতুর্থ দোষ কবির বর্ণনায় পৌরাণিক রীতির অবলম্বন। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার-কাহিনী লিখিবার পর বৃন্দাবনদাস যম-চিত্রগুপ্ত-সংবাদ লিখিয়াছেন (২।১৪)। যম শ্রীচৈতন্যের মহিমা দেখিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিলেন।

মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার অনেক ঘটনা বৃন্দাবনদাস মুরারির গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি লোচনের ন্যায় মুরারির গ্রন্থ সামনে রাখিয়া অনুবাদ করেন নাই। মুরারি যেমন ভাবে শ্রীচৈতন্যের জীবনীকে বিভক্ত করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাসও অনেকটা তেমনি করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত মুরারির প্রথম প্রক্রম, বৃন্দাবনদাসের আদিখণ্ড। মুরারির দ্বিতীয় প্রক্রমে ও বৃন্দাবনদাসের মধ্যখণ্ডে গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও নবদ্বীপে ভাব-প্রকাশ। মুরারির তৃতীয় প্রক্রমের ঘটনা লইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড লিখিত হইয়াছে। মুরারির চতুর্থ প্রক্রমে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-দর্শন। বৃন্দাবনদাস উহা বাদ দিয়াছেন। মুরারি-কর্তৃক লিখিত ঘটনাগুলিকে বৃন্দাবনদাস নিজের ভাবের রসে মজাইয়া মৌলিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আক্ষরিক অনুবাদকে তিনি বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের যে-সকল শ্লোক তিনি উদ্ধার করিয়াছেন তাহার অনুবাদেও তাঁহার এই স্বাধীন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়; যথা—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫২।৩৭-এর সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২।১৮।২৮৬ তুলনীয়।

মুরারি গুপ্তের রামাষ্টকের দুইটি শ্লোক বৃন্দাবনদাস উদ্ধার করিয়াছেন। উহার অনুবাদেও এইরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মুরারির অন্য কোন শ্লোক উদ্ধৃত না হইলেও বৃন্দাবনদাস নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি মুরারির

গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন মনে হয়। নিম্নে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া প্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবতের, পরে মুরারির ও শেষে কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের অধ্যায় ও শ্লোকাদির নির্দেশ করিতেছি। ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে ঐ ঘটনাগুলি শ্রীচৈতন্যের জীবনে সত্যই ঘটিয়াছিল। (মু. = মুরারির কড়চা, ভা. = শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ক. = কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য)

(১) উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপর শ্রীচৈতন্যের উপবেশন এবং তদবস্থায় শচীমাতার প্রতি দত্তাত্রেয়ভাবে তত্ত্বোপদেশ—

মু. ১।৬।১৩-২১, ভা. ১।৫।৫৩, ক. ২।৭০-৭৬

(২) জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শিশু নিমাইয়ের গমন-সময়ে নূপুর-ধ্বনি— মু. ১।৬।৩৪-৩৫, ভা. ১।৩।৩৩, ২৮৭-৮৯ ; বৃন্দাবনদাস নূপুরধ্বনি শোনার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিমাইয়ের ভগবত্তার চাক্ষুষ প্রমাণও দিয়াছেন—

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজবজ্র পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন ॥—১।৩।৩৩

মুরারি বা কবিকর্ণপূর এরূপ চিহ্নের কথা লেখেন নাই।

(৩) লক্ষ্মীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব—

মু. ১।৯, ভা. ১।৭, ক. ৩।৫-৪৪

এই ঘটনাটির বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস মুরারির লেখার অনুবাদ করিয়াছেন ; যথা—

এবমুক্তে ততঃ প্রাহাচার্য্যঃ শৃণু বচো মম ॥
মিশ্রঃ পুরন্দর-সুতঃ শ্রীবিশ্বম্ভর-পণ্ডিতঃ ॥
স এব তব কন্যায়া যোগ্যং সদ্‌গুণসংশ্রয়ঃ।
পতিস্তেন বদাম্যস্থ দেহি তস্মৈ সুতাং শুভাম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মিশ্রঃ কার্য্যং বিচার্য্য চ।
উবাচ শ্রূয়তাং ভাগ্যবশাদেতদ্ভবিষ্যতি ॥
ময়া ধনবিহীনেন কিঞ্চিদ্দাতুং ন শক্যতে।
কন্যৈকৈব প্রদাতব্যা তত্রাজ্ঞাং কর্ত্তুমর্হসি ॥

বৃন্দাবনদাস—

আচার্য্য বোলেন শুন আমার বচন।
কন্যা-বিবাহের এক কর সুলগন ॥

মিশ্র পুরন্দর-পুত্র নাম বিশ্বম্ভর।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাম এই কর যদি চিত্তে লয়॥
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে।
সে হেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে॥
… … …
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই॥
কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরীতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥

(৪) পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ—

মু. ১।১১।৫-১৬, ভা. ১।১০।১০৩, ক. ৩।৮২-৯৫

মুরারি বলেন, বিশ্বম্ভর "ধনার্থং প্রযযৌ দিশি" (১।১১।৫)। বৃন্দাবনদাস ভগবানের এরূপ উদ্দেশ্যে গমন স্বীকার করিতে চাহেন না। তিনি বলেন—

তবে কথো দিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সহিত এক টোলে পড়িতেন। শ্রীচৈতন্য ব্যাকরণের কোন টিপ্পনী লিখিলে তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন, ঐ টিপ্পনী ভক্তগণ সাদরে রক্ষা করিতেন এবং আমরা উহা দেখিতে পাইতাম। বঙ্গ-ভ্রমণ-উপলক্ষে মুরারি ও কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের কোন টিপ্পনীর পঠন-পাঠনের উল্লেখ করেন নাই। অথচ বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন যে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বিশ্বম্ভরকে বলিলেন—

উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥

(৫) ঈশ্বরপুরীর নিকট বিশ্বম্ভরের দীক্ষা-গ্রহণ—

মু. ১।১৫, ভা. ১।১২, ক. ৪।৫৬-৬৮

বৃন্দাবনদাস বিশ্বম্ভরের দীক্ষা-প্রার্থনাটিতে মুরারির আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন।

(৬) মুরারি-গৃহে বরাহ-ভাব-প্রকাশ—

মু. ২।২।১১-২৬, ভা. ২।৩।১৭২, ক. ৫।১৫-২১

বৃন্দাবনদাস এই প্রসঙ্গে বিশ্বম্ভরের ক্ষুর-প্রকাশের অলৌকিক কাহিনী অবতারণা করিয়াছেন।

(৭) শ্রীবাসের প্রতি বিশ্বম্ভরের কৃপা—

মু. ২।৩।১-৪, ভা. ২।১৩।২৬২

(৮) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা—

মু. ২।৩।৫-৯, ভা. ২।১৬।২৭৫, ক. ৬।৮।১১

(৯) মহা-অভিষেক ও একাদশ-প্রহরিয়া ভাব—

মু. ২।১২।২-১৭, ভা. ২।৯।২১৮

(১০) মুরারির রামস্তব ও কৃপা-লাভ—

মু. ২।৭।৭-২৫, ভা. ২।১০।২২৮ ও ৩।৪।৪৩৫, ক. ৬।৯৯-১১০

(১১) নিত্যানন্দের পাদোদক পান—

মু. ২।১০।২০-২১, ভা. ২।১২।২৪৬, ক. ৭।৬৮-৬৯

(১২) শিবের গায়নের প্রতি কৃপা—

মু. ২।১১।১৪-২০, ভা. ২।৮।২০৮, ক. ৭।৮৬-৯০

(১৩) বিশ্বম্ভরের বলভদ্র-ভাবে মদ্য চাওয়া ও গঙ্গাজল খাইয়া মত্ত হওয়া—

মু. ২।১৪।১-২৬, ভা. ২।৩।১৭৭ ও ২।৫।১৮৪, ক. ৮।১৯-৫০

(১৪) অভিনয়—

মু. ২।১৫।৭-১৯, ২।১৬।১-২৩ ও ২।১৭।১-৩, ভা. ২।১৮।২৮২ প্রভৃতি, ক. ১১।২-৩৮

এই তালিকায় সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা-হিসাবে বিশ্বম্ভরের জন্ম, বিবাহ, গয়াযাত্রা, সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিলাম না। কয়েকটি ঘটনা মুরারি লিখিলেও বৃন্দাবনদাস বাদ দিয়াছেন ; যথা—শিশু নিমাই অশুচিস্থানে বসিয়া মাকে খাপরা ছুড়িয়া প্রহার করিলেন। বৃন্দাবনদাস এই ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :—

ধর্ম্ম-সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥—১।৩।৬০

মুরারি গুপ্ত বিশম্ভরের প্রথম আবেশের কথা (১৷৭৷১৯-২৫) লিখিয়া কেন আবেশ হয় তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের নিমাই জন্মকাল হইতেই সজ্ঞানে বিভূতিপ্রকাশে তৎপর; সুতরাং এইরূপ আবেশের কথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন তিনি দেখেন নাই।

বৃন্দাবনদাস বিশ্বম্ভরের মহিমা ও অলৌকিক ঐশ্বর্য্যদ্যোতক এমন কতকগুলি ঘটনা সর্ব্বপ্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন, যেগুলির সত্যতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

(১) (ক) চৌরদ্বয়ের বৃত্তান্ত; (খ) ঘরে কিছুই সম্বল নাই—মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া মাতৃহস্তে দুই তোলা স্বর্ণদান—

যেই মাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এই মত সোণা আনে বারে বারে ॥—পৃ. ৬১

(গ) শ্রীবাসের মৃত পুত্রের সহিত বিশ্বম্ভরের কথোপকথন (পৃ. ৩৪৭)। এই তিনটি ঘটনার অলৌকিকত্ব এত বেশী যে সেগুলি বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটিলে প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি নীরব থাকিবেন কেন? যোগবিভূতি প্রকাশ করিয়া সোণা আনার সঙ্গে বিশ্বম্ভরের উন্নত-চরিত্রের সামঞ্জস্য নাই।

(২) মুরারি গুপ্ত প্রেমবশে শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে অন্ন নিবেদন করিলেন; তাহা খাইয়া শ্রীচৈতন্যের অজীর্ণ হইল ও মুরারির জল খাইয়া অজীর্ণ সারিল। মুরারি গরুড়-ভাবে চতুর্ভুজ বিশ্বম্ভরকে স্কন্ধে করিলেন। এই দুইটি ঘটনা বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিয়াছেন (২৷২০৷৩০৫-৬)। মুরারির জীবনে এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ঘটিলে তিনি নিশ্চয়ই উহা উল্লেখ করিতেন।

দিগ্বিজয়ি-পরাভব-প্রসঙ্গ

(৩) দিগ্বিজয়ি-পরাভব-প্রসঙ্গে (১৷৯ অধ্যায়) বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন যে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমগ্র ভারতের পণ্ডিতদিগকে হারাইয়া দিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা ভয়ে অস্থির! বিশ্বম্ভর মিশ্র গোপনে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন; গোপনে পরাজয়ের উদ্দেশ্য এই যে

সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃততুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে॥

কিন্তু গঙ্গাতীরে যখন দিগ্বিজয়ী গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন

সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক্য হইলা সভে শুনিঞা বর্ণন॥

প্রভু দিগ্বিজয়ীর শব্দালঙ্কারের দোষ ধরিলেন। পরাজিত হইবার পর রাত্রিকালে দিগ্বিজয়ী স্বপ্নে সরস্বতীর নিকট শুনিলেন যে বিশ্বম্ভর স্বয়ং ভগবান্। পর দিন দিগ্বিজয়ী বিশ্বম্ভরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে কৃপা করিলেন ও বলিলেন—

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র আর কহ কাহা প্রতি॥
বেদ গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥

দিগ্বিজয়ী তারপর

হস্তী ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥

নিঃসঙ্গভাবে চলিয়া গেলেন।

দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া নগরে॥
সকল লোকে হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
নিমাই পণ্ডিত হয় বড় বিদ্যাবান্॥

ঘটনাটির বর্ণনার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী অনেক উক্তি আছে। প্রভুর আদেশে দিগ্বিজয়ী যদি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহাকেও না বলিয়া থাকেন, তবে বৃন্দাবনদাস উহা জানিলেন কিরূপে? শ্রীচৈতন্য যদি গোপনে দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নদীয়ার সকল লোকে দিগ্বিজয়ি-পরাভবের কথা শুনিলেন কিরূপে? হাতী, ঘোড়া বিলাইয়া দেওয়া হইল, নবদ্বীপে

সোরগোল পড়িয়া গেল, অথচ মুরারি গুপ্ত বা সমসাময়িক কোন পদকর্ত্তা তাহা জানিলেন না। জানিয়াও কি তাঁহারা প্রভুর এ হেন গৌরব-কাহিনী-সম্বন্ধে নীরব রহিলেন? কবিকর্ণপূর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য লেখেন তখনও কি তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকট বা অন্য কোন ভক্তের নিকট প্রভুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের এ হেন নিদর্শন-কাহিনী শুনিতে পায়েন নাই? আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অত বড় একজন পণ্ডিত পরাজিত হইয়া চলিয়া গেলেন, অথচ তাঁহার নাম বৃন্দাবনদাস কাহারও নিকট শুনিতে পাইলেন না। আমার মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁহার সম্বন্ধে যে-সকল কিংবদন্তী প্রচলিত হয়, তাহারই একটিকে অবলম্বন করিয়া কবি এখানে দিগ্বিজয়ি-পরাভবের কাহিনী লিখিয়াছেন।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনা-বর্ণনা-উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

> বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
> স্ফুট নাহি করে দোষ গুণের বিচার ॥—চৈ. চ., ১।১৬।২৪

তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবনদাসের সহিত কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আনিয়া ফেলিয়াছেন।

(ক) শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে দিগ্বিজয়ী প্রভুর কাছে আসিয়াই ভয় খাইয়া গেলেন।

> পরম নিঃশঙ্ক সেই দিগ্বিজয়ী আর।
> তভো প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার ॥—৯৫ পৃ.

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে দিগ্বিজয়ী প্রভুর নিকট আসিয়া দম্ভভরে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

> ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
> বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥—চৈ. চ., ১।১৬।২৮

(খ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

> এই মত প্রহর খানেক দিগ্বিজয়ী।
> পড়ে দ্রুত বর্ণনা তথাপি অন্ত নাহি ॥

চরিতামৃতে—"ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা।"

(গ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে প্রভু দিগ্বিজয়ীকে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে বলিলেন এবং ব্যাখ্যার দোষ ধরিলেন। চরিতামৃতে বিশ্বম্ভরকে শ্রুতিধররূপে অঙ্কন করা হইয়াছে। এক শত শ্লোকের মধ্যে তিনি একটি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া, তাহা আবৃত্তি করিয়া পাঁচটি দোষ দেখাইলেন।

(ঘ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে কোন শ্লোকের উল্লেখ নাই; কিন্তু চরিতামৃতে "মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্" শ্লোকটি আছে। ঐ শ্লোকের একটি চরণে আছে "ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।" এই "ভবানীভর্ত্তা"-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে বিশ্বম্ভর বলিলেন—

> ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
> তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥
> শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
> বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ॥

"সাহিত্যদর্পণে" ঠিক এই দৃষ্টান্তটি দিয়াই বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ দেখান হইয়াছে; যথা—"'ভূতয়েঽস্তু ভবানীশঃ' অত্র ভবানীশ-শব্দো ভবান্যাঃ পত্যন্তর-প্রতীতি-কারিত্বাদ্বিরুদ্ধমরগময়তি" (সপ্তম পরিচ্ছেদ)। সাহিত্যদর্পণ প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বই। কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যে সাহিত্যদর্পণের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের গ্রন্থও পড়া ছিল না ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। "গোবিন্দলীলামৃতের" গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে পঞ্চদোষ-যুক্ত একটি শ্লোক রচনা করিয়া দেওয়া কিছুই কঠিন নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকরে" এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন (দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ. ৮৬১-৬৩)। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণ না করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা মানিয়া লইয়াছেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী ঐ দিগ্বিজয়ীর নাম স্থির করিয়াছেন কেশব কাশ্মীরী। তিনি কেশব কাশ্মীরীর গুরু-প্রণালীও উল্লেখ করিয়াছেন। কেশব কাশ্মীরী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ভক্তমালের টীকায় প্রিয়াদাসজীও উক্ত দিগ্বিজয়ীর নাম কেশব কাশ্মীরী বলিয়াছেন (ভক্তমাল, নয়লকিশোর প্রেস সং., পৃ. ৫৬৬-৫৭০)। গদাধর-কৃত "সম্প্রদায় প্রদীপ" হইতে জানা যায় যে মথুরায় বল্লভাচার্য্যের সহিত কেশব কাশ্মীরীর মিলন ঘটিয়াছিল এবং কেশব বল্লভের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Catalogue of Sanskrit Mss. of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, p. 102)। "চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা" নামক বল্লভ-সম্প্রদায়ী গ্রন্থে আছে যে কেশব কাশ্মীরী বল্লভাচার্য্যের নিকট শিষ্যভাবে ভাগবত শ্রবণ করেন। "জব শ্রীভাগবতকী কথা সম্পূর্ণ ভই, তব কেশব ভট্টনে শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভুনসেঁ কহী জো কছু গুরুদক্ষীণা লেউ ; তব শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভুননে কহো—জো হম কচ্ছু লেত নাহী ; তব কেশব ভট্টনে কহ্‌য়ো জো মৈ তুমকে এক সেবক সমর্পিতহো, সো মধোভট্টোজী আচার্য্যজী মহাপ্রভুনকোঁ সোপেঁ" (চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা, ১২২-২৩ পৃ., লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং)। এই-সব বিবরণ দেখিয়া মনে হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি কেশব ভট্টকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

(৪) কাজী-দলন-প্রসঙ্গ—

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, যে সঙ্কীর্ত্তনদল কাজীকে দলন করিতে বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন (২।২৩।৩২৫)। মুরারি গুপ্ত কিন্তু স্পষ্টভাবে কাজী-দলনের কোন ইঙ্গিত করেন নাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন—

হরিসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ
ম্লেচ্ছাদীন্নুদ্ধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ ॥—২।১৭।১১

কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে অনুরূপ কোন শ্লোক লেখেন নাই বা কাজীর সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই।

বৃন্দাবনদাসের কাজী-দলন-বর্ণনায় আতিশয্য-দোষ দেখা যায় ; যথা—

চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥
কোটি কোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল।
... ...
জীব মাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহ কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল ॥

কীর্ত্তনানন্দে কোন কোন ভক্ত বলিতেছেন—

ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিমু সংহার।—২।২৩।৩৩৩

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজিবেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলো মাথা॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বোলে বার বার॥ —২।২৩।৩৩৫

তাঁহার আদেশে ভক্তগণ কাজীর ঘর ভাঙ্গিলেন ও ফুলের বাগানের গাছ উপাড়িয়া ছারখার করিলেন। তারপর বিশ্বম্ভর যখন বলিলেন, "অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়," তখন ভক্তেরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

হাসে মহাপ্রভু সর্ব্বদাসের বচনে।
হরি বলি নৃত্যরসে চলিলা তখনে॥ —পৃ. ৩৩৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা॥
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বোলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কি মত॥

—চৈ. চ., ১।১৭।১৩৬-১৩৯

বৃন্দাবনদাসের মতে বিশ্বম্ভর নিজে আদেশ দিয়া কাজীর ঘর-বাগান ভাঙ্গাইলেন; কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিলেন এইরূপ ব্যবহার করিলে, বিশেষতঃ ঘর পুড়াইবার

আদেশ দিলে শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই তিনি বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাকে একটু চূণকাম করিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর অভ্যাগত বা অতিথিরূপে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, কাজীর ঘর-পোড়ানর আদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে বিশ্বম্ভরের সহিত কাজীর গোবধ লইয়া বিচার হইল। কাজী পরাজিত হইয়া স্বীকার করিলেন যে

তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥

অবশেষে কাজী—

প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয় বাণী॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি।—চরিতামৃত, ১।১৭

মুরারি গুপ্ত শুধু নগর-সঙ্কীর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছেন—বৃন্দাবনদাস নগর-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে কাজীকে দণ্ডদানের কথা লিখিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমন করিয়া ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে কাজীকে দণ্ডদান নহে, উদ্ধার করাই প্রভুর নগর-সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য। নগর-সঙ্কীর্ত্তন প্রধান উদ্দেশ্য হইলে তাহার মধ্যে কাজীর বাড়ীতে বসিয়া বিচার-বিতর্ক করিবার অবসর ও প্রবৃত্তি হয় না। জয়ানন্দ গ্রন্থমধ্যে কাজী-দলন বর্ণনা করেন নাই; তবে গ্রন্থের শেষে সূত্রাকারে বলিয়াছেন—

সিম্বলিয়া গ্রামেতে কাজীর ঘর ভাঙ্গি।
সাত প্রহরিয়া ভাবে হৈলা বড় রঙ্গী॥
সিম্বলিয়া গ্রাম ছাড়ি পলাইল যবন। —পৃ. ১৪৭

সিম্বলিয়া বা সিমলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া মুসলমানগণ অবশ্য স্থায়িভাবে পলায়ন করেন নাই, কেন-না এখনও সেখানে মুসলমানদের প্রাচীন সমাধি আছে ও বসবাস আছে।

আমার মনে হয় যে কোন কোন মুসলমান নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দেওয়ায়

বিশ্বম্ভর নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধিগণের বাড়ীর পাশ দিয়া সজোরে কীর্ত্তন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দলের কোন কোন লোক বিরোধী মুসলমানদের গাছপালা নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কীর্ত্তনের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিরোধী দলের প্রধান ব্যক্তি ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড লিখিবার সময়ে মুখ্যতঃ নিতানন্দ প্রভুর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি লিখিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি ছিল গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ দেখানোর দিকে এবং বাংলাদেশে কি ভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইল তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দিকে। কাব্য-হিসাবে এইরূপভাবে অন্ত্যখণ্ড লিখিলে বিষয়বস্তুর ঐক্য বজায় থাকে। আদিখণ্ডে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, মধ্যখণ্ডে যাহার বিকাশ দেখানো হইয়াছে, অন্ত্যখণ্ডে তাহারই পরিণতিমাত্র বর্ণনা করিয়া কবি কাব্যরসকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। আদিখণ্ডে ভক্তগণের নবদ্বীপে সমাবেশ ও জনসাধারণের ভক্তিহীনতা দেখিয়া আক্ষেপ ও ভগবৎকৃপার জন্য প্রার্থনা। মধ্যখণ্ডে ভক্তগণের মধ্যে ভাবমাধুরী-শোভিত শ্রীভগবানের প্রকাশ এবং নবদ্বীপে বিভিন্ন ভক্তের প্রতি কৃপা। অন্ত্যখণ্ডে সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীভগবানের দেশান্তরে গমন ; তথা হইতে আসিয়া পশ্চিম-বঙ্গে পূর্ব্বতন ভক্তদের সহিত মিলন, নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা প্রচারের সুব্যবস্থা, বিরহ-কাতর ভক্তদের সহিত নীলাচলে প্রভুর বিবিধ লীলা-বর্ণনা। বাংলাদেশের ভক্তমণ্ডলীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইয়াছে। বাংলার ভক্তমণ্ডলী যেখানে মূল বিষয়, সেখানে প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, রামানন্দের সহিত মিলন, উড়িয়া ভক্তদের সহিত ঘনিষ্ঠতা, বৃন্দাবন-গমন এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অবান্তর বিষয়রূপে গণ্য হইতে পারে। সেইজন্যই হয়ত বৃন্দাবনদাস উক্ত ঘটনাগুলি-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত ও ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ অনুল্লেখহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতকে আংশিক একদেশদর্শী গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঠিক এইজন্যই কাব্য-হিসাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যসম্পর্কিত সংস্কৃত ও বাংলা সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ও মধ্যখণ্ডে যে-সকল ভক্তের কথা বলা হয় নাই, এমন ভক্তদের বিবরণ অন্ত্যখণ্ডে খুব অল্পই দেওয়া হইয়াছে। যাহা কিছু আছে তাহার অধিকাংশ নিত্যানন্দ-ভক্তদের কথা। শ্রীচৈতন্য বিংশতিবর্ষকাল পুরীধামে অবস্থান করিলেন। সেই কালের মধ্যে বহু সহস্র লোক পুরীতে তাঁহার ভক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস মাত্র সার্ব্বভৌম, পরমানন্দ পুরী, দামোদরস্বরূপ, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ, রামানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, ভগবান আচার্য্য (৩।৩।৪০০-৯), প্রতাপরুদ্র (৩।৫।৪৫০-৫৩), রূপ-সনাতন (৩।১০।৫০১-২) ও শিখি মাহাতীর (৩।৯।৪৯৩) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ৩৬৯ হইতে ৫২০ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ১৫১ পৃষ্ঠায় অন্ত্যখণ্ড ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ-সকল ভক্তের কথা মাত্র ১৯টি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর নীলাচল-লীলা বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখার প্রয়োজন ছিল। ঐ গ্রন্থের আলোচনাকালে উক্ত ভক্তদের সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার ঐতিহাসিকতা বিচার করিব। এই স্থানে শুধু বলিয়া রাখি যে বৃন্দাবনদাস ব্রজমণ্ডলের রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট-সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই, এমন কি তাঁহাদিগের বন্দনা পর্য্যন্ত করেন নাই। নরহরি সরকার, রঘুনাথ ঠাকুর প্রভৃতি নাগরীভাবের ভক্ত-সম্বন্ধেও তিনি নীরব। উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত রায় রামানন্দের কথা তাঁহার গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অচ্যুতানন্দ, কানাই খুঁটিয়া, মাধবী দেবী প্রভৃতি উড়িয়া ভক্তদের বিষয়েও তিনি কিছু লেখেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের গৌড়ভ্রমণ

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের গৌড়ভ্রমণ বিশেষ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য বর্ণনার সহিত ইহার তুলনামূলক বিচার করা যাউক। বৃন্দাবনদাস বলেন যে নীলাচলে কিছুকাল বাস করার পর শ্রীচৈতন্য

> গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
> অতি শীঘ্র গৌড় দেশে আইলা চলিয়া॥ —৩।৩।৪১২

(১) তিনি সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিলেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে নবদ্বীপ হইতে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া খানিক দূর গিয়া,

গঙ্গা পার হইয়া বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ীতে যাইতে হয়। বিদ্যাবাচস্পতির গ্রামে বহু লোকের সংঘট্ট হইতেছে দেখিয়া "নিত্যানন্দ-আদি জনকথো সঙ্গে লৈয়া" প্রভু গোপনে কুলিয়া নগরে যাইলেন।

(২) কিন্তু কুলিয়াতেও লোকে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। নবদ্বীপ হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল।

খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত কত হাট বা বসিল সেই ক্ষণ॥

কুলিয়াতে বৈষ্ণব-নিন্দক একজন ব্রাহ্মণকে ও বক্রেশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত দেবানন্দ পণ্ডিতকে প্রভু কৃপা করিলেন।

(৩) কুলিয়া হইতে গঙ্গার তীরে তীরে চলিয়া তিনি গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে যাইলেন। রামকেলি গ্রাম বর্ত্তমান মালদহ জেলার ইংরাজ-বাজার হইতে প্রায় সাড়ে আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেইখানে হুসেন শাহ বহু সহস্র ভক্তের সহিত শ্রীচৈতন্যকে যাইতে দেখেন। হুসেন শাহের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর মধ্যে রূপ, সনাতন, কেশব ছত্রী, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ সরকার প্রভৃতি ছিলেন। প্রভুর রামকেলি-গমন-প্রসঙ্গে কিন্তু বৃন্দাবনদাস রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৪) শ্রীচৈতন্য রামকেলি হইতে মথুরায় না যাইয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন। তিনি শান্তিপুরে পৌছিলে লোকে শচীমাতার নিকট বলিল—

শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই ঝাট আসি দেখহ সত্বর। —৩।৪।৪৬২

শচীদেবী মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ-সঙ্গে শান্তিপুরে গেলেন এবং শ্রীচৈতন্যকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইলেন।

(৫) কথোদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস-মন্দিরে॥ —৩।৫।৪৪৫

কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম হালিসহর।

(৬) কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব-মন্দিরে। —৩।৫।৪৪৮

(৭) তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥ —৩।৫।৪৪৯

এই মত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সভারি করিয়া মনোরথ পূর্ণকাম।
পুন আইলেন প্রভু নীলাচল ধাম॥ —৩।৫।৪৫০

বৃন্দাবনদাসের এই বর্ণনার সঙ্গে মুরারি গুপ্তের বর্ণনার মোটামুটি মিল আছে। শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণ-বর্ণনার অন্তে মুরারি গুপ্ত লিখিতেছেন—

এবং শ্রীভক্তবর্গাণাং গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে।
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং কৃত্বা যযৌ শ্রীপুরুষোত্তমম্॥ —৩।১৮।২১

বৃন্দাবনদাসের "এই মত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে" প্রভৃতি ইহারই অনুবাদ মনে হয়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট শুনিয়া ও মুরারি গুপ্তের বর্ণনা পড়িয়া আলোচ্য ভ্রমণ-বিবরণ লিখিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত বলেন যে প্রভু নীলাচল হইতে বাহির হইয়া বাচস্পতি-গৃহে আসিলেন। সেখানে নবদ্বীপের লোকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দলাভ করেন (৩।১৭।১৫)। তাঁহার বর্ণিত দেবানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর সহিত বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার মিল আছে।

মুরারি গুপ্ত এবং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণ লিখিয়াছেন। বেশীর ভাগ তিনি খবর দিয়াছেন যে—

রেমুনা বাঁশদা দিয়া দাঁতনে রহিলা গিয়া
জলেশ্বরে রহিল শর্ব্বরী।
ছাড়িয়া দেবশরণ প্রবেশিলা মন্দারণ
বর্দ্ধমানে দিলা দরশন॥ —পৃ. ১৪০

অর্থাৎ জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্য কটক হইতে মেদিনীপুর জেলা—মন্দারণ পরগনা—বর্দ্ধমান হইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। বর্দ্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের মা রোদনীর হাতের রান্না খাইয়া—

রোদনী ভোজন করি চলিলা নদীয়া পুরী
বায়ড়ায় উত্তরিলা গিয়া।

বিদ্যাবাচস্পতির গ্রামের নাম অন্য কোন লেখক দেন নাই। কিন্তু জয়ানন্দ বলিতেছেন যে নবদ্বীপের অন্তর্গত বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ। সেখানে মাত্র একরাত্রি তিনি বাস করিলেন। তারপর লোকের ভিড় দেখিয়া কুলিয়া গেলেন। সেখানে

উচ্চ দেখি মঞ্চ রহিলা পূর্ব্বমুখে।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক দেখে হৃৎসা সুখে॥
বৃদ্ধ বাল্য যুবা জত নবদ্বীপে বসে।
ধাইল অর্ব্বুদ লোক আউদর কোণে॥
আই ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া সুলোচনা।
মুরারি গুপ্ত গোপীনাথ বুদ্ধিমন্তখানা॥

গঙ্গার অপর পার হইতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিলেন।

আই ঠাকুরাণী মূর্চ্ছা গেল বিষ্ণুপ্রিয়া।
চৈতন্য দেখিয়া কান্দে সকল নদীয়া॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু হৈল নমস্কার।
বধূ লঞা ঘরে যাহ না হইহ গঙ্গাপার॥

বায়ড়া হইতে শ্রীচৈতন্য রামকেলি গেলেন; কিন্তু জয়ানন্দ রামকেলির নাম কৃষ্ণকেলি লিখিয়াছেন। প্রভুর শান্তিপুর-প্রবাস-কাহিনী জয়ানন্দ পূরাপূরি বৃন্দাবনদাস হইতে লইয়াছেন। শান্তিপুর হইতে কুমারহট্ট, পানিহাটী ও বরাহনগর গমন।

এই তিনজন লেখকের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণের যে ক্রম দেওয়া হইয়াছে তাহা কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেন নাই।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন যে প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের উৎকলের সীমান্ত হইতে নৌকায় চড়িয়া প্রভু সর্ব্বপ্রথমে পানিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের নিকট গেলেন। সেখানে একরাত্রি থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ী গেলেন। তথা হইতে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় কবির পিতা শিবানন্দ সেনের বাড়ী গেলেন। সেখানে "মুহূর্ত্তং স্থিত্বা" বাসুদেব-দত্তের গৃহে। তারপর শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ী। তথা হইতে নৌকাতেই

"নবদ্বীপস্থ পারে কুলিয়া-নাম-গ্রামে মাধবদাস-বাট্যামুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপ-লোকানুগ্রহহেতোঃ সপ্ত দিনানি তত্র স্থিতবান্।" নবদ্বীপ হইতে গৌড়ে গমন এবং মথুরায় না যাইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন (৯।১১ প্রভৃতি)।

কবিকর্ণপূর মহাকাব্যের বিংশসর্গে শ্রীচৈতন্যের গৌড়ভ্রমণ-বর্ণনার সময়ে মুরারির মতকে পরিত্যাগ করিয়া নাটকে যেমন বর্ণনা করিয়াছেন তেমনি লিখিয়াছেন। কেবল পানিহাটীতে একরাত্রি থাকার পরিবর্ত্তে ৫।৬ দিন (২০।১৩), তথা হইতে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে খবর দিতে পাঠান (২০।১৫), শ্রীবাসের বাড়ী ২।৩ দিন, শিবানন্দের বাড়ী একরাত্রি (২০।১৮), শান্তিপুরে ৬ দিন (২০।২৪) এবং নবদ্বীপের পশ্চিম পাড়ে ৫।৬ দিন থাকিয়া (২০।৩০) পশ্চিম দিকে কোন স্থানে গমন করিলেন ; পরে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন (২০।৩৩)।

কবিকর্ণপূর-বর্ণিত ভ্রমণক্রম অধিকতর সঙ্গত মনে হয় ; কারণ ভৌগোলিক হিসাবে তাঁহার বর্ণিত পথেই আসা সহজ। উড়িষ্যার সীমানা হইতে নৌকায় চড়িয়া পানিহাটী আসা স্বাভাবিক। রেনেলের ম্যাপ হইতে অনুমান হয় ষোড়শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই নদীর তীরবর্ত্তী পিছলদা হইতে পানিহাটী আসিবার জলপথ থাকা অসম্ভব ছিল না। রাস্তাঘাট-সম্বন্ধে ভাবোন্মত্ত নিত্যানন্দ অপেক্ষা গৌড়ীয় যাত্রিগণের পথপ্রদর্শক শিবানন্দ সেনের পুত্রের কথা অধিক নির্ভরযোগ্য। পানিহাটী হইতে বরাহনগর, হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া হইয়া শান্তিপুরে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মধ্যলীলার সূত্র লেখার সময় বৃন্দাবনদাসের ভ্রমণক্রম মানিয়া লইয়াছেন, অথচ গৌড়ভ্রমণ-বর্ণনার সময় খানিকটা কবিকর্ণপূরের ক্রম গ্রহণ করিয়া উভয় ক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে আছে যে প্রভু প্রথমে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এবং পরে কুলিয়ায় যান (২।১।১৪০-১)। কুলিয়া হইতে রামকেলি গমন (২।১।১৫৬) ; রামকেলি হইতে কানাইয়ের নাটশালা (২।১।২১৩) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অত লোকের সঙ্গে বৃন্দাবন যাইবেন না বলিয়া শান্তিপুরে আসিলেন (২।১।২১৮)। শান্তিপুর হইতে নীলাচলে ফিরিলেন। এই বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস অনুসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রভুর কুমারহট্ট, পানিহাটী ও বরাহনগর যাইবার কথা ইহাতে নাই।

কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে প্রভুর গৌড়ভ্রমণ-বর্ণনায়

সময় কবিকর্ণপূরকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে ওড্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত আসার পর (২।১৬।১৪৪) একজন যবন নৌকায় করিয়া

মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদ পার করাইল।
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল॥ —২।১৬।১৯৬

তারপর

সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী।

পানিহাটী হইতে কুমারহট্ট, তথা হইতে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ এবং কুলিয়া হইয়া শান্তিপুর; শান্তিপুর হইতে রামকেলি। রামকেলি ও কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিয়া

শান্তিপুরে পুন কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥ —২।১৬।২১২

কিন্তু বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের গৌড়ভ্রমণ-বর্ণনায় প্রভুর দুই বার শান্তিপুরে আসার কথা লেখেন নাই।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পড়িয়া একটি অমীমাংসিত সমস্যার কথা মনে পড়ে। শ্রীচৈতন্য প্রথমেই যদি নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি কোন্ পথে আসিয়াছিলেন? মন্ত্রেশ্বর-নদ দিয়া জলপথে আসিয়া নিশ্চয়ই পানিহাটীতে নামেন নাই—কেন-না বৃন্দাবনদাসের মতে প্রভু সর্ব্বশেষে কুমারহট্ট, পানিহাটী প্রভৃতি গমন করেন। যদি জয়ানন্দের মত অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রভু জলেশ্বর ও দাঁতন হইয়া, মন্দারণ পরগনা এবং বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস কেন প্রথমেই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপের অপর পারে আসার কথা বলিলেন তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ওড্রদেশের সীমা হইতে জলপথে পানিহাটীতে না আসিয়া শ্রীচৈতন্য কি স্থলপথে—অত্যন্ত ঘোরা পথে—নবদ্বীপের নিকটে আসিয়াছিলেন? কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের স্থলপথে আসা স্বীকার করেন না।

এক দিকে কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অন্য দিকে বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দের মধ্যে গৌড়-ভ্রমণ-বিষয়ে মতভেদ খুব গুরুতর নহে, কিন্তু এই সম্বন্ধে আমি যে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম তাহার উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গালী লেখকেরা

শ্রীচৈতন্যের বাংলাদেশ-পরিভ্রমণ-বিষয়েই যখন এক মত হইতে পারেন নাই, তখন তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বর্ণনায় যে তাঁহাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সহিত শচীমাতার কয় বার দেখা হইয়াছিল আলোচনা করা যাইতে পারে। মুরারি গুপ্ত বলেন যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রভু কুলিয়ায় আসেন। তিনি ভক্তগণের প্রার্থনায় কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে আসেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিজমূর্ত্তি-স্থাপনের অনুমতি দেন। নবদ্বীপ হইতে তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে অম্বিকা-কালনায় গমন করেন এবং তথা হইতে শান্তিপুরে যান। শান্তিপুরে শচীমাতাও গিয়া কয়েক দিন বাস করেন (৪।১৪ ও ৪।১৫ সর্গ)। লোচন এই অংশ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

> মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
> বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥
> শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল।
> মায়ে নমস্কারি প্রভু প্রভাতে চলিল॥

কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই লীলাটি বাদ দিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর সন্ন্যাসী একবার মাত্র জন্মস্থানে আসিতে পারেন বলিয়া লোকাচার আছে। তাহা সত্ত্বেও প্রভুর নবদ্বীপে আসায় পাছে কোন দোষ স্পর্শে ভাবিয়া কি উঁহারা এ ঘটনা বর্ণনা করেন নাই?

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচনায় ক্রমভঙ্গ, অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক ঘটনা-সংযোজনার প্রবৃত্তি থাকিলেও সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার গ্রন্থ ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান্। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বৈষ্ণবদের মধ্যে মতভেদ, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবিধ কার্য্যকলাপ ও গৌড়দেশে প্রেমধর্ম্মপ্রচার-সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থই আমাদের একমাত্র উপজীব্য। গয়াপ্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের নবদ্বীপ-লীলার যে চিত্র বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অঙ্কন করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা বিশ্বম্ভরের ভাবজীবন-সম্বন্ধে যতটা জ্ঞানলাভ করি, তাঁহার বহিরঙ্গ জীবনের শত শত খুঁটিনাটি ঘটনা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিলেও আমরা

তাহার শতাংশের একাংশও জানিতে পারিতাম না। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব-শক্তি অতুলনীয়। কবির অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেমের যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন তাহা রসিকজনের পরম আদরের ধন। ঐতিহাসিকের বহির্মুখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবনদাসের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়িলেও, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ঐতিহাসিক তথ্যের আকরস্বরূপ।

অষ্টম অধ্যায়

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি কালিদাস নাথ মহাশয়ের সহযোগিতায় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহা সম্পাদন করিয়া ১৩১২ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

জয়ানন্দ বলেন যে শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচল হইতে মথুরা-গমনের উদ্দেশ্যে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের মাতা রোদনী দেবী শ্রীচৈতন্যকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন (পৃ. ১৪০)। পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে শ্রীচৈতন্যের জলপথে গৌড়ে আসাই অধিক সম্ভব। তাহা হইলে জয়ানন্দের বিবরণ ভ্রান্ত বলিতে হয়। কিন্তু জয়ানন্দ যেরূপভাবে সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যের আগমন-কথা লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে তিনি সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা বলিতেছেন। হয়ত তাঁহার শ্রীচৈতন্যের আগমনকাল-সম্বন্ধে ভুল হইয়াছিল। এরূপ ভুল হওয়া বিচিত্র নহে; কেন-না ঐ সময়ে জয়ানন্দ অত্যন্ত শিশু; নিজেই বলিয়াছেন "রোদনী রান্ধিল তার লঞা।" গৌড় হইতে নীলাচলে ফিরিবার সময় শ্রীচৈতন্য কোন্ পথে গিয়াছিলেন তাহার কোন বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই। সেইজন্য মনে হয় গৌড়ে আসার সময় অপেক্ষা গৌড় হইতে ফেরার সময় শ্রীচৈতন্যের আমাইপুরা যাওয়া অধিকতর সম্ভব। বর্দ্ধমান হইয়া নীলাচলে যাওয়ার একটি মাত্র পথ ছিল। ঐ পথেই জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যকে নীলাচল হইতে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়াছেন; যথা—

> তুঙ্গনা ভদ্রথপাড়া ছাড়িয়া অসুর গড়া
> সরো নগরে বাসা করি।

রেমুনা বাঁশদা দিয়া দাঁতনে রহিলা গিয়া
জলেশ্বরে রহিলা শর্ব্বরী ॥[১]
ছাড়িয়া দেবশরণ প্রবেশিলা মান্দারণ[২]
বর্দ্ধমানে দিলা দরশন। —পৃ. ১৪০

জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র "গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য" অর্থাৎ গদাধর গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থের ভণিতা দেখিয়া মনে হয় জয়ানন্দ নিজেও গদাধর গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

তিনি প্রায়শঃ নিম্নলিখিত ভণিতা দিয়াছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥ —পৃ. ৪

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "যদুনাথ দাস-কৃত শাখানির্ণয়ামৃত পাঠে জানিতে পারি যে তিনি গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত ছিলেন।"[৩] কিন্তু

---

১ পথের এই ক্রম ভুল। পুরী হইতে বাংলা দেশে আসার পথে প্রথমে জলেশ্বর ও তাহার পরে দাঁতন পড়ে।

২ "Sarkar Mandaran extended from Nagor in western Birbhum over Raniganj, along the Damodar to above Burdwan, and thence from there over Khand Ghosh, Jehanabad, Chandrokona (western Hughli district) to Mandalghat, at the mouth of the Rupnarayan river." Blochman's Note on Ain-i-Akbari. Vol. II, page 141

"The Orissa trunk road from Kola on the Rupnarayan through Midnapore to Danton on the frontier of Orissa and the pilgrim Road from Midnapore to Raniganj."

—Imperial Gazetteer of Bengal, page 307

৩ নগেন্দ্রবাবু যদুনাথের গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। শ্লোকটি এই—

বন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দ-মহাশয়ম্।
প্রকাশিতং যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকম্ ॥

—শ্রীগৌড়ভূমি পত্রিকা, ১৩০৮ সাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩

বসু মহাশয় অন্যত্র লিখিয়াছেন, "তবে অভিরাম গোসাঞির পাদোদক-প্রসাদে—এই ভণিতা-অনুসারে যেন অভিরাম গোস্বামীকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া বোধ হয়" (চৈতন্যমঙ্গল, মুখবন্ধ পৃ. ৵০)। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং পৃ. ৩০৭) ও শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন (বঙ্গশ্রী, ১৩৪১ পৌষ, পৃ. ৭৫৬) বসু মহাশয়ের শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভণিতা, যদুনাথ দাসের শাখা-নির্ণয় ও গ্রন্থমধ্যে গদাধরের বন্দনা দেখিয়া আমার মনে হয় যে জয়ানন্দ গদাধরেরই শিষ্য।[১]

বৈষ্ণবসমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ অনাদৃত হইবার কারণ

যিনি গদাধর গোস্বামীর শিষ্য ও যাঁহাকে শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হইল না কেন? আমার মনে হয় নিম্নলিখিত তিনটি কারণে বাংলার বৈষ্ণবসমাজ তাঁহার গ্রন্থের আদর করেন নাই :—

(১) জয়ানন্দ গ্রন্থরচনায় বৈষ্ণবীয় রীতি অবলম্বন করেন নাই এবং গোস্বামি-শাস্ত্রে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বাংলা পয়ারের প্রথমেই রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য বা গুরুদেবকে বন্দনা না করিয়া প্রচলিত হিন্দুরীতি-অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

প্রথমে বন্দিব দেব শিবের নন্দনে।
জাঁহার স্মরণে বিঘ্ন না রহে ভুবনে॥

বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে শ্রীচৈতন্যের লীলা শ্রবণ করিলে ভক্তিলাভ হয় বা কৃষ্ণকৃপা বা শ্রীচৈতন্যকৃপা লাভ হয়। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন চৈতন্যমঙ্গল শুনিলে তীর্থযাত্রা, অশ্বদান, কন্যাদান, তুলাপুরুষাদির ফল পাওয়া যায় (পৃ. ৮৪)। জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের দ্বারা যোগ-সাধনার উপদেশ করাইয়াছেন ; যথা—

আউট হাত ঘর খানি তাহে দশ দ্বার।
তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার॥

১ চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে—

শ্রীপণ্ডিত গোসাঞি বন্দোঁ বন্দোঁ নিরন্তর।
জার প্রেমে পুর্ণ হল জঙ্গম স্থাবর॥

২৭ পৃষ্ঠায় গদাধরের উচ্চ প্রশংসা আছে। মঙ্গলাচরণে অভিরামের বন্দনা নাই।

একাদশ চোর তাহে দস্যু পাঁচজন।
গঙ্গাযমুনা নদী বহে সর্ব্বক্ষণ॥
হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশাঙ্গুলে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী সুষুম্নার মূলে॥ —পৃ. ৭৭

এই বর্ণনা যেন বাউলদের দেহতত্ত্বের গানের মতন শোনায়। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া শূন্যবাদ, একদল যৌগিক বা তান্ত্রিক সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপীভাবের কথা বলাইয়াছেন। উড়িষ্যার অচ্যুতানন্দ ও শ্রীখণ্ডের নরহরি রূপ-সনাতন অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের কম অন্তরঙ্গ ছিলেন না; জয়ানন্দও শ্রীচৈতন্যের বেশী পরবর্ত্তী নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পক্ষে অচ্যুতানন্দ, নরহরি, জয়ানন্দ প্রভৃতির মত শ্রীচৈতন্যের মত নহে, রূপ-সনাতন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বর্ণিত মতই সত্য মত এরূপ নির্দ্দেশ করা নিরাপদ্ নহে। তবে রূপ-সনাতনের মতই গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণবদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতের সহিত জয়ানন্দের মতের পার্থক্য এরূপ সুস্পষ্ট বলিয়া তাঁহার বই বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হয় নাই।

জয়ানন্দ বলেন যে জালিন্দ্র নামে এক মহাশূর ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তির আশায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। জালিন্দ্রের স্ত্রী বৃন্দা খুব সতী ছিলেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না। ইন্দ্রকে জয়ী করিবার জন্য জনার্দ্দন জালিন্দ্রের রূপ ধরিয়া বৃন্দার সহিত বিহার করিলেন। বৃন্দার সতীত্ব এইরূপে নষ্ট হওয়ায় জালিন্দ্র ইন্দ্র-কর্ত্তৃক নিহত হইল। বৃন্দা জনার্দ্দনের প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন "পাষাণ শরীর হউক সে দেহ ছাড়িঞা।" কৃষ্ণ বলিলেন—

আমি দেহ ছাড়ি হব শালগ্রাম শিলা।
তুমি তুলসী বৃন্দা পূর্ব্বে লক্ষ্মী আছিলা॥
মথুরা যে বৃন্দা তোমার বনস্থলী।
সেই বৃন্দাবনে সে করিব রসকেলি॥

তারপর

শালগ্রাম শিলা হৈলা গণ্ডকী-নিবাসী।
দেহ ছাড়িয়া বৃন্দা হইলা তুলসী॥ —পৃ. ১৩১-৩৩

কোন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব এরূপ কাহিনী শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে পারেন না।

(২) জয়ানন্দ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনা-মধ্যে ঐতিহাসিক ক্রম বিন্দুমাত্র নাই। তাহার ফলে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ভক্তির ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয় না। তিনি শ্রীচৈতন্যলীলাকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। আদিখণ্ডে পাপ-ভারাক্রান্ত পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া হরি চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর নদীয়াখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পিতৃবিয়োগ, গয়াগমন, দুইবার বিবাহ, ভক্তগণ-সঙ্গে কীর্ত্তন ও জগাই-মাধাই-উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। জয়ানন্দ বিশ্বম্ভরের পিতৃবিয়োগের পরই তাঁহার গয়াগমন ও ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ বর্ণনা করিয়াছেন ; তারপর একে একে তাঁহার দুই বিবাহের কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের মনে যে কিরূপে প্রেমভক্তির উদয় হইল তাহা বর্ণিত হইল না। শ্রীচৈতন্যলীলার মাধুর্য্যের সর্ব্বপ্রধান কথা এইরূপে অকথিত রহিয়া গেল। অতঃপর বৈরাগ্য-খণ্ড। জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্যের মনে সহসা বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সংসারের অসারতা-সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বৈরাগ্যখণ্ডে এইরূপ উপদেশ-প্রদান ছাড়া আর বিশেষ কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। তারপর সন্ন্যাসখণ্ডে কাটোয়া ও শান্তিপুরের ঘটনা। পঞ্চম, উৎকলখণ্ড—শান্তিপুর হইতে পুরী-যাত্রা ও প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা। ষষ্ঠ, তীর্থখণ্ড, দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ (পৃ. ১০৪) ; সেতুবন্ধ-দর্শন বর্ণনা করিয়া কবি লিখিতেছেন—

সঙ্গীত উৎকল খণ্ড অক্ষয় অমৃত কুণ্ড
কর্ণরন্ধ্রে জগজন পিয়ে।

পরে রামানন্দ-মিলনের সময় লিখিতেছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর পদদ্বন্দ্ব।
আনন্দেতে তীর্থখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥ —পৃ. ১০৫

১০৫ হইতে ১০৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রত্যেক অনুচ্ছেদের পর এইরূপ ভণিতা আছে। তারপর ১০৯ হইতে ১৩৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকাশখণ্ড। কিন্তু ১৩৫ পৃষ্ঠায় কবি আবার লিখিতেছেন—

এই অবধি প্রকাশখণ্ড হৈল সাঙ্গ।
তীর্থযাত্রা করিলেন ঠাকুর গৌরাঙ্গ॥

কবির মনে শ্রীচৈতন্যের তীর্থভ্রমণ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ষষ্ঠ, তীর্থখণ্ডে, রায় রামানন্দ-মিলন, রামানন্দের পুরীতে আগমন, রামানন্দের প্রতি উপদেশ। তারপর সপ্তম, প্রকাশখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক জগন্নাথের মহিমার বর্ণনা, সার্ব্বভৌম-উদ্ধার, প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ও শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বৃন্দা-জালিন্দ্রের কাহিনীর ন্যায় কতকগুলি কাহিনীর বর্ণনা। তারপর আবার সপ্তম নাম দিয়া তীর্থখণ্ডে বৃন্দাবন-দর্শন এবং

মথুরা দেখিয়া তবে গেলা সেতুবন্ধ ॥
শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি মধ্যে মহারণ্য।
দ্রাবিড় ডাহিনে থুঞা চলিলা চৈতন্য ॥ —পৃ. ১৩৬

অষ্টম, বিজয় খণ্ড—ইহাতে শ্রীচৈতন্যের গৌড়যাত্রা ও তিরোধান-বর্ণনা। কবি উত্তরখণ্ডে সব ভুল সামলাইয়া লইয়াছেন। উত্তরখণ্ডের ১৪৫ হইতে ১৪৯ পৃষ্ঠা মুখ্যতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংক্ষিপ্তসার। শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে-সকল ঘটনার বর্ণনা আছে, অথচ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নাই, সে-সকল ঘটনার সূত্র উত্তরখণ্ডে আছে। এরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—নিমাইকে চোরে লইয়া যাওয়া, জগদীশ হিরণ্যের ঘরে নৈবেদ্য খাওয়া, তৈর্থিক বিপ্রের কাহিনী, দিগ্বিজয়ীর পরাভব, বিশ্বম্ভরের বঙ্গদেশে গমন। জয়ানন্দ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িয়াছিলেন সন্দেহ নাই; তবে লীলা-বর্ণনার সময়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখিয়া লেখেন নাই।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রম-বিপর্য্যয় ঘটিবার অন্যতম কারণ হয়ত এই যে তিনি ক্রম-সম্বদ্ধ সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে বসেন নাই। তিনি নয়টি গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন। এক একটি পালারচনার সময় মূল ঘটনার আনুষঙ্গিক যত ঘটনা সব দিয়াছেন। তাই জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরই বিশ্বম্ভরের গয়ায় গমন-বর্ণনা—কেন-না মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, গয়ায় পিণ্ডদান প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সেইজন্যই উৎকলখণ্ডে একবার শ্রীচৈতন্যের তীর্থভ্রমণ-বর্ণনা, আবার তীর্থখণ্ডে আর একবার তাহারই বর্ণনা। জয়ানন্দ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার বই পালাগানের বই; যথা—

ইবে শঙ্খ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে ॥ —পৃ. ৩

পালাগান করিয়া গৃহস্থ জনসাধারণের মনোরঞ্জন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পালাগান শুনিবার জন্য অনেক স্ত্রীলোক উপস্থিত হইত ; যথা—

সর্ব্ব লোক হরিবোল জয়ানন্দ বলে।
জয় জয় দেহ তবে স্ত্রীলোক সকলে॥ —পৃ. ৮৩

লোকে যাহাতে চৈতন্যমঙ্গল পালা গান করায় তাহার জন্য কবি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন যে চৈতন্যমঙ্গল পালা দিলে মনের মতন ছেলে হইবে (পৃ. ১৫২)। গৃহস্থ-ঘরে যে পালা গান হইবে তাহাতে শুধু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের কথা থাকিলে চলিবে কেন? নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করা দরকার। তাই ছাপা ১৫২ পৃষ্ঠার বইয়ে ধ্রুবচরিত্র (পৃ. ৬৩-৭০), জড়ভরত (পৃ. ৭৩-৭৬), কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্তসার (পৃ. ১০৭-৮), জগন্নাথক্ষেত্র-মহিমা (পৃ. ১০৯-২৩), সত্যবতী-কাহিনী (পৃ. ১২৭-২৮), জুয়াড়ীর কাহিনী (পৃ. ৩১-৩৩), অজামিল উপাখ্যান প্রভৃতির দ্বারা তিনি প্রায় ৪৪ পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়াছেন, আর দশ-বার পাতায় আছে সংসারের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ।[১]

(৩) বৈষ্ণবসমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ আদৃত না হইবার তৃতীয় কারণ এই যে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া এমন অনেক সংবাদ লিখিয়াছেন যাহা ভ্রান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত পরে দিব।

চৈতন্যমঙ্গল-রচনার কাল

জয়ানন্দ বলেন যে তাঁহার গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম চৈতন্যসহস্রনাম, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত, গোপাল বসু চৈতন্যমঙ্গল ও পরমানন্দ গুপ্ত গৌরাঙ্গবিজয়-গীত লিখিয়াছিলেন (পৃ. ৩)। সম্ভবতঃ জয়ানন্দের পরমানন্দ গুপ্ত বৃন্দাবনদাস-কথিত—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়॥
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥ —চৈ. ভা., ৩৬৷৪৭৫

গোপাল বসুর "চৈতন্যমঙ্গল"-এর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

১ যথা—৬০, ৬১, ৬৩, ৭৭, ৭৯, ১০৬-৭, ১২৩-২৪, ১২৯ ও ১৩১ পৃষ্ঠায় উপদেশ

জয়ানন্দ কোন্ সময়ে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ যদি ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তবে তাহার অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পরে জয়ানন্দের গ্রন্থ-রচনার কাল ধরিতে হয়; কেন-না বৃন্দাবনদাসের সময় হয়ত বীরভদ্রের প্রভাব বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু জয়ানন্দ "বীরভদ্র গোসাঞিঃর প্রসাদ মালা পাঞা" (পৃ. ৩) পালা রচনা করিয়াছেন। আর বৃন্দাবনদাসের সময় বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবিকানির্ব্বাহের উপায়রূপে ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয় নাই, অর্থাৎ churchianity খুব বেশী প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু জয়ানন্দের সময়ে অনেকে ঠাকুর-বাড়ী করিয়া পেট চালাইতেছেন দেখিতে পাই; যথা—

কোন দেবালয়ে কেহ সেই বৃত্তি করি।
পরিবার পুষিবেক বৈষ্ণব রূপ ধরি॥ —পৃ. ৭১

বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দের ঐশ্বর্য্য হইয়াছে!

নানা অলঙ্কারে কেহ দিব্য পরিচ্ছেদে।
দোলাএ ঘোড়াএ জাব কেহো মহান্ত সপদে॥ —পৃ. ৭১

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষে বিজয়াদশমীর পর (২।১৬।৮৫, ৯৩) শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশে আসেন। ঐ সময় ১৪৩৬ শক, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়ানন্দকে কোলে করিয়া রোদনীকে রাঁধিতে হইয়াছিল, সুতরাং তখন জয়ানন্দের বয়স এক বৎসরেরও কম; অর্থাৎ ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়ানন্দের জন্ম। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি পালা রচনা শেষ করিয়াছিলেন ধরিলে, ঐ সময় তাঁহার বয়স হয় ৪৭ বৎসর। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দুই বৎসর পরে বীরভদ্রের জন্ম ধরিলে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হয় ২৫ বৎসর। ঐ সময়ে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের বেশী পরে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইলে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত শাস্ত্রের ছাপ তাহার উপর পড়িত।

জয়ানন্দ শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে এইসব মারাত্মক ভুল খবর রহিয়া গিয়াছে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভুল খবর

(১) জয়ানন্দ জগন্নাথ মিশ্রকে খুব বড়লোক করিয়া আঁকিয়াছেন; যথা—

লিখিতে না পারি দাস দাসী যত
মিশ্রের মন্দিরে খাটে। —পৃ. ১০

তাঁহার মতে নিমাইয়ের গায়ে "মণিমুক্তাপ্রবালহার" ছিল (পৃ. ১৯)। মুরারি গুপ্ত দাসদাসী বা ঐশ্বর্য্যের কথা কিছুই লেখেন নাই। বৃন্দাবনদাস স্পষ্টই বলিয়াছেন—

শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান॥
কিছু নাই সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচান্দ কান্দে॥ —১।২।২৬

(২) জয়ানন্দ বলেন যে নিত্যানন্দ "অষ্টাদশ বৎসরে ছাড়িল গৃহবাস।" নিত্যানন্দের প্রিয়শিষ্য বৃন্দাবনদাস বলেন—

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥ —১।৬।৬৬

নিত্যানন্দের জীবনী-সম্বন্ধে জয়ানন্দ অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসের উক্তি ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য। জয়ানন্দ নিত্যানন্দকে ঈশ্বরপুরীর শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ. ১১); কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং তাঁহার

ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত।
সর্ব্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥ —১।৬।৬৯

(৩) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর পড়ুয়া অবস্থাতেই কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন (পৃ. ২৫); কিন্তু অন্যান্য সকল চরিত-লেখকই বলেন যে কদাচিৎ ভাব প্রকাশ করিলেও গয়া হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনে বিশেষ রত ছিলেন না।

(৪) জয়ানন্দ বলেন যে জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক-গমনের পরেই বিশ্বম্ভর গয়ায় শ্রাদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। গয়া হইতে ফিরিবার পর লক্ষ্মীকে বিবাহ, পূর্ব্ববঙ্গে গমন, লক্ষ্মীর দেহ-ত্যাগ ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ—এরূপ ঘটনা আর কোন চৈতন্যচরিতে নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের সহিত গয়ায় গিয়াছিলেন। এই মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় বলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের পর অধ্যাপক অবস্থায় নিমাই পণ্ডিত গয়ায় গিয়াছিলেন এবং গয়া হইতে ফিরিবার পর তাঁহার ভাব-প্রকাশ আরম্ভ হয় (১।১৫ সর্গ)। জয়ানন্দ আরও বলেন যে

হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিত গদাধর।
গোপীনাথ মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর॥
জগদানন্দ গোবিন্দ আচার্য্যরত্ন সঙ্গে।
গয়া যাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-খণ্ডে॥ —পৃ. ৩২

জয়ানন্দ ব্যতীত অন্যান্য চৈতন্যচরিত-লেখক যখন বলিতেছেন যে গয়া যাইবার পূর্ব্বে নিমাই ভক্ত হয়েন নাই, তখন হরিদাস ঠাকুর বা বক্রেশ্বরের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যে তাঁহার সঙ্গে গয়ায় গিয়াছিলেন তাহা সম্ভব মনে হয় না। মুরারি গুপ্ত কোন সঙ্গীর নাম দেন নাই। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভরের সহিত তাঁহার মেসো আচার্য্যরত্ন গিয়াছিলেন (৪।২১)। বৃন্দাবনদাস বলেন "যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লইয়া" (১।১২।১৩১)। সম্ভবতঃ গোপীনাথ, আচার্য্যরত্ন এবং কয়েকজন ছাত্র তাঁহার সহিত গয়ায় গিয়াছিলেন।

(৫) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

দুর্গম পথ পরিহরি মগধে প্রবেশ করি
রাজগিরি ঈশ্বরপুরী বৈসে।
গোপালমন্ত্র দশাক্ষর প্রেমভক্তি শক্তিধর
ঈশ্বরপুরী কহিল উদ্দেশে॥ —পৃ. ৩৩

মুরারি গুপ্ত (১।১৫।১৬), কবিকর্ণপূর (৪।৫৬) ও বৃন্দাবনদাস (১।১২।১৩৩) বলেন যে শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা গয়ায় হইয়াছিল। জয়ানন্দ যখন ইঁহাদের পরে বই লিখিয়াছেন তখন তাঁহার পক্ষে যে ইঁহাদের চেয়ে বেশী খবর পাওয়ায়

সুবিধা হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের কোথায় দীক্ষা হইয়াছিল তাহা মুরারি নিশ্চয়ই জানিতেন।

(৬) জয়ানন্দের মতে গয়ায় বিশ্বম্ভরের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সহিত মাধবেন্দ্রের মিলন বর্ণনা করিলেও শ্রীচৈতন্যের সহিত মাধবেন্দ্রের দেখা-সাক্ষাতের কথা লেখেন নাই। খুব সম্ভব বিশ্বম্ভরের গয়া-গমনের পূর্ব্বেই মাধবেন্দ্রপুরী পরলোক-গমন করিয়াছিলেন।

(৭) জয়ানন্দের মতে বিশ্বম্ভর—

লক্ষ্মীর বিয়োগ-কথা লোক-মুখে শুনি।
প্রেমানন্দে কীর্ত্তনে নাচেন দ্বিজমণি॥ —পৃ. ৫০

বৃন্দাবনদাস বলেন—

পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি॥
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তূষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ববেদ-সার॥ —১।১০।১০৮

(৮) জয়ানন্দের মতে বিশ্বম্ভর বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও আটাশ বৎসর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন (পৃ. ১৮৭)। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের মাত্র নয় বৎসর পরে লেখা কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস লইয়া, তিন বৎসর তীর্থ-ভ্রমণাদি করেন ও বিশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন। কবিকর্ণপূরের উক্তি জয়ানন্দের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। যে লেখক শ্রীচৈতন্য কত বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত দিন নীলাচলে ছিলেন, তাহার খোঁজ-খবর রাখিতেন না, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা বিশেষভাবে যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন।

(৯) সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে যাইবার সময়ে বিশ্বম্ভর নাকি

আগম নিগম গীতা গোবিন্দের কান্ধে।
করঙ্ক কৌপীন কটিসূত্র তাহে বান্ধে॥ —পৃ. ৮৬

প্রেমাবেগে যিনি স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী পত্নীকে ছাড়িয়া চলিয়াছেন, তিনি আগম নিগম গীতা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

(১০) জয়ানন্দের মতে সন্ন্যাসের সময়ে

শান্তিপুরে গেলা গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।
নবদ্বীপে মুকুন্দেরে দিলা পাঠাইঞা॥ —পৃ. ৯০

মুরারি গুপ্ত (৩।৪।৩) ও বৃন্দাবনদাস (৩।১।৩৭৪) বলেন যে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন।

(১১) মুরারি, কবিকর্ণপূর, নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন, কিন্তু জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে আগে যাইয়া পুরীতে বাস করিতে বলিলেন—

তুমি আগে রহ গিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে।
আমি সর্ব্ব পারিষদে যাব তোমার পত্রে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীরামদাস সঙ্গে।
পরমেশ্বর সুন্দরানন্দ গেলা নিজ রঙ্গে॥ —পৃ. ৯০

পরে আবার সূত্র লেখার সময়ে তিনি বলিয়াছেন—

নিত্যানন্দ আগে পলাইল নীলাচলে।
নিভৃতে রহিল কেহ দেখিতে না পারে॥ —পৃ. ১৪৮

(১২) জয়ানন্দ বলেন মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন।

মন্ত্রেশ্বর কূলে বিষ্ণু হরি দেখিঞা
কহিলা মুরারি গুপ্তে। —পৃ. ৯৬

মুরারি গুপ্ত নিজে কিন্তু বলেন নাই যে তিনি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গিয়াছিলেন। অন্য কোন চরিতকারও মুরারি গুপ্তকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

(১৩) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের আদেশে কটকে

গিয়া প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করেন। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কটকে যাইবেন, ইহা অসম্ভব। জয়ানন্দের মতে রাজা সদলবলে দিব্য পরিচ্ছদে হাতীতে চড়িয়া যাইতেছেন। রাজার পাট-হাতী শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া মাথা নোয়াইল।

দেখিয়া রাজার বড় বিস্ময় জন্মিল।
হস্তী হইতে লাফ দিঞা ভূমিতে পড়িল॥ —পৃ. ১০৩

শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কৃপা করিলেন। তারপর

রাজার শতেক স্ত্রী প্রধান চন্দ্রকলা।
গৌরচন্দ্র দিলা তাঁরে গলার দিব্য মালা॥ —পৃ. ১০৩

যাঁহারা "গোবিন্দদাসের কড়চা"য় বর্ণিত বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার-কাহিনী লইয়া ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা জয়ানন্দকে ছাড়িয়া দিলেন কেন?

জয়ানন্দ আর এক বার অন্য স্থানে (পৃ. ১২৬) প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-কাহিনী অন্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ বারে রাজাই শ্রীচৈতন্যের কাছে পুরীতে আসেন।

সার্ব্বভৌম-মুখে রাজা শুনিয়া সকল।
চৈতন্য ভেটিতে রাজা যায় নীলাচল॥ —পৃ. ১২৫

শ্রীচৈতন্য যদি আগেই রাজাকে কৃপা করিয়া থাকেন, তবে আর রাজার পক্ষে সার্ব্বভৌমের নিকট সকল কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য দেখিতে আসিবার প্রয়োজন কি ছিল? যাহা হউক জয়ানন্দ বলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের "স্নানযাত্রা পৌর্ণমাসী দিনে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্র"কে অষ্টবাহু রূপ দেখাইলেন। শ্রীচৈতন্য যদি রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বয়ং রাজাকে আর দুইখানি বেশী হাত না দেখাইলে রাজসম্মান বজায় থাকে কিরূপে? তাই বোধ হয় জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের অষ্টবাহুর কথা লিখিয়াছেন। প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিচার-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

(১৪) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে কৃষ্ণভক্ত না হওয়ার জন্য অনেক ভৎর্সনা করিলেন (পৃ. ১০৪)।

শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন—

শূকর কুটিরে তুমি হইয়াছ বিভোর।
হেন দেহে না পাইলে বৈষ্ণবের কোল॥

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই "জগন্নাথবল্লভ নাটক" লিখিয়াছিলেন। যিনি ঐরূপ নাটক লিখিতে পারেন তাঁহাকে যে শ্রীচৈতন্য ঐভাবে ভৎর্সনা করিলেন ইহা অসম্ভব। রায় রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের যেরূপ কৃষ্ণ-কথার আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া অন্যান্য লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, জয়ানন্দ তাহার ইঙ্গিতও করেন নাই।

(১৫) জয়ানন্দ বলেন যে শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবন-ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন রূপ ও সনাতনের সহিত তাঁহার দেখা হয়।

হেন কালে দবির খাস ভাই দুইজনে।
দেখিয়া চৈতন্য চিনিলেন ততক্ষণে॥ —পৃ. ১৩৬

রূপ-সনাতনের জীবনী-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য; কেন-না তিনি উহাদের সঙ্গ পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে যখন ফিরিতেছেন, তখন প্রয়াগে শ্রীরূপের সহিত ও কাশীতে সনাতনের সহিত তাঁহার দেখা হয়।

(১৬) জয়ানন্দ জগন্নাথ মিশ্রের পিতার নাম লিখিয়াছেন জনার্দ্দন (পৃ. ৮৮)। কিন্তু কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৩৫ শ্লোক) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে (১।১৩।৫৪) তাঁহার নাম লিখিয়াছেন উপেন্দ্র মিশ্র। চরিতামৃতের মতে জনার্দ্দন জগন্নাথের ভাইয়ের নাম, সুতরাং উহা উপেন্দ্র মিশ্রের নামান্তরও হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে নূতন তথ্য

জয়ানন্দ এমন অনেক নূতন সংবাদ দিয়াছেন, যাহা ষোড়শ শতাব্দীর অন্য কোন বইয়ে পাওয়া যায় না। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা-সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা সমসাময়িকের উক্তি-হিসাবে খুবই মূল্যবান্। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বা তাঁহার সঙ্গিগণের সম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত এই প্রকার নূতন তথ্য কত দূর সত্য তাহা যাচাই করিয়া লইবার উপায় নাই। তিনি জনপ্রবাদ যেমন

ভাবে শুনিয়াছিলেন তেমনি লিখিয়াছেন। অন্য কোন চরিতকার অনুরূপ কোন ঘটনা বা কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। জয়ানন্দ-প্রদত্ত এইরূপ কতকগুলি তথ্য নিম্নে লিখিতেছি।

(১) জয়ানন্দ বলেন যে

চৈতন্য গোসাঞিের পূর্ব্বপুরুষ
আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাঞা গেল
রাজা ভ্রমরের ডরে॥ —পৃ. ৯৬

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে এই "ভ্রমর" কপিলেন্দ্র দেব, কেন-না তাঁহার গোপীনাথপুর শিলালিপিতে "ভ্রমর" উপাধি দেখা যায়। কিন্তু কপিলেন্দ্র ১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৫১।৫২ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যাধিরোহণ করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কপিলেন্দ্র রাজা হওয়ার পরেই শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষ যাজপুর হইতে শ্রীহট্টে পলায়ন করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মিশ্র-বংশের তিন বার (যাজপুর, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ) বাসস্থান-পরিবর্ত্তনের কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়ানন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া উড়িয়া লেখকেরা শ্রীচৈতন্যকে উড়িয়া বলিয়া দাবী করিতেছেন।[১] কিন্তু শ্রীচৈতন্য পাশ্চাত্ত্য বৈদিককুলে বাৎস্যগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং শ্রীচৈতন্যের আত্মীয় ও কুটুম্বের বংশধরদের নিকট হইতে জানা যায়; আমি আমার উড়িয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণী বলিয়া কোন শ্রেণী আছে কি না; তাঁহারা বলিলেন এরূপ শ্রেণী উড়িষ্যায় নাই। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষ যাজগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এ কথা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও, তাঁহারা যে উড়িয়া ছিলেন তাহা মানিয়া লইতে পারিলাম না।

১ তারিণীচরণ রথ লিখিয়াছেন—

"Chaitanya himself emerged from a highly learned and respectable Oriya Brahmin family of Orissa and had migrated for a time to Bengal owing to disagreement with the king of Orissa." J. B. O. R. S., Vol. VI, pt. III, p. 448

(২) জয়ানন্দের মতে শচীঠাকুরাণী গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

আই ঠাকুরাণী বন্দোঁ চৈতন্যের মাতা।
পণ্ডিত গোসাঞি যাঁর দীক্ষামন্ত্র-দাতা॥ —পৃ. ২

(৩) সূর্য্যদাস সারখেলের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর নাম অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। জয়ানন্দ চন্দ্রমুখী নামে অন্য একটি কন্যার নাম এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে মনে হয় তিনিও নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাপাত্রী ছিলেন।

সূর্য্যদাস নন্দিনী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী।
নিত্যানন্দ-প্রেমময়ী শ্রীবসুজাহ্নবী॥ —পৃ. ৩

(৪) নিত্যানন্দ প্রভু একচাকা গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। জয়ানন্দ বলেন একাচাকা খলকপুর (পৃ. ৮)। তাঁহার মতে নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম ছিল বোধ হয় অনন্ত।

একচাকা খলকপুর পদ্মাবতী কক্ষে।
জন্মিলা অনন্ত মাঘমাস শুক্লপক্ষে॥ —পৃ. ১১

বৃন্দাবনদাস বহু বার 'অনন্ত' নাম উল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে তিনি নিত্যানন্দকে অনন্ততত্ত্বরূপে স্তুতি করিয়াছেন কি না।[১]

(৫) মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে জগন্নাথ মিশ্র রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন যে জগন্নাথ মিশ্র "শ্রীভাগবত পাঠ করেন গোবিন্দ-সমীপে" (পৃ. ১১)।

(৬) শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; বিশ্বরূপ তাঁহার অপেক্ষা বোধ হয় ৭।৮ বৎসরের বড়; কেন-না জয়ানন্দ বলেন যে নিমাইয়ের চূড়ামঙ্গলিয়া (কর্ণবেধ) ও বিশ্বরূপের উপনয়ন একই সময়ে হইয়াছিল (পৃ. ১৭)।

১ বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম-ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ অনন্ত বলদেব॥ —পৃ. ৫৯

শ্রীচৈতন্যভাগবতে অনন্ত নাম ৩৫, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৬, ৬২, ১২৪, ১৩১, ১৪২ ও ১৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

১৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় একপ্রকার অরাজকতা চলিতেছিল। জয়ানন্দ লিখিতেছেন যে বিশ্বরূপের জন্মের পর "আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।"

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছেদ করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥

পিরল্যার বর্ত্তমান নাম পারুলিয়া ; নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর মাঝখানে এই গ্রাম। ঐ অত্যাচারের সময়ে—

বিশারদ-সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥

(৭) জয়ানন্দের মতে নিমাইয়ের ধাত্রীমাতার নাম নারায়ণী। ধাত্রীমাতা নারায়ণীর কথা বা নাম অন্য কোন চৈতন্যচরিতে নাই। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়—

শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁকে কহিলা আপনে॥

(৮) হরিদাস ঠাকুরের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ী ভাটকলাগাছি গ্রামে এবং

উজ্জ্বলা মায়ের নাম বাপ মনোহর।

কিন্তু হরিদাস ঠাকুর যে যবনকুলে জন্মিয়াছিলেন তাহা মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন এবং কবিকর্ণপূর গণোদ্দেশদীপিকায় মুরারির কথাটি উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিয়াছেন (শ্লোক ৯৪-৯৫)।

(৯) বিশ্বম্ভরের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিত্যানন্দ বারাণসী হইতে নবদ্বীপে আসিলেন (পৃ. ৫৪)। নবদ্বীপে আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিত্যানন্দ কোথায় ছিলেন তাহা অন্য কোন গ্রন্থ হইতে জানা যায় না।

(১০) বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণ-বর্ণনা-উপলক্ষে জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের বংশ-তালিকা নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছেন—

(১) ক্ষীরচন্দ্র (২) বিরূপাক্ষ (৩) রামকৃষ্ণ দিগ্বিজয়
(৪) ধনঞ্জয় মিশ্র (৫) জনার্দ্দন (৬) জগন্নাথ মিশ্র। —পৃ. ৮৮

যে লেখক বিশ্বম্ভর কত বৎসর বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছিলেন জানেন না, তাঁহার দেওয়া এই বংশতালিকা সত্য হইবার সম্ভাবনা অল্প।

(১১) বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে কেশবভারতীর আশ্রমে নৃসিংহ-ভারতী, গোবিন্দভারতী, রামগিরি, ব্রহ্মগিরি, মহেন্দ্রগিরি, প্রত্যুম্নগিরি, ব্রহ্মগিরি (২), সত্যগিরি, গরুড়াবধূত, ভার্গব সরস্বতী, বিশ্বপুরী, শ্বরপুরী, রঘুনাথপুরী, রামচন্দ্রপুরী, গোপালপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী. হরিনন্দি, সুখানন্দ, পরমানন্দপুরী শঙ্করারণ্য, অচ্যুতানন্দ, বামারণ্য, কাশীপুরারণ্য, নৃহিংস যতি ও শুদ্ধানন্দ সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন (পৃ. ৮৮)। এই সন্ন্যাসিগণের মধ্যে গরুড়াবধূত, রঘুনাথপুরী, রামচন্দ্রপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী, সুখানন্দ, পরমানন্দপুরী ও সম্ভবতঃ নৃসিংহ যতির নাম দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়।

(১২) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য বলিলেন—

নিত্যানন্দ গোসাঞি তোমার গৌড়দেশ।
আজি হৈতে ছাড়াবোঞি অবধূতবেশ॥
গোসাঞির মন বুঝি প্রতাপরুদ্র রাজা।
নানা ধন দিয়া নিত্যানন্দে করে পূজা॥ —পৃ. ১৩৯

কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত-বেশে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে আরম্ভ করেন।

(১৩) জয়ানন্দের মতে প্রতাপরুদ্র এক বার অদ্বৈত প্রভুকে নীলাচলে লইয়া গিয়াছিলেন ও তিন মাস ধরিয়া তাঁহাকে বহুবিধ সম্মান দেখাইয়াছিলেন। অদ্বৈতকে

রাজমহিষী সব প্রদক্ষিণ করে।
প্রভুর আজ্ঞায় কনকছত্র ধরে শিরে॥ —পৃ. ১৩১

(১৪) নিত্যানন্দ গৌড়দেশের কোন্ কোন্ গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা জয়ানন্দ দিয়াছেন (পৃ. ১৪৩-৪৪)। বীরভদ্রের প্রসাদমালা পাইয়া জয়ানন্দের গ্রন্থ লেখার কথা সত্য হইলে, এই তালিকা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

জয়ানন্দ যে-সমস্ত নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কেন-না পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ঐতিহাসিক ঘটনা বা কালানুক্রমে ঘটনা-বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত অসাবধান ছিলেন।

জয়ানন্দ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণপথ

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণপথের যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা আছে, এমন আর অন্য কোন চরিত-গ্রন্থে নাই। জয়ানন্দ-বর্ণিত পথেই শ্রীচৈতন্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন কি না বলা কঠিন; তবে ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ পথ ছিল এবং লোক উহাতে যাতায়াত করিত এই তথ্য জয়ানন্দ হইতে পাওয়া যায়।

(ক) নবদ্বীপ হইতে গয়া—

মুরারি গুপ্ত বলেন, বিশ্বম্ভর নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া চোরান্ধয়ক নদে স্নান করেন; তারপর মন্দারে (ভাগলপুর জেলা) মধুসূদন দর্শন করিয়া, নদী পার হইয়া রাজগিরে উপস্থিত হয়েন; রাজগির হইতে গয়ায় যান (১।১৫)। কবিকর্ণপূরও মহাকাব্যে ঠিক এই বিবরণ লিখিয়াছেন, কেবল চোরান্ধয়ককে চীর নদ বলিয়াছেন (৪।৫০)। বৃন্দাবনদাস কিন্তু লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর মন্দার দেখিয়া পুন্‌পুন আসেন (১।১২।১৩২) এবং পুন্‌পুন হইতে গয়ায় গমন করেন। তিনি বিশ্বম্ভরের রাজগির-গমনের কথা উল্লেখ করেন নাই। রাজগির হইতে গয়ায় যাওয়ার সোজা পথ আছে ও ছিল। পুন্‌পুন পাটনার নিকটবর্তী। সেইজন্য রাজগির হইতে পুন্‌পুন আসিয়া তারপর গয়ায় যাওয়া কষ্টসাধ্য। লোচন কিন্তু মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে মন্দারে মধুসূদন-দর্শনের পর প্রভু পুন্‌পুনে আসিলেন, পুন্‌পুনে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি সারিয়া তিনি রাজগিরে যাইলেন। তথায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানদান সারিয়া গয়ায় গমন করিলেন। জয়ানন্দ পুন্‌পুনে যাওয়ার কথা লেখেন নাই। তাঁহার বর্ণিত পথ এই—

অনেক সেবক সঙ্গে হাস পরিহাস রঙ্গে
ইন্দ্রাণী নৈহাটী করি বামে।
অজয় নদী পার হয়্যা আলকোণা ডাহিনে থুঞা
উত্তরিলা তিলপুর গ্রামে॥
... ...
ডাহিনে বামে রাউতড়া একতালা গৌড়পাড়া
বাহিয়া কানাঞির নাটমালে।
পড়িলা পর্ব্বত তলে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে
তপ্তসিকতা রবিজ্বালে।

জয়ঢাক বীরঢাক পর্ব্বত লাখে লাখ
মহারণ্য কর্কট কর্কশে।
দুর্গম পথ পরিহরি মগধে প্রবেশ করি
রাজগিরি ঈশ্বরপুরী বৈসে।
গোপালমন্ত্র দশাক্ষর প্রেমভক্তি শক্তিধর
ঈশ্বরপুরী কহিল উদ্দেশে॥
পথশ্রমে জ্বর আইল বিপ্র-পাদোদক লইল
সভারে কহিল হাসি হাসি।
ব্রাহ্মণ-মহিমা যত কহি সব সঞ্জাত
কালি হব গয়াক্ষেত্রবাসী॥ —পৃ. ৩২-৩৩

গয়াযাত্রীদের মধ্যে এখনও অনেকে পুন্‌পুনে স্নানতর্পণ সারিয়া গয়ায় যান। সেই হিসাবে বৃন্দাবনদাসের কথা সত্য হইতে পারে। রাজগির হইতে সোজা গয়ায় যাওয়ার যেমন রাস্তা আছে, তেমনি পুন্‌পুন হইতেও সোজা গয়ায় যাওয়া যায়। পুন্‌পুন ও রাজগির দুই স্থান দেখিয়াই গয়া যাইতে হইলে, অনেক পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়। মুরারি, কবিকর্ণপূর ও জয়ানন্দ যখন পুন্‌পুনের কথা লেখেন নাই—সোজা রাজগির হইতে গয়াযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন বৃন্দাবনদাস ও লোচনের বর্ণিত পথ কষ্টকল্পিত মনে হয়।

বিশ্বম্ভর মিশ্র গয়া হইতে কোন্ পথে ফিরিলেন, তাহা জয়ানন্দ ব্যতীত অন্য কেহ লেখেন নাই। সেইজন্য জয়ানন্দের বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লওয়ার উপায় নাই। জয়ানন্দ বলেন, বিশ্বম্ভর গয়া হইতে ফিরিবার পথে মন্দারে যান। তথা হইতে হরিড়াযোড়ি, কংসনদ ও বৈদ্যনাথ দিয়া গঙ্গাপার হইয়া নবদ্বীপে আসেন (পৃ. ৩৬)। এইরূপ একটি পথ অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান আছে।[১]

১ "There had long been at least two routes across this hilly country (Jharkhand), one leading from Benares and Gaya to the Midnapore, district through the Hazaribagh and Manbhum districts and the other through the Monghyr, Santal Parganas, Birbhum and Bankura districts *via* Deoghar, Baidyanath, Sarath and Vishnupur, followed by Hindu

(খ) কাটোয়া হইতে শান্তিপুর—

মুরারি গুপ্ত ও অন্যান্য চরিতকার লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর ব্রজে যাইবার উদ্দেশ্যে রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়াছিলেন (মু. ২।৩।১)। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন—

> কাটোয়ারে গৌরাঙ্গ ভারতী গৃহবাসে।
> শান্তিপুরে চলিলেন অদ্বৈত সম্ভাষে ॥
> অনেক পারিষদ সঙ্গে গঙ্গাতীরে তীরে।
> সমুদ্রগড়ি পার হৈঞা গেলা শান্তিপুরে ॥ —পৃ. ৯৩

সমুদ্রগড়ি নবদ্বীপের ৫ মাইল দক্ষিণে, আর কাটোয়া নবদ্বীপের ২৪ মাইল উত্তরে। কাটোয়া হইতে সমুদ্রগড়ি বা সমুদ্রগড় আসিতে হইলে নবদ্বীপের নিকট দিয়া যাইতে হয়। নবদ্বীপের নিকট দিয়া যাইলে শচীমাতার বা নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ যে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন না ইহা অসম্ভব। জয়ানন্দ এ স্থলে স্পষ্টতঃই কল্পিত কথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থ-শেষে সূত্র লিখিবার সময়ে তিনি নিজেও ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই সূত্রে বলিয়াছেন—

> বক্রেশ্বর যাইতে পুন নিবর্ত্ত হইল।
> দ্বাদশ দিবস শান্তিপুরেতে রহিল ॥ —পৃ. ১৪৮

জয়ানন্দ ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিলেন যে শ্রীচৈতন্য কাটোয়া হইতে গঙ্গাতীর ধরিয়া সমুদ্রগড়ে আসিয়া শান্তিপুরে গেলেন; আর ১৪৮ পৃষ্ঠায় কাটোয়া হইতে বক্রেশ্বর যাওয়া বর্ণনা করিলেন। গঙ্গার তীরে তীরে যাইয়া কোন প্রকারে সিউড়ির নিকটবর্ত্তী বক্রেশ্বরে পৌছান যায় না।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে যে ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন। ঐ বর্ণনা জয়ানন্দের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বেশী

---

pilgrims to their sacred shrines at Benares, Gaya, Baidyanath and Jaggernath."

—Oldham—'Routes Old and New' in *Bengal Past and Present*, July, 1924, pp. 21-36

নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন শ্রীচৈতন্য কাটোয়া হইতে পশ্চিমমুখে যাইয়া রাঢ়ে প্রবেশ করিলেন (৩।১।৩৭১)। বক্রেশ্বরের চার ক্রোশ দূর হইতে শ্রীচৈতন্য আবার পূর্ব্বমুখে ফিরিলেন (৩।১।৩৭২)। তারপর তিনি গঙ্গাতীরে আসেন, সেখানে একরাত্রি যাপন করেন। বীরভূম হইতে পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া প্রথমে শ্রীচৈতন্য কোথায় গঙ্গা দেখিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক, সেই স্থান হইতে তিনি নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ গঙ্গায় ভাসিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য ফুলিয়ায় হরিদাসের নিকটে গেলেন।

(গ) শান্তিপুর হইতে পুরী—

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, লোচন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুর হইতে রেমুনা পর্য্যন্ত আসার পথের কোন বিবরণ দেন নাই। মুরারি ও লোচন বলেন, শ্রীচৈতন্য তমলুক হইতে রেমুনা গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও গোবিন্দদাস এই তিন জন লেখক তিনটি বিভিন্ন পথের বিবরণ দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে আটিসারায় যান। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী অনুমান করেন যে আটিসারা ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী আটঘরা গ্রাম। আটিসারা হইতে প্রভু ছত্রভোগ যান। ছত্রভোগ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে। ছত্রভোগ হইতে নৌকায় চড়িয়া প্রভু উৎকলের সীমানায় প্রয়াগ-ঘাটে পৌছিলেন। প্রয়াগ-ঘাট ডায়মণ্ড হারবারের নিকট মন্ত্রেশ্বর নদের কোন ঘাট হওয়া সম্ভব।

এই মত মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কথোদিনে উত্তরিলা স্থবর্ণরেখাতে॥

শ্রীচৈতন্য স্থবর্ণরেখার তীর হইতে জলেশ্বর, বাঁশদা, রেমুনা হইয়া যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। এই বর্ণনায় দেখা যায় যে প্রভু শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়া, গঙ্গাকে ডাহিনে রাখিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে জয়নগর-মজিলপুরের নিকট আসেন।

জয়ানন্দ বলেন, প্রভু—

নানা মহোৎসবে রজনী বঞ্চিঞা
স্থরনদী করিঞা বামে।

কাচমনি বেতড়া ডাহিনে থুইঞা
উত্তরিলা কুলীন গ্রামে ॥

* * *

দেব নদ পার হঞা সেয়াখালি দিঞা
উত্তরিলা তমলিপ্তে ।
মন্ত্রেশ্বর-কূলে বিষ্ণু হরি দেখিঞা
কহিল মুরারি গুপ্তে ॥ —পৃ. ৯৬

অবশ্য মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন না। তারপর

রজনী প্রভাতে স্বর্ণরেখা নদী
পার হৈঞা উত্তরিলা বারাসতে ।
দাতন জলেশ্বর পার হঞা
উত্তরিলা আমরদাতে ॥
বাঁশদা ছাড়িঞা রামচন্দ্রপুর দিঞা
রেমুনাএ গোপীনাথ দেখি ।
সরো নগরের দেউলের ভিতরে
সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ করি সাক্ষী ॥
রজনী প্রভাতে চৈতন্য গোসাঞি
বাঙ্গালপুরের মাঝ দিয়া
অম্বরগড় ডাহিনে করিঞা
ভদ্রকে উত্তরিলা গিঞা ॥

ভদ্রক হইতে যাজপুর। যাজপুর হইতে "মন্দাকিনী" নদী পার হইয়া পুরুষোত্তমপুর এবং পরে আমরালে পৌছিলেন। তৎপরে কটকে "সাক্ষী-গোপীনাথ" দেখিয়া একাম্রবনে যাইলেন (পৃ. ৯৫-৯৭)।

গোবিন্দদাসের মতে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে বর্দ্ধমান—দামোদর—হাজিপুর— মেদিনীপুর—নারায়ণগঞ্জ— সুবর্ণরেখা— হরিহরপুর— বালেশ্বর—নীলগড়—বৈতরণী—সাক্ষীগোপাল দেখিয়া পুরীতে আসেন। এরূপ একটি রাস্তা রেনেলের ম্যাপে দেখা যায়। কিন্তু এইটি সহজ পথ নহে। সব চাইতে সোজা রাস্তা হইতেছে বৃন্দাবনদাস বর্ণিত পথ। ঐ পথেই শ্রীচৈতন্য পুরীতে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) পুরী হইতে বৃন্দাবন—

এই পথের কোন বিস্তৃত বিবরণ জয়ানন্দ দেন নাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য অযোধ্যা হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া মথুরায় পৌঁছিলেন (পৃ ১৩৬ ও ১৪৯)। জয়ানন্দের লিখিত তীর্থপথের বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, তিনি নিজে পশ্চিমে গয়া পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে পুরী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে-সকল অখ্যাত গ্রামের নাম করিয়াছেন, তাহা এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফল।

জয়ানন্দ-কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীচৈতন্য-চরিত্র

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে যে অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন আভাসও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় না। জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য বাল্যকাল হইতেই পরম ভক্ত। তিনি প্রথমা পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করেন—

> লক্ষ্মীর বিয়োগ-কথা লোক-মুখে শুনি।
> প্রেমানন্দে কীর্ত্তনে নাচেন দ্বিজমণি ॥ —পৃ. ৫০

তিনি মাতাকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া বৈরাগ্য উপদেশ দেন। কিন্তু অতি অল্পদিন পরেই যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল তখন তিনি সানন্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন।

বৃন্দাবনদাস ও অন্যান্য চরিতকার বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বের এক বৎসর কালের ভাব-বিকাশ এমন ভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে তাঁহার পক্ষে আর ঘরে থাকা সম্ভব নহে। কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ এমন ভাবে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র আঁকিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর সাধারণ মানুষের মতন সংসারের অসারতা বুঝিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। জয়ানন্দের "বৈরাগ্যখণ্ডে" আছে শুধু শুষ্ক বৈরাগ্যের উপদেশ। জয়ানন্দের নিমাই পণ্ডিত বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিলেও তিনি মনে মনে জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান্। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুঝাইতেছেন—

শ্রীরামদাস জগদানন্দ বক্রেশ্বর।
দ্বাদশ বিগ্রহ মুই সভাকার পর॥
আমি জদি বৈরাগ্য না করিব সংসারে।
বেদনিন্দা কলিযুগে ধর্ম্ম না প্রচারে॥
কুলধর্ম্ম যুগধর্ম্ম আমি না পালিব।
কেমতে সংসারে লোকধর্ম্ম প্রচারিব॥ —পৃ. ৮২

অন্যান্য চরিতকার বলেন যে সন্ন্যাসের পূর্ব্বে ভাবাবেশে কখনও কখনও বিশ্বম্ভর নিজেকে রাম, বরাহ, নৃসিংহ বলিয়া প্রচার করিলেও সন্ন্যাসের পর আর কখনও ঐরূপ করেন নাই, বরং ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জয়ানন্দের মতে তিনি ভক্তবৃন্দকে বলেন—

আমি কৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্য জগন্নাথ।
যুগাবতার হেতু ব্রহ্মকুলে জাত॥ —পৃ. ১২৩

জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া যেভাবে ভবিষ্য বর্ণন করাইয়াছেন, তাহা শুধু শ্রীচৈতন্যের পক্ষে অসম্ভব নহে, যে-কোন বৈষ্ণব ভক্তের পক্ষে অশোভন (পৃ. ১৩৮)।

জীবনচরিত-লেখক যদি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা সমসাময়িক না হন, তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা যদি প্রবল না হয়, এবং লোকরঞ্জনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার লিখিত জীবনচরিত উপন্যাসের পর্য্যায়ে পড়ে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে যাইয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অপেক্ষা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি নিজের ধারণা-অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া পৌরাণিক কাহিনীর বিকৃত উপাখ্যান ও বৈরাগ্যের উপদেশ বলাইয়াছেন। এইজন্য আমার মনে হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ তাঁহার বই-এ পাওয়া গেলেও, শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা বা মর্ম্মোদ্ঘাটন-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।

জয়ানন্দের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না বলিলেই হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে রায় রামানন্দকে শ্রীচৈতন্য যখন সেতুবন্ধে সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন তখন তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকে বিধাতা এত বিড়ম্বনা করিলেন, তুমি জগন্নাথ চোখে দেখিলে না, তাঁহার সেবা করিলে না—

কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্যে হইঞাছ বৈমুখ
বিক্কতি শূকর জন্ম তারক পাএ,
স্ত্রীপুত্রে কর্দ্দমে যেন স্থতি নিদ্রা জাএ।" —পৃ. ১০৪

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় (পৃ. ।৶০) ঐ গ্রন্থের বিজয়খণ্ড হইতে আটটি পয়ার তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রতাপরুদ্র গৌড় জয় করিতে অভিযান করিতেছেন শুনিয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গৌড়ের যবন রাজের কথা বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজয়খণ্ডের মধ্যে এই পঙ্‌ক্তিগুলি পাওয়া গেল না। কুলজীশাস্ত্রের অনেক জালপুঁথি দেখিয়া বসু মহাশয় যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের বেলাতেও কি তাঁহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল? জয়ানন্দ অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের সহিত মুরারি, কর্ণপূর, রূপ, রঘুনাথদাস ও বৃন্দাবনদাস অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের এত বেশী পার্থক্য যে দুইকে এক বলিয়া চেনা কঠিন। অথচ এই গ্রন্থ যখন লিখিত হইয়াছিল তখন বৃন্দাবনদাস ও মুরারির গ্রন্থ সুপ্রচারিত হইয়াছে ও অদ্বৈতের পৌত্রও জন্মিয়াছেন (পৃ. ১৫১)। জয়ানন্দ ১৪২ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন, অথচ গ্রন্থের পূর্ব্বাংশে বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত ঘটনার বিপরীত ঘটনা বহুস্থলে লিখিয়াছেন।

নবম অধ্যায়

লোচনের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"

গ্রন্থকারের পরিচয়

লোচন শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের শেষে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কোগ্রাম-নিবাসী কমলাকরদাস ও সদানন্দীর পুত্র।[১] তাঁহার মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত; তিনি কবিকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। লোচন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য; যথা—

শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥

—সূত্রখণ্ড, পৃ. ৬৪; শেষখণ্ড, পৃ. ১১৭

রামগোপালদাস নরহরি-রঘুনন্দনের শাখা-নির্ণয়ে লিখিয়াছেন—

আর এক শাখা বৈদ্য লোচনদাস নাম।
পূর্ব্বে লোচনা সখী যাঁর অভিমান॥
শ্রীচৈতন্যলীলা যেহ করিলা বর্ণন।
গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন॥

শেষ চরণের অর্থ অস্পষ্ট। গুরুর জন্য (অর্থে) ফিরিঙ্গিদের নিকট তিনি প্রতিভূ ছিলেন, এইরূপ অর্থ করিলে বলিতে হয় যে নরহরি সরকার ফিরিঙ্গিদের সহিত কোনরূপ ব্যবসা করিতেন।

লোচন সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ খুব ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন

১ মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থে আছে—

"মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম"।

১৩০৪ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ১১০৬ সনের এক চৈতন্যমঙ্গলের পুঁথির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে—

"মাতা সতী সুরপতি অরুন্ধতি নাম"

তাহা তাঁহার বর্ণনায় ভাগবতের শ্লোকের স্পষ্ট প্রভাব দেখিয়া বুঝা যায় ; যথা—

"কোন তপ কৈল এই কোন ব্রতদান"

প্রভৃতি (আদিখণ্ড, পৃ. ৩৯) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৪।১৪ শ্লোকের ভাব লইয়া লেখা। সেইরূপ "সুমধ্যমাগণ কেন রাত্রে কুঞ্জ মাঝে" প্রভৃতি (শেষখণ্ড) ভাগবতের ১০।২৯।১৮-২৯এর ভাবানুবাদ। "তুলসী মালতী যূথী তোমাকে সুধাই" প্রভৃতি (শেষখণ্ড, পৃ. ১০৩) ভাগবতের ১০।৩০।৭-৮ শ্লোকের অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবত ও মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে লোচন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন :—(১) বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্র, (২) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, (৩) ব্রহ্মসংহিতা, (৪) ভবিষ্যপুরাণ, (৫) জৈমিনিভারত, (৬) নারদ-পঞ্চরাত্র, (৭) শান্তিশতক, (৮) বরাহসংহিতা, (৯) গৌতমীয়তন্ত্র, (১০) সনৎকুমার-সংহিতা। লোচন রাধা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বৃষভানুসুতা নাম মূল যে প্রকৃতি" (মধ্যখণ্ড, পৃ. ৫) ; ইহা এবং শেষখণ্ডে (পৃ. ৯৯) "রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর" প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয় যে তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসরণ করিয়াছেন।

ভাবানুবাদে লোচনের ন্যায় নিপুণ কবি বাংলাসাহিত্যে খুব অল্পই আছেন। মুরারি গুপ্তের কড়চার ভাব লইয়া তিনি চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছেন। তিনি বারংবার মুরারির নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন (সূত্রখণ্ড, পৃ. ৪ ; মধ্যখণ্ড, পৃ. ৮৬ ; শেষখণ্ড, পৃ. ১১৮)। লোচন রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকেরও ভাবানুবাদ করিয়াছেন।

গ্রন্থের রচনাকাল

লোচন মুখ্যতঃ মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিলেও অন্যান্য ব্যক্তির মুখে শুনিয়া বা রচনা পড়িয়া কোন কোন ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের নিকট তিনি কোন কোন ঘটনা শুনিয়াছিলেন ; যথা—

তাহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের পূর্ব্বে যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল, তাহা লোচনের নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যায়—

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগতমোহিত যার ভাগবত গীতে ॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩

লোচনের পূর্ব্বে যে যে লেখক শ্রীচৈতন্যলীলা অথবা প্রেমধর্ম্ম-বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কবি এইরূপে লইয়াছেন—

পরমেশ্বরদাস আর বৃন্দাবনদাস।
কাশীশ্বর রূপ সনাতন পরকাশ ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুঘোষ আর।
সবে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার ॥ —পৃ. ৩৪

লোচনের গ্রন্থ "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"র পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের তত্ত্ব বা পূর্ব্বলীলার নাম লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু লোচন যখন চৈতন্যমঙ্গল লেখেন, তখন ঐরূপভাবে তত্ত্ব নির্ণীত হইলেও, উহা অন্তরঙ্গজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। সেইজন্য লোচন বলিয়াছেন—

আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি।
অবতার-নির্ণয়-কথা কেমনে বাখানি ॥
মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে।
তাহা কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে ॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর লোচন "চৈতন্যমঙ্গল" লিখিতে বসিলে এত "সঙ্কোচ পরাণে" বোধ করিতেন না।

কালীপ্রসন্ন গুপ্ত "বঙ্গীয় কবি" নামক গ্রন্থে (পৃ. ৮৬) লিখিয়াছেন যে ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে লোচন জন্মগ্রহণ করেন ও চৌদ্দবৎসর বয়সের সময়ে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় এই প্রবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। চৌদ্দবৎসর বয়সের বালকের পক্ষে আদিরসের অত নিগূঢ় কথা জানা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা অসম্ভব। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "কথিত আছে যে তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা

করেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং, পৃ. ৩১৪)। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা লিখিত হয়, তখন তাহার ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল অনুমান করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ১৫৬০ হইতে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের অবতার-গ্রহণের কারণ ও তাঁহার অবতারত্বের প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে মুরারি গুপ্তের কড়চার বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না। মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে নারদ মুনি পৃথিবীতে বৈষ্ণব দেখিতে না পাইয়া বৈকুণ্ঠে হরির নিকট যাইয়া কলিকালদষ্ট জনগণের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে ভগবান্ যেন বাৎস্য-জগন্নাথ-সুত-রূপে অবতীর্ণ হন (১।৩।২০)। ইহাতে মনে হয় যে বিশ্বম্ভর মিশ্র বাৎস্যগোত্রে জন্মিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কলিকাতার পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে শ্রীচৈতন্য সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রে জন্ম লয়েন (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৭)। মুরারির উক্তিই অবশ্য এখানে প্রামাণ্য মনে করিতে হইবে। এই ঘটনাটুকুকে অবলম্বন করিয়া লোচন ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী কৃষ্ণ-রুক্মিণী, শিব-পার্ব্বতী, নারদ-ব্রহ্মা সংবাদ লিখিয়াছেন।

মুরারি শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার বলিয়াছেন (১।৪)। লোচন বলেন—

> যুগ অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশক্য॥
> আর যুগে অবতার অংশ কলা লখি।
> আপনে সে ভগবান্ ভাগবতে সাক্ষী॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ২২

লোচনের মতে দ্বাপরে ও কলিতে পূর্ণ অবতার প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে লোচন শ্রীমদ্ভাগবতের "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ", "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য", "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোক উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো" শ্লোকও শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার পোষকরূপে উদ্ধার করা হইয়াছে। আর এই-সব প্রাচীন শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের অর্ব্বাচীন শ্লোকও স্থান পাইয়াছে, লোচন লিখিয়াছেন—

ভবিষ্যপুরাণে আর কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।
কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচী-সুতঃ॥

—সূত্রখণ্ড, পৃ. ২৪[১]

জৈমিনি-ভারতের দোহাই দিয়া লোচন লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিলেন তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া "ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে"

কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিলা॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ১৩

লোচন ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্রীচৈতন্য-অবতারের প্রমাণ বাহির করিয়াছেন, তবে ব্রহ্মপুরাণের ঐ অংশ বোধ হয় প্রতাপরুদ্রের সময়ে লিখিত হইয়াছিল; যথা—

বিষ্ণু কাত্যায়নী-সনে সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণের সমুদ্র
ব্যক্ত কৈল পরম উল্লাস॥

—সূত্রখণ্ড, পৃ. ১৮

ভবিষ্যপুরাণ, জৈমিনি-ভারত ও ব্রহ্মপুরাণের প্রমাণ মুরারি গুপ্তের সময়ে কল্পিত হয় নাই। কবিকর্ণপূর বা বৃন্দাবনদাস এগুলির কথা লেখেন নাই,

---

১ এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হয়। কেন-না "অজায়ধ্বম্" পদের অর্থ অতীতে আপনারা জন্মিয়াছিলেন। ইহার সহিত দ্বিতীয় পংক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের আনন্দী টীকায়—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং ভক্তিরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচী-সুতঃ॥

শ্লোকটি নারদীয়-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভবিষ্য বা নারদীয়-পুরাণে এইরূপ কোন শ্লোক নাই।

যদিও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রমাণ করিবার জন্য লোচন অপেক্ষা কম আগ্রহশীল ছিলেন না। সনাতন গোস্বামী সমস্ত পুরাণের পুথি ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই-সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে শ্রীজীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ লেখেন। শ্রীজীবের ন্যায় পণ্ডিত এ-সমস্ত শ্লোক খুঁজিয়া যখন পান নাই, তখন মনে হয় এগুলি পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে।

লোচনের আদিখণ্ডে বিশ্বম্ভরের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত বিবরণ আছে। মুরারি গুপ্তের প্রথম প্রক্রমের ও বৃন্দাবনদাসের আদিলীলারও বিষয়বস্তু ঐরূপ। লোচনের মধ্যখণ্ডের বর্ণিতব্য বিষয় গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের ভাববিকার, সন্ন্যাস-গ্রহণ, পুরী-যাত্রা ও সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-কাহিনী। বৃন্দাবনদাসের মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বিষয়বিভাগ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত (logical) মনে হয়। সার্ব্বভৌম-উদ্ধারের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের জীবনে তেমন কোন পরিবর্ত্তন আসে নাই, সেইজন্য এই ঘটনা দিয়া গ্রন্থের একখণ্ড শেষ করার কোন সার্থকতা নাই। লোচনের শেষখণ্ড নিতান্ত অসম্পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের কোন বিশেষ পরিচয় ইহাতে নাই। শেষখণ্ডে মুরারিকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করা হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস বা কবিকর্ণপূরের লেখার কোন ছাপ ইহাতে পড়ে নাই।

চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবত

লোচনের গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গল কিরূপে হইল সে সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" নামক গ্রন্থে আছে—"কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়া লোচন শ্রীখণ্ডে প্রত্যাগমন করত শ্রীনরহরির করে গ্রন্থ অর্পণ করিলেন। নরহরি গ্রন্থ দেখিয়া বলিলেন, পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অতএব এই গ্রন্থ-প্রচারের জন্য তোমার শ্রীবৃন্দাবনদাসের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। নরহরির আজ্ঞায় লোচন বৃন্দাবনদাসের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই গ্রন্থ অর্পণ করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। অতঃপর বৃন্দাবনদাস গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে প্রথমেই নিম্নলিখিত পয়ারটি দেখিয়া প্রেমমূর্চ্ছিত হইলেন।

অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ রোহিণীর সুত॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস বলিলেন—'লোচন! তুমি নরহরির অনুগ্রহে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছ, কারণ গৌর-নিত্যানন্দকে তুমি অভেদ মূর্ত্তিতে বর্ণনা করিয়াছ। অদ্য হইতে তোমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও আমার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল।' যখন এই ঘটনা হয় তখন শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে এবং ইহার সৌরভ শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট পঁহুছিয়াছে। এই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে 'চৈতন্যমঙ্গল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দকে অভেদ মূর্ত্তিতে বর্ণনা করায় লোচনের নিকট নিত্যানন্দগতপ্রাণ বৃন্দাবনদাসের আর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। এই জন্য তিনি এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন যে আমি প্রভুর ভগবত্তা বর্ণনা করিয়াছি এবং লোচন মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছে। অতএব আমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল। বৃন্দাবনদাসের এই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন-বাসী গোস্বামিগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।" (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, পৃ. ৮০)। প্রেমবিলাসের ঊনবিংশ বিলাসেও আছে,

"শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তগণে ভাগবত আখ্যা দিল।"

এই কিংবদন্তী কয়েকটি কারণে অবিশ্বাস্য। (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কপিরাইটের আইন ছিল না। মনসামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি নাম দিয়া একাধিক লেখক বই লিখিয়াছেন। জয়ানন্দের বইয়ের নামও চৈতন্যমঙ্গল। সেইজন্য বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইয়া লোচনের গ্রন্থ-প্রচারের কোন প্রয়োজন ছিল না। নরহরির উপাসনা-প্রণালীকে যে বৃন্দাবনদাস অস্বীকার করিয়াছেন, নরহরি যে তাঁহার শিষ্যকে সেই বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইতে বলিবেন তাহাও সম্ভব মনে হয় না। (২) বৃন্দাবনদাস নাগর গৌরাঙ্গের উপাসনা-প্রণালী স্বীকার করেন না; সুতরাং তিনি যে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের প্রচারে সহায়তা করিবেন তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। (৩) বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্যভাব লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বইয়ের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইবে কেন? ভাগবতে কি শুধু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব আছে? (৪) বৃন্দাবনদাসের ব্যবস্থা ও বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মত অনুসারে যদি বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম "শ্রীচৈতন্যভাগবত" হইয়া থাকে, তাহা হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি সে

সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না? তিনি লোচনের গ্রন্থরচনার অনেক পরে লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥

(৫) লোচন নিজের গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত ছিল; যথা—

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত-গীতে॥

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় অনুমান করেন—"গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তিত হইবার পরও লোচন ঐ চরণদ্বয় লিপিবদ্ধ করিতে পারেন" (গৌরপদতরঙ্গিণীর ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ২৪১)। উল্লিখিত পাঁচটি যুক্তির পর এই অনুমান সঙ্গত হয় না।

আমার মনে হয় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল—কিন্তু চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক গান যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসার মাহাত্ম্যসূচক গান মনসামঙ্গল, তেমনি শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বাঙ্গালা বইকে চৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা যায়। এইজন্যই কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল-সম্বন্ধে আর একটি কিংবদন্তী এই যে বৃন্দাবনদাস যেমন লোচনের গুরু নরহরির নাম উল্লেখ করেন নাই, লোচনও তেমনি বৃন্দাবনদাসের গুরু নিত্যানন্দের নাম উল্লেখ না করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অবশেষে গুরুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য লোচন লিখিয়াছেন—

"অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।"

এই প্রবাদটি কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত "বঙ্গীয় কবি" নামক গ্রন্থে (পৃ. ৮৭-৮৮) উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজেও ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের নানাস্থানে নিত্যানন্দের নাম, মহিমা ও স্তুতি আছে (সূত্রখণ্ড ২, পৃ. ৩৩; আদিখণ্ড ১, পৃ. ২৮; মধ্যখণ্ড ৭০-৭১, পৃ. ৭৫)। বস্তুতঃ নিত্যানন্দকে বাদ দিয়া গৌরাঙ্গলীলা লেখা একেবারে অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-লেখার উদ্দেশ্য

লোচনদাস বলিয়াছেন যে মুরারি গুপ্তের সংস্কৃতে লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া পাঁচালী-প্রবন্ধে চৈতন্যলীলা লিখিবার লোভ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ করিয়া জনসাধারণকে শ্রীচৈতন্যলীলা শুনানই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। লোচন স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, তাঁহার গ্রন্থ-পাঠে মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লেখায় তাঁহার আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমতঃ, তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের সহিত বিশ্বম্ভরের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, নরহরিকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দেওয়া। তৃতীয়তঃ, নাগরীভাবের উপাসনাকে জনপ্রিয় করা।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে লোচন ব্যতীত অন্য কোন চরিতকার নরহরির নাম করেন নাই। তাঁহাদের এই ত্রুটী সংশোধন করা লোচনের অভিপ্রায় ছিল। তিনি নবদ্বীপলীলা-বর্ণনা উপলক্ষে বহুস্থানে নরহরির উপস্থিতি ও তাঁহার প্রতি বিশ্বম্ভরের প্রীতির কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে বিশ্বম্ভরের গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নরহরি তাঁহার সহিত মিলিত হন। লোচন আদিখণ্ডের কোন লীলায় নরহরির নাম করেন নাই। তিনি মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন—

(ক) মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তায় ঠাঞি॥ —পৃ. ৩

(খ) নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাসবিনোদিয়া॥
গৌরদেহে শ্যামতনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন॥
মধুমতি নরহরি হইলা সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে॥ —পৃ. ৭

(গ) শ্রীনিবাস ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া॥
নরহরি অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন মুখ কান্দয়ে হেরিয়া॥ —পৃ. ১৩

(ঘ) শ্রীবাসের বাড়ী একদিন অদ্বৈত আসিয়া দেখিলেন—

গদাধর নরহরি দুইদিগে রহে।
শ্রীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে॥ —পৃ. ২১

(ঙ) গদাধর নরহরি বৈসে দুই পাশে।
শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে বিলাসে॥ —পৃ. ২৫

(চ) বিশ্বম্ভর বলিতেছেন—

শ্রীনিবাস নরহরি আদি ভক্তগণ।
তো সভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন॥ —পৃ. ৪২

লোচন নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া নরহরি-সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্য কোন লীলা-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এরূপ অনুল্লেখের নানা কারণ হইতে পারে। হয়তো নরহরি নবদ্বীপে ভাব-প্রকাশের এক বৎসর কালের মধ্যে সব সময়ে কাছে থাকিতেন না। সে সময়ে কত ভক্ত আসিতেন যাইতেন; সকলের কথা মুরারির পক্ষে লেখা সম্ভব হয় নাই; হয়তো নরহরির সহিত মতের পার্থক্যহেতু তাঁহার নাম মুরারি, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস বাদ দিয়াছেন। কিন্তু মুরারি ও কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলা-প্রসঙ্গে নরহরির নাম করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয়, ইঁহাদের মনে সরকার ঠাকুরের প্রতি কোন বিরুদ্ধভাব ছিল না। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস প্রভৃতি নবদ্বীপ-লীলায় যেরূপ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, নরহরি সেরূপ প্রাধান্য লাভ করেন নাই বলিয়াই হয়তো মুরারি ও কবিকর্ণপূর তাঁহার নাম নবদ্বীপের লীলাবর্ণনায় উল্লেখ করেন নাই।

লোচন লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস-গ্রহণ-মানসে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় যাইবার পর ভক্তগণ তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইবার যুক্তি করিলেন। ভক্তেরা কেশব ভারতীর আশ্রমে যাওয়া স্থির করিলেন। নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরাচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর প্রভৃতিকে লইয়া কাটোয়ায় আসিলেন। পরে

নবদ্বীপ হইতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিলা তাহা বলি হরি হরি॥ —পৃ. ৬৩

শ্রীচৈতন্য রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন। লোচনের মতে সেখানেও নরহরি উপস্থিত ছিলেন; যথা—

গদাধর নরহরি নাচে তারা পাশে।
বাসুদেব ঘোষ নাচে গদাধর দাসে ॥ —পৃ. ৭২

শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে যখন পুরী যাত্রা করিলেন তখনও নরহরি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ; যথা—

পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূত রায়।
নরহরি আদি করি সঙ্গে চলি যায় ॥
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর।
এই নিজ জন সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর ॥ —পৃ. ৭৪

শ্রীচৈতন্য পুরীতে পৌছিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ঘরে গেলেন ও সার্ব্বভৌমের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে হরি হরি বলিয়া নাচিতেছেন, তখন—

গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ ॥ —পৃ. ৮৩

লোচনের লিখিত এই বিবরণে দেখা যায় যে সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাচলে জগন্নাথ-দর্শন পর্য্যন্ত সময় বরাবর নরহরি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর বলেন—"প্রভু কণ্টক-নগরে গমন করিলে নরহরি সে সময়ে পুত্র-বিরহ-কাতরা শ্রীশচী মাতাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপেই ছিলেন। প্রভুর সহগামী হইতে পারেন নাই" (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, পৃ. ২০)। অন্য কোন চরিতকারও বলেন না যে নরহরি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বা নীলাচলে গিয়াছিলেন। লোচন বলেন মুরারি শ্রীচৈতন্যের সহিত নীলাচলে গিয়াছিলেন। মুরারি নিজের গ্রন্থে এরূপ কথা বলেন নাই ; যদি তিনি সত্যই যাইতেন তাহা হইলে সে কথা গোপন করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিত না। মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মুরারির ও নরহরির নীলাচলে গমন লোচনের কল্পনামাত্র।

নরহরি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়া থাকিলে সে সম্বন্ধে শ্রীখণ্ডে কোন না কোন কিংবদন্তী প্রচলিত থাকিত। শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর এরূপ কোন প্রবাদের উল্লেখ করেন নাই, বরং তিনি লিখিয়াছেন "শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে ভক্তবৃন্দের সহিত কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া যখন কয়েকটি মাত্র

ভক্ত সঙ্গে লইয়া শ্রীনীলাচলে যাইবার মানস করিলেন, তখন নরহরিও তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু প্রভু নরহরির সে কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন, মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সম্যক্‌রূপে পালিত হইবেন না। আরও বলিলেন যে আমি যে জন্য অবতীর্ণ, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি জান। সুতরাং তুমি আমার সহিত গমন করিলে এদেশে আর সে ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। অতএব তোমাকে শ্রীখণ্ডেই অবস্থান করিতে হইবে।......প্রভুর আজ্ঞায় বাধ্য হইয়া নরহরিকে শ্রীখণ্ড আসিতে হইল।" নরহরি যে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন লোচনের এই কথা শ্রীখণ্ডের ঠাকুর মহাশয়েরাও বিশ্বাস করেন নাই।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে এই যে লোচনের গ্রন্থ নরহরি সরকার ঠাকুর দেখিয়াছিলেন কি? যদি তিনি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যে ভুল সংবাদ তাঁহার শিষ্য দিয়াছেন তাহা সংশোধন করিয়া দিলেন না কেন? তিনি নিশ্চয়ই শিষ্যের দ্বারা গ্রন্থ লেখাইয়া নিজের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে রাজী ছিলেন না। সেইজন্য সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাবের পর লোচন "চৈতন্যমঙ্গল" লিখিয়াছিলেন। তিনি নরহরির সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে যাইয়া ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কল্পিত ঘটনার উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে নরহরিকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দেওয়া। স্বরূপ-দামোদর তত্ত্বনিরূপণে বলিয়াছেন যে গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ও গদাধর পণ্ডিত এই পাঁচ জনকে লইয়া পঞ্চতত্ত্ব। কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় স্বরূপ-দামোদরের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার মতানুসারে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নরহরির স্থান নাই। লোচন স্পষ্টতঃ স্বরূপ-দামোদরের মতের বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী না হইলেও প্রকারান্তরে অন্য ভাবে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মঙ্গলাচরণাংশে ও অন্যান্য স্থানে লিখিয়াছেন—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ২

পুনশ্চ আদিখণ্ডের প্রথমেই—

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিধারী॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহেশ্বর।
জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর॥

এইরূপ বন্দনায় শ্রীনিবাস বা শ্রীবাস প্রধান স্থান হইতে চ্যুত হইয়াছেন, এবং সেই স্থান নরহরি অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচনার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল নাগরীভাবের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলন করা। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অতএব মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥

কিন্তু লোচনদাস লীলাবর্ণনা-উপলক্ষে সুযোগমত গৌরাঙ্গের নাগরভাব প্রচার করিয়াছেন। গৌরাঙ্গের রূপগুণ দেখিয়া নদীয়া-নাগরীরা তাঁহাকে দেহমন সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; গৌরাঙ্গ ক্বচিৎ কদাচিৎ তাঁহাদের ভাবের কিঞ্চিৎ প্রতিদান দিতেছেন, ইহাই হইতেছে লোচনের অঙ্কিত নাগরীভাবের উপাসনার মূল সূত্র। লোচনের মতে নিমাইয়ের জন্ম-সময় হইতেই নাগরীভাবের আরম্ভ হইয়াছে।

গৌর নাগরিয়া গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গে রসরাশি অমৃত অখণ্ড॥ —আদি খণ্ড, পৃ. ৩

নবজাত শিশুর রূপবর্ণনায় লোচন লিখিয়াছেন—

বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন। —ঐ, পৃ. ৩

এই শিশু দেখিয়া নদীয়া-নাগরীদের "অলসল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবিবন্ধ" (পৃ. ৩)। এরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া লোচন সাধারণ ও ঐতিহাসিক বুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। বিশ্বম্ভরের প্রথম বিবাহে জল সাধার সময়ের বর্ণনা—

গৌরাঙ্গের নয়ন-সন্ধান শরঘাতে।
মানিনীর মান-মৃগ পলায় বিপথে॥

অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মাতল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন ॥ —পৃ. ৩৪

অঙ্গ-উদ্বর্ত্তনের সময়ে পুরনারীদের—

হেরইতে পহুমুখ কি ভাব উঠিল।
মরমে মদনজ্বরে ঢলিয়া পড়িল ॥
কেহ কেহ বাহু ধরি অথির হইয়া।
কেহ রহে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া ॥
কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে।
ভুজলতা দিয়া সে বান্ধিল পরবন্ধে ॥ —আদি, পৃ. ৩৪

বাসরঘরে কুলবধূদের—

বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ান অলসযুত কাহারো হইল ॥
কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ-রঙ্গভরে।
ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বম্ভর-কোলে ॥ —ঐ, পৃ. ৩৮

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের সময়ে—

পরম সুন্দরী যত সভে হৈল উনমত
বেকত মনের নাহি কথা।
রসে রসে আবেশে লোলিপরে গোরা পাশে
গর গর কামে উনমতা ॥ —ঐ, পৃ. ৫৪

নদীয়া-নাগরীর ভাব লইয়া রচিত ১৮০টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সকলগুলি যে প্রাচীন পদকর্ত্তাদের রচিত তাহা নহে। তবে অনেকগুলি পদ বাসুঘোষ, নরহরি সরকার, শেখর প্রভৃতি মহাজনের রচিত সন্দেহ নাই। নাগরী-ভাবের উপাসনা নরহরি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; লোচনদাস তাহা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় "গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার" ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত রাজীবলোচন দাসের এক প্রবন্ধ উদ্ধার করিয়া নাগরীভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন "গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট করে, আনচান করে; এমন

কি তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরীসমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই সুখী। গৌর নাগরীদের পানে চান, আদপে তাঁহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গূঢ় রহস্য" (গৌরপদতরঙ্গিণী, ১ সং, উপক্রমণিকা, পৃ. ১৫৭)। এই ব্যাখ্যা লোচনের নাগরীভাব-সম্বন্ধে সত্য নহে; কেন-না লোচনের মতে গৌরাঙ্গ "নয়ন সন্ধান শরাঘাত" করেন; যুবতীরা তাঁহার পদযুগে নিজেদের বুক দিলে এবং তাঁহাকে ভুজলতা দিয়া বান্ধিলে বা তাঁহার কোলে ঢলিয়া পড়িলে তিনি বাধা দেন না।

মুরারির সহিত লোচনের বিবরণের পার্থক্য

লোচন মুরারির কড়চা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিলেও, তাঁহার বর্ণনার সহিত মুরারির প্রদত্ত বিবরণের কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ঐ পার্থক্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে কালক্রমে শ্রীচৈতন্যের জীবনীর উপর ভক্তি ও কল্পনার রশ্মি-সম্পাত হওয়ায় অলৌকিক ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে।

(ক) নিমাই যখন শচীদেবীর গর্ভে ছিলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য্য শচীর গর্ভ বন্দনা করিয়াছিলেন এইরূপ কথা লোচন লিখিয়াছেন (আদিখণ্ড, পৃ. ১-২)। মুরারি এরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন যে দেবগণ শচীর গর্ভ বন্দনা করিয়াছিলেন (১।৫)। দেবগণের স্তবকে ভক্তের অত্যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, কিন্তু অদ্বৈত স্তব করিয়াছিলেন শুনিলে মনে হয় শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং ভগবান্ এ কথা অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।

(খ) নিমাই শিশুকালে এক কুকুরের বাচ্চা পুষিয়াছিলেন একথা জয়ানন্দ ও লোচন লিখিয়াছেন। লোচন বলেন—

> গৌরাঙ্গ-পরশে সে কুকুর ভাগ্যবান্।
> স্বভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্যজ্ঞান॥
> রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া হাসে নাচে।
> নদীয়ার লোক সব ধায় পাছে পাছে॥ —আদি, পৃ. ১৪

মুরারিতে এরূপ কোন বিবরণ নাই।

(গ) মুরারি তাঁহার কড়চায় কোথাও এরূপ বলেন নাই যে নিমাই বাল্যকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু লোচন লিখিয়াছেন—

বয়স্য বালক সব করি এক মেলা।
হরিগুণ-কীর্ত্তনে ভাল পাতিয়াছি খেলা॥
চৌদিকে বেঢ়িয়া বালক হরি হরি বোলে।
আনন্দে বিহ্বল গোরা ভূমে গড়ি বুলে॥

লোচন নীলাচলে হরিনামোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের লীলা বালক নিমাইয়ে আরোপ করিয়া শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রমাণ করিতে চাহেন।

(ঘ) মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে শচীদেবীর আটটি কন্যা মৃত হইবার পর বিশ্বরূপের জন্ম হয় ও তারপর বিশ্বম্ভর জন্মেন, অর্থাৎ বিশ্বম্ভর শচীর দশম গর্ভের সন্তান (১।২।৫-৮)। কিন্তু লোচন বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণের ন্যায় অষ্টম গর্ভে জাত প্রমাণ করিতে চান। তিনি শচীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

সাত কন্যা মরি মোর এইটি ছাওয়াল।
ইহা হৈতে কিছু হৈলে নাহি জীব আর॥ —আদি, পৃ. ৭

এই পয়ারটি লিখিবার সময়ে লোচন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরের বড় ভাই, সুতরাং শচীর সাত কন্যার পর ছেলে হইলেও বিশ্বম্ভর নবম গর্ভে জাত হয়েন।

(ঙ) লোচন লিখিয়াছেন যে শচী ষষ্ঠীপূজা করিতে যাইবার জন্য নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন; নিমাই বলিলেন "আমার বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, আমি নৈবেদ্য খাইব।" ইহা বলিয়া তিনি নৈবেদ্য মুখে পূরিলেন। শচী রাগিয়া তাঁহাকে অনেক বকিলেন। তখন নিমাই বলিলেন—

শুন অবোধিনী আমি সব জানি
আমি তিন লোক সার।
যত যত দেখ আমি মাত্র এক
ত্রিজগতে নাহি আর॥ —আদি, পৃ. ১৬

মুরারি বা অন্য কোন লেখক এরূপ বর্ণনা করেন নাই। শিশুকালেই বিশ্বম্ভর জানিতেন যে তিনি ভগবান, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই

কাহিনীর সৃষ্টি। কিন্তু কোন শিশু গালি খাইয়া নিজের ভগবত্তা প্রকাশ করিলে, তাহার মহিমা কতদূর বৃদ্ধি পায় লোচন তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই।

(চ) লোচন মুরারির ভক্তি ও মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা বলিলেও, শিশু নিমাইয়ের নিকট মুরারির ভীষণ লাঞ্ছনার এক গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। তিনি বলেন বিশ্বম্ভর শিশুদের সাথে খেলাধূলা করিতেছেন এমন সময়ে মুরারি গুপ্ত পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ভ্যাংচাইলেন। মুরারি রাগ করিয়া বলিলেন—

এ ছাৱে কে বোলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল
মিশ্র পুরন্দর সুত এই।

এই গালি শুনিয়া বিশ্বম্ভর চটিয়া গেলেন ও খাওয়ার সময়ে প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া মুরারিকে শাসাইলেন। মুরারি খাইতে বসিয়াছেন—

হেন কালে গৌরহরি কি কর কি কর বলি
সেইখানে হৈল উপনীত।
তরস্ত না হয়্য তুমি এইখানে আছি আমি
ভোজন করহ বাণী বৈল।
মধ্য ভোজন বেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
থাল ভরি এমুতি মুতিল॥
কি কি বলি ছি ছি করি উঠিলা সে মুরারি
করতালি দিয়া বলে গোরা।
কর শির নাড়িয়া ভক্তিযোগ ছাড়িয়া
তর্জ্জা বোল এই অভিপারা॥
জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়া কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ॥ —আদি, পৃ. ১৭

এই উপদেশ দিয়া বিশ্বম্ভর পলায়ন করিলেন। সেই দিন হইতে মুরারির বিশ্বাস জন্মিল যে "বিশ্বম্ভর প্রভু ভগবান্।" কোন অলৌকিক ঘটনা হইতে কাহারও প্রতি প্রথম ভগবদ্বুদ্ধি জন্মিলে সে কথা কেহ চাপিয়া রাখেন না। মুরারির জীবনে এমন কিছু ঘটিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার ইঙ্গিত করিতেন। কোন ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে প্রতিবেশীর বাড়িতে যাইয়া ভাতের থালায়

প্রস্রাব করা সম্ভবপর নহে। অবশ্য বলা যাইতে পারে নিমাই স্বয়ং ভগবান্— সুতরাং তাঁহার দ্বারা সবই সম্ভব।

(ছ) লোচন বলেন বিশ্বম্ভর উপবীত-গ্রহণ-সময়ে

যুগধর্ম্ম সন্ন্যাস করিতে মন ছিল।
মুণ্ডনের কালে তাহা মনেরে পড়িল॥
এই মন হইব বলি হইল আবেশ।
কলি সর্ব্ব জীবের আমি ঘুচাইব ক্লেশ॥ —ঐ, পৃ.২৪

বিশ্বম্ভর জীবনে কি কি করিবেন তাহা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন। ইহাই প্রমাণ করা লোচনের উদ্দেশ্য। মুরারির গ্রন্থে এরূপ কোন কথা নাই।

(জ) বিশ্বম্ভর পিতার পিণ্ড দিবার জন্য গয়ায় যাইবার সময়ে শচীদেবী তাঁহাকে বলিলেন—"মোর নামে এক পিণ্ড দিস্‌রে তথাই" (আদি, পৃ. ৫৫)। মুরারিতে বা অন্য কোন গ্রন্থে এরূপ কথা নাই। লোচন এখানে শচীদেবীতে সর্ব্বজ্ঞতা আরোপ করিয়াছেন। ছেলে পরে সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, সেইজন্য গয়ায় তাঁহার পিণ্ড পড়িবে না—অতএব এখনই জীবিতকালে এক পিণ্ডের জন্য শচীদেবী ছেলেকে অনুরোধ করিলেন।

(ঝ) বিশ্বম্ভরের বরাহ-ভাবের আবেশ বর্ণনা করিতে যাইয়া লোচন (মধ্য, পৃ. ৪) মুরারির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন (২।২।২৪ প্রভৃতি)। কিন্তু লোচনের মতে বিশ্বম্ভর মুরারিকে রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিতে উপদেশ দিলেন ; যথা—

ভজিবে পরম ব্রহ্ম নরাকৃতি তনু।
ইন্দ্রনীল বরণ ত্রিভঙ্গ করে বেণু॥ —মধ্য, পৃ. ৫

কিন্তু মুরারি নিজে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে রামচন্দ্রের উপাসনাতেই রত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন (২।৭।১৮)।

(ঞ) মুরারি লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভরের আদেশে তিনি রামাষ্টক পাঠ করিলে প্রভু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার ললাটে "রামদাস" শব্দ লিখিয়া দিলেন। লোচন তাহার উপর রং চড়াইয়া লিখিলেন—

রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়।
মুক্তি তোর রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয়॥

ইহা বলি রামরূপ দেখাইল তারে।
জানকী সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ সব মেলে॥ —মধ্য, পৃ. ১৭

মুরারি বিশ্বম্ভরের রামরূপ দেখিয়া থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করিতেন। আর যদি তর্ক উপস্থিত করা যায় যে ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করার কথা প্রকাশ করিতে নাই বলিয়া তিনি তাহা লেখেন নাই, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে কথা তিনি লেখেন নাই তাহা যে কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়াছেন ইহাও সম্ভবপর নহে। আর যিনি একমাত্র দ্রষ্টা, তিনি তাহা প্রকাশ না করিলে, অন্যে সে সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

(ট) মুরারি লিখিয়াছেন যে, এক কুষ্টরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের কৃপা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন যে, বৈষ্ণবদ্বেষীকে তিনি উদ্ধার করেন না। ঐ ব্যক্তির শ্রীবাসের নিকট অপরাধ হইয়াছিল। প্রভুর মুখে এই বিবরণ শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন যে, "আমার প্রতি যে অপরাধ করে তাহাকে আপনি উদ্ধার করুন" (২।১৩।৬-১৭)। লোচন এই ঘটনা লিখিবার পর যোগ করিয়াছেন যে, শ্রীবাসের পাদোদক কুষ্ঠীর গায়ে দেওয়ার পর—

স্বর্ণকান্তি জিনি দেহ বিআধি পালায়।
পালাইল ব্যাধি দেহ নির্ম্মল হইল।
হরি হরি বলি ব্যাধি নাচিতে লাগিল॥ —মধ্য, পৃ. ৩৭

উদ্ধৃতাংশের শেষ চরণে "ব্যাধি" শব্দে রোগ না রোগী বুঝাইতেছে? প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলীতেই এইরূপে কালক্রমে অলৌকিক ঘটনার উৎপত্তি হয়।

(ঠ) সন্ন্যাসের পূর্ব্বে বিশ্বম্ভরের বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিলাস-সম্বন্ধে মুরারি কিছুই লেখেন নাই। লোচন ঐ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায় "মাধবের চৈতন্য-বিলাস" আলোচনার সময়ে উহার বিচার করিব।

বৃন্দাবনদাসের সহিত লোচনের বর্ণনার পার্থক্য

লোচন মঙ্গলাচরণে বৃন্দাবনদাসকে ভক্তিভরে বন্দনা করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কিছু কিছু ভাব ও ঘটনা লইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি বৃন্দাবনদাস-কর্ত্তৃক বর্ণিত মুখ্য মুখ্য কয়েকটি ঘটনার একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দিগ্বিজয়ী-পরাভব, কাজীদলন, হরিদাস

ঠাকুরের কাহিনী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথা, হুসেন শাহের কথা, অদ্বৈত-রচিত চৈতন্য-গীতি প্রভৃতির সম্বন্ধে লোচন একেবারে নীরব রহিয়া গিয়াছেন।

লোচনের যে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিশ্বম্ভরের গয়া যাইবার রাস্তার বর্ণনায় মুরারি বলেন তিনি মন্দার হইতে রাজগিরি দিয়া গয়ায় যান। বৃন্দাবনদাস বলেন তিনি পুন্‌পুন্ দিয়া গয়ায় গিয়াছিলেন। লোচনও লিখিয়াছেন যে মন্দার দর্শন করার পর বিশ্বম্ভর—

"পুনপুনা নদীতীর্থে উত্তরিলা গিয়া"

এবং তথা হইতে গয়ায় গেলেন। এ ক্ষেত্রে লোচন মুরারিকে অনুসরণ না করিয়া বৃন্দাবনদাসের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোচন নিত্যানন্দের কথা বলিতে যাইয়া নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি জগাই-মাধাইর উদ্ধার-কাহিনী-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের বইয়ে একটি ইঙ্গিত (২।১৩।১৭) ছাড়া কোন বর্ণনা পান নাই। কবিকর্ণপূরও এ বিষয়ে নাটকে বা মহাকাব্যে কিছু লেখেন নাই। লোচন বৃন্দাবনদাসের বই হইতে মুল ঘটনা লইয়া অনেক বিষয়ে আকর-গ্রন্থ হইতে পৃথক্ বর্ণনা দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন যে একদিন নিত্যানন্দ রাত্রিকালে জগাই-মাধাইয়ের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি "অবধূত" এই কথা শুনিয়া মাধাই তাঁহার মাথায় মুটুকী দিয়া মারিল; তাঁহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া জগাইয়ের দয়া হইল; সে মাধাইকে আর মারিতে নিষেধ করিল। এদিকে লোকে যাইয়া বিশ্বম্ভরকে এই খবর দিল। বিশ্বম্ভর সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ আসিয়া জগাই-মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে কোনমতে নিরস্ত করিয়া বলিলেন যে "মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই"। জগাই নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। জগাইয়ের মনে প্রেমভক্তির উদয় হইল। তাহা দেখিয়া মাধাইও উদ্ধার প্রার্থনা করিল। নিত্যানন্দ তাঁহাকে কৃপা করিলেন। লোচন বলেন যে নিত্যানন্দ একা যান নাই। বিশ্বম্ভর জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া কীর্ত্তনের দল লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনের শব্দে উহাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় উহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

মাধাই কলসীর কানা ছুঁড়িয়া নিত্যানন্দের মাথায় মারিল। নিত্যানন্দ বলিলেন—

মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

বিশ্বম্ভর জগাই-মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। "ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজ জন লঞা", অর্থাৎ বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসারে নিত্যানন্দকে আঘাত করা ও জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার একই স্থানে একই কালে হইয়াছিল। লোচনের বর্ণনায় এক স্থানে আঘাত, অন্য স্থানে উদ্ধার। লোচন লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর দলবল-সহ বাড়ী চলিয়া গেলে জগাই-মাধাইয়ের মনে অনুশোচনা হইল। তাহারা প্রভুর বাড়ীতে যাইয়া আত্ম-সমর্পণ করিল। প্রভু তাহাদের প্রতি করুণা করিলেন ও বলিলেন—

তোর পাপ পরিগ্রহ করিব রে আমি।
আপন সকল পাপ উৎসর্গহ তুমি॥
ইহা বলি কর পাতে তুলসীর তরে।
তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে॥

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তাহারা প্রভুর হাতে পাপের বোঝা-যুক্ত তুলসী দিল। তাহারা উদ্ধার পাইল।

জয়ানন্দ এই ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার মতে নিত্যানন্দ যখন একা যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে মাধাই মারিয়াছিল এবং "গৌরচন্দ্রে দূত সব জানাইল গিঞা।" এই অংশে লোচনের সহিত জয়ানন্দের মিল নাই। কিন্তু বিশ্বম্ভরের হাতে তুলসী-পত্র দিয়া জগাই-মাধাইয়ের পাপ-সমর্পণের বর্ণনায় লোচন ও জয়ানন্দের মিল আছে। জয়ানন্দ ঘটনাটিকে আর একটু অলৌকিক করিয়াছেন। তিনি বলেন—

জগাই মাধাই পাপ উৎসর্গিল হাতে।
প্রভুও অঞ্জলি গঙ্গাজল দিল মাথে॥
কৃষ্ণবর্ণ মুখ হৈল দেখে লোকে ত্রাস।
নিমেষেকে হেম চান্দ মুখের প্রকাশ॥ —জয়ানন্দ, পৃ. ৫৮

এই ঘটনাটির সহিত নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা লোচন ও জয়ানন্দ অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য।

লোচনের বর্ণিত সার্ব্বভৌমের সহিত বিচার ও প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার-কাহিনীর সহিতও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার মিল নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনার সময়ে ঐ দুই ঘটনার বিশদ বিচার করিব।

লোচনের বর্ণিত নূতন তথ্য

লোচন এমন কয়েকটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন যাহা মুরারি, বৃন্দাবনদাস বা অন্য কোন লেখক বলেন নাই, অথচ যাহা সত্য বলিয়া না মানিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম যে কুবের ছিল একথা একমাত্র লোচনই বলিয়াছেন। লোচন রাঢ়ের লোক, সুতরাং একচাকা-গ্রামনিবাসী হাড়ো ওঝার পুত্রের নাম জানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। লোচন বলেন—

মা বাপে থুইল নাম কুবের পণ্ডিত॥
সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সুচরিত॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বিবরণ

লোচন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

—শেষখণ্ড, পৃ. ১১৬-১৭

জয়ানন্দ বলেন—

নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥

* * *

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥

চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা ॥ —জয়ানন্দ, পৃ. ১৫০

নির্দ্দিষ্ট সময়ের সামান্য বিরোধ থাকিলেও জয়ানন্দ ও লোচনের মধ্যে তিথি ও তারিখের মিল আছে। কিন্তু তিরোভাব-স্থানের মিল নাই। লোচনের মতে গুঞ্জাবাড়ীতে তিরোভাব, জয়ানন্দের মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই তাহা ডা. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন।[১] শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ গদাধরের নিকট টোটা গোপীনাথে তিনি শেষ সময়ে ছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভব।

উড়িয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনীই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লেখক ও শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র অচ্যুতানন্দ তাঁহার শূন্যসংহিতায় প্রভুর জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার কথা লিখিয়াছেন ; যথা—

এমন্তে কেতেহে দিন বহি গেলা শুনিমা অপূর্ব্বরস।
প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাত্রটর পাশ ॥
এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি।
দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি ॥
মহাপ্রতাপ দেব রাজা ঘেণিন পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে।
হরি-ধ্বনিয়ে দেউল উছুলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে ॥
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে ॥

—শূন্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়

অচ্যুতানন্দ প্রভুর তিরোভাবের কাল-সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। তবে তিনি বলেন যে প্রতাপরুদ্র প্রভুর তিরোভাবের পর মাধবী পূর্ণিমা বা

---

১ ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫, ডা. দীনেশচন্দ্র সেন "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান" প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে এক মাস কাল মহোৎসব করিয়াছিলেন। রাজা যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই মহোৎসব করিয়াছিলেন এরূপ কথা অচ্যুতানন্দ বলেন নাই। পরবর্ত্তী যুগের লেখক দিবাকরদাসও (সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ) অচ্যুতানন্দের অনুরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন—

এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।
গোপন হইলে স্বদেহে দেখি কাহার দৃষ্টি মোহে॥
না দেখি শ্রীচৈতন্যরূপ সর্ব্বমনরে দুখ তাপ।
রাজা হোইলে মনে ছন্ন হে প্রভু হেলে অন্তর্দ্ধান॥
পূর্ব্বে যহিরুঁ আসিথিলে লেউটি তহিঁ প্রবেশিলে॥

দিবাকরদাসেরও পরের যুগের লেখক ঈশ্বরদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-অঙ্গে চন্দন লেপন করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের সমক্ষে বৈশাখের তৃতীয় দিবসে জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হয়েন (ঈশ্বরদাসের চৈতন্য-ভাগবত, অধ্যায় ৬৫)। প্রভুর তিরোভাবের কাল-সম্বন্ধে জয়ানন্দের সহিত ঈশ্বরদাসের বিরোধ দেখা যাইতেছে। জয়ানন্দ ঈশ্বরদাসের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া এ বিষয়ে তাঁহার মতই অধিক প্রামাণিক। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত অচ্যুতানন্দের ইঙ্গিতের সহিত ঈশ্বরদাসের বর্ণনা মিলাইয়া পড়িলে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে উড়িয়া ভক্তদের মতে বৈশাখমাসেই প্রভুর তিরোভাব। অচ্যুতানন্দ ও জয়ানন্দের মধ্যে কাহার উক্তি অধিক প্রামাণিক তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর।

লোচনের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য

শ্রীচৈতন্যের জীবনী হিসাবে লোচনের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য বেশী নহে। তিনি যে কয়েকটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন তাহা সত্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ঘটনার বিবরণ দেওয়া অপেক্ষা ভাববর্ণনায় তাঁহার অধিক আবেশ ছিল। তিনি নাগরীভাবের উপাসক। সেইজন্য ২০৯ পৃষ্ঠার বইয়ে (মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ) ১৫৪ পৃষ্ঠা ধরিয়া তিনি নবদ্বীপ-লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে অন্ত্যলীলা মোটেই ফুটে নাই। লোচনের গ্রন্থে উজ্জ্বল-নীলমণির ও "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য বিস্তর। তাঁহার মতে

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর উপেয়, কেবল উপায়-মাত্র নহেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাসে লোচনের গ্রন্থ খুব মূল্যবান্—কেন-না গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটি শাখার উপাসনা ও ভাব-সাধনা-প্রণালীর বিশদ ও অকৃত্রিম বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়।

সঙ্কীর্ত্তনামৃতে ধৃত লোচনের একটি পদ হইতে জানা যায় যে কবি নরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতির তিরোধানের পর জীবিত ছিলেন।

গোরাগুণে আছিলা ঠাকুর নরহরি।
স্বরূপ রূপ সনাতন মুকুন্দ মুরারি॥
প্রিয় গদাধর আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
প্রিয় বাসুঘোষ আর প্রাণ হরিদাস॥
এ বড় রহল শেল মরম সহিতে।
একু বেলায় কোথা গেল, না পাই দেখিতে॥
পরাণের পরাণ গেল শ্রীরঘুনন্দন।
না মরে এসব শোকে এ দাস লোচন॥

—সংকীর্ত্তনামৃত, পৃ. ১৬৫

দশম অধ্যায়

মাধবের "চৈতন্যবিলাস"

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি পুরীর মার্কণ্ডেশ্বরসাহীর অধিবাসী দুর্গাচরণ জগদ্দেব-রায়ের গৃহে উড়িয়া ভাষায় লিখিত মাধবের চৈতন্যবিলাসের একখানি পুঁথি পাই। ইহারা রাধাকান্ত মঠের শিষ্য। দুর্গাবাবুর মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী মাতা নামে একজন বৈষ্ণবীর নিকট দীক্ষা লন এবং এই গ্রন্থ পান। শ্রীমতী মাতার অপর শিষ্যা রাধা মাতার নিকট "চৈতন্যবিলাসের" একখানি প্রাচীন পুঁথি ছিল দেখিয়াছিলাম। আমি ১৩৩০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় "উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুঁথি" নামক প্রবন্ধে এই গ্রন্থের পরিচয় দিই। সম্প্রতি "প্রাচী অনুসন্ধান সমিতি" হইতে প্রকাশ করিবার জন্য আমার সংগৃহীত পুঁথিখানি রায় সাহেব অধ্যাপক আর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয় কটকে লইয়া গিয়াছেন।

মাধব কে ?

চৈতন্যবিলাসের গ্রন্থকারের নাম মাধব। তিনি নিজের কোন পরিচয় দেন নাই। তবে তাঁহার গুরু যে গদাধর সে কথা বলিয়াছেন ; যথা—

সে হি শ্রীচৈতন্যকথা কিছিহি বর্ণিবি।
এহি মনকু মোহর সুফল করিবি যে॥
বন্দই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর।
সে পাদ কমলে চিত্ত রহু মাধবর॥—প্রথম ছান্দ, ৪৬-৪৭

তিনখানি বৈষ্ণব-বন্দনাতেই[১] মাধব পট্টনায়ক নামে একজন ভক্তের নাম পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ নামের একজন ভক্ত শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ও ভক্তদলের মধ্যে কোন কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন চরিত-গ্রন্থে উড়িয়া মাধবের নাম নাই—অনেক উড়িয়া ভক্তের নামই বাঙ্গালা চরিত-গ্রন্থসমূহে নাই। মাধবের গুরু গদাধর

১ দেবকীনন্দনের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনা প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন। আমি শ্রীজীব গোস্বামীর লেখা সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনা পাইয়াছি।

শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সুহৃদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী হইতে পারেন; কেন-না গ্রন্থশেষে মাধব বলিতেছেন যে তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই উড়িয়া ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া বলিতেছেন; যথা—

যেতে চরিত গৌরর ব্রহ্মাশিবে অগোচর
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।
তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল ভাষারে যঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস॥
সাধুজনে ন ঘেন দোষ।
কহই মাধব তুম্ভ পাদরে আশ॥—দশম ছান্দ, ১৭

ঠাকুর-শব্দ গুরু অর্থে ব্যবহৃত হয়। লোচন নিজের গুরুকে ঠাকুর বলিয়াছেন; যথা—"শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার" (সূত্রখণ্ড, পৃ. ৬৪)। মাধবের ঠাকুর নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ছিলেন; তাহা না হইলে ভাষান্তরিত করার কথা উঠে না। গদাধর পণ্ডিত গোঁসাইয়ের নিকট যদি মাধব কোন কথা শুনিয়া তাহার অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা খুবই প্রামাণিক

মাধব ও লোচন

কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশের অর্থ এরূপও হইতে পারে যে লোচনদাস ঠাকুর বাঙ্গালা ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মাধব উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিলেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে "চৈতন্যবিলাসের" দশটি ছান্দের মধ্যে প্রথম ও শেষ ছান্দ ব্যতীত অপর আটটি ছান্দের সহিত লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের—মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপে কেশব ভারতীর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া (পৃ. ৪৭) শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহ হইতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-যাত্রা পর্য্যন্ত (পৃ. ৭৩)—বর্ণনার ভাব ও ভাষার সহিত মাধবের চৈতন্যবিলাসের অনেক মিল আছে। এইরূপ মিল দেখিয়া মনে হয় মাধব লোচনের বর্ণনার অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল ভাষারে যঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস।

সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশ।
ধন উপার্জ্জন লাগি করে নানা ক্লেশ॥
আনিঞা বান্ধবজনে করয়ে পোষণ।
আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন॥
এ বোধে শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত॥
জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ।
দেহান্তরে করে তার শ্রাদ্ধ তর্পণ॥
যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন।
তোমা না দেখিলে হৈবে সভার মরণ॥—মধ্যখণ্ড, পৃ. ৪৮

মাধব লিখিয়াছেন—

শুন শুন দ্বিজপ্রিয় হে শ্রীনিবাস।
কহিবা কথাএ মনে ন পাও ত্রাস॥
প্রেমধন অর্জ্জনকু যিবি বিদেশ।
আনিন তুম্ভকু দেবি এহি মানস॥
কহে শ্রীনিবাস যার থিব জীবন।
তাঙ্কু তুম্ভে দেব আনি সে প্রেমধন॥
ক্ষণে তুম্ভকু ন দেখি জীব ন থিব।
আত্মমানঙ্কু মারি সন্ন্যাস করিব॥—দ্বিতীয় ছান্দ, ১৭-২০

মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

ততঃ প্রোবাচ ভগবাঞ্ শ্রীবাসদ্বিজপুঙ্গবম্।
ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্॥
সাধুভির্নাবমারুহ্য যথা গত্বা দিগন্তরম্।
অর্থমানীয় বন্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ॥
দিগন্তরাৎ সমানীয় দাস্যামি প্রেমসন্ততিম্।
যয়া সর্ব্বসুরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং পরিপশ্যসি॥
পুনঃ প্রোবাচ তচ্ছ্রুত্বা শ্রীবাসঃ শ্রীহরিং প্রভুম্।
ত্বয়া বিরহিতো নাথ কথং স্থাস্যামি জীবিতঃ॥—২।১৮।১৯-২২

লোচন নিজে বলিয়াছেন যে তিনি মুরারি গুপ্তের বইকে উপজীব্য করিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছেন। মুরারির গ্রন্থে লোচন-কর্ত্তৃক কথিত "জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ" প্রভৃতি চারি চরণের কোন ইঙ্গিত নাই। মাধবের গ্রন্থে ১৯ সংখ্যক পয়ার ঐ ভাবের। মাধব যদি লোচন হইতে অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি মুরারি ও লোচনের "সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশে" ও "জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ" এই দুইটি উপমা বাদ দিতেন? লোচনের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে তিনি মুরারির ও মাধবের লেখাকে অবলম্বন করিয়া নিজস্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর কাটোয়া হইতে প্রভু রাঢ় দেশে যাইতেছেন, তাহার বর্ণনা করিয়া মুরারি লিখিয়াছেন—

মত্ত-করীন্দ্রবৎ ক্বাপি তেজসা ববৃধে ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্॥
তত্র দেশে হরের্নাম শ্রুত্বা চাতীব বিহ্বলঃ।
প্রবিশ্যাহং জলে ক্ষিপ্রং ত্যজামি দেহমাত্মনঃ॥
ন শৃণোমি হরের্নাম কথং ব্রাহ্মণসংস্থিতিঃ।
ইতি নিশ্চিত্য তোয়স্য সমীপং স ব্রজন্ প্রভুঃ॥
দদর্শ বালকাংস্তত্র গবাং সঙ্ঘ-বিহারিণঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন শিক্ষিতান্ হরিকীর্ত্তনম্॥
তত্রৈকো বালকোঽত্যুচ্চৈর্হরিং বদ হরিং বদ।
ইতি প্রোবাচ হর্ষেণ পুনঃপুনরুদারধীঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা হর্ষিতো দেবঃ সংরক্ষন্ দেহমাত্মনঃ।
তত্রৈব প্ররুরোদার্ত্তো বিহ্বলশ্চাপতদ্ভুবি॥—৩।৩।৫।১০

লোচন লিখিয়াছেন—

কদম্ব কেশর জিনি একটী পুলক।
কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক॥
মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায়।
নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণগুণ গায়॥
ক্ষণেকে পড়েয়ে ভূমি রহে স্তব্ধ হঞা।
ক্ষণে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া॥

ক্ষণে গোপিকার ভাব ক্ষণে দাস্যভাব।
ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র ধাব॥
এই মনে দিবারাত্র না জানে আনন্দে।
রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণনাম-গন্ধে॥
কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে।
নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে॥
দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ।
গৌরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হবেরে বাপ॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীরদাপে।
রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে॥
সেহি খানে শিশুগণ গোধন চরায়।
নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায়॥
যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপে।
হরি বলি ডাকে সব শিশু আচম্বিতে॥
তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি।
বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধরি॥
তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান্।
কৃতার্থ করিলি রে শুনাইয়া হরিনাম॥—মধ্যখণ্ড

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে মুরারির বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে (১) শ্রীচৈতন্যের দেহ কদম্বকেশরের ন্যায় দেখাইতেছিল; মাধবে ঐ উপমা আছে। (২) নিত্যানন্দ বলিয়াছেন যে তিনি আপন প্রতাপে শ্রীচৈতন্যের জীবন রক্ষা করিবেন; (৩) শ্রীচৈতন্য কোন শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যদি সব শিশু হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে তবে প্রভু কেবলমাত্র এক জনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন কেন? পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে জগন্নাথবল্লভের অনুবাদ করিতে যাইয়া লোচন নিজে অনেক কথা সংযোজনা করিয়াছেন—এখানেও তাহাই দেখা যায়।

মাধব ঐ ঘটনা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

কদম্বকেশরপ্রায় পুলক। রোমাঞ্চ অঙ্গ আপাদ-মস্তক॥
মত্তকরিবরপ্রায় চলই। আনন্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গাই॥

পড়ই ভূমিরে।
রহই ক্ষণ স্থকিত শরীরে ॥
ক্ষণে আস্বাদই গোপী ভাবরে। ক্ষণে আস্বাদই দাসভাবরে ॥
কেতে বেলে ধীরে ধীরে গমই। কেতে বেলরে ত্বরিতে ধামই ॥
রজনী দিবস।
ন জানই প্রভু হোই হরস ॥
প্রবেশ হেলে গৌড় দেশরে। কৃষ্ণনাম না শুনিলে কর্ণরে ॥
বহুত চিন্তা লভিলে মনর। কেমন্তে এ জনে হেবে নিস্তার ॥
আচম্বিতে কৃষ্ণ।
কোহিন বোলন্ত হোইলে তৃষ্ণ ॥
—অষ্টম ছান্দ, ১৬-১৮

হরিনাম না শুনিতে পাইয়া শ্রীচৈতন্যের জীবন-ত্যাগের সংকল্প একটি অতি সুন্দর ও প্রেমোদ্দীপক বর্ণনা। মাধব যদি লোচন হইতে অনুবাদ করিবেন তবে তিনি কদম্বকেশরের উপমাটি গ্রহণ করিয়া এমন একটি ঘটনা বর্জ্জন করিবেন কেন? যদি লোচন হইতে মাধব অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে রাঢ়দেশকে গৌড়দেশ বলিতেন না। গদাধরের মুখে শুনিয়া মাধব গৌড় ও রাঢ়ের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া ঐরূপ করিয়াছেন মনে হয়।

লোচনের গ্রন্থে আছে যে সন্ন্যাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে—

নবদ্বীপ হইতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিলা তারা বলি হরি হরি ॥—মধ্য., পৃ. ৬৩

অদ্বৈত-ভবনেও নরহরি নিত্যানন্দাদির সহিত নাচিয়াছিলেন (মধ্য., পৃ. ৭১); অদ্বৈত-ভবন হইতে নীলাচল-যাত্রার সময়ে শ্রীচৈতন্যের সহিত নরহরি ছিলেন (পৃ. ৭৪)। মুরারির মতে চন্দ্রশেখর আচার্য্য নবদ্বীপ হইতে বিশ্বম্ভরের সঙ্গেই কাটোয়া গিয়াছিলেন (৩।১।৮)। লোচনও তাহাই বলেন। কিন্তু মাধব বলেন যে কাটোয়াতে বিশ্বম্ভর যখন কেশব ভারতীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলেন; যথা—

এহি মতে দুহি জন ছন্তি যেঁউ ঠারে।
চন্দ্রশেখর আচার্য্য গলে সে কালরে ॥

সন্ন্যাসকু নমি মহাপ্রভুঙ্কু বন্দিলে।
আইলা উত্তম হেলা হসিন বোইলে॥—সপ্তম ছান্দ

বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস করিতে যাইবার সময়ে একা চলিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব মনে হয়। বৃন্দাবনদাসও তাহাই বলিয়াছেন ; যথা—

প্রভু বোলে "আমার নাহিক কারো সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ॥"—২।২৬।৩৬২

তাঁহার মতে চন্দ্রশেখরাদি ভক্তগণ পরে কাটোয়া গিয়াছিলেন। মাধব গদাধর ও নরহরির কাটোয়া যাওয়া-সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। অদ্বৈত-ভবনে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান বর্ণনা করিতে যাইয়া মাধব হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীনিবাসের নাম করিয়াছেন ; যথা—

তেজ দেখি আনন্দ সে হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত শ্রীনিবাস যে॥
দণ্ড প্রণাম করি পড়ি ভূমিরে।
বদন দেখি অশ্রুপূর্ণ নেত্ররে॥—নবম ছান্দ, ২৮

এ স্থলেও মাধব নরহরির নাম করেন নাই। অদ্বৈত-ভবন হইতে নীলাচলে যাত্রার সময়ে মাধবের মতে—

সঙ্গে অদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত।
নিত্যানন্দাদি আর যেতে ভকত যে॥—নবম ছান্দ, ৫০

অদ্বৈত খানিকটা পথ যাইয়া ফিরিয়া আসেন (দশম ছান্দ, ৫)।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে যে প্রসঙ্গে লোচন নরহরির নাম করিয়াছেন, সেই-সব ঘটনা-বর্ণনা-উপলক্ষে বা অন্য কোথাও মাধব নরহরির নাম করেন নাই। লোচনের বইকে আদর করিয়া তাহার অনুবাদ করিতে বসিলে, মাধব বাছিয়া বাছিয়া লোচনের গুরু নরহরির নামটি বাদ দিবেন কেন, তাহা বুঝা যায় না।

আর এক দিক্ দিয়া আলোচনা করিলেও মনে হয় মাধব লোচনের পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যতই দিন যাইতে থাকে ততই অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

মাধব লিখিয়াছেন যে শচীদেবী বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংকল্প শুনিয়া আকুল হইলেন ; বিশ্বম্ভর তাঁহাকে নানারূপ তত্ত্বকথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। তখন—

গৌরাঙ্গ-বাণী শুনিন জননী বদন্তি নোহ তু মনুষ্য।
জানিলি সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন তু এরূপে হউছ প্রকাশ ॥

লোচন এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

সেই ক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল ॥
নবমেঘ জিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর পীতাম্বর ॥
গোপ গোপী গো গোপাল সনে বৃন্দাবনে।
দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে ॥

মাধব লোচন হইতে অনুবাদ করিলে বিশ্বম্ভরের দেহে শচীর কৃষ্ণদর্শন বাদ দিতেন না।

মাধব বলেন বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিলে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিলেন যে বিশ্বম্ভর সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন ; যথা—

এতে কহিন গৌরাঙ্গ হরি।
সেহু বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারি ॥
সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন এ।
এমন্ত সত্যকরি মনে অবধারি সে ॥—চতুর্থ ছান্দ, ২৬

লোচন এ স্থলে লিখিয়াছেন—

আপনে ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুখ শোক আনন্দ ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ দেখিয়া
পতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।—মধ্য., পৃ. ৫৬

এইসব দেখিয়া আমার অনুমান হয় যে লোচনদাস মাধবের গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যমঙ্গলের শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—

কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র। এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে দৃঢ়তর প্রমাণ আবশ্যক।

মাধবের গ্রন্থে মূল্যবান্ সংবাদ

বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিহারাদি করিয়াছিলেন কি না, তাহার সত্যতা নির্ভর করে মাধবের বই সত্যই গদাধর পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া লেখা কি না তাহার উপর। যে ব্যক্তি শেষরাত্রিতে চিরতরে গৃহত্যাগ করিবেন তাঁহার পক্ষে বিলাস করা সম্ভব কিনা, তাহা কেবল মনস্তত্ত্বে সুনিপুণ পণ্ডিত ব্যাক্তিরাই বলিতে পারেন।

মাধবের প্রথম ও দশম ছান্দের বর্ণনার সহিত লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের কোনরূপ মিল নাই। মাধব প্রথম ছান্দে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও ভক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনা হইতে জানা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। দশম ছান্দে সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুর হইতে যাত্রা, নীলাচলে গমন, জগন্নাথ-দর্শন, সার্ব্বভৌম-উদ্ধার, দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাগমন, বৃন্দাবন দর্শন করিয়া পুরীতে ফিরিয়া আসা বর্ণিত হইয়াছে। মাধবের মতে পুরীতে পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্য প্রথমেই জগন্নাথ দর্শন করেন। জগন্নাথ-মন্দিরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যান; যথা—

প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধমকু করি ধন্য
আসি প্রবেশিলে নীল সুন্দর গিরি।
জগন্নাথ দেখিন প্রেমে হোই অচেতন
বিকচ কঞ্জ নয়নু বহই বারি॥
সার্ব্বভৌম দেখিলে আসি।
কাঁহু আসিছন্তি অপরূপ সন্ন্যাসী॥
নেই আপনা সদনে রাখিলে দিব্য ভুবনে
এমন্তে মিলিলে সঙ্গ ভকতগণ।
ত্রিযাম হেইছি দিন প্রভু আবেশিত মন
প্রভুর সমীপে কলে নাম কীর্ত্তন॥
মহাপ্রভু হোই সচেত।
বোলে বেগে দেখি আস জগন্নাথ॥

কবিকর্ণপূর ও লোচনের মতে শ্রীচৈতন্য প্রথমে সার্ব্বভৌম-গৃহে যাইয়া, পরে সার্ব্বভৌম-পুত্র-সহ জগন্নাথ-দর্শনে যান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ কথা স্বীকার করেন নাই। মাধব যদি সত্যই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শুনিয়া বিবরণ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; কেন-না গদাধর শ্রীচৈতন্যের অনুগামী হইয়াছিলেন।

মাধব বলেন যে শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দকে উৎকল-রাজ্যের প্রান্ত সীমা ছাড়িয়া পুরীতে যাইতে আদেশ দেন; যথা—

তাঙ্ক ঠারু মেলানি কালে।
কহে এহ ছাড়ি যাও সে নীলাচলে॥

বৃন্দাবন হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করিতেছেন, এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

ভকতঙ্ক ঘেনি সঙ্গে বঞ্চন্তি ভাবতরঙ্গে
তহুঁ নেউটি আইলা শ্রীনীলাচল॥
কৃষ্ণ সুখে বঞ্চন্তি দিন।
পরম হরষ ভক্তজনঙ্ক মন॥

গ্রন্থের প্রথম ছান্দেও মাধব বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য "এইখানে" অর্থাৎ নীলাচলে বাস করিতেছেন; যথা—

চৈতন্যরূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান্।
প্রকাশ করিঅছন্তি কহি শাস্ত্র মান যে॥

"বঞ্চন্তি" ও "করিঅছন্তি" (Present Progressive Tense বা লট্) এইরূপ কালব্যবহারকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-বাস সময়েই গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল মনে করা যায় কি না বলিতে পারি না; কেন-না ভক্তগণের নিকট প্রভুর লীলামাত্রই নিত্য।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গ্রন্থের প্রভাব ও পরিচয়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অপূর্ব্ব ও বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছে। দার্শনিক চিন্তার গভীরতায় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির নিবিড়তায় ইহার সমকক্ষ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আজও রচিত হয় নাই। নিছক কাব্য-হিসাবে বিচার করিলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদ-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার অপেক্ষা কোনও অংশে হীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে কাব্যরূপে আলোচনা করিবার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের যুগে নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ভাবের বিশ্লেষণ করার রীতি প্রচলিত হয় নাই। কোন সংস্কৃত কাব্য, দেবদেবীর কাহিনী বা কোন মহাপুরুষের জীবনীকে অবলম্বন করিয়া কবিকে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতে হইত। শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতির শ্লোককে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের অনুপম কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। একটি উদাহরণ লওয়া যাক—

কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি শ্লোক

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনো-নয়নোৎসবে
কৃপণ-কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥

ইহার বাঙ্গালা অর্থ—আমি এখন কি করিব? কাহাকেই বা বলিব? শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আশা যখন নাই, তখন তাঁহার কথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা বল। কিন্তু তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন; তাঁহার মধুর মধুর ঈষৎ হাস্যযুক্ত মূর্ত্তিখানি আমার মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ। তাঁহাকে পাইবার উৎকণ্ঠা-হেতু আমার দীনা তৃষ্ণা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার ভাবানুবাদ এইরূপে করিয়াছেন—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ॥
হা হা সখী ! কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥
ক্ষণে মন স্থির হয় তবে মনে বিচারয়
বলিতে হইল মতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি করাইল ভাব মতি
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥
দেখি এক উপায়ে কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণ-কথা অধন্য কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥
বলিতেই হইল স্মৃতি চিতে হইল কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে সেই শুঞা আছে চিতে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥
রাধাভাবের স্বভাব আন কৃষ্ণে করায় কাম-জ্ঞান
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিতে।
কহে যে জগত মারে সে পশিল অন্তরে
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥
ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে জিতি অন্য ভাব সৈন্যে
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস না হয় আপন বশ
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥
মন মোর বাম দীন জল বিনু যেন মীন
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।

মধুর হাস্য বদনে মনোনেত্র রসায়নে
কৃষ্ণ-তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন হা হা পদ্মলোচন
হা হা দিব্য সদ্গুণ-সাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বর-ধর
হা হা রাসবিলাস-নাগর ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই তুমি কহ তাঁহা যাই
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিল ধরি
নিজ স্থানে বসাইল লইয়া ॥—৩।১৭।৪৮-৫৭

উদ্ধৃতাংশ কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও, ভাষার মাধুর্য্যে, ভাব-বিশ্লেষণের চাতুর্য্যে ও নাটকোচিত ঘটনার সমাবেশে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মৌলিক কবিতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উচ্চ শ্রেণীর কবি-প্রতিভার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আজ শিক্ষিত জনগণ-মধ্যে আদৃত হইতেছে। বৈষ্ণবগণ কিন্তু কেবলমাত্র কবিত্বের জন্য এই গ্রন্থের পূজা করেন না,—তাঁহারা প্রধানতঃ তিনটি কারণে এই গ্রন্থকে বেদের ন্যায় প্রামাণ্য মনে করেন। প্রথমতঃ ইহাতে বৃন্দাবনের পাঁচ গোস্বামি-রচিত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ অতিশয় সুকৌশলে বিন্যস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ-জীবনের এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যেগুলি বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও লোচনের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে কবিরাজ গোস্বামী এরূপ ঘটনাও বর্ণনা করিয়াছেন যাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মুরারি গুপ্তের কড়চা, রঘুনাথদাস গোস্বামীর স্তবাবলী, রূপ গোস্বামীর স্তবমালা, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যেও নাই। আবার যে-সব ঘটনা মুরারি, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলিরও তিনি অনেক সময়ে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বিচারে এই সব সূত্রের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখাইব। তৃতীয়তঃ শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ জীবনের ভাবাস্বাদনের আলেখ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমন সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন যে তাহাতে আধ্যাত্মিক সাধনায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের

যে মূর্তি আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহাতে রেখা সম্পাত করিয়াছেন রূপ, রঘুনাথ, মুরারি, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি ; কিন্তু বর্ণবিন্যাস করিয়া তাহাকে ভাস্বর ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদরের প্রধান কারণ।

পূর্ব্বে যে ভাবানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই এই তিনটি সূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকটির অনুবাদ করিতে যাইয়া উজ্জ্বলনীলমণির রস-সিদ্ধান্তের একটি প্রধান অংশ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির উদ্ভাস্বর-প্রকরণে বিলাপের উদাহরণ দিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥—ভা., ১০।৪৭।৪৬

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটিবার নহে, অথচ তাহাই আমাদিগকে আকুল করিতেছে ; অতএব আমাদের পক্ষে নৈরাশ্যই শ্রেয়। স্বৈরিণী পিঙ্গলাও কহিয়াছে নৈরাশ্যে পরম সুখ ; আমরা যদিও তাহা জানি তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের এ আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোক মিলাইয়া কবিরাজ গোস্বামী "পিঙ্গলার বচন স্মৃতি" প্রভৃতি পদ লিখিয়াছেন। এই শ্লোকটি উদ্ধারের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন—

উদ্বেগ বিষাদ মতি ঔৎসুক ত্রাস ধৃতি স্মৃতি
নানা ভাবের হইল মিলন।

কবি এই অনুবাদের সাহায্যে ব্যভিচারি-ভাবের দৃষ্টান্ত দিলেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অকারণ গোপন, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুকতা, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ এই তেত্রিশটি ভাবকে ব্যভিচারী বলা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণির মতে অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিতে মনে যে অস্থিরতা জন্মে তাহাকে উদ্বেগ বলে—

হা হা সখী ! কি করি উপায় ।

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও

—এই হইল শ্রীচৈতন্যের উদ্বেগের দৃষ্টান্ত। "কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়" —বিষাদের দৃষ্টান্ত। 'মতি' শব্দের অর্থ শাস্ত্রাদি বিচার করিয়া অর্থনির্দ্ধারণ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, চতুর্থ লহরী, ৭২)। এখানে কবিরাজ গোস্বামী 'মতি' শব্দ শাস্ত্র বিচার করিয়া মনকে স্থির করা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন যে মতিতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদন-হেতু কর্ত্তব্য-করণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ ও তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি হইয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পিঙ্গলার বচন স্মৃতি করাইল ভাব মতি

ইহা 'মতি'র দৃষ্টান্ত নহে, পরন্তু উজ্জ্বলনীলমণির মতে বিলাপের উদাহরণ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-মতে (দক্ষিণ, ৪।৭৯) অভীষ্ট বস্তুর দর্শনের ও প্রাপ্তির জন্য কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতাকে ঔৎসুক্য কহে।

ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে জিতি অন্য ভাব সৈন্যে
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস না হয় আপন বশ
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥

ইহাই শ্রীচৈতন্যের ঔৎসুক্যের উদাহরণ। সহসা যে ভয় মনে জাগে তাহাকে ত্রাস কহে।

রাধা ভাবের স্বভাব আন কৃষ্ণে করায় কাম-জ্ঞান
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিতে ॥

ত্রাস, কেন-না শ্রীকৃষ্ণ কাম বা মদন-স্বরূপ ; সেই মদন

যে জগত মারে সে পশিল অন্তরে ॥

সদৃশ বস্তু-দর্শনের অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্ব্বানুভূত অর্থের প্রতীতির নাম স্মৃতি (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ৪।৬৫)। শ্রীরূপ স্মৃতির দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "আমি প্রমাদবশতঃ মনোযোগ না করিলেও কোথাও

কোন সময়ে হরিপাদপদ্মযুগল আমার হৃদয়ে স্ফূর্তিশীল হয়।” কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের আশা ছাড়িয়া দিবেন মনে করিতেই

বলিতেই হৈল স্মৃতি চিত্তে হৈল কৃষ্ণ-স্ফূর্তি
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে সেই শুঞা আছে চিত্তে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥

এইরূপে অধিকাংশ স্থলে শ্রীচৈতন্যের ভাব-বিশ্লেষণ-উপলক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের শাস্ত্রার্থ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণ-লীলা হইতে দিয়াছেন, আর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যলীলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

উদ্ধৃত ভাবানুবাদে শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ-জীবনের এই সংবাদ দেওয়া হইল যে, যে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বরূপদামোদরের সহিত আস্বাদন করিয়া ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেন। এই সংবাদ অন্য কোন গ্রন্থে নাই। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ-জীবনের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হইল তাহা ভক্তজনের আদর্শ। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনে ঐরূপ ভাব পাইবার জন্য সাধনা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও সংস্কৃতি প্রচারে যতটা সাহায্য করিয়াছে অন্য কোন গ্রন্থ তাহা করিতে পারে নাই। এই গ্রন্থের সম্বন্ধে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

—প্রার্থনা

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া খ্যাত মুকুন্দ তাঁহার সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
তাঁহার তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাই ॥
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ শিরোমণি।
শিলা দ্রবীভূত হয় তাঁর গুণ শুনি ॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন।[১]
চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন ॥
ভাবতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব আর।
ক্রমে ক্রমে লিখিয়াছেন করিয়া বিচার ॥
জ্ঞান যোগ বিধিভক্তি রাগ নিরূপণ।
কাঁহু নাহি দেখি শুনি এমন বর্ণন ॥—পৃ. খ

প্রাচীন পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজের সূচক লিখিয়াছেন—

জয় কৃষ্ণদাস জয় কবিরাজ মহাশয়
সুকবি পণ্ডিত অগ্রগণ্য।
ভক্তিশাস্ত্র-সুনিপুণ অপার অসীম গুণ
সবে যারে করে ধন্য ধন্য ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাগণ বলিলেন বৃন্দাবন
অবশেষে যে সব রহিল।
সে সকল কৃষ্ণদাস করিলেন সুপ্রকাশ
জগমাঝে ব্যাপিত হইল ॥
কবিরাজের পয়ার ভাবের সমুদ্রাগর
অল্প লোকে বুঝিবারে পারে।
কাব্য নাটক কত পুরাণাদি শত শত
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে ॥

১ অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "অনেকে মনে করিয়া থাকেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ঐক্য দেখাইবার জন্যই চরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন। এই ধারণা ও উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক।" (বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪১, পৃ. ৬০১)। কিন্তু কৃষ্ণদাসের নিজের শিষ্যের বিচারবুদ্ধি বোধ হয় সুকুমারবাবুর অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য।

চৈতন্যচরিতামৃত শাস্ত্র-সিন্ধু মথি কত
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর লভয়ে ভক্তি প্রচুর
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ ॥
শাস্ত্রের প্রমাণ যার লোকে মানে চমৎকার
যুক্তিমার্গে সব হারি মানে।
উদ্ধব মূঢ় মতি কি হবে তাহার গতি
কবিরাজ রাখহ চরণে ॥

—গৌ. প. ত., ২য় সং, পৃ. ৩১৩।১৪

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয়

কৃষ্ণদাস কবিরাজ "গোবিন্দলীলামৃত" নামক ২৫৮৮ শ্লোকময় সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া অসাধারণ কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর গোপালচম্পূ খানিকটা গদ্যে, খানিকটা পদ্যে লেখা। সুতরাং "গোবিন্দলীলামৃত"কেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৈষ্ণব-কাব্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অপেক্ষা আকারে বড় কাব্য আছে বলিয়া আমার জানা নাই। "গোবিন্দলীলামৃত" কেবল আকারেই বড় নহে, ইহার সূক্ষ্ম কারিগরিও আশ্চর্য্যজনক। ইহাতে নানারূপ ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াই "কবিরাজ" উপাধি পাইয়াছিলেন মনে হয়। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার "মুক্তাচরিত্রের" শেষ শ্লোকে ইহাকেই "কবিভূপতি"রূপে উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতাশয়া, মুক্তিকোত্তম-কথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতেব্রজে সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে ॥

অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গ-বলে আমার দ্বারা এই উত্তম মুক্তাকথা প্রচারিত হইল সেই কবিভূপতি কৃষ্ণের সঙ্গ আমার জন্মে জন্মে হউক। এখানে কৃষ্ণদাস

১ ১১।১৮ সমাধিনাম অলঙ্কার, ১১।২২ সশ্লেষাপ্রস্তুতপ্রশংসা, ১২।৩৯ ব্যতিরেকাতিশয়োক্তি, ১১।৪২ লুপ্তোপমা ও কাব্যলিঙ্গ, ১১।৫১ স্বভাবোক্ত্যুৎপ্রেক্ষা-রূপক-শ্লেষের সাঙ্কর্য্য, ১।৫৩ রূপক, বিরোধ, ব্যতিরেক, শ্লেষ প্রভৃতি বহু অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সর্গের ৭৩ হইতে ১৪৬ শ্লোকে বিবিধ ছন্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

কবিরাজও লক্ষিত হইয়াছেন কি না ঠিক করিয়া বলা যায় না; কেন-না মুক্তাচরিত্রের শ্লোক উজ্জ্বলনীলমণিতে (৫২৭ পৃ.) উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা এখানে আছে ধরা যায়, তাহা হইলে উজ্জ্বলনীলমণি রচনায় পূর্ব্বেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিভূপতি হইয়াছিলেন বলিতে হয়। কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণির পূর্ব্বে গোবিন্দলীলামৃতের রচনা সম্ভবপর মনে হয় না।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মুকুন্দের "আনন্দরত্নাবলী"র প্রমাণ-বলে লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং, পৃ. ৩১৭)। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে ধারণা জন্মে যে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হইতে পারে না। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥

উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ
মোর ভ্রাতা সনে কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্য গোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস আভাস॥
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎর্সনে॥
দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধ-কুক্কুটী ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিংবা দুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আর না মানি এই মত ভণ্ড॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥—১।৫।১৩৯-৫৬

নিত্যানন্দকে না মানার জন্য ভাইকে ভৎর্সনা করায় নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া—

নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রায়॥—১।৫।১৫৯

নিত্যানন্দ স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন যে—

অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহা তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥

এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুকে সশরীরে কখনও দর্শন করেন নাই। সেরূপ দেখিলে মদনমোহনের প্রসাদমালা পাওয়া ও নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পাইয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার মতন তিনি তাহাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেন। শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন, নিত্যানন্দ প্রভু ইহারও কয়েক বৎসর পরে তিরোহিত হয়েন।[১] ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করিলে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন। ঝামটপুর কাটোয়ার কাছে। নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাস্থল—খড়দহ হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ছিল। এত কাছে নিত্যানন্দ ছিলেন আর তরুণ যুবক কৃষ্ণদাস যে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন না ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটকালে যদি কৃষ্ণদাস বালক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নিত্যানন্দ-দর্শন ঘটা অসম্ভব হইতে পারে।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় যে বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার বয়স অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি নিজে তাঁহার বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। তাহা না হইলে তিনি "আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন" লিখিতেন না। তাঁহার বাড়ীতে ঠাকুর-মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ পূজা করিতেন ; উক্ত বিবরণে আছে—

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য॥

কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। হয়ত সেই জন্যই ঠাকুর-পূজা করার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণ রাখার দরকার হইয়াছিল। যাঁহার বাড়ীতে পূজারী ব্রাহ্মণ

১ প্রবাদ নিত্যানন্দ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে তিরোধান করেন (বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী, পৃ. ৮৮)।

থাকে, অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন-উপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে বৈষ্ণবের আগমন হয়, তিনি অবস্থাপন্ন গৃহস্থ না হইয়া পারেন না। বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণদাসের বয়স যে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এরূপ ভাবিবার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ ইহার অপেক্ষা কম বয়সের লোক ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তত্ত্ব লইয়া তর্ক-বিতর্ক করেন ও অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন দেন ইহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণদাস বাঙ্গালা দেশে থাকিতেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা "উদ্বাহতত্ত্ব" ও "একাদশীতত্ত্ব" পঠন-পাঠন করিতেন না। অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১।১৫।৩ শ্লোক উদ্বাহতত্ত্ব হইতে ও ১।২।১৪ শ্লোক একাদশীতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে ঝামটপুরে বাস করার সময়েই তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিচার হইতে বুঝা গেল যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না এবং অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যান নাই। যদি তাঁহার জন্মকাল ১৫১৭ না ধরিয়া ১৫২৭ ধরা যায় তাহা হইলে সকল দিক্ দিয়া সুসঙ্গতি রক্ষা হয়; যথা—১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে গেলেন। সেই সময়ের মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য এবং বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বৃন্দাবনে গেলেন। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বীরভদ্র প্রভুর প্রভাবও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

> সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ
> যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥—১।১১।৯

হরিভক্তিবিলাস-রচনার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে[1] কৃষ্ণদাসের বৃন্দাবন-বাস ধরিলে বীরভদ্রের শরণ লওয়ার সঙ্গতি হয় না। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি বৃন্দাবন যাইয়া রূপ-সনাতন প্রভৃতির সঙ্গ

১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকে বা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। উহাতে হরিভক্তিবিলাসের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (পূর্ব্ব বিভাগ, ২য় লহরী, ৯৪ শ্লোক)। সুতরাং হরিভক্তিবিলাস ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে একজন কৃষ্ণদাসের বন্দনা আছে। ঐ কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ ঐ কৃষ্ণদাস গদাধরশাখাভুক্ত এবং গণোদ্দেশে ইঁহাকে ইন্দুলেখা তত্ত্ব বলা হইয়াছে (পরিশিষ্টে ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

লাভ করিলেন। তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি "গোবিন্দলীলামৃত" রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের শেষে আছে "শ্রীচৈতন্যের পদারবিন্দের ভ্রমরস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফলে, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামি-কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে···।" এই শ্লোকে সনাতন গোস্বামীর উল্লেখ কেন নাই বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থ-লেখার সময়ে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান ঘটিয়াছিল কি? একটি প্রবাদ-অনুসারে ১৪৮০ শকে (১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) সনাতনের তিরোভাব হয়। যাহা হউক, সনাতনের নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেন উল্লেখ করিলেন না, সে সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করা দরকার। গোপাল ভট্টের নাম না করার কারণ-সম্বন্ধে "অনুরাগবল্লীতে" উল্লিখিত কিংবদন্তী এই যে তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার নাম বা গুণ বর্ণনা করিতে মানা করিয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীতে আরোপিত গ্রন্থসমূহ

গোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের" একখানি টীকা লিখিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত বলিয়া "অদ্বৈত সূত্র কড়চা", "স্বরূপ বর্ণন", "রাগময়ী কণা" প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনখানি ছাড়া অন্য বই কৃষ্ণদাসের রচনা বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজ স্বীকার করেন না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া কথিত যদুনন্দনদাস গোবিন্দলীলামৃতের ভাবানুবাদ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণদাস গোঁসাই কবিরাজ দয়াবান্।
কৃপা করি লীলা প্রকাশিলা অনুপাম॥
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া।
জীব উদ্ধারিলা অতি করুণা করিয়া॥
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার।
তাহা উঘারিয়া দিলা কি কৃপা তোমার॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে।
তাহার নিগূঢ় কথা কৈলা প্রকটনে॥

তিন অমৃতে ভাসাইলা এ তিন ভুবন।
তোমার চরণে তেঁই করিয়ে স্তবন॥

সহজিয়া পরকীয়া-বাদিগণ একজন জাল কৃষ্ণদাস কবিরাজ খাড়া করিয়া তাঁহার দ্বারা "স্বরূপবর্ণনাপ্রকাশ" নামে এক গ্রন্থ প্রচার করাইয়াছেন।[১] ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিম্নলিখিত তথাকথিত আত্মকাহিনী আছে—

পতিত অধম আমি নীচ নীচাকারে।
প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈলা মোরে॥
মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে।
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোরে॥
শ্রীনব রঘুনাথ ভট্ট পতিত পাবন।
ভরসা করিয়া চিতে লইনু শরণ॥
চরণ মাধুরী আমি কিছু না জানিল।
তথাপি আমারে সত্বে অতি কৃপা কৈল॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এত শুনি ভরসা মনে বাড়ে নিরন্তর॥
তার গুণে লিখি সার লীলারস গুণ।
কি লিখিব ভাল মন্দ না জানি সন্ধান॥
শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত করিলা বিস্তার।
লীলাক্রমে না জানিয়ে মুঞি সারাসার॥
তথাপি লালসা বাড়এ অনুক্ষণ।
তবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিএ লিখন॥
একদিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাশয়।
বন্দোহ গোবিন্দলীলামৃত রসময়॥
আমার অভাগ্য কথা শুন সর্ব্বজন।
প্রাণে ত্যাগ নাহি হয় কহিতে কারণ॥

১ এই গ্রন্থের পরিচয় ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। পুঁথির অধিকারী কান্দি স্কুলের শিক্ষক বঙ্কুবিহারী ঘোষ। পুঁথির তারিখ ১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

সভে মিলি একদিন রহিল নির্জীবে।
গৌরলীলা অপ্রকট শুনিলাম কানে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞির শিষ্য আচার্য্য নিবাস।
তার স্থানে রহি সদা বৃন্দাবনে বাস॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির শিষ্য কহি তার নাম।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম॥

এই বিবরণ নিম্নলিখিত কারণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতার লেখা হইতে পারে না: (১) চরিতামৃতে নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশের কথা আছে, ইহাতে প্রত্যক্ষ আদেশের কথা আছে। (২) "স্বরূপবর্ণনাপ্রকাশের" মতে প্রথমে চরিতামৃত, পরে গোবিন্দলীলামৃত লিখিত হয়। ইহা অসম্ভব। (৩) ঐ বইয়ের মতে ছয় গোঁসাই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে গোবিন্দলীলামৃত লিখিতে বলিলেন; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দলীলামৃতে মাত্র চারজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (৪) এই বইয়ের মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনে তখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ইহা সম্ভব নহে। ঐ বইখানি পরকীয়া-বাদ-প্রচারের উদ্দেশ্যে কবিরাজ মহাশয়ে আরোপিত হইয়াছিল।[১]

১ সহজিয়া, সাঁই, বাউল ও দরবেশগণ অনেক পুঁথি লিখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। কি রকম জঘন্য বইও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালান হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দরবেশদের একখানি বইয়ের নাম "বীরভদ্রের শিক্ষা মূল কড়চা।" বইখানি ১৩২৮ সালে ২৮৬ চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। উহার গ্রন্থকাররূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম ছাপা হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে নিত্যানন্দ বীরভদ্রকে বলিতেছেন—

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা সহরে।
যথায় আছেন বিবি হজরতের ঘরে॥
তথা যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির স্থানে।
তাহার শরীরে প্রভু আছেন বর্ত্তমানে॥
মাধব বিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই।
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোসাঞি॥

বীরভদ্র মদিনায় যাইয়া মাধব বিবিকে নানারূপ স্তব-স্তুতি করিলেন ও তাঁহার উপদেশ চাহিলেন। তারপর

মনে মনে মাধব বিবি ভাবিতে লাগিল।
বীরভদ্রে মনে করি উলঙ্গ হইল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ ছিল সন্দেহ নাই। তিনি বাল্যকালে "সিদ্ধান্ত-কৌমুদী" ব্যাকরণ এবং "বিশ্বপ্রকাশ" ও "অমরকোষ" অভিধান পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রমাণ দিতে যাইয়া তিনি মাত্র এইগুলিই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি অভিজ্ঞান-শকুন্তল, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত, নৈষধ ও কিরাতার্জ্জুনীয় হইতে এক একটি শ্লোক চরিতামৃতে উদ্ধার করিয়াছেন। গোবিন্দলীলামৃত দেখিয়া মনে হয় তিনি অলঙ্কারের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতে সাহিত্যদর্পণ ছাড়া আর কোন অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রমাণ তিনি উদ্ধার করেন নাই। "কাব্যপ্রকাশের" "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতেও ধরিয়াছেন। ভরতের নাট্যসূত্র হইতে একটি পদ্যাংশ চরিতামৃতে ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও স্মৃতির কিছু অংশ সে যুগে প্রত্যেক শিক্ষিত লোককেই পড়িতে হইত। ইহাতে অনন্যসাধারণতা কিছু নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৈশিষ্ট্য

উলঙ্গ দেখিয়া বীরের আনন্দিত মন।
রূপের তুলনা দিতে নাহি ত্রিভুবন॥
বিবি কহে শুন কথা ইহার কারণ।
সাক্ষাতে দেখহ এই করহ ভজন॥
কে কোথায় আছে দেহে কর দরশন।
গোপ গোপী সাথে দেখ নন্দের নন্দন॥
শ্রীরাধিকার দেহ দেখ সখীগণ সহ।
এই দেহে বর্ত্তে তাহা তুমি নিরিখহ॥
রসময়ী শ্রীরাধিকা দেহ ভিন্ন মন।
গোপী তার অনুচরী বিযুক্ত না হন॥
... ...
মুই রাধা মুই কৃষ্ণ কায় মধ্যে স্থিত।
কায় অর্থে দেহ দেহী জানিহ নিশ্চিত॥
কামগায়ত্রী কামবীজ প্রেমের গঠিত।
কায়ানুগা ভজে যেই সেই সুপণ্ডিত॥—পৃ. ৯

এই যে তিনি গীতা, ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, যামুনাচার্য্যস্তোত্র, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোপীচন্দ্রামৃত, নামকৌমুদী, হরিভক্তিসুধোদয় জগন্নাথবল্লভ নাটক, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থাদি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন সংস্করণের সম্পাদকগণ বোধ হয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চরিতামৃতে যে-সমস্ত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের এক এক বিরাট্ তালিকা দিয়াছেন ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" পাদটীকায় সেগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ৩২০, পঞ্চম সং)। ঐ তালিকা নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নহে। উহাতে উদ্বাহতত্ত্ব, আর্য্যাশতক, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু বা স্তবাবলী প্রভৃতির নাম নাই; আবার "লঘুভাগবতামৃত" ও "সংক্ষেপ ভাগবতামৃত" একই বই হইলেও দুই নামে দুই স্থানে গণনা করা হইয়াছে। চরিতামৃতের সম্পাদকদের মধ্যে আধুনিকতম তালিকা করিয়াছেন রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়। তাঁহার তালিকায় ৭৫খানি আকর-গ্রন্থের নাম আছে। ঐ তালিকা হইতে "নাটকচন্দ্রিকা"র নাম বাদ গিয়াছে এবং "দিগ্বিজয়ী বাক্য," "বঙ্গদেশীয় বিপ্রবাক্য" প্রভৃতি এক একখানি গ্রন্থ বলিয়া গণিত হইয়াছে।

চরিতামৃতের সম্পাদকগণ আকর-গ্রন্থের তালিকা করিবার চেষ্টা করিলেও, কোন্ গ্রন্থ হইতে কতগুলি শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ উদ্ধার করিয়াছেন, এবং ঐ-সকল শ্লোক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণদাসের পূর্ব্বে আর কেহ উদ্ধার করিয়াছেন কি না তাহা নির্ণয় করেন নাই। অথচ চরিতামৃতে ব্যবহৃত শ্লোকগুলির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত তালিকা না করিতে পারিলে চরিতামৃত ঠিক ভাবে বিচার করা যাইবে না। শ্লোকগুলিকে অবলম্বন করিয়াই চরিতামৃতের বিচার ও অধিকাংশ স্থলে বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, উহার কিয়দংশ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কাব্য নাটক কত পুরাণাদি শত শত
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে॥

কিন্তু পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই গোস্বামিগণ যে-সকল পুরাণ-তন্ত্রাদি হইতে যে-সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ঠিক সেই শ্লোকগুলিই তুলিয়াছেন। ইহাতে তিনি সত্যই পুরাণাদি শত শত পড়িয়াছিলেন কি না বুঝা যায় না। চরিতামৃতে উদ্ধৃত আদি পুরাণের ৩টি, কূর্ম্ম পুরাণের ৩টি, গরুড় পুরাণের ২টি, বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩টি, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ২টি, স্কন্দ পুরাণের ৩টি, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রের ২টি, সাত্বত তন্ত্রের ১টি, কাত্যায়ন সংহিতার ১টি, নারদ পঞ্চরাত্রের ৩টি, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের ১টি, মহাভারতের ৪টি, রামায়ণের ১টি শ্লোকের মধ্যে এমন একটি শ্লোকও নাই যাহা গোস্বামিগণের দ্বারা বা কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের দ্বারা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি পদ্মপুরাণের ১৭টি শ্লোক তুলিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের গ্রন্থে ১৩টি শ্লোক পাইয়াছি। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি পুরাণসমূহের মধ্যে অন্ততঃ ভাগবত ও পদ্মপুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন।[১]

চৈতন্যচরিতামৃতে সর্ব্বসমেত ১০১১ বার সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ ধৃত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি শ্লোক একাধিকবার (কোন কোন শ্লোক ৫।৬ বার) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে এক একবার উল্লেখ ধরিয়া গণনা করিলে সংখ্যায় দাঁড়াইবে ৭৬৩টি। তন্মধ্যে গোবিন্দ-লীলামৃতের ১৮টি ও চরিতামৃতের জন্য বিশেষভাবে রচিত ৮৩টি—একুনে ১০১টি শ্লোক বাদ দিলে অপর লেখকদের রচিত শ্লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬২। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই ২৬৩টি শ্লোক ও ভাগবতের শ্রীধর ও সনাতন গোস্বামীর টীকা হইতে উদ্ধৃত ৯টি শ্লোক—একুনে ২৭২টি শ্লোক। ভাগবতের ঐ শ্লোকসমূহের মধ্যে অনেকগুলি শ্রীরূপ, শ্রীজীব ও বৃন্দাবনদাস পূর্ব্বেই উদ্ধার করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। গীতা হইতে ৩৬টি শ্লোক এবং শ্রীরূপের গ্রন্থাবলী হইতে ১৮১টি শ্লোক কবিরাজ গোস্বামী উদ্ধার করিয়াছেন ; অর্থাৎ উদ্ধৃত ৬৬২টি শ্লোকের মধ্যে শতকরা ৪১ ভাগ ভাগবত ও তাহার টীকা হইতে, ২৭.৩ শ্রীরূপের গ্রন্থ হইতে, ৫.৪ গীতা হইতে এবং পূর্ব্বে যে-সমস্ত পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির নাম করা হইয়াছে সেই-সকল হইতে প্রায় ৭ ভাগ শ্লোক—একুনে শতকরা ৮০.৭ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লইয়াছেন।

---

১ গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বাকী ১৯.৩ ভাগ শ্লোক ব্রহ্মসংহিতা, যামুনাচার্য্যস্তোত্র, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত, গোপীচন্দ্রামৃত, নামকৌমুদী, হরিভক্তি-সুধোদয়, জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির প্রতিও কৃষ্ণদাস কবিরাজই যে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এ কথা বলা যায় না, কেন-না পূর্ব্বেই গোস্বামিগণ ঐসব গ্রন্থ হইতে অন্যান্য শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের পয়ারের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। পয়ারে যে-সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, March, 1933, p. 98)। ঐ তালিকায় আগম ও আগমশাস্ত্র, পাতঞ্জল ও যোগশাস্ত্র, ব্যাসসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র, পুরাণ ও নিগম-পুরাণ, ভাগবত ও ভ্রমরগীতা প্রভৃতির নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হওয়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য-বিচারে উহার উপযোগিতা অল্প। পরিশিষ্টে উদ্ধৃত গ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সহিত কবিরাজ গোস্বামীর পরিচয় ছিল; কেন-না এগুলির নাম তিনি পয়ারে উল্লেখ করিয়াছেন: উপনিষদ্, কলাপ ব্যাকরণ, কাব্যপ্রকাশ, গুণরাজ খানের কৃষ্ণবিজয়, কোরান, গোপালচম্পূ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্যভাগবত, ন্যায়, পাতঞ্জল-দর্শন, বৃহৎ সহস্র নাম, ব্রহ্মসূত্র, সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ ভাগবতামৃত, রূপ গোস্বামীর মথুরা-মাহাত্ম্য, বিদ্যাপতির পদাবলী, শারীরক ভাষ্য, সাঙ্খ্য, সিদ্ধার্থ-সংহিতা ও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র। মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামীর চরিত্র

কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতুলনীয় কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও যেরূপ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহা পণ্ডিত-সমাজে একান্ত দুর্লভ। তাঁহার বিনয়-প্রকাশের ভঙ্গী হইতেই "বৈষ্ণবীয় বিনয়" জন-সমাজে বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয়ে যেই তার পাপ হয় ॥—১।৫।১৮৩-১৮৪

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতন এক সুন্দর ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার মনে একটুও অহঙ্কার জন্মে নাই। পৃথিবীর কোন দেশের কোন লেখক পাঠকদের নিকট এমনভাবে নিবেদন জানান নাই—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥—৩।২০।১৪১-৪৩

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "চৈতন্য-চরিতামৃতে", "চৈতন্য-ভাগবতে" ও "চৈতন্য-মঙ্গলে" সুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং, পৃ. ৩১৯)। এই উক্তি যথার্থ হইলে সুখী হইতাম। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন না তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দৈত্য ও অসুর বলিয়াও তৃপ্ত হয়েন নাই (১।৮।৮।৯)। তাঁহাদিগকে খল ও শূকরও বলিয়াছেন (২।৪৯)।

মুসলমান কাজীর মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন—

আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয় ॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধ তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥—১।১৭।১৬২-৩

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া যে ব্রহ্মবৈবর্তের শ্লোক উদ্ধার করাইয়া কাজীকে পরাজিত করাইলেন, তাহা মুসলমানের কোরান ও হাদিস্ অপেক্ষাও আধুনিক। এইরূপে বৌদ্ধদের (২।৯।৪৫), শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের (২।২৫।৭২) ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের (২।৯।২৪৭-৪৮) মত যে অসার ও কল্পিত তাহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে যাইবার সময়ে

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥"

বলিতে বলিতে গিয়াছিলেন, ইহা মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য মুরারি গুপ্তকে রামভজন ছাড়াইয়া কৃষ্ণের ভজন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥—২।১৫।১৪২

মুরারি গুপ্ত নিজে শ্রীচৈতন্যের এরূপ চেষ্টার কোন কথা লেখেন নাই; বরং তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে রাম-উপাসনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন (২।৪।১২-১৪)। মধ্যযুগের আবহাওয়াই এমন ছিল যে তখনকার কোন গ্রন্থ সাম্প্রদায়িক না হইয়া পারিত না। অপর সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী ভুল ইহা প্রমাণ না করিতে পারিলে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রসার-সাধন করা তখন সম্ভব ছিল না, সেইজন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকেও সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

মধ্যযুগের ধর্ম্মবোধ যুক্তিবিচারকে সহ্য করিতে পারিত না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে যুগের অন্যান্য লেখক অপেক্ষা যুক্তি-বিচার-সম্বন্ধে অধিকতর অসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি এমন অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন যাহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি একেবারেই নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনীগুলির তুলনামূলক বিচারের দ্বারা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরে দেখাইব। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে দিতে নারাজ। যে এরূপ বিচার করিবে তাহার জন্য তিনি কুম্ভীপাক নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন; যথা—

তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার।—১।১৭।২৯৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজের অলৌকিক ঘটনা-বর্ণনার প্রতি আসক্তির একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; পরে আরও বহু দৃষ্টান্ত দিব। মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

অথাপরদিনে ভূমাবুপবিশ্যাহুনাদয়ন্।
করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলূষবেষ্টিতম্।

পশ্য পশ্যাদ্ভুতং বীজং ভূমৌ সংরোপিতং ময়া।
পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতো নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ॥
জাতঃ পশ্যাস্য পুষ্পৌঘং পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ।
জাতং পশ্য ফলং পক্কং তস্য সংগ্রহণং পুনঃ॥
ফলং বৃক্ষোঽপি নাস্ত্যেব ক্ষণান্মায়াকৃতং যতঃ।
প্রান্তরে তু কৃতং হ্যেবং ন কিঞ্চিদপি লভ্যতে॥
ঈশ্বরস্যাগ্রতঃ কৃত্বা ধনং বিপুলমশ্রুতম্।
এবং মায়া-কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বঞ্চেদমনর্থকম্॥—২।৪।৬-১০

এখানে বীজ, বৃক্ষ ও ফলের দৃষ্টান্ত দিয়া বিশ্বম্ভর মিশ্র কর্ম্মফল এবং ঈশ্বরে তাহা অর্পণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেছেন।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ৬।২৮ হইতে ৬।৩১ শ্লোকে ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। লোচন ঐ ফলের নাম করিয়াছেন আম। তিনি উদ্ধৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—

আচম্বিতে কহে প্রভু দিয়া করতালি।
নিজ জনে প্রকাশ করয়ে ঠাকুরালি॥
হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি।
আমার অর্জ্জিত তরু হইল আপনি॥
তখন কহিল সর্ব্বলোক আচম্বিত।
এখনি রুইল বীজ ভেল অঙ্কুরিত॥
দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুঞ্জরিত।
হইল উত্তম শাখা অতি সুললিত॥
দেখ দেখ সর্ব্বলোক অপরূপ আর।
মুকুলিত হৈল দেখ তরুটি আমার॥
তখনি হইল ফল পাকিল সকালে।
অঙ্গুলি লোলাঞা প্রভু দেখায় সভারে॥
পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সর্ব্বলোকে।
নিবেদন কৈল আসি ঈশ্বর-সম্মুখে॥
তিলেকে তখনি লোক না দেখিয়ে কিছু।
ফলমাত্র আছে বৃক্ষ মিথ্যা সব পাছু॥

ঐছে মায়া ঈশ্বরের কহে সর্ব্বলোকে।
এত জানি না করিহ এ সংসার শোকে ॥
—চৈ. ম., মধ্য, পৃ. ১০

লোচনের হাতে পড়িয়া মুরারির শ্লোকের কোন ফল, আমে পরিণত ও তাহা ঈশ্বরে নিবেদিত পর্য্যন্ত হইল। কিন্তু মূলের কর্ম্মফলের ও সংসারের উপমাটি লোচন নষ্ট করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ উপমার ভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে ক্লান্ত ভক্তদিগকে আম খাওয়াইয়াছেন ; যথা—

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল সভেই বিস্মিত ॥
শতদুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥
রক্তপীতবর্ণ—নাহি আঠ্যংশ বল্কল।
এক জনের উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন।
সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥
আঠ্যংশ বল্কল নাহি অমৃত রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥
এই মত প্রতিদিনে ফলে বার মাস।
বৈষ্ণবে খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥—১।১৭।৭৩-৮০

মুরারি গুপ্ত আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত। কবিরাজ গোস্বামি-বর্ণিত ম্যাজিকে আনা ফল ভক্তগণ খাইলে মুরারি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। অলৌকিক ঘটনার প্রতি প্রীতির জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঘটনাকে এইভাবে বিকৃত করিয়াছেন।

আম খাওয়ার ঘটনাবর্ণনার মধ্যে আর একটি রহস্য নিহিত আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন সেইখানেই আহার্য্য বস্তুর

বিরাট্ ফর্দ্দ দিয়াছেন ; যথা—সন্ন্যাস-গ্রহণের পর অদ্বৈত-গৃহে শ্রীচৈতন্যের ভক্ষ্য দ্রব্যের বর্ণনা ২।৩।৪১ হইতে ২।৩।৫৩ পর্য্যন্ত ১৩টি পয়ার, প্রতাপ-রুদ্রের প্রেরিত জগন্নাথের প্রসাদের বর্ণনা ২।১৪।২৩ হইতে ২।১৪।৩২ পর্য্যন্ত ১০টি পয়ার, সার্ব্বভৌম-গৃহে শ্রীচৈতন্যের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা ২।১৫।২০৫ হইতে ২১৯ পর্য্যন্ত ১৫টি পয়ার। উল্লিখিত ঘটনার সময়ে কোন ভক্ত কাগজ-কলম লইয়া খাওয়ার জিনিষের ফর্দ্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; রঘুনাথদাস গোস্বামী তাহা নকল করিয়া বৃন্দাবনে আনিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাস তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ঐ তালিকা লিখিয়াছেন এরূপ যুক্তি আশা করি কোন ভক্ত উপস্থিত করিবেন না। কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া মনে হয় ভক্ষ্যদ্রব্য-বর্ণনা করার প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল।[১] শুধু ঘটনা-বর্ণনার সময়ে নহে, ভক্তি-সিদ্ধান্ত-স্থাপনের সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আহার্য্য বিষয় হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন ; যথা—

> প্রেমবৃদ্ধি-ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
> রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥
> যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
> শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর ॥—২।১৯।১৫২-৫৫

আবার

> সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
> কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥
> যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর।
> মিলনে রসালা হয় অমৃত-মধুর ॥—২।১৯।১৫৫-৫৬

কবিরাজ গোস্বামী লীলার নিত্যত্বে বিশ্বাস করিতেন। কোন লীলা-পরিকর পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছেন এ কথা তিনি মানিতেন না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১।৫।১৮০ পয়ারে নিত্যানন্দের কৃপা লিখিতে

১ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবেরা বলেন যে কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণলীলায় কস্তুরিকা মঞ্জরী ছিলেন ও তাঁহার কাজ ছিল রান্নাঘর পর্যাবেক্ষণ করা। সেইজন্য তিনি এই লীলায় খাদ্য দ্রব্যের এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়াছেন।

গিয়া তিনি বলিলেন, "যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়।" ইহা পড়িলে মনে হয় তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১।১০।৯১ পয়ারে রঘুনাথদাসের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥

এখানে দেখা যায় যে স্বরূপ নীলাচলে বাস করিতেন ও সেইখানেই তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১।৫।১৮০ পয়ারে তত্ত্বতঃ স্বরূপের আশ্রয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন। তত্ত্ব ও ঘটনায় এইরূপ মেশামেশি হওয়ায় অনেক স্থলেই তাঁহার উক্তির ঐতিহাসিকতা বিচার করা কঠিন হয়।

গ্রন্থের রচনাকাল

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অধিকাংশ পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের শেষে সমাপ্তিকাল-সূচক নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্ন্যসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এই পাঠ যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সিন্ধু অর্থে সাত ধরিয়া ১৫৩৭ শক জ্যৈষ্ঠ মাস রবিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু সিন্ধু অর্থে সাত না ধরিয়া চার ধরা যাইতে পারে এবং চরিতামৃতের রচনাকাল ১৫৩৪ শক বা ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।[১]

১ সুধাকর দ্বিবেদী সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্পষ্টাধিকার প্রকরণের টীকায় লিখিয়াছেন, "অব্ধয়ঃ সমুদ্রাশ্চত্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ।" পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের "লঃ সমুদ্রা গণঃ" সূত্রের টীকায় আছে, "সমুদ্রা ইতি চতুঃ-সংখ্যোপলক্ষণার্থম্।" বাচস্পত্যভিধানে "জলধিশ্চতুঃসংখ্যায়াং চ" ও আপ্তের অভিধানে সমুদ্র অর্থে চার আছে। ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি যে রবিবারে হইয়াছিল তাহা রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় গণনা করিয়া বাহির করিয়াছেন (নাথ—চরিতামৃত, পরিশিষ্ট ৩০ পৃ.)। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিও কি রবিবারে পড়িয়াছিল ?

এই বিষয়ে আমি আমার গণিতবিদ্ বন্ধু ফণিভূষণ দত্তের সহিত আলোচনা করিয়া রাধাগোবিন্দ

প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসে ঐ শ্লোকের নিম্নলিখিত পাঠান্তর ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শাকেঽগ্নিবিন্দু-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দে যখন॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবারে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥—পৃ. ৩০

চারিটি কারণে চরিতামৃতের রচনাকাল ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ বলা যায় না।

১। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষিক গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে "১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হয় নাই—জ্যৈষ্ঠ মাসকে সৌরমাস ধরিলেও নয়, চান্দ্রমাস ধরিলেও নয়" (নাথ—চরিতামৃত-পরিশিষ্ট, পৃ. ৩/০)।

২। ডঃ সুশীলকুমার দে দেখাইয়াছেন যে চরিতামৃতে আছে—

গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস পূর॥—২।১।৩৯

আবার

গোপালচম্পূ নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজের প্রেমরস লীলাসার দেখাইল॥—৩।৪।২২১

নাথ মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র পাঠাই। "১৫৩৭ শকের গৌণ চান্দ্র কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৯ই সৌর জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৬১৫, ৭ই মে (পুরাতন প্রণালী)। ১৫৩৪ শকের গৌণ চান্দ্র কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৬১২, ১০ই মে (পুরাতন প্রণালী)। ১৫৩৭ শকের গৌণ কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠ যে রবিবারে তাহা আপনারাও গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৫৩৪ শকের গৌণ কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠও যে রবিবারে ছিল তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। উভয় শকের পার্থক্য তিন বৎসর। এই তিন বৎসরে তিথিটি তিন দিন আগাইয়া গিয়াছে এবং তিন বৎসরে বারটিও তিন দিন আগাইয়া গিয়াছে। উভয় তারিখের বার ও তিথি ঠিক রহিয়াছে। ১৫৩৪ শকের কৃষ্ণা জ্যৈষ্ঠ যখন রবিবারে হইতেছে তখন ১৫৩৪ শককে গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন বাধা উপস্থিত হয় না।" ইহার উত্তরে নাথ মহাশয় ফণিবাবুকে ৪।৩।৩৬ তারিখে লিখিয়াছেন, "আমি গণনা করিয়া দেখিলাম, আপনার গণনাও ঠিক।"

গোপালচম্পূর পূর্ব্বভাগ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ও উত্তরভাগ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। সেইজন্য ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর চরিতামৃত রচিত হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

৩। চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে এই গ্রন্থ যখন লিখিত হয়, তখন গোস্বামীদের মধ্যে কেহই জীবিত ছিলেন না। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে তিনি গদাধর গোস্বামীর প্রশিষ্য হরিদাস পণ্ডিতের ও চৈতন্যদাসের, কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দ গোস্বামীর, শ্রীরূপের সঙ্গী যাদবাচার্য্যের, অদ্বৈতের শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর, প্রেমী কৃষ্ণদাস ও মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবের অনুরোধে চরিতামৃত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন (১।৮।৫০-৬৫)। যদি এই সময়ে ছয় গোস্বামীর মধ্যে কেহ কেহ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বা তাঁহাদের অনুমতি বা আদেশ লইতেন না? গোবিন্দ-লীলামৃতে তিনি চারজন গোস্বামীর আদেশের কথা ত লিখিয়াছেন।

শ্রীজীব ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে গোপালচম্পূ শেষ করেন।

চরিতামৃত যদি ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আরম্ভ করা হইত তাহা হইলে অন্ততঃ শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশের কথা ইহাতে লিখিত থাকিত।

চরিতামৃতে গোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা-সম্বন্ধে লিখিত আছে—

রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ॥
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন।—১।৮।৪৮-৪৯

ইহা পড়িয়া মনে হয় যে গোবিন্দের বিরাট্ মন্দির তখন নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন মন্দিরের প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে আকবরের রাজত্বের ৩৪ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দের মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেইজন্য চরিতামৃতের আরম্ভ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল।[১]

---

১ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় (বিচিত্রা, ১৩৪৫, শ্রাবণ) উইল্‌সন, গ্রাইজ এবং মনিয়ার উইলিয়াম্‌সের মত সমর্থন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে চরিতামৃত ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তাঁহার যুক্তি এই যে, শ্রীজীব ভূগর্ভ গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ এবং উত্তরচম্পূ-সংশোধন বাকী আছে, এই কথা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী কি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ?

৪। প্রেমবিলাসের আগাগোড়া সবটা যদি অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহার ত্রয়োদশ বিলাসের ঘটনার সহিত সাড়ে-চব্বিশ বিলাসে বর্ণিত ঘটনার বিরোধ বাধে। ত্রয়োদশ বিলাসে আছে যে শ্রীনিবাস অবিবাহিত অবস্থায় যখন বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি লইয়া বাঙ্গালায় যাইতে-ছিলেন, তখন বিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীর তাঁহার গ্রন্থ চুরি করাইয়া লয়েন। সেই সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেন। তাঁহার হাত ধরিয়া রঘুনাথদাস গোস্বামী কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ" (পৃ. ৯৪)।

সাড়ে-চব্বিশ বিলাসে শ্রীজীবের চারিখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ পত্র কয়খানি ভক্তিরত্নাকরের শেষেও দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পত্রের শেষে শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে জানাইতেছেন, "ইহ কৃষ্ণদাসস্য নমস্কারা ইতি।" প্রেমবিলাস বলেন—

এখানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।
নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ ॥—পৃ. ৩০৮

প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শ্রীজীবের তৃতীয় পত্র হইতে জানা যায় যে এই সময়ে শ্রীনিবাসের "বৃন্দাবনদাসাদি" পুত্রকন্যা হইয়াছে। অবিবাহিত শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রথমবার গ্রন্থ লইয়া যাজিগ্রামে পৌছিবার পূর্ব্বেই

উত্তরচম্পূ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়, তাহার পূর্ব্বে ভূগর্ভ দেহত্যাগ করিয়াছেন; কবিরাজ গোস্বামী ভূগর্ভের আদেশ লইয়া চরিতামৃত-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন—সুতরাং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভূগর্ভের মৃত্যুর পূর্ব্বে চরিতামৃত লেখা আরম্ভ হয়। এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায় যে চরিতামৃতে এরূপভাবে ভূগর্ভ গোস্বামীর উল্লেখ আছে (১।৮।৬৩-৬৪) যে তাহা পড়িয়া মনে হয় না যে কবিরাজ গোস্বামী ভূগর্ভের আদেশ পাইয়াছিলেন; ভূগর্ভের শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাসের আদেশ পাইয়াছিলেন এইরূপ মনে হয়। চৈতন্যদাস যে প্রামাণিক ব্যক্তি তাহা দেখাইবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী ভূগর্ভ গোস্বামীর নাম করিয়াছেন, যেমন হরিদাস পণ্ডিতের নাম করার সময়ে তিনি হরিদাসের গুরু অনন্ত আচার্য্যের নাম ও গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে উইল্‌সন প্রভৃতি ইংরাজ লেখকত্রয় কোন না কোন চরিতামৃতের পুথিতে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ শেষ হয়—এরূপ উল্লেখ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ তারিখ দেওয়া অন্ততঃ একখানি প্রাচীন পুথি না পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যে তারিখযুক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারি না।

যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে যখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্রকন্যা হইয়াছে তখন কি করিয়া সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিবাসকে নমস্কার জানাইবেন ?

প্রেমবিলাসের এইরূপ পরস্পরবিরোধী বিবরণ হইতে দুইটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমতঃ ত্রয়োদশ বিলাসের রচনার অনেক পরে ভক্তিরত্নাকর দেখিয়া তাহা হইতে শ্রীজীবের পত্রগুলি সাড়ে-চব্বিশ বিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাড়ে-চব্বিশ বিলাস হালের রচনা; সুতরাং তাহাতে প্রদত্ত চরিতামৃত-সমাপ্তির তারিখ মানিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীজীবের পত্র যখন অকৃত্রিম তখন প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে বর্ণিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করার কথা অবিশ্বাস্য। এরূপ মনে করার কারণ তিনটি।

(ক) বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান ভক্তদের অনুরোধে যে চরিতামৃত লিখিত হইয়াছিল সেই গ্রন্থের কোন একখানি পুথি না রাখিয়াই কি ভক্তগণ মূল গ্রন্থখানি বাঙ্গালাদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ? শ্রীচৈতন্যের শেষ-লীলা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া যাঁহারা জরাতুর কৃষ্ণদাস কবিরাজের দ্বারা গ্রন্থ লিখাইলেন, তাঁহারা কি সেই গ্রন্থ রচনার পর উহার একটি অনুলিপিও প্রস্তুত করাইলেন না ? যদি তাঁহারা অনুলিপি রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীনিবাসের গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ আত্মহত্যা করিবেন কেন ?

(খ) কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় ব্যক্তি গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাইয়া আত্মহত্যা-রূপ মহাপাতকে যে লিপ্ত হইবেন এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

(গ) শ্রীজীবের পত্রগুলি হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস প্রথম বারে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিগণ-রচিত কতকগুলি গ্রন্থ আনিয়াছিলেন—সকল গ্রন্থ আনেন নাই। সনাতনের বৃহৎ ভাগবতামৃত পরে শ্যামদাস মার্দ্দঙ্গিকের (খোল-বাজিয়ের) হাতে পাঠান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত চরিতামৃতের পরিশিষ্টে (পৃ. ৩।৶০-৩।৵০) দেখাইয়াছেন যে প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ হইতে জানা যায় না যে শ্রীনিবাসের সহিত চরিতামৃত প্রেরিত হইয়াছিল কি না। তাঁহার প্রমাণ নীরবতা-মূলক (negative evidence), সুতরাং প্রবল নহে। "ভক্তি-রত্নাকরে" একটি প্রবল প্রমাণ আছে, তাহা নাথ মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সেটি এই যে শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয় বার বৃন্দাবনে যান, তখন

শ্রীজীব তাঁহাকে "শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা" (পৃ. ৫৭০)। চরিতামৃতে গোপালচম্পূর উল্লেখ আছে; সুতরাং চরিতামৃত গোপালচম্পূর পরে লেখা। শ্রীনিবাস যদি দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবনে গিয়া গোপালচম্পূর আরম্ভ শুনেন, তাহা হইলে তিনি প্রথম বারে বাঙ্গালাদেশে চরিতামৃত লইয়া যাইতে পারেন না। এই-সব প্রমাণবলে প্রেমবিলাসে বর্ণিত চরিতামৃতের তারিখ ও কবিরাজ গোস্বামীর আত্মহত্যা করার কথা অগ্রাহ্য করিতে হয়।

উক্ত দুইটি বিষয় যদুনন্দনদাসে আরোপিত কর্ণানন্দ গ্রন্থেও আছে। কিন্তু কর্ণানন্দেও প্রচুর প্রক্ষিপ্তাংশ ঢুকিয়াছে। কর্ণানন্দের সমাপ্তির তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১৫২৯ শক বা ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশে রচিত বলিয়া কথিত। কিন্তু বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক গ্রন্থ-চুরি ও তৎপরে শ্রীনিবাসের বিবাহ ঘটনাকে সত্য বলিয়া মানিলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে হেমলতার বয়স দীক্ষাদানের উপযোগী হইতে পারে না।[১] অথচ কর্ণানন্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতির নাম

---

১ বীর হাম্বীর ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজা হয়েন নাই। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি গ্রন্থ চুরি করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবাহ হয়। তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে হেমলতার বয়স ৩৪ বৎসরের বেশী হইতে পারে না।

বীর হাম্বীরের তারিখ লইয়া অনেক কাল ধরিয়া অনেক লেখা-লেখি হইয়াছে। তাঁহার তারিখ-নির্ণয়ের মূল সূত্র হইতেছে মল্লাব্দের আরম্ভকাল নির্ণয় করা। হাণ্টার (Statistical Account, Vol. IV, p. 235), বিশ্বকোষ (বিষ্ণুপুর শব্দ) ও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন (Vaishnava Literature, p. 108) বলেন ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দ আরম্ভ হয়। ডক্টর ব্লক একটি মন্দিরে উৎকীর্ণ ১০৬৪ মল্লাব্দ=১৬৮০ শক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দ আরম্ভ হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Indian Historical Quarterly, 1927, pp. 180-1 এবং J. B. O. R. S., 1928, Sept. p. 337) ও নিখিলনাথ রায় (বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) তাঁহার মত মানিয়া লইয়াছেন। O'Mallay (District Gazetteer of Bankura), অভয়পদ মল্লিক (Vishnupur Raj, p. 82) এবং পরমেশপ্রসন্ন রায় (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২৪, পৃ. ৬৪) বলেন যে মল্লাব্দ ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হয়।

হাণ্টার সাহেবের মতে বীর হাম্বীর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হয়েন। কিন্তু এই মত আধুনিক কোন গবেষকই মানেন না। বিশ্বকোষ ও ডঃ সেনের মতে বীর হাম্বীর ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। O'Mallayর মতে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বারম্ভ। নিখিলনাথ রায় সুষ্ঠুরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বীর হাম্বীর ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (বঙ্গবাণী, ১৩২৯, অগ্রহায়ণ, ৪৭৫ পৃ.)। অভয়পদ মল্লিক বলেন যে বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৮৭ হইতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

আছে। নাথ মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে কর্ণানন্দের ৫-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরের ৫৬০-৬১ পৃষ্ঠার বর্ণনা হইতে অবিকল চুরি করা হইয়াছে। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থের প্রমাণ মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে।

এই-সব বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে চরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান-সংগ্রহ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যের লীলা বা জীবনের ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, ভক্তিসাধনের ক্রম ও সাধ্যবস্তুনির্ণয় এবং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা আস্বাদিত পদ ও শ্লোক। প্রথম অংশকে ঘটনা ও দ্বিতীয় অংশকে তত্ত্ব বলা যায়। এখানে ঘটনাংশের উপাদান কবিরাজ গোস্বামী কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব। তিনি নিজে তিনটি প্রধান আকরের নাম করিয়াছেন; যথা—স্বরূপ-দামোদর, মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস।

> দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
> মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥
> সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ।
> বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
> চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
> মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
> গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে যে স্থান।
> সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
> প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
> তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করি যে বর্ণন॥—১।১৩।৪৪

বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি তিনি ১।১৮।৪১-৪৫ পয়ারেও করিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন—

> নিত্যানন্দ-বর্ণনে হইল আবেশ।
> চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ॥

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সম্বন্ধ-বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
শ্রীচৈতন্য-লীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥
তার আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেঁহো সংক্ষেপ করিয়া।
"লিখিতে না পারি" গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে।
"বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে॥"
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে ব্যাস আগে করিব বর্ণনে।
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট—তৃষ্ণা মোর গেলা॥ ৩।২০।৭৩-৮০

এই তিনটি উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা গেল যে (১) নিত্যানন্দের লীলা লিখিতে আবেশ হওয়ায় বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা লিখিতে পারেন নাই, কবিরাজ গোস্বামী তাহা লিখিয়াছেন; (২) কোন কোন লীলা বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিলেও সংক্ষেপে করিয়াছেন; তজ্জন্য তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। এই দ্বিতীয় উক্তিসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে কাজী-দলন, শ্রীচৈতন্যের পুরীগমন, সার্ব্বভৌম-উদ্ধার, প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা প্রভৃতি অনেকগুলি ঘটনা বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ পুনরায় সেগুলি নূতন করিয়া লিখিয়াছেন। এইরূপ লেখার উদ্দেশ্য—বৃন্দাবনদাসের ভ্রম সংশোধন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ তথাকথিত ভ্রম-সংশোধন ব্যাপারে কাহার উক্তি অধিকতর বিশ্বাস্য তাহা পরে বিচার করিব। কাজী দলন-বর্ণনায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টতঃ বৃন্দাবনদাসের

বর্ণনার উপর চূণকাম করিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিচারে দেখাইয়াছি। মুরারি গুপ্তের কড়চাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী বিচারে দেখা যাইবে।

স্বরূপ-দামোদরের কড়চা[১]

স্বরূপ-দামোদরের কড়চা লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। এই কড়চা পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে আদি লীলার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোক "তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্" বলিয়া উল্লিখিত আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেন (Indian Historical Quarterly, March, 1933) যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত চরিতামৃতের পুথিগুলিতে "শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-কড়চায়াম্" উক্তি দেখিতে পান নাই। ঐ দশটি শ্লোক স্বরূপ-দামোদরের রচনা কি না জানিবার জন্য আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় চরিতামৃতের ২৩৭ সংখ্যক পুথি (১৬৮০ শকের অনুলিপি), ২৩৮ সং (১৭০৮ শকের), ২৪১ সং (১১৯৯ বঙ্গাব্দের), ১৬৩৬ সং (১১৫২ সালের) এবং ১৬৪৭ সংখ্যক (১১৬১ বঙ্গাব্দের) পুথি খুলিয়া দেখি যে ঐ-সমস্ত পুথিতে উক্ত দশটি শ্লোকের প্রথমে কেবলমাত্র "তথাহি" লেখা আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত "শ্লোকমালা"

১ স্বরূপ-দামোদর যে প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন তাহা রঘুনাথদাস গোস্বামী "স্তবাবলী"তে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে মহাপ্রভুকে তিনি "স্বরূপস্য প্রাণার্বুদকমলীনী-রাজিত মুখঃ" ও "গৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু"র দশম শ্লোকে "স্বরূপে যঃ স্নেহঃ গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে" বলিয়াছেন। কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে স্বরূপ চৈতন্যানন্দ নামক গুরুর শিষ্য এবং তিনি গুরু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও বেদান্ত পড়াইতে রাজী হয়েন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (১৩।১৩৭-১৪২) পুরুষোত্তম আচার্য্য নামে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১৩।১৪৩) লিখিত আছে ভাগ্যবান্ পুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ও রসস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বরূপ-দামোদর নামে কথিত হইলেন। কবি বলেন (১৬।৩১) যে নৃত্যকালে স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সহিত একাত্ম হইয়া যায়েন। প্রভুর সহিত স্বরূপের মন্দিরে গমন, হরিনাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি কবি (১৮।২১-২২) বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে দামোদরের একটি, পুরুষোত্তম দেবের পাঁচটি ও পুরুষোত্তম আচার্য্যের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দামোদর-নামোক্ত শ্লোক বোধ হয় দামোদর পণ্ডিতের ও পুরুষোত্তম-নামোক্ত শ্লোক প্রতাপরুদ্রের পিতার রচনা। পুরুষোত্তম আচার্য্য খুব

নামের আটখানি পুথিতেও শ্লোকগুলি কেবলমাত্র "তথাহি" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "ভক্তিরত্নাকরের" ৭১৯ পৃষ্ঠায় ও মুরলীবিলাসের ৩৬ পৃষ্ঠায় "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকটি কেবলমাত্র "তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এই-সব দেখিয়া মনে হয়, ঐ শ্লোক দশটি কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই লেখা। কিন্তু দুইটি প্রমাণ-বলে আমি সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে ঐ শ্লোক কয়টি স্বরূপ-দামোদরের রচনা হউক বা না হউক উহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব স্বরূপ-দামোদরের দ্বারাই নির্ণীত। প্রথমতঃ "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥—১।৪।৯১-৯২

পুনরায়

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥

সম্ভব স্বরূপ-দামোদর। তাঁহার শ্লোকটি হইতে তাঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী থাকার আভাস পাওয়া যায়; যথা—

পুরতঃ স্ফুরতু বিমুক্তিশ্চিরমিহ রাজ্যং করোতু বৈরাজ্যম্।
পশুপালবালকপতেঃ সেবামেবাভিবাঞ্ছামি।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে (পৃ. ৫১৫) লিখিয়াছেন যে দামোদরস্বরূপ সঙ্গীতরসময় ছিলেন ও তাঁহার কাজ ছিল কীর্ত্তন করা। তিনি আরও বলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম তান। প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম।" পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রগুরু এবং প্রভু তাঁহাকে "বাপ" বলিয়া ডাকিতেন, সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে স্বরূপ-দামোদর তাঁহার বন্ধু-হিসাবে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে বলিলেন—

পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁহার নাম সর্ব্বাশ্রমে। নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥—২।১০।১০১-২

নবদ্বীপবাসী মুরারি গুপ্ত কিন্তু নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। কবিকর্ণপুর, রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং বৃন্দাবনদাসও তাঁহার নবদ্বীপে বাড়ীর কথা লেখেন নাই।

যেবা কহো অন্য জানে—সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥—১।৪।১৩৭-৮

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই তত্ত্বটি স্বরূপ-দামোদর প্রচার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত ১৩।১৭ ও ১৪৯ সংখ্যক শ্লোক স্বরূপ গোস্বামীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্যকে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত নিত্যানন্দকে প্রভু বলিয়াছেন। সপ্তদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে তিনি পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। চরিতামৃতের শ্লোকেও (১।১৪) পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ আছে। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ১৪৯ শ্লোকে গদাধরকে স্বরূপ গোস্বামী "পুরা বৃন্দাবন-লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা" বলিয়াছেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও ভক্তিরত্নাকরে স্বরূপ-দামোদরের যে শ্লোক বা যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

১। প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥—১।১৩।১৫

২। দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥—১।১৩।৪৪

৩। চৈতন্যলীলারত্ন-সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥—২।২।৭৩

১ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক এবং কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত একটি শ্লোক ছাড়া এই কড়চার বিষয়ে আর কিছুই জানা যায় না" (বঙ্গশ্রী, ১৩৪১, অগ্রহায়ণ)। কিন্তু তিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইতেন যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্বরূপ গোস্বামীর একটি নহে, তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে (৫৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায়) স্বরূপ-দামোদরের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সেটির অকৃত্রিমতায় আমার সংশয় আছে।

৪। স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথদাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সে কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূর দেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চা-গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজিটিকা ব্যবহার॥—৩।১৪।৬৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন যে স্বরূপ সংক্ষেপে ও রঘুনাথ বিস্তার করিয়া লীলা লিখিয়াছেন। রঘুনাথদাস স্তবাবলীতে শ্রীচৈতন্যাষ্টক ও বারটি শ্লোক-সমন্বিত গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বসমেত বিশটি শ্লোক ছাড়া শ্রীচৈতন্য-লীলা-সম্বন্ধে আর কিছু লেখেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী এই বিশটি শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ও পাঁচটি শ্লোক অন্ত্য লীলার চতুর্দ্দশ হইতে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধার করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্ত্যের ত্রয়োদশ হইতে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে প্রভুর ভাবোন্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন। লীলার প্রমাণস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টক ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদর যদি অন্ত্যলীলা লিখিতেন তবে কবিরাজ গোস্বামী তাহার একটি শ্লোকও উদ্ধার করিলেন না কেন? রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যলীলা-বিষয়ক ২০টি শ্লোককে কবিরাজ গোস্বামী যখন "বাহুল্যরূপে বর্ণন" বলিয়াছেন, তখন স্বরূপ-দামোদরের তত্ত্বসূচক শ্লোক কয়টিকে "সংক্ষেপ লেখা" বলায় দোষ হয় না। কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে রঘুনাথদাস গোস্বামী লীলা-বিষয় আরও বিস্তার করিয়া লিখিয়াছিলেন; তাহা আমরা পাই নাই। কিন্তু এ তর্ক বিচার-সহ নহে। কেন-না রঘুনাথ অন্য কিছু লিখিলে তাহা হইতে কবিরাজ গোস্বামী কিছুই উদ্ধৃত করিলেন না কেন? উপরন্তু ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত রঘুনাথের গ্রন্থতালিকা হইতেও জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যবিষয়ে তিনি আর কিছু লেখেন নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ববিষয়ক

১০।১১টি শ্লোক লিখিলে কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে লীলা বলিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব এরূপ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে ভক্তগণের নিকট লীলা ও তত্ত্বের ভেদ বিশেষ কিছু ছিল না। ইহা ছাড়া আরও বলা যাইতে পারে যে স্বরূপ-দামোদরের নির্ণীত তত্ত্বসমূহ লীলাসূত্রও বটে। "শ্রীচৈতন্য রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত ও রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মূর্ত্তি"—এই উক্তি তত্ত্ব ও লীলা দুই-ই। ইহা লীলাসূত্র এইজন্য যে, ইহার আলোকে শ্রীচৈতন্যের লীলা উপলব্ধি করা যায়।[১]

কবিকর্ণপূরের নাটক ও মহাকাব্যের নিকট চরিতামৃতের ঋণ

আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি স্বরূপ-দামোদর তাহাই লিখিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি উপস্থিত করা যায়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥—২।৮।২৬১

কিন্তু তিনি রামানন্দ রায়-মিলন-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় লইয়াছেন কবি-

---

১ স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে আসেন। স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন কি না নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। জীবদ্দশায় না হইলেও, মহাপ্রভুর তিরোধানের অতি অল্প কাল পরেই যে স্বরূপ-দামোদরের শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত স্বরূপের শ্লোকগুলি হইতে জানা যায় যে স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (Church Father)।

মালদহ জেলার কানসাটগ্রাম-নিবাসী হারাধনদাস বৈষ্ণব "আশ্রয়-সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" বা স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর কড়চা নামে একখানি বাঙ্গালা পয়ারের বই চারখণ্ডে প্রকাশ করেন। বইখানি জাল প্রমাণ করার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; কেন-না বইয়ের মধ্যে আছে—

মালদহ অন্তঃপাতি পোষ্ট কানসাট
তথা নিবসতি মম, তথায় শ্রীপাট॥
* * *
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদে লইয়া শরণ।
আশ্রয়-সিদ্ধান্ত কহে দীন হারাধন॥

কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য হইতে; যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে মহাপ্রভু বলিলেন—

উবাচ কিঞ্চিৎ স্তনয়িত্নু ধীরং
সকৈতবং ভোঃ কবিতাং পঠেতি।
তদা তদাকর্ণ্য মহারসজ্ঞঃ
পপাঠ বৈরাগ্যরসাঢ্যপদ্যম্॥

বৈরাগ্যং চেজ্জনয়তিতরাং পাপমেবাস্তু যস্মাৎ
সান্দ্রং রাগং জনয়তি ন চেৎ পুণ্যমস্মাসু ভূয়াৎ।
বৈরাগ্যেণ প্রমুদিতমনোবৃত্তিরভ্যেতি রাগং
রাগেণ স্ত্রীজঠরকুহরে তাম্যতি ব্রাহ্মণোঽপি॥

ইতীদমাকর্ণ্য স গৌরচন্দ্রো
বাহ্যাতিবাহ্যং বত বাহ্যমেতৎ।
ইতিস্ফুরদ্বাগ্বিভবোত্থ-তাপো-
দগ্মাস্তকুন্নাতিমুদং প্রপেদে॥

ততশ্চ সংশুদ্ধমতিঃ স রামা-
নন্দো মহানন্দ-পরিপ্লুতাঙ্গঃ।
পপাঠ ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রী-
মেকান্তকান্তাং কবিতাং স্বকীয়াম্॥

নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্ত-হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে॥

ইত্থং চ সংশ্রুত্য তথৈব বাহ্যং
বাহ্যং তদেতচ্চ পরং পঠেতি।
জগাদ নাথোঽথ কচৈঃ সুদীর্ঘৈঃ
সংবেষ্ট্য নাথস্য পদৌ পপাত॥

নিকামসম্মোহ-ভরালসাঙ্গো
গাঙ্গেয়-গৌরং তমনঙ্গরম্যম্ ।
প্রভুং প্রণম্যাথ পদাব্জমূলে
নিপত্য সংপ্রোথিত আননন্দ ॥

ততঃ স গীতং সরসালি-পীতং
বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য ।
প্রেম্ণোঽতিকাষ্ঠা-প্রতিপাদনেন
দ্বয়োঃ পরৈক্য-প্রতিপাদ্যবাদীৎ ॥

ভৈরবীরাগঃ

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী ।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী ।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোঁজলুঁ দূতী না খোঁজলুঁ আন ।
দুঁহুকেরি মিলনে মধত পাঁচ বাণ ॥
অবসোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী ।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বৰ্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান ।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

ততস্তদাকর্ণ্য পরাৎপরং স
প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণপদ্মযুগ্মঃ ।
প্রেম-প্রভাব-প্রচলান্তরাত্মা
গাঢ়প্রমোদাত্তমথালিলিঙ্গ ॥—১৩।৩৮-৪৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বর্ণনা হইতেই তিনটি বিষয় লইয়াছেন : (১) ক্রম-অনুসারে সাধ্য-নির্ণয় ; (২) "নানোপচার-কৃত-পূজনং" শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যের ইহ বাহ্য উক্তি ; (৩) "পহিলহি রাগ" পদটি। কবিকর্ণপূরের

এই বর্ণনা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের মাত্র নয় বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল। কবিকর্ণপূর সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকট এই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়াছিলেন। তিনি যদি স্বরূপ-দামোদরের কড়চা হইতে এই ঘটনা লইতেন তাহা হইলে যেমন গ্রন্থের প্রথমে ও শেষে মুরারির নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি স্বরূপ-দামোদরের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেন। ঐরূপ ঋণ স্বীকার যে তিনি গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। মহাকাব্যে প্রদত্ত "পহিলহি রাগ" গানের শেষে প্রতাপরুদ্রের নামসমন্বিত ভণিতা আছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দকে পরম ভক্তরূপে আঁকিয়াছেন বলিয়া রাজার নাম-যুক্ত ভণিতা বাদ দিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী উক্ত তিনটি বিষয় যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য হইতে লইয়াছেন, তেমনি শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-প্রশ্নোত্তর-সমূহ লিখিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন; যথা—

ভগবান্—কা বিদ্যা? (নাটকে)
রামানন্দঃ—হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিষ্ণাততা। (নাটকে)
প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ (চরিতামৃতে)
ভ—কীর্ত্তিঃ কা?
রা—ভগবৎপরোঽয়মিতি যা খ্যাতির্ন দানাদিজা।
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥
ভ—কা শ্রীঃ?
রা—তৎপ্রিয়তা ন বা ধনজন-গ্রামাদি-ভূয়িষ্ঠতা।
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সেই বড় ধনী॥
ভ—কিং দুঃখম্?
রা—ভগবৎপ্রিয়স্য বিরহো, নো হৃদ্ব্রণাদিব্যথা।
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥
ভ—ভদ্রম্, কে মুক্তাঃ?

রা—প্রত্যাসত্তির্হরিচরণয়োঃ সানুরাগে ন রাগে
প্রীতিঃ প্রেমাতিশয়িনি হরের্ভক্তি-যোগে ন যোগে।
আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে
যেষাং তে হি প্রকৃতি-সরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ॥

মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি॥

ভ—ভবতু, কিং গেয়ম্ ?
রা—ব্রজকেলি-কর্ম্ম।
ভ—কিমিহ শ্রেয়ঃ ?
রা—সতাং সংগতিঃ।
শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥
ভ—কিং স্মর্ত্তব্যম্ ?
রা—অঘারি-নাম।
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ॥
ভ—কিমনুধ্যেয়ম্ ?
রা—মুরারেঃ পদম্।
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান॥
ভ—ক স্থেয়ম্ ?
রা—ব্রজ এব।
সর্ব্বত্যাগী জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলারাস॥

—নাটক, ৭।৮-১০ ; চৈ. চ., ২।৮।৯১-৯৯

এই প্রশ্নোত্তর কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে নাই। শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী-তীরে রামানন্দের সহিত মিলিত হয়েন তখন স্বরূপ-দামোদর বা শিবানন্দ কেহই সঙ্গে ছিলেন না। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মুখে রামানন্দের সহিত কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত-সার শুনিয়া থাকিবেন। তাহাই শুনিয়া

কবিকর্ণপূর নাটক ও মহাকাব্যে ঐ প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। যদি তিনি স্বরূপ-দামোদরের লিখিত কড়চা দেখিয়া বিষয়টি লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনায় রামানন্দ-কর্তৃক কথিত বৈরাগ্যসূচক শ্লোকটি নাটক ও মহাকাব্যে একরূপ থাকিত। কিন্তু নাটকে রামানন্দ-কথিত প্রথম শ্লোক—

মনো যদি ন নির্জ্জিতং কিমধুনা তপস্যাদিনা
কথং স মনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ।
কিমস্য চ বিচিন্তনং যদি ন হন্ত চেতোদ্রবঃ
স বা কথমহো ভবেদ্ যদি না বাসনাক্ষালনম্॥—নাটক, ৭।৭

আর মহাকাব্যের প্রথম শ্লোক—

"বৈরাগ্যং চেজ্জনয়তিতরাং" ইত্যাদি একরূপ নহে।

তাহা হইলে প্রমাণিত হইল যে কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস একটি সাধারণ আকর (স্বরূপ-দামোদরের কড়চা) হইতে এই প্রসঙ্গ লয়েন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপূরের দুইটি গ্রন্থে ইহার ইঙ্গিত পাইয়া গোস্বামি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সম্মত প্রণালীতে ক্রমবদ্ধভাবে সাধ্য-সাধন নির্ণয় করিয়াছেন। রামানন্দ রসিক ভক্ত ছিলেন। তিনি রাজপুরুষ, তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানেরও অভাব ছিল না, তিনি যে চৈতন্যের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসীর সাধ্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন" বলিবেন ইহা সম্ভব নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রসঙ্গে কান্তাপ্রেম যে কত উচ্চ বস্তু, সাধনার কত স্তরের পরে যে ইহা আস্বাদন করা যায় তাহাই নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি রামানন্দের মুখ দিয়া "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র সিদ্ধান্তের হুবহু অনুবাদ করাইয়াছেন (২।৮।৬৪-৬৯)। "উজ্জ্বলনীলমণি"র "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ"র ভাব লইয়া "রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা" উক্তিও রামানন্দের দ্বারা বলাইয়াছেন। তত্ত্ব-উদঘাটন-হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রামানন্দ-সংবাদ অতি উচ্চস্তরের দার্শনিক রচনা সন্দেহ নাই; ঐ প্রসঙ্গের মূল বক্তব্য ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ইহার অনেকখানি কবিরাজ গোস্বামীর সংযোজনা। তিনি কবিকর্ণপূর হইতে এই ঘটনার অনেকখানি লইয়াও স্বরূপ-দামোদরের দোহাই দিলেন কেন বলা কঠিন। আর এক স্থানেও তিনি মূল ঘটনা কবিকর্ণপূরের নাটক হইতে লইয়া বৃন্দাবনদাসের

নাম করিয়াছেন ; যথা—কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও অদ্বৈত আচার্য্যের পুত্র গোপালের নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছা যাওয়া নাটকের ১০।৪৯-৫১ অংশে বর্ণনা করিয়াছেন ; কবিরাজ গোস্বামী ঐ ঘটনা চরিতামৃতের ২।১১।৭৭-১৪৬ পয়ারে লিখিয়া বলিতেছেন—

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই পয়ার-সম্বন্ধে বলেন, "আমাদের অবলম্বিত কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত, কোন একখানি চৈতন্যভাগবতেও এই লীলার উদ্দেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বলিতে হয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ব্বে লোচন, জয়ানন্দ প্রভৃতি অনেকে বৃন্দাবনদাসের বইয়ের কথা বলিয়াছেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা হইতে জানা যায় যে, বৃন্দাবনদাস বেদব্যাস-তত্ত্বরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখার পূর্ব্বে যে গ্রন্থের এত বেশী সম্মান হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে যাহার শত শত অনুলিপি হইয়াছে, তাহার একটি অংশ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের নাটক হইতে ১৬টি শ্লোক উদ্ধার করিলেও, যেখানেই তাঁহার আকর-স্বরূপ উপজীব্য গ্রন্থের নাম করিয়াছেন সেইখানেই শুধু বৃন্দাবনদাস, মুরারি ও স্বরূপ-দামোদরের নাম করিয়াছেন। কোথাও তিনি বৃন্দাবনদাস ও মুরারির গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই ; অথচ তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের আটাশটি ঘটনার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। তথাপি তিনি আকরগ্রন্থবর্ণনার সময়ে কবিকর্ণপূরের নাম করিলেন না কেন কে বলিবে?

মুরারি, কবিকর্ণপূর, রঘুনাথদাস গোস্বামী, বৃন্দাবনদাস ও সম্ভবতঃ স্বরূপ-দামোদরের গ্রন্থ ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপ গোস্বামি-কৃত তিনটি চৈতন্যাষ্টকের মধ্যে প্রথমটির ষষ্ঠ শ্লোক অবলম্বন করিয়া ৩।১৫ অধ্যায় এবং সপ্তম শ্লোক অবলম্বন করিয়া ২।১৩ অধ্যায় লিখিয়াছেন। প্রথমোক্ত স্থলে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন।
শ্রীরূপ গোসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥—৩।১৫।৮৭

দ্বিতীয় স্থানে লিখিয়াছেন—

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন ॥—২।১৩।১৯৮

রঘুনাথ গোস্বামীর "শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু" ও "শ্রীচৈতন্যাষ্টক" ছাড়া তাঁহার নিকট শ্রুত বিবরণ হইতেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; যথা—

স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল ॥
সেই সব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া।—৩।৩।২৫৬-৭

কিন্তু রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রদত্ত মৌখিক বিবরণের দোহাই দিয়া কবিরাজ গোস্বামীর সমস্ত বর্ণনা নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না। রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের-সন্ন্যাস গ্রহণের আট-নয় বৎসর পরে নীলাচলে যায়েন—এ কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেই বলিয়াছেন; যথা—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥—১।১০।৯১

শ্রীচৈতন্য প্রায় ২৪ বৎসর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বে স্বরূপের অন্তর্দ্ধান হয় নাই। রঘুনাথদাস যদি ষোল বৎসর স্বরূপের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া থাকেন তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবনের আট-নয় বৎসরের ঘটনা-সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। রঘুনাথদাসের শিক্ষাগুরু স্বরূপ-দামোদরের সহিতও শ্রীচৈতন্যের মিলন ঘটে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পূর্ব্বে রঘুনাথের সহিত এবং মধ্য দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পূর্ব্বে স্বরূপ-দামোদরের সহিত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের মিলন হয় নাই। অথচ কবিকর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ সেন সন্ন্যাসের তৃতীয় বর্ষেই নীলাচলে আসেন। শিবানন্দের একটি পদ হইতে জানা যায় যে সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা ছিল (গৌরপদ-তরঙ্গিণী, পৃ. ২৪৮-৪৯)। শিবানন্দের পুত্র এবং মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র

কবিকর্ণপূরের বর্ণিত ঘটনার সহিত যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার অসামঞ্জস্য দেখা যাইবে, তখন কবিকর্ণপূরের কথা না মানিয়া কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানা কঠিন। আরও মনে রাখিতে হইবে যে কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় বিরাশী বৎসর পরে চরিতামৃত লিখিয়াছিলেন। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনীতেই কালক্রমে অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত হইতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া সে কথাও ভুলিলে চলিবে না।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাসু ঘোষের পদের সহিতও কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিচিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥—১।১১।১৬

এই-সমস্ত উপাদান লইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিত লিখিয়াছেন। ভক্তগণ সেই চরিতামৃত পান করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন।

আদিলীলার ঐতিহাসিক বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিচার করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, সেইজন্য ঐ কয়টি পরিচ্ছেদ-সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব না। পঞ্চম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের প্রতি স্বপ্নে নিত্যানন্দের কৃপা ও তাঁহার বৃন্দাবনে গমন এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে গ্রন্থের উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐ সম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বেই করিয়াছি। সপ্তম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চতত্ত্ব-নিরূপণ করিয়া মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রেমদান বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার

ঐ প্রসঙ্গে তিনি সহসা তত্ত্ব হইতে লীলায় আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলীর কোনরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য না রাখিয়া কাশীর প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী লিখিয়াছেন। আবার অষ্টম পরিচ্ছেদে তত্ত্ব

বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপভাবে প্রকাশানন্দ-কাহিনী লেখার কারণ কি হইতে পারে বিচার করা যাউক। মুরারি গুপ্তের কড়চায় প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের কাহিনী নাই।

কড়চার ৪।১।১৮ ও ৪।১৩।২০ শ্লোকে

"কাশীবাসি-জনান্ কুর্ব্বন্ হরিভক্তিরতান্ কিল"
ও "কাশীবাসি-জনান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণভক্তি-প্রদানতঃ"

উক্তি আছে। শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দের ন্যায় দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরুকে উদ্ধার করিয়া থাকিলে মুরারি গুপ্ত সে সম্বন্ধে নীরব থাকিবেন কেন?

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মচারি-গৃহিভিক্ষুবনস্থা যাজ্ঞিকা ব্রতপরাশ্চ তমীয়ুঃ মৎসরৈঃ কতিপয়ৈর্যতিমুখ্যৈরেব তত্র ন গতং ন স দৃষ্টঃ॥—৯।৩২, নির্ণয়সাগর সংস্করণ

নাটকের কোথাও প্রকাশানন্দের উদ্ধার-কাহিনী বা নাম নাই। বরং আছে যে কতিপয় প্রধান প্রধান যতি মাৎসর্য্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে যায়েন নাই।

শ্রীচৈতন্য এই-সকল সন্ন্যাসীর উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌমের মনে ক্ষোভ রহিয়া গেল। দশম অঙ্কে দেখিতে পাই—সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য বারাণসী যাইতেছেন। তিনি স্বগতোক্তি করিতেছেন—"যদ্যপি ভগবতোঽস্মিন্নর্থে নানুমতির্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছন্নস্মি। ন জানে কিং ভবতি" (১০।৫)। সার্ব্বভৌম সত্য সত্যই বারাণসী গিয়াছিলেন কি না এবং গিয়া থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছিল সে বিষয়ে কবিকর্ণপূর কোন সংবাদ দেন নাই। পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থকারও এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। যাহা হউক ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে শ্রীচৈতন্য যদি তৎকালের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক প্রকাশানন্দকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে আর সার্ব্বভৌমের বারাণসী-যাত্রার কথা কবিকর্ণপূর উল্লেখ করিতেন না।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যেও কোন স্থানে প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত পড়িয়াও মনে হয় না

যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভাবাবিষ্ট বিশ্বম্ভর মিশ্রের দ্বারা মুরারির নিকট দুইবার প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করাইয়াছেন (পৃ. ১৭৩, ৩০৪)। বরাহ-ভাবাবিষ্ট বিশ্বম্ভর বলিতেছেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥

দ্বিতীয় বারের উল্লেখও ঠিক এইরূপ। ইহা পাঠ করিয়া মনে হয়, প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, কেন-না বিশ্বম্ভরের বয়স যখন ২৩, তখন প্রকাশানন্দ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে তাঁহার কথা লইয়া নবদ্বীপেও আলোচনা চলিতেছিল। লোচনদাস প্রকাশানন্দের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের কাশী-গমন-সম্বন্ধে মাত্র লিখিয়াছেন—

ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারাণসী।
অনেক বৈসয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী॥—পৃ. ৯৫, শেষ খণ্ড

জয়ানন্দ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গৌরচন্দ্র তীর্থযাত্রা গেলা বারাণসী।
বিধিমতে বিড়ম্বিলা পাষণ্ড সন্ন্যাসী॥—পৃ. ১৪৯

তৎপূর্ব্বে ১৩৫ পৃষ্ঠায় বারাণসীর সন্ন্যাসীদের সহিত নীলাচলস্থ শ্রীচৈতন্যের চিঠি কাটাকাটির বিবরণ আছে। শ্রীচৈতন্য সিংহ ও পারাবতের তুলনা করিয়া পত্র লিখিলে

এই পত্র শুনি যত প্রাচীন সন্ন্যাসী।
নীলাচল গেলা সভে ছাড়ি বারাণসী॥

কিন্তু প্রকাশানন্দের নাম নাই।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রকাশানন্দের গুণ-বর্ণনামূলক কোন সূচক ত নাই-ই, এমন কি শ্রীচৈতন্যের কৃপা ও লীলা-কাহিনী-বর্ণনা-উপলক্ষেও কোথাও ইঁহাদের নাম করা হয় নাই। কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন যে মাৎসর্য্যবশতঃ

কতিপয় যতি শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসেন নাই। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

প্রভুকে দেখিতে আইল যতেক সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী॥—১।৭।১৪৭

পুনশ্চ

এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ॥—২।২৫।১২৫

আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ক্রমভঙ্গ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী কেন প্রকাশানন্দের কাহিনী লিখিলেন বুঝা কঠিন। যদি এরূপ ব্যাপার নাই ঘটিয়া থাকে, অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের জন্য এইরূপ ঘটনার সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী—যিনি লিখিতে লিখিতে পরলোকগমনের আশঙ্কা করিতেছিলেন—আগ্রহাতিশয্যবশতঃ শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই ক্রমভঙ্গ করিয়া এরূপ লীলা লিখিয়াছেন অনুমান করিতে হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার ভেনিস সাহেব বারাণসী হইতে প্রকাশানন্দ যতির "বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী" নামে একখানি গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে প্রকাশানন্দ জ্ঞানানন্দের শিষ্য। লেখকের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন—

শৃণু প্রকাশ-রচিতাং সদ্বৈত-তিমিরাপহাম্
বাদীভকুম্ভনির্ভেদে সিংহদংষ্ট্রাধরীকৃতাম্।
বেদান্তসারসর্ব্বস্বমজ্ঞেয়মধুনাতনৈঃ
অশেষণ ময়োক্তং তৎ পুরুষোত্তমযত্নতঃ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজও প্রকাশানন্দকে দাম্ভিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। "বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র গ্রন্থকারই কবিরাজ গোস্বামীর লক্ষ্য কি না বলা কঠিন। বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর বাক্য রামতীর্থ ও অপ্পয় দীক্ষিত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতএব প্রকাশানন্দ উঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী। অপ্পয় দীক্ষিতের কাল ১৫২০-১৫৯১ খ্রী. অ.[১] এবং রামতীর্থের কাল ১৪৯০ হইতে ১৫৯০ খ্রী. অ। সেইজন্য প্রকাশানন্দ ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সমকালে জীবিত ছিলেন মনে করা যাইতে পারে (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৩৮)।

কবিরাজ গোস্বামি-অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবনী

আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পতরু বর্ণিত হইয়াছে এবং দশম, একাদশ ও দ্বাদশে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যের, নিত্যানন্দের ও অদ্বৈতের শাখা বা পরিকরবর্গের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের জীবনের লীলাসূত্র বর্ণনার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর জন্মগ্রহণের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি যদিও বলিয়াছেন যে মুরারি গুপ্তের ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা-অনুসারে আদিলীলা লিখিত হইল, তথাপি ঐ দুই লেখক এ কথা বলেন নাই যে শ্রীচৈতন্য দশ মাসের অধিক কাল গর্ভে ছিলেন। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে (২।২৪) লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তের মাস গর্ভে ছিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে ১৪০৬ শকের মাঘ মাসে গর্ভে আসিয়া ১৪০৭ শকের ফাল্গুনে শ্রীচৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইলেন (১।১৩।৭৭-৭৮)। লোচন লিখিয়াছেন—

> দশ মাস পূর্ণ গর্ভ ভেল দিশে দিশে।
> আপনা পাসরে শচী মনের হরিষে ॥—আদি, পৃ. ২

তের মাস গর্ভবাসরূপ অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা একমাত্র মুরারির পক্ষেই জানার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে নীরব।

কবিরাজ গোস্বামী জগন্নাথ মিশ্রকে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর জগন্নাথ

---

১ ডঃ সুশীলকুমার দের মতে অপ্পয় দীক্ষিতের কাল ১৫৪৯-১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার এই মত কেহ কেহ খণ্ডন করিয়াছেন। মোটের উপর অপ্পয় দীক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন
ধন দিয়া কৈল সভার মান ॥—১।১৩।১০৮

মুরারি গুপ্ত বলেন দ্বিজাতিকে জগন্নাথ মিশ্র তাম্বূল, চন্দন ও মাল্য দিয়াছিলেন—ধন দেওয়ার কথা তিনি লেখেন নাই। বৃন্দাবনদাস বলেন যে জ্যোতিষী বিপ্র নবজাত নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ বলিলেন, জগন্নাথ মিশ্র

আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥—চৈ. ভা., ২।১।২৬

আবার অন্যত্র

দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তপাপি দোঁহে আনন্দিত ॥—১।৩।৩১

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে একদিন শচী নিমাইকে খৈ-সন্দেশ খাইতে দিয়া গৃহকর্ম করিতে গেলে, নিমাই মাটি খাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শচী আসিয়া মাটি কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে নিমাই বলিতেছেন—

খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার।
এহো মাটী, সেহো মাটী, কি ভেদ বিচার ॥
মাটী দেহ, মাটী ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি।
অবিচারি দেহ দোষ, কি বলিতে পারি।
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটী খাইতে জ্ঞান যোগ কে শিখাইল তোরে ॥
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটীর বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।
মাটী পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি ॥

আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে।
এবে তো জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥—১।১৪।২৫-৩১

কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস ৬।৭ বৎসরের শিশু নিমাইয়ের মুখ দিয়া শুচি-অশুচির তত্ত্ব বলাইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ একেবারে দুধের ছেলের মুখ দিয়া সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদ উপদেশ করাইয়াছেন।

গঙ্গার ঘাটে নিমাই লক্ষ্মীর সহিত "বাল্যভাব ছলে" হাস্য-পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার দ্বারা ভাগবতের (১০।২২।২৫) শ্লোক বলাইয়াছেন। "শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল" (১।১৪।৬৫)। তখনও নিমাইয়ের হাতেখড়ি হয় নাই।

বিশ্বম্ভরের বিদ্যাশিক্ষা

কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও বিশ্বম্ভরের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে অল্প কালেই শ্রীচৈতন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রবীণ হইলেন। তাঁহার মতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিমাইকে বলিয়াছিলেন

ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্য শাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥—১।১৬।২৯

ইহা হইতে মনে হয় শ্রীচৈতন্য কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়েন নাই। সেইজন্যই ডঃ দে লিখিয়াছেন,

"His studies, however, appear to have been chiefly confined to Sanskrit Grammar, especially Kalapa Grammar, and possibly to some literature and rhetoric to which allusion is made (Padyāvali, Introduction, p. xviii).

এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় "ভারতবর্ষে" একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক মিত্রও মুরারির গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই। মুরারি বলেন যে বিশ্বম্ভর কাব্য

যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন
ধন দিয়া কৈল সভার মান ॥—১।১[illegible]১০৮

মুরারি গুপ্ত বলেন দ্বিজাতিকে জগন্নাথ মিশ্র তাম্বূল, চন্দন ও মাল্য দিয়াছিলেন—ধন দেওয়ার কথা তিনি লেখেন নাই। বৃন্দাবনদাস বলেন যে জ্যোতিষী বিপ্র নবজাত নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ বলিলেন, জগন্নাথ মিশ্র

আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥—চৈ. ভা., ২।১।২৬

আবার অন্যত্র

দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তপাপি দোঁহে আনন্দিত ॥—১।৩।৩১

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে একদিন শচী নিমাইকে খৈ-সন্দেশ খাইতে দিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে গেলে, নিমাই মাটি খাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শচী আসিয়া মাটি কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে নিমাই বলিতেছেন—

খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার।
এহো মাটী, সেহো মাটী, কি ভেদ বিচার ॥
মাটী দেহ, মাটী ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি।
অবিচারি দেহ দোষ, কি বলিতে পারি।
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটী খাইতে জ্ঞান যোগ কে শিখাইল তোরে ॥
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥
মাটীর বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।
মাটী পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি ॥

আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে।
এবে তো জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥—১।১৪।২৫-৩১

কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস ৬।৭ বৎসরের শিশু নিমাইয়ের মুখ দিয়া শুচি-অশুচির তত্ত্ব বলাইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ একেবারে দুধের ছেলের মুখ দিয়া সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদ উপদেশ করাইয়াছেন।

গঙ্গার ঘাটে নিমাই লক্ষ্মীর সহিত "বাল্যভাব ছলে" হাস্য-পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার দ্বারা ভাগবতের (১০।২২।২৫) শ্লোক বলাইয়াছেন। "শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল" (১।১৪।৬৫)। তখনও নিমাইয়ের হাতেখড়ি হয় নাই।

বিশ্বম্ভরের বিদ্যাশিক্ষা

কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও বিশ্বম্ভরের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে অল্প কালেই শ্রীচৈতন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রবীণ হইলেন। তাঁহার মতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিমাইকে বলিয়াছিলেন

ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্য শাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥—১।১৬।২৯

ইহা হইতে মনে হয় শ্রীচৈতন্য কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়েন নাই। সেইজন্যই ডঃ দে লিখিয়াছেন,

"His studies, however, appear to have been chiefly confined to Sanskrit Grammar, especially Kalapa Grammar, and possibly to some literature and rhetoric to which allusion is made (Padyāvali, Introduction, p. xviii).

এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় "ভারতবর্ষে" একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক মিত্রও মুরারির গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই। মুরারি বলেন যে বিশ্বম্ভর কাব্য

ও "লৌকিক সৎ ক্রিয়া বিধি" পড়াইতেন (১।১৫।১-২)। লোচনও তাহাই বলেন (আদি ৫৫ পৃ.)। বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-সম্বন্ধে মুরারির উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য, কেন-না তিনি শ্রীচৈতন্যকে ছাত্র-হিসাবে জানিতেন।

শ্রীচৈতন্য গার্হস্থ্য জীবনে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইতেন ইহা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাই তাঁহার ব্যাকরণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনার উপরই তাঁহারা জোর দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় শ্রীচৈতন্য ন্যায়শাস্ত্র পড়েন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে

কেহো বোলে "এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কখন না নড়ে॥"—চৈ. ভা., ১।৯।১০১ পৃ.

জয়ানন্দের মতে—

স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পঢ়িল একে একে—পৃ. ১৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কর্তৃক ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত দিগ্বিজয়ি-পরাভবের বিচার শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিচার-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দ-লীলামৃতে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে অপূর্ব্ব পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ নিদর্শন এই পরিচ্ছেদে দিয়াছেন। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
"হরের্নাম" শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ॥—১।১৭।১৮

তিনি বলেন এই সময়ে বিশ্বম্ভর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের ভাবানুবাদও করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস "শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণ" লীলা লিখিয়াছেন, কিন্তু "হরের্নাম" শ্লোকের বা "তৃণাদপি" শ্লোকের উল্লেখ করেন নাই। মুরারি গুপ্ত বলেন শ্রীবাস-গৃহে বিশ্বম্ভর হরের্নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। চরিতামৃতের প্রদত্ত ব্যাখ্যা (১।১৭।১৯-২২) মুরারির ব্যাখ্যার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু মুরারি এই প্রসঙ্গে "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের অবতারণা করেন নাই। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রভু উহা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কবিরাজ গোস্বামী আদিলীলাতেও চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি নাটকের ২।২২ (বহরমপুর সংস্করণ) লইয়া লিখিয়াছেন—

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন॥
দেখিনু দেখিনু বলি হৈল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল॥—১।১৭।২২৪-২৫

এই ঘটনা অন্য কোন চরিতগ্রন্থে নাই।

এই ঘটনা-বর্ণনার পর কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল।
শ্রীবাস কহে—গোপীগণ বংশী হরি নিল॥
শুনি প্রভু বোল বোল কহেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দালনলীলা রসে॥

তারপর ১।১৭।২২৮ হইতে ২৩২ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা-বর্ণন। মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর বেণু কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীবাস বলিলেন, "ভীষ্মকাত্মজয়া পরিরক্ষিতোঽস্তি সঃ" (২।১৫।৩-৪)। লোচন তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, "রাখিল ভীষ্মক-কন্যা মুরলী তোমার" (মধ্য, পৃ. ৪১)। বৃন্দাবনদাস এ ঘটনা লেখেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী এ স্থানে মুরারি গুপ্তের মত ছাড়িয়া দিয়া কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের মত অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবন-লীলার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে বিশদ করিয়া ৮।৫৬ হইতে ১০।৮০ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। কবিকর্ণপূরের নিম্নলিখিত শ্লোকের

ততশ্চাতিশয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা মহাপ্রভুঃ
ব্রূহি ব্রূহীতি সততমুচ্চৈস্তং নিজগাদ সঃ।—মহাকাব্য, ৮।৫৯

অনুবাদ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন

"শুনি প্রভু বোল বোল কহেন আবেশে।"

মধ্যলীলার বিচার

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লইয়া মধ্যলীলা লিখিয়াছেন; যথা—

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥

তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা—অন্ত্যলীলা অভিধান ॥—২।১।১৪-১৫

বৃন্দাবনদাসের মধ্যখণ্ড গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের জীবনের তের মাসের ঘটনা লইয়া লিখিত। তাঁহার গ্রন্থে সন্ন্যাস হইতে শেষ খণ্ডের আরম্ভ। ঘটনার স্থান ও কাল-হিসাবে বিভাগ করিতে গেলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিভাগ বৃন্দাবনদাসের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। নবদ্বীপের ঘটনাকেই আদি ও মধ্য নামে বিভক্ত না করিয়া, নবদ্বীপের লীলাকে আদি, নানা স্থানে ভ্রমণকে মধ্য এবং নীলাচলে শেষ জীবন-যাপনকে অন্ত্যলীলা বলার মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিষয়-বস্তুর বিন্যাস দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২৫টি পরিচ্ছেদ আছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই পরিচ্ছেদে লীলাসূত্র-বর্ণন। তৃতীয় হইতে ষোড়শ পরিচ্ছেদের ঘটনা প্রধানতঃ কবিকর্ণপূরের নাটক ও মহাকাব্যকে অবলম্বন করিয়া লেখা। সপ্তদশ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ঘটনাংশ খুব কম। ঐ পরিচ্ছেদ কয়টিতে রূপ ও সনাতনের জীবন-সম্বন্ধে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী, কেন-না কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। অন্য কোন গ্রন্থ হইতে আমরা রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে এত তথ্য জানিতে পারি না।

মধ্যলীলার ঘটনাংশ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোথা হইতে পাইলেন তাহা বলেন নাই। তিনি মাত্র বলিয়াছেন—

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তাঁর সূত্র আছে তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিত করিল লীলা কথন ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার ॥—২।৪।৬-৮

ইহা পড়িয়া মনে হয় যে যাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাই, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথদাস প্রভৃতির নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কবিকর্ণপূরের গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনদাস যে লীলা লেখেন নাই তাহা লিখিয়াছেন, বা বৃন্দাবনদাস যাহা লিখিয়াছেন তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। উদাহরণ-দ্বারা এই সূত্রকে স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাউক।

বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও পুরীযাত্রা

১। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে রাঢ় ভ্রমণ করিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য যখন গঙ্গা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি ভাবাবেশে তাহাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনদাসের মতে এরূপ ভ্রম তাঁহার হয় নাই। তিনি এক রাখালের মুখে হরিনাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন গঙ্গা কত দূরে? গঙ্গা এক প্রহরের পথে আছে শুনিয়া বলিলেন, "এ মহিমা কেবল গঙ্গার।" তারপর সন্ধ্যাবেলা নিত্যানন্দের সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন ও "গঙ্গা গঙ্গা বলি করিলা ক্রন্দন" (চৈ. ভা, ৩।১।৩৭৩)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে নিত্যানন্দ গোপবালকদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে প্রভু যদি তোমাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন ত তোমরা গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিও (২।৩।১৪-১৫)। তারপর প্রভুকে গঙ্গাতীরে আনিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন, "কর এই যমুনা দর্শন।"

এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে॥

তিনি যমুনার স্তব করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটি কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে লওয়া (নাটক, ৫।৯ হইতে ৫।১৪, বহরমপুর সংস্করণ)। একটি স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকো গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥

নাটক—

ভগবান্—শ্রীপাদ, কথয় কুতো ভবন্তঃ?

নিত্যানন্দঃ—দেবস্য বৃন্দাবন-জিগমিষামাশ্রিত্য ময়াপি তদ্দিদৃক্ষয়া চলতা ভবৎসঙ্গো গৃহীতঃ।

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন; তিনি এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসকে যাহা বলিয়াছেন ও বৃন্দাবনদাস যাহা লিখিয়াছেন তাহা কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি অপেক্ষা বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

২। রেমুণার গোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের কোন অলৌকিক বিভূতির কথা বৃন্দাবনদাস লেখেন নাই। কবিকর্ণপূর বলেন—

দণ্ডবদ্ভুবি নিপত্য ববন্দে তাং স সাপি তমপূজয়দুচ্চৈঃ।
অস্য মূর্ধ্নি পততালমকস্মাচ্ছেখরেণ শিরসঃ স্খলিতেন॥
—নাটক, ৬।৯, নি. স.

[অনুরূপ শ্লোক—মহাকাব্য, ১১।৭৮]

চরিতামৃতে—

রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥—২।৪।১২-১৩

ইহার পর কবিরাজ গোস্বামী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কাহিনী বলিতে যাইয়া গোবর্দ্ধনে গোপালের প্রকাশ-কথা বলিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণটি (২।৪।১২২-১৩৫) প্রবাদ-অবলম্বনে লিখিয়া থাকিবেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য মাধবেন্দ্রপুরী-রচিত 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে সঙ্কলন করিয়াছেন।

৩। বৃন্দাবনদাস সাক্ষিগোপালের কাহিনী লেখেন নাই। কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।১২) সংক্ষেপে সাক্ষিগোপালের কথা বলিয়াছেন।

কবিকর্ণপূরের বিবরণ ও স্থানীয় প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৯ হইতে ১৩২ পয়ার লিখিয়াছেন। পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চিকাবেরী-বিজয়-কালে সাক্ষিগোপালকে লইয়া আসিয়া সত্যবাদীতে স্থাপন করেন ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা।

—J. B. O. R. S., Vol. V, Pt. I, P. 148.

তারপর কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে এক মূর্ত্তি॥
দোঁহে এক বর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥

মহা তেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ মন চন্দ্রবদন ॥—২।৫।১৩৪-১৩৬

ইহার মূল কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের শ্লোকার্দ্ধ:

উভৌ গৌরশ্যামদ্যুতিকৃত-বিভেদৌ ন তু মহা-
প্রভাবাদ্যৈর্ভিন্নৌ সপদি দদৃশাতে জনচয়ৈঃ ॥—১১।৭৯

কবিরাজ গোস্বামী বলেন, "দোঁহে একবর্ণ," কবিকর্ণপূর বলেন, সাক্ষী গোপীনাথের বর্ণ শ্যাম।

৪। বৃন্দাবনদাস বলেন যে জলেশ্বরে পৌঁছিবার আগেই নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দণ্ডভঙ্গের পর প্রভু আর সঙ্গীদের সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন না।

মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর দেব স্থানে ॥—চৈ. ভা., ৩।২।৩৮৯

কৃষ্ণদাস বলেন যে ভুবনেশ্বরে আসিয়া নিত্যানন্দ "তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া" (২।৫।১৪০-১৪২)। এখানেও নিত্যানন্দ-শিষ্যের বিবরণ না মানিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুকরণ করিয়াছেন (৬।৫, নি. স)।

বৃন্দাবনদাসের মতে—

আরে রে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে ॥

বলিয়া নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খান করিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য যখন নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন

কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি?

তখন নিত্যানন্দ নির্ভয়ে কোন চাতুরী বা রসিকতা না করিয়া বলিলেন—

ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ খান।
না পার ক্ষমিতে, কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥—৩।২।৩৮৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, নিত্যানন্দকে দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন—

প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিলুঁ।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িলু॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্তি হয় মোর কর তার দণ্ড॥

দণ্ড-ভঙ্গের পর নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে কি বলিয়াছিলেন তাহা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে নাই, কিন্তু মুরারির কড়চায় ও মহাকাব্যে আছে। নিত্যানন্দ বলিলেন, "মাটিতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া যাওয়ায় দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমি তাহার কি করিব" (মুরারি, ৩।১।১৫ ; মহাকাব্য, ১১।৮১)।

এই ঘটনা-বর্ণনায় মুরারি, কবিকর্ণপূর বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাতে নিত্যানন্দ-চরিত্র ভাল ফোটে নাই। মুরারি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন না, কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত নিত্যানন্দের নির্ভীক উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয়। কবিকর্ণপূর বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে নিত্যানন্দের কার্য্যকলাপ বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা বেশী জানা সম্ভব নয়। গঙ্গাকে যমুনা বলায় এবং দণ্ড-ভঙ্গের ব্যাপারে দেখা গেল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুকে কুতুকি-রূপে চিত্রিত করিতে চাহেন।

৫। উল্লিখিত চারিটি ঘটনার মধ্যে তিনটির বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া কবিকর্ণপূরের বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ-দর্শন লিখিতে যাইয়া তিনি মুরারি ও কবিকর্ণপূরের প্রদত্ত বিবরণ না মানিয়া বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন প্রভু নীলাচলে পৌছিয়াই জগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন। জগন্নাথের শ্রীমুখ-দর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি শ্রীবিগ্রহকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন। যাইতে যাইতে প্রভু ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। সার্ব্বভৌম সেই সময়ে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া লোক দিয়া প্রভুকে কাঁধে করাইয়া ঘরে আনিলেন। সেই সময়ে নিত্যানন্দাদি সঙ্গিগণ সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আর জগন্নাথ-

দর্শন না করিয়া সার্ব্বভৌম-গৃহে চলিলেন। পরে সার্ব্বভৌমের লোকের সহিত তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে গেলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠিক এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন; কেবল মাত্র পার্থক্য এই যে তাঁহার মনে শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বভৌমগৃহে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার পর নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে আসিয়া শুনিলেন যে একজন সন্ন্যাসীকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহারা ইহা শুনিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন (২।৬।২-৩২)।

মুরারির কড়চায় দুই বার দুই রকম কথা দেওয়া হইয়াছে। এক বার বলা হইয়াছে যে তিনি ভুবনেশ্বর হইতে সোজা যাইয়া পুরুষোত্তম দর্শন করিলেন (৩।১০।১৭)। আবার পর অধ্যায়ে মুরারি বলেন যে আগে সার্ব্বভৌমের গৃহে যাইয়া তাঁহার "অনুজের" সহিত জগন্নাথ-দর্শনে গমন করেন (৩।১১।৪-১৬)। কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যেও ঠিক এইরূপ গোলমাল রহিয়াছে। ১১।৮৫-৮৬ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের বরাবর জগন্নাথ-মন্দিরে গমন ও দর্শন বর্ণনার পর, আবার পরের অধ্যায়ে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি সার্ব্বভৌম-গৃহে গেলেন (১২।১) এবং সার্ব্বভৌম স্বপুত্রকে পাঠাইয়া শ্রীচৈতন্যকে জগন্নাথ-দর্শন করাইয়া আনিলেন (১২।৫-৬)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে শ্রীচৈতন্য প্রথমে জগন্নাথ-দর্শন না করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহেই গিয়াছিলেন। যিনি জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আবেগে শান্তিপুর হইতে ছুটিয়া আসিতেছেন, তিনি যে আগে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করিয়া সার্ব্বভৌমের বাড়িতে যাইবেন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু কবিকর্ণপূর বিশ্বাস করার পক্ষে একটি যুক্তি দিয়াছেন। নাটকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীরা বলিতেছেন, "ভগবতো নীলাচলচন্দ্রস্য বিলোকনং পরিচারকাণামেব সুলভং নান্যেষাম্; বিশেষতঃ পরদেশীকানামস্মাকং দুর্ল্লভমেব, বিনা রাজপুরুষসাহায্যেন সুলভং ন ভবতি (৬।২৯, ব. স.)।" তখন মুকুন্দ বলিলেন এক উপায় আছে: এখানে সার্ব্ব-ভৌমের ভগিনীপতি প্রভুর নবদ্বীপলীলার সঙ্গী গোপীনাথাচার্য্য আছেন। তাঁহার দ্বারা সার্ব্বভৌমের সাহায্য লইয়া জগন্নাথ-দর্শন করা যাইতে পারে। গোপীনাথ ঠিক সেই সময়েই দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গিগণ তাঁহাকে বলিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সার্ব্বভৌমের গৃহে গেলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের পরিচয় জানিতে পারিয়া স্বপুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া

তাঁহাকে মন্দিরে পাঠাইলেন। ১৪৩১ শক—১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে হুসেন সাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলিতেছিল। সে সময়ে অপরিচিত বিদেশী লোককে মন্দিরে যাইতে দেওয়া নিরাপদ্ নহে বলিয়াই হয়ত শ্রীক্ষেত্রে পৌছিয়াই সর্ব্ব প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে সার্ব্বভৌম-গৃহে যাইতে হইয়াছিল।

সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন—

যশ্চক্রবর্ত্তী তত্রত্যঃ স প্রভোর্মুখ্যসেবকঃ।
শ্রীমুখং বীক্ষিতুং ক্ষেত্রে যদা যাতি মহোৎসবে॥
সজ্জনোপদ্রবোত্থানভঙ্গাদৌ বারিতেঽপ্যথ।
মাদৃশোঽকিঞ্চনাঃ স্বৈরং প্রভুং দ্রষ্টুং ন শক্নুয়ুঃ॥

(বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ১৮২-১৮৩ শ্লোক; নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—দেবনাগর স.।) এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে প্রতাপ-রুদ্রের রাজত্বকালে কোন কোন সময়ে কোন কোন বিশেষ কারণবশতঃ জগন্নাথ-মন্দিরে যাওয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইত। ১৪৩০ শকে ফাল্গুন মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। তবে সমসাময়িক চরিতকার মুরারি ও কবিকর্ণপূর যে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া দুই জায়গায় দুই রকম কথা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে জোর করিয়া কোন কথা বলা সমীচীন নহে।

সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার

(১) সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের মতে সার্ব্বভৌম-উদ্ধার এক দিনেই হইয়াছিল। চরিতামৃত-অনুসারে উহা অন্ততঃ ১২ দিনের ঘটনা। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইবার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম ভক্ত এবং ঈশ্বরে দাস্য-বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের অনৌচিত্য দেখাইবার জন্য বলিলেন—

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে সম্মত সভার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মেতে করায় স্থির মন॥

সভার জীবন কৃষ্ণ জনক সভার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বোল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে॥—৩।৩।৪০২

এই-সব শুনিয়া শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের নিকট উপদেশ লইবার ছলে "আত্মা-রামাশ্চ মুনয়ো" (ভা., ১।৭।১০) শ্লোকের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। সার্ব্বভৌম উহার তের প্রকার অর্থ করিলেন। শ্রীচৈতন্য তখন

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্ম-ভাবে লইয়া ষড়্ভুজ অবতার॥

সার্ব্বভৌম ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। শ্রীচৈতন্য "পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয় উপর।" তখন সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করয়ে ইহা শ্রবণ পঠন॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
"সার্ব্বভৌম শতক" বলি লোকে যেন কয়॥—৩।৩।৪০৭

বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত এই বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রহণ না করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম যদি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিপথের পথিক হইবেন, তবে আর তাঁহাকে ভক্ত করায় শ্রীচৈতন্যের মহিমা কোথায়? একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত পরিবর্ত্তন করার পক্ষে এক দিনের ঘটনা যথেষ্ট নহে। সার্ব্বভৌম-উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভু কাছে বসিয়া ছিলেন না; সুতরাং এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

কবিরাজ গোস্বামী ছয়টি ঘটনা বর্ণনা করিয়া সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-কাহিনী লিখিয়াছেন:

১। সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের পরিচয়-গ্রহণ এবং শ্রীচৈতন্যের বেদান্তে পাঠ-লওয়া-সম্বন্ধে অনুরোধ (২।৬।৪৭-৬২)।

২। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর কি না তাহা লইয়া গোপীনাথ অচোর্য্যের সহিত সার্ব্বভৌম ও তাঁহার শিষ্যদের বিচার (২।৬।৬৬-১০৫)।

৩। সার্ব্বভৌমের নিকট সাত দিন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের বেদান্ত শ্রবণ ও অবশেষে বেদান্ত-বিচার এবং "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" শ্লোকের ব্যাখ্যা (২।৬।১১০-১৯৫)। তারপর শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখান ও সার্ব্বভৌম শত শ্লোকে তাঁহার স্তব করেন।

৪। অন্য দিন সার্ব্বভৌম মুখ না ধুইয়াই শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন (২।৬।১৯৬-২১৫)।

৫। অন্য দিন সার্ব্বভৌম দুইটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের স্তব লিখিয়া পাঠাইলেন (২।৩।২১৬-২৩০)।

৬। আর একদিন সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটি শ্লোকের "মুক্তি পদে"র স্থানে "ভক্তি পদে" পরিবর্ত্তন করিয়া উহা পাঠ করিলেন (২।৬।২৩৩-২৫২)।

এই ছয়টি ঘটনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ষষ্ঠাঙ্ক ও মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গ হইতে লইয়াছেন। কর্ণপূরের মহাকাব্যে আছে (১২।২১)—"প্রভোঃ সমীপে ধরণী সুরাগ্রে্যা বভূব সংপাধয়িতুং প্রবৃত্তঃ" অর্থাৎ সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের নিকট নিজ শিষ্যদিগকে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যকে নহে)। কর্ণপূর চৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন (১২।২৩)

> "কিমুচ্যতে কঃ খলু পূর্ব্বপক্ষ কিম্বাস্য রাদ্ধান্তিতমাতলোষি।
> বেদান্তশাস্ত্রস্য নচায়মর্থ, তচ্ছ্রুতাং যত্ত, নিরূপয়ামঃ।"

অর্থাৎ, আপনি কি বলিতেছেন ? পূর্ব্বপক্ষই বা কি ? আর ইহার সিদ্ধান্তই বা কি করিতেছেন ? বেদান্তশাস্ত্রের ইহা অর্থ নহে, আমি যাহা নিরূপণ বা ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহাই শ্রবণ করুন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বেদান্ত ও ভাগবত-বিচারের কথাই নাই এবং সার্ব্বভৌমের মুক্তি শব্দে বিভীষিকার কথাও নাই। শেষোক্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য হইতে লওয়া। বিচারের ঘটনাটি কবিরাজ গোস্বামী মহাকাব্য ও নাটকোক্ত সার্ব্বভৌমের কথা যোগ করিয়া দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য চারিটি ঘটনা পুরাপুরি নাটক হইতে অনূদিত। দৃষ্টান্ত দিতেছি। নাটকে আছে—শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম-গৃহে আসিলে,

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য :—নমো নারায়ণায়। (ইতি প্রণমতি)

ভগবান্—কৃষ্ণে রতিঃ, কৃষ্ণে মতিঃ।

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য :—(স্বগতম্) অহো, অপূর্ব্বমিদমাশংসনম্। তর্হ্যয়ং পূর্ব্বাশ্রমে বৈষ্ণবো বা ভবিষ্যতি।

চৈ. চ.—"নমো নারায়ণ" বলি নমস্কার কৈল।
"কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলি গোসাঞি কহিল॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইঁহো বচনে জানিল॥—২।৬।৪৭-৪৮

নাটক—

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য :—আচার্য্য, অয়ং পূর্ব্বাশ্রমে গৌড়ীয়ো বা।

গোপীনাথাচার্য্য :—ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্বাশ্রমে নবদ্বীপবর্ত্তিনো নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তিনো দৌহিত্রো জগন্নাথমিশ্রপুরন্দরস্য তনুজঃ।

সা—(সস্নেহাদরম্) অহো, নীলাম্বরচক্রবর্ত্তিনো হি মত্তাতসতীর্থাঃ। মিশ্র-পুরন্দরশ্চ মত্তাতপাদানামতিমান্যঃ।

চৈ. চ.—গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি॥

নাটক—

সার্ব্বভৌম—তন্ময়ৈবং ভণ্যতে ভদ্রতরসাম্প্রদায়িকভিক্ষোঃ পুনর্যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্তশ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ।

চৈ. চ.—নিরন্তর ইহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব॥

কহেন যদি পুনরপি যোগ পট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া।

নাটক—

গোপীনাথঃ—(সাসূয়মিব) ভট্টাচার্য্য, ন জ্ঞায়তেঽস্য মহিমা ভবদ্ভিঃ।
মযা তু যদ্দৃষ্টমস্তি তেনানুমিতময়মীশ্বর এবেতি।

চৈ. চ.—শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥

নাটক—

শিষ্যাঃ—কেন প্রমাণেন ঈশ্বরোঽয়মিতি জ্ঞাতম্ ভবতা?

গোপীনাথঃ—ভগবদনুগ্রহজন্যজ্ঞানবিশেষেণ হ্যলৌকিকেন প্রমাণেন।
ভগবত্তত্ত্বং লৌকিকেন প্রমাণেন প্রমাতুং ন শক্যতে, অলৌকিকত্বাৎ।

শিষ্যাঃ—নায়ং শাস্ত্রার্থঃ। অনুমানেন ন কথমীশ্বরঃ সাধ্যতে?

গোপীনাথঃ—ঈশ্বরস্তেন সাধ্যতাং নাম। ন খলু তত্তত্ত্বং সাধয়িতুং শক্যতে। তত্ত্ব, তদনুগ্রহজন্যজ্ঞানেনৈব, তস্য প্রমাকরণত্বাৎ।

শিষ্যাঃ—ক্ব দৃষ্টং তস্য প্রমাকরণত্বম্?

গোপীনাথঃ—পুরাণবাক্য এব।

শিষ্যাঃ—পঠ্যতাম্।

গোপীনাথঃ—তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ইতি শাস্ত্রাদিবত্ম স্ন॥

শিষ্যাঃ—তর্হি শাস্ত্রৈঃ কিং তদনুগ্রহো ন ভবতি

গোপীনাথঃ—অথ কিম্, কথমন্যথা বিচিন্বন্নিত্যুক্তম্?

চৈ. চ—

শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞ মত ঈশ্বর লক্ষণে॥
শিষ্য কহে—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥

তথাহি—'তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-' প্রভৃতি।

(২) বেদান্ত বিচারের কথা মহাকাব্যে আছে, নাটকে নাই। কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—

অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদ্যৈ-
র্নিরস্তধীরপ্যথ পূর্ব্বপক্ষম্।
চকার বিপ্রঃ প্রভুণা স চাশু
স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা নিরস্তঃ।—মহাকাব্য, ১২।২৬

মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন—

"অসৌ বিপ্রঃ (সার্ব্বভৌমঃ) বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদ্যৈঃ নিরস্তধীরপি (নিরস্তবুদ্ধিরপি) অথ (অনন্তরং) পূর্ব্বপক্ষং চকার। সচ (পূর্ব্বপক্ষঃ) স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা প্রভুণা (শ্রীচৈতন্যদেবেন) আশু (শীঘ্রং) নিরস্তঃ। তাহা হইলে বুঝা যায় যে কবিকর্ণপূরের মতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই 'বিতণ্ডা' ও 'ছল' প্রভৃতির দ্বারা সার্ব্বভৌমকে নিরস্তবুদ্ধি করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক বিতণ্ডাদির দ্বারা নিরস্তবুদ্ধি হইয়াও পরে একটি পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই পূর্ব্বপক্ষেরও শীঘ্রই খণ্ডন করিয়াছিলেন। কবিরাজের মতে সার্ব্বভৌমই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিতণ্ডাদি করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য সেই-সমস্ত খণ্ডন করিয়াছিলেন। বিনা মধ্যস্থে বিতণ্ডা হয় না—সার্ব্বভৌমের ইহা জানা থাকার কথা; অতএব কবিরাজের ভুল। কিন্তু বিতণ্ডা শব্দের অর্থ—"জিগীষু প্রতিবাদী নিজপক্ষের স্থাপনা না করিয়া কেবল বাদীপক্ষেরই খণ্ডন করিলে সেই বিচারের নাম বিতণ্ডা।" কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা ঠিক হইতে পারে না, কেননা বিতণ্ডা করিতে হইলে প্রতিবাদী চৈতন্যদেবই তাহা

করিতে পারেন। কিন্তু কবিরাজ চৈতন্য সম্বন্ধে "ছলের" প্রয়োগ কারণ দেখান যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই।" (ভারতবর্ষ, ১৩৪৩, কার্ত্তিক, পৃ. ৬৯১)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

এইমত কল্পনাভাষ্যে শতদোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥—১৬০
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥—১৬১

মহাকাব্য-অনুসারে ভাগবতের শ্লোক লইয়া কোন বিচার হয় নাই। বেদান্ত বিচারের পর সার্ব্বভৌম একাদশ স্কন্ধের দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীচৈতন্য

পৃথক্ পৃথক্তান্নবধা চকার
ব্যাখ্যাং স পদ্যদ্বিতয়স্য শশ্বৎ।
অষ্টাদশার্থানুভয়োর্নিশম্য
মহাবিমুগ্ধোঽভবদেষ বিপ্রঃ ॥—১২।৮১

শ্রীচৈতন্য এক একটি শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং সার্ব্বভৌম উভয় শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। নাটকে ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যার কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" শ্লোকের ব্যাখ্যার কথা বলিয়াছেন। ঐ শ্লোক প্রথম স্কন্ধের,—একাদশ স্কন্ধের নহে। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের একাদশ স্কন্ধ ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যার কথা না লইয়া বৃন্দাবনদাসোক্ত "আত্মারাম" শ্লোক লইয়াছেন। বৃন্দাবনদাস কিন্তু বলেন যে সার্ব্বভৌম নিজে

ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
কহিলেন আর শক্তি নাহিক বলিয়া ॥

তারপর শ্রীচৈতন্য শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। কয় প্রকারের ব্যাখ্যা করিলেন তাহা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন শ্রীচৈতন্য ভট্টাচার্য্য-কৃত "নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল" এবং শ্লোকের অষ্টাদশ অর্থ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর দিন যতই যাইতে লাগিল ততই শ্রীচৈতন্য-কৃত ভাগবতের শ্লোক-বিশেষের বিভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যার সংখ্যা বাড়িতে

লাগিল। কবিকর্ণপূর বলিলেন নয় প্রকার, বৃন্দাবনদাস ত্রয়োদশাধিক প্রকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রসঙ্গে আঠার প্রকার এবং সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিলেন (মধ্যলীলা, ২৪ পরিচ্ছেদ)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বেদান্ত-বিচার-প্রসঙ্গে যে-সব কথা শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, তাহার অনেকগুলি কবিকর্ণপূর নাটকে সার্ব্বভৌমের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে আছে যে সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত জগন্নাথের প্রসাদ মুখ না ধুইয়াই খাওয়ার পর, একদিন শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্তব করিলেন। শ্রীচৈতন্য কাণে হাত দিলেন। তারপর সার্ব্বভৌম নিজেই নানা যুক্তির দ্বারা অদ্বৈত-মত খণ্ডন করিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সার্ব্বভৌমের উক্তির অনেকগুলি শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়া সার্ব্বভৌমের যুক্তিকে খণ্ডন করাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নিম্নে নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক হইতে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অংশ সার্ব্বভৌমের উক্তি এবং চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অংশ শ্রীচৈতন্যের উক্তি।

নাটক—

যস্মিন্ বৃহত্বাদথ বৃংহণত্বান্মুখ্যার্থবত্বে সবিশেষতায়াম্।
যে নির্বিশেষত্বমুদীরয়ন্তি তে নৈব তৎ সাধয়িতুং সমর্থাঃ॥

তথাহি—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

চৈ. চ.—বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন॥

তথাহি—যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষম্

নাটক—তথাহি, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' ইত্যাদিকয়া শ্রুত্যা অপাদানকরণকর্ম্মাদিকারকত্বেন বিশেষবত্ত্বাপত্তেঃ।

চৈ. চ.—ব্রহ্ম হইতে জন্মে ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিন্॥

শ্রুতিতে "আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" থাকায় নাটকে কর্ম্মকারকের কথা আছে; কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে হেতু উহার অনুবাদ করিয়াছেন—"সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়" সেই হেতু অধিকরণ কারক লিখিয়াছেন।

নাটক—

"তথা চ ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" স্বপক্ষরক্ষণগ্রহ গ্রহিলাস্ত মুখ্যার্থাভাবাভাবেঽপি লক্ষণয়া নিরূপয়িতুমশক্যমপি নির্ব্বিশেষত্বং যে প্রতিপাদয়ন্তি তেষাং দুরাগ্রহমাত্রম্।

চৈ. চ.—সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের সেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥

(৩) সার্ব্বভৌম মুখ না ধুইয়া প্রসাদ খাইলেন, এ ঘটনা কবিকর্ণপূরের নাটকে ও মহাকাব্যে (১২।৭১) আছে; কবিরাজ গোস্বামী উভয়েরই ভাব লইয়া স্বগ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) "বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগে" প্রভৃতি দুইটি শ্লোক লিখিয়া পাঠানোর কথাও কবিকর্ণপূরের উভয় গ্রন্থেই আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের

প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্তে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥

—ইহা মহাকাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ:

ইতি প্রপঠ্যৈব বিহস্য দোর্ভ্যাং
বিদারয়ামাস কৃপাম্বুধিস্তাম্।
ভিত্তৌ বিলোক্যাথ সমস্তলোক-
শ্চকার কণ্ঠে মণিবত্তদেব॥—১২।৮৮

সার্ব্বভৌমের শ্রীচৈতন্যস্তব পড়িয়া প্রভু যে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, সে কথা নাটকেও আছে।'

(৫) ভাগবতের শ্লোকের মধ্যে "মুক্তি পদে" শব্দ "ভক্তি পদে" পরিবর্ত্তন করার কথা মহাকাব্যের ১২।৯১ শ্লোকে আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু মুক্তি শব্দের অন্য অর্থ করিলেও সার্ব্বভৌম বলিলেন—

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি অশ্লীল দোষে কহনে না যায়॥

এটি কবিকর্ণপূরের ভাবানুবাদ; যথা—

তথাপ্যসভ্যস্মৃতিহেতুবত্তা-
দশ্লীলদোষোঽয়মিতি ব্রবীমি।—মহাকাব্য, ১২।৯৩

সার্ব্বভৌম উদ্ধার কোন সময়ে হইয়াছিল তাহার বিচার করা প্রয়োজন। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেখাইয়াছেন (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৭, পৃ. ৪২৩) যে সার্ব্বভৌম অদ্বৈতমকরন্দের টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

কর্ণাটেশ্বর-কৃষ্ণরায়নৃপতে-গর্ব্বাগ্নিনির্ব্বাপকো
যত্র ন্যস্তভরোঽভবৎ গজপতিঃ শ্রীরুদ্রভূমিপতেঃ॥
তস্য ব্রহ্মবিচারচারু মন সঃ শ্রীকূর্ম্মবিদ্যাধর
স্যানন্দো মকরন্দ শুদ্ধিবিধিনা সান্দ্রোময় মন্ত্রিতঃ॥

তিনি বলেন যে কর্ণাটরাজ কৃষ্ণরায় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ এবং ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল আক্রমণ করেন। সুতরাং অদ্বৈতমকরন্দের টীকা ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভব নহে। ঐ টীকায় অদ্বৈতবাদ প্রচার করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"চৈতন্য-চরিতকারদের মতে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে প্রথম দর্শনকালেই স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন।" এই উক্তি ঠিক নহে, কেন-না চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে; তারপর কয়েকদিন রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈতগৃহে শান্তিপুরে যান; সেখানে দশ দিন থাকিয়া উড়িষ্যায় যাত্রা করেন। কিন্তু তখন হুসেন সাহের সহিত উৎকলের যুদ্ধ চলিতে থাকায়

পথ বিঘ্নসঙ্কুল ছিল এবং প্রভুর পুরীতে পৌছাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। পুরীতে যেদিন পৌছাইলেন সেইদিনই যে প্রভু সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন এমন কথা কোন চৈতন্যচরিতকারই বলেন নাই। সুতরাং ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অদ্বৈতমকরন্দের টীকা লেখার পর ঐ সালেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিলে টীকার রচনার তারিখের সহিত চরিতগ্রন্থসমূহে প্রদত্ত বিবরণের সামঞ্জস্য হয়।

সার্ব্বভৌমের চৈতন্যচরণাশ্রয় গ্রহণ একটি প্রধান ঘটনা। কেন-না বাসুদেব সার্ব্বভৌম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমান করেন যে তিনি ১৪৮০-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নব্যন্যায়ের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত রঘুনাথ শিরোমণির "অনুমানদীধিতি"র বহুস্থলে সার্ব্বভৌম-মত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমের পুত্রও প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে বাহিনীপতি এই military title পাইয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য্য। তাঁহার গ্রন্থের নাম শব্দালোকোদ্যোতি। মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সার্ব্বভৌমবংশ যে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তাহার অন্যতম প্রমাণ হইতেছে যে জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য লেখেন। শাণ্ডিল্যসূত্র ভক্তিশাস্ত্রের একটি স্তম্ভ।

প্রভুর দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ লিখিতে যাইয়া সপ্তম, অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে দুইটি ছাড়া আর সবগুলিই হয় কবিকর্ণপূরের গ্রন্থদ্বয়ে, না হয় মুরারির কড়চায় আছে। কবিরাজ গোস্বামী ঐ-সব ঘটনা লইয়া কোন কোন স্থলে উহাদের উপর একটু অলৌকিকতার রং চড়াইয়াছেন।

(ক) দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারের প্রণালী-সম্বন্ধে মুরারি বলেন—

কঞ্চিৎ পথি জনং দৃষ্টমালিঙ্গং শক্তিসঞ্চয়ৈঃ।
স তত্র প্রেমবিবশো নৃত্যন্ গায়ন্মুদৈব চ॥

নিজগেহং জগাম স প্রেমধারাশতপ্লুতঃ।
অন্তগ্রামজনান্ দৃষ্ট্বা প্রেমালিঙ্গমকারয়ৎ ॥
তে পুনঃ প্রেমবিভ্রান্তং গায়ন্তি চ রমন্তি চ।
এবং পরম্পরা যেষু তান্ সর্ব্বান্ সমকারয়ৎ ॥—৩।১৪।১৮-২০

চৈ. চ.—

কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
সেই জন নিজ গ্রামে করয়ে গমন।
কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইসে যত জন।
তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম ॥
সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥—২।৭।৯৬-১০০

(খ) শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রামানন্দের সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করেন।

—চৈ. চ., ২।৭।৬১-৬২ ; মহাকাব্য, ১২।১২০

(গ) কূর্ম্ম নামক ব্রাহ্মণ-গৃহে শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষা-গ্রহণ।

—চৈ. চ., ২।৭।১১৮-১৩২ ; মহাকাব্য, ২।১০২-১০৫

(ঘ) কুষ্ঠী বাসুদেবের কাহিনী। —মহাকাব্য, ১২।১০৮-১১২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ধৃত ভাগবতের শ্লোক "ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্"—উভয় গ্রন্থেই আছে (চৈ. চ., ২।৭।১৩৩-১৪৪)।

এই কয়টি ঘটনাই কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের লিখিত গ্রন্থে পাইয়াছেন কিন্তু অধ্যায়ের (৭ম) শেষে বলিয়াছেন—

চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥—২।৭।১৪৯

শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপকে খুঁজিতে দক্ষিণ-ভ্রমণে যাইতেছেন এই

কথাটি কোন লিখিত গ্রন্থে নাই—কবিরাজ গোস্বামী কোন লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবেন।

(ঙ) রামানন্দ-মিলন-সংবাদ লইয়া অষ্টম পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। ইহার মূলসূত্র যে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থ হইতে লওয়া তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বর্ণিত সাধন ও উজ্জ্বলনীলমণি-বর্ণিত সাধ্যতত্ত্ব কবিকর্ণপূরের বর্ণনার সহিত যোগ করিয়া এই অধ্যায় লিখিয়াছেন। চরিতামৃতে লিখিত শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদ যে প্রকৃত কথোপকথনের রিপোর্ট নহে, তাহা প্রকারান্তরে কবিরাজ গোস্বামী নিজেই বলিয়াছেন। তিনি স্বকৃত গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক (চৈ. চ., ২।৮।৪০ ও ৪৪-৫৫ শ্লোক) রামানন্দের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। তিনি রামানন্দের মুখ দিয়া ব্রহ্মসংহিতার দুইটি শ্লোক (চৈ. চ., ২।৮।২৯ ও ৩০) উদ্ধার করাইয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কবিরাজ নিজেই বলিয়াছেন যে রামানন্দ-মিলনের বহুপরে কৃষ্ণবেণ্বাতীর হইতে মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং রামানন্দ তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন।

(চ) নবম পরিচ্ছেদের প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দক্ষিণাপথের ধর্ম্মের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যের প্রচারের ফলে কিরূপে বিভিন্ন মতাবলম্বী কৃষ্ণভজনপরায়ণ হইলেন তাহা বলিয়াছেন। নাটকের সপ্তমাঙ্কে আছে, "যথোত্তরমেব দক্ষিণস্যাং দিশি কিয়ন্তঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ, কতিচিদেক-জ্ঞাননিষ্ঠা, বিরলা এব সাত্বতাঃ, প্রচুরতরাঃ পাশুপতাঃ, প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিনঃ। ……আকস্মিকপ্রবেশমাত্রেণৈব তস্য যতিপতের্দিশি বিদিশি সানন্দচমৎকারং সমুদ্বেষাবালবৃদ্ধতরুণেষু লোকেষু দিদৃক্ষয়োপনতেষু পণ্ডিতমণ্ডলেষপি পরমনয়ন-সুভগয়া বপুলক্ষ্যৈব প্রকটীকৃতং মহিমানমনুভূয় বিনোপদেশেনাপি কেহ্যেবং স্যাম ইতি তৎকালসমুদিত্বরবাসনাবিশেষেণ জাতপুলকাশ্রবঃ সর্ব্ব এব স্ব-স্ব-মত-প্রচ্যাবেন তৎপথ-প্রবিষ্টা বভূবুঃ।"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দক্ষিণাদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহো জ্ঞানী কেহো কর্ম্মী পাষণ্ডী অপার ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥

(ছ) শ্রীচৈতন্য যাইবার পথে এক ব্রাহ্মণকে রামনাম করিতে দেখেন, ফিরিবার পথে দেখেন যে তিনি কৃষ্ণনাম করিতেছেন। এই ঘটনাটি নাটক হইতে অনুবাদ করিয়া চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী "রমন্তে যোগিনোঽনন্তে", "কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দঃ", "সহস্রনামভিস্তুল্যম্" এই তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—ঐ তিনটি শ্লোকই নাটকে আছে।

(জ) চরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের ষড়যন্ত্রের কাহিনীও নাটক হইতে লওয়া। তবে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন।

নাটকে আছে—পাষণ্ডিনো 'বৈষ্ণবোঽয়ং ভবতি ভিক্ষুর্ভগবৎ-প্রসাদ-নাম্নৈবেদং গ্রহীষ্যতি। তদেতদন্নমেনমাশয়ামঃ' ইতি শ্বভোজনযোগ্যমশুচি-তরান্নং স্থাল্যাং নিধায় পুরো গত্বা, স্বামিন্ ভগবৎ-প্রসাদমিমং গৃহাণেতি শ্রাবয়িত্বা সমূচিরেঽচিরেণ। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞোঽপি ভগবৎপ্রসাদনাম্না তত্ত্যাগমসহমান এব পাণৌ গৃহীত্বা তৎসহিতমেব পাণিমুত্থাপ্য চলিতবান্। সমনন্তরমেব মহতা কেনাপি বিহগেন চঞ্চুপুটে কৃত্বা তদন্নং ভগবৎকরতলতঃ সমাদায় সমুড্ডীনম্। (সপ্তম অঙ্ক)

চরিতামৃতে ইহার অনুবাদ

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
অপবিত্র অন্ন থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ করিয়া।
হেন কালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্ন সহ থালি লঞা গেল॥

কিন্তু এই ঘটনার পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের সহিত দার্শনিক বিচারে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরাজিত হইলেন। পূর্ব্বে নাটকের ও তদনুগত চরিতামৃতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকে "বিনোপদেশেন" শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়াই বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে তর্কপ্রিয়রূপে অঙ্কন করিবার সুযোগ জুটিলে, কবিরাজ গোস্বামী তাহা ছাড়েন নাই। যাহা হউক, নাটকে পাখীতে থালিশুদ্ধ অন্ন লইয়া যাইবার কথা পর্য্যন্ত আছে। অন্য কিছু নাই। কিন্তু

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে সেই থালি তেরছা ভাবে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল, তাঁহার "মাথা কাটা গেল"। তাঁহার শিষ্যেরা হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং প্রভুর পদে শরণ লইল। প্রভু তখন বলিলেন, "গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি।" কৃষ্ণনাম শুনিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল এবং "কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।"

(ঝ) চরিতামৃতের বেঙ্কট্ট ভট্টের সহিত মিলন-প্রসঙ্গ কবিকর্ণপূরের নাটকে নাই, মহাকাব্যে আছে (১৩।৪-৫)। কবিরাজ গোস্বামী মহাকাব্যের সূত্র লইয়া ঐ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু গোপাল ভট্টের নাম করেন নাই।

(ঞ) শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যেখানে বেঙ্কট্ট ভট্ট থাকিতেন সেইখানে এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধরূপে গীতাপাঠ করিতেন। এই বিপ্রের কাহিনী নাটকে নিম্নলিখিতরূপে আছে: "এবং ক্বচন স্থলে কমপি ব্রাহ্মণমতিমূর্খতয়া শব্দার্থাববোধবিরহেণ শুদ্ধিবর্জ্জিতং ভগবদ্গীতাং পঠন্তং প্রায়শঃ সর্ব্বৈরেব বিহস্যমানমথ চ যাবৎপাঠং তাবদেব পুলকাশ্রুবিবশং বিলোক্য, অহে অয়মুত্তমোঽধিকারীতি ভগবাংস্তম-বাদীৎ 'ব্রহ্মন্, যৎ পঠ্যতে তস্য কোঽর্থঃ' ইতি। স প্রত্যুচে 'স্বামিন্ নাহমর্থং কিমপি বেদ্মি, অপি তু পার্থরথস্থং তোত্রপাণিং তমালশ্যামং শ্রীকৃষ্ণং যাবৎ পঠামি তাবদেব বিলোকয়ামি' ইতি। তদা ভগবতোক্তম্ 'উত্তমোঽধিকারী ভবান্ গীতাপাঠস্য' ইতি তমালিলিঙ্গ। তদনু স খলু গীতাপাঠজাদানন্দাদপি প্রচুরতরমানন্দমাসাদ্য, 'স্বামিন্ স এব ত্বম্' ইতি ভূমৌ নিপত্য প্রণমন্নতিশয়-বিহ্বলো বভূব।"

চরিতামৃতে ইহার অবিকল-অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে; কেবল বেশীর ভাগ বলা হইয়াছে যে এ ঘটনা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল; যথা—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন ॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন—লোকে করে উপহাসে ॥
কেহো হাসে, কেহো নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে ॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥

মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ অশেষ॥
যাবৎ পড়ো তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার॥
এত বলি সেই বিপ্রে করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়॥
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥

(ট) চরিতামৃতে তারপর ঋষভ পর্ব্বতে (মাদুরা জেলায়) পরমানন্দ পুরীর সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণিত আছে। মুরারির কড়চায় (৩।১৫।১০-২৫) এবং মহাকাব্যেও ঠিক ঐ ঘটনা আছে (১৩।১৪-১৬); কিন্তু কোথায় ঐ মিলন ঘটিয়াছিল তাহা মুরারির গ্রন্থে বা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে মাত্র লিখিত মহাকাব্যে কথিত হয় নাই।

(ঠ) সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন বলিয়া রামভক্ত একজন ব্রাহ্মণ খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কূর্ম্মপুরাণের শ্লোক দেখাইয়া প্রবোধ দিলেন যে রাবণ ছায়া-সীতা মাত্র লইয়াছিল। এই ঘটনা মহাকাব্যে (১৩।৯-১৩) বর্ণিত হইয়াছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাই অবলম্বন করিয়া ঐ বিবরণ চরিতামৃতে লিখিয়াছেন। মহাকাব্যে চরিতামৃত-ধৃত "সীতয়ারাধিতো বহ্নিঃ" ও "পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং" এই দুইটি শ্লোকও আছে।

চরিতামৃতে আছে যে শ্রীচৈতন্য রামেশ্বর আসিয়া কূর্ম্মপুরাণ শুনেন এবং সেইখানে উক্ত দুইটি শ্লোক-সমন্বিত পুথির পুরাতন পাতাটি আনিয়া সেই

বিপ্রকে দেখান। ঐ পাতা দেখিয়া বিপ্র আনন্দিত হইয়া শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।" মহাকাব্যে কিন্তু আছে যে শ্রীচৈতন্য

পুরাণপত্রদ্বয়মিত্যকস্মা-
দদর্শৎ স্বাঞ্চলতো বিকৃষ্য ॥

এই ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল তাহার সন্ধান মহাকাব্যে পাওয়া যায় না ; চরিতামৃত বলেন উহা দক্ষিণ মথুরায় ঘটিয়াছিল।

(ড) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অনুচর কৃষ্ণদাসের কাহিনীও মহাকাব্য হইতে লইয়া কিঞ্চিৎ অলৌকিকত্ব যোগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকাব্যের (১৩।২৩-৩০) প্রদত্ত বর্ণনার সহিত কবিরাজ গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণের তিনটি পার্থক্য আছে।

১। কবিকর্ণপূর বলেন পাষণ্ডিগণ কৃষ্ণদাসকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইবার লোভ দেখাইয়াছিল। কবিরাজ বলেন "স্ত্রীধন দেখাইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইল।"

২। কবিকর্ণপূর বলেন শ্রীচৈতন্য ভট্টমারিদিগকে বুঝাইয়া "কথংকথঞ্চিদ্বিমুখীচকার।" কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে শ্রীচৈতন্যের কথা—

শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাথ হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিদিকে ॥

৩। কবিকর্ণপূর বলেন যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন "কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন।" কবিকর্ণপূরও বলেন যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে একেবারে ছাড়েন নাই, কেন-না নীলাচলে পৌছিয়া শ্রীচৈতন্য সর্ব্বজন সমক্ষে কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিলেন ; যথা—

অথৈষ নাথঃ পুরতো হ্যমীষাং
সাক্ষিত্বমাধায় চ কৃষ্ণদাসম্।
তং ক্ষেত্রমানীতমতিপ্রযত্না-
দগচ্ছেতি সম্যগ্বিসসর্জ তত্র ॥—১৩।৫৪

(ঢ) তারপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ সপ্ততাল-বিমোচনরূপ অলৌকিক ঘটনাটি

(চৈ. চ., ২।৭।২৮৩-২৮৭) মুরারির কড়চা (৩।১৬।১-২) এবং কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য (১৩।১৭-১৯) হইতে লইয়াছেন। কোন্ স্থানে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা মুরারি বা কবিকর্ণপূর বলেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন উহা দণ্ডকারণ্যে ঘটিয়াছিল।

চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে সর্ব্বসমেত ১৭টি ঘটনা আছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত ১৪টি কবিকর্ণপূর ও মুরারির নিকট হইতে লওয়া। বাকী তিনটির মধ্যে একটি হইতেছে শ্রীচৈতন্যের ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত সংগ্রহ করা। কবিরাজ গোস্বামী কর্ণামৃতের টীকা লিখিয়াছেন, সুতরাং ঐ গ্রন্থ কিরূপে উত্তর-ভারতে আসিল তাহা তাঁহার জানাই বিশেষ সম্ভব।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বর্ণিত পাণ্ডুপুরে (পাণ্ঢারপুর) শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীরঙ্গপুরীর মিলন-বৃত্তান্ত অন্য কোন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

তত্ত্ববাদী বা মাধ্বমতাবলম্বীদের সহিত বিচারও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার সপ্তম, অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপূর হইতে প্রায় সবগুলি ঘটনা লইয়াছেন। কিন্তু কবিকর্ণপূর (ছ)-বর্ণিত ঘটনায় লিখিয়াছেন "অন্যেদ্যুর-ন্যত্র," কবিরাজ বলেন ঐ ঘটনা সিদ্ধবট-নামক স্থানে ঘটিয়াছিল। (জ)-বর্ণিত ঘটনা কোন্ স্থলে ঘটিয়াছিল তাহা কবিকর্ণপূর বা কবিরাজ কেহই বলেন নাই। (ঞ)-বর্ণিত ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল তাহা কবিকর্ণপূর বলেন নাই, কবিরাজ বলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে। (ট)-বর্ণিত ঘটনা কবিরাজ ঋষভ পর্ব্বতে ঘটাইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্যে কোন স্থান-নির্দ্দেশ নাই। (ঠ)-বর্ণিত ঘটনা কবিরাজ দক্ষিণ মথুরায় ঘটিয়াছিল বলিয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্যে কোন স্থান-নির্দ্দেশ নাই। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূর যে স্থানের নাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ গোস্বামী তাহা কোথা হইতে পাইলেন? কোন লোকমুখে হয়ত শুনিয়া থাকিবেন। স্বরূপ-দামোদরের কড়চায় ঐ-সব স্থানে এবং চরিতামৃত-লিখিত অন্যান্য স্থানের নাম থাকিলে, কবিকর্ণপূর তাহা ব্যবহার করিতেন। আরও কথা এই যে স্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাসী ছিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীরা সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতেন, যাঁহারা করিতেন না তাঁহারাও তীর্থের বিবরণ ভাল করিয়া জানিতেন। যদি স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য-কর্ত্তৃক

দৃষ্ট স্থানগুলির নাম লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে ভূগোল-ঘটিত এত বেশী গোলমাল চরিতামৃতের ভ্রমণ-কাহিনীতে থাকিত না। উক্ত গ্রন্থে ভ্রমণের বর্ণনায় নিম্নলিখিত অসম্ভবতা দৃষ্ট হয়।

(ক) চরিতামৃতের মতে শ্রীচৈতন্য গোদাবরী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গৌতমী গঙ্গা দর্শন করিয়া "মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিলেন।" মল্লিকার্জ্জুন কুর্ণুলের নিকটবর্ত্তী শ্রীশৈলে। আবার শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে মাদুরা জেলায় ঋষভ পর্ব্বত দেখিয়া "মহাপ্রভু চলি আইলা শ্রীশৈলে" (৭।১৫৯)। তারপর কুর্ণল জেলার শ্রীশৈল হইতে (১৬'৫" ল্যাটি. উ.) পুনরায় তাঞ্জোর জেলার কামকোষ্টী (১০'৫৮" ল্যাটি. উ.) আসিলেন। উত্তরে এক স্থান দেখিয়া দক্ষিণে আসিলেন, আবার সেই স্থান দেখিবার জন্য উত্তরে গেলেন এবং পুনরায় দক্ষিণে আসিলেন। এরূপভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব মনে হয় না।

(খ) গজেন্দ্র-মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি॥
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।—২।৯।২০৪-৫

গজেন্দ্র-মোক্ষণ তীর্থ ত্রিবাঙ্কুরের সুচিন্দ্রাম গ্রামে, পানাগড়ি তিনাভেলি জেলায়, চামতাপুর ত্রিবাঙ্কুরের চেঙ্গাপুর গ্রাম। তিনাভেলি জেলায় নয়ত্রিপদী, তিলকাঞ্চী প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীচৈতন্য ত্রিবাঙ্কুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুনরায় ত্রিবাঙ্কুর হইতে তিনাভেলি আসা ও ত্রিবাঙ্কুরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। আবার ত্রিবাঙ্কুর হইতে তিনাভেলির শ্রীবৈকুণ্ঠ দেখিতে যাওয়া, তথা হইতে ত্রিবাঙ্কুরের মলয় পর্ব্বত ও কন্যাকুমারী দেখিয়া পুনরায় তিনাভেলির আমলকীতলা, এবং মল্লার দেশে তমাল-কার্ত্তিক দেখার মধ্যে কোন ক্রম পাওয়া যায় না। ত্রিবাঙ্কুর, তিনাভেলি ও মালাবারের স্থানগুলির ক্রম লইয়া আরও গোলমাল আছে।

(গ) শ্রীচৈতন্য উদিপিতে তত্ত্ববাদীদের গর্ব্ব চর্ণ করিয়া
ত্রিতকূপ বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা তীর্থ আইলা শচীর নন্দন॥—২৫১-৫২

দক্ষিণ কানাড়ায় উদিপি হইতে অনন্তপুর জেলার 'ফল্গুতীর্থে আসা সম্ভব। কিন্তু অনন্তপুর জেলা হইতে ফের ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরস্থ কোচিন রাজ্যের

ত্রিতকূপে এবং তথা হইতে একেবারে অবন্তীর নামান্তর বিশালায় আসা এবং বিশালা হইতে পুনরায় অনন্তপুর জেলার পক্কাপ্সরা তীর্থে আসা একেবারে অসম্ভব। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী মহাশয় "শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ," প্রথম খণ্ড, নামক পুস্তকে (আষাঢ়, ১৩৩২ প্রকাশিত) বিশালাকে মহীশূরের গিরিবন্ধ´ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তথায় কোন প্রকার দেবদেবী নাই। ভাগবতের (১০।৭৮।১০) বৈষ্ণবতোষণী টীকা হইতে বিশালা অবন্তীতে ছিল জানা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃতের ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের টীকায় "বিশালায়াং বদর্য্যাং" অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে বলা হইয়াছে। কোনটিই এখানে খাটে না।

(ঘ) গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
স্থর্পারক তীর্থে আইলা ন্যাসী শিরোমণি ॥—২।৯।২৫৩

গোকর্ণ উত্তর কানাড়ায় ও স্থর্পারক থানা জেলায়, কিন্তু দ্বৈপায়নী কোথায় বলা কঠিন। ভাগবতে আছে বলদেব গোকর্ণে শিব এবং দ্বৈপায়নী-আর্য্যা দর্শন করিয়া স্থর্পারকে গমন করেন (১০।৭৯।১৯, ২০)। শ্রীধর ঐ স্থানে আর্য্যা-দ্বৈপায়নী শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন আর্য্যার বিশেষণ দ্বৈপায়নী, "দ্বীপম্ অয়নং যস্যাস্তাম্।" শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী অনুমান করেন দ্বৈপায়নী অর্থে বোম্বের মুম্বা দেবী। যাহা হউক, এখানে ভাগবতবর্ণিত বলদেবের ভ্রমণ-ক্রমের সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায় ক্রমের মিল দেখিয়া সন্দেহ হয় যে চরিতামৃতে প্রদত্ত কতকগুলি স্থানের নাম ভাগবত হইতে গৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) চরিতামৃত-মতে শ্রীচৈতন্য থানা জেলার স্থর্পারক পর্য্যন্ত যাইয়া আবার দক্ষিণে আসিয়া কোলাপুর (২।৯।২৫৪) এবং কোলাপুর হইতে আবার উত্তর দিকে যাইয়া শোলাপুর জেলার পাণ্ডুপর (পাণ্ঢারপুর) আসেন, ইহা সম্ভব নহে। তারপর শ্রীচৈতন্য তাপ্তীস্নান করিয়া নর্ম্মদার তীরে আসেন (৭।৩৮২)। নর্ম্মদা পর্য্যন্ত আসার পর আবার পশ্চিম ফিরিয়া ব্রোচ্ জেলায় যাইয়া ধনুতীর্থ দেখেন।

"ঋষ্যমূখ্য পর্ব্বতে আইলা দণ্ডক অরণ্যে।"—২।৯।২৮৩

ঋষ্যমূক পর্ব্বত (Kudramukh) পশ্চিমঘাটের একটি চূড়া, আর দণ্ডক-অরণ্য খান্দেশে। তারপর—

প্রভু আসি কৈলা পম্পা সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী॥
সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥—২।৯।২৮৮-৯০

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভ্রমণ-বর্ণনায় এত গোল আছে বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—

তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম করিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥—২।৯।৪-৫[১]

মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের প্রথমে দেখি সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন (২।১০।১৯) এবং শ্রীচৈতন্যের প্রত্যাবর্ত্তন-আশায় কাশীমিশ্রের গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। এই অংশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের সপ্তমাঙ্কের প্রথমাংশের অনুবাদ।

চরিতামৃতে আছে যে কাশীমিশ্রের গৃহে প্রভু উঠিলেন।

প্রভু চতুর্ভুজমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥—২।১০।৩১

---

১ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত "Govinda's Kadchā, a black forgery" নামক গ্রন্থে Epigraphica Carnatica হইতে নিম্নলিখিত তাম্রলিপি উদ্ধার করিয়াছেন: "When the Mahamandalesvara Virapratapa Vira Achynta Deva Maharaja was ruling the kingdom of the world, Chennapa, son of Rayapa Vodeyar, the Mahaprabhu of Sigalnadu, granted to our holy guru, *Chaitanyadeva*, the two villages of the Annigehalli sthala as a guttiage." তাঁহার মতে উল্লিখিত চৈতন্যদেব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গ্রাম দুইখানি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বিজয়-নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৫০৯-১৫৩০ খ্রী.) দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অচ্যুতের রাজত্বকাল ১৫৩০-৪২ খ্রী. অ.। মহাপ্রভু লীলাসম্বরণের তিন বৎসর পূর্ব্বে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

নাটকে এইরূপ কোন কথা নাই। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে চারিটি শ্লোকে (১৩৬৪-৬৭) কাশীমিশ্রের সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু চতুর্ভুজমূর্ত্তি-দর্শনের কথা লেখেন নাই। মুরারি বা বৃন্দাবনদাসও এরূপ কথা বলেন নাই।

তারপর সার্ব্বভৌম-কর্তৃক উৎকলবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীচৈতন্যের নিকট পরিচয় করাইয়া দেওয়া চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে (২।১০।৩৯-৪৮)। ঐ অংশ নাটকের অনুবাদ।

চরিতামৃতে তৎপরে কালাকৃষ্ণদাসের বর্জ্জন বর্ণিত হইয়াছে (২।১০।৬০-৬৪)। উহা মহাকাব্যের ১৩।৫৪ শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিত। কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ ও গৌড়বাসী ভক্তবৃন্দের উল্লাস-বর্ণনা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজস্ব।

তারপর চরিতামৃতে স্বরূপ-দামোদরের, গোবিন্দের ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। উহা নাটকের (৮।১০-২৩, নি. স.) অনুবাদ মাত্র।

প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার

প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার শ্রীচৈতন্যের জীবনের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা। ইহা চরিতামৃতের মধ্যলীলার একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। দশম পরিচ্ছেদের পঞ্চম পয়ারে রাজা সার্ব্বভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার অভিলাষ জানাইয়াছেন। উহা এবং সার্ব্বভৌমের উত্তর, নাটকের সপ্তমাঙ্কের প্রথমাংশের অনুবাদ। তারপর চরিতামৃতের একাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে প্রথমে সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের নিকট রাজার অভিলাষ জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, "সন্ন্যাসীর রাজ-দর্শন বিষ ভক্ষণের তুল্য।" ঐ অংশ যে নাটকের অনুবাদ তাহা কবিরাজ গোস্বামী নাটকের শ্লোক উদ্ধার করিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সার্ব্বভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্যের উত্তর শুনিয়া রাজার দুঃখের কথা (চৈ. চ., ২।১১।৩২-৩৯) যে নাটকের অনুবাদ নাটক হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। সার্ব্বভৌম রাজাকে শ্রীচৈতন্য-দর্শনের উপায় বলিয়া দিলেন (২।১১।৪১-৪৭) ; ইহাও নাটকের অনুবাদ (নাটক, ৯।২৮-৩১, নি. স.)। তৎপরে নাটকে আছে যে শ্রীচৈতন্য রথের সময় নৃত্যানন্দ অনুভব করার পর উপবনে আসিয়া বসিলেন ; রাজা দীনবেশে তাঁহার নিকট যাইয়া চরণ-যুগল

আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্য নিমীলিতাক্ষ হইয়াই রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন—

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্মুকুন্দ-চরণাম্বুজম্
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরূপাস্যমমরোত্তমৈঃ।—৮।৫৪, নি. স.

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে এইখানেই প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার হইয়া গেল।

চরিতামৃতে এই ঘটনার সহিত আরও অনেক কথা যোগ করা হইয়াছে; যথা—নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ ও রামানন্দ রায় প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ জানাইলেন; শ্রীচৈতন্য রাজদর্শন সঙ্গত নহে বলিয়া রাজপুত্রকে দেখা দিতে সম্মত হইলেন; রাজপুত্র আসিলে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ পাইলেন—

তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।

এবং প্রতাপরুদ্র—

পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।

তারপর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য যখন 'মণিমা' বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতেছিলেন তখন রাজা "সুবর্ণমার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সম্মার্জ্জন।" "মহাপ্রভু পাইলা সুখ সে সেবা দেখিতে॥" এইরূপ-ভাবে রাজার পথ বা রথ সম্মার্জ্জন করা প্রতাপরুদ্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নহে। উড়িষ্যার প্রত্যেক রাজাকেই এরূপ করিতে হইত। "কাঞ্চিকাবেরী" গ্রন্থে আছে যে প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তম দেব বিজয়নগরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেন স্থির হয়। কিন্তু বিজয়নগরাধিপতি যখন শুনিলেন যে পুরীর রাজাকে সোণার ঝাড়ু দিয়া রথ পরিষ্কার করিতে হয়, তখন তিনি চণ্ডালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন না বলিলেন। পুরুষোত্তম দেব সেই কথায় অপমানিত বোধ করিয়া বিজয়নগর আক্রমণ করেন ও জোর করিয়া রাজকন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া আসেন। পদ্মাবতীর গর্ভে প্রতাপরুদ্রের জন্ম হয় (J. B. O. R. S., Vol. V, Pt. I, p. 147)। তারপর প্রভু নৃত্য করিতে করিতে—

প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈল॥

রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥

—চৈ. চ., ২।১৩।১৭২-৭৪

ভক্তের বর্ণনার অতিশয়োক্তির মধ্যে ভগবানের লীলা বুঝা ভার। রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণস্মৃতি হইল, অথচ আর্ত্ত-ভক্ত রাজাকে অকস্মাৎ স্পর্শ করায় তাঁহার মনে ধিক্কার জাগিল।

তারপর কবিরাজ গোস্বামী চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে উপবনে রাজার প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা লিখিয়াছেন। এ স্থানে মহাকাব্যের বর্ণনা তাঁহার উপজীব্য হইয়াছে। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—

দণ্ডবৎ ভুবি নিপত্য চ ধৃত্বা
পাদপদ্ম-যুগলং গলদশ্রুঃ।
অস্তবৎ সহজমেব মহাত্মা
রাসলাস্যমনুবর্ণ্য বিশেষম্॥
স স্তবন্নিতি তদা সমুদাসে
দোর্দ্বয়েন দৃঢ়মেব নিবধ্য।
মত্তবারণকরপ্রতিমেন
শ্রীমতা পরমকারুণিকেন॥—১৩।৮২-৮৩

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় করহ পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বুলি উচ্চ বোলে বার বার॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পঢ়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥

তারপর কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব—

তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পঢ়ে বার বার।
দুজনার অঙ্গে কম্প—নেত্রে জলধার॥—২।১৪।১০-১১

তারপর—

প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ-লীলামৃত॥
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিও ইহা নিষেধ করিল॥

মহাকাব্যের ঐ প্রসঙ্গে আছে—

তং বিহায় নিজগাদ স ভূয়ঃ
কস্ত্বমিত্যতিশয়ার্দ্রতনূকঃ।
দাস এষ জন এব তবৈত-
দ্দেহি দাস্যমিতি সোঽপি জগাদ॥

ক্বাপি নাহমভিধেয় এব ভো-
স্ত্বাদৃশেতি নিজগাদ স প্রভুঃ।
নির্ভরং প্রমুদিতো ভৃশং তথা
রুদ্রদেব উদবোচদুৎসুকঃ॥

সত্বরং তত ইতো মুদিতাত্মা
নির্যযৌ বহুল-হর্ষভারাঢ্যঃ।
ভাগ্যবদ্ভিরতিভূরিসুচেষ্টৈ-
র্দক্ষিণে সতি বিধৌ কিমলভ্যম্॥—১৩।৮৫-৮৭

কবিকর্ণপূরের এই বর্ণনায় দেখা যায় যে শেষ পর্য্যন্ত মহাপ্রভু অজ্ঞাতসারেই প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিলেন। মহাকাব্যে বা নাটকে কোথাও কবিকর্ণপূর এরূপ লেখেন নাই যে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে কোনরূপ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্তের বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার করিলেন। মুরারি আবার রাজার (৪।১৬) নিত্যানন্দ-সহ শ্রীচৈতন্যের কৃপা-প্রাপ্তির কথা লিখিয়াছেন। নিত্যানন্দ

তাঁহাকে কৃপা করিলে বৃন্দাবনদাস তাহা বর্ণনা করিতেন। যাহা হউক, মুরারি বলেন শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন (৪।১৬।২০)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারিগুপ্ত-বর্ণিত প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-লীলার বিবরণ একটুকুও গ্রহণ করেন নাই, কেবলমাত্র ঐ ষড়্ভুজমূর্ত্তি-প্রদর্শন-রূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণনাটুকু লইলেন। ঐ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের (চৈ. ভা., ৩।৫) বর্ণনারও কোন অংশ তিনি গ্রহণ করেন নাই। বৃন্দাবনদাসও প্রতাপরুদ্রকে কোনরূপ ঐশ্বর্য্য দেখানোর কথা লেখেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নীলাচল-লীলা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে গোপীনাথ আচার্য্য নীলাচলে আগত গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় দিতেছেন। এই বর্ণনা (২।১১।৬০-৯৪) নাটকের (৮।৩৩-৩৪) অনুবাদ। ঐ পরিচ্ছেদে বর্ণিত গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন (২।১১।১১২-১৪৫) নাটকের (৩।৩৮-৪১, নি. স.) ভাব লইয়া লিখিত। মুরারির দৈন্য (চৈ. চ., ২।১১।১৩৭-১৪৩) মহাকাব্যের (১৪।১০৩-১১২) ছায়া লইয়া লিখিত। হরিদাসের আগমন মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দৈন্য-বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব। তারপর ভক্তগণ-সহ শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন, নাটকের (৮।৪৭-৫০) বিবরণ লইয়া চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে।

চরিতামৃতের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা (২।১২।৬৬-১৪৭) নাটকের দশমাঙ্কের (৩০-৪০) ভাব লইয়া লিখিত। দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) কেচিত্তৎপদপঙ্কজোপরি ঘটৈঃ সিঞ্চন্তি সংতোষত
স্তৎকেঽপ্যঞ্জলিনা পিবন্তি দদতে কেচিচ্চ মূর্ধন্যপি ॥

—না., ১০।৩৬, নি. স.

হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট জল ॥
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল।

নর্ত্তিত্বা ক্ষণমেব চারুমধুরং গৌরো হরির্নর্ত্তয়াং-
চক্রেঽদ্বৈত-তনূজমেকমধুরং গোপালদাসাভিধম্।
নৃত্যন্নেব স মূর্চ্ছিতঃ সুখবশাদ্দেহান্তরং যন্নিবা-
দ্বৈতে খিদ্যতি পাণি-পদ্ম-বলনাদ্দেবঃ স তং প্রাণয়ৎ॥

চৈ. চ., অনুবাদ—

এইমত কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া॥
আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান্॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্য গোসাঞি তারে লইলা কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজস্ব—

নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জল ঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দেন সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাসবৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিলা বর্ণন॥

এই লীলা বৃন্দাবনদাস বর্ণন করেন নাই। উদ্ধৃত দুইটি অংশ পড়িয়া কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুবাদ।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের কোন্দল কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজস্ব। "আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম" প্রভৃতি নাটকের দশমাঙ্কের সূত্র লইয়া লিখিত।

মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, যাহাতে শ্রীচৈতন্যের রথাগ্রে নর্ত্তন, সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন, রাসের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যুগপৎ শ্রীচৈতন্যের "এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস"—

সভে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥

জগন্নাথ "কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত" প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা কবিরাজ গোস্বামী জনশ্রুতি হইতে লিখিয়াছেন। এরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা মুরারি, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস কিছুই জানিতেন না। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার বর্ণনার পর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের বলগণ্ডিভোগের কথা লিখিয়াছেন। ভোগের বিবিধ আহার্য্য দ্রব্যের তালিকা তাঁহার নিজস্ব। যখন মত্ত হস্তিগণও রথ টানিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন শ্রীচৈতন্য

আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া॥—২।১৪।৫৩

এইরূপ ঘটনা মুরারি, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করেন নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী বা রঘুনাথদাসও স্তবের মধ্যে এই ঘটনার কোন ইঙ্গিত করেন নাই। ভক্তগণ প্রভুকে কিরূপে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তাহার বর্ণনাও কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব।

তারপর চরিতামৃতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলকেলির কথা আছে। ঐ অংশ মহাকাব্য অবলম্বন করিয়া লিখিত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মহাকাব্য :

স্থনিপাত্য কৃপানিধিস্তদা
প্রভুমদ্বৈতমধোজলান্তরে।
তদুপর্য্যপি সালসঃ স্বয়ং
পরিসুপ্তঃ স যযৌ সনিদ্রতাম্॥—১৮।১৪

হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ শয্যা কৈল॥

আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥—২।১৪।৮৬-৮৭

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের ১১১ হইতে ২২৮ পয়ার পর্য্যন্ত হোড়া পঞ্চমীর ঘটনা-উপলক্ষে নায়িকা-ভেদের বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনা যে "উজ্জ্বলনীলমণি" হইতে লওয়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যদিও স্বরূপ-দামোদরের মুখ দিয়া ধীরা, অধীরা, ধীরা-ধীরা, মুগ্ধা, প্রগল্‌ভা, বামা প্রভৃতির লক্ষণ বলান হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত কৃষ্ণজন্ম যাত্রার বিবরণ মহাকাব্যের ১৮।৪৮-৫১ অবলম্বনে লিখিত ; যথা—

চৈ. চ. : তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে ॥

মহাকাব্য : ক্ষণমুৎক্ষিপতি ক্ষণং পদা
ক্ষিপতি ভ্রাময়তি ক্ষণস্তু তম্।
ভুজকক্ষ-তটোরুজান্বপাং
কমলাধোঽধ ইতস্ততঃ প্রভুঃ ॥—১৮।৫০

নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণের কাহিনীর সূত্র বৃন্দাবনদাস হইতে লওয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে শচীমাতার জন্য বস্ত্র-প্রসাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে

নিত্য যাই দেখি মুই তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥

এবং তিনি নীলাচলে থাকিলেও শচীর রন্ধন আবির্ভাব রূপে ভোজন করেন, এ-সব কথা চরিতামৃত ছাড়া অন্য কোন চরিতগ্রন্থে নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ-বর্ণিত অন্যান্য ঘটনা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের সংগ্রহ। ঐ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে একটি অলৌকিক ঘটনা আছে। সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্যের ভোজনের পরিমাণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥—২।১৫।২৪৫

এই অপরাধে তাঁহার বিসূচিকা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য আসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিলেন ও কহিলেন—

উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমাকে কৃপা করিবে ভগবান্‌॥
শুনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা॥

মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ঘটনা প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশমাঙ্ক হইতে গৃহীত। গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন-বর্ণনা নাটকের দশমাঙ্কের প্রথম অংশের ভাব লইয়া লিখিত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

নাটকে—"তেষামভিভাবকতয়া শিবানন্দনামা কশ্চিত্তস্যৈব ভগবতঃ পার্ষদো বর্ত্মনঃ কণ্টকায়মানানাং ঘট্টপালানাং ঘট্টদেয়াদিনিঘ্নবিঘ্ন নিবারক আচণ্ডালমপি প্রতিপাল্য নয়তি॥"

শিবানন্দ সেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সভারে বাসস্থানে॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥

শ্রীচৈতন্যের গৌড়ে আগমন

ষোড়শ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের গৌড়ে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ঘটনাও নাটক অনুসরণ করিয়া লেখা। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(ক) তুরস্করাজার বা রাজপুরুষের সাহায্যে প্রভুর উড়িষ্যা সীমানা হইতে পানিহাটী আগমন—

না. ৯।২৬-২৯ (ব. স.); চৈ. চ. ২।১৬।১৫৪-১৯৯। কবিরাজ মূল ঘটনা নাটক হইতে লইলেও কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন—

যথা—

যবন বলিল, "বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইলে।"

নাটকে এক নৌকায় প্রভু ও নৌকান্তরে তুর্কীর গমন বর্ণিত আছে। কিন্তু চরিতামৃতে আছে "দশনৌকা ভরি সৈন্য সঙ্গে নিল।"

(খ) শ্রীচৈতন্যের গঙ্গাতীর হইতে শ্রীবাসের বাড়ী যাইবার পথ প্রভুর চরণধূলি লওয়ার জন্য গর্ত্ত হইয়া গেল।

—না. ৯।৩১ ; চৈ. চ. ২।১৬।১৫৪-৫৫

(গ) হুসেন সাহ্-কর্ত্তৃক কেশব ছত্রীকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অত লোক যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা—

—না. ৯।৩৪ ; চৈ চ. ২।১।১৫৭-৬৪

গদাধর গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রভুর অনুসরণ এবং প্রভু-কর্ত্তৃক তাঁহার প্রবোধ ও শান্তিপুরে রঘুনাথদাসের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন-ঘটনা-বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব। রঘুনাথদাসের কাহিনী-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য।

চরিতামৃতের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা, প্রকাশানন্দ-কাহিনী ও বৃন্দাবন-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশানন্দ-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা পূর্ব্বেই বিচার করিয়াছি। প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার কোন বিশদ বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ব্বে কেহ লেখেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥

আবার—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে কৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে-কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥—২।১৭।৩৭-৩৯

মুরারি গুপ্ত বৃন্দাবন-যাত্রার সংক্ষিপ্ত ও বৃন্দাবন-দর্শনের অতি বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বৃন্দাবন-যাত্রা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন-যাত্রা সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত বলেন—

সোৎকণ্ঠং ধাবতস্তস্য মত্তসিংহস্য বৈ প্রভোঃ
সঙ্গিনো বলদেবাদ্যা ধাবন্তি তমনুব্রতাঃ।—৪।১।১১

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলদেবের নাম বলভদ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন। নাটকে আছে যে প্রভুর সঙ্গে—

ভিক্ষাযোগ্যাঃ কিয়ন্তো বিপ্রাঃ প্রেষিতাঃ সন্তি।

—নবমাঙ্ক ১৮, নি. স.

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥—২।১৭।১৮

মুরারির বর্ণনায় কাশীতে প্রভুর সহিত তপন মিশ্র ও তৎপুত্র রঘুনাথের (ভট্ট) মিলন, ও প্রভুর চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে স্থিতির কথা পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে প্রভু কাশীবাসিজনকে হরিভক্তরত করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দের কথা মুরারি কিছু লেখেন নাই।

মুরারির কড়চায় আছে—

ততঃ প্রয়াগমাসাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুঃ।
প্রেমানন্দ-সুধাপূর্ণো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ॥
শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্।
যমুনায়াঞ্চ সংমজ্জ্য নৃত্যন্ বারেন্দ্রলীলয়া ॥
হুঙ্কারগম্ভীরারাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ।
ব্রজন্ ক্রমাত্তমুত্তীর্য্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ ॥—৪।২।১-৩

চরিতামৃতে আছে—

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল ত্রিবেণীস্নান।
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥
এই মত তিন দিন প্রয়াগ রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মথুরা চলিতে প্রেমে যাঁহা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥

মুরারি বলেন এক ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যকে বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান দেখাইয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী এই ব্রাহ্মণের নাম বলেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়াছিলেন তাহা জানাইয়াছেন।

বৃন্দাবন-দর্শনে প্রভুর যে ভাবোন্মাদের চিত্র কবিরাজ গোস্বামী আঁকিয়াছেন তাহার কিছু উপাদান নাটক হইতে মিলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী স্বকৃত গোবিন্দলীলামৃতের তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে আরিটে প্রভু রাধাকুণ্ডবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন খবর পান নাই। তখন তিনি "দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান" (২।১৮) এবং উহাই রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড। ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি লেখা লক্ষ্মীধরের কৃত্যকল্পতরুর তীর্থবিবেচন খণ্ডে (পৃ. ১৯০) বরাহপুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া রাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য দেওয়া আছে।[1]

গোপাল বিগ্রহের বিবরণ

মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-দর্শন-বর্ণনা উপলক্ষে কবিরাজ গোস্বামী গোপাল বিগ্রহের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি তৎপূর্ব্বে চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাধবেন্দ্র পুরী-কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোপাল বিগ্রহের উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

গৌড় হৈতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোঁসাই রাখিল তাঁরে করিয়া যতন॥
সেই দুয়ে শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজ সেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল॥[2]

১ আমার পুত্র ভক্তপ্রসাদ মজুমদার তাহার "Socio-Economic History of Northern India" (1030-1194 A. D.) গ্রন্থে (৪৯০ পৃষ্ঠায়) লক্ষ্মীধরধৃত এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া আমার দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিয়াছে—রাধাকুণ্ডেতি বিখ্যাতম্ তস্মিন ক্ষেত্রে পরমং মম। তত্র স্নানম্ তু কুর্ব্বীত একরাত্রোষিত নবাঃ॥

২ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই বিবরণ দেখিয়া অনুমান করেন যে মাধবেন্দ্র পুরী বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু টাওন মহাশয় "শ্রীনাথজীকি প্রাকট্য বার্ত্তা" নামক পুথির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন—

"Vallabhacharya had entrusted Madhavendra Puri, a Tailang Brahman Sannyasi of the Madhva School, with the duty of worshipping Sri Nath on the mount of Govardhan." (Allahabad University Studies, Vol. xi, 1835).

বল্লভচারী সম্প্রদায় দাবী করেন যে শ্রীচৈতন্যের পরম গুরু মাধবেন্দ্র পুরীকে বল্লভাচার্য্যই গোপাল বা শ্রীনাথের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মাধবেন্দ্র বল্লভাচার্য্যের অনুগত ছিলেন। আর চরিতামৃতের মতে বল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের অনুগত হইয়াছিলেন। এই দুই পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্যে কোনটি সত্য বিচার করা যাউক।

ষোড়শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় একই সময়ে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া দুইটি প্রবল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। বল্লভাচার্য্য (১৪৭৯-১৫৩১ খ্রী. অ.) বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা সাত বৎসরের বড়। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই তিনি একটি বৃহৎ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠন ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের ফলে শেষ বয়সে তাঁহার ধর্ম্মমতের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ) লিখিত আছে। চরিতামৃতের এই বর্ণনা সত্য বলিয়া মনে হয়; কেন-না (১) বল্লভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী টীকায় বা "ষোড়শ গ্রন্থে" শ্রীরাধার নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু "কৃষ্ণপ্রেমামৃতে" ও "কৃষ্ণস্তবে" রাধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত "ষোড়শ গ্রন্থ" শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে লেখা; আর উক্ত স্তোত্র দুইটি শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পরে লেখা। (২) তিনি পরলোকগমনের পূর্ব্বে পুত্রদিগকে নিম্নলিখিত শিক্ষা-শ্লোক বলিয়াছেন—

মযি চেদস্তি বিশ্বাসঃ শ্রীগোপীজনবল্লভে
তদা কৃতার্থা যূয়ং হি শোচনীয়ং ন কর্হিচিৎ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

(Von Glasenapp কর্ত্তৃক Z. D. M. G. ১৯৩৪ খ্রী. অ., পৃ. ৩১১) বল্লভাচার্য্য সারাজীবন বালগোপালের উপাসনা প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু দেখিতেছি শেষ সময়ে "গোপীজনবল্লভে" আস্থা স্থাপন করিতেছেন। কিশোর-গোপাল-সম্বন্ধেই "গোপীজনবল্লভ" বিশেষণ প্রযোজ্য, বালগোপাল-সম্বন্ধে নহে। শ্রীচৈতন্য বা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রভাবেই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (৩) বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বর শ্রীরাধাকে বহুস্থানে 'স্বামিনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বোধ হয় শেষ বয়সে পিতার মত-পরিবর্ত্তন-হেতু পুত্রের লেখায় শ্রীরাধা এরূপ প্রাধান্য

পাইয়াছেন। (৪) কবিকর্ণপুর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বল্লভাচার্য্যকে গৌরাঙ্গের পরিকর বলিয়া ধরিয়াছেন এবং শুকদেব বলিয়া তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত বল্লভাচার্য্য যদি ভাগবতের সুবোধিনী টীকার রচয়িতা না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে "শুকদেব" বলার কোন অর্থ হইত না। যদুনাথ দাস "শাখানির্ণয়ামৃতে" বল্লভাচার্য্যকে গদাধর-শাখাভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিবরণের সহিত চরিতামৃতের মিল আছে। শ্রীজীবের "বৈষ্ণব-বন্দনায়" বল্লভাচার্য্যের বন্দনা আছে। পরে যখন শ্রীনাথের বিগ্রহ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হয়ত গৌড়ীয় সম্প্রদায় তাঁহার নাম গৌরগণের মধ্যে উল্লেখ করিতে অস্বীকার করেন। তজ্জন্যই দেবকীনন্দনের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় ইঁহার নাম দেওয়া হয় নাই। কিন্তু দেবকীনন্দনের বৃহৎবৈষ্ণব-বন্দনার পুথিতে বল্লভাচার্য্যের নাম আছে।

যখন শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন তখন—

অন্নকূট নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥

এই সময়ে গৌড়ীয়া ব্রাহ্মণই গোপালের সেবাধিকারী ছিলেন কি না জানা যায় না। গোপাল তখন ম্লেচ্ছভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গাঁঠুলি গ্রামে দর্শন করেন। শ্রীরূপের যখন বৃদ্ধবয়স, তখন তাঁহার গোপালদর্শনের ইচ্ছা হইল। তখন—

ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে।
এক মাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে ॥
তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈলা মথুরা রহিঞা ॥

শ্রীরূপের সঙ্গে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস, রঘুনাথ ভট্ট, লোকনাথ, ভূগর্ভ, শ্রীজীব, যাদব আচার্য্য, গোবিন্দ গোসাঞি, উদ্ধবদাস, মাধব, গোপালদাস, নারায়ণদাস, গোবিন্দ ভক্ত, বাণী কৃষ্ণদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, লঘু হরিদাস প্রভৃতি গোপাল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন (চরিতামৃত, ২।১৮।৪১-৪৮)।

এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, মাধবেন্দ্র পুরী দুই গৌড়ীয়াকে যে

গোপালের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়া বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠলেশ্বরের আয়ত্তে আসিলেন। এক সম্প্রদায়ের সেবিত বিগ্রহ অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত হইল কি করিয়া? শ্রীরূপ যদি কেবল মাত্র গোপাল দর্শন করিতে যাইবেন তবে অত লোক সঙ্গে করিয়া গেলেন কেন? আর শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন করিতে যাওয়া এমনই কি প্রধান ঘটনা যাহা লিখিতে যাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সঙ্গীদের নামের তালিকা দিলেন।

এই-সব প্রশ্নের আংশিক সমাধান হয় বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ "শ্রীপুষ্টিমার্গীয় শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভূনকে নিজসেবক চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্ত্তা" হইতে। এই গ্রন্থখানি কাল হিসাবে হিন্দী গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় বই বলিয়া গণ্য। এখন যে হিন্দী অপ্রচলিত, সেই ভাষায় লিখিত। শ্রীনাথজী কি করিয়া বাঙ্গালীর অধিকার হইতে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের হাতে আসিলেন তাহার বিবরণ ঐ গ্রন্থে আছে। শ্রীনাথজী গোপালেরই নামান্তর, কেন-না ঐ গ্রন্থে আছে যে মানসিংহ গোপালপুরে গোবর্দ্ধননাথজীর দর্শন করিতে যায়েন—অনেক স্থলে গোবর্দ্ধননাথজীকে সংক্ষেপে শ্রীনাথজী বলা হইয়াছে (পৃ. ৩২৬-৩৩১)। ঐ গ্রন্থের বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল। শ্রীনাথজীর সেবা প্রথমে বাঙ্গালী করিত (ঔর প্রথম সেবা শ্রীনাথজীকী বংগালী কর্‌তে)। যাহা কিছু ভেট আসিত সমস্তই খরচ হইয়া যাইত।

একদিন আচার্য্যজী মহাপ্রভু (বল্লভাচার্য্য) কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দেন যে তুমি গোবর্দ্ধনে থাকিয়া সেবা টহল কর। এইরূপে কৃষ্ণদাস অধিকারী হইলেন। একদিন অবধূত দাস নামক মহাপুরুষ কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, "শ্রীনাথজীর বৈভব বাড়াইতে হইবে।" "তুম্ বংগালীন্‌কো দূর কেঁভা নেহী কর্‌ত? শ্রীনাথজী আমাকে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী তাঁহাকে খুব কষ্ট দেয়।" কৃষ্ণদাস বলিলেন, "শ্রীগোঁসাইজীর (বিট্‌ঠলেশ্বর) বিনা আজ্ঞায় কিরূপে বাঙ্গালীকে তাড়াই?" অবধূত দাস তাঁহাকে অডেল যাইয়া আজ্ঞা লইয়া আসিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস অডেল যাইয়া গোঁসাইজীকে বলিলেন—

"বাঙ্গালীরা বড়ই মাথা উঠাইয়াছে। শ্রীনাথজীর যাহা ভেট আসে সব লইয়া যাইয়া নিজের গুরুকে দেয় (বাংগালীনে বহুত্ মাথৌ উঠায়ৌ হৈ, জে ভেট আবত হৈ সো লেজতে হৈঁ, সো সব অপনে গুরুনকো দেত হৈ)।" গোঁসাইজী এই কথার সমর্থন করিলেন, কিন্তু বলিলেন যে আচার্য্যজী মহাপ্রভু যখন বাঙ্গালীকে রাখিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে তাড়ান যায় কি করিয়া।

কৃষ্ণদাস অধিকারী বলিলেন, "আপনি টোডরমল্ল ও বীরবলের নামে দুইখানি চিঠি দিন, আমি সব ঠিক করিয়া লইব।" কৃষ্ণদাস বিট্‌ঠলেশ্বরের পত্র লইয়া ঐ দুই প্রভাবশালী রাজপুরুষের সহিত আগ্রায় দেখা করিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কৃষ্ণদাস শ্রীনাথজীর মন্দিরে আসিলেন। রুদ্রকুণ্ডের উপর বাঙ্গালীরা কুটীর বাঁধিয়া থাকিতেন, তিনি উহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। খুব সোরগোল হইল। বাঙ্গালীরা সেবা ছাড়িয়া পর্ব্বতের নীচে আসিলেন। তখন কৃষ্ণদাস পর্ব্বতের উপর নিজের লোক পাঠাইয়া দিলেন। বাঙ্গালীরা যখন দেখিলেন যে কৃষ্ণদাস কুটীরে আগুন লাগাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণদাসের সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণদাস তাঁহাদিগকে দুই-চার লাঠি মারিলেন, বাঙ্গালীরা সেখান হইতে পলাইয়া মথুরায় আসিয়া রূপসনাতনকে সব কথা বলিলেন (সো বে বাংগালী সব রুদ্রকুণ্ড উপর রহতে, উহাঁ উনকী ঝোঁপরী হুতী। সো কৃষ্ণদাসনে জরায় দীনী তব সোর ভয়েউ তব বাংগালী সেবা ছোড়কে পর্ব্বতকে নীচে আইয়। তব কৃষ্ণদাসনে পর্ব্বত উপর আপনে মনুষ্য পাঠায় দীয়ে, তব বাংগালী দেখেঁ তৌ কৃষ্ণদাসনে ঝোপরীমেঁ আগ লগায় দীনী হৈ, তব সব বাংগালী কৃষ্ণদাসসোঁ শরণ লাগৈ। তব কৃষ্ণদাসনে দ্বৈ দ্বৈ চার চার লাঠি সবনকে দীনী। তব বে বাংগালী তাহাঁসে ভাজো সো মথুরা আয়ে তব রূপসনাতনকে পাস আয়কেঁ সব বাত কহী)।

কৃষ্ণদাসও রূপসনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপসনাতন বলিলেন, "তুমি শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মারিলে!"

কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি ত শূদ্র; তোমরাও ত অগ্নিহোত্রী নহ। তোমরাও ত কায়স্থ।" সনাতন বলিলেন, "এই কথা বাদশাহ শুনিলে কি জবাব দিবে?" কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি যাহা হয় জবাব দিব, কিন্তু তুমি যে কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণদের প্রণাম লও, তোমারও জবাব দেওয়া মুস্কিল হইবে।" এই কথা শুনিয়া সনাতন চুপ করিয়া গেলেন। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণী-নামক ভাগবতের টীকায় শ্রীরূপ-সনাতনকে ব্রাহ্মণ-বংশজাত বলিয়াছেন। রূপসনাতন কায়স্থ নহেন। বল্লভাচারী সম্প্রদায় নিজেদের অত্যাচারের সমর্থনকল্পে সনাতনকে কায়স্থ বলিয়াছেন।

যাহা হউক, বাঙ্গালীরা মথুরার হাকিমের নিকট নালিশ করিলেন।

হাকিমের কাছে কৃষ্ণদাস বলিলেন, "এরা আমার চাকর ছিল। সেবা ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিয়াছে, তখন আর সেবা পাইতে পারে না। এদের কুটীর যদি আগুনে পুড়িয়াই যাইত, আমি নূতন কুটীর বানাইয়া দিতাম। কুটীর রক্ষার জন্য সেবা ছাড়িয়া ইহারা চলিয়া আসিল কেন?" হাকিম বোধ হয় টোডরমল্ল ও বীরবলের নিকট হইতে আগেই ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি কৃষ্ণদাসের এবংবিধ অন্যায়ের কোন প্রতীকার করিলেন না।

কৃষ্ণদাস গোঁসাইজীকে সব বিবরণ লিখিয়া প্রার্থনা জানাইলেন যে তিনি একবার আসিলে ভাল হয়। গোঁসাইজী শ্রীনাথজীর মন্দিরে আসিলেন। বাঙ্গালীরা যাইয়া তাঁহার নিকট নালিশ করিলেন। তিনিও কৃষ্ণদাসের ন্যায় জবাব দিলেন। তখন বাঙ্গালীরা বলিলেন, "মহারাজ অব হম খায়ঙ্গে ক্যা?" গোঁসাইজী তখন তাঁহাদিগকে মদনমোহনের সেবা সমর্পণ করিলেন। বাঙ্গালীরা সেই হইতে গোবর্দ্ধনবাস ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীনাথের সেবায় গুজরাতী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইল (পৃ. ৩৪৩-৩৫০, কল্যাণ, বোম্বে লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণ)।

বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কৃষ্ণদাস ছল-চাতুরী, মিথ্যাকথা ও অবৈধ বলপ্রয়োগের দ্বারা বাঙ্গালীকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণের সহিত এই বিবরণ মিলাইয়া পড়িলে মনে হয় শ্রীরূপের সঙ্গিদল-সহ গোপাল-দর্শনে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মথুরার হাকিমের নিকট নালিশ করিতে যাওয়া।

Von Glasenapp বলেন যে শ্রীচৈতন্য ও বল্লভ-সম্প্রদায়ীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের নিকট হইতে বিট্‌ঠলেশ্বর যখন প্রসিদ্ধ শ্রীনাথ-বিগ্রহ কাড়িয়া লইয়া নিজের পূর্ণ অধিকারে আনিলেন এবং ঐ বিগ্রহ গোবর্দ্ধন হইতে মথুরায় স্থানান্তরিত করিলেন তখন হইতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের সকল ঘটনাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজস্ব সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "পাঠান রাজকুমার বিজুলি খাঁ" নামক প্রবন্ধে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি ঘটনা যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১] তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাজীদলন

১ প্রমথ চৌধুরী, "নানা চর্চ্চা", পৃ. ১১১-১২৭। তাঁহার মতে বিজুলি খাঁ কালিঞ্জর দুর্গাধিপতি বিহার খান্ আফগানের পালিত পুত্র।

এবং শ্রীচৈতন্যের গৌড়ে আগমনে নৌকা-প্রদানকারী তুর্কী রাজপুরুষের প্রতি কৃপা বর্ণনার ন্যায়, এ স্থানেও শ্রীচৈতন্যের দ্বারা মুসলমান শাস্ত্র খণ্ড খণ্ড করাইয়াছেন ও এক পীরের দ্বারা বলাইয়াছেন—

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হইতে।
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥—২।১৮।১৯২

চরিতামৃতের উনবিংশ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের বিষয়-ত্যাগ ও বৃন্দাবন-গমন বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বিবরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য; কেন-না কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিষয়বস্তু সমস্ত শ্রীরূপকে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত সূত্রগুলির কেবলমাত্র পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

সনাতন-শিক্ষা

বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের মূলঘটনা সনাতন-শিক্ষা। এই কয়টি অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন—যাহা সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে এবং শ্রীজীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। বিংশ পরিচ্ছেদের শেষে (২।২০।২৬৯-৩৩৪) শ্রীরূপ-কৃত লঘু-ভাগবতামৃতের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী একবিংশ পরিচ্ছেদে বৃহদ্ভাগবতামৃতের অনেক কথা লইয়াছেন। কৃষ্ণ-ব্রহ্মা সংবাদটি ঐ গ্রন্থেই বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সংক্ষিপ্তসার। চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদে পুনরায় "আত্মারাম" শ্লোকের ব্যাখ্যা। এ বারে একষট্টি প্রকার। যদি সনাতন এরূপ ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যের নিকট শুনিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজে ভাগবতের টীকায় ঐরূপ ভাবের ব্যাখ্যা করিতেন বা শ্রীজীবের দ্বারা করাইতেন।

"আত্মারাম" শ্লোক ব্যাখ্যা করার পর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের দ্বারা সনাতনকে বৈষ্ণব স্মৃতি লেখার উপদেশ দেওয়াইয়াছেন। উনিশ

হইতে পঁচিশ পরিচ্ছেদের উপাদান কি করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি যে বইয়ের সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সেই বইয়ের মুখ্য মুখ্য কথা তিনি শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। যেমন হরিভক্তিবিলাসখানি হাতে লইয়া তিনি তাহার সূচীপত্র তৈয়ার করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা ঐ সূচীপত্র বলাইয়া সনাতনকে আদেশ করা হইল "এই ভাবে বই কর।" যথা—

(ক) চরিতামৃতে—

তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।
সর্ব্ব কারণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ ॥—২।২৪।২৪১

হরিভক্তি বিলাস—

আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ।—১।৪

(খ) চৈ. চ.—গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষা।
সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র বিচারণ ॥

হ. ভ. বি.—গুরুঃ শিষ্যঃ পরীক্ষাদির্ভগবান্ মন্ত্রস্য চ।
সেব্য ভগবান (১।৫৫-৭৪)
সবমন্ত্র বিচারণ (১।৭৫-৮৯) ॥

(গ) চৈ. চ.—মন্ত্র-অধিকার মন্ত্রশুদ্ধাদি শোধন।

হ. ভ. বি.—মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধ্যাদিশোধনং মন্ত্রসংশ্রিয়া।

(ঘ) চৈ. চ.—দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতিকৃত্য, শৌচ, আচমন।

হ. ভ. বি.—দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা।
প্রাতঃকৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনম্ ॥
নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ।

(ঙ) চৈ. চ.—দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা, উর্দ্ধপুণ্ড, চক্রাদি ধারণ ॥

হ. ভ. বি.—মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনম্।
স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদিসংক্রিয়া ॥

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে পুনরায় প্রকাশানন্দ-কাহিনী। এই পরিচ্ছেদে যে বিচার আছে, তাহা মূলতঃ শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্বসন্দর্ভ হইতে লওয়া। এখানেও শ্রীচৈতন্যের দ্বারা কবিরাজ গোস্বামী আবার "আত্মারাম" শ্লোকের ব্যাখ্যা করাইয়াছেন।

অন্ত্যলীলার বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় প্রধানতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর কয়েকটি স্তবে যে সামান্য উপকরণ গ্রন্থকার পাইয়াছিলেন, তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের অপূর্ব্ব আলেখ্য আঁকিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের বিরহ ভাবের যে সামান্য চিত্র আমরা মুরারি, কবিকর্ণপূর, প্রবোধানন্দ ও বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থে পাই, তাহার সহিত এই আলেখ্যের কোন মূলগত বিরোধ নাই —অথচ অন্য কোন চরিতকার কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় সজীব চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন নাই। চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা রসিক জনের চিত্তহারী, কবিগণের কল্পলোক ও সাধক-ভক্তের কণ্ঠহার।

প্রথম পরিচ্ছেদে শিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্তের নীলাচলে আগমন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটকের আস্বাদন বর্ণিত হইয়াছে। শিবানন্দের কুকুরের প্রসঙ্গটি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১০।৩) হইতে গৃহীত হইয়াছে (চৈ. চ ৩।১।১২-২৮)। নাটকে আছে, "মন্যে তেনৈব শরীরেণ রূপান্তরং লব্ধা লোকান্তরং প্রাপ্তঃ।"

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

আর দিন কেহো তার দেখা না পাইল।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুকুর বৈকুণ্ঠেতে গেল॥

বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের রচনা-কাল

শ্রীরূপ গোস্বামীর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আগমন ও তাঁহার "বিদগ্ধ-মাধব" ও "ললিতমাধবের" আলোচনা-বর্ণন কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব। এই আলোচনাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত নাটকদ্বয়ের রচনা-কাল লইয়া কিছু গোল বাধে। শ্রীরূপ কোন্ সময়ে নীলাচলে আসিয়াছিলেন

তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠিক করিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু পরে, অর্থাৎ ১৪৩৭ শকের কিছু পরে, শ্রীরূপ পুরীতে আসিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করার কারণ এই যে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ বলিতেছেন—

আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥—৩।১।৪৭-৪৭

অনুপমের গৌড়দেশে আসিয়া গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছিল। সেইজন্য শ্রীরূপের "অনুপম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হইল।" ধরা যাউক ১৪৩৮ শকে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়াছিলেন। ১৪৩৬ শকের চৈত্র মাসে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই পরিচ্ছেদে বিদগ্ধমাধবের প্রথমাঙ্কের ১, ২, ১৩, ১৫, ৩৩, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৮, ৬০—এই এগারটি, দ্বিতীয় অঙ্কের ১৬, ১৯, ২৬, ৩০, ৪৮, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬৯, ৭০, ৭৮—এই এগারটি, তৃতীয় অঙ্কের ২ ও ১৩, চতুর্থ অঙ্কের ৯ এবং পঞ্চম অঙ্কের ৪, ১০, ৩১—একুনে ২৮টি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কাব্যের শ্লোক হইলে, যখন তখন যেটি সেটি লিখিয়া পরে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া দিলেও চলে, কিন্তু নাটকে ঘটনার ক্রমবিকাশ-অনুসারে পাত্রপাত্রীর উক্তি লিখিতে হয়। সেই জন্য কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় ১৪৩৮ শকে বিদগ্ধমাধব-রচনা শেষ হইয়াছিল, তাহা না হইলে পঞ্চম অঙ্কের পর্য্যন্ত শ্লোকের বিচার ১৪৩৮ শকে কিরূপে হইবে? কিন্তু বিদগ্ধমাধব নাটকের শেষে আছে—

নন্দসিন্ধুরবাণেন্দু-সংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥

নন্দ ৯, সিন্ধুর ৮, বাণ ৫, ইন্দু ১ = ১৫৮৯ সম্বৎ = ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

এই শ্লোকটি অনুলিপির কালবাচক হইতে পারে না, কেন-না ইহাতে "গোকুলে কৃতম্" উক্তি আছে; আর ইহার অর্থ প্রাচীন টীকাতে করা হইয়াছে। বিদগ্ধমাধব শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরেই লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে তিরোহিত হয়েন; তাহার কয়েক মাস পরেই এই গ্রন্থ যে রচিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত সূত্রধারের উক্তি হইতে পাওয়া যায়; যথা—

"তদিদানীমেতস্য ভক্তবৃন্দস্য মুকুন্দ-বিশ্লেষোদ্দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কমপি তস্যৈব কেলিসুধাকল্লোলিনীমুল্লাসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা।"

শ্রীচৈতন্যের সহিত কৃষ্ণের অভিন্নত্ব সকল ভক্তই স্বীকার করিতেন; শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ভক্তগণের মুকুন্দবিচ্ছেদের উদ্দীপনা হইয়াছিল; তাই শ্রীকৃষ্ণলীলা শুনাইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ-বিধানের জন্য শ্রীরূপগোস্বামী এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকীয় বাক্যভঙ্গির দ্বারা শ্রীরূপগোস্বামী এখানে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবে ক্লিষ্ট ভক্তগণের অবস্থার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়।

যদি ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৪৫৫ শকে বিদগ্ধমাধব-রচনা শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১৪৩৮ শকে রামানন্দের সহিত ইহার আলোচনা কিরূপে হইতে পারে? কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিতে হইলে বলিতে হয় যে ১৪৩৮ শকে বিদগ্ধমাধবের বিভিন্ন অঙ্কের ২৮টি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীরূপ তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সতের বৎসর পরে ঐ নাটক তিনি শেষ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা হইতে পারে না, কেন-না নাটকের পঞ্চম অঙ্কের পর্য্যন্ত শ্লোক লইয়া রামানন্দ রায় আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, হরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার যেমন কবিরাজ গোস্বামী সুকৌশলে শ্রীচৈতন্য-সনাতন-সংবাদে দিয়াছেন, এখানে তেমনি তিনি বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের সহিত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে ও নিজের গ্রন্থকে গোস্বামি-শাস্ত্রের মঞ্জুষাস্বরূপ করার জন্য ঐরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কের ১, ৪, ২০, ৬৯, ৫০, ১০২, ১০৬—এই সাতটি, দ্বিতীয় অঙ্কের ২২ ও ২৩ এবং চতুর্থ অঙ্কের ২৭ সংখ্যক শ্লোক—একুনে ১০টি শ্লোক আলোচ্য পরিচ্ছেদে ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ললিতমাধব নাটক বিদগ্ধ-মাধবের চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়; যথা—

নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।

দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্ ॥

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ললিতমাধবের টীকাকার লিখিয়াছেন যে শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য "ললিতমাধব" নাটক আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এ উক্তি ঠিক নহে, কেন-না উজ্জ্বলনীলমণিতে ললিত-মাধবের নাম করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে তিনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে ॥—৩।১।৬১

এই উক্তির সহিত ললিতমাধব-বর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। কেন-না ঐ নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে বৃন্দাবনে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় অঙ্কের প্রথমেই পৌর্ণমাসির উক্তি হইতে জানা যায় যে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন (৩৩)। তৃতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার বিরহ বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সাতটি অঙ্কের ঘটনা ব্রজের বাহিরে ঘটে। কবিরাজ গোস্বামিকথিত শ্রীচৈতন্যের উক্তির সহিত ললিতমাধব নাটকের ঘটনার সামঞ্জস্য করিবার জন্য উক্ত পয়ারের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার পুরলীলা-সম্বন্ধীয় (ললিতমাধব) নাটকে গত দ্বাপরের পুরলীলা বর্ণনা করেন নাই; অন্য এক কালের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই কল্পে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া স্বয়ং চন্দ্রাবলী রুক্মিণীরূপে, স্বয়ং শ্রীরাধাই সত্যভামারূপে এবং ষোলহাজার গোপসুন্দরীই ষোলহাজার দ্বারকা-লীলার পরিকর হইয়াছিলেন। এই পুরলীলাটি যদি ব্রজলীলার সঙ্গে একই নাটকে গ্রথিত হইত, তাহা হইলে সাধারণ পাঠক ইহাকে প্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় নাটক বুঝিতে পারিলেও হয়ত মনে করিত যে প্রত্যেক প্রকট লীলায়ই বুঝি স্বয়ং শ্রীরাধিকা সত্যভামা, স্বয়ং চন্দ্রাবলী রুক্মিণী ইত্যাদি হইয়া দ্বারকা-লীলা করিয়া থাকেন।" ভাল কথা, কিন্তু ললিতমাধবের প্রথম দুই অঙ্কে যে

ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোন্ কল্পের লীলা, প্রকট কি অপ্রকট লীলা, সে সম্বন্ধে নাথ মহাশয় নীরব কেন?

অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নকুল ব্রহ্মচারীর ও ছোট হরিদাসের কাহিনী আছে। নকুল ব্রহ্মচারীর বিবরণ নাটক (৯।৭, নি. স.) হইতে গৃহীত। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করার কাহিনী কবিরাজ গোস্বামীর নিজের সংগ্রহ।

হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী

তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরিদাস ঠাকুরের কথা আছে। এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনদাস যাহা না করেন বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্ত জন॥

তিনি ৩।৩।৯৬-১৩৫ পর্য্যন্ত পয়ারে লিখিয়াছেন যে এক বেশ্যা হরিদাস ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। হরিদাস ঠাকুর এক মাসে কোটিনাম-গ্রহণ যজ্ঞ করিতেন। বেশ্যা বসিয়া বসিয়া শুনিত। হরিদাস প্রথম দিনের পর বলিলেন—

কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হৈবে তোমার মন॥

এইরূপ তিন দিন ঘটিল। শেষে বেশ্যা নাম-শ্রবণের গুণে বৈষ্ণবী হইল।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান ত॥—৩।৩।১৩৪

ইহার পূর্ব্ব অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে মাধবী দেবী

বৃদ্ধ তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে রাধাঠাকুরাণীর গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিন জন॥

স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী আর তাঁর ভগিনী অর্দ্ধ জন ॥—৩।২।১০৩-৫

ছোট হরিদাস এহেন মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে "ওবাইয়া চাউল এক মণ" আনার জন্য প্রভু-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। প্রভু বলিয়াছিলেন যে কাষ্ঠের নারী পুতুলও মুনির মন হরণ করে (৩।২।১১৭)। কিন্তু যে যে "বড় বড় বৈষ্ণব" হরিদাসের কৃপা-প্রাপ্তা পূর্ব্বতন বেশ্যাকে দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদের কি কেহ বর্জ্জন করেন নাই ?

যাহা হউক, কবিরাজ গোস্বামী ২১৪ হইতে ২৩৯ পয়ারে বেশ্যারূপিণী মায়ার কাহিনী বলিয়াছেন। ঐ বেশ্যাও (প্রকৃতপক্ষে মায়া) হরিদাসের মুখে হরিনাম শুনেন—

এই মত তিনদিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥—৩।৩।২৩২

পরে তিনি হরিদাসকে বলিলেন যে তিনি মায়া। বোধ হয় পূর্ব্বলিখিত বেশ্যার কাহিনীই পরে রূপান্তরিত হইয়া এই মায়ার কাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল ; তাহা না হইলে দুইটি গল্পের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইটি কাহিনীই শুনিয়াছিলেন এবং দুইটিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই পরিচ্ছেদে হরিদাস-শ্রীচৈতন্য-সংবাদে হরিদাস তথাকথিত নৃসিংহ-পুরাণের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক তুলিয়া বলিয়াছেন যে, যে-হেতু মুসলমানগণ বার বার "হারাম, হারাম" বলে, সেইজন্য রামনামের আভাসের মাহাত্ম্যে তাহারা উদ্ধার পাইবে।

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

এই শ্লোক অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নৃসিংহপুরাণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সরল-বিশ্বাসী কবিরাজ গোস্বামী এরূপ শ্লোককেও শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন।

বল্লভ ভট্টের বিবরণ

সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ ভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় বার মিলনের কথা আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে বল্লভ ভট্ট শ্রীধরস্বামীর[১] টীকা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলায়—

প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥

কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীধরের কয়েকটি প্রধান প্রধান মত যে মানেন নাই তাহার প্রমাণ দিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।১০।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন, "স্বরূপেণ রক্ষতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ।" শ্রীজীব বলেন, "মুক্তিরিতি স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপসাক্ষাৎকার উচ্যতে। স্বরূপং চাত্র মুখ্যং পরমাত্মলক্ষণমেব। রশ্মিপরমাণূনাং সূর্য্য ইব স এব হি জীবানাং পরমোহংশিস্বরূপঃ।" ভাগবতের ৩.২৫।৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও শ্রীধর ও শ্রীজীবে এইরূপ পার্থক্য। ভাগবতের ১।২।৩৪-৩৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন, "জ্ঞানং ভক্তিযোগাদ্ভবতি"; শ্রীজীব বলেন, "ভক্তিযোগঃ কীর্ত্তন-স্মরণাদিরূপঃ। তৎসমন্বিতং তেন সমবেতং যজ্‌জ্ঞানং ভাগবতং তদপি তদধীনং তদব্যভিচারিফলমিত্যর্থঃ॥" শ্রীবিগ্রহ-পূজা-সম্বন্ধে শ্রীধর ভাগবতের ৩।২৯।২০র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং" তাবৎকাল মাত্রেই বিগ্রহ-পূজা বিধেয়। শ্রীজীব বলেন কখনও কোন অবস্থায় বিগ্রহ-পূজা ত্যাগ করিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৭।৫২র ব্যাখ্যায় শ্রীধর ভগবানের লীলাকে "মায়াশ্রয়া" বলেন; কিন্তু শ্রীজীব বলেন, "মায়াময়ং তদ্বৈভবং বিরাড়্‌রূপমপি বর্ণয়েত্যমাহু।" এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং "স্বামী না মানিলে তারে বেশ্যামধ্যে গণি" বাক্য শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া স্বীকার করা গেল না।

১ হেমাদ্রি শ্রীধর স্বামীর মত বোপদেব-কৃত "মুক্তাফলের" টীকা লিখিতে যাইয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি দেবগিরির যাদব-বংশীয় মহারাজা মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন ও খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সুতরাং শ্রীধরের কাল অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর কোথাও মাধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক বা রামানুজের নাম উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু ১।৭।৬ ও ৩।১২।২ টীকায় বিষ্ণুস্বামীর মত উদ্ধার করিয়াছেন।

চরিতামৃতে প্রদত্ত বল্লভ ভট্ট-কাহিনীর শেষে আছে যে—

বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য উপাসনা।
বালগোপাল মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর গোপাল উপসনায় মন হৈল॥
পণ্ডিতের ঠাঁঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥—৩।৭।১৩২-৪

তারপর বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন এবং গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন।

গদাধর পণ্ডিতের নিকট বল্লভ ভট্ট যে মন্ত্র লইলেন একথা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা নিজগণ॥

এই ঘটনার মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

প্রভুর সমুদ্রপতন-লীলা

কবিরাজ গোস্বামী অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর সমুদ্র-পতন, এক ধীবর-কর্ত্তৃক তাঁহার ভাববিকৃত দেহ সমুদ্র হইতে উত্তোলন ও প্রভু-কর্ত্তৃক জলকেলির প্রলাপ-বর্ণন লিখিয়াছেন। অনুরূপ কোন লীলা রঘুনাথদাস গোস্বামী বর্ণনা করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামি-বর্ণিত লীলার প্রমাণ-স্বরূপ ৩।১৪ পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুর চতুর্থ ও অষ্টম শ্লোক, ৩।১৫ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ১৬ শ্লোক ও স্বকৃত গোবিন্দলীলামৃতের তিনটি শ্লোক, ৩।১৬ পরিচ্ছেদে কেবল মাত্র গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক, ৩।১৭ পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুর পঞ্চম শ্লোক, ৩।১৯ পরিচ্ছেদে উক্ত স্তবকল্প-তরুর ষষ্ঠ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ৩।১৯।৭৩-৯৬ বর্ণিত লীলা নবম শ্লোক-অবলম্বনে লিখিয়াছেন। মাঝখানে ৩।১৮ পরিচ্ছেদে সমুদ্রপতন-লীলা লিখিতে যাইয়া তিনি কোন প্রমাণ উদ্ধার করেন নাই। অন্য কোন গ্রন্থেও সমুদ্রপতন-লীলা নাই। বৃন্দাবনদাস (৩।১১।৫১৫-৫১৬) লিখিয়াছেন—

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া॥
দেখিয়া অদ্বৈত আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সভে শিরে হাত দিয়া॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেই ক্ষণ কূপ হইল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥

শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদ বর্ণনা করিতে যাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের লেখা গোবিন্দলীলামৃতের বহু শ্লোক শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন; যথা—

(ক) কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ॥
সেই শ্লোক পঢ়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ॥—৩৷১৫৷১১-১২

তৎপরে গোবিন্দলীলামৃতের ৮৷৩ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে—

(খ) বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পঢ়িতে লাগিলা॥—৩৷১৫৷৫৫

তৎপরে গোবিন্দলীলামৃতের ৮৷৪ শ্লোক ধৃত হইয়াছে। আবার ৩৷১৫ পয়ারের পর গোবিন্দলীলামৃতের ৮৷৭ শ্লোক ও ৩৷১৬৷১১০ পয়ারের পর ৮৷৮ শ্লোক শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী নিজের কাব্যের অষ্টম সর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোক ত্রিপদী ছন্দে ব্যাখ্যা করিয়া চরিতামৃতের প্রথমেই লিখিত "শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া যে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন" তাহা প্রমাণ করিলেন। ইহার ফলে কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে।

অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক প্রদত্ত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে যে আটটি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী "শ্রীশ্রীভগবতঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কয়টি একত্র করিয়া এই পরিচ্ছেদে ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চরিতামৃতের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে শ্রীচৈতন্য কোন একসময়ে বসিয়া স্বরূপ ও রামানন্দকে এই-সব শ্লোক বলিয়াছিলেন। শিক্ষাষ্টকের সব

কয়টি শ্লোক একভাবের নয়; সুতরাং এক সময়ে সব কয়টি রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

চরিতামৃত-বিচারের সার-নিষ্কর্ষণ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যুগপৎ উচ্চশ্রেণীর কবি ও দার্শনিক। দার্শনিকরূপে তিনি শ্রীচৈতন্যের নিত্যলীলায় বিশ্বাস করিতেন। শ্রীরূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব নাটকে ও দানকেলিকৌমুদীতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের এমন অনেক লীলা লিখিয়াছেন যাহা কোন পুরাণে নাই, তথাপি সেগুলি ভক্ত ও রসিক-জনের হৃৎকর্ণরসায়ন, তেমনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবি ও দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া শ্রীচৈতন্যের এমন অনেক লীলা লিখিয়াছেন যাহা শ্রীচৈতন্যের প্রকট লীলায় ঘটে নাই; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় পরমভক্তের হৃদয়ে উহা স্ফুরিত হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে উহা অপ্রকট লীলায় সত্য। এইভাবেই বৈষ্ণবগণ এতাবৎ কাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে আস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি গবেষকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐতিহাসিকতার বিচার করিতে বসিয়া বলিতেছেন, "চৈতন্যচরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার, সব দিক্ দিয়া চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ।" "কৃষ্ণ-দাস যখন ইচ্ছা করিয়াই বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা হইতে স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন তখন মনে হয় যে, কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাটাই সত্য" (বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস)। এইরূপ উক্তি দেখিয়া সত্য সত্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যে কত দূর তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

এই বিচারে দেখা গেল কৃষ্ণদাস কবিরাজের অলৌকিক ঘটনা-বর্ণনার প্রতি ঝোঁক অত্যন্ত বেশী। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিতে করিতে সহসা তাহার আনুগত্য ছাড়িয়া অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন; যথা—আদিলীলায় আম্রভক্ষণ-লীলা, মধ্যলীলায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাথা কাটা যাওয়া ও পুনরুজ্জীবন, কাশীমিশ্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বা ঐশ্বর্য্য দেখানো, রথাগ্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে এক কালে সাতটি সম্প্রদায়ে উপস্থিতি, যে রথ মত্ত হস্তী টানিতে পারিত না তাহা শ্রীচৈতন্য-কর্ত্তৃক চালানো, আবির্ভাবরূপে শচীর অন্ন খাওয়া, কৃষ্ণনাম কহিয়া অমোঘের বিসূচিকা আরাম করা, বৃন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে বাঘ-হরিণকে একসঙ্গে হরিনাম বলানো;

অন্ত্যলীলায় ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের এক একখানি হাত দেড় গজ দীর্ঘ হওয়া, তিন দ্বারে কপাট লাগানো থাকা সত্ত্বেও প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া প্রভৃতি। দিগ্বিজয়ি-পরাভব, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের সহিত বিচার ও তাঁহাদিগকে পরাভব করার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত দুর্ব্বল। এইগুলি ছাড়া আদি ও মধ্য-লীলায় বর্ণিত ঘটনা-সমূহের মধ্যে অতি অল্প অংশই কবিরাজ গোস্বামীর মৌলিক অনুসন্ধানের ফল।

তাঁহার বর্ণনায় অতিশয়োক্তির প্রতি আগ্রহও বেশী। শ্রীচৈতন্যকে তিনি নম্র ও বিনীতভাবে আঁকিতে যাইয়া কাহারও কাহারও মনে এমন ভাব জাগাইয়াছেন যেন রামানন্দের নিকটই শ্রীচৈতন্য রাধাতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারের কিছু অপ্রাচুর্য্য ছিল না। ভাগবতের যে-সব শ্লোক রামানন্দ আবৃত্তি করিয়া রসতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন তাহাও শ্রীচৈতন্যের অজ্ঞাত ছিল না। ইংলণ্ডের পিউরিট্যানগণ যেমন বাইবেলের উক্তি দিয়া নিজেদের কথাবার্ত্তা চালাইতেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং নিত্যানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলনের বর্ণনা পড়িয়া জানা যায় নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর মিশ্র ও তাঁহার অনুগত ভক্তগণও তেমনি ভাগবতের শ্লোক দিয়া আলাপ-পরিচয় করিতেন। সনাতনের দৈন্য-বিষয়ে অতিশয়োক্তি করিয়া তিনি এমন ধারণা জন্মাইয়াছেন যে সনাতন সত্যই বুঝি নীচবংশের লোক।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের বহিরঙ্গ ঘটনা বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমের আঁঠির ন্যায় নিতান্তই রসহীন। কিন্তু আঁঠি না থাকিলে আম একটুতেই বিকৃত হইয়া যাইত, হাড় না থাকিলেও মানুষ বাঁচিত না। সেইজন্য সত্য সত্যই তাঁহার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বাহির করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত কতকগুলি ঘটনার প্রতি সংশয় প্রকাশ করিলাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্রভেদী স্তম্ভরূপ। ইহাতে কাব্য ও দার্শনিকতার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গোস্বামিগণ যে-সমস্ত দুরূহ তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথাসম্ভব সরল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে পালগ্রেভ যে কার্য্য করিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবকে আস্বাদন করিয়া যদি সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

গোবিন্দদাসের কড়চা

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও গোবিন্দদাসেব কড়চা লইয়া যত আলোচনা ও আন্দোলন হইয়াছে, এত আর কোন গ্রন্থ লইয়া হয় নাই। গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতার স্বপক্ষে ডা. দীনেশচন্দ্র সেন ও বিপক্ষে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় এত বিবিধ প্রকারের যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন যে এ সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা বলার চেষ্টা দুঃসাহসিকতা মাত্র। কিন্তু এই দুইজন সুবিজ্ঞ ও প্রবীণ গ্রন্থকারের যুক্তিগুলি ঠিক 'যুক্তি' নামে অভিহিত করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে আমার খট্‌কা লাগিয়াছে। ডা. সেন লিখিয়াছেন, "যদি তিনি (জয়গোপাল গোস্বামী) দিতেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস হইতে পুস্তকখানি বাহির হইত, তবে ইহার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ কোন আন্দোলন হইত না" (কড়চার ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ২২)। অন্যত্র "গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতাসম্বন্ধে কতিপয় স্বার্থপর লোক ও সংস্কারান্ধ পণ্ডিত একটা বৃথা হৈচৈ তুলিয়াছিলেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সংস্করণ)।

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় এইরূপ গালাগালির পাল্টা জবাব দিয়া লিখিয়াছেন, "এই ত্রিশ বৎসরে বহু পরিশ্রমের ফলে হয়ত তাঁহার (ডা. সেনের) সাবেক মস্তিষ্কের পীড়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই হয়ত এই ঘটনাটী সম্বন্ধে তিনি বিষম ধাঁধাঁয় পড়িয়াছিলেন" (গৌরপদতরঙ্গিণীর ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ১৩৮)।

আমি বাল্যকাল হইতে ডা. সেনের ও শ্রীযুক্ত মৃণালবাবুর স্নেহ পাইয়া আসিতেছি। এই গ্রন্থ লেখার জন্য উভয়েই কৃপা করিয়া আমাকে গ্রন্থাদি ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যতই সত্যানুসন্ধিৎসু হউক না কেন, সংসর্গ ও আবেষ্টনীর প্রভাব তিনি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন না। সেইজন্য আশঙ্কা হয় যে এ সম্বন্ধে আমার বিচার হয়ত নিরপেক্ষ হইবে না। আমি ডা. সেনের ও মৃণালবাবুর ব্যবহৃত যুক্তির পুনরুল্লেখ না করিয়া এই বিষয়টি-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

কড়চা-সম্বন্ধে আন্দোলনের ইতিহাস

কড়চা-সম্বন্ধে আন্দোলনের বিবরণ ডা. সেন ও ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন; কিন্তু ইঁহারা কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ দেন নাই। সেইজন্য সংক্ষেপে এই আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিতেছি। এই ইতিহাস হইতে দেখা যাইবে যে প্রথমে কড়চার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের লেখকগণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে উহার খানিকটা অংশ প্রামাণিক নহে—খানিকটা প্রামাণিক। পরে ডা. সেন কড়চার সমগ্র অংশই প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত ঘোষ সমগ্র অংশই অপ্রামাণিক স্থির করিয়াছেন।

১। কড়চা-প্রকাশের দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০৭ চৈতন্যাব্দ, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ কার্ত্তিক তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় (তৃতীয় বর্ষ, ১৫ সংখ্যা) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছিলেন, "শ্রীগোবিন্দের করচা বলিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের সমকালীন লোক, কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনা শক্তিও সুন্দর আছে, সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল স্পষ্টই বোধ হয়।" পাণ্ডুলিপি খোওয়া গিয়াছে ও কড়চার অন্য পুথি পাওয়া যাইতেছে না জানিয়াও শিশিরবাবু সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই।

২। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে গোবিন্দদাসের কড়চা প্রকাশ করেন। গ্রন্থ-প্রকাশের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি শিশিরবাবুকে উক্ত গ্রন্থের খানিকটার পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন ও পরে তাহা খোওয়া যায়। ডা. সেন বলেন যে তৎপরে গোস্বামী মহাশয় "শান্তিপুরবাসী ৺হরিনাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত আর একখানি খণ্ডিত পুথি-দৃষ্টে এবং তাঁহার নিজকৃত নোট হইতে বহু কষ্টে লুপ্ত পত্রগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।" এরূপভাবে খণ্ডিত পুথি ও নোটের সাহায্যে সঙ্কলিত পুস্তকের আগাগোড়া সব কথা প্রামাণিক হওয়া সম্ভব নহে।

৩। কড়চা-প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মতিলাল ঘোষ মহাশয় বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় লেখেন যে, "হাঁটু ধরি রাম রায় করেন ক্রন্দন" তক (অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের ৫১ পৃষ্ঠা তক, দ্বিতীয় সংস্করণের ২২ পৃষ্ঠার ১০ পয়ার পর্য্যন্ত) প্রক্ষিপ্ত (বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৪১০ চৈতন্যাব্দ, কার্ত্তিক, পৃ. ৪৩১-৪৩৬)। কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে, "ইহার পরে গ্রন্থে যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য।"

এই কথা লিখিত হইবার চল্লিশ বৎসর পরে আজ মতিবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র মৃণালবাবু কড়চার পুথি সংগ্রহ ও তাহার কিয়দংশ হারাইবার ইতিহাস লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে কড়চার আগাগোড়া সমস্ত অংশই জয়গোপাল গোস্বামীর নিজের রচনা (শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ-কৃত "গোবিন্দ-দাসের করচা-রহস্য," পৃ. ১৫১)।

৪। কড়চা-প্রকাশের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Calcutta Review পত্রে (Vol. CCXI) The Diary of Govindadasa এবং Topography of Govindadasa's Diary নামক দুইটি প্রবন্ধ লেখেন।[১] প্রথম প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে গ্রন্থখানি মোটামুটি প্রামাণিক। তবে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ব্যক্তিগণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন এবং তাঁহাদের চক্রান্তেই নরহরি সরকার ও গোবিন্দ কর্ম্মকারের ন্যায় ব্যক্তির নাম বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে বাদ যায়। এই যুক্তি যে প্রমাণসহ নহে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি।

৫। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর রবিবারে দীনেশবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে গোবিন্দদাসের কড়চা-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, "গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রামাণ্য কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অবশিষ্ট অংশ যে প্রামাণ্য তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তিনি শেষ অংশের উপর নির্ভর করিয়াই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন" (সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৮ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী, পৃ. ৪)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডা. সেন কড়চার সর্ব্বাংশ প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি

১ ঐ প্রবন্ধ দুইটির নীচে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষর নাই। কিন্তু Indian Historical Quarterlyর হরপ্রসাদ-স্মৃতি সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধদ্বয় শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডা. সেনকে আমি এই সংবাদ দিলে তিনি বলেন যে তিনি নিজেও উক্তপত্রে গোবিন্দদাসের কড়চা-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির এক স্থানে আছে, 'It has been suggested by Babu Dines Chandra Sen that the modern Trimallaghari, near Hydrabad, was ancient Trimalla' (ঐ, পৃ. ৯১)। সুতরাং এই প্রবন্ধটি দীনেশবাবুর লেখা নহে—শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা।

লিখিয়াছেন যে, "অপরাপর প্রাচীন পুথি-সম্পাদকগণের ন্যায় তিনিও (জয়গোপাল গোস্বামী) প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাসের প্রাকৃত রীতি কতকটা বদলাইয়াছেন। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এবং পয়ার ছন্দের যেখানে কোনরূপ ব্যতিক্রম পাইয়াছেন, সেখানে দুই-একটি শব্দ কমাইয়া-বাড়াইয়া তাহা নিয়মিত করিয়াছেন।...... এইরূপ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যদি চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে মানিয়া লওয়া হয়, তবে কড়চা কি দোষে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিবে?" অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয় কড়চার মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই; অতএব ইহার সবটাই প্রামাণিক।

পূর্ব্বোক্ত সভার সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি বলেন, "গ্রন্থখানি অতি চমৎকার। তবে স্থানে স্থানে সন্দেহ হয়। আশা করা যায় শীঘ্রই আরও পুথি পাওয়া যাইবে।" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন, "তিনি এই পুথির আরও সংবাদ পাইয়াছেন, বিশেষ সংবাদ লইবেন।" ত্রিবেদী মহাশয়ের এই উক্তিটি খুব মূল্যবান্। তিনি বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কথা বলিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি গোবিন্দদাসের কড়চার অন্য পুথি যে আছে সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। দীনেশবাবু বাক্‌লার লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে হুগলীর সন্নিহিত কেওটা গ্রামে গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নিকট ঐ কড়চার একখানি পুথি ছিল (ভূমিকা, পৃ. ১৯)। মৃণালবাবু তর্কচূড়ামণির কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই (করচা-রহস্য, পৃ. ৫১)। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেদী মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় সেন মহাশয় লেখেন যে কড়চা শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিতগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

৬। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় লেখেন, "কাঞ্চননগর-নিবাসী কড়চা-লেখক কর্ম্মকার কুলোদ্ভব গোবিন্দদাস, ইনি স্ত্রী-দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হয়েন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সময়ে দুই বৎসর কাল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া গোবিন্দদাস যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাই কড়চায় লিপিবদ্ধ করেন" (পৃ. ২৯)। ভদ্র মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির মনে কড়চার প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই।

৭। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের Dacca Review পত্রিকাতে H. S. Stapleton সাহেব লেখেন যে শ্রীচৈতন্যের জীবন-সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ (পৃ. ৩৬)।

৮। ১৩১৭ সালের আষাঢ় সংখ্যার "সাহিত্য" পত্রিকায় অমৃতলাল শীল মহাশয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে গোবিন্দদাসের কড়চায় বর্ণিত দক্ষিণ-ভ্রমণ সত্য নহে।

৯। ১৩৩৪ সালের চৈত্র সংখ্যার "সেবা" পত্রিকায় যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় কড়চার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন।

১০। ১৩৪২ সালের আষাঢ় মাসে চারুচন্দ্র শ্রীমানী, বি. ই., মহাশয় "শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ" দ্বিতীয় খণ্ডে কড়চার সবটাই প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

১১। ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় "গোবিন্দ দাসের করচা-রহস্য" প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কালিদাস নাথের সহিত কড়চার কোন সম্পর্ক ছিল না, এবং কড়চার সবটাই জয়গোপাল গোস্বামীর লেখা।

১২। সম্প্রতি ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত "Govinda's Kadcha : a Black Forgery" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে রীতিতে আমি শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য জীবনীর বিচার করিয়াছি সেই রীতিতে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলে কড়চাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে কড়চার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ হয়।

কড়চার অকৃত্রিমতায় সন্দেহের কারণ

কড়চার মতে "পৌষমাস সংক্রান্তি দিন শেষ রাত্রে" (পৃ. ৭) বিশ্বম্ভর মিশ্র গৃহত্যাগ করেন ; কিন্তু মুরারি গুপ্ত বলেন যে মাঘের সংক্রান্তি দিনে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ-লীলা-সম্পর্কিত কোন ঘটনা-সম্বন্ধে গোবিন্দদাস অপেক্ষা মুরারি গুপ্ত অধিক প্রামাণিক।

মুরারি গুপ্ত বিশ্বম্ভরের নবদ্বীপ-লীলার অনেক সঙ্গীর নাম করিয়াছেন। যাঁহাদের নাম তিনি করেন নাই, বা বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের নিকট শুনেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-গমনের সঙ্গী হইবেন তাহা সম্ভব মনে হয় না ; কেন-না তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তরাই তাঁহার অনুগমন

করিয়াছিলেন। কিন্তু কড়চায় উল্লিখিত "বাণেশ্বর, শম্ভুচন্দ্র" (পৃ. ১২-১৩) প্রভৃতি কাহারও নাম নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে কোন চরিতকার বা পদকর্ত্তা বলেন নাই।

গোবিন্দদাসের কড়চার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করিয়া ইহাকে জয়গোপাল গোস্বামীর রচনা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। কড়চার ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে—

জানালা হইতে দেখি এ সব ব্যাপার।
বারমুখী মনে মনে করয়ে বিচার॥

উদ্ধৃত পয়ারে পর্ত্তুগীজ শব্দের অপভ্রংশ "জানালা" শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত সন্দেহজনক। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন যে কড়চার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবধানকাল-মধ্যে নূতন বা পুরাতন কোন আকর পুথি আবিষ্কৃত না হইলেও, প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত "পেয়ে", "ধেয়ে", "ওহে" প্রভৃতি শব্দকে "যথাক্রমে দ্বিতীয় সংস্করণে "পাইয়া", "ধাইয়া", "অহে" রূপে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তিনি এরূপ পরিবর্ত্তনের ৬২টি উদাহরণ দিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এরূপ পরিবর্ত্তনের সমর্থন করা যায় না; কিন্তু কেবলমাত্র আধুনিক শব্দের প্রয়োগের দ্বারাই সমগ্র গ্রন্থখানি জয়গোপাল গোস্বামীর স্বকপোলকল্পিত এরূপ সিদ্ধান্ত করাও সুবিবেচনার কার্য্য নহে; কেন-না পুথিতে ঠিক যে ভাষা, যেরূপ বানান থাকিবে, ছাপিবার সময়ও তাহাই ছাপিয়া দিতে হইবে—এই রীতি এ দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎই প্রথম প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে যে-সব প্রাচীন পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদকগণ যথেচ্ছভাবে কলম চালাইয়াছেন। যদি গোস্বামী মহাশয় সত্যই কোন কীটদষ্ট পুথি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তাঁহার ভাষাকে আধুনিক জনের সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং যেখানে পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই, সেখানে নিজে "জানালা" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া পয়ার রচনা করিয়া দিয়াছেন। এরূপ অনুমান-দ্বারা আমি প্রমাণ করিতে চাহি না যে তিনি সত্যই প্রকাশিত কড়চার আদর্শ পুথি পাইয়াছিলেন; আমি কেবলমাত্র একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় কড়চায় উল্লিখিত কয়েকটি ভৌগোলিক তথ্যের

প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কড়চার ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "রসালকুণ্ডা" ও ৫২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "পূর্ণনগর"-সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় সমর্থন করিয়াছেন। দাশগুপ্ত মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকায় স্যর যদুনাথ লিখিয়াছেন, "Russell-konda is quite a modern town, founded in 1836 and named after a Madras Civil Servant, Mr. George Russell. It had no existence in 1511, in which year Jaygopal Goswami makes our saint visit it." "In 1511 Poona was a very small and obscure village with a scanty population and without any temple to attract pilgrims." গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতার পক্ষে রাসেলকোণ্ডা ও পূর্ণনগরের উল্লেখ মারাত্মক। শ্রীযুক্ত মৃণালবাবু ও বিপিনবাবু কড়চায় উল্লিখিত ভৌগোলিক বিবরণ ও ঐতিহাসিক তথ্যের আরও অনেক অসঙ্গতি দেখাইয়াছেন।

যে-সকল গ্রন্থের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে বা যাহাদের উল্লেখ প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে, অথচ যাহাদের বর্ণনার মধ্যে অসম্ভব রকমের অসামঞ্জস্য নাই, সেই-সকল গ্রন্থকেই আমি প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করি। গোবিন্দদাসের কড়চার প্রাচীন পুথি পাওয়া যাইতেছে না—কড়চার উল্লেখ বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও নাই এবং মুরারি, কবিকর্ণপূর প্রভৃতির বর্ণনার সহিত ইহার অনেক অসামঞ্জস্য। সেইজন্য আমার পক্ষে এই কড়চাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

জয়গোপাল গোস্বামীর কি কোন স্বার্থ ছিল ?

কিন্তু যে-সকল গ্রন্থকে আমি জাল বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই-সকল গ্রন্থ প্রচার করায় কাহারও-না-কাহারও স্বার্থ ছিল। একখানি বই জাল করার মতন কষ্ট স্বীকার করিতে হইলে, লোকে ভাবিয়া দেখে তাহাতে তাহার কি লাভ হইবে। জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কোন্ স্বার্থবশে এরূপ একখানি গ্রন্থ জাল করিবেন ? তিনি অদ্বৈতবংশীয় ব্রাহ্মণ—কর্ম্মকার নহেন। গোবিন্দ কর্ম্মকার শ্রীচৈতন্যের যে "খড়ী ও খরম" লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় দৈববলে পাইয়াছেন এরূপ কথাও তিনি বলেন নাই—বা খড়ী-খড়ম দেখাইয়া পয়সা রোজগারের চেষ্টাও করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকের লেখা বলিয়া কথিত বই প্রকাশ করিয়া দুই পয়সা লাভ করিবার আশাতেই যে তিনি এই কড়চা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না ; কেন-না তিনি অনেক বই লিখিয়াছিলেন, সেইজন্য জানিতেন যে কবিতার বই প্রকাশ করিয়া পয়সা পাওয়া যায় না। জয়গোপাল গোস্বামীর যদি চ্যাটার্টনের ন্যায় হালের লেখা প্রাচীন বলিয়া চালাইয়া দিয়া একটা চাঞ্চল্য ও রহস্যের সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যকে লইয়া উহা করিতেন না ; কেন-না তিনি অদ্বৈত-বংশের লোক ও শান্তিপুরের অধিবাসী ; শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বিকৃত করিয়া আঁকিয়া তিনি নাম-যশ পাইবার চেষ্টা করিতেন না। তারপর আরও বিবেচ্য এই যে দক্ষিণ-দেশ-সম্বন্ধে কড়চায় এমন সব সংবাদ আছে যাহা সাধারণ ভূগোলে, ম্যাপে বা গেজেটিয়ারেও পাওয়া যায় না ; যথা—পন্থগুহা, নান্দীশ্বর, নাগ পঞ্চ নদী, দেবলেশ্বর, চোরানন্দীবন প্রভৃতি। গোস্বামী মহাশয় নিজে দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ করেন নাই। তাহা হইলে এত সংবাদ তিনি কিরূপে পাইলেন ? যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে তিনি বহুকাল ধরিয়া পুথিপত্র খুঁজিয়া, লোক মারফৎ শুনিয়া ও পত্রাদি লিখিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে যে কি স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ কে ?

ডা. সেনের মতে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের ভৃত্য গোবিন্দদাস ও কড়চাকার এক ব্যক্তি (ভূমিকা, পৃ. ৭৬)। মৃণালবাবু বলেন যে উভয় ব্যক্তি এক হইতে পারেন না ; কেন-না কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃতে আছে যে ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দদাস পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথম বার মিলিত হয়েন (করচা-রহস্য, পৃ. ৮৬-৮৯)।

মৃণালবাবুর যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে চরিতামৃতের উক্ত বর্ণনা কবিকর্ণপূরের নাটক অবলম্বনে লেখা। কবিকর্ণপূর নাটকে গোবিন্দকে রঙ্গমঞ্চে আনিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বরূপ-দামোদরের পরিচয় এরূপভাবে দিয়াছেন যে তিনি যেন শ্রীচৈতন্যের সহিত এইখানেই প্রথম বার মিলিত হইলেন। নাটকে কবিকর্ণপূর এমন কথা বলেন নাই যে স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে কখনও জানা-শুনা ছিল। অথচ শ্রীচৈতন্যভাগবতে

আছে স্বরূপ-দামোদরের গার্হস্থ্যাশ্রমে নাম ছিল পুরুষোত্তমাচার্য্য (৩।১১।৫১৫)। চরিতামৃতে আছে—

> পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
> নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥
> প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
> সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥—২।১০।২০১-৪

যেরূপ স্বরূপ-দামোদরের বেলায় সেইরূপ গোবিন্দদাসের বেলায়ও নাটকীয় রসপরিপুষ্টির জন্য কবিকর্ণপূর এমনভাবে ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন যে মনে হয় গোবিন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। যদি কবিকর্ণপুরের বর্ণনা সত্ত্বেও ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপেই আলাপ ছিল, তাহা হইলে গোবিন্দের সহিত পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করায় দোষ কি?

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দ ও কড়চাকার গোবিন্দ অভিন্ন মনে করার পক্ষে আর একটি কথা বলা যায়। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে কবিকর্ণপূর-কর্তৃক লিখিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে" গোবিন্দের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে—

> অথ শুদ্ধমতির্মহাশয়ঃ
> স তু গোবিন্দ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
> বহুতীর্থপরিভ্রমাদ্বহিঃ
> সুমহান্ পুণ্যপয়োনিধৌ যযৌ ॥—১৩।১৩০

কবিকর্ণপূর গোবিন্দকে বহু তীর্থ পরিভ্রমণকারী বলিয়াছেন, আর কড়চা হইতে জানা যাইতেছে যে কড়চাকার গোবিন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দ গিয়াছিলেন, এরূপ কোন কথা শ্রীচৈতন্যের কোন চরিতগ্রন্থে, কোন শ্লোকে, স্তবে বা প্রমাণিক পদে নাই। কিন্তু একজন যে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন এ কথা মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন। মুরারি গুপ্তের মতে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গীর নাম বিষ্ণুদাস; যথা—

শ্রীবিষ্ণুদাসেন দ্বিজেন সার্দ্ধ-
মালালনাথং স জনার্দ্দনং প্রভুঃ।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য নিবসন্ কিয়দ্দিন-
মায়াতি সর্ব্বেশ্বর-নীল-কন্দরম্ ॥

কবিকর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামীর মতে ঐ ব্যক্তির নাম কৃষ্ণদাস দ্বিজ, বা কালা কৃষ্ণদাস। যদি তিন জন চরিতকারের মধ্যে এক জন ঐ ব্যক্তির নাম বিষ্ণুদাস, ও অপর দুই জন কৃষ্ণদাস লেখেন, তাহা হইলে সঙ্গীটির নাম গোবিন্দদাস হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বিষ্ণুদাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস সমান অর্থবাচক। কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য কালা কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। যদি প্রভু তাঁহার ভ্রমণের সঙ্গীকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতকারগণ তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া ঐ নামের সমানার্থবাচক কোন নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিছুদিন পরে ঐ সঙ্গী আসিয়া প্রভুকে সেবা করার জন্য আকুতি প্রকাশ করিলে প্রভু তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া সেবা-ভার অর্পণ করেন, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ কল্পনার সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কড়চা কি একেবারে কাল্পনিক?

কড়চার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত যুক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে প্রকাশিত গ্রন্থের কোন উক্তিই আপাততঃ শ্রীচৈতন্য-চরিতের ঐতিহাসিক উপাদানরূপে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কড়চার আগাগোড়া সমস্তটাই যে জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রসূত, তাহার কোন প্রকার প্রাচীন ভিত্তি নাই, একথা বলাও সঙ্গত মনে হয় না। কোন প্রকার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাইলেও আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুথিতে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া "গোবিন্দদাসের করচা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আর কয়েকখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থ

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী"

৪০৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে, ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, চৈতন্যচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের "নূতন পরিদর্শক" যন্ত্রে মুদ্রণ করাইয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" প্রকাশ করেন। আমি নবদ্বীপ-নিবাসী বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেখিয়াছি। প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৫, আর গ্রন্থের মাঝে মাঝে হাতে লিখিয়া তিনখানি পাতা বা ছয়টি পৃষ্ঠা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকটি শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ হাতে লিখিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে প্রকাশক বলেন,—"এই সংস্করণে যে সমস্ত ভোল ছিল, তাহা পৃথক্ কাগজে লিখিয়া পত্রাঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া দিলাম।"[১] মুদ্রিত পুস্তকের মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় "ফৌজদারী নজীর সংগ্রহের" বিজ্ঞাপন আছে; তাহা হইতে জানা যায় যে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী"র প্রকাশক "অভিজ্ঞ উকিল"।

ভূমিকায় প্রকাশক বলেন যে তিনি "অতি প্রাচীন একখানা হস্তলিখিত গ্রন্থ (কোথায় পাইলেন, তাহা লেখা নাই) ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির সংগৃহীত একখানি পুথির নকল মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।" কিন্তু এরূপভাবে দুইখানি পুথি মিলাইয়া প্রকাশ করিলেও ৮-১৩, ২৪-২৮, ৫৯-৬০ শ্লোকে ও গ্রন্থসমাপ্তি-কালসূচক পুষ্পিকা কি করিয়া বাদ গিয়াছিল, ঐ শ্লোক কয়টি কোথায় পাওয়া গেল, এবং নূতন শ্লোক-যোজনা কিরূপে "যে সমস্ত ভোল ছিল" তন্মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সে-সব সম্বন্ধে প্রকাশক কিছু বলেন নাই।

১ ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় উদ্ধৃত অংশের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এইরূপ কোন উক্তিই ঐ ভূমিকায় নাই।" শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামীর নিকট যে বইখানি আছে তাহাতে ঐরূপ লেখা আছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। হয় অচ্যুতবাবুর নিকট যে বইখানি আছে তাহা অন্য কোন সংস্করণের অথবা তাঁহার বইখানিতে হাতে লিখিয়া কিছু দেওয়া হয় নাই, কেন-না তিনি ত প্রকাশকের আপন লোক।

হাতে লেখা পুষ্পিকায় আছে—

শাকে পক্ষাগ্নি-বেদেন্দুমিতে তুলাগতে রবৌ।
শ্রীহরিবাসরে শুক্লে গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অর্থাৎ ১৪৩২ শকের কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী দিবসে এই গ্রন্থ-প্রণয়ন-কার্য্য পূর্ণ হইল।[১] গ্রন্থকর্ত্তা প্রদ্যুম্ন মিশ্র-সম্বন্ধে প্রকাশক বলেন—"গ্রন্থকার প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীহট্ট-দেশবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের বংশসম্ভূত, মহাপ্রভুর

---

১ ১৩৪২ অগ্রহায়ণ "ব্রহ্মবিদ্যায়" অচ্যুতবাবু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীর প্রকাশের ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন যে ৺কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী ঐ পুথি সংগ্রহ করেন; মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ৺রাজীবলোচন দাসকে পত্র লিখিয়া ঐ পুথির নকল লয়েন। ৺চৈতন্যচরণ দাস আর একখানি পুথি সংগ্রহ করেন ও প্রথমোক্ত পুথির নকলের সহিত মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু অচ্যুতবাবু একথা স্পষ্ট করিয়া অস্বীকার করেন নাই যে ৮-১৩, ২৪-২৮, ৫৯-৬০ শ্লোক হাতে লিখিয়া যোজনা করা হয় নাই। যদি এইরূপ যোজনা হইয়া থাকে তবে কিরূপে উহা হইল? চৈতন্যবাবু ত উভয় পুথি মিলাইয়াই বই ছাপিয়াছিলেন; এই হাতে লেখা শ্লোকগুলি কোথা হইতে পাওয়া গেল? আর ৺কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর পুথিরই বা বয়স কত?

আমি শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের বইখানিতে হাতে লেখা উদ্ধৃত পুষ্পিকা দেখিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অচ্যুতবাবু ঐ পুষ্পিকার সম্বন্ধে একেবারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া লিখিতেছেন—"গ্রন্থখানি কত কালের? গ্রন্থের শেষ শ্লোকটীতে এ সম্বন্ধে সাহায্য পাওয়া যায়। তাহা এই—

তদেবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য দয়ানিধেঃ
প্রদ্যুম্নাখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াবলী॥"

আমার উদ্ধৃত পুষ্পিকা যদি তাঁহার বইখানিতে না থাকিত তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিতে পারিতেন। ঐ পুষ্পিকা থাকাতেই বুঝা যায় যে বইখানি জাল, কেন-না ১৪৩২ শকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের ২৫ বৎসর বয়সে কোন প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারই হয় নাই।

অচ্যুতবাবু আরও লিখিয়াছেন যে উল্লিখিত দুইখানি পুথি ছাড়া তিনি শ্রীযুক্ত রামসদয় মিশ্র মহাশয়ের গৃহে "বৃক্ষত্বকে (পিঠাকরা গাছের বল্কলে) লিখিত একখানা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী পুথি" দেখিয়াছেন। "উহার বয়স ৪০০ বৎসর (ব্রহ্মবিদ্যা, ১৩৪২ অগ্র., পৃ. ৩৭৯)।" শ্রীযুক্ত রামসদয় মিশ্র উপেন্দ্র মিশ্রের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" অকৃত্রিম ও প্রাচীন প্রমাণ করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে তাঁহার পুথিখানি কলিকাতায় "সাহিত্য-পরিষদে" বা "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে" পাঠানো প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রাচীন লিপি-বিশারদগণ উহার কাল-নির্ণয় করিতে পারেন। তাঁহার বাড়ীর পুথিকে বিনা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আমি ৪০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

সমসাময়িক এবং তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। আমি বুরুঙ্গা এবং ঢাকার দক্ষিণের কোন কোন ব্রাহ্মণের নিকট গ্রন্থকারের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সকলেই বলিলেন যে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহাদের বংশেরই একজন ছিলেন, কিন্তু কেহ তৎসম্বন্ধে বিস্তার বিবরণ বলিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন যে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বংশধর কেহ নাই।"[১] "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলাতে দুইজন প্রদ্যুম্ন মিশ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন উৎকলবাসী, অপরজন বিদেশী অপরিচিত লোক। তিনি পুরীতে অন্য সকলের নিকট অপরিচিত হইলেও মহাপ্রভুর নিকট পরিচিত ছিলেন" কেন-না তাঁহাকে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

গ্রন্থের প্রামাণ্য-বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দুইজন প্রদ্যুম্নের নাম আছে সত্য, কিন্তু একজন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, যাঁহার নাম প্রভু নৃসিংহানন্দ রাখিয়াছিলেন,[২] অন্য প্রদ্যুম্ন মিশ্র, যাঁহার নাম উৎকলবাসী ভক্তদের সহিত করা হইয়াছে।[৩] শ্রীচৈতন্যভাগবতে[৪] স্বরূপ-দামোদরের সহিত মিলনের পর দুইজন প্রদ্যুম্নের সহিত মহাপ্রভুর মিলন বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস করিয়া, ১৪৩২ শকের প্রথমে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিয়া, ১৪৩৪ শকে পুরীতে ফিরিবার পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে একজনের সহিতও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয় নাই। কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে[৫] দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। উৎকলবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও কাঞ্চনপল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানবাসী শিবানন্দের বন্ধু প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ব্যতীত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

১ উদ্ধৃত অংশে লক্ষ্য করিবেন যে যাঁহারা প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে নিজেদের বংশের লোক বলিয়া দাবী করিতেছেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই "বিস্তার" অর্থাৎ সঠিক সংবাদ দিতে পারিলেন না। আবার কেহ বলিলেন যে তাঁহার বংশধরই নাই। এরূপ পরস্পর-বিরোধী উক্তি হইতে কি কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণ করা যায় ?

২ চৈ. চ., ১।১০।৩৩ ও ১।১০।৫৩

৩ চৈ. চ., ১।১০।১২৯

৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত, পৃ. ৪০৯

৫ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ১৩।৭০

অন্ত্যখণ্ডে অপর কোন "বিদেশী অপরিচিত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের" কথা, যাহা আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশক ভূমিকায় বলিয়াছেন, তাহা পাইলাম না। প্রদ্যুম্ন মিশ্র একজনই—দুইজন নহে—অপর ব্যক্তি প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রদ্যুম্ন মিশ্র ১৪৩৪ শকের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সহিত পরিচিত হয়েন নাই; সুতরাং ১৪৩২ শকে তাঁহার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের জীবনী লেখা অসম্ভব।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী"তে শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর নাই, কেবল তিনি যে শ্রীহট্টের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে আছে—মধুকর মিশ্র নামক একজন পাশ্চাত্ত্য বৈদিক (অন্য পুথিতে পাঠান্তর, দাক্ষিণাত্য বৈদিক[১]) ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে উপেন্দ্র একজন।[২] উপেন্দ্র বুরঙ্গা ত্যাগ করিয়া ঢাকার দক্ষিণে বাস করেন। তাঁহার কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন এবং ত্রিলোকনাথ নামে সাতটি পুত্র হয়।[৩] জগন্নাথ মিশ্র পড়িবার জন্য নবদ্বীপে যাইয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন ও তথায় বাস করিতে থাকেন। জগন্নাথের আট কন্যা হইয়া মারা যায়। তৎপরে বিশ্বরূপ নামে পুত্র হয়। বিশ্বরূপের

---

১ প্রদ্যুম্ন মিশ্র যদি সত্যই উপেন্দ্র মিশ্রের বংশসম্ভূত হইতেন তাহা হইলে কি তাঁহার বইয়ের দুইখানি পুথিতে "পাশ্চাত্য বৈদিক" ও "দাক্ষিণাত্য বৈদিক" লইয়া মতভেদ থাকিত? প্রদ্যুম্ন মিশ্র কি নিজের জাতি-সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ ছিলেন না?

২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ১।৫

৩ যশোদানন্দ তালুকদার-প্রকাশিত প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে (পৃ. ২৪২) এই সাতটি নাম আছে; যথা—

কংসারি পরমানন্দ আর জগন্নাথ।
পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ॥

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উপেন্দ্রের সাতপুত্রের কথা আছে (৩৫) কিন্তু তাঁহাদের নাম নাই। যদি "প্রেমবিলাস" ও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী"র তালিকা ঠিক হয়, তাহা হইলে অচ্যুতবাবু যে বলিতেছেন, "কবি জয়ানন্দের গ্রন্থে উপেন্দ্র মিশ্রের নাম জনার্দ্দন" (ব্রহ্মবিদ্যা, ১৩৪২, পৃ. ৩৮১) তাহা জয়ানন্দের অজ্ঞতা মনে হয়। উপেন্দ্রের এক পুত্রের নাম যদি জনার্দ্দন হয় তবে উপেন্দ্রের নামান্তর কিছুতেই জনার্দ্দন হইতে পারে না। ভক্তের লীলাস্বাদনের সহিত ঐতিহাসিকের বিচারের তফাৎ এই যে ভক্ত এক বইয়ে জগন্নাথ মিশ্রের পিতার নাম উপেন্দ্র, অন্য বইয়ে জনার্দ্দন দেখিলে উভয়ই সত্য মনে করেন। ঐতিহাসিক বলেন যদি নামান্তরের প্রমাণ না থাকে তবে একটি বইয়ের কথা সত্য, অপরটির মিথ্যা।

বৈষয়িক কর্ম্মে মন নাই দেখিয়া জগন্নাথ ভাবিলেন মা-বাপ বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহাদিগকে তিনি দেখেন না। এইজন্যই তাঁহার "ঈদৃশী গতিঃ"। এই ভাবিয়া তিনি মা-বাপকে দেখিবার জন্য "ভার্য্যার সহিত" স্বদেশে শীঘ্র গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া কিছু দিন থাকার পর একবার শচী ঋতুস্নাতা হইলে শচীর শাশুড়ী শোভাদেবীর নিকট দৈববাণী হইল "আমি পুত্রবধূতে আবির্ভূত হইব। শীঘ্র তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাও।" "অন্যথাচরণাদ্ভদ্রে ভবিষ্যন্তি বিপত্তয়ঃ।"[১] ইহার পর জগন্নাথ সস্ত্রীক নবদ্বীপে পুনরাগমন করিলেন।[২]

এই বিবরণ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সস্ত্রীক নবদ্বীপ হইতে শ্রীহট্টে গমনাগমন এত সহজ ছিল না। তখনও হুসেন সাহ্ সুলতান হয়েন নাই। দেশের মধ্যে তখন অরাজকতা প্রবল। সেই সময়ে গর্ভবতী স্ত্রীকে লইয়া জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে আসা কিছু অসম্ভব মনে হয়। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কবিকর্ণপূরে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে[৩] শচীদেবীর শাশুড়ীর নাম কমলাবতী, শোভা নহে।

তারপর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী"তে ছাপা হইয়াছিল যে জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বম্ভরকে লক্ষ্মীর সহিত বিবাহ দিয়া পরলোকগমন করেন।[৪] কিন্তু পরে ঐ শ্লোক হাতে কাটিয়া দিয়া লেখা হইয়াছে যে বিশ্বম্ভরের সমাবর্ত্তন-কর্ম্মান্তে জগন্নাথ পরলোকে গমন করেন ও তৎপরে লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বম্ভরের বিবাহ হয়,[৫] তারপর বিশ্বম্ভর বঙ্গদেশে গমন করেন ও লক্ষ্মীর মৃত্যু হয় (৩।১৫)।

---

১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ২।২৪

২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ২।৩০

৩ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ৩৬

৪ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ৩।৯

৫ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী (হাতে লেখা) ৩।৮-১২

অচ্যুতবাবু (ব্রহ্মবিদ্যা ১৩৪২, পৃ. ৩৮৩) লিখিতেছেন যে তাঁহার বইয়ে ঐরূপ কাটা নাই, তাহাতে "ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত এই শ্লোকটী আছে—

সমাবর্ত্তনং কর্ম্মান্তং কৃত্বা তস্য দ্বিজোত্তমঃ।
বিবাহং কারয়ামাস লক্ষ্ম্যা লক্ষণযুক্তয়া॥"

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলে এত বড় একটা ব্যাপারে ভুল করিবেন, আর প্রদ্যুম্ন মিশ্র ঠিক কথা বলিবেন, ইহা

তারপর বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণ।[১] শান্তিপুরে শচীদেবী শ্রীচৈতন্যকে বলেন যে তাঁহার শাশুড়ী শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে "তোমার গর্ভে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে; তাহাকে দেখিতে আমার ইচ্ছা আছে।[২] তখন শ্রীচৈতন্য প্রপিতামহের স্থান "বরগঙ্গায়" যাইলেন।[৩] কিন্তু মুদ্রিত ৩।২১ শ্লোকটি হাতে কাটিয়া তাহার পাশে "ভোল" লেখা হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে ৩।২৪-২৮ শ্লোক হাতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণীর অনুরোধে শ্রীচৈতন্য "চণ্ডীমেকাং লিখিত্বা তু প্রাদাত্তস্মৈ যথেপ্সিতাম্।"[৪] তৎপরে প্রভুর পিতামহী বলিলেন, "তোমার পিতামহের পৌত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?" প্রভু বলিলেন, "পালয়ামি ভবৎ-পৌত্রান্ সসন্তানানিহ স্থিতঃ।"[৫] সেখান হইতে প্রভু কৈলাসে যাইয়া অমৃতকুণ্ডে স্নান করিলেন।

৩।৫৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে "যাঁহার মায়ায় ব্রহ্মাদি দেবতা পর্য্যন্ত মুগ্ধ, আমাদ্বারা তাঁহার লীলা বর্ণন করা সম্ভব হয় কি?" ৩।৬০ শ্লোকে গ্রন্থ-শেষ। আর লীলা-বর্ণনার প্রয়োজনও ছিল না। শ্রীচৈতন্যের জন্ম না হউক অন্ততঃ গর্ভে আগমন শ্রীহট্টে হইয়াছিল ও সন্ন্যাসের পর আসিয়া তিনি "দ্বয়ীমূর্ত্তি" রাখিয়া[৬] মিশ্র-পরিবার-প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিলেন, ইহা যখন প্রমাণ হইয়া

বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। উক্ত সকল গ্রন্থকারই বলেন যে জগন্নাথের পরলোকগমনের পরে বিশ্বম্ভরের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হয়। জয়ানন্দ (পৃ. ৪৬) বলেন যে,

পূর্ব্বে মিশ্র পুরন্দর আচার্য্য পুরন্দরে।
কৃতকৃত্য হইয়াছে সম্বন্ধ-করিবারে॥

কিন্তু সম্বন্ধ হওয়া এক কথা, আর "বিবাহং কারয়ামাস" সম্পূর্ণ অন্য কথা।

১ ঐ ৩।১৬-১৮

২ ঐ ৩।২০-২১

৩ ঐ ৩।২১

৪ ঐ ৩।৩৩। ভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার সময় নিত্যানন্দাদি সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারা কেহ শ্রীচৈতন্যকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত অনুসরণ করিলেন না, ইহা কি বিশ্বাস করা যায়? আর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের যেরূপ ভাব-বিকাশ হইয়াছিল, তাহাতে যদি বা তিনি শ্রীহট্টে যাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেই অবস্থায় "চণ্ডী" নকল করিয়া দেওয়া কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব?

৫ ঐ ৩।৫১

৬ ঐ ৩।৫৬

গেল, তখন আর লীলাবর্ণনে শক্তি-ব্যয় ও ছাপার খরচ স্বীকার করার প্রয়োজন কি ?

গ্রন্থখানিতে "পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্য" বলিয়া—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং হি সুরেশ্বরাঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥ ১।১৫র পর

এবং "তথা চোক্তং বিশ্বসারতন্ত্রে" বলিয়া

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং বৈ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ।
আবিরাসীচ্ছচী-গেহে চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ ॥

উদ্ধৃত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী তাঁহার "বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তিনি পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি অথবা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কি পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ? শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় পণ্ডিতের চোখে যদি পদ্মপুরাণে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব-সূচক এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পড়িত, তাহা হইলে তিনি কি তাহা "ষট্‌সন্দর্ভে" বা "সর্ব্বসম্বাদিনী"তে উদ্ধৃত করিতেন না ? কবিকর্ণপূর কি ঐরূপ প্রমাণ পাইলে মহাভারতের ও ভাগবতের দুইটি শ্লোক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন ? বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ আর শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তাপ্রমাণের জন্য আকুতি প্রবল ছিল। তিনিও কি "পদ্মপুরাণ" বা "বিশ্বসারতন্ত্রে" ঐ রকম শ্লোক দেখিতে পাইলেন না ? ফল কথা এই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঐ-সব জাল শ্লোক বৈষ্ণবগণ রচনা করেন নাই। কোন বইয়ে ঐরূপ শ্লোক থাকিলে তাহা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্ত্তী কালের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তথাকথিত প্রদ্যুম্ন মিশ্র-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" যে জাল, তাহা উহার প্রকাশের ও ছাপার ইতিহাস দেখিলেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থ কবে রচিত হইয়াছিল, বলিতে পারি না; তবে বলদেব বিদ্যাভূষণের সময়ের পরে রচিত হইয়াছিল নিশ্চয়। অচ্যুতবাবু বলিতেছেন যে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" অবলম্বন করিয়া বা অনুবাদ করিয়া তিনখানি বাঙ্গালা পয়ারের পুথি ও বই আছে, যথা—(ক) যোগজীবনমিশ্র-কৃত মনঃসন্তোষিণী, (খ) ১২৮৫ সালে

প্রকাশিত রামশরণ দের চৈতন্যবিলাস, (গ) রামরত্ন ভট্টাচার্য্য-কৃত শ্রীচৈতন্য-রত্নাবলী।[১] কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে এই অনুবাদগুলি কত দিনের প্রাচীন? যে পুথি কোন সাধারণ গ্রন্থালয়ে রক্ষিত নাই তাহার বয়স-নির্ণয় হইবে কিরূপে? অচ্যুতবাবুও স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই যে অনুবাদগুলি খুব প্রাচীন।

প্রবীণ বৈষ্ণব সাহিত্যিক প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"অনেক স্বার্থপর লোক হয় নিজের পূর্ব্বপুরুষকে একজন অসাধারণ লোক বলিয়া পরিচিত করিবার নিমিত্ত, নয় কোন অপসিদ্ধান্ত প্রচারের নিমিত্ত, কিংবা কোন সম্মানিত বংশকে অবমানিত করিবার নিমিত্ত, অথবা আপন অধিকারে কোন প্রাচীন নিদর্শনের অস্তিত্ব-খ্যাপনের নিমিত্ত, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকারের বা পদকর্ত্তার নামে ঐরূপ গ্রন্থ বা পদ প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ বা পদগুলিকে খুব সাবধানেই গ্রহণ করিতে হয়।" বৈষ্ণবগ্রন্থ-বিচারে এই সাবধানবাণী বিশেষভাবে মনে না রাখিলে সত্যনির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিরোধী এত কথা আছে যে ইহাকে শ্রীচৈতন্যের আদেশে রচিত এবং তাঁহার অনুগত জ্ঞাতিভ্রাতার লিখিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

ঈশান নাগরের "অদ্বৈত-প্রকাশ"

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন।[২] ঈশান

১ ব্রহ্মবিদ্যা ১৩৪২, পৃ. ৩৭১-৩৮৫। অচ্যুতবাবু "ব্রহ্মবিদ্যার" ১৩৪২ অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় আমার ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ বাহির করেন। তাঁহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়া উক্ত পত্রিকার ১৩৪৩ বৈশাখ-সংখ্যায় আমি আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। সেই সময় হইতে অচ্যুতবাবু নীরব আছেন।

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৩, ৩-৪ ভাগ, পৃ. ২৫৪, পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা বহু পরিশ্রমে ১৭০৩ শকের লিখিত অদ্বৈত-প্রকাশের একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। ঝাকপালে আদি গ্রন্থ আছে, এখানি তদ্দৃষ্টে লিখিত। ...গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলে বাঙ্গলার ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচুর উপকার হইবে।" রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৪ সাল, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৯২) হইতে জানা যায় যে পুস্তকখানি বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়াছিল; "কাষ্ঠের খোদাই অক্ষরে লেখা।"

নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ যদি অকৃত্রিম গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে ইহার প্রামাণিকতা মুরারি গুপ্তের কড়চার তুল্য, এমন কি কোন কোন বিষয়ে উহার অপেক্ষাও বেশী বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। শ্রীচৈতন্যকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন তিনজন—মুরারি, কবিকর্ণপূর ও জয়ানন্দ। কবিকর্ণপূর ও জয়ানন্দ উভয়েই বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের অনুসন্ধিৎসা একেবারেই ছিল না, তিনি কতকগুলি প্রবাদমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিকর্ণপূর খুব অনুসন্ধিৎসু ও সদ্বিবেচক ছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা-সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। মুরারি নীলাচল-লীলা-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঈশান নাগর নিজে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সত্য হইলে, তিনি শ্রীচৈতন্যের বাল্যকাল হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত সময়ের ঘটনা হয় নিজের চোখে দেখিয়াছেন, না হয় প্রভুর অন্তরঙ্গজনের নিকট শুনিয়াছেন, বলিতে হয়।

ঈশান নাগর বলেন যে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতের পাঁচ বৎসর বয়সে যে দিন হাতেখড়ি হয়, সেই দিন পঞ্চবর্ষবয়স্ক ঈশানকে লইয়া তাঁহার মাতা আসিয়া অদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হয়েন (একাদশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৫, তৃতীয় সং)। তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ১৪১৪ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় অচ্যুতের জন্ম (১১ অ., পৃ. ৪৫)। তাহা হইলে অচ্যুত ও ঈশান শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা মাত্র ছয় বৎসর দুই মাসের ছোট। ১৪১৪ শক হইতে ১৪৮০ শক, অর্থাৎ অদ্বৈতের তিরোভাব-কাল পর্য্যন্ত, তিনি অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি কি কাজ করিতেন, কত দূর পড়াশুনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই; তবে কয়েক স্থলের ইঙ্গিত হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে টহলদারী, অর্থাৎ ভোগ রান্নার জোগান দেওয়ার কাজ, তাঁহাকে করিতে হইত। অদ্বৈত, তাঁহার পত্নী সীতাদেবী ও অচ্যুত তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত জ্ঞান-ব্যাখ্যা করিতেছিলেন বলিয়া বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যে দিন শান্তিপুরে তাঁহার সহিত বুঝাপড়া করিতে আসেন সে দিন সীতাদেবী অনেক জিনিষ রান্না করিয়াছিলেন। ঈশান বলেন—

মুঞি অধম কৈলা তাঁর জলের টহল।—১৪ অ., পৃ. ৬০

আবার নীলাচলে যে দিন অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই দিন "গৌরের পদ ধৌত লাগি মুঞি কীট গেনু" (১৮ অ., পৃ. ৮০)। শ্রীচৈতন্যের আহারের পর অদ্বৈত তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের পদসেবা করিতে বলিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে উপদেশও দিয়াছিলেন।

তবে মুঞি কীট হর্ষে কহিনু চৈতন্যে।
দয়া করি কহ কিছু এই ভক্তিশূন্যে॥
সহাস্যে মধুর ভাষে গৌরাঙ্গ কহিলা।
শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা॥—১৮ অ., পৃ. ৮২

ঈশান বলেন যে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, অচ্যুত, পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী, শ্যামদাস প্রভৃতি তাঁহাকে অনেক ঘটনা বলিয়াছিলেন; যথা—

(ক) শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্ব হইতে অচ্যুতের জ্ঞানোদয় পর্যন্ত ঘটনার অধিকাংশ তিনি অদ্বৈতের নিকট শুনিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের উপবীত-গ্রহণ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিতেছেন—

ক্ষুদ্র মুঞি অপার গৌরলীলার কিবা জানি।
তার সূত্র লিখি যেই প্রভু মুখে শুনি॥—১০ অ., পৃ. ৪৫

(খ) নিত্যানন্দপ্রভু ঈশানকে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত জল-ক্রীড়ার কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখাব্জনিঃসৃত।
এই লীলারসামৃত পিয়া হইনু পূত॥—১৫ অ., পৃ. ৬৬

(গ) অচ্যুত বিশ্বম্ভর মিশ্রের টোলে পড়িয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপক-জীবন, পূর্ব্ববঙ্গ-গমন, লক্ষ্মীর তিরোধান ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীঅচ্যুত কহে মোরে এই শুভাখ্যান।
তার সূত্র লব মাত্র করিনু ব্যাখ্যান॥—১৩ অ., পৃ. ৫৫

(ঘ) ঈশান মুরারির কড়চা, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত বা কবিকর্ণ-

পূর্বের কোন বই পড়েন নাই, এমন কি এগুলি যে তাঁহার গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল তাহাও তিনি জানিতেন না। তিনি অদ্বৈতের জীবনী-সম্বন্ধে একখানি মাত্র বই পড়িয়াছিলেন; আর সব ঘটনা নিজের চোখে দেখিয়া বা অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, অচ্যুত প্রভৃতির ন্যায় প্রামাণিক ব্যক্তির নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন; যথা—গ্রন্থশেষে আছে:

বিদ্যাবুদ্ধি নাহি মোর কৈছে গ্রন্থ লিখি।
কি লিখিতে কি লিখিনু ধরম তার সাক্ষী॥
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা-সূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস-মুখে।
পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিলা মোকে॥
পাপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞা মতে তাহা করিনু গ্রন্থন॥—২২ অ., পৃ. ১০৪

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই গ্রন্থ অকৃত্রিম হইলে, ইহার প্রামাণিকতা মুরারির গ্রন্থের তুল্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এক হিসাবে মুরারির গ্রন্থের অপেক্ষাও ইহা মূল্যবান্। মুরারি কোথাও সন-তারিখ উল্লেখ করেন নাই। কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কতকগুলি ঘটনার সময়-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবু আমরা জানি না যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস কবে জন্মিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কত দিনের বড় ছিলেন, শ্রীচৈতন্য কত দিন কি কি বিষয় পড়িয়াছিলেন, অদ্বৈত কবে তিরোধান করিলেন। ঈশান নাগর এ-সমস্ত ঘটনার তারিখ ত দিয়াছেনই, অদ্বৈতের পুত্রেরা কে কবে জন্মিয়াছিলেন তাহাও লিখিয়াছেন; যথা—

ক। হরিদাস ১৩৭২ শক বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন:

ত্রয়োদশ শত দ্বিসপ্ততি শকমিতে।
প্রকট হইলা ব্রহ্মা বুড়ন গ্রামেতে॥—৭ অ., পৃ. ২৬

খ। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন:

অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল।
তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল ॥—১০ অ., পৃ. ৪৩

অদ্বৈত

সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥—২২ অ., পৃ. ১০৩

অর্থাৎ অদ্বৈত ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়া ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

গ। ১। গৌরের বয়স যবে পাঁচ বৎসর হইল।
শুভক্ষণে মিশ্র তার হাতে খড়ি দিল ॥—১০ অ., পৃ. ৪৪

২। প্রথমে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈলা সমাপনে ॥
দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার।
তবে গেলা শ্রীমান্ বিষ্ণু মিশ্রের গোচর ॥
তাঁহা দুই বর্ষ স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা।
সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা ॥
তাঁর স্থানে ষড়্‌দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে।
তবে গেলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে ॥
তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বিবৎসরে।
এবে তুয়া পাশ আইলা বেদ পড়িবারে ॥—১২ অ., পৃ. ৪৮

"তুয়া" মানে অদ্বৈত। কিন্তু এ বিবরণ হইতে জানা যায় না যে বিশ্বম্ভর কত বৎসর বয়সে অদ্বৈতের নিকট পড়িতে আসিলেন। তাই ঈশান বলিয়া দিতেছেন যে সে সময়ে অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের বয়স পাঁচ বৎসর। কৃষ্ণদাস জন্মিয়াছিলেন :

চৌদ্দশত অষ্টাদশ শক অবশেষে।
মধুমাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী নিশি শেষে ॥—১২ অ., পৃ. ৪৬

তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য ১৪২৩ বা ১৪২৪ শকে অর্থাৎ ১৬।১৭ বৎসর বয়সে অদ্বৈতের নিকট পড়িতে আসিয়াছিলেন।

কত দিন তিনি অদ্বৈতের নিকট পড়িয়াছিলেন তাহাও গ্রন্থকার বলিয়াছেন :

গৌরের এক বর্ষ হৈল অতিক্রম।
তাহে বেদ ভাগবত হইল পঠন ॥

ঘ। নিত্যানন্দ

তেরশত পচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে ॥—১৪ অ., পৃ. ৫৭

ঙ। ঈশান অদ্বৈতের পুত্রগণের জন্মের তারিখ নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন :

অচ্যুত, ১৪১৪ শক বৈশাখী পূর্ণিমা (১১ অ., ৪৫ পৃ.)
কৃষ্ণদাস, ১৪১৮ শক চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী (১১ অ., ৪৬ পৃ.)
গোপাল, ১৪২২ শক কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী (১১ অ., ৪৭ পৃ.)
বলরাম, ১৪২৬ শক পৌষ মাস (১৫ অ., ৬০ পৃ)
স্বরূপ ও জগদীশ, ১৪৩০ শক জ্যৈষ্ঠ মাস (১৫ অ., ৬১ পৃ.)

সীতাদেবীর চার বছরের আঁজা ছিল, দেখা যাইতেছে। ঈশান যদি তিথির সঙ্গে বারটিও উল্লেখ করিতেন তবে জ্যোতিষিক গণনা করিয়া তাঁহার স্মৃতিশক্তি কতদূর প্রবল ছিল তাহার পরিচয় দেওয়া যাইত। কিন্তু ঈশান নিজে যে-সব তারিখ দিয়াছেন ও ঘটনা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কোথাও পরস্পর বিরোধ নাই। নিত্যানন্দের জন্মের ও অদ্বৈতের তিরোভাবের তারিখ ছাড়া আর সব তারিখ সত্য কি না যাচাই করিয়া লওয়ারও উপায় নাই, কেন-না অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার তারিখ উল্লেখ করেন নাই।

দাক্ষিণাত্য-দেশ-ভ্রমণের পর শ্রীচৈতন্য যখন পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে চাহিলেন। সীতাদেবী কৃষ্ণকে বলিলেন, "তোর ভার্য্যা শ্রীবিজয়া সহ মন্ত্র লহ" (১৫ অ.)। সন্দেহ হয় যে কৃষ্ণদাসের তখনও বিবাহের বয়স হয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে ফিরিয়াছিলেন ; এই জ্ঞাত তারিখের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, তাঁহার বয়স তখন ১৬ বৎসর, সুতরাং বিবাহ হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য যখন বুঝাপড়া করিতে আসিলেন, তখন

সীতাদেবী অনেক প্রকার জিনিষ রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। আমার সন্দেহ হয়, সীতাদেবী তখন পূর্ণগর্ভা বা সদ্যঃপ্রসূতা নহেন ত। গয়া হইতে আসার পর এক বৎসর কাল বিশ্বম্ভর গৃহে ছিলেন। সুতরাং এই ঘটনা ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের পর হইয়াছিল, কেন-না জ্যৈষ্ঠ মাসেই তিনি ভাবাধিক্য-বশতঃ অধ্যাপনা বন্ধ করেন এবং ১৪৩১ শকের ২৯ মাঘ সন্ন্যাস লয়েন। ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে সীতাদেবীর কোলের যমজ ছেলে দুইটির বয়স এক বৎসর। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঈশানের গণনা নির্ভুল। তিনি কোথাও পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেন নাই। ঈশান নাগরের বর্ণনা সূক্ষ্ম গণনা করিয়া লেখা, তাই বোধ হয় গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় বলিয়াছেন, "অদ্বৈত-প্রকাশে কিছুমাত্র অসঙ্গত উক্তি নাই। স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অসঙ্গত বোধ হয় তাহাতে বিচিত্র ঐতিহাসিক তত্ত্বই নিহিত আছে।" উক্ত ভূমিকা-লেখক মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে অদ্বৈত-প্রকাশে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-ঘটিত অনেক অভিনব আখ্যান আছে বলিয়া সম্মানিত।" যে-সমস্ত ঘটনা মুরারি, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, লোচন, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরূপ, রঘুনাথদাস গোস্বামী, প্রবোধানন্দ, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার প্রভৃতি চরিতকার এবং স্তব ও পদকর্ত্তারা বলেন নাই বা জানিতেন না, এরূপ অনেক ঘটনা অদ্বৈত-প্রকাশে আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য মাধ্ব বা তত্ত্ববাদীদের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, অথচ গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীচৈতন্যকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হইয়াছে। ঈশান বলিতেছেন, অদ্বৈত তীর্থ-ভ্রমণকালে "মধ্বাচার্য্য স্থানে" মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ও তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও মাধ্ব ভাষ্য পাঠ করিয়াছিলেন। ঈশানের কথাকে প্রামাণিক মনে করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শাখা বলিতেই হইবে। অদ্বৈত ১২ বৎসর বয়সের সময় শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন (২ অ., পৃ. ৮); তৎপরে (ধরা যাক তিন-চার বৎসর) ষড়্‌দর্শন পড়েন; তারপর "বর্ষদ্বয়ে বেদ শাস্ত্র পড়ে সমুদয়" (৩ অ., পৃ. ৯); তারপর পিতামাতার "সেবায় এক বৎসর হইল অতীত" (৪ অ., পৃ. ১০)। তখন নব্বই বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা ও মাতা পরলোক-গমন করেন, অর্থাৎ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে, ১৪৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অদ্বৈত তীর্থযাত্রায় বাহির হয়েন।

দুই বৎসরের মধ্যে মাধ্বাচার্য্যের স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, বোধ হয়। ১৪৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট অনন্তসংহিতা দেখিয়া অদ্বৈত

তাহা পড়ি প্রভু মহা আনন্দিত হৈলা॥
প্রভু কহে নন্দসুত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ।
গৌররূপে নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ণ॥
হরি নাম প্রেম দিয়া জগত তারিবে।
মো অধমের বাঞ্ছা তবে অবশ্য পূরিবে॥
কহিতেই হৈল প্রভুর প্রেম উদ্দীপন।
প্রহরেক গৌরনামে করে সঙ্কীর্ত্তন॥
"গৌর মোর প্রাণপতি যাহা তারে পাও।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি মুই তাহা চলি যাও॥"—৪ অ., পৃ. ১২

২। মিথিলায় অদ্বৈতের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার হয়।
—পৃ. ১৩

৩। মাধবেন্দ্র বৃন্দাবন হইতে পুরী যাইবার পথে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতকে বিবাহ করিতে বলেন ; কেন-না

কৃষ্ণ কৃপায় হৈবে তাঁহার বহুত সন্তান।
জীব নিস্তারিবে সভে দিয়া কৃষ্ণ নাম॥—৫ অ., পৃ. ১৮

৪। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতের নিকট দর্শনশাস্ত্র ও ভাগবত পড়িয়াছিলেন (৭ অ., পৃ. ২৬)। হরিদাস ঠাকুরের নিকট তর্কে যে তর্কচূড়ামণি হারিয়া গিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তিনিই চরিতামৃতের অদ্বৈত শাখাগণনে উল্লিখিত শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য। কবিকর্ণপূরের নাটক হইতে জানা যায় যে রঘুনাথদাস গোস্বামীর মন্ত্রগুরু ছিলেন যদুনন্দনাচার্য্য। সুতরাং ঈশান নাগর হইতে জানা যাইতেছে যে চরম ব্রজলীলাবাদী রঘুনাথদাস অদ্বৈত-পরিবারেরই শিষ্য। হরিদাসের নিকট আসিয়া যখন একজন বেশ্যা কুপ্রস্তাব করিল, তখন হরিদাস তাহাকে বলিলেন :

ইহাঁ হইতে আজি তুহু করহ প্রস্থান
যেজন তুলসী কণ্ঠি না করে ধারণ॥

যেই নাহি করে ভালে তিলক রচন।
যার মুখে কৃষ্ণ নাম না হয় স্ফুরণ॥
সেই সব জন হয় পাষণ্ডী অধম।
নির্য্যাস জানিহ তারা কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ।
কভু সাধু নাহি দেখে তা সভার মুখ॥
ঐছে সদ্ বেশ করি যদি কর আগমন।
তবে কৃষ্ণ তোর বাঞ্ছা করিবে পূরণ॥—৯ অ., পৃ. ৩৪, ৩৫

সেই বেশ্যা বৈষ্ণবী হইলে তাহার নাম হইয়াছিল কৃষ্ণদাসী।

৫। অদ্বৈত শচী ও জগন্নাথকে মন্ত্র দেন। সেই মন্ত্র হইতেছে "চতুরাক্ষর গৌর-গোপাল-মহামন্ত্র"। শচীর দীক্ষার পর বিশ্বরূপের জন্ম হয় (১০ অ., পৃ. ৪১)।

৬। শচী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু হরিনাম লইলেন না, তাই নিমাই জন্মিয়া তাঁহার স্তন্য পান করিলেন না। (১০ অ., পৃ. ৪৩)।

৭। কোন ভারতী নাকি বিশ্বম্ভরকে যজ্ঞসূত্র দেন এবং জগন্নাথ মিশ্র নাকি তাঁহাকে বিষ্ণুমন্ত্র দেন।

কালে তানে ভারতী দিলেন যজ্ঞসূত্র।
শাস্ত্রমতে মিশ্ররাজ দিলা বিষ্ণুমন্ত্র॥—পৃ. ৪৫

তাহা হইলে গয়ায় ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা লওয়ার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের আর একবার দীক্ষা হইয়াছিল।

৮। বিশ্বম্ভর কোন্ বিষয় কত দিন কাহার কাছে পড়িয়াছিলেন তাহার বিবরণ অদ্বৈত-প্রকাশ হইতে লইয়া পূর্ব্বেই দিয়াছি।

৯। পঞ্চবর্ষবয়স্ক শিশু কৃষ্ণ মিশ্র একদিন মাকে না বলিয়া "গৌরায় নমঃ" মহামন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক কলা খাইয়াছিলেন। সে দিন গৌরাঙ্গ আর ভাত খান নাই।

এত কহি তিহোঁ এক ছাড়িলা উদ্গার।
রম্ভার গন্ধ পাঞা সভে হৈল চমৎকার॥—১২ অ., পৃ. ৪৯

১০। অদ্বৈতের নিকট লোকনাথ ও গদাধর ভাগবত পড়িতেন ; বিশ্বম্ভর তাহা শুনিয়া মুখস্থ করিতেন (১২ অ., পৃ. ৫০)।

১১। অচ্যুতানন্দ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের টোলে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িয়াছিলেন। ঈশান বোধ হয় পাঠের সময় উপস্থিত থাকিতেন। বিশ্বম্ভর সামান্য সামান্য প্রশ্নের যাহা উত্তর দিতেন, তাহাও ঈশান কড়চা করিয়া রাখিতেন, বোধ হয় ; যথা—

একদিন শ্রীঅচ্যুত কহে গৌরচন্দ্রে।
মুখের উপমা ভালি কৈছে হয় চন্দ্রে ॥
মৃগাঙ্কে কলঙ্ক বহু দেখি বিদ্যমান।
অনুজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণ সেহ অপ্রধান ॥
তাহা শুনি নিমাই বিদ্যাসাগর আনন্দে।
সস্নেহ প্রশংসি কহে শ্রীঅচ্যুতানন্দে ॥
আহ্লাদের অংশে হয় মুখের উপমা।
কোন বস্তুর সর্ব্ব অংশে না হয় তুলনা ॥—১২ অ., পৃ. ৫২

১২। বিশ্বম্ভর যখন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন তখন অচ্যুত তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন (১৩অ., পৃ. ৫৩)।

১৩। গয়া-প্রত্যাগত নিমাই—

দ্বাদশ অঙ্গেতে কৈল তিলক ধারণ।
সর্ব্ব অঙ্গে হরিনাম করিল লিখন ॥
তুলসী কাষ্ঠের মালা কণ্ঠেতে পরিলা।
শঙ্খচক্রাকার চিহ্ন কেন বা ধরিলা ॥—১৪ অ., পৃ. ৫৬

১৪। মুরারি ও লোচন বলেন বিশ্বম্ভর "লৌকিক সৎক্রিয়া-বিধি" পড়াইতেন। বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে তিনি ব্যাকরণ পড়াইতেন। ঈশান বলেন তিনি দর্শনশাস্ত্রও পড়াইতেন।

কেহ ব্যাকরণ পড়ে কেহ দরশন। —১৪ অ., পৃ. ৫৬

১৫। অদ্বৈত গীতা ও যোগবাশিষ্ঠের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন ও উহাতে ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (১৭ অ, পৃ. ৫৯)।

১৬। সীতাদেবী যখন মদনগোপাল বা বিশ্বম্ভরের জন্য রাঁধিতেন তখন "বস্ত্রে মুখ বান্ধি রান্ধে হরিষ অন্তরে" (১৭ অ., ৬০ পৃ.)।

১৭। বৃন্দাবনে যাইবার পথে শ্রীচৈতন্য ত্রিবেণীর যমুনায় "দিন ব্যাপী গোরা যমুনায় ডুবি রৈলা" (১৬ অ., পৃ. ৬৮)।

১৮। শ্রীচৈতন্য পুরী হইতে বৃন্দাবন যাইলে অচ্যুতও শান্তিপুর হইতে তথায় যাইয়া মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য কয়েক দিন মাত্র বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। শ্রীচৈতন্য যদি সেখানে যাইয়া পত্র লিখিয়া অচ্যুতকে লইয়া গিয়াছিলেন—এরূপ কথা ঈশান লিখিতেন, তাহা হইলে চরিতামৃতের সহিত অসামঞ্জস্য হইত। সেইজন্য ঈশান বলেন :

> আয় আয় আয় বলি গোরা কৈলা আকর্ষণ।
> যোগী সম তাঁহা আইলা সীতার নন্দন॥
> শান্তিপুর হৈতে ব্রজ বহু দিনের পথে।
> অচ্যুত আইলা গোরার আজ্ঞা-পুষ্পরথে॥
> কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তের অচিন্ত্য শক্তি হয়।
> সকলি সম্ভবে ইথে নাহিক বিস্ময়॥—১৬ অ, পৃ. ৬৯, ৭০

অচ্যুত যদি এইরূপ "আজ্ঞা-পুষ্পরথে" বৃন্দাবন না আসিতেন, তাহা হইলে ঈশান শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-ভ্রমণ, কাশীতে পণ্ডিতদের সহিত বিচার, রূপ ও সনাতনকে শিক্ষা প্রভৃতি লিখিতে পারিতেন না; কেন-না কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ-সব কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ ঈশানের গ্রন্থ-লেখার ৪৭ বৎসর পরে লিখিত হয়।

১৯। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশীতে একজন দিগম্বর সন্ন্যাসীকে কৃপা করেন (১৭ অ, পৃ. ৭৫, ৭৬)।

২০। প্রকাশানন্দই যে চৈতন্যচন্দ্রামৃত-প্রণেতা প্রবোধানন্দ, এ কথা ঈশানের নিকটই আমরা প্রথম শুনিলাম। (১৭ অ, পৃ. ৭৭)। আর কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে এ কথা নাই। চরিতামৃতের শাখাবর্ণনে প্রবোধানন্দের নাম নাই; যদিও হরিভক্তিবিলাসের প্রথম শ্লোকে গোপাল ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন।

২১। বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বম্ভর ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশান বলেন তিনি তর্কশাস্ত্রের এবং ভাগবতের টীকাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার টীকা পড়িয়া শ্রীধরের ও অন্যান্য টীকার আদর কমিয়া যায়, সেই ভয়ে তিনি উহা নষ্ট করিয়া ফেলেন (১৯ অ., পৃ. ৮৫)।

২২। খড়দহের শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি বীরচন্দ্রের স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ। ডা. দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গবাণী"র একটি প্রবন্ধে ও মুরারিলাল গোস্বামী "বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী"তে এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু ঈশান বলেন নিত্যানন্দপ্রভু ঐ মূর্ত্তি স্থাপন করেন (২০ অ., পৃ. ৯১)।

২৩। শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-মন্দিরে তিরোধান করেন (২১ অ., পৃ. ৯৫)।

২৪। কৃষ্ণ মিশ্রের দুই পুত্র রঘুনাথ ও দোলগোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের অবতার; যথা—

স্বপ্নে মহাপ্রভু আসি কহে অদ্বৈতেরে।
মো বিচ্ছেদে নাঢ়া দুঃখ না ভাব অন্তরে॥
তো প্রেমাকর্ষণে মুঞি আইনু তোর ঘরে।
কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্ররূপে দেখিবা আমারে॥
প্রভু নিত্যানন্দ চাঁদে দিন কত পরে।
কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্ররূপে পাইবা নিজ ঘরে॥—১১ অ., পৃ. ৯৭

২৫। বীরচন্দ্রপ্রভু বিশ বৎসর বয়সে দীক্ষা লয়েন। প্রথমে তিনি অদ্বৈতের নিকট আসেন, কিন্তু অদ্বৈত তাঁহাকে জাহ্নবীর নিকট দীক্ষা লইতে বলেন (২২ অ, পৃ. ১০২)।

২৬। অদ্বৈত ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত দামোদর পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত ও নরহরি সরকার ঠাকুর জীবিত ছিলেন; কেন-না তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর তিরোভাবের পূর্ব্বে শান্তিপুরে আসেন (২২ অ, পৃ. ১০৩)।

২৭। মুরারি, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি কোন চরিতকার এমন কথা লেখেন নাই যে অদ্বৈত ভক্তগণের নিকট চতুর্ভুজ এবং ষড়্‌ভুজরূপে দেখা দিতেন। ঈশান সে কথা বলেন; যথা—

এক দিগ্বিজয়ীকে অদ্বৈত "সিদ্ধমূর্ত্তি দেখাইলা অতি চমৎকার॥"
—ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২২

নৃসিংহ ভাদুড়ী ভাগ্যে প্রভুর চতুর্ভুজ দেখিলা॥
—অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৯

গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সংশয়

ক। তারিখের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক ও আধুনিক সমস্যা-সমাধানের বাহুল্য দেখিয়া গ্রন্থখানির প্রতি আমার সন্দেহ জন্মে। অন্য কোন প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে এত তারিখের ছড়াছড়ি নাই।

শ্রীচৈতন্য মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন কি না, প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ একই ব্যক্তি কি না, শ্রীচৈতন্য কিভাবে তিরোহিত হইলেন, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালায় বেদের চর্চ্চা ছিল কি না, এ-সব প্রশ্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লোকের মনে বিশেষ করিয়া জাগিয়াছিল। এগুলির এক প্রকার উত্তর পাওয়াতে গ্রন্থখানি সত্যই প্রাচীন ও অকৃত্রিম কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। এই সন্দেহের কারণ কিন্তু দুর্ব্বল। শুধু এই কারণে আলোচ্য গ্রন্থকে জাল বলা চলে না।

খ। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি কথা বিবেচনা করিলে উক্ত সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ হইতেছে প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে ও ঐতিহাসিক কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে অদ্বৈত-প্রকাশের বর্ণনার বিরোধ।

(১) অদ্বৈত-প্রকাশে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার অধিকাংশ ঘটনা অচ্যুত শ্রীচৈতন্যের নিকট পড়িতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন। অচ্যুত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। অচ্যুতের নিকট শুনিয়া ঈশান অনেক ঘটনা লিখিতেছেন, বলিয়াছেন। অচ্যুত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা মাত্র ছয় বৎসর দুই মাসের ছোট। ঈশান-বর্ণিত এই উক্তি সত্য প্রমাণ করিতে পারিলে, অদ্বৈত-প্রকাশ অনেকটা নির্ভরযোগ্য হয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস যে তথ্য দিয়াছেন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ঈশানের উক্তিকে স্বীকার করা কঠিন।

বৃন্দাবনদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে আসেন, অর্থাৎ ১৪৩৫ শকের হেমন্ত কালে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে অচ্যুতের বয়স পাঁচ বৎসরের কিছু বেশী; যথা—

> পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।
> খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥—চৈ. ভা., ৩।৪।৪২৯

এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে অচ্যুতের জন্ম হয় ১৪২৯ শকে। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৩০ শকে যখন বিশ্বম্ভর শান্তিপুরে যান তখন—

অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম।
পরম বালক সেহো কাঁন্দে অবিরাম ॥—২।৬।১৯২

তখন অচ্যুত এক বৎসর বয়সের বলিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনদাস পরম বালক বলিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরে যান, তখন অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ফাল্গুনে

দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহা জ্যোতির্ম্ময় ॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অতর্ক্য প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৭

নীলাচল হইতে গৌড়ে যখন শ্রীচৈতন্য আসেন তখন তিনি অদ্বৈতের গৃহে একটি ছোট ছেলেকে দেখেন। বৃন্দাবনদাস বলেন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসরের কিছু বেশী। অবশ্য তিনি অচ্যুতের কোষ্ঠী দেখিয়া ঐ বয়স বলেন নাই। অচ্যুতের চেহারা দেখিয়া বছর-পাঁচেকের শিশু বলিয়া মনে হইয়াছিল বলিয়া বৃন্দাবনদাস পঞ্চবর্ষ বয়স বলিয়াছেন। ঈশানের মতে ১৪৩৫ শকে অচ্যুতের বয়স ২১ বৎসর। ছয়-সাত বৎসরের ছেলেকে পাঁচ-বছরের বলা যায় ও বলে; কিন্তু ২১ বৎসরের পূর্ণ যুবা পুরুষকে কি কেহ পাঁচ-বছরের ছেলে বলিয়া ভুল করিতে পারে? অদ্বৈতের পুত্রদের জন্ম-তারিখ-সম্বন্ধে ঈশানের বর্ণনায় আর একটি অসামঞ্জস্য দেখা যায়। ঈশানের মতে অদ্বৈতের ৫৮ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান অচ্যুতের ও ৭৪ বৎসর বয়সে শেষ সন্তান-স্বরূপ জগদীশের জন্ম। ইহা অসম্ভব না হইলেও অসাধারণ।

অবশ্য সাধারণ ঐতিহাসিক বিচারে এ বিষয়ে ঈশান বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা বেশী প্রামাণিক; কেন-না ঈশান অচ্যুতের সঙ্গে আবাল্য পরিবর্দ্ধিত এবং বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়া ঘটনা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি চলিবে না; কারণ ঈশান যে সত্যই অদ্বৈতের বাড়ীতে বাল্যকাল হইতে ছিলেন তাহার সমর্থক প্রমাণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অদ্বৈত-শাখা-গণনে ঈশানের নাম নাই। ঈশান অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের ও স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন বলিতেছেন; সুতরাং তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজের বা বৈষ্ণববন্দনার লেখকগণের দ্বারা

উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। শ্রীবাসের বাড়ীর জলজোগানো ঝি দুঃখীর (২।৯।২১৯; ২।২৫।৩৪৬, ৩৪৭) কথা ও গৌরাঙ্গের বাড়ীর একজন ভৃত্য ঈশানের কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন (২।৮।২০৭, ২০৮)। আর তিন প্রভুর প্রিয়পাত্র ঈশানের কথা কেহ লিখিলেন না কেন? আরও ভাবিবার কথা এই যে ঈশানের বর্ণনা-অনুসারে অদ্বৈতের তিরোভাব-সময় অর্থাৎ ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যখন অচ্যুত বাঁচিয়া ছিলেন, তখন বৃন্দাবনদাস নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। একটি লোককে দেখিলে সে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ৫।৬ বৎসরের কি ২১ বৎসরের ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। প্রামাণিক গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাসের কথা বিশ্বাস করিব, কি অজ্ঞাতকুলশীল ঈশানের কথা মানিয়া লইব? যদি শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণ-কালে অচ্যুতের বয়স পাঁচের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে তিনি বিশ্বম্ভরের টোলে পড়িতে পারেন না; বিশ্বম্ভরের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে পারেন না; তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে মিলিত হইতে পারেন না। এক কথায় ঈশানের "অদ্বৈত-প্রকাশ" তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের গৌড়-ভ্রমণ-কালে অচ্যুতের বয়স বৃন্দাবনদাস বর্ণিত পাঁচ বৎসর ছিল; কেন-না পূর্ব্বধৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য চতুর্থ অধ্যায়ের ঘটনাকে স্বীকার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

> অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচার্য্যনন্দন।
> আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্য-চরণ॥
> চৈতন্য গোসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
> এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥
> জগদ্‌গুরুতে কর ঐছে উপদেশ।
> তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥
> চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
> তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
> পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
> শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার॥—১।১২।১১-১৫

(২) ঈশান বলেন অদ্বৈত প্রণাম করায় শচীর আট বার গর্ভপাত

হইয়াছিল (পৃ. ৪০); তারপর অদ্বৈতের নিকট মন্ত্র লইলে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। নবদ্বীপ-লীলার ঘটনা-সম্বন্ধে মুরারির কড়চাকে কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মুরারি বলেন—

> তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
> বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী (?) ॥—১।২।৫

কবিকর্ণপূর বলেন—

> ক্রমেণ চাষ্টৌ তনুজাঃ পুরোঽভবন্
> তথৈব পঞ্চত্বমুপাযযুশ্চ তাঃ।—মহাকাব্য, ২।১৭

নিত্যানন্দ-শিষ্য অভিরাম-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি যাহাকে প্রণাম করিতেন সে মরিয়া যাইত।

(৩) ঈশানের মতে বাসুদেব দত্ত অদ্বৈতের শিষ্য (পৃ. ৪০)। কিন্তু চরিতামৃতে বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য-শাখায় গণনা করা হইয়াছে (১।১০।৩৯); যথা—

> বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
> সহস্র মুখে তাঁর গুণ কহিলে না হয়॥

চরিতামৃতে আছে যে যদুনন্দনাচার্য্য বাসুদেব দত্তের কৃপার ভাজন ছিলেন; যথা—

> শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
> তাঁহার শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা॥
> বাসুদেব দত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন।
> সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥—১।১২।৪৫

তিঁহো মানে 'তিনি'—'তাঁহার' নহে।

(৪) ঈশান বলেন বিশ্বম্ভর ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। দুই-তিন বৎসর ধরিয়া যাহাকে পড়ানো যায়, ২৪ বৎসর বয়সে তাহাকে না চিনিতে পারা বড় আশ্চর্য্যের কথা!

কবিকর্ণপূর বলেন যে গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যের পরিচয় পাইয়া বলিলেন :

> অহো নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তিনো হি মত্তাতসতীর্থাঃ।
> মিশ্রপুরন্দরশ্চ মত্তাতপাদানামতিমান্যঃ ॥—নাটক, ৬।৩৬

চরিতামৃত ইহার অনুবাদ করিয়াছেন (২।৬।৭৫-১০৯)। কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ পড়িয়াও কি কোন সন্দেহ থাকে যে সার্ব্বভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্য একেবারে অপরিচিত ছিলেন ?

(৫) ঈশান বলেন নিত্যানন্দ ১৩৯৫ শকের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাস বলেন যে—

> হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
> নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥
> তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
> তার শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর ॥—চৈ. ভা., ১।৬।৬৬

বিশ্বম্ভর গয়া হইতে আসিয়া ভাব প্রকাশ করেন ১৪৩০ শকের পৌষান্তে (কবিকর্ণপূর, মহাকাব্য, ৪।৭৬)। তৎপরে ও ১৪৩১ শকের মাঘের বহু পূর্ব্বে নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন ঘটিয়াছিল। ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য ছাত্রদের পড়াইয়াছিলেন ; অনুমান হয় তারপর নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন। ১৪৩১ শকে যাহার ৩২ বৎসর বয়স ছিল, তাঁহার জন্ম ১৩৯৯ শকে হয়, কিন্তু ১৩৯৫ শকে কিছুতেই হইতে পারে না। নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক ইহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঈশান বলেন নবদ্বীপে যখন নিত্যানন্দ আসিলেন তখন তাঁহার ললাটে তিলক, গলায় তুলসীর মালা (পৃ. ৫৮), কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন যে তাঁহার অবধূত-বেশ, হাতে দণ্ডকমণ্ডলু ছিল (২।৫।১৮৫)।

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মালাতিলক ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা কোন প্রামাণিক চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থে পাই নাই।

(৬) ঈশান বলেন, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের নিকট রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করিয়া "রাধাকুণ্ডে ডুব দিয়া শ্যামকুণ্ডে গেলা।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডের ইতিহাস-সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ

ভ্রম হইতে পারে না। তিনি বলেন, "দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান" (২।১৮।৪)। "ভক্তিরত্নাকর" বলেন যে রঘুনাথদাস গোস্বামী রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড খনন করাইয়া কুণ্ড জলপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন (পৃ. ১৯৫-৯৬)। ইহাই হইল প্রামাণ্য চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলির সহিত ঈশানের বিরোধ।

ঈশান যদি অদ্বৈতের সমসাময়িক হয়েন তবে সেই যুগের ইতিহাসঘটিত কোন ভুল তাঁহার হইতে পারে না। তিনি বলেন যে অদ্বৈতের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কীর্ত্তিলতা'র ভূমিকায় ও Journal of Letters Vol. XVI, 1927; এবং 'Vidyapati' by Basanta Kumar Chatterjee) সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে বিদ্যাপতি ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বেশী পরে জীবিত ছিলেন না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ঈশানের মতানুসারে অদ্বৈত ১৪৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মাধ্বাচার্য্য-স্থানে যায়েন নাই; তাহারও পরে মিথিলায় যায়েন। বিদ্যাপতি তখন পরলোকে, তাঁহার সহিত অদ্বৈতের সাক্ষাৎকার কিরূপে হইতে পারে?

ঈশান বলেন যে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লয়েন ও কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হয়েন। তিনি শান্তিপুরের নিকট

বহু পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত কৈলা বাটী।
তদবধি গ্রামের নাম হৈল ফুল্লবাটী॥

ফুল্লবাটী বলিতে ঈশান ফুলিয়াকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষগণও বাস করিতেন। সুতরাং ফুলিয়া গ্রামের নাম অদ্বৈতের অপেক্ষা অন্ততঃ ১০০।১৫০ বৎসরের প্রাচীন।

গ। ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের অকৃত্রিমতায় সন্দেহের তৃতীয় কারণ এই যে ইহাতে চরিতামৃতের, এমন কি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ভাষার প্রতিধ্বনি পাইতেছি। ঈশান বলেন, তিনি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বই লিখিয়াছেন, সুতরাং ইহা চরিতামৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেমন এ যুগে কোন বঙ্গীয় কবির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন, তেমনি চরিতামৃতকে অতিক্রম করিয়া শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কিছু লেখাও দুঃসাধ্য। "অদ্বৈত-প্রকাশ" পাকা হাতের রচনা, উহাতে শুধু যে হিসাবের ভুল নাই তাহা নহে, উহাতে চরিতামৃতের একটি সম্পূর্ণ পংক্তিও পাওয়া যায় না।

তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। "অদ্বৈত-প্রকাশে" সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ নিম্নলিখিত স্থানে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়:

(১) চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে আছে—

তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি॥

অদ্বৈত-প্রকাশে অদ্বৈতের তীর্থভ্রমণে আছে—

কভুবা দক্ষিণে চলে কভু চলে বামে।
প্রেমে মাতোয়ারা তার নাহি কোন ক্রমে।—পৃ. ১১

(২) বৃন্দাবনদাস বলেন, হরিদাস

তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।—১।১১।১২৪

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

কোটীনাম গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আজি শেষে॥—চৈ. চৈ., ৩।৩।১১৬

অদ্বৈত-প্রকাশে আছে, হরিদাস

একমাসে কোটী নাম করয়ে গ্রহণ।—পৃ. ৩৪

(৩) অদ্বৈত-প্রকাশে দেখি, হরিদাস একজনকে বুঝাইতেছেন—

বস্তুতত্ত্বে ঈশ্বরে জীবেতে নাহি ভেদ।
অগ্নির সত্তা যৈছে সর্ব্বদীপেতে অভেদ॥
তথাপি মূল অগ্নির যৈছে হয় প্রাধান্যতা।
তৈছে সর্ব্বেশ্বর হরি সকলের ধাতা॥—পৃ. ৩

চরিতামৃতে আছে—

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥—১।২।৭৫

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥—১।৭।১১৬

(৪) অদ্বৈত-প্রকাশে আছে, হরিদাসের কৃপা পাইয়া

দেখিতে দেখিতে সর্প সিদ্ধ দেহ পাঞা।
দিব্য বৃন্দাবনে গেলা চতুর্ভুজ হঞা॥

চরিতামৃতে আছে, শিবানন্দের কুকুর

সিদ্ধ দেহ পাঞা কুকুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা।—৩।১।২৭

(৫) লক্ষ্মীকে সাপে কামড়াইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার তিরোধান ঘটে।
—মুরারি, ১।১১।২১-২৩

তিরোধান-বর্ণনায় ঈশান লিখিয়াছেন :

হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-দর্শনে।
নবদ্বীপে লক্ষ্মী দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধানে॥

চরিতামৃতে আছে, "প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।"—১।১৬।১৮

(৬) ঈশান বলেন, শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে

ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।

চরিতামৃতে আছে—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।—২।১৪।১৭

এ স্থলে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের কথা বলেন নাই।

(৭) অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

প্রেমাবেশে গোরা অদ্বৈতেরে শোয়াইল।
মোর প্রভু জলে শুস্তি ভাসিতে লাগিল॥
কিবা ভাবাবেশে গৌর উঠে তান বুকে।
মহাপ্রভু লঞা প্রভু ভাসে অনুরাগে॥
যৈছে মহাবিষ্ণু শুইয়া অনন্তশয্যায়।
তৈছে অদ্বৈতাঙ্গ শয্যায় গৌর লীলোদয়॥—পৃ. ৬৬

চরিতামৃতে আছে—

আপনে তাহার উপরে করিল শয়ন।
শেষশায়িলীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥—২।১৪।৮৭

কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে এই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানে শেষশায়ী বা অনন্তশয্যার সঙ্গে তুলনা করেন নাই। এই তুলনা কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব, এবং ঈশান-কর্তৃক উহা অনুকৃত হইয়াছে।

(৮) বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য যাইলে চরিতামৃত-অনুসারে

বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গ।—২।১৭।১৮৪

ঈশান বলেন—

হেনকালে গৌরে ঘিরি গাভী বৎসগণ।
কৃষ্ণগন্ধে গৌর অঙ্গ করয়ে লেহন ॥—পৃ. ৬৯

(৯) অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

কাষ্ঠের পুত্তলী সম জানিহ মোরে।
সেই মত নাচো যেই তব ইচ্ছা স্ফুরে ॥—পৃ. ৭১

চরিতামৃতে আছে—

আমার শরীর কাষ্ঠ পুত্তলী সমান।—৩।২০।৮৩
সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥—১।১৮।৭৪

(১০) অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

রূপ কহে চাতকের ভাগ্য বা কতি।
কৃষ্ণ মেঘ বিনা নাহি হয় তৃপ্তি ॥—পৃ. ৭৪

চরিতামৃতে আছে—

লীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দৈব ঝঞ্ঝা পবনে মেঘ নিল অন্য স্থানে
মরে চাতক পিতে না পাইয়া ॥—৩।১৫।৬০

(১১) অদ্বৈত-প্রকাশ-মতে কাশীর একজন দিগম্বর সন্ন্যাসী অচ্যুতকে বলিতেছেন :

শুনিয়াছি তিঁহো ইন্দ্রজাল বিদ্যাগুণে।
ভুলাইলা উড়িষ্যার জ্ঞানী সার্ব্বভৌমে॥—পৃ. ৭৫

চরিতামৃতে প্রকাশানন্দ বলিতেছেন :

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী।—২।১৭।১১৫

(১২) নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় আছে—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর॥

অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

গোরা নাম শুনি যার পুলক উদ্যম।
সেই জনে জানো মুঞি সাধক উত্তম॥
গৌরাঙ্গ বলিতে যার বহে অশ্রুধার।
সেই জন নিত্যসিদ্ধ ভক্ত অবতার॥—পৃ. ৭৮

ঘ। চরিতামৃতে এমন কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা আছে যেগুলি মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, শ্রীরূপ, রঘুনাথদাস প্রভৃতি কোন প্রামাণিক লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ব্বে লেখেন নাই। এরূপ ঘটনার উল্লেখ যদি অদ্বৈত-প্রকাশে পাওয়া যায় তাহা হইলে সন্দেহ হয় যে উহা চরিতামৃত হইতেই লওয়া হইয়াছে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :

(১) হরিদাস-সম্বন্ধে ঈশান বলেন—

যাঁর সদ্‌গুণে গোসাঞি রঘুনাথদাস।
ভক্তি-বীজ পাই হৈল চৈতন্য-বিলাস॥

চরিতামৃতের ৩।৩।১৬২-৬৩-এ এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

(২) ঈশান বলেন যে সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরের নিকট আসিলেন তখন

প্রেমাবিষ্ট গৌর অদ্বৈতরে দেখি ভণে।
কিবাশ্চর্য্য আচার্য্য হে আইলা বৃন্দাবনে॥—পৃ. ৬২

চরিতামৃতে আছে—

তুমি তো অদ্বৈত গোসাঞি হেথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কি মতে জনিলা॥—২।৩।২৯

(৩) চরিতামৃতের ন্যায় অদ্বৈত-প্রকাশেও আছে যে শ্রীচৈতন্য যখন ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবনে যান তখন

প্রেমে পশুগণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদয়।—পৃ. ৬৭

(৪) বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্রীচৈতন্য রূপকে প্রয়াগে ও সনাতনকে কাশীতে শিক্ষা, উপদেশ দিয়াছিলেন; এই কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

তবে গোরা রূপ অনুপম দুইজনে।
সাধ্য সাধন শিক্ষা দিলা ভক্তানুসন্ধানে॥—পৃ. ৭৪

সনাতন শিক্ষার কথাও ঈশান লিখিয়াছেন (পৃ. ৭৭)।

(৫) কবিকর্ণপূর যে বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন ইহা চরিতামৃত হইতেই জানা যায়।

ঈশান বলেন—

গৌর কৃপায় সেন শিবানন্দের নন্দন।
অতিবাল্যে সর্ব্বশাস্ত্রে হইল স্ফুরণ॥
কবিকর্ণপূর নামে হৈলা তিঁহ খ্যাত।—পৃ. ৮২

কবিকর্ণপূরের খ্যাতি শুনিলেও এবং অদ্বৈতের তিরোভাবের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিলেও, ঈশান তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াছেন এমন কথা কোথাও বলেন নাই।

(৬) ছোট হরিদাস-বর্জ্জন, ব্রহ্ম হরিদাসের নির্য্যান, শ্রীরূপের নাটকদ্বয়ের

কথা, সনাতনের নীলাচল-আগমন ও গায়ে কণ্ডুরস দেখা দেওয়া, জগদানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ, এবং অদ্বৈতের তর্জ্জা পাঠানো চরিতামৃতেই সর্ব্বপ্রথমে বর্ণিত হয়।

ঈশান এই ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছেন। এই ঘটনাগুলি ঈশান অপেক্ষা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জানার সম্ভাবনা অধিক, কেন-না অদ্বৈতপ্রভু সময়ে সময়ে নীলাচলে যাইতেন, আর রঘুনাথদাস গোস্বামী বার মাস তথায় বাস করিতেন।

গৌরমন্ত্রের আন্দোলন

অদ্বৈত-প্রকাশের অকৃত্রিমতায় সংশয়-প্রকাশের পঞ্চম কারণ বলিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের একটি দলাদলির ইতিহাস আগে উল্লেখ করা দরকার। অদ্বৈত-প্রকাশের বহু স্থানে গৌরমন্ত্রের কথা আছে। গৌরমন্ত্র নরহরি সরকার ঠাকুরের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরেরা আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহারা বংশানুক্রমে গৌরমন্ত্র দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র মন্ত্রের অস্তিত্ব কোন দিনই সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌরমন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য লইয়া ভীষণ দলাদলি চলিয়াছিল। আমি যখন ফোর্থ কি থার্ড ক্লাসে পড়ি, অর্থাৎ ১৯১৩।১৪ খ্রীষ্টাব্দে, তখন নবদ্বীপের বড় আখড়ার নাটমন্দিরে গৌরমন্ত্র-বিচারের একটি সভায় উপস্থিত ছিলাম, মনে পড়ে। বৃন্দাবন, পুরী, কালনা প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বদেশী-সভায় লাঠালাঠি হয় পরে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব-সভায় লাঠি চলিতে সেই প্রথম দেখি। সভা আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়। পর দিন "সোণার গৌরাঙ্গের" বাড়ীতে কয়েকজন পণ্ডিত মিলিয়া কি এক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, মনে নাই।

সিপাহি-বিদ্রোহের সময় বৃন্দাবনে গৌরমন্ত্র লইয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে বৃন্দাবনের কয়েকজন প্রধান প্রধান গোস্বামী ও বৈষ্ণব একখানি ব্যবস্থাপত্র দেন (শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী পত্রিকা, চৈতন্যাব্দ ৪০৭, ১ম বর্ষ, পৃ. ২৬০-৬৬)।

বৃন্দাবনের যে বিবাদের ইঙ্গিত এই ব্যবস্থাপত্রে পাওয়া যায়, গত শতাব্দীর

শেষ দশকে আবার তাহা সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে উপস্থিত হইয়াছিল। এ বারে গৌরমন্ত্রের স্বপক্ষে বাহির হইল বাগবাজার হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, আর তাহার বিপক্ষে বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী।[১] বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় অদ্বৈতবংশীয় রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের নাম সম্পাদক-হিসাবে ছিল। কিন্তু তিনি বৃন্দাবনের জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিলেন, "আমি কিছুর মধ্যে প্রায়ই থাকি না, তথাপি আমার প্রারব্ধ দোষে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পাদক-স্থলে আমার নাম থাকায় ব্যক্তি বিশেষের বিদ্বেষভাজন হইতেছি। শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু ৺বৈদ্যনাথে আছেন, তিনি আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে নামটী তুলিয়া লইব।

"মহাপ্রভুর মন্ত্র কোন প্রামাণিক তন্ত্রে উল্লিখিত নাই এবং প্রধান প্রধান অচার্য্যস্থলে যেখানে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ-সেবা আছে সেখানে প্রায়ই শ্রীদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে অর্চ্চনা হইয়া থাকে; যথা—শ্রীঅম্বিকা ও খেতুরী প্রভৃতিতে" (শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭ চৈ. অ., ভাদ্র, ১৯ সংখ্যা, পৃ. ২১১-১৩)।

গৌরমন্ত্রের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন অদ্বৈতবংশীয় পরম পণ্ডিত নীলমণি গোস্বামী মহাশয়। এই সময়ে অদ্বৈতবংশীয় সমস্ত গোস্বামীরা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র প্রচার করেন—

"দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রেণৈব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যোপাসনা বিধেয়া ন্যান্যেনেতি। চৈতন্যভাগবতাদৌ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যপাদানাং তথৈব তদর্চ্চনদর্শনাৎ। চরিতামৃতাদাবাচার্য্যমন্যথাকৃত্য প্রবর্ত্তমানানাং পাষণ্ডিত্বশ্রবণাচ্চ। যস্যোপাসনয়া বশীকৃতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ কলাবপ্যবতীর্ণঃ শ্রীসীতানাথ এব তৎপ্রীতি সম্পাদকোপাদানানামভিজ্ঞো নান্যঃ। বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভুপাদানাং দশাক্ষর-বিদ্যায়াং প্রীত্যতিশয়ো লক্ষ্যতে, পরমাগ্রহপূর্ব্বকং শ্রীমদীশ্বর-পুরী-মহানুভবতো লোকশিক্ষার্থং তয়ৈব দীক্ষিতত্বাৎ" (চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭ চৈ. অ., জ্যৈষ্ঠ,

১ কাশীমবাজার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, "বৈষ্ণবসাহিত্য": রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ-লিখিত প্রবন্ধে আছে—"বলাগড়ির রামরতন বিদ্যাভূষণ ও নীলমাধব ভক্তিভূষণ প্রভৃতি কৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গকে অধিক ভক্তি করেন ও অনেকে কৃষ্ণমন্ত্রের পরিবর্ত্তে গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এইমতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পৃথক্ ধ্যান ও মন্ত্রে উপাসনা ও তদীয় জন্মতিথিতে উপবাস-ব্যবস্থা আছে।......প্রথম প্রথম গৌরাঙ্গবাদ ঢাকা, শ্রীহট্টাদি দেশে হীন শূদ্রাদি-মধ্যে প্রচারিত হয়।"

১৬, পৃ. ১২৩)। অর্থাৎ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, অন্য মন্ত্রের দ্বারা কর্ত্তব্য নহে; কেন-না চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই দেখা যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু তদ্রূপেই অর্থাৎ দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারাই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। শ্রীআচার্য্য-মতকে অন্যথা করিয়া যাহারা ভিন্ন মতে প্রবৃত্ত হয়, চরিতামৃতাদি গ্রন্থে তাহাদিগের পাষণ্ডিত্ব শুনা যায়। যাঁহার উপাসনায় বশীভূত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিকালেও অবতীর্ণ হইলেন, সেই শ্রীসীতানাথ প্রভুই তাঁহার প্রীতি-সম্পাদক উপকরণ-সমূহের একমাত্র জ্ঞাতা, অন্যে নহে। বিশেষতঃ দশাক্ষর গোপাল-বিদ্যাতেই শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় প্রীতি লক্ষিত হইতেছে; কেন-না লোকশিক্ষার নিমিত্ত পরমাগ্রহপূর্ব্বক শ্রীঈশ্বর পুরী মহানুভবের নিকটে ঐ দশাক্ষরী গোপাল-বিদ্যাতেই তিনি দীক্ষিত হয়েন। এই ব্যবস্থাপত্রে বা অনুরূপ ব্যবস্থাপত্রেও শান্তিপুর এবং অন্যান্য স্থাননিবাসী অদ্বৈতবংশীয় প্রায় সমস্ত নেতার স্বাক্ষর ছিল।

উথলী-নিবাসী অদ্বৈতবংশীয় শ্রীনাথ গোস্বামী মহাশয় লাউড় হইতে অদ্বৈত-প্রকাশের পুথি আনাইয়া "বহু যত্নে ইহা সংশোধন করিয়াছেন" বলিয়া শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু উথলীর নেতৃস্থানীয় অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামিগণ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—"প্রচ্ছন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুকে শ্রীনন্দনন্দনরূপে কৃষ্ণমন্ত্রের দ্বারাই সাধুগণ উপাসনা করেন এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যবহারও তদ্রূপ। সাধুগণের ব্যবহৃত অর্থাৎ প্রামাণিক কোন তন্ত্রে তাঁহার পৃথক্ মন্ত্র দেখা যায় না; অতএব কল্পিত মন্ত্র-দ্বারা দীক্ষা-সিদ্ধি হইতে পারে না।"—চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭, পৃ. ২০৬, ভাদ্র, ১৯ সংখ্যা

এই দুইখানি ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে অদ্বৈতবংশের গোস্বামীরা এবং বৈষ্ণব-সমাজের অন্যান্য অনেক ব্যক্তি জানিতেন না ও মানিতেন না যে গৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে।

"চৈতন্যমতবোধিনী"তে গৌরমন্ত্র-সম্বলিত তন্ত্রগুলি-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল —"ঈশান-সংহিতা প্রভৃতি তন্ত্র গৌরবাদীরাই কল্পনা করিয়াছে, এইরূপ কত তন্ত্র যে কল্পিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তিন শত বৎসরের ভিতরে অন্যূন সহস্র তন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বৈষ্ণবামৃত-নামক তন্ত্র-সংগ্রহে অনেক আধুনিক তন্ত্রের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মহাপ্রভুর অবতারের অনেক পরে যে এই-সকল তন্ত্র রচিত হইয়াছে চক্ষুষ্মান্‌দিগকে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন করে না।………প্রাচীন নিবন্ধকারেরা যে-সকল তন্ত্রের উদ্দেশ করিয়াছেন, বিদ্বজ্জনেরা সেই-সকল তন্ত্রেরই প্রামাণ্য স্বীকার করেন। মন্ত্রকোষ, মন্ত্রমহোদধি, মন্ত্রার্ণব, তন্ত্রসার, ক্রমদীপিকা এবং হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থে কোথাও গৌরমন্ত্রের নাম-গন্ধ নাই।"—চৈতন্যমতবোধিনী ৪০৭, পৃ. ১৬১, আষাঢ়, ১।৭ সংখ্যা।

সন ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে নিত্যানন্দ-বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী লিখিয়াছিলেন, "ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতাদি পৃথক্ গৌরমন্ত্র-প্রতিপাদক গ্রন্থগুলি কখনও দেখি নাই, প্রাচীন মুখেও নাম শুনি নাই ও নিবন্ধগ্রন্থেও বচন প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু গৌরমন্ত্রের স্পষ্টোল্লেখ আছে শুনিয়াই পুস্তক কয়খানি আধুনিক বলিয়া বোধ করি। কারণ শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর মন্ত্রধ্যানাদির উল্লেখ থাকিলে তাঁহার ভগবত্তা প্রতিপাদন নিমিত্ত শ্রীমদ্ গোস্বামিগণ সেই প্রমাণগুলির সংগ্রহ না করিয়া কৃষ্ণবর্ণং প্রভৃতি শ্লোকের অবশ্যই কষ্টার্থ কল্পনা করিতেন না।"—চৈতন্যমত-বোধিনী, ৪০৮, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ. ১২

উদ্ধৃত উক্তির শেষ অংশে উপেন্দ্রপ্রভু ঐতিহাসিক বিচারের একটি মূলসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' যখন বাহির হইল তখন তাহাতে ঈশান-সংহিতা, ঊর্দ্ধাম্নায়-সংহিতা প্রভৃতির দোহাই দেওয়া হইল না, কেন-না ঐগুলির অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাই "অদ্বৈত-প্রকাশে" অনন্ত-সংহিতার দোহাই দেওয়া হইয়াছে ; যথা—

মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতকে বলিলেন :

ধর্ম্মসংস্থাপন হেতু এই কলিযুগে।
স্বয়ং ভগবান্ প্রকট হইবেন অগ্রে ॥
অনন্ত-সংহিতা তার সাক্ষী শ্রেষ্ঠতম।
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত ভারত আগম ॥—৪ অ., পৃ. ১২

এবং গৌরমন্ত্র আছে কি না প্রশ্ন উঠিয়াছিল। নব আবিষ্কৃত "অদ্বৈত-প্রকাশে" পাওয়া গেল যে শুধু যে গৌরমন্ত্র আছে তাহা নহে, ঐ মন্ত্রেই শচী ও জগন্নাথ মিশ্র অদ্বৈত-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; যথা—

তবে শচী দেবী আসি করিলা প্রণতি।
প্রভু কহে বাছা তুমি হও পুত্রবতী॥
শুনি মহানন্দে কহে মিশ্র দ্বিজ রাজ।
যাহে তুয়া বাক্য রহে কর সেই কাজ॥
প্রভু কহে এক মন্ত্র পাইনু স্বপনে।
ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ দুই জনে॥
সর্ব্ব অমঙ্গল তবে অবশ্য খণ্ডিবে।
পরম পণ্ডিত দিব্য তনয় লভিবে॥
আজ্ঞা শুনি আইলা দোঁহে করিয়া সিনানে।
তবে প্রভু যথাবিধি পূজি নারায়ণে॥
দোঁহাকারে মন্ত্র দিলা শ্রীঅদ্বৈত-চন্দ্র।
চতুরাক্ষর শ্রীগৌরগোপাল মহামন্ত্র॥—১০ অ., পৃ. ৪১

অদ্বৈত যদি শচী ও জগন্নাথকে দীক্ষা দিতেন এবং গৌরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন, তবে সে সম্বন্ধে কি অদ্বৈত-বংশের গোস্বামীদের মধ্যে কোন প্রবাদ থাকিত না? উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্রে তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে গৌরমন্ত্রের কথা তাঁহারা কখনও শোনেন নাই। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি কেহ কি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেন না?

"অদ্বৈত-প্রকাশের" স্বপক্ষীয়গণ হয়ত বলিবেন যে গৌরগোপাল-মহামন্ত্র মানে গৌরমন্ত্র নহে। যদি গৌরমন্ত্র হয় তাহা হইলে পিতামাতার সম্বন্ধ থাকে না, শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাবের ব্যাঘাত হয়। অদ্বৈতপ্রভু হেমাভ গোপালের মন্ত্রে শচী-জগন্নাথকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। "যদি বল মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেন চতুরক্ষর বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, মন্মথবীজ পুটিত কৃষ্ণরূপ চতুরক্ষর বালগোপাল মন্ত্রকেই চরিতামৃত গ্রন্থে গৌরগোপাল মন্ত্র নামে উক্ত করিয়াছেন। ঐ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীবালগোপাল দেবের ধ্যানে হেমাভ শব্দ থাকাতেই ঐ মন্ত্র গৌরগোপাল মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকে বালগোপালের উপাসক ছিলেন।"—চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭, আষাঢ়, ১।৭, পৃ. ১৫২। কিন্তু অদ্বৈত-প্রকাশে যে সুকৌশলে গৌরমন্ত্র-প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র কৃষ্ণদাস

আগে প্রণব মহামন্ত্র করি উচ্চারণ।
গৌরায় নমঃ বলি কৈল নিবেদন ॥—১২ অ., পৃ. ৪৯

"অদ্বৈত-প্রকাশ" যে কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত, জোর করিয়া ইহা বলা যায় না। তবে যে পাঁচটি প্রধান কারণে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলাম। কেহ "অদ্বৈত-প্রকাশের" অন্ততঃ তিনখানি প্রাচীন (অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের) পুথি দেখাইয়া আমার সন্দেহ-ভঞ্জন করিলে সুখী হইব। মুরারি গুপ্তের কড়চার প্রাচীন পুথি পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা হইতে কবিকর্ণপূর ও লোচন যে শব্দান্তর ও ভাষান্তর করিয়াছেন তাহা ভক্তিরত্নাকরের উদ্ধৃত বহু শ্লোকে পাওয়া যায় এবং তাহার সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের মিল আছে। "অদ্বৈত-প্রকাশের" নাম কোন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। "অদ্বৈত-প্রকাশের" ন্যায় পুস্তকে আমরা দেখিতে চাই শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন, তখন কিভাবে অদ্বৈত গৌড়দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটি কথাও উহাতে নাই। ঈশান অদ্বৈতের বাড়ীতে মানুষ হইলেন, সেইখানেই সর্ব্বদা থাকিতেন, অদ্বৈতের জীবনী লিখিবেন বলিয়া কলম ধরিলেন, অথচ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-বর্ণনার পর হইতে বরাবর শ্রীচৈতন্যের জীবনীই লিখিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধেও যে-সব ঘটনা ঈশান উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়; শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধন-প্রণালী যাহা ঈশান স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তাহাও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ও প্রেমবিলাসে পাওয়া যায়। ঐ বর্ণনার সহিত অবশ্য জয়ানন্দ অপেক্ষা প্রেমবিলাসের সাদৃশ্য অধিক।

হরিচরণ দাসের "অদ্বৈতমঙ্গল"

১৩০৩ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা) রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ১৭১৩ শকের (১৭৯১ খৃ. অ.) এক পুথি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় এই বইয়ের যে পুথিখানি আছে (২৬৬ নং) তাহারও অনুলিপির তারিখ ১৭১৩ শক। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে রসিকবাবু যে পুথি ব্যবহার

করিয়াছিলেন তাহাই পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে। "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় ১৩৪১ সালে অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় ঐ পুথির পরিচয় দিয়া উহার "দানলীলা" অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়ার প্রয়োজন বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন না যে ১৩০৮ সালে রাজসাহীর ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল মহাশয় ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (পৃ. ১-২৪) সম্পাদন করেন ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয়। আমি শুধু প্রথম খণ্ডই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সান্ন্যাল মহাশয় অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না জানি না। তিনি ঐ সংস্করণে গ্রন্থকারের নাম করেন নাই। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের পুথির সহিত সান্ন্যাল মহাশয়ের বইএর প্রায় সকল স্থানেই মিল দেখিয়া সন্দেহ থাকে না যে তিনি হরিচরণ দাসের বই-ই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈত-শাখায় হরিচরণ নামে এক ভক্তের নাম পাওয়া যায় (১।১২।৬২)।

অদ্বৈতমঙ্গল-রচনার কারণ-সম্বন্ধে লেখক প্রথম পরিচ্ছেদে বলেন—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম মনেতে করিয়া সত্য
যে লেখায় পরশমণি মোকে।
কৃষ্ণের জীবন প্রাণ প্রেমমুক্তি যার নাম
আজ্ঞা মাগি তাঁহার শ্রীমুখে॥
তাঁহার যে কৃপা বরে পূর্ব্বাপর দেখায় মোরে
আজ্ঞা অনুসারে মাত্র দেখি।
শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলেতে প্রভুর লীলা প্রকটেতে
আজ্ঞা দিলা পূর্ব্ববৃত্ত আগে লেখি॥

....

আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া কি বর্ণিতে পারি ইহা
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আজ্ঞা মানি।
প্রভুর যে পুত্র সব শিষ্য যত বড় সব
তাথে আমি ক্ষুদ্র অভিমানী॥
শ্রীঅদ্বৈত-চরণধূলি মস্তকেতে লই তুলি
হৃদয়েতে করি পাদপদ্ম।

—ছাপা বই, পৃ. ২-৩

আবার

প্রভুর নন্দন আর শিষ্যাদি সকলে।
আমারে আজ্ঞা দিলা হৃদয় প্রবালে॥
আমি প্রভুর ভৃত্য তাঁহার আজ্ঞাবলে।
সাহস করিয়া লিখি শ্রীচরণ বলে॥—পৃ. ১২

বন্দে শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর তনয়।
বলরাম কৃষ্ণ মিশ্র আর যত হয়॥
তোমার আজ্ঞায় লিখি যতন করিয়া।—পৃ. ১৯

বার বার আজ্ঞাবলে লেখার কথায় লেখকের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ হয়। গ্রন্থখানি তেইশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ইহাতে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা লেখক স্বয়ং গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম সংখ্যায় হয় গুর্ব্বাদি বর্ণন।
কৃষ্ণলীলা অনুক্রম বস্তু নিরূপণ॥
দ্বিতীয় সংখ্যায় পঞ্চ অবস্থার সূত্র।
বিজয়পুরী আগমন পরম চরিত্র॥
তৃতীয় সংখ্যায় বিজয়পুরীর সম্বাদ।
শ্রীভাগবত অর্থ প্রভুর আস্বাদ॥
প্রেমে গদ্‌গদ পুরী দুর্ব্বাসা সাক্ষাৎ।
শ্রীমাধবেন্দ্র সতীর্থ হয় যে বিখ্যাত॥

অদ্বৈতের পঞ্চ অবস্থায় কি কি লীলা করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক সংক্ষেপে বলিয়াছেন; যথা—

বাল্যাবস্থাতে হয় জন্মলীলা আদি।
প্রথম অবস্থা বলি সর্ব্ব কার্য্য সাধি॥
পৌগণ্ড অবস্থাতে শান্তিপুর আইলা।
দ্বিতীয় অবস্থা বলি বর্ণনা হইলা॥
কৈশোর অবস্থাতে তীর্থ পর্য্যটন।
বৃন্দাবন আগমন গোপাল প্রকটন॥

ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী জয়।
অদ্বৈতনাথ প্রকট তাহাতেই হয়॥
তৃতীয় অবস্থা করি বলিয়ে তাহারে।
কৈশোরে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন করে॥
যৌবনে যতেক লীলা করিলা প্রকাশ।
তপস্যাদি আচরণ শান্তিপুরে বাস॥
চতুর্থ অবস্থা সেহি বর্ণনা করিব।
যাহার শ্রবণে লোক পবিত্র হইব॥
বৃদ্ধ অবস্থাতে লিখিব সীতার পরিণয়।
নিত্যানন্দ চৈতন্য অবতার করয়॥

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আগমন ও অদ্বৈত-গৃহে জলকেলি ও দান-লীলার অভিনয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন বর্ণনা করেন নাই; তাহার কারণ-সম্বন্ধে তিনি বলেন :

চৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবিকর্ণপূর।
তাহাতে জানিবা সব রসের প্রচুর॥
অদ্বৈত চৈতন্য প্রশ্ন রসের অপার।
বর্ণনা করিলা তেঁহো অনেক প্রকার॥
আমি বর্ণিতে যে হয় পুনরুক্তি।
তাহাতে না বর্ণিল তারে করি ভক্তি॥
শ্রীপ্রভু মঙ্গলের আগ্রহ লাগিয়া।
জন্মলীলা কিছু লিখি প্রণতি করিয়া॥—পুথির পাতা ৭৬-৭৭

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অদ্বৈত শাখায় উল্লিখিত হরিচরণ সত্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা হইতে পারেন কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। নিম্নলিখিত কারণে মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি-কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই :

১। অদ্বৈতমঙ্গলের পুথির ৭৪ পাতায় আছে যে নিত্যানন্দ জন্মিলে হাড়াই পণ্ডিত শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতকে একচাকা গ্রামে লইয়া গেলেন। অদ্বৈত নবজাত নিতাইয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং

তাঁহার নাম নিত্যানন্দ রাখিলেন। অদ্বৈতের সহিত নিত্যানন্দের এরূপ সম্বন্ধের কথা বৃন্দাবনদাস লেখেন নাই। নিত্যানন্দের জীবনের এত বড় একটা কথা কি বৃন্দাবনদাস জানিতেন না? জানিলে তাহা লিখিলেন না কেন?

২। অদ্বৈতমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে যে নিত্যানন্দ মাতাপিতার অন্তর্দ্ধানের পর উদ্ধারণ দত্তের সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়েন।

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর অবস্থা।
মাতা পিতা অন্তর্দ্ধান রহে যথা তথা॥
উদ্ধারণ দত্ত হয় সখা অন্তরঙ্গ।
তাহারে লইয়া তীর্থ করে … ॥—পুথির পাতা ৭৫

বৃন্দাবনদাস বলেন যে একজন সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইয়া যাইবার সময় নিত্যানন্দকে চাহিয়া লইয়া চলিয়া যান। হাড়াই পণ্ডিতের জীবনকালেই দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করেন।

নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥

তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে রহিল জীবন॥—চৈ. ভা., ২।৩।১৭৫

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত নিত্যানন্দের জীবনের কোন ঘটনার বর্ণনার সহিত যদি অন্য কোন গ্রন্থের বর্ণনার পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসের কথাই বিশ্বাস করিতে হইবে। অদ্বৈতমঙ্গলের রচয়িতা যদি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক হয়েন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিত্যানন্দের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা শুনিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অদ্বৈতমঙ্গলে এত বড় ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে উহা সমসাময়িকের লেখা কি না সন্দেহ হয়।

৩। শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবন-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের কড়চার প্রামাণিকতা সর্ব্বজনস্বীকার্য্য। মুরারি বলেন যে শচী-জগন্নাথের আটটি কন্যা হইয়া

মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৎপরে বিশ্বরূপের জন্ম; তারপর বিশ্বম্ভরের জন্ম, অর্থাৎ বিশ্বম্ভর দশম গর্ভজাত (মুরারি, ১।২।৫-১১)।

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে বলেন—

ক্রমেণ চাষ্টৌ তনুজাঃ পুরোঽভবন্।—২।১৭

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত, সুতরাং শ্রীচৈতন্যকেও শচীর অষ্টম গর্ভজাত বলিয়া পরবর্ত্তী কালে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অদ্বৈতমঙ্গলে এইরূপে শ্রীচৈতন্যকে শচীর অষ্টম গর্ভজাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা—

নন্দ যশোদার প্রকাশ শচী জগন্নাথ।
শ্রীহট্ট দেশে জন্ম পত্নী পুত্র সাত॥
ছয় পুত্র হইল মরিল ক্রমে ক্রমে।
পুত্র-শোকে গঙ্গাবাসে আইলা সম্ভ্রমে॥
নবদ্বীপে আসিয়া দোঁহে গঙ্গাবাস কৈল।
জগন্নাথ মিশ্রকে সম্মান বহু কৈল॥
এহিরূপে কথ দিনে এক পুত্র হইল।
বিশ্বরূপ নাম তারে পিতাএ রাখিল॥—পুথির পাতা ৭৭

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শচী-জগন্নাথ অদ্বৈতের নিকট আসিয়া বলিলেন—

প্রথমে পুত্র হইল গেল পরলোক।
এবে এক সন্ন্যাসী হইল তাহার যে শোক॥
কৃপা করি আজ্ঞা দেও তুমি নারায়ণ।
শোক দুঃখ যায় দূর পাই তোমার চরণ॥
প্রভু কহে দুঃখ শোক আর না করিহ।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে সব এমতি জানিহ॥
তোমাকে দিব এক পুত্র হয় চমৎকার।
সপ্তদিন বাস এথা করহ অঙ্গীকার॥—পুথির পাতা ৭৭

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "অদ্বৈতমঙ্গল"-মতে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া যাওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। কিন্তু মুরারি গুপ্ত বলেন

যে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া গেলে বিশ্বম্ভর মাতাপিতাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন (১।৭।৯)।

কবিকর্ণপূরও ঐ কথা বলেন (মহাকাব্য, ২।১০৫)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের গৃহে যাইলে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ডাকিতে যাইতেন (১।৫।৪৮) ও বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে

ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌররায়।—১।৫।৫৪

অদ্বৈতমঙ্গলের বর্ণনা মুরারি, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার বিরুদ্ধ। সুতরাং উক্ত তিনজন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের কথা না মানিয়া "অদ্বৈতমঙ্গলের" বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। "অদ্বৈতমঙ্গল" অদ্বৈত বা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লোকের লেখা হইলে তাহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবন-সম্বন্ধে এত বেশী ভুল সংবাদ থাকিত না।

হাড়াই পণ্ডিতের নবজাত শিশুকে অদ্বৈত আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার নাম নিত্যানন্দ রাখিলেন ও শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতের আশীর্ব্বাদে জন্মিলেন—এই সব কথা অদ্বৈত-বংশের লোকেরা বা তাঁহাদের শিষ্যেরা পরবর্ত্তী কালে অদ্বৈতের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য রচনা করিয়াছিলেন, মনে হয়। অদ্বৈতের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্যই "অদ্বৈতমঙ্গলের" লেখককে মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার বিরুদ্ধে নূতন ঘটনা বর্ণনা করিতে হইয়াছে।

৪। "অদ্বৈতমঙ্গলে" আছে যে অদ্বৈত সাত দিন হুঙ্কার করার পর বৃন্দাবনের একটি তুলসীমঞ্জরী গঙ্গার জলে ভাসিয়া আসিল। তাহার খানিকটা শচীকে ও খানিকটা সীতাকে খাওয়ান হইল। তাহারই ফলে শচীগর্ভে শ্রীচৈতন্যের ও সীতাগর্ভে অচ্যুতের জন্ম হইল (পুথি, পৃ. ৭৮)। "অদ্বৈত-প্রকাশের" বিচারে দেখাইয়াছি যে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাসের পর গৌড়ে পুনরাগমন করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে অচ্যুতের বয়স পাঁচ বৎসর ছিল, অর্থাৎ অচ্যুত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বৎসরের ছোট। "অদ্বৈতমঙ্গল"-মতে শ্রীচৈতন্য ও অচ্যুত সমবয়সী এবং "অদ্বৈত-প্রকাশ"-মতে অচ্যুত চৈতন্য অপেক্ষা ছয় বৎসর দুই মাসের ছোট। বৃন্দাবনদাসের উক্তির সহিত বিরোধ বলিয়া "অদ্বৈত-মঙ্গলকে" অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিতে চাই।

৫। "অদ্বৈতমঙ্গলে" বর্ণিত হইয়াছে যে অদ্বৈত শচীকে কৃষ্ণমন্ত্র দিলে

তবে নিমাই মাতৃস্তন্য পান করিলেন (৭৯ পাতা)। "অদ্বৈত-প্রকাশে" আছে যে শ্রীচৈতন্য গর্ভে আসিবার পূর্ব্বে

দোঁহাকারে মন্ত্র দিলা শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
চতুরাক্ষর শ্রীগৌরগোপাল মহামন্ত্র॥—পৃ. ৪১

অদ্বৈতের দুই শিষ্যের বর্ণনার মধ্যে এখানেও গুরুতর পার্থক্য। এরূপ ঘটনা শ্রীচৈতন্যের কোন জীবনীতে বর্ণিত হয় নাই। বৃন্দাবনদাস-লিখিত অদ্বৈতের নিম্নলিখিত উক্তি পড়িলে কি কাহারও মনে হয় যে অদ্বৈত শচীদেবীর মন্ত্রগুরু ?

যে আইর চরণধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জান তিলমাত্র॥—চৈ. ভা., ২।২২।৩১৫

৬। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবিকর্ণপূর অচ্যুতানন্দকে "শ্রীমৎপণ্ডিত-গোস্বামিশিষ্যঃ" বলিয়াছেন (৮৭)। যদুনাথদাসের শাখা-নির্ণয়ে ও শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনাতেও ঐরূপ বর্ণনা আছে, কিন্তু "অদ্বৈতমঙ্গলে" অচ্যুতকে "সীতার শিষ্য তেঁহো মোহনমঞ্জরী" (পুথির পাতা ৮৫) বলা হইয়াছে। এখানেও সীতার মহিমাঘোষণার জন্য এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

৭। "অদ্বৈতমঙ্গলের" ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুরে আসিয়া দানলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অভিনয় করার মত মানসিক অবস্থা শ্রীচৈতন্যের ছিল না। ঐরূপ ঘটনা ঘটিলে মুরারি প্রভৃতি চরিতকার ও শিবানন্দ, বাসুঘোষ প্রভৃতি পদকর্ত্তা উহার উল্লেখ করিতেন।

৮। "অদ্বৈতমঙ্গলে" লিখিত হইয়াছে যে অদ্বৈতপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; যথা—

সাত শত বৎসর মহাপ্রভুর আগে।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু প্রকট এহি যুগে॥

"সাত শত"কে "সওয়া শত" পড়িলেও অর্থ-সঙ্গতি হয় না, কেন-না "অদ্বৈত-প্রকাশের" মতে অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ৫২ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ও সওয়া শত বৎসর জীবিত ছিলেন। সমসাময়িক ব্যক্তি ভ্রমপ্রমাদবশতঃ কখন কখন ভুল সংবাদ দিয়া থাকেন ; কিন্তু "অদ্বৈতমঙ্গলের" এই সংবাদটি

এই জাতীয় ভুল নহে। এখানে অদ্বৈতকে বিশেষরূপে অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালের কথা বলা হইয়াছে। সীতা ও অদ্বৈতের মহিমার কথা এই গ্রন্থে যথেষ্ট আছে। কিন্তু যখন শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করিতেছিলেন তখন সীতা ও অদ্বৈত কিভাবে গৌড়দেশে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন সে কথা নাই। অথচ আমরা অদ্বৈতপ্রভুর জীবনীতে বিশেষ করিয়া সেই কথাই জানিতে চাই। "অদ্বৈতমঙ্গলের" যে পুথি সাহিত্য-পরিষদে আছে তাহা যে ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং "অদ্বৈতমঙ্গল" গ্রন্থ দুই শত কি আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন হওয়া অসম্ভব নহে।

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের "বাল্যলীলা-সূত্রম্"

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ স্বকৃত পদ্যানুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "ঢাকা উথলি-নিবাসী অদ্বৈত-বংশীয় শ্রীমৎ শ্রীনাথ গোস্বামী প্রভু লাউড় পরিভ্রমণকালে এই গ্রন্থ তথাকার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে পাইয়া পরম যত্নে সংগ্রহ করেন। তিনি ইহা গৃহে লইয়া গিয়া নিজ ভ্রাতা স্বর্গীয় মধুসূদন গোস্বামী প্রভুকে, তৎপরে শান্তিপুর-নিবাসী অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক সুবিখ্যাত ৺মদন-গোপাল গোস্বামী প্রভুকে এবং তাহার পরে পাবনা-নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী প্রভুকে প্রদর্শন করেন। যে গ্রন্থখানা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বোধ হয় সংস্কৃত-জ্ঞানহীন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া ভ্রমপূর্ণ ছিল। ইঁহারা পাঠকালে অনেকাংশে লিপিকার-প্রমাদ সংশোধন করেন।" অচ্যুতবাবু একখানি পুথি দেখিয়াই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। পাবনার মুরলীমোহন গোস্বামীর নিকটে যে পুথি আছে তাহা ঐ পুথিই। ঐ এক পুথি হইতে তিনজন ব্যক্তি শ্লোক উদ্ধার করিতে যাইয়া কিরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন পাঠ দিয়াছেন তাহা পরে দেখাইতেছি। উহা হইতে সংশোধনের মাত্রা বুঝা যাইবে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি এই গ্রন্থের প্রামাণিকতায় সন্দিহান হইয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু ও উথলীর মুরলীমোহন গোস্বামীর

নিকট অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধানের ফলে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হয়। আমি যথাসাধ্য প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে বাল্যলীলা-সূত্রের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত "বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় "রাজা গণেশ"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। ঐ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশ সমালোচনা করিয়া ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি প্রবন্ধ পর সংখ্যায় "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় লেখেন। কিন্তু অচ্যুতবাবু বা অন্য কেহ বাল্যলীলা-সূত্রের প্রামাণিকতার সম্বন্ধে একটি কথাও এ পর্য্যন্ত লেখেন নাই।

উক্ত গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দিহান হইবার কারণ-নির্দ্দেশ করিতেছি।

১। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৪০৯ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্মের দুই বৎসর পরে, বাল্যলীলা-সূত্র লিখিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই প্রকাশ (৮।৩৮)। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে বলেন যে তিনি পাবনা-নিবাসী মুরলীমোহন গোস্বামীর নিকট উহার পুথি নিজে দেখিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি উক্ত গ্রন্থের গণেশের রাজ্যাধিরোহণের কালসূচক শ্লোক চারটি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে আনাই। তিনি নিম্নলিখিত চারটি শ্লোক লিখিয়া পাঠান :

যশঃ-প্রসূনে স্ফুটিতে নৃসিংহ-
নাম্নঃ সদা লোক-সুগীত-কীর্ত্তেঃ।
তদ্‌গন্ধ-সন্দোহ-বিমোহিতাত্মা
রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥
দূতৈস্তমানীয় স্বকীয়-ধাম্নি
দীনাজ-পুরাখ্যে বহুসভ্যযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহে নাড়ুলীত্যুপাধৌ
সংন্যস্য মন্ত্রিত্বমবাপ ভদ্রম্ ॥
তদ্‌যুক্তিচাতুর্য্যবলেন রাজা
শ্রীমান্ গণেশো বরদস্যুরূপান্।
গৌড়স্য পালান্ যবনাত্মজান্ হি
জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥
গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃঙ্-
মতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।

গণেশো যবনান্ জিত্বা
গৌড়ৈকচ্ছত্রধ্বগভৃৎ ॥

মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোক কয়টির পাঠ :

শ্রীমন্ নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ
যশঃ-প্রসূনে স্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভব্যূহ-বিমোহিতাত্মা
রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥
সদ্বংশশৈলে দ্বিজরাজকল্পো
বেদজ্ঞসদ্বিপ্র-সমাশ্রয়ো যঃ।
দুষ্টস্য শাস্তা কিল সাধুপালো
দাতা গুণজ্ঞো হরিভক্ত-চূড়ঃ ॥
দূতৈস্তমানীয় চ রাজধান্যাং
দিনাজ-পুরাখ্যে বহুসভ্যযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহে বহুনীত্যভিজ্ঞে
সংন্যস্য মন্ত্রিত্বমবাপ ভদ্রম্ ॥
তদযুক্তি-চাতুর্য্যবলেন রাজা
শ্রীমদ্গণেশো বরদস্য্যরূপান্।
গৌড়স্য পালান্ যবনাত্মজান্ হি
জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥
গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতিমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধ্বগভৃৎ ॥—১।৪৮-৫২

ছাপা বইয়ের সহিত পুথির পাঠের অনেক প্রভেদ। পুথির সহিত ছাপা বইয়ের প্রথম শ্লোকটির শেষ চরণ ছাড়া অন্য কোন চরণের মিল নাই। ছাপা বইয়ের দ্বিতীয় শ্লোকটি পুথিতে নাই। অদ্বৈত-বংশের মহিমা আর একটু বাড়াইবার জন্য এইটি সংযোজিত হইয়াছে। ছাপা বইয়ের তৃতীয় শ্লোকের সহিত পুথির দ্বিতীয় শ্লোকের মোটামুটি মিল আছে—কেবল পুথির "নাড়ুলীত্যুপাধৌ" স্থানে "বহুনীত্যভিজ্ঞে" পাঠ ছাপা হইয়াছে। আর দুইটি শ্লোকে পুথির সহিত ছাপা বইয়ের মোটামুটি মিল আছে।

"বাল্যলীলা-সূত্র" মুদ্রিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩২০ সালে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন তাঁহার "বগুড়ার ইতিহাসের" দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ঐ গ্রন্থ হইতে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধার করেন। তাহাতে কিন্তু শ্লোকসংখ্যা ও পাঠ অন্যরূপ আছে। ছাপা বইয়ে যে শ্লোকের সংখ্যা ৪৮ প্রভাসবাবু সেই শ্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন ৪৬, অর্থাৎ ১৩২০ হইতে ১৩২২ সালের মধ্যে দুইটি শ্লোকের জন্ম হয়। প্রভাসবাবুর ধৃত পাঠ এই—

যশঃপ্রসূনে স্ফুটিতে নৃসিংহ-
নাম্নঃ সদা মানুষরাজকস্য।
তদ্‌গন্ধসন্দোহ-বিমোহিতাত্মা
রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥
কায়স্থবংশাগ্র্য-বরগুণজ্ঞো
লোকানুকম্পী বরধর্ম্মযুক্তঃ।
দাতা সুধীরো জনরঞ্জকশ্চ
শ্রীবিষ্ণুপাদাব্জযুগানুরক্তঃ ॥
দূতৈঃ সমানীয় নিজস্য ধাম্নো
দিনাজপুরে বহুসভ্যযুক্তে।
তস্মিন্ নৃসিংহঃ লাড়ুলীত্যুপাধৌ
সংন্যস্য মন্ত্রিত্বমবাপ ভদ্রম্ ॥

পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকের সহিত ছাপা বইয়ের মোটামুটি মিল আছে, কেবল ছাপার "শশধৃতিমিতে" স্থানে "শশধৃঙ্মতে" ও "যবনং জিত্বা" স্থানে "যবনান্ জিত্বা" পাঠ আছে। প্রভাসবাবুর ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে রাজা গণেশের গুণগান আছে, ছাপা বইয়ে সে স্থানে নরসিংহ নাড়িয়ালের গুণগান। একখানি পুথি দেখিয়া তিনজন ব্যক্তি এরূপ বিভিন্ন শ্লোক কি করিয়া উদ্ধৃত করিলেন তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। হয়ত পুথিখানির লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট ; যিনি যাহা বুঝিয়াছেন বসাইয়া দিয়াছেন ; আবার কেহ কেহ নিজ নিজ স্বার্থানুযায়ী নূতন শ্লোকও যোজনা করিয়াছেন।

এইবার "বাল্যলীলা-সূত্রে" প্রদত্ত গণেশের রাজ্যাধিরোহণের কাল কতদূর সত্য দেখা যাউক। গণেশের রাজত্বকাল ফেরিস্তার মতে ১৩৮৬ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রিয়াজ-উস্-সালাতিনের মতে ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ,

ব্লকম্যানের মতে ১৪০৭ হইতে ১৪১৪ পর্য্যন্ত, এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গণেশকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন না (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৯)। তাঁহার মতে দ্বিতীয় সামসুদ্দিন ১৪০৬ হইতে ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুলতান ছিলেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী দ্বিতীয় সামসুদ্দিনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন ১৪১০ হইতে ১৪১৫ পর্য্যন্ত গণেশ, নামে না হইলেও কাজে, রাজা ছিলেন ও ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে নামে ও কাজে রাজা হইয়াছিলেন। ব্লকম্যান-লিখিত তারিখের সহিত বাল্যলীলা-সূত্র-নির্দ্দিষ্ট ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের মিল আছে। কিছু আধুনিক গবেষকদের নির্দ্দিষ্ট তারিখের সহিত বাল্যলীলা-সূত্রের তারিখের মিল নাই। অদ্বৈতের বাল্যজীবনী লেখার পক্ষে গণেশের রাজ্যাধিরোহণের তারিখ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্লকম্যানের প্রবন্ধ (J.A.S.B., 1873, p. 234) প্রকাশিত হইবার পর হয়ত ঐ সম্বন্ধে কোন খবর শুনিয়া কেহ "বাল্যলীলা-সূত্রে" উক্ত কাল-নির্ব্বাচক শ্লোকটি ঢুকাইয়া দিয়াছে।

২। "বাল্যলীলা-সূত্র" শ্রীচৈতন্যের জন্মের দুই বৎসর মাত্র পরে লিখিত বলিয়া প্রকাশ। অথচ এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথা ও তাহার প্রমাণমূলক শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—

> নবদ্বীপে শচীগর্ভে যোঽবতীর্ণঃ পুরন্দরাৎ
> মৎপ্রভোঃ সিদ্ধমন্ত্রেণাকৃষ্টঃ সন্ জীবমুক্তয়ে।
> বন্দে শ্রীগৌরগোপালং হরিং তং প্রেমসাগরং
> অনন্তসংহিতাগ্রন্থে যন্মহত্ত্বং সুবর্ণিতম্ ॥—১।২-৩

শ্রীচৈতন্যের যখন বয়স মাত্র দুই বৎসর তখনই কি তাঁহার খ্যাতি এত ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে কৃষ্ণদাস গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহাকে বন্দনা করিবেন? শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় যে অদ্বৈতপ্রভু নানারূপ পরীক্ষার পর তবে বিশ্বম্ভরকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিয়াছেন। অদ্বৈত-শিষ্য কৃষ্ণদাস গৌরগোপালকে হরি বলিয়া জানিলেন কি করিয়া?

আরও বিবেচ্য এই যে "অনন্ত-সংহিতায়" শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ আছে—এই কথা "বাল্যলীলা-সূত্রে" ও "অদ্বৈত-প্রকাশে" লিখিত হইয়াছে। "অনন্ত-সংহিতায়" নিত্যানন্দের অনুগত দ্বাদশ গোপালের নাম, শ্রীপাট

প্রভৃতির কথা আছে। সুতরাং উক্ত সংহিতা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বহু পরে লিখিত হইয়াছে, মনে হয়।

যদি কোন প্রাচীন সংহিতায় শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর কবিকর্ণপূর, শ্রীজীব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শুধু মহাভারত ও ভাগবতের অস্পষ্ট প্রমাণ মাত্র তুলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না।

"অদ্বৈত-প্রকাশ" (পৃ. ৫৬) ও "প্রেমবিলাসের" ২৪ বিলাসে "বাল্যলীলা-সূত্রের" উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত উভয় গ্রন্থই যে আধুনিক জনের রচনা তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

৩। অচ্যুতবাবু বলেন যে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ অদ্বৈতের কৃপায় ভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হয়েন ও "বাল্যলীলা-সূত্র" রচনা করেন। যিনি সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যে গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া সামাজিক কুলজীর কথা লিখিবেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ "বাল্যলীলা-সূত্রে" গাঞি, শ্রোত্রীয়, বংশজ, কাপ প্রভৃতির কথা লইয়া প্রথম দুই সর্গ রচিত হইয়াছে। প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশ বিলাস ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে এরূপ কুলজী বর্ণিত হয় নাই।

৪। অদ্বৈতের পূর্ব্বপুরুষদের নাম বাল্যলীলা-সূত্রে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত অদ্বৈতের বংশের বিভিন্ন শাখায় রক্ষিত নামের তালিকার মিল নাই। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে উহা বুঝা যাইবে। "বাল্যলীলা-সূত্র" যদি প্রামাণিক গ্রন্থ হইত তাহা হইলে তাহার বংশ-তালিকার সহিত শান্তিপুরের গোস্বামীদের বংশ-তালিকার মিল থাকিত। "প্রেমবিলাসের" চতুর্ব্বিংশ বিলাসে "বাল্যলীলা-সূত্রের" কথা থাকিলেও উক্ত গ্রন্থে লিখিত তালিকা প্রেমবিলাসে প্রদত্ত হয় নাই। "বঙ্গে ব্রাহ্মণ", "সম্বন্ধ-নির্ণয়" এবং নগেন্দ্রবাবু-সংগৃহীত কুলজী গ্রন্থসমূহের যদি কিছু মাত্র প্রামাণিকতা থাকে, তাহা হইলে অদ্বৈত নরসিংহ নাড়িয়ালের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ হয়েন। কিন্তু "বাল্যলীলা-সূত্রের" মতে অদ্বৈত নরসিংহের পৌত্র। যদি বাল্যলীলা-সূত্র অপেক্ষা কুলজীগ্রন্থ বেশী প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ বর্ত্তমান থাকিবেন এবং ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভব হয় না (সূত্র, ৩।২৫)। এই-সব কারণে এই গ্রন্থের প্রাচীনতায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বংশতালিকা

বাল্যলীলা-সূত্র ও উথলীর গোস্বামীদের তালিকা	প্রেমবিলাস (পৃ. ২৫৮) ও নগেন্দ্রনাথ বসুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ড (পৃ. ২১৫ ও ২১৯)	শান্তিপুরের অদ্বৈত-বংশীয়দের তালিকা (Dacca Review, March, 1913)	ডা. সেনের History of Bengali Literature, p. 496-প্রদত্ত তালিকা
১। আরু ওঝা	১। আরু ওঝা	১। জটাধর ভারতী	১। সুধাকর
২। যদু	২। যদু	২। বাণীকান্ত সরস্বতী	২। সিদ্ধেশ্বর
৩। শ্রীপতি	৩। শ্রীপতি	৩। সাকুতিনাথ পুরী	৩। টিকারি
৪। কুলপতি	৪। কুলপতি	৪। গণেশচন্দ্র শাস্ত্রী	৪। নরসিংহ
৫। বিভাকর	৫। ঈশান	৫। নরসিংহ	৫। কুবের
৬। প্রভাকর	৬। বিভাকর	৬। কুবের	৬। অদ্বৈত
৭। নরসিংহ	৭। প্রভাকর	৭। অদ্বৈত	
৮। কুবের	৮। নরসিংহ		
৯। অদ্বৈত	৯। বিদ্যাধর		
	১০। ছকরি		
	১১। কুবের		
	১২। অদ্বৈত		

"সীতাগুণ-কদম্ব"

অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার জন্য এই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব ও অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমি পরিষদের পুথিশালায় এই পুথি হইতে আমার প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া লই এবং পরিষদে উহার নকল রাখিয়া পুথির অধি-কারীকে উহা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পুথির শেষে লিখিত আছে, "ইতি সন ১১৯৬ (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে)তে ৭ই ভাদ্র রোজ বৃহস্পতিবার, স্বাক্ষর শ্রীগোরাচন্দ্র দেবশর্ম্মা সাং দুর্গাপুর।" পুথিখানি যে ১৪৭ বৎসরের প্রাচীন তাহা হইার হস্তাক্ষর ও কাগজের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়।

এই গ্রন্থের রচয়িতা বিষ্ণুদাস। তিনি গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—

বিনামূলে বিকাইনু অচ্যুত-চরণে।
বৈষ্ণবের পদধূলি করি আভূষণে॥
সীতা সহিত অদ্বৈতের পাদপদ্ম আশ।
সীতাগুণ-কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস॥

এই গ্রন্থের প্রথমে তিনি বলিয়াছেন যে সাতকুলিয়ার নিকট বিষ্ণুপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম মাধবেন্দ্র আচার্য্য।

বিষ্ণুপুরে মাধবেন্দ্র আচার্য্য আলয়।
বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাহার তনয়॥
কুলিয়া নিকটেতে বিষ্ণুপুর গ্রাম।
পূর্ব্বে সপ্ত মুনি যাঁহা করিলা বিশ্রাম॥

লেখক বলিতে চান যে তিনি সীতা ও অদ্বৈতের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গোবিন্দ-নামক ব্রাহ্মণ সীতাকে পুষ্পবনে প্রাপ্ত হয়েন। সীতা একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিলে অদ্বৈতের সহিত তাঁহার দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মে। লেখক বিষ্ণুদাস স্বয়ং গোবিন্দের বাড়ীতে যাইয়া অদ্বৈতের সহিত সীতার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; যথা—

সেই দিন গেলাম আমি গোবিন্দের ঘরে।
দেবীর বিবাহ লাগি কহিলাম তারে॥—৩ পাতা

অদ্বৈতের ছয়টি পুত্র হইয়াছিল। বিষ্ণুদাসের মতে তাঁহাদের নাম অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, জগদীশ, বলরাম ও রূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মতে পাঁচ পুত্র—অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, গোগাল এবং

আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ-সখা জগদীশ নাম॥—১।২।১৫

নগেন্দ্রনাথ বসুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ডে (পৃ. ২৮০) ছয় পুত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে; ষষ্ঠ পুত্রের নাম স্বরূপ। সীতাগুণ-কদম্বে আছে :

রূপ সখা নামে ষষ্ঠ পুত্র যে প্রচণ্ড।
সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ করে খণ্ড খণ্ড ॥—৫ পাতা

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় লেখা হইয়াছে ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন রাত্রি একদণ্ড গতে দুই প্রবেশের ক্ষণে (৬ পাতা)। এই সময়ের সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কর্তৃক প্রদত্ত সময় ও জ্যোতিষিক গণনা-দ্বারা প্রাপ্ত সময় আশ্চর্য্য রকমে মিলিয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম-সময়ে সীতা বলিতেছেন :

আমি আজি দেখিতে পাব চৈতন্যচরণ।—৬ পাতা

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পড়িয়াছিলেন, ইহা এই গ্রন্থের দশম পত্রাঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে।

সীতা, অদ্বৈত ও অচ্যুতের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য অন্যান্য অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থে যেমন-সব কথা লিখিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও সেইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীতা স্নান করিতে গেলে অচ্যুত অদ্বৈতের গৃহে অধ্যয়নকারী বিশ্বম্ভরকে দুগ্ধ নিবেদন করিয়া খাইয়া ফেলেন। সীতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ছেলে দুধ খাইয়াছে। তিনি অচ্যুতের গায়ে এক চাপড় মারিলেন। সেই চাপড়ের দাগ বিশ্বম্ভরের গায়ে দেখা গেল (১১ পাতা)।

"সীতাগুণ-কদম্বে" ঈশান-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। "সীতা-চরিত্রে" যেমন শ্রীচৈতন্যভাগবত-বর্ণিত ঈশানের সহিত শচীর প্রিয় সেবক ঈশানের অভিন্নত্ব দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে, এই গ্রন্থেও সেইরূপ হইয়াছে ; যথা—

ঈশান অদ্বৈত পদ করিয়া বন্দন।
শচীর মন্দিরে তবে দিলা দরশন ॥
শচী কহে কোথা হইতে আইলা কিবা নাম।
ঈশান কহে ঘর মোর শান্তিপুর ধাম ॥—২৫ পাতা

"অদ্বৈত-প্রকাশে" ঈশান নাগর বলিয়াছেন যে তাঁহার বয়স যখন ৭০ বৎসর তখন সীতা ঠাকুরাণী তাঁহাকে বিবাহ করিতে আদেশ দেন।

বংশ রক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুই শ্রীধাম লাউড়ে ॥

ইহা রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন।
গুরু আজ্ঞা মাত্র মুই করিনু রক্ষণ ॥—পৃ. ১০৪

অচ্যুতবাবু "অদ্বৈত-প্রকাশের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বন্য খাসিয়া জাতি-কর্ত্তৃক লাউড়-রাজ্য ধ্বংসের পর ঈশানের বংশধরেরা লাউড় ত্যাগ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট ঝাটপাল গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

কিন্তু বিষ্ণুদাস "সীতাগুণ-কদম্বে" বলেন যে সীতাদেবী ঈশানকে "ঝাটপাল" গ্রামে যাইয়া বাস করিতে আদেশ দেন। এখানে "অদ্বৈত-প্রকাশের" সহিত "সীতাগুণ-কদম্বের" বিরোধ এই যে শেষোক্ত গ্রন্থের মতে ঈশান লাউড়ে বাস করেন নাই, তিনি ঝাটপালেই বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও সেইখানে আছেন। "অদ্বৈত-প্রকাশে" পাওয়া যায় যে ঈশান অচ্যুতের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় অদ্বৈত-গৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। আর বিষ্ণুদাস বলেন যে তিনি সীতার বিবাহের ঘটকালী করিয়াছেন। "অদ্বৈত-প্রকাশে" ঈশান বলিতেছেন যে তিনি ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লাউড়ে যাইয়া বাস করেন ও তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক বলেন যে এই ঘটনার ১৪২ বৎসর পরে ঈশানের বংশধরেরা ঝাটপালে বাস করিতে আরম্ভ করেন। আর বিষ্ণুদাস বলিতেছেন যে প্রথম হইতেই ঈশান ঝাটপালে বাস করেন;[১] যথা—

শুনিয়া ঈশান তবে লাগিলা কান্দিতে।
নবীন অঙ্কুর যেন ভাঙ্গে বজ্রাঘাতে ॥
তবে তারে কৃপা করি সীতাঠাকুরাণী।
কহিতে লাগিলা তারে মধুর যে বাণী ॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে তুমি সাধুজন।
জাহ্নু সঙ্গে পূর্ব্বদেশে করহ গমন ॥
না কর রোদন বাছা স্থির কর মতি।
ঝাটপাল গ্রামে যাইয়া করহ বসতি ॥

১ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ঈশানের যে বংশ-বিবরণ অদ্বৈত-প্রকাশের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ বংশের কোন শাখায় ঈশান হইতে বর্ত্তমানে নবম পুরুষ, কোন শাখায় দশম ও কোন শাখায় একাদশ পুরুষ চলিতেছে। ১৫৬২ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ৩৭০ বৎসর; ঐতিহাসিক গণনায় এই সময়ের মধ্যে ১৪।১৫ পুরুষ হওয়ার কথা।

সেই গ্রামের মধ্যে ভগ্নমন্দিরে।
জগন্নাথ বলরাম তাহার ভিতরে ॥
শ্বেত শ্যামল তনু সুরেন্দ্র-বদন।
সঙ্গে তোমারে দরশন দিব দুই জন ॥—২৭ পাতা

"অদ্বৈত-প্রকাশ" ও "সীতাগুণ-কদম্ব" উভয় গ্রন্থই যদি অকৃত্রিম হইত, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিরোধের স্থলে সত্য নির্ণয় করা দুরূহ হইত। কিন্তু "অদ্বৈত-প্রকাশের" অকৃত্রিমতায় সন্দেহের কারণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। "সীতাগুণ-কদম্ব"ও যে জাল তাহার বহু প্রমাণের মধ্যে একটি মাত্র প্রমাণ দিতেছি।

"সীতাগুণ-কদম্ব" পুথির ১৫-১৬ পাতায় বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীর বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। এ অংশ হুবহু লোচনের চৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া। যে ব্যক্তি সীতার বিবাহে ঘটকালী করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই লোচনের পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছেন—পরে লিখিলেও তিনি লোচনের গ্রন্থ হইতে উক্ত বর্ণনা চুরি করিতেন না। লোচন যে বিষ্ণুদাসের গ্রন্থ হইতে ঐ অংশ লইয়াছেন তাহা সম্ভব মনে হয় না, কেন-না লোচনের কবিত্বগুণের বহু পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিষ্ণুদাস যে কোনরূপে খোঁড়ান ছন্দে পয়ার লিখিতেন তাহা "সীতাগুণ-কদম্বের" অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনায়ও দেখা যায়।

লোকনাথ দাসের "সীতা-চরিত্র"

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরে তিনি "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" বা "ভক্তিপ্রভা" পত্রিকার দ্বাবিংশ বর্ষের প্রথম হইতে চতুর্থ সংখ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। ১৩৩৩ সালে আলাটি হুগলি হইতে মধুসূদন দাস ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন যে এই লোকনাথ দাস বৃন্দাবনবাসী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরু লোকনাথ দাস। হরিভক্তি-বিলাসের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে লোকনাথের নাম মাথুর-মণ্ডলবাসীদের মধ্যে আছে। হরিভক্তিবিলাসের শ্লোক ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকে বা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেই লোকনাথ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের কাহিনী বিশ্বাস

করিলে বলিতে হয় তিনি যশোর জেলার তালগড়ি গ্রাম হইতে ১৪৩১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়েন ; যথা—বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিতেছেন—

মধ্যে পৌষ মাস আছে মাঘ শুক্ল পক্ষে।
তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে॥

—সপ্তম বিলাস, পৃ. ৪১

বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। যিনি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইয়া ভজন করিতে লাগিলেন, যাঁহাকে ছয় গোস্বামী আদর ও সম্মান করিতেন ও যাঁহাকে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গুরুরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তিনি যে "সীতা-চরিত্রের" ন্যায় গ্রন্থ লিখিবেন নিম্নলিখিত কারণে ইহা সম্ভব মনে হয় না :

১। প্রথমতঃ সীতা-চরিত্র যে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে লিখিত হয় তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থ-মধ্যেই আছে ; যথা—

ইহার অশেষ যত কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছে প্রচুর॥—পৃ. ১০

চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। লোকনাথ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হয় ১২৫ বৎসর। ১২৫ বৎসর বয়সের পরও তিনি "সীতা-চরিত্র" লিখিতে বসিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য।

২। দ্বিতীয়তঃ, "সীতা-চরিত্রে" আছে যে অদ্বৈত-পত্নী সীতার নন্দিনী নামে একজন পুরুষশিষ্য (প্রকৃত নাম নন্দরাম, পৃ. ১২) নারীর বেশ ধারণ করিয়া সখীভাবে ভজন করিতেন। তাঁহার নাকি স্ত্রীলোকের মত ঋতু হইত। তাহা শুনিয়া

অতঃপর নবাব এক উত্তরিলা তথি।
সহস্র লস্কর সঙ্গে উষ্ট্র ঘোড়া হাতী॥
এক গৃহী ব্রাহ্মণ আছিলা সেই গ্রামে।
সকল কহেন গিয়া সাহেবের কানে॥—পৃ. ২০

নবাব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে নন্দিনী সত্যই রজস্বলা।

সীতার অপর পুরুষশিষ্য জঙ্গলী (নাম—যজ্ঞেশ্বর, পৃ. ১)

এক রাখালকে মন্ত্র দিয়া স্ত্রীবেশ পরাইলেন ও তাঁহার নাম রাখিলেন হরিপ্রিয়া।

অরণ্যেতে গুরুশিষ্য আনন্দে রহিলা।
লস্কর সহিতে সুবা তাঁহা প্রবেশিলা ॥—পৃ. ২১

আকবর বাদশাহ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা জয় করিয়া একটি সুবা স্থাপন করেন। সুবা শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা বুঝা যাইতেছে এ ঘটনা ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে ঘটিয়াছিল। লোকনাথ কি বৃন্দাবনে বসিয়া ধ্যান-যোগে এই-সব ঘটনা অবগত হইতেছিলেন, না জরাগ্রস্ত অবস্থায় বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া "সীতা-চরিত্র" লেখার জন্য তথ্য-সংগ্রহ করিতেছিলেন ?

৩। লোকনাথ গোস্বামীর ন্যায় সজ্জন নিম্নলিখিত ঘটনার ন্যায় অভদ্রোচিত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা পুরুষ নন্দিনী ও জঙ্গলীকে মন্ত্র দিয়া বলিতেছেন :

সীতা বলে যে বলিলে সেই সত্য হয়।
প্রকৃতি না হইলে দাসী কেমনেতে হয় ॥
এই বলি দুই শিষ্যে শঙ্খ দিল হাতে।
ললাটে সিন্দূর দিল বেণী বান্ধে মাথে ॥
ধাউতের তাড় দুই হাতেতে পড়িল।
কাঁচুলি খাগুরি পরি গোপীবেশ কৈল ॥

এই রকম বেশ পরাইয়া সীতাদেবীর মনে সন্দেহ হইল যে শিষ্যদ্বয় সত্যই নারী হইয়া গিয়াছে কি না। তখন শিষ্যপ্রবরদ্বয় কহিলেন—

তাতে রাধা বীজ অতি তেজমন্ত হয়।
পুংবেশ ছাড়াইয়া করে প্রকৃতি উদয় ॥
হয় কিনা ঠাকুরাণী ইথে দেহমন।
এত বলি দুইজন এড়িল বসন ॥
ইহা শুনি শিষ্যপানে চায় ঠাকুরাণী।
প্রকৃতি স্বভাব দোঁহার দেখিল তখনি ॥—পৃ. ২৪

কোন ভদ্রমহিলা উলঙ্গ শিশুদ্বয়কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা লোকনাথ গোস্বামী কেন, কোন ভদ্রলোক লিখিতে পারেন না।

৪। "সীতা-চরিত্রে" শ্রীচৈতন্যগায়ত্রী ও স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্রের কথা আছে। সীতাদেবী শিশুদ্বয়কে বলিতেছেন—

তবে বিশ্বম্ভর-ধ্যান করিহ মানস।
শ্রীচৈতন্য-গায়ত্রী জপিহ বার দশ॥
পাদ্য অর্ঘ্যে পূজিহ তাঁকে নানা উপহারে।
যাঁহার প্রসাদে প্রেম বাড়য়ে বিস্তারে॥—পৃ. ১৩

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এই পুস্তকে আছে। নিমাই জন্মিলে পর সীতাদেবী তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তখনকার ঘটনা "সীতা-চরিত্র"-অনুসারে অতিশয় অদ্ভুত :

তবে সীতাঠাকুরাণী মায়া আচ্ছাদিল।
অচেতনরূপে শচীদেবীরে রাখিল॥

তবে হাসি মহাপ্রভু চক্ষু মেলি চায়।
রাধা বলি সীতাপানে শ্রীভুজ বাড়ায়॥—পৃ. ৩

ঈশান নাগরের "অদ্বৈত-প্রকাশে"র ন্যায় এই বইয়েতেও আছে যে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশানের মতে অচ্যুত বিশ্বম্ভরের কাছে পড়িয়াছিলেন, আর "সীতা-চরিত্রের" মতে অচ্যুত ও বিশ্বম্ভর একসঙ্গে অদ্বৈতের নিকট পড়িতেন ; যথা—

শান্তিপুরের দ্বিজ পণ্ডিত মহাশূর।
তথায় পড়িতে আইলা নিমাই ঠাকুর॥
দেখিয়া আনন্দে বলে আচার্য্য গোঁসাই।
কৃপা করি মোর ঘরে চলহ নিমাই॥
প্রভু বলে ভাল যুক্তি আমি ইহা চাই।
অচ্যুতের সঙ্গে আমি পড়িব হেথাই॥
তোমা বিনা আর কেবা আছয়ে এমন।
কাহার মন্দিরে আমি করিতাম ভোজন॥—পৃ. ৫

বিশ্বম্ভর যখন অদ্বৈতের বাড়ীতে পড়িতে আসিলেন তখন সীতাদেবী তাঁহাকে

কোলে করি আঙ্গিনাতে নাচে আচার্য্যিনী।
কৌতুকে ধারণ করে চরণ দুখানি॥

ঈশান নাগর যেমন লিখিয়াছেন কৃষ্ণদাস কলা খাইয়াছিলেন ও বিশ্বম্ভর ঢেঁকুর তুলিয়াছিলেন, তেমনি লোকনাথ দাস বলেন যে অচ্যুত দুধের সর খাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য উদ্গার তুলিয়াছিলেন (পৃ. ৭)।

ঈশানের সহিত লোকনাথ দাসের আর একটি মিল হইতেছে মহাপ্রভুর তিরোধান-সম্বন্ধে। সীতা-চরিত্রে আছে—

একদিন মহাপ্রভু সিংহদ্বারে গমন।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন লইয়া ভক্তগণ॥
ভাবাবেশে মন্দিরেতে প্রবেশ করিল।
সবে বলে প্রভু সিংহাসনেতে চড়িল॥
মহাপ্রভু না দেখিয়া সব ভক্তগণ।
মূর্চ্ছিত হইলা সবে নাহিক চেতন॥
নিশ্চয় করিলা প্রভু লীলা-সম্বরণ।
মহাপ্রভুর বিরহেতে করেন ক্রন্দন॥—পৃ. ১০

ঈশান নাগরের সঙ্গে লোকনাথ দাসের তফাৎ ঈশান নাগরের জীবনী লইয়াই। ঈশান এমন কথা কোথাও বলেন নাই যে তিনি শচীদেবীকে সেবা করিবার জন্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন ; কিন্তু "সীতা-চরিত্রে" তাহাই আছে। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ঈশান-সম্বন্ধে তথাকথিত লোকনাথ দাস এরূপ বলিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন বিশ্বম্ভর-গৃহে—

ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।—২।৮।৬৯

ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ সকল তাঁহার॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান্॥ ২।৮।৮৩-৮৪

শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত ঈশান "সর্ব্বকাল" শচীকে সেবা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অদ্বৈতের বাড়ীর ঈশান নহেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় আছে "নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ" (৮৯)।

যে "ভক্তিপ্রভা" পত্রিকায় "সীতা-চরিত্র" বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই বাসুদেব দাসমণ্ডল নামক এক ভক্ত লিখিয়াছেন, "লোকনাথ দাস বঙ্গদেশী ভেকধারী কোন সহজীয়া বৈষ্ণব ছিলেন।" আমি মণ্ডল মহাশয়ের উক্তি যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করি।

সীতা-অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থগুলি-সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য

আমি সীতা ও অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পাঁচখানির পরিচয় দিলাম। আমার বিচারে পাঁচখানি গ্রন্থই জাল প্রমাণিত হইল। জাল শব্দের অর্থ যে গ্রন্থগুলি যে যে ব্যক্তির দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশ, তাঁহারা উহা লেখেন নাই। পাঁচখানি গ্রন্থের প্রত্যেকখানিই সীতা বা অদ্বৈতের কৃপাপাত্র ও প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। "বাল্য-লীলা-সূত্রের" গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের পিতার সমসাময়িক রাজা দিব্যসিংহ ; "অদ্বৈত-প্রকাশের" গ্রন্থকার অদ্বৈতের গৃহে পালিত ও তাঁহার শিষ্য ঈশান নাগর ; "সীতা-চরিত্রের" গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরু লোকনাথ ; "সীতাগুণ-কদম্বের" গ্রন্থকার সীতার বিবাহের ঘটক বিষ্ণুদাস ; আর "অদ্বৈতমঙ্গলের" লেখক হরিচরণ অদ্বৈতের শিষ্য ও অচ্যুতের আদেশে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত। ইঁহারা যদি সত্যসত্যই গ্রন্থগুলির রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে ইঁহাদের বর্ণনার সহিত মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার গুরুতর বিরোধ দেখা যাইত না। অথচ উক্ত লেখকগণের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে অদ্বৈতকে শচী-জগন্নাথের মন্ত্রগুরু বলা যায় না, অদ্বৈতের নিকট বিশ্বম্ভরের ভাগবতপাঠের কথা বলা যায় না, অচ্যুতকে বিশ্বম্ভরের ছাত্র করা যায় না এবং সীতা, অদ্বৈত ও অচ্যুতের নানারূপ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শনের কথাও লেখা চলে না। তাই এই-সমস্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতারা মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রামাণিক লেখকের উক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে যথেষ্ট। গ্রন্থগুলির বিচারকালে উহাদের উল্লেখ করিয়াছি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে কোন্ সময়ে এই-সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

"বাল্যলীলা-সূত্রের" পুথি প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন। "অদ্বৈত-প্রকাশের" ১৭০৩ শকের, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের (১৫৫ বৎসরের পূর্ব্বে) পুথি হইতে যে প্রতিলিপি করা হইয়াছিল তাহা হইতে গ্রন্থ-সম্পাদন করা হইয়াছে বলিয়া অচ্যুতবাবু জানাইয়াছেন। "সীতাগুণ-কদম্বের" পুথি ১৪৭ বৎসরের ও "অদ্বৈতমঙ্গলের" পুথি ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন। "সীতা-চরিত্রের" কোন প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাই নাই। উক্ত প্রাচীন পুথিগুলিতে যাহা আছে তাহাই যে ছাপা হয় নাই তাহার প্রমাণ "বাল্যলীলা-সূত্র"-বিচারে দেখাইয়াছি। "বাল্যলীলা-সূত্র" ও "অদ্বৈত-প্রকাশ" ছাপার সময় সংশোধনের নামে অনেক কিছু অদল-বদল ও সংযোজনা করা হইয়াছিল। বইগুলি যে ১৫০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা গেল। কিন্তু ১৫০ বৎসরের কত পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে অদ্বৈতের কোন কোন পুত্র শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং নিজেদের পিতাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার প্রাচীন পুথিতে (অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের) ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় অচ্যুত ব্যতীত অন্য কোন অদ্বৈত-পুত্রের বন্দনা নাই। শ্রীজীবের "বৈষ্ণব-বন্দনা"য় আছে যে অদ্বৈতের যে-সকল পুত্র শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করা হইল। তিনিও অদ্বৈতের পুত্রগণের মধ্যে কেবলমাত্র অচ্যুতকে বন্দনা করিয়াছেন। অচ্যুত ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। সেইজন্য অদ্বৈতের বংশধরদের লইয়া বৈষ্ণব-সমাজে কিছু আন্দোলন চলিতেছিল। সম্ভবতঃ সেই আন্দোলনের গতি প্রতিরোধ করার জন্য উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

জগদানন্দের "প্রেমবিবর্ত্ত"

গৌড়ীয় মঠ হইতে মহাপ্রভুর পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিতের "প্রেমবিবর্ত্ত" প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়াছি। গ্রন্থখানির ভাষা, ভাব, তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য দেখিয়া সন্দেহ হয় যে ইহা জগদানন্দ পণ্ডিত লেখেন নাই। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের

জীবনী-সম্পর্কে এমন খুব কম ঘটনাই আছে যাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় না। লেখক বলেন—

চৈতন্যের রূপ গুণ সদা পড়ে মনে।
পরাণ কাঁদায় দেহ কাঁপায় সঘনে॥

দেখেছি অনেক লীলা থাকি প্রভু-সঙ্গে।
কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মন রঙ্গে॥
মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে কাঁদে দুটী আঁখি।
যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা লিখি॥—পৃ. ৭৮

জগদানন্দ নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ধন্য কবিকর্ণপূর স্বগ্রাম নিবাসী।
নামের মহিমা কিছু রাখিল প্রকাশি॥
…যারে কৃপা করে বিশ্বে সেই ধন্য।
সপ্তবর্ষ বয়সে হৈল মহাকবি মান্য॥
ধন্য শিবানন্দ কবিকর্ণপূর পিতা।
মোরে বাল্যে শিখাইল ভাগবত গীতা॥
নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভু-পদে।
শিবানন্দ ভ্রাতা মোর সম্পদে বিপদে॥
তার ঘরে ভোগ রাঁধি পাক শিক্ষা হইল।
ভাল পাক করি শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা কৈল॥—পৃ. ২৬

অন্যত্র তিনি বলেন—

গদাই গৌরাঙ্গরূপে গূঢ় লীলা কৈল।
টোটা গোপীনাথে দেব গদাধর ছিল॥
মোরে দিল গিরিধারী সেবা সিন্ধুতটে।
গৌড়ীয় ভকত সব আমার নিকটে॥
দামোদর স্বরূপ আমার প্রাণের সমান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যার দেহমন প্রাণ॥

গ্রন্থখানিতে চরিতামৃতে উক্ত ঘটনাবলী ছাড়া কতকগুলি অলৌকিক বিষয়

স্থান পাইয়াছে; যথা—বাল্যকালে গৌর, গদাধর ও অন্য একজন গঙ্গাতীরে এক বনে যাইয়া এক শুক পাখী ধরিয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গ

শূকে ধরি বলে তুই ব্যাসের নন্দন।
রাধাকৃষ্ণ বলি কর আনন্দ বর্দ্ধন ॥—পৃ. ১১

গৌরদহ-নামক স্থানে এক নক্র ছিল। গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনে মোহিত হইয়া সে তীরে উঠিয়া আসিল। তখন সে দেবশিশুরূপে কথা কহিতে লাগিল (পৃ. ৪৭-৪৮)।

জগদানন্দ বিজ্ঞ ও প্রবীণ সনাতন গোস্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিজেই লিখিয়াছেন—

গেলাম ব্রজ দেখিবারে রহি সনাতনের ঘরে
কলহ করিনু তার সন।
রক্তবস্ত্র সন্ন্যাসীর শিরে বাঁধি আইলা ধীর
ভাতের হাঁড়ি মারিতে কৈনু মন ॥—পৃ. ১৭

গৌড়ীয় মঠ যে-সমস্ত মত প্রচার করিতেছেন তাহাদের নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে যে কোনরূপে যাহার তাহার সঙ্গে হরিনাম করিলেই প্রেমলাভ হয়।

জগদানন্দ বলেন—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তভু নাম কভু নয় ॥
কভু নামাভাস হয় সদা নাম অপরাধ।—পৃ. ১৭

গৌড়ীয় মঠ বর্ণাশ্রমের প্রাধান্য দেন না। প্রেমবিবর্ত্তে আছে—

কিবা বর্ণী কিবা শ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণবেত্তা যেই সেই আচার্য্য প্রবীণ ॥
আসল কথা ছেড়ে ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর ॥—পৃ. ৩৫

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান যে মায়াপুরে এ কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ ভক্তিরত্নাকরের পূর্ব্বে লিখিত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় মঠ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত "নবদ্বীপ-শতকে"[১] ও "প্রেমবিবর্ত্তে" এই কথা পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।[২] মায়াপুরের যে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির উঠিয়াছে, ঠিক সেই স্থানেই যে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী ছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে "প্রেমবিবর্ত্তে" লিখিত হইয়াছে :

গৌড়ে নবদ্বীপ ধন্য অষ্ট ক্রোশ জগৎমান্য ॥
মধ্যে স্রোতস্বতী ধন্য ভাগীরথী বেগবতী।
তাহাতে মিলেছে আসি শ্রীযমুনা সরস্বতী ॥
তার পূর্ব্ব তীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর।
তথায় শ্রীশচীগৃহে শোভে গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥—পৃ. ৩৪

মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা-অনুসারে জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার কাঁচা বাড়ী ছিল, তাহা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা ঠিক কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা এখন কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ভক্ত মহাপুরুষগণ স্বপ্নে, আকাশবাণীতে বা তুলসীগাছ জন্মানো দেখিয়া যাহা নির্ণয় করেন তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণ নহে। এ সম্বন্ধে কোনরূপ বাদবিতণ্ডায় এখানে প্রবৃত্ত হইব না।

জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত-সম্বন্ধে আমার সংশয়ের কয়েকটি কারণ এখানে নির্দ্দেশ করিলাম। জগদানন্দের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রীচৈতন্যের লীলা লিখিলে তাহা যে কোন বৈষ্ণব লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না ইহা সম্ভব মনে হয় না। যদি ঐ গ্রন্থের কয়েকখানি প্রাচীন পুথি দেখিতে পাই তাহা হইলে ইহার বিশদ বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

১ নবদ্বীপ-শতকের ৪, ৬, ৮৭ শ্লোকের চতুর্থ চরণে মায়াপুরের এবং ৩৬ শ্লোকে গোদ্রুম দ্বীপের উল্লেখ আছে।

২ প্রেমবিবর্ত্তের ১২ পৃষ্ঠার ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে, ১৫ পৃষ্ঠার ৩য় পঙ্‌ক্তিতে, ১৯ পৃষ্ঠার ২০শ পঙ্‌ক্তিতে, ৩৪ পৃষ্ঠার ৫ম পঙ্‌ক্তিতে, ৪৪ পৃষ্ঠার ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে এবং ৫০ পৃষ্ঠার ২য় পঙ্‌ক্তিতে মায়াপুরের উল্লেখ আছে।

"মুরলী-বিলাস" ও "বংশী-শিক্ষা"

"মুরলী-বিলাস" ও "বংশী-শিক্ষা" এই দুইখানি গ্রন্থ প্রায় একই সময়ে একই স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। বংশী-শিক্ষা ৪০৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে, ১২৯৯ সালে এবং মুরলী-বিলাস ৪০৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে, ১৩০১ সালে বাঘনাপাড়া হইতে প্রচারিত হয়। উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী বংশীবদন ঠাকুর ও তাঁহার পৌত্র রামাই ঠাকুরের মহিমার কীর্ত্তন। মুরলী-বিলাস প্রধানতঃ জীবনচরিত-জাতীয় এবং বংশী-শিক্ষা সাধনতত্ত্ব-প্রকাশক গ্রন্থ। বংশী-শিক্ষার চতুর্থ উল্লাসে মুরালী-বিলাসের ভাষা ও বর্ণিত বিষয় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রথমে মুরলী-বিলাসের কথাই আলোচনা করিব। প্রকাশের পূর্ব্বে বোধ হয় "মুরলী-বিলাস" "বংশী-বিলাস" নামে পরিচিত ছিল, কেন-না "বংশী-শিক্ষা"য় ইহার প্রমাণ "বংশী-বিলাস" নামেই ধৃত হইয়াছে; যথা—

শ্রীরাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশীবিলাস।
বংশীর মহিমা যাহে বিস্তার প্রকাশ ॥

—২য় সং, চতুর্থ উ., পৃ. ২৩৫

"মুরলী-বিলাস" অপেক্ষা "বংশী-বিলাস" নামই অধিকতর সঙ্গত, কেন-না বংশীবদন ঠাকুরের ও তাঁহার অবতারস্বরূপ রামাই ঠাকুরের লীলাকীর্ত্তনই আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বংশী অপেক্ষা মুরলী নামটি অধিকতর শ্রুতিসুখকর বলিয়া বোধ হয় এই পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ফলে গ্রন্থের নাম দেখিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা কঠিন হইয়াছে।

মুরারি গুপ্তের কড়চায়, কবিকর্ণপূরের নাটকে ও মহাকাব্যে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বংশীবদন ঠাকুরের নাম বা প্রসঙ্গ একেবারেই নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শাখা-বর্ণনাতেও বংশীর নাম করেন নাই। দেবকীনন্দন দাসের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনাতেও বংশীর নাম উল্লিখিত হয় নাই। "গৌরপদতরঙ্গিণী"তে বংশীর মহিমসূচক যে তিনটি পদ আছে, তাহার মধ্যে দুইটি মুরলী-বিলাস হইতে ও একটি বংশী-শিক্ষা হইতে লওয়া। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন নাই। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাঁহার নাম আছে; যথা—

বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাস-ঠক্কুরঃ।—পৃ. ১৭৯

প্রেমবিলাসে বংশীবদনের সম্বন্ধে মাত্র এই কথা আছে যে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দর্শন করিতে নবদ্বীপে আসেন, তখন বংশীবদন-সহ তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল (চতুর্থ বিলাস, পৃ. ২১)। ভক্তিরত্নাকরেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে (চতুর্থ তরঙ্গ, পৃ. ১২২-১২৩)।

মুরলী-বিলাসের গ্রন্থকার বংশীবদনের প্রপৌত্র ও রামাইয়ের শিষ্য রাজবল্লভ। গ্রন্থের শেষে সম্পাদক নিম্নলিখিত বংশ-তালিকা দিয়াছেন—

মুরলী-বিলাসে গ্রন্থকার নিজের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে রামাই যখন বাঘনাপাড়ায় বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করেন, তখন শচীনন্দন গ্রন্থকারকে লইয়া তথায় গমন করেন। রামাই ছোট ভাই শচীনন্দনকে বলিলেন—
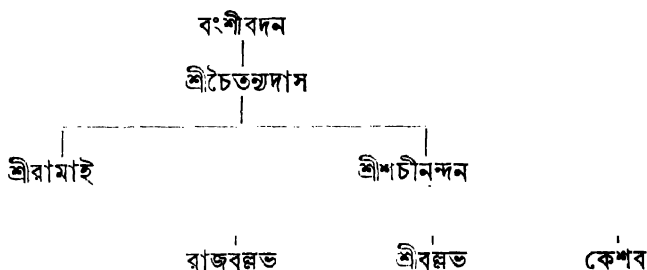
> তব জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে দেহ অকাতরে।
> সেবা সমর্পণ আমি করিব তাহারে॥—২০ বি., পৃ. ৩৯৩

তারপর একদিন—

> প্রভাতে উঠিয়া পিতা আমারে লইয়া।
> প্রভুর চরণপদ্মে দিলা সমর্পিয়া॥
> দণ্ডবৎ কৈলা পিতা তাঁর পদতলে।
> দুই ভাইএ কোলাকুলি মহাকুতূহলে॥
> মোরে প্রভু শিষ্য কৈলা করিয়া করুণা।
> সদাচার শিখাইলা করিয়া তাড়না॥
> সেবা শিখাইলা মোরে হাতে হাতে ধরি।
> শাস্ত্রভক্তি শিখাইলা বহু কৃপা করি॥
>
> প্রভু-সঙ্গে রহে যেই বৈষ্ণব সুজন।
> তিঁহ করিলেন বহু কৃপার সেচন॥

তাঁর মুখে যে শুনিনু প্রভুর চরিত।
তার অল্প মাত্র গ্রন্থে হইল লিখিত॥—২০ বি., পৃ. ৩৯৫

বংশী-শিক্ষার চতুর্থ উল্লাস হইতেও জানা যায় যে রাজবল্লভ শচীনন্দনের পুত্র (পৃ. ২৩৫)। অথচ বংশী-শিক্ষার ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় ডা. ভাগবতকুমার শাস্ত্রী রাজবল্লভকে কেন যে শচীনন্দনের পৌত্র বলিলেন বুঝিলাম না (ভূমিকা পৃ. ৵০ ; পৃ. ৪৪)।

রামাই জাহ্নবীর শিষ্য, বীরভদ্রের বন্ধু। রামাইএর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য রাজবল্লভ যদি কোন গ্রন্থ লেখেন, তবে জাহ্নবী ও বীরভদ্র-সম্পর্কিত ঘটনা-সমূহে উহার প্রামাণিকতা "ভক্তিরত্নাকর" অপেক্ষা বেশী হয়। সেইজন্য গ্রন্থখানি অকৃত্রিম কি-না তাহা বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

দশমূলরসে বিপিনবিহারী গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পূর্ব্বভক্ত শ্রীরূপ আদি অনুসারে।
বংশীলীলামৃত গ্রন্থ হইল প্রচারে॥
তাহার সংক্ষেপ সার মুরলীবিলাস।
শ্রীরাজবল্লভ প্রভু করেন প্রকাশ॥—পৃ. ১০০১

কিন্তু বংশীলীলামৃতে দেখা যায় :

বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ বংশীবদনঠক্কুরঃ।
ইত্যাদি দীপিকাদৌ চ কবিভির্গীয়তে পুরা॥—পৃ. ৭১৪

দীপিকা অর্থে এখানে কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। বংশী-বদনের শিষ্য জগদানন্দ কবিকর্ণপূরের প্রায় সমসাময়িক হইবার কথা। তিনি গ্রন্থ লিখিলে কবিকর্ণপূরের সম্বন্ধে "কবিভির্গীয়তে পুরা" লিখিবেন কেন? যদি মুরলী-বিলাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বংশীলীলামৃতই প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে মুরলী-বিলাসের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ জন্মায়।

আপাতদৃষ্টিতে এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে সংশয় করিবার কিছুই নাই। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ও প্রাচীনপন্থী; গোস্বামিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ তত্ত্বকথা কিছুই ইহাতে নাই। তারপর গ্রন্থকারের বংশের লোক বিনোদবিহারী গোস্বামীর নিকট পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

অনুকরণে লেখা; তাহাতেও সন্দেহের কিছুই নাই; কেন-না চরিতামৃত রচিত হইবার পর হইতে প্রত্যেক বৈষ্ণব লেখকের উপর উহার প্রভাব পড়িয়াছে। গ্রন্থ-মধ্যে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৩৩টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে, কিন্তু চরিতামৃতে যেমন শ্লোকগুলির সহিত বক্তব্য বিষয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মুরলী-বিলাসে তাহা নহে, যেন এখানে জোর করিয়া শ্লোক-সংযোজনার জন্যই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত ১৩৩টি শ্লোকের মধ্যে ৬৪টি কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে পদ্ম-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু, ব্রহ্মসংহিতা, গোবিন্দ-লীলামৃত, যামল প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।[১]

গ্রন্থের অকৃত্রিমতার স্বপক্ষে এতগুলি যুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত কারণে ইহাকে জাল বই বলিয়া মনে হয়:

বংশীবদন ঠাকুরের বংশোদ্ভব ডা. ভাগবতকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ই মুরলী-বিলাসের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি বংশী-শিক্ষার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'মুদ্রিত বংশী-শিক্ষা গ্রন্থের অন্যান্য স্থানেও নানারূপ প্রমাদ ও প্রক্ষেপের আশঙ্কা হয়। চতুর্থ উল্লাসে মধ্যে মধ্যে মুরলী-বিলাস হইতে প্রায় অবিকল অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের জীবনচরিত্র একরূপ মুরলী-বিলাসের ছাঁচেই ঢালা; এ-সকল অংশ মূল পুথিতে ছিল কি না সন্দেহ হয়। থাকিলেও মুরলী-বিলাস দেখিয়া অনেকাংশ যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়; অবশ্য বংশী-শিক্ষা যখন মুদ্রিত হয় তখন মুরলী-বিলাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই বটে; কেন-না বংশী-শিক্ষার প্রকাশ-বর্ষ ৪০৭ চৈতন্যাব্দ এবং মুদ্রিত মুরলী-বিলাসের প্রকাশ-বর্ষ ৪০৯ চৈতন্যাব্দ। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে বংশী-শিক্ষা-সংগ্রাহকের গুরুদেবের গৃহে যে মুরলী-বিলাসের প্রাচীন পুথির নকল সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা ৺হরেকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহাশয় নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন। এইজন্যই বংশী-

১ ১ম বিলাসের ৩,৪, ৮; ২ বিলাসের ২,৪,৫,৮,৯,১২; ৪ বিলাসের ২,৩,৪,৫; ৫ বিলাসের ১; ৬ বিলাসের ১,৩,৪,৬,৯,১৪,১৭; ৭,৮ ও ৯ বিলাসের ১ হইতে ৪; ১০ বিলাসের ১; ১১ বিলাসের ৫; ১২ বিলাসের ২, ৪; ১৩ ও ১৪ বিলাসের ১; ১৫ বিলাসের ৩; ১৬ বিলাসের ১, ২; ১৭ বিলাসের ৩; ১৮ বিলাসের ২, ৩, ৫; ১৯ বিলাসের ২; ২০ বিলাসের ১,২,৩, ৯; এবং ২১ বিলাসের ২,৩,৭,৯,১০,১৩,১৭,১৮,১৯, ২১ হইতে ২৪ শ্লোক চরিতামৃতে ধৃত হইয়াছে।

শিক্ষার এই-সমস্ত অংশে মুদ্রিত মুরলী-বিলাস অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত নকল পুথির পাঠের সহিত যেন অধিক সামঞ্জস্য দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব-বর্ষের কথা উদ্ধার করা যাইতে পারে।

'মুদ্রিত মুরলী-বিলাসে "চৌদ্দশত পঞ্চাএনে জনম লভিলা। পঞ্চদশ চতুর্থে স্বেচ্ছায় লীলা সংবরিলা" এইটুকু নাই। নকল করা পুথিতে আছে। তদনুসারেই যেন রচনা একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বংশী-শিক্ষায় ১৪৫৬ শকে জন্ম এবং ১৫০৫ শকে রামের তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে। মনে রাখা আবশ্যক কেহ অতীত শকে, কেহ বা বর্ত্তমান শকে বর্ষ নির্দ্দেশ করিতেন। যাহা হউক কিন্তু বাঘনাপাড়ার বলরাম মন্দিরের চূড়াতলে ক্ষোদিত লিপি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় রামচন্দ্র ৫৪৮ শকেও জীবিত ছিলেন। এই লিপি বংশীবদনের জীবন-চরিতে উদ্ধার করিয়াছি। সুতরাং বলিতে হয় গ্রন্থকার স্বয়ং মুরলী-বিলাস দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, না হয় বংশী-শিক্ষার সংগ্রাহক এই-সমস্ত অংশ সংযোজন করিয়াছিলেন। এইরূপে বংশীর তিরোভাবের পূর্ব্বে পুত্র-বধূর সহিত সংবাদ ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-প্রদানের বিবরণও হয় ভ্রম-দুষ্ট, না হয় প্রক্ষিপ্ত।

'বংশীচরিতে দেখিয়াছি বংশীর পুত্র তখন শিশুমাত্র। প্রকৃত কথা এই, নিজ মুরলী-বিলাসের অনেক অংশ সমগ্র বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিরুদ্ধ। এমন কি গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। মূল গ্রন্থকার রাজবল্লভ গোস্বামীই হউন, আর যিনিই হউন, পরবর্ত্তী কালে ইহাতে অনেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। বংশী-শিক্ষার গ্রন্থকার বা প্রকাশক অথবা উভয়েই মুরলী-বিলাসের অনুকরণ করিয়াছেন ; সেইজন্য ইতিবৃত্ত-বিষয়ে স্থানে স্থানে বিড়ম্বিত হইয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা' (ভূমিকা, পৃ. ১৵, ১৶০)।

ডা. ভাগবতকুমার শাস্ত্রীর ভূমিকা হইতে সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধার করার কারণ এই যে বৈষ্ণব-গ্রন্থ-সম্পাদন করিতে যাইয়া এ পর্য্যন্ত অন্য কোন সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের, পুথির ও তাহা প্রক্ষিপ্ত হইবার বিবরণ এমন সাধুতা ও সরলতার সহিত দেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় আমরা জানিতে পারিতেছি, কি করিয়া বৈষ্ণব পুথি জাল হয়। তাঁহার আর সমস্ত উক্তি মানিয়া লইয়া একটি কথার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেন মুরলী-বিলাসে পরবর্ত্তী কালে অনেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে, আমি দেখাইব যে ইহার সবটাই হালের রচনা।

মুরলী-বিলাসের সবটাই আধুনিক মনে করার কারণ এই যে রাজবল্লভের দ্বারা এই গ্রন্থ লিখিত হইলে বংশীবদনের বংশের ইতিহাস, বিশেষতঃ রামাইয়ের বিবরণ, ভাসা-ভাসা রকমে লিখিত হইত না। উদাহরণ দিতেছি—

(ক) বংশীর বিবাহ-সম্বন্ধে মুরলী-বিলাস বলেন—

এক বিপ্র মহাশয় পরম পণ্ডিত।
কন্যাদান দিব বলি করেন নিশ্চিত ॥—পৃ. ৪৪

রাজবল্লভ কি নিজের প্রপিতামহীর কোন খবর রাখিতেন না? সেকালে প্রপিতামহীর বা তাঁহার পিতার নাম ত শ্রাদ্ধাদি করার জন্য প্রত্যেক হিন্দুর ছেলেকে মুখস্থ করিতে হইত।

(খ) রামাই গ্রন্থকারের গুরুদেব। তাঁহার জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনা-সম্বন্ধে ভুল সংবাদ মুরলী-বিলাসে থাকা উচিত নয়। অথচ ইহাতে আছে যে রামাই জাহ্নবার সঙ্গে বৃন্দাবন যাইয়া "একক্রমে পঞ্চ বর্ষ তথায় রহিলা" (পৃ. ৩৪৮)। তারপরই বাঘনাপাড়ায় আসিয়া মন্দির-স্থাপন করিলেন। বাঘনা-পাড়ার মন্দির যে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় তাহার প্রমাণ মন্দিরের উপরে ক্ষোদিত লিপি। তাহা হইলে রামাই ১৬১০ হইতে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে ছিলেন। মুরলী-বিলাসে আছে যে রামাই জাহ্নবাসহ বৃন্দাবনে যাইয়া ছয় গোস্বামীর প্রত্যেকের সহিতই দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ যে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এ কথা কোথাও পাওয়া যায় না এবং অসম্ভব। তাঁহারা উভয়েই শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন; সুতরাং ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের বয়স ১২৫ বৎসরের অনেক বেশী হয়। মুরলী-বিলাসের বর্ণনায় দেখা যায় জাহ্নবার সঙ্গে ছয় গোস্বামী বনে-বনে ভ্রমণ করিতেছেন।

(গ) মুরলী-বিলাস বলিতেছেন যে রামাই নীলাচলে যাইয়া দেখিলেন যে গদাধর পণ্ডিত, রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন এবং—

শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
বিষয় ছাড়িয়া ভাবে চৈতন্য-মূরতি ॥—পৃ. ১৮৯

লেখক পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে—

চৈতন্য গোসাঞি যবে অপ্রকট হৈলা।
শুনি মাত্র বংশীদাস লীলা-সম্বরিলা ॥—পৃ. ৪৭

বংশীদাস লীলা-সম্বরণের পূর্ব্বে পুত্রবধূকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার গর্ভে জন্মিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রামাই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে জন্মিয়াছিলেন। তিনি ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে নীলাচলে যান নাই। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র জীবিত ছিলেন না। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে তিনি ১৬৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরলোক-গমন করেন। রামাইয়ের নীলাচল-ভ্রমণকালে প্রতাপরুদ্রের জীবিত থাকা অসম্ভব।

(ঘ) মুরলী-বিলাসে রামাইয়ের তীর্থভ্রমণ, চরিতামৃতের ভাবে ও ভাষায় বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও বাঘনাপাড়ায় মন্দির-স্থাপন ছাড়া রামাই-সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ নাই। অন্ততঃ রামাইয়ের তিরোধানের বিবরণ, যাহা রাজবল্লভ নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন, তাহা অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মুরলী-বিলাসে আছে যে রামাই ঠাকুর তিরোধানের পূর্ব্বে শিক্ষাষ্টকের, কর্ণামৃতের ও গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক পড়িতেন। একদিন—

এই শ্লোক পড়ি প্রভু পড়িলা ভূমিতে।
অর্দ্ধবাহ্য দশায় লাগিলা প্রলাপিতে॥

রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কহিতে কহিতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল এই নামের সহিতে॥—২১ বি., পৃ. ৪৩৫-৬

এরূপ বর্ণনা যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভক্ত-সম্বন্ধে লিখিতে পারে। শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের বর্ণনা এরূপ হয় না।

"মুরলী-বিলাস" জাল বলিবার আরও কারণ এই যে ইহাতে প্রেমবিলাসে ও ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত সমস্ত বিবরণের বিরুদ্ধ কথা বলা হইয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থের মতে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে যায়েন তখন রূপ ও সনাতন তিরোধান করিয়াছেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া খেতুরীর মহোৎসবে যোগ দেন। তারপর জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে যায়েন। মুরলী-বিলাস বলেন জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবন যাইয়া রূপসনাতনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন ও কাম্যবনে গোপীনাথের মন্দিরে তিনি অন্তর্দ্ধান হয়েন। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক না হইলেও ঐ দুই গ্রন্থে বৃন্দাবনের ও গৌড়ের বৈষ্ণব-নেতাদের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে এবং বৈষ্ণব-

সমাজ তাহা আদরের সহিত পড়িয়া আসিতেছেন। এরূপ গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনার বিরুদ্ধতা যখন কোন অজ্ঞাতকুলশীল গ্রন্থকার করেন, তখন স্বভাবতঃই সেই গ্রন্থের প্রতি সন্দিগ্ধ হইতে হয়।

মুরলী-বিলাসে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে নূতন তথ্য কিরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নমুনা দিতেছি—

বংশী জন্মিবামাত্র—

শচী-কুমার দেখি সুকুমার
বালক লইয়া কোলে।
পুলকিত অঙ্গ অধীর ত্রিভঙ্গ
আমার মুরলী বলে ॥—পৃ. ৪

মেদিনীপুর জেলার বিশ্বম্ভর দাসের "বংশীবিলাস"-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বংশী শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা নয় বৎসরের ছোট। নয় বৎসরের ছেলে আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করিয়া নবজাত শিশুকে কোলে তুলিয়া বংশী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এ কথা কাব্য-হিসাবে উত্তম, কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। বংশী বিশ্বম্ভরের সঙ্কীর্ত্তনদলের মধ্যে ছিলেন; যথা—

কৈশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে নাচে ভুবনমোহন ॥—পৃ. ৪৩

এই সংবাদ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা। বংশীর বিবাহ-সময়ে বিশ্বম্ভর বংশীকে বলিতেছেন—

গদাধরদাস সঙ্গে থাকিবে সদাই।
জগন্নাথ রহিব দেখিবে সবে যাই ॥—পৃ. ৪৬

সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর কোথায় যাইয়া থাকিবেন তাহা স্থির করেন নাই; কেন-না সন্ন্যাসের পর তিনি বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

"বংশী-শিক্ষা"র একখানি মাত্র ছেঁড়া ও কীটদষ্ট পুথি পাওয়া গিয়াছিল; তাহাও হারাইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদক প্রেমদাস ইহার লেখক।

শকাদিত্যে ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সুখেতে ॥

লৌকিক ভাষাতে মুঞি করিনু লিখন।
ষোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন॥—বংশী-শিক্ষা, পৃ. ২৪১

১৬৩৮ শক, ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৮৩ বৎসর পরে লিখিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পাইবার সম্ভাবনা কম।

বংশী-শিক্ষার মূল বর্ণনার বিষয় হইতেছে সন্ন্যাসের পূর্ব্বে বংশীর প্রতি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ। ঐ উপদেশে রসরাজ-উপাসনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ উপাসনার মাধুর্য্য ও চমৎকারিত্ব কতদূর তাহার বিচার আমার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহির্ভূত। তবে প্রেমদাসের বর্ণনায় কালানৌচিত্য (anachronism) দোষের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশ্বম্ভর বংশীকে "ঋচিদুপপুরাণের" নিম্নলিখিত শ্লোক শুনাইলেন—

কৃষ্ণকরে স্থিতা যা সা দূতিকাবংশিকা তথা।
শ্রীবংশীবদনো নাম ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥
প্রভুবাক্য শুনি বংশী শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া।
কানে হাত দিয়া কন বিনয় করিয়া॥
ওহে প্রভু বাউলামী করিয়া বর্জ্জন।
শুনাও প্রকাশ তত্ত্ব করি কৃপেক্ষণ॥—পৃ. ৪৩-৪৪

গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য বংশীকে বলিতেছেন—

রসরাজ কৃষ্ণ লাগি বিপ্র পত্নীগণ।
আপন আপন স্বামী করেন বর্জ্জন॥
সংসার মোচন আর সন্তাপ হরণ।
করিতে ক্ষমতা যাঁর নাহিক কখন॥
তিঁহত গুরুর যোগ্য নহে কদাচন।
তাঁরে ত্যাগ করি কর সদ্‌গুরু গ্রহণ॥

সদ্‌গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে—

সেইকালে কৃষ্ণরূপী সদ্‌গুরু-চরণে।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি লইবে শরণে॥

সর্ব্বস্ব অর্পণ অর্থে শুদ্ধ অর্থ নয়।
প্রাণমন আদি এই বেদাগমে কয়॥—পৃ. ৫৩

বিশ্বম্ভর মিশ্র গোবিন্দদাসের এবং বড়ু অনন্ত চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কোন চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধার করিয়া বংশীকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগুরু-প্রসাদে আনুকূল্যা ভক্তি[১] করিলে কিরূপ হয়—

কামশূন্য হঞা করে কামের করম।
সাপের মাথায় ভেকে করায় নর্ত্তন॥—পৃ. ৯২

বিশ্বম্ভর বংশীকে সারদীপিকা হইতে কোন্ তিথিতে স্ত্রী ও পুরুষের কোন্ অঙ্গে কামভাব থাকে তাহাও বলিয়াছেন এবং অবশেষে উপদেশ দিয়াছেন—

যেই দিন যথা কাম অধিষ্ঠান হন।
সেই দিন তথা তাঁরে করিবে মথন॥—পৃ. ১৩৪-৩৬

এই-সব দেখিয়া মনে হয় প্রেমদাস বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের মত প্রচার করিতেছেন না।

বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় দশমূলরস গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বংশীলীলামৃত অনুসারে প্রেমদাস।
সেই সব নিজ গ্রন্থে করিলা প্রকাশ॥
তন্মধ্যে বিরুদ্ধ যাহা হয় দরশন।
সহজ-বাদীর তাহা প্রক্ষিপ্ত বর্ণন॥

প্রেমবিলাস

শ্রীখণ্ডের নিত্যানন্দদাস (বৈদ্য) প্রেমবিলাস-নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের চরিত-কথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার বারংবার বলিয়াছেন—

---

১ বাউল সাধুদের নিকট সাধন-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে গেলে তাঁহারা কিছু দিন শিক্ষা দিবার পর শিষ্যকে বলেন "বাবা এইবার আনুকূল্য করিতে হইবে।" বাউলদের মধ্যে আনুকূল্য অর্থ গুরুকে শিষ্যের নায়িকাকে সম্প্রদান করা।

শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র আজ্ঞায় লিখি কথা।
শুনিয়া এসব কথা না পাইবা ব্যথা॥
শ্রীমতী ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন।
মুঞি পামর সঙ্গে রহি করিয়াছোঁ দর্শন।—পৃ. ৪৮

এবে লিখি খণ্ডতে গমন যেন রীতে।
দেখিয়াছি আমি যার সেই হৈল প্রীতে॥—পৃ. ১০৩

এই ঠাকুরাণী পদ করিয়া আশ্রয়।
সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভয়॥
আজ্ঞাবলে লিখি মোর নাহি অনুভব।
পুনঃ পুনঃ কহিলেন লিখিতে এ সব॥—পৃ. ১১৯

এই-সব উক্তি পড়িয়া মনে হয় গ্রন্থখানি খুব প্রামাণ্য। কিন্তু যেমন নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিন দিন বাড়েন, তেমনি বৈষ্ণবদের আলয়ে "প্রেমবিলাস" দিন দিন বাড়িলেন। কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহের নিকট যে প্রেম-বিলাসের পুথি আছে তাহাতে ইতি "চান্দ রায় নিস্তার নামক ষোড়শ বিলাস" পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, পৃ. ৫২)। বিষ্ণুপুরের রাণী ধ্বজমণি পট্টমহাদেবী স্বহস্তে যে প্রেমবিলাসের পুথি লিখিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। উহাতেও ষোল বিলাস পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে (বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ৩।৩, পৃ. ৫৯, ৬১)। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথম বারে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সময় অষ্টাদশ বিলাস পর্য্যন্ত মুদ্রিত করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ঊনবিংশ ও বিংশ বিলাস যোগ করিয়া দেন। তৎপরে যশোদানন্দন তালুকদার সাড়ে চব্বিশ বিলাসযুক্ত এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমি এই সংস্করণের পৃষ্ঠাদি উল্লেখ করিয়া প্রমাণাদি বিচার করিব।

"প্রেমবিলাসের" এক পুথির বিলাস বা পরিচ্ছেদ-বিভাগের সহিত অন্য পুথির বিভাগ একরূপ নহে ; যথা—তালুকদারের সংস্করণের যেখানে অষ্টাদশ বিলাস সম্পূর্ণ (পৃ. ১৬৮), বিষ্ণুপুরের রাণীর লেখা পুথিতে সেই স্থানে ষোড়শবিলাস এবং গ্রন্থ সম্পূর্ণ। তালুকদারের সংস্করণের বিংশ বিলাসে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের শাখা-বর্ণনা ও গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত পরিচয় আছে :

মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি ॥
বীরচন্দ্র প্রভু মোর শিক্ষাগুরু হয়।
আমারে করুণা তিঁহো কৈলা অতিশয় ॥
মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
মাতা পিতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক ॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার ॥

বলরামদাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥
নিজ পরিচয় আমি করিনু প্রচার।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে কোটী নমস্কার ॥
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥—পৃ. ২১৩

সাধারণতঃ দেখা যায় আত্মপরিচয় দিয়াই প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ শেষ হয়। ইহার পরও সাড়ে চারি বিলাস কি করিয়া লেখা হইল বুঝা কঠিন। নিত্যানন্দদাস শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের চরিতকথা লিখিবার উদ্দেশ্যে গুরু জাহ্নবা দেবীর আদেশে প্রেমবিলাস লেখেন বলিয়া প্রকাশ। তাহাতে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তগণের জীবনী ও বংশ-পরিচয় লেখার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ দেখা যায় যে তালুকদারের সংস্করণের শেষ সাড়ে চারি বিলাস কুলজীশাস্ত্রে পূর্ণ। বৈষ্ণবগণ কুলজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না। এই-সব কারণে "প্রেমবিলাসের" শেষ সাড়ে চারি বিলাস নিত্যানন্দদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পরে, ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসে, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৃন্দাবন, খড়দহ, জীরাট,

কলিকাতা প্রভৃতির বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ঐ পুস্তকের শেষ দুই বিলাস জাল প্রমাণ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকার নাম "জাল প্রেমবিলাস"। উহার ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। "মূল গ্রন্থ চব্বিশ বিলাসে বিভক্ত ছিল, তাহাকেই সুশৃঙ্খল করিয়া অষ্টাদশ বিলাসে পরিণত করা হয়।"

মূল গ্রন্থ হয়ত সত্যই চব্বিশ বিলাসে বিভক্ত ছিল; কেন-না রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় "বৈষ্ণবসাহিত্য"-নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস-নিবাসী মণীন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের গৃহে ১৫৭৯ শক, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের হস্ত-লিখিত সার্দ্ধ চতুর্বিংশতি বিলাস গ্রন্থ তিনি দেখিয়াছিলেন (কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ, পৃ. ১২)।

আমি তালুকদারের সংস্করণের সহিত বিষ্ণুপুরের রাণীর হাতে লেখা পুথি মিলাইয়াছি। তাহাতে বহু স্থানে মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত পুথির গুরুতর প্রভেদ দেখিতে পাইয়াছি। রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণের সহিত অন্যান্য পুথির পার্থক্য কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৩০৬ সালের "সাহিত্য" পত্রিকায় ঠাকুরদাস দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "আমাদের সংগৃহীত প্রেমবিলাসগুলির মধ্যে পরস্পর মিল আছে, কিন্তু (বহরমপুরে) মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত তাহাদের আদৌ মিল নাই" (পৃ. ৬৬৯)। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক হারাধন দত্ত মহাশয় (৪০৮ চৈতন্যাব্দে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬ আশ্বিন তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়) লিখিয়াছেন, "আমার বাড়ীতে দুইশত বৎসরের অধিককালের হস্তলিপি যে একখানি প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে, তাহার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের অনেক স্থলে প্রসঙ্গের মিল নাই ....। কেবল বর্ত্তমান কাল বলিয়া নহে, প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রেমবিলাসের নানা স্থানে নানা জনের কারিগিরি আছে। অতএব এই গ্রন্থ বিশেষ তলাইয়া পাঠ করা উচিত" (পৃ. ৩৮৯)। দত্ত মহাশয়ের এই সতর্ক-বাণী বিফল হইয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গৌরপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শিষ্য গুরুচরণ দাস "প্রেমামৃত" নামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের একখানি জীবনী লেখেন। সেই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দদাসের পদধূলি শিরে নিল।
তাঁর গ্রন্থমতে লীলার অনুসার পাইল॥

অন্যত্র—

জাহ্নবার আজ্ঞাবলে নিত্যানন্দদাস কৈলে
শেষ লীলার বিস্তার বর্ণন।
তাঁর সূত্র মত লয়ে গুরুপদ স্পর্শ পাঞা
গায় কিছু এ গুরুচরণ॥

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ২৬৩, গ্রন্থের অধিকারী শশিভূষণ ঠাকুর, দক্ষিণখণ্ড, পো. বনোয়ারীআবাদ, মুর্শিদাবাদ)

এই-সব বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে "প্রেমবিলাস" নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল। কিন্তু উহাতে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও দৈববাণীতে পরিপূর্ণ। যিনি যখন যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন তাহা কি কড়চা করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ও নিত্যানন্দদাস সেই-সমস্ত কড়চা সংগ্রহ করিয়া বই লিখিয়াছেন? যদি এরূপও হইয়া থাকে তাহা হইলেও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা চলে না। প্রেমবিলাসের প্রথম বিলাসে ৫টি, তৃতীয়ে ২টি, চতুর্থে ৫টি স্বপ্ন ও শ্রীনিবাসের সহিত নিত্যধামগত অদ্বৈতের সাক্ষাৎকার, পঞ্চমে ১টি, ষষ্ঠে ৩টি, নবমে ২টি স্বপ্ন ও দৈববাণী, দশমে ২টি স্বপ্ন, একাদশে ১টি, ত্রয়োদশে ১টি ও চতুর্দ্দশে ১টি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি পরস্পর-বিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ; যথা—প্রথম পৃষ্ঠাতেই :

নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে দিলা পাঠাইয়া।
তেঁহো গৌড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া॥
গৌড়দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে।
জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে॥
কেহ কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম।
(সজ্জন দুর্জ্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ)॥ (ছাপা পুথির পাঠ)
(কেহ কহে গৌর নাহি সঙ্কীর্ত্তন)। (বিষ্ণুপুরের পুথির পাঠ)
কেহো কহে ভক্তি ছাড়ি আচার্য্য গোসাঞি।
মুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞি ঠাঞি॥
কেহো কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর।
মুক্তি কহি কহি গোসাঞি ভাসাইল সংসার॥

যদি নিত্যানন্দ গৌড়দেশকে প্রেমে ভাসাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আবার অদ্বৈত মুক্তি কহিয়া সংসার ভাসান কিরূপে?

প্রেমবিলাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকার কাল নির্দ্দেশ করা নিরাপদ্ নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) প্রেমবিলাসের ছাপা বই ও বিষ্ণুপুরের রাণীর হাতে লেখা পুথিতে আছে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত চুরি গিয়াছে শুনিয়া রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। এই বিবরণ যে সত্য হইতে পারে না, তাহা চরিতামৃতের বিচার অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। এই স্থানে "প্রেমবিলাসের" বর্ণনায় কালানৌচিত্য দোষ দেখাইব। চরিতামৃতে যখন "গোপালচম্পূ"র উল্লেখ আছে, তখন ইহা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই লেখা হইতে পারে না। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পরে লেখা বই সঙ্গে করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য যদি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন ও তারপর বিবাহাদি করেন তাহা হইলে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যার কি দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করার বয়স হইতে পারে। প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে (পৃ. ৩০১) লিখিত আছে যে এই গ্রন্থ ১৫২২ শক ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়; আর উহার বিংশ বিলাসে (পৃ. ২৬৪) আছে যে—

আচার্য্যের তিন পুত্রে তিনজনে।
মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে॥

(২) "প্রেমবিলাস", "অনুরাগবল্লী" ও "ভক্তিরত্নাকরে" শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনচরিত লিখিত হইলেও তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল-নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। "প্রেমবিলাসের" প্রথম বিলাসে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য পৃথিবীকে চৈতন্যদাসের খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পৃথিবী তিন দিন পরে আসিয়া চৈতন্যকে বলিতেছেন—

চাকন্দিতে বাস তাঁর অতি শুদ্ধাচার।
তাঁর দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার॥
পুত্র নিমিত্তে পুরশ্চরণ আরম্ভিলা।
জগন্নাথে রাখি তিঁহো অল্পকালে গেলা॥

এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র পুরশ্চরণ করে ॥
শত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে।
স্বপ্নচ্ছলে আজ্ঞা হৈল গৌর বর্ণরূপে ॥

স্বপ্ন-দর্শনের পর চৈতন্যদাসের পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিতেছেন—

আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান।

নানারূপ মঙ্গলের সূচনা দেখা গেল। তাহাতে কবি বলিতেছেন "গর্ভেতে প্রবেশ মাত্র এত ফল হৈল।" ইহা পড়িয়া মনে হয় যে শ্রীচৈতন্যের প্রকট-কালেই শ্রীনিবাসের জন্ম হয়।

অনুরাগবল্লীর মতে শ্রীনিবাস নীলাচল যাইবার সময়—

পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিতে পড়িয়া ভূমে গড়া গড়ি যান ॥—পৃ. ১৮

ভক্তিরত্নাকরেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।
কতদূরে শুনিল চৈতন্য সংগোপন ॥—পৃ. ১০০

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান; শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি না হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে পুরীর পথে একা চলিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস "বৃন্দাবন কথায়" লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে জানিয়াছেন যে শ্রীনিবাস ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোহিত হয়েন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় "গৌরপদ-তরঙ্গিণীর" ভূমিকায় (পৃ. ৪৫) ১৪২৮ শকে, ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল ধরিয়াছেন।

যদি ১৫১৬ বা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তরুণ বয়সে বৃন্দাবনে যাইলে সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীরূপের দর্শন পাইলেন না কেন? শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইতেই শুনিলেন—

প্রথমেই সনাতনের হৈল অপ্রকট।
তাহা বহি কতকদিন রঘুনাথ ভট্ট ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে হইলা অপ্রকট।
শরীরে না রহে প্রাণ করে ছটফট ॥—পঞ্চম বিলাস, পৃ. ৩১

অনুরাগবল্লীতে (পৃ. ৪৯) ও ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ১৩৩) অনুরূপ উক্তি আছে। সনাতন গোস্বামী অন্ততঃ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন; কেন-না শ্রীজীব লঘুতোষণীতে বলিয়াছেন যে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণী ও ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীব লঘুতোষণী সমাপ্ত করেন। শ্রীনিবাস তাহা হইলে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসরের বেশী হয়। কিন্তু বৃন্দাবনে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীনিবাসকে "বালক" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (পঞ্চম বিলাস, পৃ. ২৭)।

শ্রীনিবাস কতদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে তিনি যখন পাঠ সমাপ্ত করিয়া বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিশাস্ত্র লইয়া বিষ্ণুপুরে আসিতেছিলেন তখন বীর হাম্বির বিষ্ণুপুরের রাজা। নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মতে বীর হাম্বির ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (বঙ্গবাণী, ১৩২৯, অগ্রহায়ণ)। হাণ্টারের মতে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বিরের রাজ্যাধিরোহণ। কিন্তু এই মত আধুনিক গবেষকেরা গ্রহণ করেন নাই। (রাধাগোবিন্দ নাথ—চরিতামৃত পরিশিষ্টে ৪।০ পৃ., ডা. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত)। শ্রীনিবাস ১৫১৬ বা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিলে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ-চুরির সময় তাঁহার বয়স সত্তর বৎসরের উপর হয়। গ্রন্থ-চুরির কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিবাসের প্রথম বার বিবাহ হয়, তৎপরে দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় (সপ্তদশ বিলাস, পৃ. ১৩৭-৩৮)। এত বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনিবাস বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহার ছয়টি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা যায় না। তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হইয়াছিল এ কথা বিশ্বাস্য নহে তাহা বুঝা যাইতেছে। রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় অনেক বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন শ্রীনিবাসের জন্ম ১৪১৪-১৮ শকে বা ১৫৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। যদি শ্রীনিবাস শ্রীচৈতন্যের প্রায় ৪০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রেমবিলাসে ও ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বর্ণিত তাঁহার সহিত গদাধর পণ্ডিত, নরহরি সরকার, বিষ্ণুপ্রিয়া, সীতাদেবী প্রভৃতির সাক্ষাৎকার অসম্ভব হয়। ফলতঃ কাল-বিচার করিতে গেলে প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের উক্তি অনেক স্থলেই পরস্পর-বিরোধী হয়।

প্রেমবিলাসের মতে সনাতনের অপ্রকটের চার মাস পরে শ্রীরূপের তিরোধান। এ কথাও সত্য নহে; কেন-না শ্রীবৃন্দাবনে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সনাতনের ও শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দ বার বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন, কিন্তু প্রেমবিলাসের মতে "চতুর্দ্দশ বর্ষ কৈল গৃহে গৃহে খেলা" (পৃ. ৩৮, সপ্তম বিলাস)। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ চরিতামৃত-রচনার পরে লিখিত হইলেও ইহার লেখক নিত্যানন্দদাস বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন ও তাহার উপর অনেক দিন ধরিয়া প্রক্ষেপকারীদের অত্যাচার চলিয়াছে। অন্য প্রামাণিক গ্রন্থের সমর্থন না পাইলে শুধু প্রেমবিলাসের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসা নিরাপদ্ নহে।

ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস

"ভক্তিরত্নাকর" নিষ্ঠাবান্ ভক্তদের নিকট শ্রদ্ধা পাইয়াছে। ইহার লেখক নরহরি চক্রবর্ত্তী। তাঁহার নামান্তর ঘনশ্যাম। তিনি নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানিকি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরিদাস আর দাস ঘনশ্যাম॥

গ্রন্থখানি "অনুরাগবল্লী"র পরে লিখিত; কেন-না ইহাতে (১৪১ ও ১০১৮ পৃষ্ঠায়) অনুরাগবল্লীর প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুরাগবল্লী ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের টীকা-রচনা সমাপ্ত করেন। সেইজন্য অনুমান করা যাইতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে "ভক্তিরত্নাকর" রচিত হইয়াছিল।[১]

"ভক্তিরত্নাকরের" লেখক বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরে সূপকার ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। তিনি যে ব্রজমণ্ডলের ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার লিখিত শ্রীনিবাসাদির বৃন্দাবন-পরিক্রমা-বর্ণনা হইতে জানা যায়। তিনি তৎকালে ব্রজমণ্ডলের প্রচলিত সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থ

১ বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে "ভক্তিরত্নাকরের" যে পুঁথি আছে, উহা আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ মহাশয় ১২৬৪ সালের ২৪এ কার্ত্তিক নকল করিতে আরম্ভ করিয়া ২৬এ পৌষ শেষ করেন। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ১২৯৫ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ও পুরাণাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ-সমস্ত গ্রন্থ হইতে তিনি নানা স্থানে প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি এমন গ্রন্থের নাম করিয়াছেন যাহা এখন পাওয়া যায় না; যথা—(১) গোবিন্দ কবিরাজ-কৃত "সঙ্গীত-মাধব-নাটক" (১৭, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (২) রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর "সাধনদীপিকা" (৮৯, ৯২, ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (৩) নৃসিংহ কবিরাজ-কৃত "নবপদ্য" (১০১, ১৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (৪) গোপাল গুরু-কৃত "পদ্য" (৩১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (৫) বেদগর্ভাচার্য্য-কৃত "পদ্য" (১২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। বৃন্দাবনের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে যে-সমস্ত কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহাও নরহরি চক্রবর্ত্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। এই দুই কারণে ভক্তিরত্নাকর ঐতিহাসিকের নিকট শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ণিত হইলে ঐ বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসমূহ নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া মানা যায় না। নরহরি অনেক স্থলেই এক অজ্ঞাতকুলশীল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া প্রাচীন বিবরণ বলাইয়াছেন; যথা---

একাদশ তরঙ্গে আছে যে জাহ্নবা দেবী তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণদাস সারখেল ও নিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি চৈতন্যদাস, রঘুপতিবৈদ্য উপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত একচাকা গ্রামে যাইয়া এক শতাধিক-বর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি নিত্যানন্দের বাল্যজীবন বর্ণনা করিলেন। ঐ বৃদ্ধ নিত্যানন্দের পিতামহ, অর্থাৎ হাড়ো পণ্ডিতের পিতার নাম স্মরণ করিতে পারিলেন না; যথা—

এই গ্রামে ছিলা এক বিপ্র পুণ্যবান্।
ওঝা খ্যাতি জানি মনে নাই তান নাম।—পৃ. ৬৮৪

ঐ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে তিনি বাল্যকালে নিত্যানন্দের পিতামহকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পিতার সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনা করিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মাতামহের নাম করিলেন না। উক্ত বিবরণে একটি নূতন সংবাদ পাওয়া যায় যে নিতাইয়ের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন (পৃ. ৬৯১)

দ্বাদশ তরঙ্গে আছে যে শ্রীনিবাস নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুরে ভ্রমণ করার সময়—

আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে ॥
তাঁরে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাসে।

সেই ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও লীলাস্থলী বর্ণনা করিলেন। উক্ত বর্ণনা লইয়া ভক্তিরত্নাকরের ৭২৩ হইতে ১০০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। নরহরি-কথিত শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে এমন কোন তথ্য নাই যাহা মুরারি, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন নাই।

কাটোয়ার ও খেতরীর মহোৎসবে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন বলিয়া "ভক্তিরত্নাকরে" বর্ণিত হইয়াছে। ঐ নামের তালিকা দেখিয়া অনেকে শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের জীবনকাল নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসব যখন হইয়াছিল, তখন কে কে উপস্থিত ছিলেন, তাহা কি কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন? যদি এরূপ তালিকা হইতে নরহরি নাম-সংগ্রহ করিতেন তাহা হইলে তিনি উহা উল্লেখ করিতেন। যদি ঐরূপ তালিকা তিনি না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে তাঁহার নিজের বর্ণনার উপর কতখানি নির্ভর করা যায়? শ্রীনিবাসের জীবনী-বর্ণনায় তিনি পরস্পর-বিরোধী উক্তি করিয়াছেন; তাহার দৃষ্টান্ত "প্রেমবিলাসের" বিচার-প্রসঙ্গে দিয়াছি। নরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীচৈতন্যের পরিকর-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিংবদন্তী-হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

নরহরি চক্রবর্ত্তী "নরোত্তমবিলাসে" নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-সম্বন্ধে এরূপ অল্প কথাই বলিয়াছেন, যাহা ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হয় নাই। এই গ্রন্থ পাঠেও ধারণা জন্মে যে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস দ্বিতীয় বার নীলাচলে যাইবার পথে শুনিলেন যে গদাধর পণ্ডিতের তিরোধান ঘটিয়াছে। তাহা শুনিয়া তিনি গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর—

প্রভাতে ব্যাকুল হৈয়া চলে গৌড় পথে।
তথা ভেট হৈল গৌড়দেশী লোক সাথে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সঙ্গোপন।
তা সভার মুখে শুনি হৈলা অচেতন ॥—দ্বিতীয় বিলাস, পৃ. ১২

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় যে বৈষ্ণব-সমাজে কিংবদন্তী ছিল যে

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দুই-এক বৎসরের মধ্যেই গদাধর পণ্ডিত, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের তিরোধান ঘটে।

নরোত্তমবিলাসের ঐতিহাসিক মূল্য ভক্তিরত্নাকরের তুল্য।

অভিরাম লীলামৃত

এই গ্রন্থখানি নিত্যানন্দের পার্ষদ অভিরাম রামদাসের জীবনী। ৪০৯ গৌরাব্দে প্রসন্নকুমার গোস্বামী নামক একজন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইহা সংকলন করেন। গোস্বামী মহাশয় অভিরামের শিষ্য রামদাসকে গ্রন্থের লেখকরূপে উপস্থিত করিয়াছেন ; যথা—

শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।
অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস ॥—পৃ. ১৬

প্রচলিত বৈষ্ণবীয় রীতি-অনুসারে রামদাস বলিতেছেন—

অতএব যত লীলা করি যে বর্ণন।
আপনি লিখান মোকে করিয়া যতন ॥—পৃ. ২৪

আবার নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে গ্রন্থ লিখিবার কথাও আছে ; যথা—

অভিরাম দেহে সদা চৈতন্য বিলাস।
প্রভু নিত্যানন্দ মুখে শুনিনু নির্য্যাস ॥
এক দিন আমি গৃহে করিয়া শয়ন।
আধ আধ নিদ্রা মোর কৈল আকর্ষণ ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ কহেন আসিয়া।
অভিরাম লীলা লেখ এখন উঠিয়া ॥—পৃ. ২৪

গ্রন্থের সম্পাদক কোন প্রাচীন পুথি পাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন কি না জানান নাই। লেখার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যে কতকগুলি কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজেই বইখানি লিখিয়াছেন। এইরূপ অনুমানের কারণ এই :—

(১) যদি অভিরামের শিষ্য রামদাস এই বই লিখিতেন তাহা হইলে তিনি নিজ গুরুর সহিত জয়দেবের সাক্ষাৎকারের কথা লিপিবদ্ধ করিতেন না (পৃ. ২৫)।

(২) গ্রন্থখানিতে বর্ণিত আছে যে মালিনী যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ; অভিরাম তাঁহাকে স্নানের ঘাট হইতে তুলিয়া লইয়া আসিলেন

(পৃ. ৩২)। শ্রীচৈতন্য সকল বৈষ্ণবকে বুঝাইয়াছিলেন যে মালিনী অভিরামের শক্তি ; যথা—

তখন চৈতন্য পুন করেন বিনয়।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিহ নিশ্চয় ॥—পৃ. ৫১

এই কথা শোনার পর দ্বাদশ গোপাল ও চৌষট্টি মহান্ত মালিনীর হাতে খাইলেন। শ্রীচৈতন্যের সমসময়ে যে দ্বাদশ গোপাল ও চৌষট্টি মহান্ত নির্ণীত হয় নাই তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে দেখাইব।

(৩) বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস নামে অভিরামের এক শিষ্য খোত্তালুকে গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। গোপীনাথের বেশ করাইবার ভার যে ব্রাহ্মণের উপর ছিল তিনি এক নারীকে দেখিয়া মোহিত হয়েন। তারপর—

নারীপাশে গিয়া তেঁহ বলেন বচন।
বিবস্ত্রা হইয়া তুমি দাঁড়াও এখন ॥—পৃ. ৬৯

নারীর নিরাবরণ রূপ দেখিয়া উক্ত বিপ্র স্বেচ্ছায় নিজের চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই কাহিনীটি সুরদাসের গল্পের বিকৃত রূপ মাত্র।

(৪) অদ্বৈত যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের নিকট ছিলেন সে সময়ে "অচ্যুত বিয়োগে সীতা সংশয় জীবন" (পৃ. ৬৮)। শ্রীচৈতন্য বা অদ্বৈতের জীবনকালে অচ্যুতের তিরোধান ঘটে নাই ; সুতরাং এই উক্তি কাল্পনিক।

"অভিরাম লীলামৃতের" কোন কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা কঠিন। অভিরাম দাস শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ও অলৌকিক যোগবিভূতিসম্পন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

উড়িয়া ভক্তদের মুখে শ্রীচৈতন্য-কথা *

প্রাক্-চৈতন্য যুগে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দুইটি ধারা

শ্রীচৈতন্যের পুরী যাওয়ার পূর্ব্বেও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ছিল। তথায় প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দুইটি ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম, অপরটি বুদ্ধরূপী জগন্নাথের প্রতি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই দুইটি ধারাকে শ্রীচৈতন্য আত্মসাৎ করিয়া লয়েন ; কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া কিছুকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তমের সহচর শ্যামানন্দ ও তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দ ব্রজমণ্ডলে উদ্ভূত ভক্তিবাদ উড়িষ্যায় প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে গমনের পূর্ব্বে উড়িষ্যায় যে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহার কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায়। রেমুনার গোপীনাথের মন্দির উক্ত উপাসনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। মাধবেন্দ্রপুরী গোপীনাথকে দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমদেব-কর্ত্তৃক লিখিত ছয়টি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধার করিলেই দেখা যাইবে যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে গোপীপ্রেমের বার্ত্তা উড়িষ্যায় অজ্ঞাত ছিল না। শ্লোকটি এই :

> গোপীজনালিঙ্গিত-মধ্যভাগং
> বেণুং ধমন্তং ভৃশলোলনেত্রম্।
> কলেবরে প্রস্ফুট-রোমবৃন্দং
> নমামি কৃষ্ণং জগদেককন্দম্॥—২৯৩

* পঞ্চম অধ্যায়ে মাধব পট্টনায়কের উড়িয়া বই চৈতন্যবিলাস আলোচনা করিয়া, দশম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের কথাযুক্ত অন্যান্য উড়িয়া বইয়ের আলোচনা করার কারণ দুইটি,—প্রথমতঃ মাধবের গ্রন্থ মৌলিক কি অনুবাদ সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই ; দ্বিতীয়তঃ লোচনের সহিত তুলনার সুবিধার জন্য মাধবের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গলের পরে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাওয়ার পূর্ব্বেই রায় রামানন্দ বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার "জগন্নাথ-বল্লভ নাটকে" শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া বা বন্দনা কিছুই নাই। তাহাতে অনুমান হয় যে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ঐ নাটক লিখিয়াছিলেন। জগন্নাথবল্লভ নাটকে রাগানুগা ভক্তি ও শ্রীরাধার ভাববৈচিত্র্য অশেষ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে উৎকলে প্রেমধর্ম্মের একটি ধারা বর্ত্তমান ছিল।

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" গীতটি শুনাইয়াছিলেন। এইটি যে রায় রামানন্দের রচনা তাহা কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে বলিয়াছেন। রায় রামানন্দের লেখা ব্রজবুলির পদ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

উড়িয্যার অনেক বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জগন্নাথদেবই বুদ্ধদেব, এই বুদ্ধিতে ইঁহারা জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে ভক্তিশীল হয়েন। ইঁহারা বলেন "দুষ্কৃতের দমনের জন্য" শ্রীকৃষ্ণই বুদ্ধরূপে জগন্নাথ নামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। (জগন্নাথদাসের "দারুব্রহ্ম", ও অচ্যুতের "শূন্যসংহিতা", ৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) ইঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে ইঁহারা "যন্ত্র"-সাহায্যে নিরাকার এবং "পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডস্থিত" ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন; কিন্তু তৎসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পূজা ও বত্রিশ-অক্ষর মন্ত্র জপও করিতেন। এইরূপ মতবাদ জগন্নাথদাসের "রাসক্রীড়া", বলরামদাসের "বট অবকাশ" ও "বিরাট্ গীতা", যশোবন্তদাসের "শিব স্বরোদয়" এবং অচ্যুতের "অনাকার সংহিতা" ও "শূন্যসংহিতা"য় প্রচারিত হইয়াছে। দিবাকরদাসের "জগন্নাথ-চরিতামৃতে"[১] দেখা যায় যে জগন্নাথদাসের শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শুনিয়া শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হইয়াছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়)। তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে যে ইঁহারা শ্রীমদ্‌ভাগবতকেও আদর করিতেন। এই সম্প্রদায়ের পাঁচজন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়া পঞ্চসখা নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম—জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্তদাস। ইঁহাদের প্রত্যেকেই

১ জগন্নাথ-চরিতামৃতে উড়িয়া ভাগবতের লেখক জগন্নাথদাসের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে।

উড়িয়া ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন ও শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছেন। যশোবন্তের প্রশিষ্য সুদর্শনদাস "চৌরাশী আজ্ঞা"-নামক অপ্রকাশিত পুথিতে[১] লিখিয়াছেন—

চৈতন্য বোলন্তি বচন মন দেই শুন রাজন।
পঞ্চ আত্মাক নাম শুন একে জগন্নাথ দাসেন॥
দ্বিতীয়ে বলরাম কহি তৃতীয়ে অনন্ত যে হই।
চতুর্থে যশোবন্ত কহি পঞ্চমে অচ্যুত বোলই॥

—৪২ অধ্যায়

পঞ্চসখা

অচ্যুতানন্দ পঞ্চসখার সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার কথা লিখিয়াছেন; যথা—

বৈষ্ণবমণ্ডলী খোলকরতাল বজাই বোলন্তি হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডলুধারী॥
অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত॥

—শূন্যসংহিতা, ১ম অধ্যায়

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন; যথা—

শ্রীসনাতন গোসাইঁকি চাহিঁ আজ্ঞা দেলে শচীসুত।
অচ্যুতানন্দঙ্কু তুম্ভে উপদেশ কর হে যাই ত্বরিত॥
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাই সঙ্গে সুখে ঘেনি গলে।
দক্ষিণ পারুণ বটমূলে বসি কর্ণ উপদেশ দেলে॥

—শূন্যসংহিতা, গ্রন্থারম্ভ

এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে কোন বিবরণ লেখেন নাই। কিন্তু অচ্যুতের নিজের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

১ ঐ পুথি কটকের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তির নিকট আছে।

ঈশ্বরদাসের "চৈতন্যভাগবতের" অপ্রকাশিত পুথিতে পাওয়া যায় যে জগন্নাথ দেব (বিগ্রহ) অচ্যুতকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে তিনি যেন শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ; যথা—

বোলন্তি প্রভু ভগবান	বৌদ্ধরূপমো চৈতন্য
তাঙ্ক চরণ সেবা কর	ভক্তিক পথঙ্ক আবোর
এহি স্বরূপ শ্রীচৈতন্য	এ পরমহংস দীক্ষা ঘেন
চৈতন্য গুরু অঙ্গ হই	নাম প্রকাশ করিবই
শোন অচ্যুত মো বচন	চৈতন্য ঠারু দীক্ষা ঘেন ॥

—শূন্যসংহিতা, ৬ অধ্যায়

অচ্যুতের শূন্যসংহিতা ও ঈশ্বরদাসের "চৈতন্যভাগবত" মিলাইয়া পড়িলে মনে হয় যে অচ্যুত প্রথমে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা লইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লইতে বলেন।

অচ্যুতানন্দের পিতার নাম দীনবন্ধু খুঁটিয়া, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহারা জাতিতে গোয়ালা। অচ্যুত কটক জেলার অন্তর্গত ত্রিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোপাল মঠ ইঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার গোয়ালা জাতির অধিকাংশই এই মঠের শিষ্য।

ঈশ্বরদাসের মতে বলরামদাস চন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সোমনাথ মহাপাত্র রাজার একজন পাত্র বা অমাত্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যাজপুর হইতে কটকে আসিবার পথে তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। বলরামদাস শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যথা—

রামতারক পরমব্রহ্ম	কহিলে কর্ণে শ্রীচৈতন্য।
শুনিণ বলরামদাস	মনরে হোইল হরষ ॥

—ঈশ্বরদাস, চৈ. ভা., ৪৬ ও ৫৯ অধ্যায়

বলরামদাস জগমোহন রামায়ণ লিখিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। দিবাকরদাস লিখিয়াছেন যে বলরাম অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের নিকট থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতেন (জগন্নাথচরিতামৃত, ২য় অধ্যায়)।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে জগন্নাথদাসের ভাগবত-পাঠ শুনিয়া

শ্রীচৈতন্য এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার সহিত আড়াই দিন আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিলেন। প্রভু জগন্নাথদাসকে মন্ত্র দিবার জন্য বলরামদাসকে অনুরোধ করেন। তখন জগন্নাথের বয়স চব্বিশ বৎসর। সুতরাং জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমবয়সী। জগন্নাথ প্রাতঃকালে প্রভুর মুখ ধোয়াইয়া দিতেন ও সেবা করিতেন (তৃতীয় অধ্যায়)। জগন্নাথদাসের ভাগবত উড়িষ্যার সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হয়। ইনি পুরীতে স্বামিমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাব-সম্বন্ধে তারিণীচরণ রথ "উৎকল সাহিত্যের ইতিহাসে" লিখিয়াছেন—"সেই ধর্ম্মর স্থাপয়িতা ভক্ত কবি জগন্নাথদাস ও মহাত্মা শ্রীচৈতন্য অটন্তি। এ উভয় মিলি উৎকলবাসীঙ্ক হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম রসর সঞ্চার করি যাই থিলেব।"

ঈশ্বরদাস বলেন যে অনন্ত মহান্তি (দাস) কোণারকে সূর্য্য দেবের নিকট স্বপ্নাদেশ পান যে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা লইতে হইবে। কোণারকেই তিনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করেন ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীচৈতন্য অনন্তকে দীক্ষা দিবার জন্য নিত্যানন্দকে অনুরোধ করেন; যথা—

চৈতন্য প্রভু আজ্ঞা দেই   শুন নিত্যানন্দ গো ভাই।
অনন্ত উপদেশ কর   হরিনাম দীক্ষা সার ॥—৪৬ অধ্যায়

যশোবন্ত জগন্নাথ-বিগ্রহের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন (৪৬ অধ্যায়)।

পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন, এ কথা সত্য। ইঁহাদের সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এই পাঁচজন মহাপুরুষ ও তাঁহাদের শিষ্যেরা এ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এরূপ সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। ইঁহারা পূর্ব্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন; শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পরও ব্রজের প্রেমধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। অচ্যুত তাঁহার মতবাদ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

কহিলি মুঁ শূন্যমন্ত্র যন্ত্র করন্যাস।
তপি মানে জয় জয় ফলে যে প্রকাশ॥

দেখিলে যে শূন্যব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই।
ঘটে ঘটে বিজে এহি শূন্য কায়া গেহী॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যেতে।
শূন্য কায়া শূন্য মন্ত্র বিজে ঘটে ঘটে॥
শূন্য কায়াকু যে নিরাকার যন্ত্র সার।
ভলা দয়াকলে দীর্ঘ জনঙ্ক সাদর॥

—শূন্যসংহিতা, ১০ অধ্যায়

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি পুরীর মুক্তিমণ্ডপ গ্রন্থাগারে "কৃষ্ণ-প্রেমরসচন্দ্রতত্ত্ব-ভক্ত-লহরী" বা "শ্রীচৈতন্য-সার্ব্বভৌম-সংবাদ" নামক একখানি তন্ত্র-জাতীয় গ্রন্থের পুথি পাই। পুথিখানি একমুঠা হস্তপরিমিত তালপাতায় লেখা; প্রতি পৃষ্ঠায় চার পংক্তি করিয়া লেখা আছে। ৮৫খানি পাতায় ও ১২টি প্রকরণে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ইহা উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; কিন্তু ইহার প্রতি শ্লোকে অসংখ্য ভুল। পুথিখানি কলিকাতায় লইয়া আমি ডা. দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলেন যে পুথির লেখা অন্ততঃ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন। ইহা কোন বৌদ্ধ-গন্ধী শ্রীচৈতন্য-ভক্তের রচনা বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রথম কয়েকটি শ্লোকেই শূন্যবাদের কথা আছে।[১]

সার্ব্বভৌম উবাচ—

ব্রহ্মাস্য কিমরূপস্য ব্রহ্মো বা পরমোপর।
ব্রহ্মরূপ ন জানামিঃ কথয়স্বি মহাপ্রভো॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উবাচ—

ব্রহ্মস্য সর্ব্বদেবস্য কিট ব্রহ্ম-সমানাচঃ।
তথাত্রিভেদরূপস্য স্মনুতত্ত্ব সার্ব্বভৌমঃ॥
শূন্যব্রহ্ম যথা রবিঃ তদ্বৎ শ্রীতত্প্রভু।
আত্মাদেহ সমানসঃ যুতহ্রাসং ভোবেদুরস্যাপি॥

১ এই পুথির শ্লোক উদ্ধার করিতে যাইয়া ভাষা-সংশোধনের কোন চেষ্টা করি নাই।

ঐ গ্রন্থের অষ্টম প্রকরণে সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

চৈতন্য সর্ব্বমন্ত্রস্থ চৈতন্য সর্ব্বমঙ্গলং।
চৈতন্য সর্ব্বসুখদং চৈতন্য সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥

এই পুথিখানির পাঠোদ্ধার করিতে পারিলে উৎকলে প্রচারিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে।

পঞ্চসখা প্রভৃতির মতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদিগকে অবৈষ্ণব বলা যায় না। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন (শূন্যসংহিতা, ১০ম ও ১১শ অধ্যায় ও নিরাকারদাসের ঝুমরসংহিতা, ২২শ অধ্যায়)।

ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত

কটকে ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতের দুইখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি কটক কলেজের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়ের অনুগ্রহে "প্রাচী-সমিতি"র পুথিশালায় রক্ষিত পুথিখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ঈশ্বরদাসের পুথিতে (৬৫ অধ্যায়) দুইটি গুরুপ্রণালী দেওয়া আছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনটিই ঈশ্বরদাসের নিজের গুরুপ্রণালী কি না জানা যায় না। উহার একটিতে আছে—শ্রীচৈতন্য—বক্রেশ্বর—গোপাল-গুরু—ধ্যানদাস—রথীদাস—শ্যামকিশোর—অনন্ত। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত গোপালগুরু হইতে পঞ্চম অধস্তন শিষ্য হইতেছেন অনন্ত। দ্বিতীয়টিতে আছে—মত্ত বলরাম—জগন্নাথদাস—বিপ্র বনমালী—কেলিকৃষ্ণদাস—পুরুষোত্তমদাস—কৃষ্ণবল্লভ—কাহ্নুদাস। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত জগন্নাথদাস হইতে ষষ্ঠ অধস্তন শিষ্য কাহ্নুদাস। প্রত্যেক গুরুর সময় ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে ও ঈশ্বরদাসকে কাহ্নুদাসের শিষ্য ধরিলে তাঁহার চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ১৫০।১৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয়, মনে করা যাইতে পারে। শ্রীমান্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে ঈশ্বরদাস ষোড়শ শতকের শেষ দিকের লোক (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৬)

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-সম্বন্ধে ঈশ্বরদাস যেরূপ অদ্ভুত

অদ্ভুত কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তিনি ষোড়শ শতক অপেক্ষা সপ্তদশ শতকের শেষের দিকের লোক বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

চৈতন্যভাগবতের শেষে ঈশ্বরদাস নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন—

মাটী বংশে হেলি জাত দয়ালু প্রভু জগন্নাথ
স্বরুপা মতে যহুঁ কলে এযে শাস্ত্র লেখনি বোইলে
শ্রীগুরুরূপেণ ভাবগ্রাহী কহন্তি ত্রৈলোক্য গোসাঈ
তেন্থটী ভরসা মোরে সুজনে দোষ মোর না ধর
তুম্ভচরণ রেণু মতে দয়া করিব হৃদ গতে
মাগই দাস ঈশ্বর উদ্ধরি ধর নিরাকার
মো ছার মোর দুর্ম্মতি মো ভক্তি রথ গিরিপতি ॥

"মাটী বংশে জাত" মানে পণ্ডিতবংশে বা গণককুলে জাত।

ঈশ্বরদাস বলেন যে গ্রন্থ-রচনার পর তিনি যখন পুরীতে যান তখন তথায় শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে লীন হওয়ার কথা আলোচিত হইতেছিল।

শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন দেখন্তি সর্ব্ব বিদুজ্জন
যে শাস্ত্র মুক্ত মণ্ডপেণ শুনন্তি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ
যেমন্ত সময়রে মুহিঁ শ্রীপুরুষোত্তম গলই
বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী আপে সরস্বতী প্রকাশি
তাঙ্ক ছামুরে পুন গ্রন্থ প্রকাশ কলে বৈষ্ণবন্ত

তীর্থ যে কহন্তি মধুর বোলন্তি শুন হে ঈশ্বর
পূর্ব্বে যে শাস্ত্র শুনন নাহিঁ য়েবে য়ে শাস্ত্র শুনিলই
ভক্তি যোগর যেহুঁ কথা চৈতন্যমঙ্গল বারতা
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন কাহুঁ লেখিল এ বচন।

ঈশ্বরদাস শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বত্র বুদ্ধ অবতাররূপে বন্দনা করিয়াছেন। আবার জগন্নাথই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন সে কথাও বলিয়াছেন; যথা—

ভক্তবৎসল জগন্নাথ অব্যয় অনাদি অচ্যুত
মর্ত্ত্যে মনুষ্য দেহ ধরি অনাদি নাথ অবতরি
নদীয়া নগ্রে অবতার পশুজন্মরু কলে পার ॥—১ম অধ্যায়

ঈশ্বরদাস শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণ-সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধে যে কিরূপ অদ্ভুত মত উড়িষ্যার এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থখানি হইতে পাওয়া যায়। নিম্নে ঈশ্বরদাস-বর্ণিত যে ঘটনাগুলির কথা লিখিতেছি তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপূরের এবং নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার একেবারেই মিল নাই।

১। ঈশ্বরদাসের মতে জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যম ভ্রাতার নাম নীলকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম আদিকন্দ। তাঁহার ভগিনীর নাম চন্দ্রকান্তি (দ্বিতীয় অধ্যায়)। চৈতন্যচরিতামৃতে জগন্নাথ মিশ্রের ছয় ভাইয়ের নাম কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ (১।১৩।৫৪-৫৬)। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার ভগিনীর নাম পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ চন্দ্রকলা ও চন্দ্রমুখী নামে দুইজন নারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

২। মুরারি গুপ্ত বলেন শচীর পিতার নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী; ঈশ্বরদাসের মতে গৌতম বিপ্র (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

৩। মুরারি বলেন যে শচীদেবীর আটটি কন্যা মৃত হওয়ার পর বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে বিশ্বম্ভর জন্মেন। ঈশ্বরদাসের মতে শচীর পাঁচ পুত্র মৃত হওয়ার পর শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

৪। ঈশ্বরদাস বলেন যে পুরন্দর মিশ্রের ভগিনী চন্দ্রকান্তির সহিত হারু মিশ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন (১৭ অ.); অর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দ মামাতো-পিসতুতো ভাই। কিন্তু হাড়াই ওঝা ছিলেন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, আর জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদান-প্রদান চলিত না।

৫। ঈশ্বরদাসের মতে নিত্যানন্দের শ্বশুরের নাম অনন্ত চক্রবর্ত্তী ও শাশুড়ীর নাম জম্বুবতী (৫৫ অ.)। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় যে বসুধা ও জাহ্নবী সূর্য্যদাস সারখেলের কন্যা।

তত্ত্বনির্ণয়-বিষয়ে ঈশ্বরদাসের মতের সহিত স্বরূপ দামোদর তথা কবিকর্ণপূরের মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। অদ্বৈত শিবের অবতার বলিয়া গৌড়ীয়

সাহিত্যে নিরূপিত হইয়াছেন। ঈশ্বরদাস তাঁহাকে রাধার অবতার বলিয়াছেন ; যথা—গোলোকে কৃষ্ণ রাধিকাকে বলিতেছেন—

এমন্তে কহিণ গোঁসাই	নিত্যকে বলে ভাবগ্রাহী
রাধিকা দেখি হস হস	অধর চুম্বে পীতবাস
বৈলে শুন প্রিয়বতী	জন্ম হৈবো আন্তে ক্ষিতি
তুম্ভ হৈবে অবতার	অদ্বৈতরূপে মনুষ্যর
আম্বুয়া নগ্রে গোপ্যথিব	মো জন্ম শুনিলে আথিব ॥

—দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্যামানন্দ অম্বিকা-কালনার হৃদয়-চৈতন্যের শিষ্য বলিয়া উড়িয়া বৈষ্ণবদের নিকট অম্বিকা নামটি সুপরিচিত হইয়াছিল। তাই অদ্বৈতকেও অম্বিকার অধিবাসী বলা হইয়াছে।

৬। ঈশ্বরদাসের মতে শ্রীচৈতন্য পুরীতে পৌছিয়া নিম্নলিখিত ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়াছিলেন :

চৈতন্য নিত্যানন্দ ঘেনি	আদিত্য হরিদাস ঘেনি
উদ দত্ত যে শ্রীনিবাস	অভিরাম শঙ্কর ঘোষ
সুন্দরানন্দ রামেশ্বর	পুরুষোত্তম বিশ্বেশ্বর
গৌরাঙ্গদাস যে পণ্ডিত	মুরারিদাস যে অচ্যুত
বক্রেশ্বর যে বৃন্দাবন	বাসুদাস বংশীবদন
গদিদাস রাঘো পণ্ডিত	সার্ব্বভৌম যে সঙ্গত
বলরামদাস গোপাল	রামানন্দ যে সঙ্গমেল
রূপসনাতন যে দুই	সঙ্গেতে জগাই মাধাই
গহনে দীন কৃষ্ণদাস	নাগর পুরুষোত্তম পাশ
সঙ্গতে সীতা ঠাকুরাণী	জঙ্গলি নন্দিনী এ বেণী
আদিত্য পত্নীর গহন	তিন শ স্ত্রী বৃন্দগণ
উদ্দণ্ড নানক সেবক	এ আদি গহনর লোক
সঙ্গতে বলরামদাস	যশোবন্ত অচ্যুতদাস
অনন্তদাস সঙ্গতর	চারি শাখাঙ্ক ধরি কর

এমন্তে চৈতন্য গোঁসাই ক্ষেত্র ডাহান বর্ত্ত হই
ঐ লে প্রদক্ষিণ করে সিংহ মুরলী নাদক্রে॥

—৪৭ অধ্যায়

উল্লিখিত ভক্তগণের মধ্যে আদিত্য=অদ্বৈত; উদ দত্ত=উদ্ধারণ দত্ত; বাসুদাস=বাসুঘোষ; গদিদাস=গদাধরদাস; রামানন্দ=রামানন্দ বসু।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপের ও শ্রীজীবের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং রূপসনাতন-সম্বন্ধে তাঁহার কথা ঈশ্বরদাসের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক। কবিরাজ গোস্বামীর মতে রূপসনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে। ঈশ্বরদাস-কর্তৃক উল্লিখিত রামেশ্বর, দীন কৃষ্ণদাস ও নানকের সেবক উদ্যন্তের নাম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নানকের একজন সেবক শ্রীচৈতন্যের অনুগত হইয়াছিলেন, এ সংবাদ একেবারে নূতন।

এইরূপ আরও কয়েকটি নূতন সংবাদ ঈশ্বরদাস দিয়াছেন।

(ক) ঈশ্বরদাসের মতে নানক শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন; যথা—

শ্রীনিবাস যে বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন মধ্যে বিহার
নানক সারঙ্গ এ দুই রূপ সনাতন দুই ভাই
জগাই মাধাই একত্র কীর্ত্তন করন্তি এ নৃত্য॥

—৬১ অধ্যায়

অন্যত্র—

নাগর পুরুষোত্তম দাস জঙ্গলী নন্দিনী তা পাশ
নানক সহিতে গহন গোপাল গুরু সঙ্গ তেন
সঙ্গেত মত্ত বলরাম বিহার নীলগিরি ধাম॥

—৬৪ অধ্যায়

নানকের জীবনকাল ১৪৬৯ হইতে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। নানকের সহিত শ্রীচৈতন্যের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু সে সম্বন্ধে শিখদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরদাসের বর্ণনা কত দূর সত্য বলা কঠিন।

(খ) শ্রীচৈতন্যের সাতখানি জীবনীতে ও বৈষ্ণব-বন্দনাতে কেশব ভারতীর গুরুর নাম পাওয়া যায় না। ঈশ্বরদাসের মতে—

নারদ শিষ্য মাধবানন্দ সন্ন্যাসী পথে উচে চন্দ্র
তা শিষ্য বাসব ভারতী হরিশরণ দীক্ষা পেয়তি
পুরুষোত্তম তাঙ্কশিষ্য ভারতী নামব বিশ্বাস
শ্রীমন্ত আচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিচক্ষণ
সন্ন্যাস দীক্ষা সে খেমন্তি কেশব নাম সে বহন্তি
নাম তা কেশব ভারতী নন্দনবনে তাঙ্ক স্থিতি
নবদ্বীপরে শ্রীচৈতন্য আপে প্রত্যক্ষ ভগবান॥

—৬৫ অধ্যায়

অসমীয়া ভাষায় লিখিত কৃষ্ণ ভারতীর সন্তনির্ণয় গ্রন্থে কেশব ভারতীর গুরুপ্রণালী নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

শঙ্করাচার্য্য— সদানন্দাচার্য্য— শ্রীশুক্রাচার্য্য— পরমাত্মাচার্য্য— চতুর্ভুজ-ভারতী— (অতঃপর সকলের ভারতী উপাধি) লক্ষ্মণ—কমলোচন—বিজ্ঞ—রসিক—উদ্ধান—শিবানন্দ—বিশ্ব—ভারতানন্দ—চকোরানন্দ—কাঞ্চনানন্দ—বালারাম— সুত্রানন্দ— লোকানন্দ— সবানন্দ— কেশবানন্দ— শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

দুইটি গুরুপ্রণালীর মধ্যে মিল নাই। আমার মনে হয় উভয় প্রণালীই কাল্পনিক।

(গ) বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন পুরীতে প্রথম বার গমন করেন, তখন প্রতাপরুদ্র উৎকলে ছিলেন না ; যথা—

যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়া নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলেন সেইবারে॥—চৈ. ভা., ৩।৩।৪১২

কিন্তু ঈশ্বরদাসের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় যে সেই সময় প্রতাপরুদ্র কটকে ছিলেন ও শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসেন ; যথা—

এমন্তে সময়ে রাজন প্রতাপরুদ্র দেবরাণ
কটকে বিজে করি থিলে চৈতন্য বিজয় শুনিলে

সৈন্য সাজিলে নৃপরাণ প্রবেশে নীলাদ্রি ভুবন

প্রবেশ আসি সিংহদ্বার দর্শন চৈতন্যঠাকুর
সন্ন্যাসবেশ বনমালী দেখি চরণে রঙখালি
চৈতন্য আগে ভগবান রাজাকু কোড় সম্ভাষণ
নম্রতা হই নৃপসাঁই চৈতন্য ছামুরে জনাই ॥
—৪৭ অধ্যায়

ঈশ্বরদাসের মতে প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেবের আজ্ঞা পাইয়া সস্ত্রীক শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শুনিল চৈতন্য গোঁসাই নৃপতি কর্ণে দীক্ষা কহি
কর্ণেন মহামন্ত্র দেলে সমস্ত হরষ হইলে ॥—৪৯ অধ্যায়

ঈশ্বরদাসের বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু উড়িয়া ভক্তের লেখা শ্রীচৈতন্যের জীবনীর বড়ই অভাব। সেই হিসাবে এখানি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

দিবাকরদাসের "জগন্নাথচরিতামৃত"

"জগন্নাথচরিতামৃতের" প্রথম সাত অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় বলেন যে দিবাকর জগন্নাথদাসের শিষ্য (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪১)। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দিবাকর নিম্নলিখিতভাবে নিজের গুরুপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন :

শ্রীচৈতন্য—গৌরীদাস—হৃদয়ানন্দ—বলরাম—জগন্নাথ—বনমালী—কেলিকৃষ্ণ—নবীনকিশোর—দিবাকর। ঈশ্বরদাস-প্রদত্ত গুরুপ্রণালীতে জগন্নাথদাস—বিপ্রবনমালী ও কেলিকৃষ্ণদাসের নাম আছে। দিবাকর কেলিকৃষ্ণের শিষ্যের শিষ্য; আর ঈশ্বরদাসের গুরু (?) কাহ্নুদাস কেলিকৃষ্ণের শিষ্য পুরুষোত্তমদাসের শিষ্যের শিষ্য। এ হিসাবে দিবাকর ঈশ্বরদাস অপেক্ষা দুই পুরুষ পূর্ব্বের লোক। দিবাকর শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক জগন্নাথদাস হইতে চার পুরুষ দূরে। সুতরাং তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দিবাকর বলেন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাসের সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথায় নিজের উত্তরীয় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ; যথা—

আপন শ্রীঅঙ্গ পাছোড়ি শ্রীকর খেলি আহ্ন কাড়ি
দাসঙ্ক শিরে বান্ধি দেখে "অতি বড়" বোলি বোইলে
অতি বড় কথা কহিল তেন্থু "অতি বড়" হোইল ॥

—তৃতীয় অধ্যায়

"জগন্নাথচরিতামৃতের" চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমকে জগন্নাথ-প্রসাদের মাহাত্ম্য বলিতেছেন ও মন্ত্র উপদেশ দিতেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে শ্রীচৈতন্য দিনে চারবার করিয়া জগন্নাথ-দর্শন করিতেন ও দ্বাদশবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন।

জগন্নাথদাসের সম্প্রদায়কে "অতিবড়ী" সম্প্রদায় বলে। "অতিবড়" শব্দটি তাঁহার ভক্তেরা অত্যন্ত মহৎ অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু পুরীর উড়িয়া মঠের মহান্ত আমাকে বলেন যে জগন্নাথদাস স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিয়া প্রতাপরুদ্রের অসূর্য্যম্পশ্যা রাণীদিগকে দীক্ষা দেন ; এই কপটবেশ গ্রহণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ঝাঁঝাপিঠা মঠের মহান্ত বলেন প্রতাপরুদ্রের অন্তঃপুরে জগন্নাথদাস স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। রাজার লোকেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা করিতে আসিলে তিনি স্ত্রীরূপ প্রকট করেন। বৈষ্ণবগণের নারীভাবে ভজন গুহ্য কথা। জগন্নাথদাস সেই নারীভাবের রহস্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে "অতিবড়" আখ্যা দিয়া ত্যাগ করেন।

দিবাকরদাস বলেন যে গৌড়ীয় ভক্তগণ জগন্নাথদাসের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ পুরী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। গৌড়ীয় ভক্তদের ঐকান্তিক সেবা সত্ত্বেও প্রভু তাঁহাদিগকে "অতিবড়" বলিলেন না, কিন্তু জগন্নাথদাসকে ঐ প্রকার আখ্যা দিলেন, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে উড়িয়াদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন পুরী ত্যাগ করিলেন। দিবাকরের মতে গৌড়ীয় ভক্তেরা বলিতেছেন—

পুরুষোত্তম যেবে থিবা এহি ভাষা সিনা শুনিবা ॥
ওড়িয়া সঙ্গ ছড়াইবা গউড়দেশে চালি যিবা ॥

বোইলে চৈতন্যকু চাহিঁ "যতি এক রাজ্যে ন রহি ॥
গয়া গঙ্গাসাগর স্নান করহে তীর্থ পর্য্যটন ॥"
এ বাক্য শুনি শ্রীচৈতন্য সেরূপে কহিলে বচন ॥
"মোহর মন বুদ্ধি ভাবে শরণ জগন্নাথ ঠাবে ॥
জীয়ই অবা মরই জগন্নাথ্ঁ মো অন্য নাহিঁ ॥"

গৌড়ীয়া ভক্তদের সহিত উড়িয়া ভক্তদের যে বিরোধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দিবাকর দাস জগন্নাথদাসের মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য যে উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কেন-না শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ কখনই এরূপ নীচ ছিলেন না যে একজনের প্রাধান্য দেখিয়া তাঁহারা ঈর্ষ্যান্বিত হইবেন।

যাহা হউক, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে-সব ভক্ত ব্রজের ভজন-প্রণালী গ্রহণ করেন নাই সেই-সব উড়িয়া ভক্তের কথা লিখিত হয় নাই। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির ফলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের বিবরণ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

গৌরকৃষ্ণোদয় কাব্যম্

৪২৭ চৈতন্যাব্দে বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয় শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় জানাইয়াছেন যে গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয় নয়াগড় রাজ্য হইতে ঐ গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। আমি পুরীর উড়িয়া মঠে উহার আর একখানি পুথি পাই। উভয় পুথিতে প্রদত্ত পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে গ্রন্থখানি ১৬৮০ শকে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিতে রচিত হয়। লেখকের নাম গোবিন্দ দেব। সম্ভবতঃ তিনি উৎকল দেশীয় ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবারভুক্ত।

"গৌরকৃষ্ণোদয়" কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বন করিয়া লিখিত। চরিতামৃতে যে ঘটনা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, গোবিন্দ দেবও দুই-এক স্থান ছাড়া সর্ব্বত্র সেই ঘটনা সেই ভাবে লিখিয়াছেন। তবে চরিতামৃতের বিচারাংশ তিনি বাদ দিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি ইঙ্গিতে চরিতামৃতের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন; যথা—

শ্রীগৌরচন্দ্রচরিতামৃতসারসিন্ধোঃ
সংদুহ্য কিঞ্চিদিহ মে হৃদি বিন্দুমাত্রম্।
যদ্‌বর্ণিতং লঘুতয়া সহসাহসন্তঃ
সন্তোহি সন্তু শরণং ত্বিতরেণ তত্র ॥—১৮।৬৩

বিশ্বম্ভর জন্মগ্রহণ করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেন নাই; পরে অদ্বৈত আচার্য্য আসিয়া শচীদেবীকে দীক্ষা দিলে তিনি স্তন্য পান করিলেন এরূপ কোন কথা চরিতামৃতে নাই। কিন্তু গোবিন্দ দেব এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি অষ্টম সর্গে লিখিয়াছেন যে গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের নিকট বলিতেছেন যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ বায়ুপুরাণে আছে (৮।২৩)। বাঁকীপুর পাটনা হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী গাইঘাট নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে রক্ষিত বহুসংখ্যক পুথির মধ্যে একখানির নাম "বায়ুপুরাণোক্তম্ শ্রীচৈতন্যাবতারনিরূপণম্ সটীকম্।" ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কোন কোন বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া পুরাণের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য পুরীতে বিশ বৎসরকাল থাকিয়া অসংখ্য ব্যক্তিকে কৃপা করিয়াছিলেন। অথচ গোবিন্দ দেব উড়িয়া হইয়াও শ্রীচৈতন্যের উড়িয়া ভক্তদের সম্বন্ধে চরিতামৃতে প্রদত্ত বিবরণ ছাড়া অন্য কিছুই বলিলেন না, ইহা বিস্ময়জনক ব্যাপার।

উড়িয়া ভক্তের লেখা শ্রীচৈতন্যের জীবনী-বিষয়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম ও সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। (১) কানাই খুঁটিয়ার "মহাপ্রকাশ"। কানাই খুঁটিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; তাঁহার লেখা বই ঐতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান্। কিন্তু গ্রন্থখানি কোন আমেরিকান্ ভ্রমণকারী কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন শুনিলাম। সুরঙ্গীর রাজার গ্রন্থাগারে উড়িয়া ভাষায় লেখা (২) চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, (৩) চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী, (৪) চৈতন্যভাগবত, (৫) চৈতন্য-সম্প্রদায়, (৬) চৈতন্যপূজামন্ত্র, (৭) ভক্তিচন্দ্রোদয়, (৮) স্বপ্নদাসকৃত বৈষ্ণব-সারোদ্ধার, (৯) গোবিন্দ ভট্টকৃত চৈতন্যবলী, (১০) চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কু ঝুলনছন্দ,

(১১) সরঙ্গী শ্রীরাধাকান্ত মহাপ্রভুঙ্ক মহিমাসাগর নামক গ্রন্থগুলির পুথি আছে। (১২) সদানন্দ "মোহনকল্পলতা"-নামক পুথির শেষে লিখিয়াছেন যে, তিনি "ব্রহ্মাণ্ডমঙ্গল"-নামক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় "ব্রহ্মাণ্ডমঙ্গলের" পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় আরও অনেক পুথি উড়িষ্যায় পাওয়া যাইতে পারে। এক জনের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অসমীয়াগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণের কথা

আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক। শঙ্কর-দেবের ধর্ম্মমতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও নবধা ভক্তির সাধন দেখা যায়। শঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই কীর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র উপাস্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকে মধুর রসে উপাসনা করিয়াছেন, আর শঙ্করদেব দাস্যভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম ও শঙ্করদেব চার নাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন।

শঙ্করদেবের সহিত অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধ

অসমীয়া শঙ্করদেবের নাম স্পষ্টভাবে কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরে এক শঙ্করের কথা আছে ; যথা—

অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভাল মতে॥
অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
মনোরথ সিদ্ধি মুই কৈলু এ প্রকারে॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা।
তেহোঁ না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা॥
মহাবহির্ম্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ॥—দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ. ৮৪৫

এখানে শঙ্করকে জ্ঞাননিষ্ঠ বলা হইয়াছে। অসমীয়া শঙ্করদেবও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। তিনি "কীর্ত্তনঘোষা"র প্রথমেই লিখিয়াছেন—

প্রথমে প্রণমো ব্রহ্মরূপী সনাতন।
সর্ব্ব অবতারর কারণ নারায়ণ॥

শঙ্কর যে জ্ঞাননিষ্ঠ ধীর গম্ভীর ভক্ত ছিলেন তাহা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়ও তাঁহার "শঙ্করদেব" গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন (অষ্টাদশ অধ্যায়)। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অদ্বৈতশাখা-নির্ণয়ে শঙ্করদেবের নাম নাই। তাহার দ্বারা বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না ; কেন-না শঙ্কর যদি অদ্বৈত-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করিবেন না।

কাল-বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অদ্বৈত ও শঙ্কর উভয়ে সমসাময়িক এবং দুই জনই আসামের লোক। শঙ্করদেবের তিরোভাবের তারিখ দৈত্যারি ঠাকুরের মতে ১৪৯০ শক। রামচরণ ঠাকুর বলেন—

ভাদ্র মাহত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ভৈলা।
সেহি দিনা গুরু নব নাটক এড়িলা॥

—শঙ্করচরিত, ৭ম খণ্ড, ৩৮৩৪ পয়ার

তাহা হইলে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেবের তিরোধান হইয়াছিল জানা গেল। গেট্ সাহেব প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আসামের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

"He is said to have been born in 1449 and to have died in 1569. The latter date is probably correct, so the former must be about thirty or forty years too early."

"আসাম বান্ধব" পত্রিকাতে (১৩১৮ বৈশাখ, কাব্যবিনোদ) ও "শঙ্করদেব" গ্রন্থে বেজবরুয়া কেন যে ১৪৯০ শক ভাদ্র মাসকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ না বলিয়া ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন তাহা বুঝা গেল না।

শঙ্করের আবির্ভাবের তারিখ লইয়া তিনটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয় বরদোবায় প্রাপ্ত গদ্যে-লেখা "গুরুচরিত্রে" ১৩৭১ শক, ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্করের জন্ম-তারিখ বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছেন।[১] "আসাম বান্ধব" পত্রিকার পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় রামচরণ ঠাকুরের "শঙ্করচরিত" হইতে শঙ্করের জীবনকাল-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্য ধৃত হইয়াছে—"তের বরষ মন্দ

১ বেজবরুয়া গুরুচরিত্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই পুথিখন শঙ্কর দেবর আদিস্থান বরদোবা সত্রত অতি যত্নেরে রক্ষিত ; তাত লিখা আন কোনো কোনো বিষয়ত সন্দেহ করিলেও জন্ম তারিখটোত ন করাই উচিত ; কারণ বরদোবাই তেঁওর জন্মস্থান" (প. ১৮৪ "শঙ্করদেব")। কিন্তু তিনি নিজেই ঐ পুথিতে উল্লিখিত অন্যান্য সময়-নির্ণয় মানিয়া লয়েন নাই (ঐ, প. ২১৬-১৭)।

আয়ু ভৈলা ছয় কুরি।" ইহার অর্থ করা হইয়াছে এই ১২০—১৩=১০৭ বৎসর। অর্থাৎ ১৫৬৮ খ্রী. অ. মৃত্যুর তারিখ। ১০৭ বৎসর জীবন-কাল; সুতরাং ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। উদ্ধৃত বাক্যটি কিন্তু হলিরাম মহন্ত-কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যায়—

ডের বছরর মন্দ আরু ছুই কুরি।
তেবে চলি গৈলা গুরু নরদেহা এরি॥
—রামচরণ ঠাকুর-কৃত শঙ্করচরিত, ৩৮৩৫ পয়ার

যদি 'ত' স্থানে 'ড' পাঠই ঠিক হয়, তাহা হইলে শঙ্করের জন্ম ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দেই হয়।

অনিরুদ্ধ 'শঙ্করচরিত' পুথিতে লিখিয়াছেন যে শঙ্কর "বান বায়ু নয়ন চন্দ্রমা শক চারি", অর্থাৎ ১৩৮৫ শকে, ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন ও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। বেজবরুয়া মহাশয় বলেন যে যে হেতু অনিরুদ্ধের বই ১৬৭৪ শক, ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সেই হেতু ইহার প্রামাণিকতা রামচরণের গ্রন্থ অপেক্ষা কম। আমার মনে হয় যে "গুরুচরিত্র" পুথির অনেক কথাই যখন প্রামাণিক নহে এবং রামচরণের গ্রন্থে যখন স্পষ্টতঃ জন্ম-শকের উল্লেখ নাই ও তাহার পাঠ লইয়া মতভেদ আছে, তখন অনিরুদ্ধের দেওয়া ১৩৮৫ শক বা ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্করের জন্ম-সময় ধরাই অধিকতর সঙ্গত। ১০৫ বৎসর জীবন যতটা যুক্তিযুক্ত ১১৯ বৎসর জীবন ততটা নহে। বিশেষতঃ পরে দেখা যাইবে যে আসামে প্রচলিত প্রবাদ-অনুসারে শঙ্করদেব যখন দ্বিতীয় বার তীর্থভ্রমণ-উপলক্ষে পুরীতে ছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয় (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)। শঙ্করের জন্ম যদি ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হয়। ঐ বয়সে যে তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অনিরুদ্ধের কথা মানিয়া লইলে তখন তাঁহার বয়স হয় ৭০ বৎসর।

অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বিশ্বম্ভরের বয়স যখন তেইশ বৎসর তখন তিনি অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ-প্রচারের জন্য দণ্ড দিতে শান্তিপুরে গমন করেন। বৃন্দাবনদাসের মতে সেই সময়ে অদ্বৈতপত্নী সীতা বলিয়াছেন—

বুঢ়া বিপ্র বুঢ়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥—চৈ. ভা., ২।১৯।২৯৭

শঙ্কর যদি ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেন ও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বৎসরের বড় হয়েন, তাহা হইলে উক্ত ঘটনার সময় শঙ্করের বয়স ৪৬ বৎসর হয়। তখন অদ্বৈতের বয়স ৪৬ অপেক্ষা বেশী ছিল, তাহা না হইলে সীতাদেবী অদ্বৈতকে বুঢ়া বিপ্র বলিতেন না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে অদ্বৈত শঙ্কর অপেক্ষা বয়সে বড়। বেজবরুয়া মহাশয় অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে শঙ্কর ৩২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন নাই। শঙ্কর প্রথমবারে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। তাহা হইলে, শঙ্করের জন্ম ১৪৬৩ খ্রী. অ.+৩২ বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণ আরম্ভ+১২ বৎসর ভ্রমণ= ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে অদ্বৈতের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ আরম্ভ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

উমেশচন্দ্র দে মহাশয় লিখিয়াছেন যে কন্যার বিবাহ ও পত্নীর মৃত্যুর পর শঙ্কর ৪৪ বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন এবং বার বৎসর ভ্রমণান্তে অদ্বৈতের নিকট উপস্থিত হয়েন। তিনি অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পাঠ করেন। দে মহাশয়ের মতে ১৪৩০ শকে বা ১৫০৮।৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করের সহিত অদ্বৈতের মিলন হয়।

এই-সব যুক্তি-বলে আমি আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে অদ্বৈতের নিকট শঙ্করের জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তির উপদেশ পাওয়ার কাহিনী ভিত্তিহীন না হওয়াই সম্ভব। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার পর শঙ্করকে মাধুর্য্য-রসে আনয়নের চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাহাতে সফল হয়েন নাই। সেইজন্য অদ্বৈত-শাখায় শঙ্করের নাম পাওয়া যায় না। বেজবরুয়া মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শঙ্করের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নাই, তাহার সহিত আমার সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই।

শ্রীচৈতন্যের কথা আছে এমন অসমীয়া গ্রন্থের কালনির্ণয়

যেমন বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যকে লইয়া তেমনি অসমীয়া ভাষায় শঙ্করদেবকে লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। শঙ্করের শিষ্যদের মধ্যে মাধব ও দামোদর প্রধান ছিলেন। কায়স্থ মাধবদেবের অনুগত দল মহাপুরুষীয়া ও ব্রাহ্মণ দামোদরের শিষ্যেরা বামুনীয়া বা দামোদরীয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। মহাপুরুষীয়াগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না। শঙ্কর ও মাধব-রচিত ধর্ম্মগ্রন্থে, কীর্ত্তনে ও ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই। কিন্তু

দামোদরীয়াগণ চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৮ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪)।

রামচরণ, দৈত্যারি ঠাকুর ও ভূষণ দ্বিজকবি মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায়ের অনুগত লেখক। রামচরণ ঠাকুর মাধব দেবের ভাগিনেয় (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭।৩, পৃ. ৭৬)। উমেশচন্দ্র দে বলেন শঙ্করের শিষ্য গয়াপানি বা রামদাস। রামদাসের পুত্র রামচরণ ও রামচরণের পুত্র দৈত্যারি ঠাকুর। হলিরাম মহান্ রামচরণের "শঙ্করচরিতের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে রামচরণ ঠাকুর "মাধব দেব পুরুসর ভাগিন আরু রামদাস আতৈর পুত্র। এওঁ শ্রীশ্রী৺শঙ্করদেবতকৈ প্রায় ৪০ বছর মানে সরু। এনে স্থলত প্রায় সম-সাময়িক বুলিলেও অত্যুক্তি করা ন হব।" দৈত্যারি ঠাকুর উক্ত রামচরণের পুত্র। তিনি মাধবের শিষ্য গোবিন্দ আতৈ ও পিতা রামচরণের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া শঙ্করচরিত লিখিয়াছেন।

ভূষণ দ্বিজকবি একখানি শঙ্করচরিত লিখিয়াছেন। তিনি নিজের পরিচয়ে বলিয়াছেন যে শঙ্করের শিষ্য চক্রপাণি।[১]

হেন চক্রপাণি মহামানী আছিলন্ত।
তাহান তনয় পাচে বৈকুণ্ঠ ভৈলন্ত॥
অদ্যাপিও লোকে যাক প্রশংসা করয়।
ভকতি ধর্ম্মতনিষ্ঠ বুদ্ধি অতিশয়॥
তান পুত্র মূরুখ ভূষণ শিশুমতি।
শঙ্কর-চরিত্র পদে সম্প্রতি বদতি॥

—পৃ. ১৮৩, দুর্গাধর বরকটকী-সম্পাদিত

দামোদরীয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দামোদরের শিষ্য রামরায় বা রামকান্ত দ্বিজ "গুরুলীলা" গ্রন্থে শঙ্কর-চৈতন্যের মিলনের কথা লিখিয়াছেন। "গুরুলীলা"র অন্ত্য খণ্ডের একখানি পুথি ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হইয়াছিল।

১ উমেশচন্দ্র দে লিখিয়াছেন যে তিনি দ্বিজভূষণ-কৃত শঙ্করচরিত গ্রন্থ ৯০ পৃষ্ঠায় পুথির আকারে মুদ্রিত দেখিয়াছেন। উহার পুথি তিনশত বৎসরের অধিক প্রাচীন এবং উহা দরঙ্গ জেলার হলেশ্বরের মৌজাদার মহীধর ভূঞার নিকট আছে। দে মহাশয় বলেন যে ভূষণের গ্রন্থ-রচনাকালে শঙ্করের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বিদ্যমান ছিলেন (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯ ; ৪)।

উহার চতুর্থ পত্রে চিত্র আছে। তাহাতে দেখা যায় যে চৈতন্য, শঙ্কর, দামোদর, মাধব, গোপাল, বলদেব, পরমানন্দ, বনমালী, এবং মিশ্রের ছবি লিখিতানুক্রমে আছে।…চৈতন্যদেব বামদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন; শঙ্কর প্রভৃতি অপরের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিবদ্ধ" (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮।১

কৃষ্ণ ভারতী নামে দামোদরের এক শিষ্য "সন্তনির্ণয়"-নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

ভট্টদেব নামে একব্যক্তি 'সৎসম্প্রদায় কথা' লিখিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ ভারতীর সংগ্রহ দেখিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আসামের পুরাতত্ত্ববিদ্ হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেন যে দামোদর-শিষ্য ভট্টদেব ১৫৬০ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তবে এই ভট্টদেবই "সৎসম্প্রদায় কথা"র লেখক কি না সন্দেহ। কৃষ্ণ ভারতীর "সন্তনির্ণয়"কে আমি কেন প্রামাণিক মনে করি না তাহা পরে বলিব।

কৃষ্ণ আচার্য্য "সন্তবংশাবলী" গ্রন্থে "নৃসিংহকৃত্য" নামে একখানি গ্রন্থ হইতে চৈতন্য-সম্বন্ধে কিছু কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নৃসিংহ কোন্ সময়ের লোক তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। "দীপিকাচান্দ" নামে একখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যের কথা আছে। হেমচন্দ্র গোস্বামীর মতে উহা ১৭৭১ শকে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হয়। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ বলেন যে ঐ গ্রন্থ আধুনিক (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯।১)।

শ্রীচৈতন্যের সহিত শঙ্করের মিলন

মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন বইয়েতেই আছে যে শঙ্কর যখন দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে যান, তখন পুরীতে তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয় নাই। রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণর কীর্ত্তন করি ভকতর সঙ্গে।
তীর্থ ক্ষেত্র করিয়া ফুরন্ত-মন রঙ্গে॥
চৈতন্য গোঁসাই গ্রামে স্থান করিলন্ত।
সেই পথে আসিয়া তাহাঙ্ক দেখিলন্ত॥

দুইকো দুই মুহূর্ত্তেক চাহি আছিলন্ত।
সম্ভাষণ নকরিয়া চলিয়া গৈলন্ত ॥—৩১৩৯-৪০ পয়ার

দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন—

প্রভাতে উঠিয়া নৃত্যে গমন করন্ত।
কৃষ্ণ-চৈতন্যর গৈয়া থানক পাইলন্ত ॥
পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক।
ন করিবা কেহোঁ নমস্কার চৈতন্যক ॥
যিটোজনে নমস্কার করে চৈতন্যক।
উলটায়া তেঁহো প্রনামন্ত সিজনক ॥
মনে নমস্কার তাঙ্ক করিবা এতেকে।
এহি বুলি শিখাইলন্ত লোক সমস্তকে ॥
কৃষ্ণ-চৈতন্য আছা মঠর ভিতর।
ব্রহ্মচারী কহিলন্ত আসিছা শঙ্কর ॥
শঙ্করর নাম শুনি কৃষ্ণ চৈতন্যর।
মিলিল আনন্দ বাজ ভৈলন্ত মঠর ॥
দুবার মুখতরহি আছিলন্ত চাই।
দুয়ো নয়নর নীর ধারে বহি যাই ॥
শঙ্করো নয়নর নীর বহে ধারে।
পথ হন্তে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে ॥
কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্রেম মনে।
পশিলা মঠত গৈয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ॥
না মাতিলা দুইকো দুই নিদিলা উত্তর।
পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্কর ॥

—বেজবরুয়া-কৃত শঙ্করদেব গ্রন্থের পৃ. ২৩০-৩১

ভূষণ দ্বিজকবি লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্রে আসিলন্ত।
জগন্নাথ ক্ষেত্রে কতো দিন বঞ্চিলন্ত ॥
চৈতন্য গোঁসাঞি তথা ভৈলা দরিশন।
দুইকো দুই চাহিলা নাহিক সম্ভাষণ ॥

মুহূর্ত্তেক মান দুই চাহি আছিলন্ত।
নিবর্ত্তিয়া আসি বাসাঘরে আসিলন্ত ॥

—শঙ্করদেব, ৫৭৮-৭৯ পয়ার

দামোদরের শিষ্য দ্বিজরাম রায় "গুরুলীলা"য় লিখিয়াছেন—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর।
কৃষ্ণ চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার ॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্ব্বত।
ব্রহ্মহরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত ॥
সেই কথা স্মরি শঙ্কর মৌন ভৈলা।
রাম নাম গুরুনামে উচর চাপিলা ॥
অবনত হুয়া দুই নামিলা সাক্ষাৎ।
পূর্ব্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত ॥
শঙ্কর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী।
কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি ॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে।
একযে শরণ ধর্ম্ম চৈতন্যর স্থানে ॥

—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২১ সাল, পৃ. ৬৩

বেজবরুয়া মহাশয় বরদোবার 'গুরুচরিত্র' পুথি হইতে শঙ্কর-চৈতন্য-মিলনের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে জগন্নাথের নাটমন্দিরে বসিয়া শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব নটীর নাচ দেখিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের সামান্য কিছু কথাবার্ত্তা হয়। "এই প্রকারে ঈশ্বর পুরুষ দুইজনা সদালাপ করি কিছুদিন আছে, ক্ষেত্রস্থানর পরা বৃন্দাবনলৈ যাবর ইচ্ছা হোবাত কোনো এদিন ভকতসকল সহিতে চৈতন্য গোঁসাইর মন্দিরলৈ যাবলৈ সাজুহৈ মাধব দেবত কৈছে।" সেই দিন নিত্যানন্দ শঙ্কর-শিষ্য বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ দেশর বৈরাগী কোন্ দেশে যায়। কোন্ মুখে ভিক্ষা মাগি কোন্ মুখে খায়?" বলরাম উত্তর দিলেন—"পূর্ব্ব দেশর বৈরাগী পশ্চিম দেশে যায়। গুরুর মুখে ভিক্ষা মাগি নিজ মুখে খায় ॥" তারপর নিত্যানন্দ বলিলেন —"কোন্ দেশর বৈরাগী কি বুলি কাঢ়িছে রাও, সকলো জগৎ হরিময় দেখোঁ কতদি আহিলা পাও?" বলরাম বলিলেন—"পূব দেশর বৈরাগী রাম বুলি

কাঢ়িছে রাও। হৃদয়-মাঝে ঈশ্বর কৃষ্ণ আপুনি বিচারি চাও॥" সেই দিন জগন্নাথপ্রসাদ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের সহিত শঙ্করের কিছু কথাবার্ত্তা হয়। তৎপরে "গৌরাঙ্গ প্রভুরে দেখি শঙ্করদেবক ঈশ্বর-শক্তি বুলি প্রশংসা করি অতি সমাদরে বিদায় দিছে" পৃ. ২২৯-৩০।

দৈত্যারি ঠাকুরের বর্ণনা অপেক্ষা এই বিবরণের উপর বেজবরুয়া মহাশয় অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা কাল্পনিক মনে করি। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের নাটমন্দিরে বসিয়া দেবদাসীর নৃত্য দর্শন করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ শঙ্কর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অল্প দিন পূর্ব্বে পুরীতে যান। সে সময় নিত্যানন্দ গৌড়-দেশে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। সেইজন্য মনে হয় যে মাধবের সম্প্রদায়ভুক্ত রামচরণ ঠাকুর, দৈত্যারি ঠাকুর ও ভূষণ দ্বিজের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ বার বৎসর কেবল ভাবের আবেশে কাটিয়াছে। সে সময় যদি শঙ্করের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া দেখাই অধিকতর সম্ভব।

কৃষ্ণ ভারতীর "সন্তনির্ণয়ে" শঙ্কর-চৈতন্য-মিলনের বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক। সেইজন্য উহার খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—"গঙ্গা-স্নান করি জগন্নাথ দরশন করি পাছে চৈতন্য গোসাঞির মঠর দ্বারক লাগ পাইল। যায়া ব্রহ্মহরিদাসক লাগ পাইল। পাছে ব্রহ্ম পুছিল তোরা কথাএ থাক, কিবা নাম। তাত রামরাম কহিল, আমি পূর্ব্ব দেশী ব্রাহ্মণ, এই শঙ্কর গোমস্তা জগন্নাথ দেখিতে আসিছে, চৈতন্য গোসাঞি কো দেখিতে চায়। পাছে ব্রহ্ম হরিদাসে শ্রীচৈতন্য গোসাঞিত কহিল। চৈতন্যে বুলিল, আমি জানি রামরাম ব্রাহ্মণ শঙ্কর কায়স্থ দুইজন আহিচে। এখন আমাক দেখা পাইবার নয়। আমি শুদ্রর মুখ না দেখি। এহি কথা রামরাম শঙ্কর গোমস্তাত কহিলেক। শঙ্করে স্থনি বিস্তার মনদুখ্ করি ব্রহ্ম হরিদাসক বুলিল, আমি কেন মতে চৈতন্য প্রভুক দেখা পাঁয়। তেবে ব্রহ্ম হরিদাসে বোলে যদি তোমরত কিছো বিত্ত থাকে, তবে তাক ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভ করা। হরিধ্বনি স্থনিলে কীর্ত্তন-লম্পট চৈতন্য আপুনি মঠের বাহির হয়া নৃত্য করিবাক যাইবেক তাতে দেখা পাইবা। এহি কথা স্থনি ধন কড়ি ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভিল। ভরদুইপরেত কীর্ত্তনধ্বনি শুনি চৈতন্য মঠহস্তে বাহিরায়া দুই দণ্ডমান নৃত্য করি দেখ নে দেখ বেশে অলক্ষিতে পুনরায় জায়াছিল। চৈতন্য প্রভুকতো দেখা ন পাইল। পাছে

হরিদাস বুলিল মহাপ্রভু তোমার কীর্ত্তনেত নৃত্য করি পুনর্ব্বার মঠের ভিতর আসিল। তুমি কেনে দেখা না পাইলা। তাত শঙ্করে বুলিল পূর্ব্বে কোনদিন নক্রি দেখি দেখি এতেকে চিনিবাক না পারিলো। যদি আগে দেখি চিনো হেন্তে তেবে চিনিবাক পারি। কহা প্রভুর কি বর্ণ, কি রূপ। এহি কথা সুনি হরিদাসে বোলে, আমি প্রভুর রূপ কহো। গৌরাঙ্গ তনু, আজানুলম্বিত ভুজ, মুণ্ডিত মুণ্ড, হস্তে জপমালা, দগ্ধনেত্রে সদা প্রেমধারা বহে। গলায়ে নামমালা ভোলমুখে সদা কীর্ত্তন রোল। কটিত কপিন। সদা পুলক বলিত তনু। এই লক্ষণে চৈতন্য মহাপ্রভু।

ভাল প্রভুক ন চিনিলা, আমি চিনায়া দিবো। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আসিবা। জে সম জগন্নাথর জলশঙ্খর বাদ্য হয়, সেই সময় প্রভু চৈতন্য সমুদ্র স্নানক জায় ; সেই বেলা মঠের দ্বার মেলে। তোরা দুইজনে সেই বেলা দেখা পাইবা। এহি কথা শুনি দুয়োজনে চারিদণ্ড থাকিতে মঠের দ্বারেক গৈল ব্রহ্মহরিদাস বুলিল মহাপ্রভুক দণ্ডবত না করিবা এহি কথা শুনি শঙ্কর একদিসে রহিল। রামরাম পুরুমঠের দ্বারত দণ্ডবত করিয়াছিল। সেই বেলা জগন্নাথের জলশঙ্খ বাদ্য হইল, তাকু শুনি চৈতন্য মহাপ্রভু মঠর বাহির হয় সমুদ্র স্নানেক চলিল। অহি বাইতে রামরাম গুরুর মস্তকত চরণ উঝণ্টি লাগিল। ঈশ্বরের চারি অক্ষরে নাম উচ্চারণ করিয়া সমুদ্র স্নানকে নড়িল। সেই চারি নামক রাম রাম মন্ত্র বুলিল। শঙ্করে প্রভুক দেখি মনে দণ্ডবত করি খোজতে দণ্ডবত করিলা। পাছে হরিদাসেক বুলিলা তোমার প্রসাদে মহাপ্রভুর দরশন হৈলো। আমি তোমাক কি দিম। আমিয়ো তোমার। আর প্রভুত পুছিবা কলিত ভক্তি কাহাত রহিবেক। আমাক কি আজ্ঞা হৈবেক। আমাকে প্রসাদ দিবে কে। এই কথা সকল কহিবা। হরিদাসে বুঝিল এ সকল কথার মহাপ্রভু ত আজ্ঞা লয়া দিবো। তোরা স্নান করি আসিবা।

এই সুনি রামরাম শঙ্কর দুই জনে সমুদ্র স্নান পঞ্চতীর্থ স্নান করিবেক। চৈতন্য প্রভুয়ো স্নান করি মঠের ভিতর যাইতে ব্রহ্ম হরিদাসে দণ্ডবতে পড়ি কথা কহে হে মহাপ্রভু দুইটি থিবেয়ে পোছে কলিত ভক্তি কাহাত রহিবেক, আমার কি গতি হৈবেক আমাক কি আজ্ঞা হৈবেক, আমার প্রসাদ পাইবাক লাগে। এহি কথা সুনি প্রভু মনিকরঙ্গর জল ঢালিল, দ্বারত ব্রহ্ম হরিদাসে বুলিল। উচেত ভক্তি না রহে, হিনত ভক্তি রহিবেক। আর রামদেব শর্ম্মাক শঙ্কর দাসক দুইখানি দেবলার মালা দিব। দুই জনেক আর জগতপতি জে

নাম নামমালিকা পুস্তক সাত শত শ্লোকের করাইবে তাক শঙ্করদাসেক দিবা, সে দেশত প্রচারোক আর শঙ্কর দাসে ভাগবত শুনিবেক আর রামদেব শর্ম্মাকে শরণ ভজন হরি নামের শ্লোক সকল দিবা, যেহি চার নাম পাইলো সেহি ব্রহ্মপুত্রেক তিনি নাম দিবেক। ব্রাহ্মণেক চারি নাম দিবেক। আর দামোদর ব্রাহ্মণ পুষ্পদণ্ড পারিষদ আহিছে আওোকে সব ভজনের শ্লোক দিব।" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ ; ৩, পৃ. ১৩১-৩৯)।

নিম্নলিখিত কারণে এই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। (১) উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন যে তিনি শূদ্রের মুখ দেখেন না। তাঁহার অনেক শূদ্র ভক্ত ছিল। তাহাদের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। (২) শ্রীরূপ, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীরা শ্রীচৈতন্যের গলায় হরিনামের মালা থাকার কথা বর্ণনা করেন নাই। যে-সমস্ত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকে মালাতিলকধারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেগুলি পরবর্ত্তী কালের। (৩) শঙ্করদেব যদি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীরাধার নাম থাকিত। শঙ্করের "দশমকীর্ত্তন" প্রভৃতি কোন গ্রন্থে রাধার নাম নাই। (৪) শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের জন্য একপ্রকার হরিনাম ও শূদ্রের জন্য অন্যপ্রকার হরিনাম উপদেশ দিবেন, ইহা একেবারেই সম্ভব মনে হয় না।

কৃষ্ণ ভারতীর সন্তনির্ণয়কে কেহ কেহ খুব প্রামাণিক মনে করেন। তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে সন্তনির্ণয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল ; কারণ ভট্টদেব ঐ গ্রন্থ দেখিয়া "সৎসম্প্রদায় কথা" লিখিয়াছেন।[১] কিন্তু আমার মনে হয় ঐ গ্রন্থখানি বেশী দিনের প্রাচীন নহে ; কারণ উহাতে ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি হইতে শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য ভগবান্ স্বয়ং। সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ-সমস্ত পুরাণ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। যদি ঐ-সমস্ত পুরাণে সত্যই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের ও

১ ভট্টদেব বলেন—

চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্ট্বা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্ ॥

মুহূর্ত্তেক মান দুই চাহি আছিলন্ত।
নিবর্ত্তিয়া আসি বাসাঘরে আসিলন্ত ॥

—শঙ্করদেব, ৫৭৮-৭৯ পয়ার

দামোদরের শিষ্য দ্বিজরাম রায় "গুরুলীলা"য় লিখিয়াছেন—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর।
কৃষ্ণ চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার ॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্ব্বত।
ব্রহ্মহরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত ॥
সেই কথা স্মরি শঙ্কর মৌন ভৈলা।
রাম নাম গুরুনামে উচর চাপিলা ॥
অবনত হুয়া দুই নামিলা সাক্ষাৎ।
পূর্ব্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত ॥
শঙ্কর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী।
কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি ॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে।
একযে শরণ ধর্ম্ম চৈতন্যর স্থানে ॥

—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২১ সাল, পৃ. ৬৩

বেজবরুয়া মহাশয় বরদোবার 'গুরুচরিত্র' পুথি হইতে শঙ্কর-চৈতন্য-মিলনের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে জগন্নাথের নাটমন্দিরে বসিয়া শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব নটীর নাচ দেখিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের সামান্য কিছু কথাবার্ত্তা হয়। "এই প্রকারে ঈশ্বর পুরুষ দুইজনা সদালাপ করি কিছুদিন আছে, ক্ষেত্রস্থানর পরা বৃন্দাবনলৈ যাবর ইচ্ছা হোবাত কোনো এদিন ভকতসকল সহিতে চৈতন্য গোসাইর মন্দিরলৈ যাবলৈ সাজুহৈ মাধব দেবত কৈছে।" সেই দিন নিত্যানন্দ শঙ্কর-শিষ্য বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ দেশর বৈরাগী কোন্ দেশে যায়। কোন্ মুখে ভিক্ষা মাগি কোন্ মুখে খায়?" বলরাম উত্তর দিলেন—"পূর্ব্ব দেশর বৈরাগী পশ্চিম দেশে যায়। গুরুর মুখে ভিক্ষা মাগি নিজ মুখে খায় ॥" তারপর নিত্যানন্দ বলিলেন—"কোন্ দেশর বৈরাগী কি বুলি কাঢ়িছে রাও, সকলো জগৎ হরিময় দেখোঁ কতদি আহিলা পাও?" বলরাম বলিলেন—"পূব দেশর বৈরাগী রাম বুলি

কাটিছে রাও। হৃদয়-মাঝে ঈশ্বর কৃষ্ণ আপুনি বিচারি চাও॥" সেই দিন জগন্নাথপ্রসাদ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের সহিত শঙ্করের কিছু কথাবার্ত্তা হয়। তৎপরে "গৌরাঙ্গ প্রভুরে দেখি শঙ্করদেবক ঈশ্বর-শক্তি বুলি প্রশংসা করি অতি সমাদরে বিদায় দিছে" পৃ. ২২৯-৩০।

দৈত্যারি ঠাকুরের বর্ণনা অপেক্ষা এই বিবরণের উপর বেজবরুয়া মহাশয় অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা কাল্পনিক মনে করি। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের নাটমন্দিরে বসিয়া দেবদাসীর নৃত্য দর্শন করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ শঙ্কর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অল্প দিন পূর্ব্বে পুরীতে যান। সে সময় নিত্যানন্দ গৌড়-দেশে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। সেইজন্য মনে হয় যে মাধবের সম্প্রদায়ভুক্ত রামচরণ ঠাকুর, দৈত্যারি ঠাকুর ও ভূষণ দ্বিজের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ বার বৎসর কেবল ভাবের আবেশে কাটিয়াছে। সে সময় যদি শঙ্করের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া দেখাই অধিকতর সম্ভব।

কৃষ্ণ ভারতীর "সন্তনির্ণয়ে" শঙ্কর-চৈতন্য-মিলনের বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক। সেইজন্য উহার খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—"গঙ্গা-স্নান করি জগন্নাথ দরশন করি পাছে চৈতন্য গোসাঞিৰ মঠর দ্বারক লাগ পাইল। যায়া ব্রহ্মহরিদাসক লাগ পাইল। পাছে ব্রহ্ম পুছিল তোরা কথাএ থাক, কিবা নাম। তাত রামরাম কহিল, আমি পূর্ব্ব দেশী ব্রাহ্মণ, এই শঙ্কর গোমস্তা জগন্নাথ দেখিতে আসিছে, চৈতন্য গোসাঞি কো দেখিতে চায়। পাছে ব্রহ্ম হরিদাসে শ্রীচৈতন্য গোসাঞিত কহিল। চৈতন্যে বুলিল, আমি জানি রামরাম ব্রাহ্মণ শঙ্কর কায়স্থ দুইজন আহিচে। এখন আমাক দেখা পাইবার নয়। আমি শুদ্রর মুখ না দেখি। এহি কথা রামরাম শঙ্কর গোমস্তাত কহিলেক। শঙ্করে স্থনি বিস্তার মনদুখ্ করি ব্রহ্ম হরিদাসক বুলিল, আমি কেন মতে চৈতন্য প্রভুক দেখা পাঁয়। তেবে ব্রহ্ম হরিদাসে বোলে যদি তোমরত কিছো বিত্ত থাকে, তবে তাক ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভ করা। হরিধ্বনি স্থনিলে কীর্ত্তন-লম্পট চৈতন্য আপুনি মঠের বাহির হয়া নৃত্য করিবাক যাইবেক তাতে দেখা পাইবা। এহি কথা স্থনি ধন কড়ি ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভিল। ভরদুইপরেত কীর্ত্তনধ্বনি শুনি চৈতন্য মঠহন্তে বাহিরায়া দুই দণ্ডমান নৃত্য করি দেখ নে দেখ বেশে অলক্ষিতে পুনরায় জায়াছিল। চৈতন্য প্রভুকতো দেখা ন পাইল। পাছে

হরিদাস বুলিল মহাপ্রভু তোমার কীর্ত্তনেত নৃত্য করি পুনর্ব্বার মঠের ভিতর আসিল। তুমি কেনে দেখা না পাইলা। তাত শঙ্করে বুলিল পূর্ব্বে কোনদিন নক্রি দেখি দেখি এতেকে চিনিবাক না পারিলো। যদি আগে দেখি চিনো হেস্তে তেবে চিনিবাক পারি। কহা প্রভুর কি বর্ণ, কি রূপ। এহি কথা সুনি হরিদাসে বোলে, আমি প্রভুর রূপ কহো। গৌরাঙ্গ তনু, আজানুলম্বিত ভুজ, মুণ্ডিত মুণ্ড, হস্তে জপমালা, দণ্ডনেত্রে সদা প্রেমধারা বহে। গলায়ে নামমালা ভোলমুখে সদা কীর্ত্তন রোল। কটিত কপিন। সদা পুলক বলিত তনু। এই লক্ষণে চৈতন্য মহাপ্রভু।

ভাল প্রভুক ন চিনিলা, আমি চিনায়া দিবো। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আসিবা। জে সম জগন্নাথর জলশঙ্খর বাদ্য হয়, সেই সময় প্রভু চৈতন্য সমুদ্র স্নানক জায় ; সেই বেলা মঠের দ্বার মেলে। তোরা দুইজনে সেই বেলা দেখা পাইবা। এহি কথা শুনি দুয়োজনে চারিদণ্ড থাকিতে মঠের দ্বারেক গৈল ব্রহ্মহরিদাস বুলিল মহাপ্রভুক দণ্ডবত না করিবা এহি কথা শুনি শঙ্কর একদিসে রহিল। রামরাম পুরুমঠের দ্বারত দণ্ডবত করিয়াছিল। সেই বেলা জগন্নাথের জলশঙ্খ বাদ্য হইল, তাকু শুনি চৈতন্য মহাপ্রভু মঠর বাহির হয় সমুদ্র স্নানেক চলিল। অহি বাইতে রামরাম গুরুর মস্তকত চরণ উঝণ্টি লাগিল। ঈশ্বরের চারি অক্ষরে নাম উচ্চারণ করিয়া সমুদ্র স্নানকে নড়িল। সেই চারি নামক রাম রাম মন্ত্র বুলিল। শঙ্করে প্রভুক দেখি মনে দণ্ডবত করি খোজতে দণ্ডবত করিলা। পাছে হরিদাসেক বুলিলা তোমার প্রসাদে মহাপ্রভুর দরশন হৈলো। আমি তোমাক কি দিম। আমিয়ো তোমার। আর প্রভুত পুছিবা কলিত ভক্তি কাহাত রহিবেক। আমাক কি আজ্ঞা হৈবেক। আমাকে প্রসাদ দিবে কে। এই কথা সকল কহিবা। হরিদাসে বুঝিল এ সকল কথার মহাপ্রভু ত আজ্ঞা লয়া দিবো। তোরা স্নান করি আসিবা।

এই সুনি রামরাম শঙ্কর দুই জনে সমুদ্র স্নান পঞ্চতীর্থ স্নান করিবেক। চৈতন্য প্রভুয়ো স্নান করি মঠের ভিতর যাইতে ব্রহ্ম হরিদাসে দণ্ডবতে পড়ি কথা কহে হে মহাপ্রভু দুইটি থিবেয়ে পোছে কলিত ভক্তি কাহাত রহিবেক, আমার কি গতি হৈবেক আমাক কি আজ্ঞা হৈবেক, আমার প্রসাদ পাইবাক লাগে। এহি কথা সুনি প্রভু মনিকরঙ্গর জল ঢালিল, দ্বারত ব্রহ্ম হরিদাসে বুলিল। উচেত ভক্তি না রহে, হিনত ভক্তি রহিবেক। আর রামদেব শর্ম্মাক শঙ্কর দাসক দুইখানি দেবলার মালা দিব। দুই জনেক আর জগতপতি জে

নাম নামমালিকা পুস্তক সাত শত শ্লোকের করাইবে তাক শঙ্করদাসেক দিবা, সে দেশত প্রচারোক আর শঙ্কর দাসে ভাগবত স্থনিবেক আর রামদেব শর্ম্মাকে শরণ ভজন হরি নামের শ্লোক সকল দিবা, যেহি চার নাম পাইলো সেহি ব্রহ্মপুত্রেক তিনি নাম দিবেক। ব্রাহ্মণেক চারি নাম দিবেক। আর দামোদর ব্রাহ্মণ পুষ্পদণ্ড পারিষদ আহিছে আওোকে সব ভজনের শ্লোক দিব।" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ ; ৩, পৃ. ১৩১-৩৯)।

নিম্নলিখিত কারণে এই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। (১) উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন যে তিনি শূদ্রের মুখ দেখেন না। তাঁহার অনেক শূদ্র ভক্ত ছিল। তাহাদের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। (২) শ্রীরূপ, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীরা শ্রীচৈতন্যের গলায় হরিনামের মালা থাকার কথা বর্ণনা করেন নাই। যে-সমস্ত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকে মালাতিলকধারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেগুলি পরবর্ত্তী কালের। (৩) শঙ্করদেব যদি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীরাধার নাম থাকিত। শঙ্করের "দশমকীর্ত্তন" প্রভৃতি কোন গ্রন্থে রাধার নাম নাই। (৪) শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের জন্য একপ্রকার হরিনাম ও শূদ্রের জন্য অন্যপ্রকার হরিনাম উপদেশ দিবেন, ইহা একেবারেই সম্ভব মনে হয় না।

কৃষ্ণ ভারতীর সন্তনির্ণয়কে কেহ কেহ খুব প্রামাণিক মনে করেন। তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে সন্তনির্ণয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল; কারণ ভট্টদেব ঐ গ্রন্থ দেখিয়া "সৎসম্প্রদায় কথা" লিখিয়াছেন।[১] কিন্তু আমার মনে হয় ঐ গ্রন্থখানি বেশী দিনের প্রাচীন নহে; কারণ উহাতে ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি হইতে শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য ভগবান্ স্বয়ং। সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ-সমস্ত পুরাণ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। যদি ঐ-সমস্ত পুরাণে সত্যই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের ও

১ ভট্টদেব বলেন—

চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্ট্বা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্॥

মহাভারতের অস্পষ্ট প্রমাণ তুলিয়া শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা স্থাপন করিতেন না। ঐ-সমস্ত শ্লোক পরবর্ত্তী কালে জাল করা হইয়াছিল।

সন্তনির্ণয়ে আরও পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেন নাই। পরে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলে স্তনপান করেন। অদ্বৈত আচার্য্যই তাঁহার নাম চৈতন্য রাখেন।[১] এইরূপ কথা অদ্বৈতের প্রক্ষিপ্ত জীবনীগুলিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতের এক পুত্র আসামে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯, পৃ. ১৮০)। সম্ভবতঃ অদ্বৈতের বংশধরদের নিকট কিংবদন্তী শুনিয়া কেহ কৃষ্ণ ভারতীর নাম দিয়া সন্তনির্ণয় লিখিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদরের কড়চার কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, কিন্তু বাজারে ঐ নামের একখানা সহজিয়া বই পাওয়া যায়। সেইরূপ কৃষ্ণ ভারতীর নাম দিয়া কেহ হয়ত ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহু পরে "সন্তনির্ণয়" রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমার সন্দেহ হয়।

শ্রীচৈতন্যের আসাম-ভ্রমণ

শ্রীচৈতন্য কোন সময়ে আসামে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কয়েকখানি অসমীয়া, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন জীবনীতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত পর্য্যন্তও নাই।

ভট্টদেব তাঁহার "সৎসম্প্রদায় কথা"য় (পৃ. ৩০) শ্রীচৈতন্যের আসাম-ভ্রমণ-সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা দিয়াছেন—"পাছে মহাপ্রভু তৈর পরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেখন রাজা নরনারায়ণ এই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমোস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেখনে চৈতন্যভারতী প্রভু মাধবদর্শনে মণিকূটে আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পঢ়িবে দিলা, আর যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন কর্ম্মকো মাধবরদ্বারা প্রবর্ত্তাইলা, পাচে মহাপ্রভু পরশু কুঠারে যাই নামর নির্ণয় লিখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই

১ জন্মমাত্রেই নিমাইয়ের নাম চৈতন্য হয় নাই। সন্ন্যাসের সময় ঐ নাম তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোঁফাতে রহিলা। পাচে মাগুরির কণ্টভূষণক আরু কবিশেখরক, কণ্টহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে হাতে বীনা ধরি গাই নারদর শ্রেষ্ঠা দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মণিকূটে যাই তাঙ্ক দেখি দুর্লভ লাভ ভৈলা বুলি প্রণাম করি বোলে, হে মহাপ্রভু, মঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ মাগোঁ। চৈতন্য বোলে, কেনমতে তুমি দরিদ্র ভৈলা। দামোদরে বোলে, স্বদেশের পরা নামি আহন্তে তাঁতীমরাত নৌকা বুরি সর্ব্বস্ব উটিল। তিনটি প্রাণী বাঁজিত ধরি দিগম্বরে তরিলোঁ। পাচে শঙ্করে বস্ত্র তিনখানি পরিধান করাই নিকটে রাখিছে। পাচে চৈতন্য বোলে, হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ ন করা। তুমি ঈশ্বরের পার্ষদ। লক্ষ্মীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুন তান করে তিনি পীঠত পূজ্য হুই নিজ ঐশ্বর্য্যকে পাইবা। এই রহস্য কহি তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি উড়েষাক গৈলা।”

এই বিবরণে বিশ্বাস না করিবার প্রধান কারণ এই যে গেট্ সাহেবের মতে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ও গুণাভিরাম এবং রবিন্সনের মতে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। গেট্ সাহেব বলেন যে নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। সুতরাং নরনারায়ণের আসাম-আক্রমণের পরে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ করা অসম্ভব হয়।

কৃষ্ণ ভারতীর “সন্তনির্ণয়ে” শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে অনেক অপ্রামাণিক উক্তি আছে তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ঐ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসামভ্রমণ-সম্বন্ধে আছে যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে কামরূপে মাধব দর্শন করিতে আগমন করেন। “ইতি কামরূপ দেশত যেমতে চৈতন্য গোসাই প্রবর্ত্তনি সম্প্রদায় ঈশ্বর ভক্তি পিণ্ড, শরণ, ভজন, হরিনাম, ভাগবত, গীতা, জাত্রা, মহোৎসব প্রবর্ত্তিলা তাহাঙ্ক সুনা। এহি কামরূপদেশ প্রায় জঙ্গল আছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জন ন ছিল। পাছে নরনারায়ণ চিলা রায় দুভাই কামরূপর রাজা হইল। মাধবর থানর মঠ বান্ধেল।[১] পাছে কামরূপ উক্ত দেখিরই তাতে মণিরামপুর কৈল্যাণপুর বণিয়া ব্রহ্মপুর বেদর বরদয়া এই সকল দেশর ব্রাহ্মণ,

১ রাজা নরনারায়ণ মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘরটি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। —সোনারাম চৌধুরী লিখিত “কামরূপত কোচ রাজার কীর্ত্তি চিন্” প্রবন্ধ, “চেতনা” মাসিক পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৪৫ শক, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

কায়স্থ, কুলীন ভাতি মগি সকলক বসাইলেক। সেই বেলা রাম দামোদর, শঙ্কর, মাধব, হরিদেব কামরূপক আসিলা, দেব দামোদরের সত্রে তাতি মারাং নায় চুরি, সর্ব্বস্ব নষ্ঠ হইল, চারি প্রাণী মাত্র ঝাজিত ধরি রহিল। পাছে শঙ্কর রাম রাম গুরু মাধব দরশন করিবাক আসিল। তাতে রত্ন পাঠকর মুখে ভাগবত শুনি রত্ন পঠকত সুধিলা। হে গুরু কোন শাস্ত্র পড়া। পাছে রত্ন পাঠকে কহিলেক বোলে এই তো শ্রীভাগবত আমারই দেশত শ্রীচৈতন্য গোসাঞি প্রচারিল। আমাক কৃপাকরি মাধব দুয়ারে পাঠ করিবাক আজ্ঞা করিল। এতেকো আমি পড়ো। এহি কথা শুনি পুনু শঙ্করে গোমস্তায়ে সোধেবোলহ গুরু চৈতন্য গোসাঞি কোন ঠায় থাকে আমি তঞক দেখা পাঞো। এহি শুনি রত্ন পাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঞি এই মাধবর মণিকূটর গোফাতে আছিল। এখন জগন্নাথক গৈল। এহি কথা শুনি শঙ্কর গোমস্তা রাম রাম গুরু দুই জনে আলচি বোলে গুরু চলা গঙ্গা স্নান করি জগন্নাথ দরশন করি চৈতন্য গোসাঞিক সেহি থানতে লগে পাইব।” মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘর যদি রাজা নরনারায়ণ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন ও তাহার পর শঙ্করের সহিত রত্ন পাঠকের কথাবার্ত্তা হয়, তাহা হইলে এই সময়েরও পরে শঙ্কর কি করিয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইবেন? শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আচার্য্য “সন্তবংশাবলী”তে নৃসিংহকৃত্য নামে একখানি বইয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত পদ লিখিয়াছেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের আসাম-ভ্রমণের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি কখন আসামে গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

তেব হস্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া
মণিকূট গীরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁফাত
চৈতন্য প্রভু রহিলা।
রত্ন পাঠকক শরণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা॥
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠ ভূষণক
কণ্ঠহার কন্দলীক।

কবিচন্দ্র দ্বিজক কবি শেখরক
চৈতন্য নাম দিলেক ॥
যাঞামনোসের সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম
মণিকূটে প্রবর্ত্তাই ।
তৈর পরা আসি মৌন হুয়া রৈলা
ওড়েষা নগর পাই ॥—৯৩-৯৫

কৃষ্ণ আচার্য্যের উক্তির সহিত সন্তনির্ণয়ের বর্ণনার মিল আছে। উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য বরাহকুণ্ডের উপর রত্নেশ্বরকে 'শরণ' দেন, কণ্ঠভূষণকে ভাগবত পাঠের উপদেশ দেন ও কণ্ঠহার কন্দলিকে কৃপা করেন। তারপর কবিশেখর ব্রহ্মাকে নামধর্ম্ম দান করিয়া তথা হইতে উড়িষ্যায় গমন করেন।

প্রদ্যুম্নমিশ্র-নামক কোন ব্যক্তির লেখা বলিয়া কথিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো-দয়াবলী"-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে আছে যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই শান্তিপুর হইতে শ্রীহট্টে গমন করেন।[১]

এই বিবরণ সত্য নহে; কেন-না শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব ঘোষ শান্তিপুরে উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহারা পদে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে সোজা নীলাচলে যান। শ্রীচৈতন্যের সমস্ত চরিতগ্রন্থেও শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার কথা আছে।

আধুনিক অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁহার "শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যই দক্ষিণ প্রদেশত ধর্ম্ম প্রচার করি তার পরা এবার মণিপুর লৈ আহি, তাতো ধর্ম্ম প্রচার করি সন্ন্যাসী বেশেয়ে আসমলৈ আহি হাজোতে কিছু দিন আছিল" (পৃ. ১২০)। দক্ষিণ-ভ্রমণের পরই শ্রীচৈতন্য ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে স্থিত আসামে গিয়াছিলেন, এ কথার প্রমাণ কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাই নাই বলিয়া ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্য কোন সময়ে আসামে গিয়াছিলেন। তিনি

১ এই বিবরণ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি "শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল পরিভ্রমণ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন অধ্যাপকরূপে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন, তখন চণ্ডী লিখিয়া দিয়াছিলেন—সন্ন্যাসের পর নহে।

যদি তথায় একেবারেই না যাইতেন, তাহা হইলে এতগুলি কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইতে পারিত না।

হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি। হাজোতে মণিকূট নামে একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ড। এই গহ্বরটিকে লোকে 'চৈতন্য ধোপা' বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎকাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২২ ; ৪, পৃ. ২৪১-৪৮)।

শ্রীচৈতন্য যদি কোন সময়ে আসামে যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃন্দাবন হইতে ফেরার পথে তথায় যাওয়াই অধিক সম্ভব ; কেন-না তাঁহার অন্যান্য সময়ের ভ্রমণের অনেকটা নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ; কিন্তু বৃন্দাবন হইতে ফেরার পথে বারাণসীতে দুই মাস থাকার পর (চৈ. চ., ২।২৫।২) অর্থাৎ চৈত্র মাস পর্য্যন্ত থাকার পর তিনি কোন্ সময়ে পুরীতে ফিরিলেন তাহা জানা যায় না। ঐ সময়ে তাঁহার একবার আসামে যাওয়া অসম্ভব নহে।

কবির ও শ্রীচৈতন্য

রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে যখন কবিরের মৃতদেহ লইয়া তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাধে তখন শ্রীচৈতন্য আসিয়া ঐ শব কাঁধে করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেন ; যথা—

চৈতন্য গোসাই হেন কথা শুনিলন্ত।
শীঘ্র বেগ করি তেঁহো খেদি আসিলন্ত ॥
কবিরর শব তুলি কান্ধত লইলন্ত।
চৈতন্য গোসাই তাক ভাসালা গঙ্গাত ॥
যবনর রাজা সুরথান মহামতি।[১]
শুনিলন্ত হেন যিটো কথাক সম্প্রতি ॥

১ সুরথান—সুলতান

চৈতন্যক নিয়া পাছে সুধিলন্ত কথা।
কবিরর শব কিক বইলা তুমি তথা॥
হেন শুনি বুলিলে চৈতন্য মহাবীর।
কিছু ভাগবত কথা শুনায় মহা ধীর॥
ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রিয় আমি নহোঁ চারি জাতি।
দশো দিশে গৈল দেখা আমার খিয়াতি॥
চারিয়ো আশ্রমি দেখা মুহি কোহোঁ আমি।
নোহো ধর্ম্মশীল দান ব্রত তীর্থ গামি॥
দৈবকীর পুত্র যিটো গোপী ভর্ত্তা স্বামী।
তাহার দাসর দাস দাস ভৈলোঁ আমি॥[১]
শাস্ত্রমত দেখাই নৃপতির আগে কৈলা।
অনন্তরে আপুনার ঘরে চলি গৈলা॥—৩২৪৪-৪৮ পয়ার

কবির ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিবরণ (২।১৬।২৭৯ ও ২।১৭।২) বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন ও ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে কাশীতে ছিলেন। ১৫১৬ ও ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান বেশী নহে। চরিতামৃতের

---

১ উদ্ধৃত অংশ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥—পদ্যাবলী ৭৪

এই শ্লোকটি পদ্যাবলীর ইণ্ডিয়া আফিসের পুথিতে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত দুইখানি পুথিতে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫২৮ সংখ্যক পুথিতে শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ডা. সুশীলকুমার দে মহাশয় উহার রচয়িতা অজ্ঞাত বলিয়াছেন। (ডা. দে, পদ্যাবলী, ৭৪ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার পাদটীকা।) জয়ানন্দ, ৮৫ পৃ., উহা শ্রীচৈতন্য-কর্ত্তৃক কথিত বলিয়াছেন। প্রাচীন অসমীয়া গ্রন্থেও উহা শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া পাওয়া যাইতেছে। সেই জন্য এটিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শিক্ষাষ্টকের মধ্যে না ধরিলেও শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া অনুমান করি।

বিবরণ অথবা কবিরের মৃত্যুর তারিখ-নির্দ্দেশে দুই-এক বৎসর এদিক ওদিক হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং কাল-হিসাবে এ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নহে।

শ্রীচৈতন্যের কাশী-ভ্রমণের তারিখের সহিত কবিরের মৃত্যুর তারিখ ও শ্রীচৈতন্যের সুপ্রসিদ্ধ একটি উক্তির সহিত রামচরণ ঠাকুর-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের কথার মিল পাওয়া যাইতেছে। রামচরণ ঠাকুর ঘটনাটিকে সত্য প্রমাণ করার জন্য বলিয়াছেন—

মাধব দেবর মুখে যিমত শুনিলোঁ।
তান বাক্য পালি মই তেহ্নয় লিখিলোঁ॥—৩২৬৩ পয়ার

রামচরণ ঠাকুরের শঙ্করচরিত হইতে সেকালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। গয়া হইতে দশ দিন হাঁটিয়া শঙ্কর গঙ্গাতীরে পৌছিয়াছিলেন; গঙ্গাতীর হইতে একুশ দিনে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন (১৮৩১ পদ)। ইহা হইতে শ্রীচৈতন্যের গমনাগমনে কত দিন লাগিয়াছিল তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে নূতন কথা

উক্ত লেখক রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন কথা বলিয়াছেন। শঙ্কর যখন প্রথমবার তীর্থভ্রমণে যান, তখন শ্রীক্ষেত্র হইতে আড়াই মাস চলার পর তাঁহার সহিত রূপ-সনাতনের দেখা হইয়াছিল। সে সময়ে দুই ভাইয়ের হাতে মন্দিরা (বাদ্যযন্ত্র) ছিল। শঙ্কর বলিয়াছেন—

তোরা দুই ভাই আইলা কিবা লই
হাতত মন্দিরা আছে।
কিবা ধর্ম্ম তোরা সকলে আচরা
কৈয়ো মোক সাঁছে সাঁছে॥
রূপ বোলে চাই কি কৈবো গোসাঞি
তুমি জগতর নাথ।
ছদ্ম রূপ ধরি আসিছা শ্রীহরি
ন করা মোক অনাথ॥

—রামচরণ ঠাকুর, ১৯২১

শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎকারের বলেই দুই ভাই সংসার ত্যাগ করেন ; যথা—

প্রভাততে পাছে লরিল শঙ্কর
দুই ভায়ো এড়িলা ঘর।
রূপের যে ভার্য্যা পরমা সুন্দরী
করন্ত বহু কাতর ॥—১৯২৫

শঙ্কর কৃপা করিয়া রূপের ভার্য্যাকেও সঙ্গে লইলেন। তিনি বলিলেন—

আনাসহি কন্যা এন্থে মহাধন্যা
শাস্তি মাঝে অগ্রগণী।
রঙ্গ হুয়া চাই আসিবে দু ভাই
মাতিলন্ত হেন শুনি ॥
আসোক বুলিয়া তান নিজ জায়া
পাছে লগ করি নিলা।
পরম কৌতুকে শ্রীমন্ত শঙ্কর
উত্তম তীর্থ দেখিলা ॥—১৯২৭-২৮

শঙ্করের সঙ্গে রূপ-সনাতন সীতাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। কয়েকটি তীর্থ-ভ্রমণের পর শঙ্করদেব রূপ-সনাতনকে বিদায় দেন ; যথা—

বিদায় করিয়া রূপ-সনাতন গৈল।
শঙ্করর চরণর ধূলা মুটি লইল ॥—১৯৫৫ পয়ার

ভূষণ দ্বিজকবি যে ভাবে রূপ-সনাতনের প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে শঙ্কর তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। ভূষণ বলেন যে আলিনগরে এক সন্ন্যাসী শঙ্করকে রূপ-সনাতনের কথা বলিয়াছিলেন ; যথা—

দুইকো দুই আপুনার নাম কহিলন্ত।
সন্ন্যাসী বোলন্ত মোর শুনিও বৃত্তান্ত ॥
আছা রূপ সনাতন পরম ভকত।
বৈরাগ্য তেজিলা রাজ্যভোগ আছে যত ॥

বৃন্দাবনে আনন্দে আছন্ত তুই ভাই।
হাতত মন্দিরা কৃষ্ণ-লীলা-গুণ গাই ॥
কেবল ভক্তির ভাগ কহিলা যুগুতি।
অনন্তরে শঙ্করে পুছিলা তাঙ্ক মাতি ॥—৫৬১-৬৩ পয়ার

রূপ ও সনাতন তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করিয়াছেন; শঙ্করের কথা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলিতেছেন—"অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন।" ভক্তাবতার ভগবান্ শঙ্করদেব স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন যে মুকুন্দের লীলাকাহিনী বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত ভক্তদের প্রাণ রক্ষা কর। "ভক্তাবতার শঙ্করদেব" বাক্য দেখিয়া মনে হয় এখানে আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেবকেই বুঝি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"শ্রীশঙ্করদেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্ত্তিনা গোপীশ্বরনাম্না।" বিদগ্ধ-মাধবে মাধুর্য্য-রস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে; শঙ্করদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেষ্টা, দাস্য-ভক্তির উপাসক; তিনি যে এইরূপ নাটক লিখিতে আদেশ দিবেন সে সম্ভাবনা অল্প।

রামচরণ ঠাকুর ও ভূষণ শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী একজন বৃন্দাবনদাসের নাম করিয়াছেন। শঙ্কর মাধবকে বৃন্দাবন যাইতে বলিয়া বলিতেছেন—

বৃন্দাবনদাস আছে তাহাক দেখিবা।
হুইমুই মোর কথা প্রমাণ করিবা ॥
কেবল ভক্তির ভাব কহিয়াছো আমি।
হোবে নহে তাক গৈয়া সুধি চাইয়ো তুমি ॥

—রামচরণ, ৩১৩১ পয়ার

ভূষণ বলেন—

আসা একে লগে সবে যাঞো বৃন্দাবন।
আছা বৃন্দাবনদাস হইবো দরিশন ॥
যি সব ভক্তির ভাব করিবোঁ বেকত।
হুই মুই পুছি তান্তে লৈবোঁহো সম্মত ॥

—ভূষণ, ৫৭৩-৭৪ পয়ার

এই বৃন্দাবনদাস শঙ্করের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বৃন্দাবনবাসী, সুতরাং ইনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক হইতে পারেন না। ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতে আছে যে শ্রীচৈতন্যের পুরী যাওয়ার পরেই একজন বৃন্দাবনদাস হস্তীকে হরিনাম দিবার জন্য মত্ত বলরামকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (৪৭ অধ্যায়)। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ভিন্ন অন্য একজন বৃন্দাবনদাস ছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

সটীক হিন্দী ও বাঙ্গালা ভক্তমাল

নাভাজী ও প্রিয়াদাসজী

রামানন্দী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অগ্রদাস স্বামীর শিষ্য নাভাদাসজী হিন্দী ভাষায় অত্যন্ত সংক্ষেপে ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নিজে বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাসজীকে ঐ গ্রন্থের টীকা লিখিতে বলেন। প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে তিনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া নামগান করিতেছিলেন তখন নাভাজী আসিয়া তাঁহাকে ভক্তমালের টীকা লিখিতে আজ্ঞা দেন ; যথা—

> মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনহরণজুকে
> চরণকৌ ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে।
> তাহী সময় নাভাজু নে আজ্ঞা দই
> লই ধারি, টীকা বিস্তারি ভক্তমালকী স্থনাইয়ৈ ॥
>
> —লক্ষ্ণৌ নওলকিশোর প্রেস সংস্করণ, পৃ. ৪

প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে তিনি ১৭৬৯ সংবতে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ টীকা সমাপ্ত করেন (পৃ. ৯৪১)। তাঁহার সহিত যদি নাভাজীর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাভাজী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিতে হয়। গ্রিয়ারসন্ সাহেব বলেন যে ভক্তমাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছিল (J.R.A.S., 1909, p. 610)। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রন্থ লিখিত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে নাভাজীর পক্ষে প্রিয়াদাসকে টীকা লিখিতে আদেশ দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রিয়াদাসজীর উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার গুরুর নাম ছিল মনোহর। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যে মনোহরদাস "অনুরাগবল্লী" শেষ করেন তিনিই সম্ভবতঃ প্রিয়াদাসজীর গুরু। এরূপ অনুমানের কারণ দুইটি। প্রথমতঃ প্রিয়াদাসজীর টীকায় পাওয়া যায় যে তাঁহার গুরু কবি ছিলেন (পৃ. ৯০৯) ও বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

অনুরাগবল্লীতেও দেখা যায় যে মনোহরদাস কবি ও বৃন্দাবনবাসী। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা ভক্তমালের লেখক কৃষ্ণদাস বা লালদাসজী বলেন যে প্রিয়াদাসজী শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবারভুক্ত ছিলেন (বসুমতী সংস্করণ, বাঙ্গালা ভক্তমাল, পৃ. ৩)। মনোহরদাস নিজেকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্যালক রামচরণ চক্রবর্ত্তীর প্রশিষ্য ও রামশরণ ভট্টাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (অনুরাগবল্লী, অষ্টম মঞ্জরী, পৃ. ৪৯)। একই যুগে, একই স্থানে শ্রীনিবাস আচার্য্য-পরিবার-ভুক্ত মনোহর নামে দুইজন কবি থাকার সম্ভাবনা অল্প বলিয়া আমার মনে হয় যে অনুরাগবল্লীর লেখক ঐ প্রিয়াদাসজীর গুরু।

হিন্দী ভক্তমালে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও তাঁহার পনের জন পরিকর ও শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকমুরারির নাম ও গুণ বর্ণিত আছে। নাভাজীর মূল গ্রন্থে বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথ গুসাঁই, নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছপ্পয় আছে, আর গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, মধু গুসাঁইজী, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, ভূগর্ভ, কাশীশ্বর, প্রতাপরুদ্র ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নাম মাত্র উল্লেখ আছে। প্রিয়াদাসজী উল্লিখিত প্রত্যেক ভক্তেরই মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্বন্ধে নাভাজী লিখিয়াছেন :

নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী।
ভক্তি দশোদিশি বিস্তরী॥
গৌড়দেশ পাখণ্ড মেটিকিয়ৌ ভজনপরায়ণ।
করুণাসিন্ধু·কৃতজ্ঞ ভয়ে অগণিত গতিদায়ন॥

অবতার বিদিত পূরব মহী উভে মহত দেহী ধরী।
নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তরী॥—পৃ. ৫০৫

লালদাসজী ইহার ভাবার্থ লইয়া লিখিয়াছেন :

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ভক্তিরসে।
দশদিক্ নিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে॥
কৃষ্ণভক্তিহীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড।
দলন করিল দিয়া ভক্তি তীক্ষ্ণ দণ্ড॥

সবাই ভজনপরায়ণ মতি হইল।
করুণাসাগর অগতির গতি ভেল॥
দশরস ভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে।
চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-বরিষণে॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম লৈতে।
মুক্ত হৈল সভে ভবদুর্গতি হৈতে॥—পৃ. ১০

নাভাজী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে পূর্ব্বদেশে বিদিত অবতার বলিয়াছেন। কিন্তু প্রিয়াদাসজী তাঁহাকে "যশোমতীসুত সেই শচীসুত গৌর ভয়ে" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

নাভাজী বিষ্ণুপুরীর গুণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নাম করেন নাই (পৃ. ৩৮৪)। বাঙ্গালা ভক্তমালেও বিষ্ণুপুরীর সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন :

জগন্নাথ ক্ষেত্রএ মাঝ বৈঠে মহাপ্রভুজু বে
চহুঁ ঘোর ভক্তভূপ ভীর অতি ছাই হৈ।
বোলে বিষ্ণুপুরী পুরী কাশী মধ্য রহৈ
জাতে জানিয়ত মোক্ষ চাহনীকী মন আইহৈ॥
লিখী প্রভু চিটী আপু মণিগণ মালা এক দিজিএ পঠাই
মোহি লাগতা সুহাই হৈ।
জানি লই বাত, নিধি ভাগবত রত্নাদাম দই পঠৈ
আদি ভুক্তি খোদিকৈ বহাই হৈ॥—পৃ. ৩৮৫

প্রিয়াদাসের টিপ্পনীকার সীতারামশরণ রূপকলাজী মহাপ্রভু অর্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুঝিয়াছেন। লালদাস মহাপ্রভু অর্থে জগন্নাথ বুঝিয়াছেন। হয়ত কবি-কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বিষ্ণুপুরীকে জয়ধর্ম্মের শিষ্যরূপে বর্ণিত দেখিয়া লালদাস ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে :

পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয়ে মহারঙ্গী।
শ্লেষ করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভঙ্গী॥
সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা।
ব্যঙ্গ কিছু পুরী প্রতি কহিতে কহিলা॥

জগন্নাথবিগ্রহ-সেবকদের দ্বারা বিষ্ণুপুরীকে ব্যঙ্গ করাইবেন ইহা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুপুরীকে পত্র লিখিবেন ইহাই বেশী-সম্ভব।

নাভাজীর গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে উৎকল-বাসীরা "গরুড়জী" বলিতেন, কেন-না তিনি জগন্নাথের অগ্রে গরুড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন (পৃ. ৫৫৭)। এই কথাটি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। প্রিয়াদাসজী বলেন যে দাসগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

ভক্তমালের মূল ও টীকায় রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নূতন সংবাদ নাই। প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে কবিকর্ণপূর গুঁসাই বৃন্দাবনে শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহার গায়ে যখন শ্রীরূপের নিঃশ্বাস পড়িতেছিল তখন মনে হইতেছিল যে আগুনের হল্‌কা দিতেছে। প্রেমবশেই শ্রীরূপের নিঃশ্বাসবায়ু এরূপ উত্তপ্ত হইয়াছিল (পৃ. ৬০০)।

প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে লোকনাথ গোস্বামী ভাগবতগান কীর্ত্তন করিতেন ও ভাগবত-পাঠককে প্রাণতুল্য মনে করিতেন (পৃ. ৬২৩)। ভূগর্ভ গোস্বামী বৃন্দাবনের গোবিন্দ-কুঞ্জে বাস করিতেন (পৃ. ৬২৩)। কাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা পাইয়া নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন ও গোবিন্দের সেবার অধিকার পাইয়াছিলেন (পৃ. ৬৪০)। প্রতাপরুদ্র-সম্বন্ধে প্রিয়াদাস লিখিয়াছেন যে রাজা যখন কিছুতেই শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইলেন না, তখন একদিন প্রভুর রথাগ্রে নৃত্যের সময় তিনি তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া বুকে ধরিলেন ও প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন করিলেন (পৃ. ৬৫৬)।

নাভাজী শুধু প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নাম করিয়াছেন। প্রিয়াদাস তাঁহাকে চৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত ও বৃন্দাবনবাসী বলিয়াছেন। প্রবোধানন্দের গ্রন্থ শুনিয়া "কোটি কোটি জন রঙ্গ পায়ো" (পৃ. ৮৯৯)।

কিন্তু বাঙ্গালা ভক্তমালে প্রবোধানন্দকে প্রকাশানন্দের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে ; যথা—

> প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
> প্রভুই প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥—পৃ. ৩০৭

প্রকাশানন্দ যদি প্রবোধানন্দ হইতেন তাহা হইলে সে কথা কবিকর্ণপূর,

বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি উল্লেখ করিতেন। বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেশব কাশ্মীরী ও বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই বাঙ্গালা ভক্তমালে ঐরূপ উক্তি স্থান পাইয়াছে।

লালদাসের ভক্তমাল

বাঙ্গালা ভক্তমাল হিন্দী ভক্তমালের কিয়দংশের মাত্র অনুবাদ। বাঙ্গালা ভক্তমালের লেখক কৃষ্ণদাস বা লালদাস। ঐ গ্রন্থকার ১৬৮৪ শকে বা ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে উপাসনাচন্দ্রামৃত রচনা করেন (উপাসনাচন্দ্রামৃত, পৃ. ১৯০)। তিনি নিজের গুরুপ্রণালী নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছেন—

গোপালভট্ট—শ্রীনিবাস আচার্য্য—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—তৎপত্নী গৌরাঙ্গ-বল্লভা—কিশোরী ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতী মঞ্জরী—নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তী—লালদাস (ঐ, পৃ. ২)।

লালদাস তৃতীয় মালায়, গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণের তত্ত্ব ও গুরুপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মূল ভক্তমালে নাই। তিনি হরিদাস বৈরাগী (পৃ. ১৭৭), গোবিন্দ কবিরাজ (পৃ. ২২৩), চান্দ রায় (পৃ. ২২৬), ভাইয়া দেবকীনন্দন (পৃ. ২২৭), রামচন্দ্র কবিরাজ ও পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনচরিত নিজে লিখিয়াছেন, উহা মূলে বা টীকায় নাই।

পাঞ্জাব, মূলতান ও গুজরাতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

মূল ভক্তমালে (পৃ. ৬৬২) গুঞ্জামালী নামে একজন বৃন্দাবনবাসী ভক্তের কথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভক্তমালে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নামে একজন পাঞ্জাবী ভক্তের কথা আছে। শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবনে গমন করেন তখন পাঞ্জাবী কৃষ্ণদাস তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করেন। প্রভু তাঁহাকে নিজের গলা হইতে গুঞ্জামালা প্রদান করেন ও তাঁহার নাম দেন গুঞ্জামালী।

কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী—

প্রথমে মূলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।
লোক নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥

চৈতন্য ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে ॥

মূলতান হইতে তিনি গুজরাতে যাইয়া "শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ তথায় প্রকাশ করিল।" গুজরাতে প্রভুর গাদি বড় গৌড়ীয়া নামে পরিচিত হয়। তারপর অদ্বৈত প্রভুর শাখাভুক্ত চক্রপাণি আর এক স্থানে সেবা প্রকাশ করেন এবং সেই গাদির নাম হয় ছোট গৌড়ীয়া। গুজরাত হইতে গুঞ্জামালী পাঞ্জাবে আসেন ও ওলম্বা গ্রামে সেবা প্রকাশ করেন। তথা হইতে সিন্ধু দেশে যাইয়া

হিন্দু ত যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত কৈলা ॥

তারপরে পাঞ্জাব মূলতান গুজরাত।
সুরত আদি দেশে প্রভু চৈতন্য ভকত ॥
ক্রমে ক্রমে দিল সব শ্রীচৈতন্য দায়।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয় ॥
কথোক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈত পরিবার হয়ে বহুতর ॥
তবে গুঞ্জামালী সর্ব্ব বিষয় তেজিয়া।
বৃন্দাবনে বাস কৈলা একাকী হইয়া ॥

কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের এই বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা কতদূর তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এরূপ একজন ভক্তের নাম ও প্রচার-কার্য্যের কথা কোন চরিতগ্রন্থ ও বৈষ্ণব-বন্দনায় না থাকা খুবই বিস্ময়ের কথা। তবে ইহাও ঠিক যে শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন চরিতগ্রন্থে অ-বাঙ্গালী ভক্তদের কথা খুব অল্পই আছে। গুঞ্জামালীর প্রচারকার্য্যবর্ণনায় লালদাস অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইলেও লইতে পারেন; কিন্তু এ কথা জোর করিয়া বলা চলে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাঙ্গালা ভক্তমাল লিখিত হয়, তখন মূলতান, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও গুজরাতে বহু ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ঐ গ্রন্থে এরূপ বিবরণ স্থান পাইত না।

সপ্তদশ অধ্যায়

সহজিয়াদের হাতে শ্রীচৈতন্য

প্রেমদাসের বংশীশিক্ষায় শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া যে প্রকারে রসরাজ-উপাসনা-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে সহজিয়াদের পরকীয়া-সাধন মাত্র একধাপ নীচে। সহজিয়াদের হাতে শ্রীচৈতন্যের পরকীয়া-সাধন বর্ণিত হইয়াছে। সহজিয়ারা এই অসম্ভব ব্যাপার কিরূপ প্রভাবের মধ্যে সম্ভব করিল তাহা বুঝিতে হইলে পরকীয়াবাদের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা প্রয়োজন।

পরকীয়াবাদের ইতিহাস

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় "বৌদ্ধগান ও দোঁহা"র ভূমিকায় বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত রূপ হইতে সহজিয়া পরকীয়াবাদের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন (বৌদ্ধগান ও দোঁহা, পৃ. ১৬)। পরকীয়াবাদের মূল সনাতনধর্ম্মের প্রাচীনতম যুগের গ্রন্থেও দেখা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"স য এবমেতদ্ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ বেদ, মিথুনীভবতি, মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা ; ন কাঞ্চন পরিহরেৎ ; তদ্‌ব্রতম্" (ছান্দোগ্য, দ্বিতীয় অ., ১৩ খণ্ড)। অর্থাৎ যিনি এই প্রকার পুরুষ-মিথুনে বামদেব্য সামকে নিহিত অবগত হইয়া আরাধনা করেন, তিনি নিরন্তর মিথুনীভাবে বিদ্যমান থাকেন। কখনও তাঁহার ঐ ভাবের বিচ্ছেদ ঘটে না এবং তাঁহার এ মিথুনীভাব হইতেই প্রজাসঞ্জাত হইয়া থাকে। তিনি পূর্ণ আঃয়ুসম্পন্ন হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন ; তাঁহার জীবন নিরন্তর সমুদ্ভাসিত থাকে ; প্রজাপালন কীর্ত্তিদ্বারা তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি পায় ; তিনি সমাজে মহান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন। সমাগমার্থিনী কোন নারী শয্যায় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করেন না।

আনন্দগিরি ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"যথোক্তোপাসনাবতো ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মাভাবো ব্রতত্বেন বিবক্ষিতত্বান্ন প্রতিষেধশাস্ত্রবিরোধাশঙ্কেতি ভাবঃ।" অর্থাৎ যথোক্তরূপে উপাসনাভাবে পরাঙ্গনাবিলাসে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ হয় না ;

এইজন্য উহাকে ব্রত বলা হইয়াছে। সেইজন্য কোন প্রতিষেধ শাস্ত্রের বিরোধ শঙ্কা করিবে না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় "বৌদ্ধধর্ম্ম ও সহজযান" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা "অদ্বয়সিদ্ধি" নামে এক বই লেখেন। "এই গ্রন্থের সারমর্ম্ম এই যে দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ সেই আনন্দ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই আসল আনন্দ। যোষিৎ-সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই" (নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২২, পৃ. ১৭৬-৭৮)।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে[১] বোপদেব "মুক্তাফলে" "কামাদ্ গোপ্য" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতি-ভাবের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি মুগ্ধবোধের "কারক-সূত্রে" "সংদানোভেঽধর্ম্মে নিত্যম্" বলিয়া গোপী-প্রেমকে অধর্ম্ম ও লক্ষ্মীর প্রেমকে ধর্ম্ম বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সনাতন গোস্বামী ভাগবতের বৃহৎতোষিণী টীকায় (১০।৪৭।৬৯ ও ৬১) রাধাকৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় স্বকীয়াত্ব ও প্রকট লীলায় পরকীয়াত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ললিতমাধব নাটকে লিখিয়াছেন—"গোবর্দ্ধনাদি-গোপৈশ্চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিনামুদ্বাহো মায়য়ৈব নির্ব্বাহিতঃ।" ইহাতে শ্রীরূপকে স্বকীয়াবাদী বলিয়াই মনে হয়। তবে স্তবমালার কোন কোন স্তবে পরকীয়ার ইঙ্গিত আছে।[২] শ্রীজীব গোস্বামী নিত্যলীলায় স্বকীয়াত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি গোপালচম্পূতে বলিয়াছেন—"বহির্দৃষ্ট্যা তত্র ক্বচিদুপপতিত্বং প্রতীয়তে শশ্বদন্তর্দৃষ্ট্যা তু পতিত্বমেবানুভূয়তে" (পূর্ব্বচম্পূ, ১৫।৪৯)। তিনি শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন।

১ বোপদেব হেমাদ্রির আদেশে "হরিলীলা" ও "মুক্তাফল" রচনা করেন। হেমাদ্রি দেবগিরির রাজা মহাদেবের (১২৬০-১২৭১) ও রামদেবের (১২৭১-১৩০২ খ্রী. অ.) শ্রীকরণাধিপ ছিলেন।

২ রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ডা. দে-সম্পাদিত পদ্যাবলীর সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে "পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ" বাক্যদ্বারা পরকীয়াবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন (Indian Culture, Vol. II, No. 2, p. 383)।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী চরম পরকীয়াবাদী। তিনি উজ্জ্বলনীলমণির "লঘুত্বমত্র" শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবের স্বকীয়াবাদের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিয়াছেন।

তারপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত দুইখানি দলিল হইতে দেখা যায় যে পরকীয়াবাদ বাঙ্গালায় বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রথম দলিলে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩০৬, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৯৭-৩০৭) দেখা যায় যে আগম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ভাগবত, হরিবংশ ও গোস্বামী শাস্ত্রের মতে পরকীয়াবাদই স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথম দলিলের তারিখ বঙ্গাব্দ ১১২৫; দ্বিতীয় দলিলের তারিখ বঙ্গাব্দ ১১৩৮ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৮-১০)। দুইখানি দলিলের ভাষা ও বর্ণিতব্য বিষয়ের পার্থক্য দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় যে পরকীয়াবাদের বিচারের কথা ঐতিহাসিক ঘটনা নহে—ঐ দুই দলিল পরকীয়াবাদীরা জাল করিয়া প্রচার করিয়াছিল। যাহা হউক, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (১১০৩ বঙ্গাব্দে) ভাগবতের টীকা লিখিতেছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরকীয়াবাদ বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।

সহজিয়ারা গুরুপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলেন যে স্বরূপ-দামোদর-কর্ত্তৃক তাঁহাদের মত স্থাপিত হয়। স্বরূপ-দামোদর হইতে শ্রীরূপ, শ্রীরূপ হইতে রঘুনাথদাস, এবং রঘুনাথ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই মত প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" প্রভৃতি গ্রন্থে সহজিয়াবাদের যথার্থ ভিত্তি স্থাপন করেন।[১] তিনি বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, রায় রামানন্দ প্রভৃতিকে পরকীয়াসাধনে রত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও শ্রীরূপ ও শ্রীচৈতন্যে পরকীয়াসাধন আরোপ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

শ্রীচৈতন্যে পরকীয়াসাধন আরোপ

মুকুন্দের পরবর্ত্তী সহজিয়াগণ কাহাকেও রেহাই দেন নাই। "রসভাব প্রাপ্ত" গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় লীলাশুকের সহিত চিন্তামণির, চণ্ডীদাসের সহিত তারা ও রজকিনীর, বিদ্যাপতির সহিত লছমীর, জয়দেবের সহিত পদ্মাবতীর

১ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের মতে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম যুগের চারখানি গ্রন্থের নাম—আগমসার, আনন্দভৈরব, অমৃতরত্নাবলী ও অমৃতরসাবলী (পৃ. ১৮০)।

ভগিনী রোহিণীর অবৈধ সম্বন্ধের কথা লিখিত হইয়াছে। "গ্রন্থকর্ত্তা আরও বলেন মীরাবাঈ রূপ গোস্বামীকে ভর্ত্তা করেন, এবং ক্রমে ছয় মহাশয়ের অর্থাৎ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস,—এই ছয় গোস্বামীর আশ্রয় ও গুরু হইয়াছিলেন" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, শিবচন্দ্র শীলের "সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ, ১৩২৬, ৩ সংখ্যা, পৃ. ১৪৫)।

ঐ গ্রন্থে আরও আছে—

থাকুক অন্যের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।
স্ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শন তিঁহো না করেন কভু ॥

বাহ্যেতে প্রকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়।
বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয় ॥

সহজিয়াদের "চৈতন্যপ্রেমতত্ত্ব-নিরূপণ" পুথিতে আছে—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান্।
যার গৃহে শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বানুসন্ধান ॥
ষাটি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদাই বিহরে ॥

কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্যের আহারের পরিমাণ দেখিয়া বক্রোক্তি করিলে সার্ব্বভৌম-পত্নী বলিয়াছিলেন যে ষাটী বিধবা হউক (চৈ. চ., মধ্য, ১৫)। এক বাউল আমাকে বলেন যে এই গালির মধ্যে গূঢ়তত্ত্ব আছে। অমোঘ নাকি শ্রীচৈতন্যের সহিত ষাটীর সম্বন্ধ দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া সার্ব্বভৌম-পত্নী ঐরূপ গালি দিয়া শ্রীচৈতন্যের পরকীয়াসাধনের পথ নিষ্কণ্টক করিতে চাহিয়াছিলেন। গোপনে গোপনে এইরূপ সমাজ-ধ্বংসকর মতবাদ প্রচার হয়। তাহা প্রকাশ করিয়া উহার অসারতা ও অসম্ভবতা দেখাইয়া দিলে অনেক নরনারী রক্ষা পাইবে মনে করিয়া এ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।*

* সম্প্রতি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য "বাংলার বাউল ও বাউল গান" গ্রন্থে (৪৫ পৃষ্ঠায়) এই কথা লিখিয়াছেন।

কিশোরীভজা দল

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে "কিশোরীভজা" দলের পরকীয়াসাধন কিভাবে চলে তাহার একটু বিবরণ দিতেছি। কিশোরীভজারা মাঝে মাঝে রাত্রিকালে নিজ নিজ স্ত্রী বা নায়িকা-সহ এক এক স্থানে মিলিত হয়। জাতিভেদ না মানিয়া একসঙ্গে ভোজন করে, এ উহার মুখে প্রসাদ দেয় ও নিম্নলিখিত গানটি গায়—

কিশোরী চরণে গয়া গঙ্গা কাশী।
বৃথা পিণ্ডদান বৃথা একাদশী।
কর আত্মারই মিলন অজপা উদ্দেশি ॥
আমি তুমি ভেদ না কর কখন।
অধরে অধর করিয়া মিলন।
অধরামৃত রস কর আস্বাদন ॥
প্রেমভরে কর গাঢ় আলিঙ্গন।
দেখ যেন শশী না হয় পতন ॥

—"ভক্তিপ্রভা" পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৮।৯ সংখ্যা

আধুনিক সহজিয়া

নিজেদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ আজও চলিতেছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডের বিশ্বম্ভর বাবাজী নামক একব্যক্তি "রসরাজ গৌরাঙ্গ-স্বভাব" নামক একখানি পয়ারের বই লেখেন। তাহাতে গদাধরের সহিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা এমন ভাষাতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে তাহা পড়িলেই মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সমলৈঙ্গিক লিপ্সা ও ব্যবহার ছিল। আমি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ঐ পুস্তকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করি,[১] এবং কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের ও তদানীন্তন পাব্লিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর সহায়তায় ঐ ছাপা বইয়ের সমস্ত খণ্ড নষ্ট করিয়া দেওয়াই।

১ "মাধুকরী" মাসিক পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩২ সাল, শ্রাবণ মাসের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমার প্রচারের বিবরণ আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদিযুগ-সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্ব্বে ভক্তগোষ্ঠী

ঐতিহাসিকদের নিকট বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নহে। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদ আস্বাদনের জন্য বাঙ্গালা দেশ বহুশতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। দামোদরপুরের চতুর্থ লিপি হইতে জানা যায় যে ৪৪৭-৪৮ খ্রী. অ. গোবিন্দ স্বামীর মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমি দান করা হইয়াছিল (*Ep. Indi.*, Vol. XV, p. 133 ; Vol. XVII, pp. 193, 345)। পাহাড়পুরের খননকালে যে যুগলমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন (R. D. Banerjee, *The Age of the Imperial Guptas*, p. 121)।

বিক্রমপুরের শ্যামল বর্ম্মণের পুত্র ভোজ বর্ম্মণ বেলাবা তাম্রলিপিতে "গোপীশত-কেলিকারঃ" শ্রীকৃষ্ণের কথা লিখিয়াছেন। পালরাজগণের রাজত্বকালের অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেকগুলি রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গৃহে ও কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"Throughout the length of the dominions of the Palas, *i.e.*, throughout the modern provinces of Bengal and Behar and part of the U. P., images of the various forms of Vishnu have been found in very large numbers. In fact, they outnumber any other class of images that have been found. (*Eastern Indian School of Mediæval Sculpture*, p. 101)।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনাকালে উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও স্বয়ং সম্রাট্ লক্ষ্মণ সেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা করিয়া অনেক ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধরদাস "সদুক্তিকর্ণামৃতে" বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগ্রহ করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশে প্রাক্‌চৈতন্য-যুগের প্রেমধর্ম্ম আলোচনার ইতিহাস অবগত ছিলেন। তিনি "পদ্যাবলী"তে লক্ষ্মণ সেন, উমাপতি ধর প্রভৃতির শ্লোক সঙ্কলন করিয়াছেন। ইতিহাস জানিয়াও তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিরত্ন প্রকাশ করিলেন, তাহা বেদে, উপনিষদে বা ভগবানের অন্য কোন পূর্ব্বাবতারে প্রচারিত হয় নাই (স্তবমালা, তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় শ্লোক)। শ্রীরূপ গোস্বামীর ন্যায় সূক্ষ্মভাবদর্শী ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারের মধ্যে এমন কিছু অভিনব ভাব দর্শন করিয়াছিলেন যাহার জন্য ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেমধর্ম্মের আদি প্রচারক বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাধবেন্দ্র পুরীর নিম্নলিখিত তেরজন শিষ্যের নাম করা হইয়াছে—ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ, সুখানন্দ পুরী, অদ্বৈত, রঙ্গ পুরী ও রামচন্দ্র পুরী (১।৯।৯-১২, ২।৪।১০৯-১০, ২।৯।২৫৮, ৩।৮।১৯)। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই তেরজন ছাড়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে (৫৬) মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলা হইয়াছে। জয়ানন্দ মাধবেন্দ্রের আর চারজন শিষ্যের নাম করিয়াছেন; যথা—রঘুনাথ পুরী, অনন্ত পুরী, অমর পুরী, গোপাল পুরী (পৃ. ৩৪)। শ্রীজীব বৈষ্ণব-বন্দনায় নিত্যানন্দের গুরু সঙ্কর্ষণ পুরীকে মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলিয়াছেন (২৯০)। তাহা হইলে মাধবেন্দ্র পুরীর ১৯ জন শিষ্যের নাম পাওয়া গেল। শ্রীজীব বলেন

মাধবেন্দ্রস্য বহবঃ শিষ্যাধরণি-বিস্তৃতাঃ।—পৃ. ২৮৯

উক্ত ১৯ জন শিষ্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সহিত ঈশ্বর পুরীর গয়ায় বা জয়ানন্দের মতে রাজগীরে, পরমানন্দ পুরীর সহিত ঋষভ পর্ব্বতে (মাদুরা জেলায়) (চৈ. চ., ২।৯।১৫২), এবং পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ঢারপুরে (শোলাপুর জেলা) শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত (চৈ. চ., ২।৯।২৫৮) দেখা হইয়াছিল। বিষ্ণু পুরী ও পরমানন্দ পুরীর ত্রিহুতে জন্ম। অদ্বৈতের শ্রীহট্টে এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চট্টগ্রামে জন্ম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পরমানন্দ পুরী, পশ্চিম প্রান্তে শ্রীরঙ্গ পুরী, পূর্ব্ব প্রান্তে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও অদ্বৈত এবং উত্তর ভারতে ঈশ্বর পুরী মাধবেন্দ্র-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার

করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যও নিশ্চয়ই বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছিলেন। মাধবেন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যদল শ্রীচৈতন্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর মিশ্রের গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জনের নাম জানা যায়। মুরারি গুপ্তের কড়চায় (১।৪) মাধবেন্দ্র পুরী, অদ্বৈত, চন্দ্রশেখর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, নিত্যানন্দ, ঈশ্বর পুরী ও শুক্লাম্বরের নাম; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১।১৮) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব, নৃসিংহ, দেবানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীকান্ত, শ্রীপতি, শ্রীরাম নামক শ্রীবাসের তিন ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে

নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস॥
.... —১।২।২৮

সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর॥ —২।১।১৪২

রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর বাপের সঙ্গী জন্ম একগ্রাম॥
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণ পদ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ জীব যদুনাথ কবিচন্দ্র॥ —২।১।১৫১

শেখরের পদ হইতে জানা যায় যে নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে ব্রজরস গান করিয়াছিলেন (গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ. ৩০২)। এতদ্ব্যতীত কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু গুণরাজখান শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে ভাগবতের আলোচনা বিরল ছিল না। দেবানন্দ পণ্ডিত, রত্নগর্ভ

আচার্য্য, মালাধর বসু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পঠনপাঠন করিতেন। কিন্তু খুব সম্ভব মাধবেন্দ্র পুরীর ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রচারের ফলেই এই ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাস বিশ্বম্ভরের ভাবাবেশের পূর্ব্বে যে-সকল ভক্তের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উপরই মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২।৯) হইতে জানা যায় যে মাধবেন্দ্র শ্রীরঙ্গ পুরীর সহিত একবার নবদ্বীপে আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য্য, হিরণ্য ও জগদীশ, নবদ্বীপনিবাসী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গঙ্গাদাস এবং সদাশিব পণ্ডিত মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট হইতে প্রেমধর্ম্ম পাইয়া থাকিবেন। ঈশ্বর পুরী কুমারহট্টের লোক ; শ্রীমান পণ্ডিতের বাড়ীও কুমারহট্টে। কুমারহট্ট হইতে হুগলি জেলার আক্না বেশী দূর নহে। জয়কৃষ্ণের মতে

আক্নায় গড়ুর আচার্য্য সভে কহে।
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিত হো তাহে॥

ঈশ্বর পুরীর প্রভাবে গরুড়, পণ্ডিত, বক্রেশ্বর প্রভৃতির বৈষ্ণব হওয়া অসম্ভব নহে। বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম মেমারী ষ্টেশনের নিকটে সুতরাং কুমারহট্টের নিকটে। ঈশ্বর পুরীর প্রভাব কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর উপর যে পড়ে নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ পশ্চিম বঙ্গীয় ভক্তদের উপর মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর প্রভাব সম্ভাবনামূলক হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তদের উপর ঐ প্রভাব স্পষ্ট। অদ্বৈত শ্রীহট্টের লোক এবং মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাসেরা চার ভাই এবং চন্দ্রশেখরও শ্রীহট্টিয়া। অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য এবং নবদ্বীপে তাঁহারই সভায় বা বাড়ীতে উক্ত ভক্তগণ মিলিত হইয়া কীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ করিতেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার চক্রশাল গ্রামে। বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ দত্ত ঐ গ্রামের লোক। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে গৌড়দেশে অবস্থিত ভক্তগণের মধ্যে নিজের গুরুবর্গ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর ব্যতীত কেবল মাত্র বাসুদেব

দত্তাদি তিন ভাইকে বন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত নবদ্বীপের টোলে পড়িতেন। মুকুন্দ নিমাইয়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেন। ইহা

দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥—চৈ. ভা., ১।৭।৭৮

ঐ গোবিন্দ গোবিন্দ দত্ত; কেন-না, এক ভাইয়ের কথা অন্য ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করাই সম্ভব। তাহা হইলে গোবিন্দ দত্তও নবদ্বীপে থাকিতেন জানা গেল। মুকুন্দ অদ্বৈতের সভাতে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মাঝে মাঝে নবদ্বীপ আসিতেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের বন্ধু ছিলেন। কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় মাধব মিশ্রকে "তৎপ্রকাশবিশেষ" বলিয়াছেন (৫৭)। গদাধরের আবাল্য ভক্তি পিতার সংসর্গ-জাত।

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্ব্বে যে-সকল ভক্ত কৃষ্ণকথা আলোচনায় রত ছিলেন তাঁহাদের অবিকাংশের উপরই মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গেল। এইজন্যই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (১।৬।৬৯) আছে—

ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার॥

শ্রীজীব গোস্বামীও এইজন্য বৈষ্ণব-বন্দনার শেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে "মাধব-সম্প্রদায়" বলিয়াছেন; যথা—

এতদ্বৈষ্ণব-বন্দনং সুখকরং সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদং।
শ্রীমন্মাধব-সম্প্রদায়-গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদম্॥

শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়-নির্ণয়

মাধবেন্দ্র পুরী তথা শ্রীচৈতন্য কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। ডা. সুশীলকুমার দে "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় ও বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রথমে ও "প্রমেয় রত্নাবলী"তে শ্রীচৈতন্যকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তরূপে বর্ণিত দেখিয়া লিখিয়াছেন—

"Barring the two passages referred to above, there is no evidence anywhere in the standard works of Bengal Vaisnavism that Madhavendra Puri or his disciple Isvara Puri, who influenced the early religious inclinations of Caitanya, were in fact Madhva ascetics (Festschrift Moriz Winternitz, *Pre-Caitanya Vaisnavism in Bengal*, p. 200).

তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গুরুপ্রণালীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"This list is quoted with approval in the Bhaktiratnākara (18th century). It could not have been copied from Baladeva Vidyabhusana's list, but was probably derived from the same source."

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয়ও বলেন, "শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না" (শ্রীভাগবতসন্দর্ভের ভূমিকা)। সত্যেন্দ্রনাথ বসুও ডা. দের মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (বসুমতী, ১৩৪২, পৌষ, পৃ. ৪৫৩)।

আমি যে-সকল গ্রন্থে মাধবেন্দ্র পুরীর মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত থাকার কথা পাইয়াছি তাহা নিম্নে কালানুসারে সাজাইয়া দিতেছি।

১। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (২১-২৫) ১৫৭৬ খ্রী. অ.

২। গোপালগুরু-কৃত পদ্য (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৩১২-১৩ ধৃত)

৩। দেবকীনন্দন, বৃহৎ-বৈষ্ণব-বন্দনার পুথি

৪। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরগণস্বরূপ-তত্ত্বচন্দ্রিকার পুথি

৫। অনুরাগবল্লী (১৬৯৬ খ্রী. অ.) (পৃ. ৪৮-৪৯)

৬। ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৩০৮-১১)

৭। গোবিন্দভাষ্য

৮। প্রমেয়রত্নাবলী

৯। লালদাস-কৃত ভক্তমাল (পৃ. ২৬-২৭, বসুমতী সংস্করণ)। এইগুলি ছাড়া নাতি-প্রামাণিক "মুরলী-বিলাস" (পৃ. ৪১৭-১৯) ও "অদ্বৈতপ্রকাশে"ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কথা আছে। পূর্ব্বোক্ত নয়খানি গ্রন্থে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমোক্ত দুইটি গুরুপ্রণালীর শ্লোক বা তাহার অনুবাদ ধৃত হইয়াছে।

গোপালগুরুর পত্তের শেষে আছে :

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥

শ্রীচৈতন্যের নাম যে নিমানন্দ ছিল ইহা দেবকীনন্দন স্বীকার করেন নাই, সেইজন্য বৃহৎ-বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহার অনুবাদ দেন নাই। গোপালগুরুর পত্তে মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর "পুরী" উপাধি লিখিত হয় নাই—বলদেব বিদ্যাভূষণও সেই রীতি অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। গোপালগুরু বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য বলিয়া দেবকীনন্দনের "বৃহৎ-বৈষ্ণব-বন্দনায়" ও "ভক্তিরত্নাকরে" (পৃ. ৩১২) বর্ণিত হইয়াছেন। অমৃতলাল পাল "বক্রেশ্বর-চরিতে" গোপাল-গুরুকে পুরীর রাধাকান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। গোপালগুরু হইতে ১৩০৭ সাল পর্য্যন্ত ১৬ জন মহান্তের নামও তিনি দিয়াছেন। তিনি বলেন, "বৃন্দাবনের গোপালগুরুর শিষ্যেরা 'নিমাই সম্প্রদায়ী' এবং 'স্পষ্টদায়ীক' বলিয়া অভিহিত" (পৃ. ১১৭)। গোপালগুরুর কথা যে সহসা উড়াইয়া দেওয়া যায় না তাহা দেখা গেল।

উপরে লিখিত বিচার হইতে পাওয়া গেল যে শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট সমসাময়িক দুই ভক্ত—কবিকর্ণপূর ও গোপাল-গুরু—মাধবেন্দ্র পুরীকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১] কিন্তু অমরচন্দ্র রায় (উদ্বোধন, ৩৩৬ চৈত্র, পৃ. ১৩৬-৪৮; ১৩৩৭ বৈশাখ, পৃ. ২৪৪-৫৩), ডা. সুশীলকুমার দে ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গুরুপ্রণালীর সহিত ও ঐতিহাসিকভাবে নির্ণীত কালের সহিত কবিকর্ণপূরাদি-বর্ণিত গুরুপ্রণালীর মিল নাই। সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত উদীপি মঠের গুরুপ্রণালী ও কবিকর্ণপূর-প্রদত্ত প্রণালী পাশাপাশি সাজাইয়া বিচার করা যাউক।

১ শ্রীমান্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অচ্যুতানন্দ তাঁহার "ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান" নামক অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত গুরুপ্রণালী দিয়াছেন; যথা—মহানারায়ণ, নারায়ণ, ভগবান্, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, নারদ, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধবেন্দ্র পুরী, কৃষ্ণ ভারতী, চৈতন্য দেব, সারঙ্গ ঘোষ, শ্যাম ঘোষ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩; ২)।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার তালিকা	উদীপি-মঠে রক্ষিত তালিকা : মূল শাখা	উদীপি-মঠে রক্ষিত তালিকা : অন্য শাখা (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৪৭ ও বসুমতী ১৩৪২ পৌষ)
১। মধ্বাচার্য্য	১। মধ্ব ১০৪০ শক	
২। পদ্মনাভ	২। পদ্মনাভ ১১২০ শক	
৩। নরহরি	৩। নরহরি ১১২৭ শক	
৪। মাধব দ্বিজ	৪। মাধব ১১৩৬ শক	
৫। অক্ষোভ	৫। অক্ষোভ্য ১১৫৯ শক	
৬। জয়তীর্থ	৬। জয়তীর্থ ১১৩৭ শক	
৭। জ্ঞানসিন্ধু	৭। বিদ্যানিধি বা বিদ্যাধিরাজ ১১৯০ শক	
৮। মহানিধি	৮। কবীন্দ্র ১২৫৫ শক	রাজেন্দ্রতীর্থ
৯। বিদ্যানিধি	৯। বাগীশ ১২৬১ শক	বিজয়ধ্বজ
১০। রাজেন্দ্র	১০। রামচন্দ্র ১২৬৯ শক	পুরুষোত্তম
১১। জয়ধর্ম্ম	১১। বিদ্যানিধি ১২৯৮শক	সুব্রহ্মণ্য
১২। ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ	১২। রঘুনাথ ১৩৬৬ শক	ব্যাসরাজ বা ব্যাসরায়
১৩। ব্যাসতীর্থ	১৩। রঘুবর্ষ ১৪২৪ শক	
১৪। লক্ষ্মীপতি	১৪। রঘুত্তম ১৪৭১ শক	
১৫। মাধবেন্দ্র	১৫। বেদব্যাসতীর্থ ১৫১৭ শক	

রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয় "ন্যায়ামৃতের" গ্রন্থকারের সময় ১৪৪৬ হইতে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়া বলিয়াছেন যে তিনি "মতান্তরে ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উদীপির উত্তর বাড়ীর মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন" (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৪৭-৪৮)। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে ব্যাসরায় রঘুনাথের সমপর্য্যায়ের লোক। রঘুনাথের মঠাধিপ হওয়ার তারিখ ১৩৬৬ শক বা ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হওয়াই সম্ভব। যাঁহারা ব্যাসরায়ের তারিখ ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় রঘুত্তমের শিষ্য বেদব্যাসতীর্থের সহিত ব্রহ্মণ্যের

শিষ্য ব্যাসরায়কে অভিন্ন ভাবিয়াছেন। ন্যায়ামৃতে ব্যাসতীর্থ ব্রহ্মণ্যকেই গুরু বলিয়াছেন ; যথা—

সদা বিষ্ণুপদাসক্তং সেবে ব্রহ্মণ্য-ভাস্করম্।—১।৫

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা ২৩ বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে, অর্থাৎ ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে। ব্যাসতীর্থ যদি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরু হন, তাহা হইলে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের সহিত তাঁহার গুরু হওয়ার সময়ের ৬৩ বৎসর ব্যবধান পাওয়া যায়। ঐ ৬৩ বৎসরের মধ্যে ব্যাসতীর্থের নিকট লক্ষ্মীপতির, লক্ষ্মীপতির নিকট মাধবেন্দ্রের ও মাধবেন্দ্রের নিকট ঈশ্বর পুরীর দীক্ষা লওয়া অসম্ভব নহে ; কেন-না উদীপির মঠের তালিকায় দেখা যায় যে ১২৫৫ হইতে ১২৯৮ শক—এই ৪৩ বৎসরের মধ্যে চারজন গুরু হইয়াছেন।

কবিকর্ণপূরের তালিকার সহিত উদীপির মঠের তালিকার ষষ্ঠ গুরু জয়তীর্থ পর্য্যন্ত মিল আছে, তারপর মিল নাই। কিন্তু ঐ মঠেই রক্ষিত অন্য শাখা বলিয়া উল্লিখিত তালিকায় কবিকর্ণপূর-প্রদত্ত রাজেন্দ্র, পুরুষোত্তম, সুব্রহ্মণ্য, ব্যাসরায় নাম পাওয়া যায়। কেবল কবিকর্ণপূর-প্রদত্ত জয়ধর্ম্ম-স্থানে উহাতে বিজয়ধ্বজ নাম আছে। জয়ধর্ম্মের নামান্তর বিজয়ধ্বজ হওয়া অসম্ভব নহে। উদীপির তালিকার শাখান্তরে রাজেন্দ্রের গুরুর নাম বিদ্যানিধি আছে, কবিকর্ণপূরের মতেও রাজেন্দ্রের গুরু বিদ্যানিধি। কবিকর্ণপূরে জয়তীর্থের পর জ্ঞানসিন্ধু ও মহানিধি—এই দুইটি নাম পাওয়া যায়, উদীপির তালিকায় জয়তীর্থের পরই বিদ্যানিধি। ষোড়শ শতাব্দীর বইয়ে লেখা তালিকার সহিত যদি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রক্ষিত কোন মঠে লেখা তালিকার এই সামান্য গরমিল দেখা যায়, তাহা হইলে ষোড়শ শতাব্দীর বইকে ভুল বলা সঙ্গত হয় না ; কেন-না কোন কারণবশতঃ মঠের তালিকায় জ্ঞানসিন্ধু ও মহানিধির নাম বাদ পড়িতে পারে।

মঠের তালিকায় লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর নাম নাই। তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ হয়ত লক্ষ্মীপতি মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু মঠাধীশ হন নাই—মঠে শুধু মঠাধীশদেরই নাম আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে কবিকর্ণপূর মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিলেও, মাধবেন্দ্রকে প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। মাধবেন্দ্র বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহীদের লইয়া এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার নাম ও তাঁহার গুরু লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্বগুরুপ্রণালী হইতে পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভব। প্রবোধানন্দ তাঁহার প্রশিষ্য হিত হরিবংশকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে দেওয়া হয় নাই, তেমনি মাধবেন্দ্রের গুরু বলিয়া লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতে কাটিয়া দেওয়া বিচিত্র নহে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "যাহা হউক, মধুসূদনের অদ্বৈত-সিদ্ধি-রচনার পূর্ব্বে যখন ব্যাসরাজের 'ন্যায়ামৃত' লিখিত হয় এবং মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি-রচনা শেষ হইলে যখন ব্যাসরাজ নিজে বার্দ্ধক্যহেতু অসমর্থ বলিয়া তাঁহার শিষ্য ব্যাসরাজকে[১] ঐ গ্রন্থ খণ্ডন করিবার অনুমতি প্রদান করেন, তখন ব্যাসরাজ যে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরও বহুকাল জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।" সত্যেন্দ্রবাবু এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের অদ্বৈত-সিদ্ধির ভূমিকা হইতে লওয়া। ঘোষ মহাশয়ের লিখিত মধুসূদন সরস্বতীর জীবনী যে কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ১১৬)। ঐ-সকল কিংবদন্তী যে পরস্পর-বিরোধী তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। ঘোষ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে মধুসূদন সরস্বতীর জন্ম ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত সময় (ঐ, পৃ. ১২৬)। কিন্তু ১৩২-১৩৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মধুসূদন "নবদ্বীপে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে" শুনিয়া নবদ্বীপে গমন করেন। শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যান। ১৫২৫+১২=১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন মধুসূদন নবদ্বীপে যান বলিয়া প্রবাদ, তখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে। সত্যেনবাবু "মধুসূদনের জন্ম সময় ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার ২।১ বৎসর পূর্ব্বে" নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত প্রবাদের সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম ধরিলেও, তাঁহার বার বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদর্শনে আসা সম্ভব হয়

১ এইখানে "বসুমতী"র মুদ্রাকর-প্রমাদ দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে গুরুর নাম ব্যাসরাজ বা ব্যাসরায়, শিষ্যের নাম ব্যাসরাম (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ১৬৭)।

না। শ্রীচৈতন্য তখন নীলাচলে গম্ভীরার মধ্যে প্রেমাবেশে মত্ত ছিলেন এ কথা বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানিতেন, আর মধুসূদন কি জানিতেন না? এইজন্য বলিতে হয় যে সামান্য প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর লেখক কবিকর্ণপূর ও গোপালগুরুকে ভ্রান্ত মনে করা সুবিবেচনার কাজ নহে। পরন্তু "অদ্বৈতসিদ্ধি"র ভূমিকায় ঘোষ মহাশয় যে-সব তারিখ দিয়াছেন, তাহা নির্ভুল নহে। তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ৪১) যে বল্লভাচার্য্য ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। কিন্তু বল্লভাচার্য্য প্রকৃতপক্ষে ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন (Z. D. M. G., 1934, p. 268)।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবিকর্ণপূর ও গোপালগুরুর মত সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কিন্তু পুরী-উপাধিযুক্ত মাধবেন্দ্র কি করিয়া তীর্থ-উপাধিধারী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন তাহাও বুঝা কঠিন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সকল পুরী-ভারতীই শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন না। অনেক গৃহী ব্যক্তির উপাধিও পুরী, ভারতী প্রভৃতি ছিল; যথা অসমীয়া শঙ্করদেবের বংশপরিচয়ে দেখা যায় গন্ধর্ব্ব গিরির পুত্র রাম গিরি, রাম গিরির পুত্র হেম গিরি, তাঁহার পুত্র হরিহর গিরি প্রভৃতি (লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া-কৃত "শঙ্করদেব", পৃ. ৯)। শান্তিপুরের অদ্বৈত-বংশীয় গোস্বামীরা অদ্বৈতের পূর্ব্বপুরুষদের যে পরিচয় দেন, তাহাতে পাওয়া যায় জটাধর ভারতীর পুত্র বাণীকান্ত সরস্বতী, তৎপুত্র সাকুতিনাথ পুরী (Dacca Review, March, 1913)। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে আছে—

> জ্ঞাত-তত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতিঃ।
> পরব্রহ্মপদে নিত্যং পুরি-নামা স উচ্যতে॥

এই হিসাবে যে-কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধি পুরী হইতে পারে।

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে মাধবেন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় কয়েকবার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হয়ত প্রথমে তিনি পুরী-সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসী হন, তারপর অদ্বৈতবাদে বীতশ্রদ্ধ হইয়া চরম দ্বৈতবাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যেরূপ খ্রীষ্টান হইয়াও নূতন নামে পরিচিত হন নাই, সেইরূপ মাধবেন্দ্র পুরী-উপাধিতেই পরিচিত রহিয়া গেলেন। পরে মাধ্ব-সম্প্রদায়েও প্রেমধর্ম্মের যথেষ্ট স্ফুরণ না দেখিয়া নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করেন।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে সাধ্য-সাধন-বিষয়ে মিল নাই তাহা ১৩৩৫ সালে কটকের রাসবিহারী মঠের অধ্যক্ষ রাধাকৃষ্ণ বসু প্রমাণ করিয়া দেখান (বীরভূমি, ১৩৩৫ সাল, ৯।৪, পৃ. ১৮৮-৮৯)। এইরূপ অমিল দেখিয়াই কবিকর্ণপূর মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিয়া তন্মধ্যেই মাধবেন্দ্রকে নূতন-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন।

শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেন না যে শ্রীচৈতন্য মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত। শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যকে "স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈবং" বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত উদীপির মাধ্ব-সম্প্রদায়ী-দিগের বিচার বর্ণনা করিয়াছেন (২।৯।২৪৯-৫১)। তিনি মাধ্বগুরুর মুখ দিয়া সাধ্য-সম্বন্ধে বলাইয়াছেন, "পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন" (২।৯।২৩৯)। তিনি ১।৩।১৬ পয়ারে লিখিয়াছেন—

> সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
> সাযুজ্য না লয় ভক্ত, যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥

মাধ্ব-মতে সার্ষ্টির অর্থ ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও সাযুজ্য অর্থে ব্রহ্ম-ঐক্য নহে। পদ্মনাভ "মাধ্বসিদ্ধান্তসারে" "তদুক্তং ভাষ্যে" বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক তুলিয়াছেন—

> মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগলেশতঃ ক্বচিৎ।
> বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন॥

অর্থাৎ "মুক্তপুরুষেরা পরমপুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারে না।" ডক্টর ঘাটে *The Vedanta* নামক গ্রন্থে (Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1926) মাধ্ব-মতের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"Even in Moksa, Jiva cannot be one with Brahma. Bhoktṛ, Bhogya and Niamaka are eternally distinct and equally real." উদীপি মঠের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু যে নিজের সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রধান কথাই জানিতেন না এ কথা কল্পনা করা অসম্ভব। সেইজন্য সন্দেহ হয় যে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুর বিচারটি যথাযথভাবে লেখেন নাই।

মাধবেন্দ্র পুরী হয়তো মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য অন্ততঃ কিছুকালের জন্য করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে কবিকর্ণপূর ও গোপালগুরুর ন্যায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লোক ঐরূপ কথা লিখিতে পারেন না—লিখিলেও বৈষ্ণব-সমাজ উহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। কিন্তু এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ভক্তিরত্নাকর রচিত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ গুরুপ্রণালী ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীজীব কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে মাধবেন্দ্রের সঙ্গে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু মাধবেন্দ্রের প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের সহিত মাধ্ব-মতের গুরুতর পার্থক্য দেখিয়াই তিনি বৈষ্ণব-বন্দনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে মাধব-সম্প্রদায় বলিয়াছেন। এই মত খুবই সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণা

(ক) ঈশ্বর-ভাবে আবেশ

মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায় যে শৈশবকাল হইতেই মাঝে মাঝে বিশ্বম্ভরের অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পাইত এবং তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া নানারূপ উপদেশ দিতেন। মুরারি গুপ্ত এইরূপ ঘটনার কারণ-নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলেন—

> জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি।
> হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ॥
> তস্যানুকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎপরাক্রমঃ॥
> ভক্তদেহে ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়ঃ॥—১।৮।২-৩

পরবর্ত্তী কোন চরিতকার মুরারি গুপ্তের ন্যায় যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান নাই। কবিকর্ণপূর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত মুরারিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিলেও উদ্ধৃত বাক্যের প্রতিধ্বনি করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পরবর্ত্তী ভক্তদের নিকট জন্মকাল হইতেই শ্রীচৈতন্য ঈশ্বররূপে. প্রতিভাত হইয়াছেন।

চরিতগ্রন্থগুলির এবং পদাবলীর তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সমবেতভাবে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হয়েন নাই। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, দিগ্বিজয়ী প্রভৃতি বিদেশী লোক

নবদ্বীপে আসিয়া বিশ্বম্ভরের ঈশ্বরত্বের প্রমাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি একথাও লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভরের পাণ্ডিত্য দেখিয়া নবদ্বীপের ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন—

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজেন সভে এই দুঃখ পাই ॥—১।৮।৮৩

শ্রীবাস নিমাইকে বলেন—

কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও।
রাত্রি দিন নিরবধি কেন বা পড়াও ॥—১।৮।৯১

তেইশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিশ্বম্ভরের ভগবত্তা স্বীকৃত হওয়ার বা ভক্ত হওয়ার কোন প্রমাণ মুরারি গুপ্ত দেন নাই। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের এই দুইটি বর্ণনা যথার্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরই বিশ্বম্ভরের ভক্তজনোচিত ব্যবহার ও ঈশ্বররূপে আবেশ দেখা যায়। বাসুঘোষের পদে ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বিশ্বম্ভরকে বাল্যকাল হইতে ভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এরূপ বর্ণনা কি ইতিহাসের দিক্ দিয়া, কি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া সম্ভব মনে হয় না।

গয়ায় ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর বিশ্বম্ভর সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া গেলেন। নবদ্বীপের ভক্তগোষ্ঠী দেখিলেন উদ্ধতের শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত—

ক্বচিচ্ছ্রুত্বা হরের্নাম গীতং বা বিহ্বলঃ ক্ষিতৌ।
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্।
সন্নকণ্ঠঃ ক্বচিৎ কম্পরোমাঞ্চিত-তনুর্ভৃশম্ ॥
—মুরারি, ২।১২।২৫-২৬

ভক্তগোষ্ঠী বিশ্বম্ভরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। শ্রীবাসের গৃহে মহানন্দে নৃত্যগীত চলিতে লাগিল। মুরারি গুপ্তের কড়চাকে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করেন। ঘটনাটি এই—একদিন বিশ্বম্ভর স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাতিবিহ্বলভাবে আক্ষেপ

করিতেছেন—"হরিতে আমার মতি হইবে কিরূপে?" তাহা শুনিয়া দেবী (বিষ্ণুপ্রিয়া) বলিলেন—

হরেরংশমবেহি ত্বমাত্মানং পৃথিবীতলে।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে।
খেদং মা কুরু যজ্ঞোঽয়ং কীর্ত্তনাখ্যঃ ক্ষিতৌ কলৌ।
তৎপ্রসাদাৎ সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
এবং শ্রুত্বা গিরং দেব্যা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ॥ ২।২।৮-১০

উদ্ধৃত অংশের ভাব লইয়া লোচন লিখিয়াছেন—

এককালে নিজঘরে আছে প্রেমভোরা।
রোদন করয়ে আঁখে সাত পাঁচ ধারা॥
কি করিব কোথা যাব কেমন উপায়।
শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন্ উপায়ে হয়॥
ইহা বলি রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে।
কাতর বচন শুনি সর্ব্বজন কান্দে॥
হেন কালে দৈববাণী উঠিল সাদরে।
আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভরে॥
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার।
নিজ করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন করি করিবে কীর্ত্তন।
খেদ দূর করি কার্য্য করহ আপন॥

এতেক বচন যবে দেবমুখে শুনি।
অন্তর হরিষ কিছু না কহিলা বাণী॥—মধ্য, পৃ. ৩-৪

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর মুরারি গুপ্ত লিখিতেছেন যে একদিন বিশ্বম্ভর বরাহ-ভাবের আবেশে তাঁহার দেবগৃহে প্রবেশ করেন এবং ঈশ্বরভাবে মুরারিকে উপদেশ দেন। ইহার পরে তিনি প্রায়ই ঈশ্বরভাবে আবিষ্ট হইতেন; যথা—

ক্বচিদীশভাবেন ভৃত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্।

—মু., ২।৪।৪ ; মহাকাব্য, ৬।২৬

অদ্বৈতের গৃহে যাইয়াও ঐরূপ ভাবাবেশ হইয়াছিল—

স্বয়ং শান্তিপুরং গত্বা দৃষ্টাদ্বৈত-মহেশ্বরম্।
ঐশ্বর্য্যং কথয়ন্ কৃষ্ণপূর্ণাবেশো বভূব হ ॥—মু., ২।৫।১৪

এইরূপ অপূর্ব্ব ও অলৌকিক আবেশ দেখিয়া ভক্তদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে বিশ্বম্ভর স্বয়ং ভগবান্। ভক্তগণসহ বিশ্বম্ভরের আনন্দলীলার কথা নবদ্বীপের অনতিদূরের কুলাইয়ের বাসুঘোষাদি তিন ভাইয়ের, শ্রীখণ্ডের নরহরি, রঘুনন্দনের, অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের, কুমারহট্টের জগদানন্দের, কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু প্রভৃতির, খানাকুলের অভিরামদাসের কাণে এই সময়েই পৌছিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার পূর্ব্বে কোন ঘটনা-উপলক্ষে কোন পদে বা চরিতগ্রন্থে ইঁহাদের নাম নাই। ইঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমনের কিছু দিন পূর্ব্বে বা পরে আসিয়া বিশ্বম্ভরের সহিত মিলিত হইলেন। ভক্ত-গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(খ) ভক্তগণ-কর্ত্তৃক ঈশ্বররূপে পূজা

নিত্যানন্দ প্রভু ভারতের প্রায় সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এবং বহু সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। তাঁহার বহুবিধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা বুঝিলেন যে বিশ্বম্ভরের মধ্যে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা কোথাও মেলে না। তিনি বিশ্বম্ভরের ষড়্ভুজ মূর্ত্তিও দেখিয়াছিলেন বলিয়া মুরারি গুপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন (২।৮।২৭)। ইহার পর শ্রীবাস পণ্ডিত অদ্বৈতকে শান্তিপুর হইতে ডাকিয়া আনিলেন। বিশ্বম্ভরের ঈশ্বরাবেশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি একদিন শ্রীবাসের দেবালয়ে সিংহাসনের উপর বসিলেন।

শ্রীবাস-দেবালয়-মধ্যগো হরি-
র্বরাসনস্থঃ সহসা ররাজ ॥—মু., ২।৯।১৮ ; মহাকাব্য, ৭।৩০

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু।
দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাতে লহু॥
দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছে সুখে।—লোচন, মধ্য, পৃ. ২১

আচার্য্যের আগমন জানিঞা আপনে।
ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে॥
প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন॥
আবেশিত-চিত প্রভু সভেই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥—চৈ. ভা, ২৬৷১৯৩

সেই দিন অদ্বৈত তাঁহাকে ভগবৎরূপে "তুলসীমঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ" (লোচন)। "চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসীমঞ্জরী। অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ উপরি॥" (চৈ. ভা., ২৷৬৷১৯৪ ; মুরারি, ২৷৯৷১৯-২৩ ; কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে ৭৷৩২-৩৫ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।)

এই ঘটনার পূর্ব্বে বিশ্বম্ভরকে পূজা করা হইয়াছে এরূপ কোন বিবরণ কোন প্রামাণিক পদে বা চরিতগ্রন্থে নাই। শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণার এই প্রথম পর্ব্ব।

(গ) ভক্তগণ-কর্ত্তৃক ঈশ্বররূপে অভিষেক

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণার দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতেছে মহাপ্রকাশাভিষেক। মুরারি ঐ ঘটনা সংক্ষেপে ও বৃন্দাবনদাস বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারি বলেন যে একদিন শ্রীবাসের গৃহে বিশ্বম্ভর নানারূপ ভাববিকার প্রকাশ করিয়া—

ররাজ সহসা দেবঃ সহস্রার্চ্চিঃসমপ্রভঃ।

তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

ইদং দেহং বিজানীহি সচ্চিদানন্দমুত্তমম্॥

তখন ভক্তগণ পুলকিত হইলেন। শ্রীবাস তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া পূজা করিলেন। নিত্যানন্দ ছত্র ধারণ করিলেন, গদাধর মুখে তাম্বূল দিলেন, কেহ কেহ চামর-ব্যজন করিতে লাগিলেন। সকল ভক্ত মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন-রসে মগ্ন হইলেন (মুরারি, ২।১২।১২-১৭; লোচন, মধ্য, পৃ. ৩৪)। এই অভিষেক-দিবসে বিশ্বম্ভরের ভাবাবেশ কতক্ষণ ছিল তাহা মুরারি বলেন নাই। বৃন্দাবনদাস বলেন যে প্রভু ঐ দিন সাত প্রহর ধরিয়া ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ঐ দিনের ঘটনার বৈশিষ্ট্য কবির ভাষায় বলিতেছি—

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্য ভাবে।
ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুন ভাগে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এদিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে—ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥

আজ্ঞা হৈল বোল মোর অভিষেক গীত।
শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত॥

এই সাতপ্রহরিয়া ভাবের দিন—

সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান॥—চৈ. ভা, ২।৯।২১৯

স্নানাভিষেক করার পর অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান পার্ষদগণ—

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে॥—চৈ. ভা., ২।৯।২২০

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (৫।৩৮-১২৫) অভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। কবি এখানে বলিয়াছেন যে প্রভুর ভাবাবেশ একাদশ প্রহর

ধরিয়া ছিল (৫।১১৪)। কবিকর্ণপূর একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে বিশ্বম্ভর শচীদেবীকে কৃপা করিয়া তাঁহার মস্তকে পাদ অর্পণ করিয়াছিলেন (৫।৮৮); এবং শচী কৃপা পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে ভাবাবেশ অষ্টাদশ প্রহর কাল বর্ত্তমান ছিল (১।৬৩, বহরমপুর সং)।

অভিষেক-কালে শচীদেবীর উপস্থিতির কথা "গোবিন্দমাধব বাসু" ভণিতা-যুক্ত একটি পদে পাওয়া যায় ; যথা—

তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চপ্রদীপ জ্বালি তেঁহ আরতি করিলা।
নীরজেন করি শিরে ধানদূর্ব্বা দিলা॥

গোবিন্দ ঘোষের পদে দেখা যায়—

সচন্দন তুলসীপত্র গোরার চরণে দিয়া আচার্য্য কৃষ্ণায় নমঃ বলে॥
—গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ. ১৫০, ২য় সং

চরিতগ্রন্থসমূহ ও সমসাময়িকদের লিখিত পদ হইতে জানা যায় যে অভিষেকের দিন নিম্নলিখিত ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, গদাধর, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার, মুকুন্দ, জগদীশ, নারায়ণগুপ্ত, গোবিন্দানন্দ, বক্রেশ্বর, শ্রীধর, মুরারি গুপ্ত, শচীদেবী, মালিনী, নারায়ণী, দুঃখী। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে (৬।৭৯) বলিয়াছেন যে উক্ত চারজন নারী ব্যতীত আরও বিপ্রপত্নীরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বম্ভরের বয়োজ্যেষ্ঠ ও ভক্তি-শাস্ত্রে পণ্ডিত। ইঁহারা প্রত্যেকে সে দিন বিশ্বম্ভরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শুধু যে স্বীকার করিলেন তাহা নহে, পুরুষসূক্ত পড়িয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন ও দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে পূজা করিলেন। ইহা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর রচনা হইতে পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বম্ভরের বয়স তখন ২৩।২৪। এইরূপ একজন তরুণ যুবককে যে প্রবীণ পণ্ডিতগণ, এমন কি বিশ্বম্ভরের মাতৃদেবী, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেন ইহাই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তথাকথিত শাস্ত্রীয় শ্লোকের ভবিষ্যৎ অবতার-বর্ণনা কত দূর

প্রামাণ্য বলিতে পারি না, তবে বিদ্বজ্জন-অনুভূতিই যে আধুনিক জনের নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত, এ কথা সুনিশ্চিত। অভিষেকের দিন হইতে নবদ্বীপে সমবেত অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তখনও তাঁহার ভগবত্তা ঘোষিত হয় নাই।

(ঘ) সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব-ঘোষণা

অভিষেকের কয়েক মাস পরেই বিশ্বম্ভর মিশ্র কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে পরিচিত হইলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঈশ্বর-ভাবের আবেশ প্রকাশ হইত, কিন্তু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর আর তাঁহার উক্তরূপ আবেশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময়েই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আকুল হইয়া থাকিতেন। কচিৎ কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত তাঁহার চতুর্ভুজ বা ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন বলিয়া প্রকাশ। কোন ভক্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলিলে তিনি লজ্জিত ও বিরক্ত হইতেন ; যথা—

> নিরবধি দাস্য ভাবে প্রভুর বিহার।
> মুঞি কৃষ্ণদাস বই না বোলয়ে আর॥
> হেন কার শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
> ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে॥—৩।১০।৫০৬

মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায় যে অদ্বৈত প্রভু পুরীতে রথযাত্রার সময় ভক্তগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন (৪।১০।১৬-২০)। এই ঘটনা বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (৩।১০।৫০৪-০৭)। অদ্বৈত প্রভু একদিন সকল ভক্তকে বলিলেন—

> শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
> মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায়॥
> আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
> সর্ব্ব অবতার মম চৈতন্য গোসাঞি॥

কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া শ্রীচৈতন্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যকে কেহ ঈশ্বর বলিলে তিনি বিরক্ত হয়েন জানিয়াও—

সাক্ষাতে গান সভে চৈতন্য বিজয়।

প্রভু ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ যখন শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—

অয়ে অয়ে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন॥

ভক্তগণ কহিলেন, "প্রভু! হাত দিয়া কি সূর্য্য ঢাকা যায়? তুমি স্বপ্রকাশ, কিরূপে লুকাইয়া থাকিবে?" তাঁহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময়—

সহস্র সহস্র জন—না জানি কোথায়।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহো বা ত্রিপুরা কেহো চাটীগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহো কেহো বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজভক্ত রস কুতূহলী॥

কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীতে আসিবার সময় শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণ-প্রেম-বিহ্বলাঃ।
তস্যৈব গুণানামাদি কীর্ত্তয়ন্তো মুদং যযুঃ॥

উল্লিখিত বর্ণনাত্রয় পড়িয়া মনে হয় কোন এক বৎসর অদ্বৈত রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কীর্ত্তন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। পুরীতে রথযাত্রার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অসংখ্য

ভক্তের সমাবেশ হয়। সেই সময় শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন করার অর্থই হইতেছে জনসাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণা।

জনসাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণায় যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গ বর্ণনার পূর্ব্বে যে-সকল ভক্ত গৌড় হইতে পুরীতে যাইতেছেন তাঁহারা এবং পুরীর যে-সকল ভক্ত তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন বলিয়া মুরারি ও বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দিন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মুরারির মতে গৌড়ীয় ভক্তদের মধ্যে (১) অদ্বৈত (২-৫) শ্রীবাসাদি চারভাই (৬) চন্দ্রশেখর (৭) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি (৮) গঙ্গাদাস পণ্ডিত (৯) বক্রেশ্বর (১০) প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (১১) হরিদাস ঠাকুর (১২) দ্বিজ হরিদাস (১৩) বাসুদেব দত্ত (১৪) মুকুন্দ দত্ত (১৫) শিবানন্দ সেন (১৬) গোবিন্দ ঘোষ (১৭) বিজয় লেখক (১৮) সদাশিব পণ্ডিত (১৯) পুরুষোত্তম সঞ্জয় (২০) শ্রীমান্ পণ্ডিত (২১) নন্দন আচার্য্য (২২) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী (২৩) শ্রীধর (২৪) গোপীনাথ পণ্ডিত (২৫) শ্রীগর্ভ পণ্ডিত (২৬) বনমালী পণ্ডিত (২৭) জগদীশ (২৮) হিরণ্য (২৯) বুদ্ধিমন্ত খান (৩০) পুরন্দর আচার্য্য (৩১) রাঘব পণ্ডিত (৩২) মুরারি গুপ্ত (৩৩) গোপীনাথ সিংহ (৩৪) গরুড় পণ্ডিত (৩৫) নারায়ণ পণ্ডিত (৩৬) দামোদর পণ্ডিত (৩৭) রঘুনন্দন (৩৮) মুকুন্দ (৩৯) নরহরি (৪০) চিরঞ্জীব (৪১) সুলোচন (৪২) রামানন্দ বসু (৪৩) সত্যরাজ খান। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন পুরীবাসী (৪৪) নিত্যানন্দ (৪৫) গদাধর (৪৬) পরমানন্দ পুরী (৪৭) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (৪৮) জগদানন্দ পণ্ডিত (৪৯) কাশী মিশ্র (৫০) স্বরূপ দামোদর (৫১) শঙ্কর পণ্ডিত (৫২) কাশীশ্বর গোস্বামী (৫৩) ভগবানাচার্য্য (৫৪) প্রদ্যুম্ন মিশ্র (৫৫) পরমানন্দ পাত্র (৫৬) রামানন্দ রায় (৫৭) গোবিন্দ দ্বারপাল (৫৮) ব্রহ্মানন্দ ভারতী (৫৯) রূপ (৬০) সনাতন (৬১) রঘুনাথদাস (৬২) রঘুনাথ বৈদ্য (৬৩) অচ্যুতানন্দ (৬৪) নারায়ণ (৬৫) শিখি মাইতি (৬৬) বাণীনাথ (মু., ৪।১৭)।

বৃন্দাবনদাস উল্লিখিত ভক্তদের মধ্যে অনেকের নাম লিখিয়াছেন (৩।৯)। দুইটি তালিকায় আশ্চর্য্য রকম মিল আছে। মুরারির কড়চায় মুরারির নাম লেখা হইয়াছে—

বৈদ্যসিংহমুরারিকঃ।

চৈতন্যভাগবতে—"বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।"

মুরারি গুপ্ত কি নিজেকে বৈদ্যসিংহ বলিবেন ?

সন্দেহ হয় যে পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখিয়া কেহ সংস্কৃতে ঐ তালিকাটি লিখিয়া মুরারির কড়চায় জুড়িয়া দিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে মুরারির কড়চায় চতুর্থ প্রক্রমের দশম সর্গ পর্য্যন্ত বর্ণনা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে (মুরারি, ৪।১০।১ শ্লোক, ভক্তিরত্নাকর, ২৫৯ পৃষ্ঠায় ধৃত)। চতুর্থ প্রক্রমের দশম সর্গের পর ১৬টি সর্গ অকৃত্রিম কি না তাহা জানা যায় না।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাসের তালিকাও অপ্রামাণিক নহে। উক্ত ভক্তগণের মধ্যে বহু কবি, গ্রন্থকার, ভক্ত ও সুধী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নরহরি চক্রবর্ত্তী যখন ভক্তিরত্নাকর লেখেন, তখন ভক্তগণের ধারণা জন্মিয়াছে যে শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভগবত্তার কথা তাঁহার পরিকরদের নিকট সুবিদিত ছিল। তাই ভক্তিরত্নাকরে (দ্বাদশ তরঙ্গ) আছে যে নবদ্বীপ-লীলার সময়েই শ্রীবাসগৃহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল ; যথা—

> নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
> বিলাসয়ে শ্রীবাসমুরারি আদি সঙ্গে॥
> একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে সর্ব্ব জন।
> আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন॥

নবদ্বীপ-লীলার সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন হওয়া অসম্ভব, কেন-না তখনও বিশ্বম্ভর মিশ্রের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় নাই। যদি গৌরাঙ্গ, নিমাই বা বিশ্বম্ভরের নাম লইয়াও কোন কীর্ত্তন হইত তাহা হইলে মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ প্রভৃতি সমসাময়িক লেখক তাহার উল্লেখ করিতেন। আর ঐরূপ ঘটনা নবদ্বীপেই অনুষ্ঠিত হইলে বৃন্দাবনদাস নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের কথা ওরূপভাবে বর্ণনা করিতেন না। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে অদ্বৈতই পুরীতে সর্ব্বজনসমক্ষে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা ঘোষণা করেন। সেইজন্যই হয়ত অদ্বৈতের আহ্বানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই ধারণা লোকের মনে জন্মিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রচার করিয়াছিলেন; যথা—

চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥
এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল।
দীন হীন নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল॥

—চৈ. চ., ২।১।২৪-২৫

শ্রীচৈতন্যকে যে তাঁহার সমসাময়িকগণ কিরূপে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার ভগবত্তা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সমসাময়িকদের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এত প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার সমসাময়িকগণ-কর্ত্তৃক ভগবান্ বলিয়া পূজিত হয়েন নাই তাহা হইলে তাঁহার উক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত বলিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ-স্থাপনা ও অর্চ্চনা

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই কোন কোন ভক্ত তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের মুদ্রিত কড়চার চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দ্দশ সর্গ যদি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; যথা—

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমীপমাসাদ্য নিজং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্॥—মু., ৪।১৪।৮

এই মূর্ত্তি-স্থাপনের প্রায় সমকালেই গৌরীদাস পণ্ডিত গৌর-নিতাই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন (মু., ৪।১৪।১২-১৪)।

চৈতন্যের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বংশধরগণ শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে যে শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ পূজা করেন, ঐ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের বৎসরেই স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ। প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামধেয় কোন ব্যক্তির রচিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী"-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ও তাহার অনুবাদ "মনঃসন্তোষিণী" প্রভৃতি গ্রন্থে আছে যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে সোজা শ্রীহট্টে চলিয়া যান। তথায় যাইয়া পিতামহের বংশধরদের প্রতিপালন করিবার জন্য নিজের মূর্ত্তি স্থাপন করান। এই উক্তি বিশ্বাস্য নহে, কেন-না সমস্ত সমসাময়িক লেখকের মতে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে বরাবর নীলাচলে গিয়াছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" গ্রন্থ যে জাল তাহা আমি "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় ১৩৪৩ সালের বৈশাখসংখ্যায় সপ্রমাণ করিয়াছি।

ভক্তিরত্নাকর পাঠ করিয়া আর তিনটি স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায়। কাশীশ্বর পণ্ডিত বৃন্দাবনে গোবিন্দের পার্শ্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

কাশীশ্বর অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিল নিজ স্বরূপ বিগ্রহ যত্ন করি॥
প্রভু সে বিগ্রহ সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল॥
শ্রীগৌর গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁরে লইয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥—পৃ. ৯১

নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন শ্রীখণ্ডে নরোত্তম ঠাকুরকে ঐ মূর্ত্তি দর্শন করান; যথা—

তেঁহো মহাপ্রভুর অঙ্গনে লইয়া গেলা॥
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে॥—পৃ. ৫৫৫

নরোত্তম ঠাকুর গদাধর দাস-স্থাপিত গৌরাঙ্গমূর্ত্তি কাটোয়ায় দর্শন করিয়াছিলেন।

দাস গদাধরের জীবন গোরাচান্দে।
নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥—পৃ. ৫৫৬

নরহরি সরকার ঠাকুর ও গদাধর দাস শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। প্রবাদ যে মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের একটি বিগ্রহ সেবা করিতেন। ঐ বিগ্রহের পাদপীঠে মুরারির নাম ক্ষোদিত

আছে। ঐ মূর্ত্তি বীরভূমে আবিষ্কৃত হয়েন এবং এক্ষণে বৃন্দাবনে সেবিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অনেক বৎসর পরে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করেন; যথা—

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পঞ্চ কৈলা প্রিয়া সহ।
প্রাপ্ত হৈল প্রিয়া সহ শ্রীগৌর বিগ্রহ॥

—ভক্তিরত্নাকর, দশম তরঙ্গ, পৃ. ৬২২

শ্রীচৈতন্য ও কীর্ত্তন-গান

দক্ষিণাপথের আলবার ভক্তগণ কীর্ত্তন-গান করিতেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সঙ্কীর্ত্তনের কথা আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"র ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণের মধ্যে কীর্ত্তন-গান প্রচলিত ছিল। কীর্ত্তন-গান শ্রীচৈতন্যের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দকে "সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ" বলিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী কীর্ত্তনের সংজ্ঞায় লিখিয়াছেন—

নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্বলহরী, ৬৩

শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—

বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনমিতি।

শ্রীরূপ কীর্ত্তনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—নামকীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে এই তিন প্রকার কীর্ত্তনই করিতেন। তিনি "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" প্রভৃতি বলিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেন।[১] তিনি "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" প্রভৃতি বত্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া কোথাও স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয় নাই। সেইজন্য এক দল ভক্ত

১ নামকীর্ত্তনের বিভিন্ন প্রকার-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত স্থান দ্রষ্টব্য :-
চৈতন্যভাগবত—২।২৩।৩২২-২৮, ২।১।১৫৬, ২।৮।২১৬
মুরারির কড়চা—৩।২।৫, ৩।৩।৫, ৩।৫।৬, ৩।৮।১৮
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—সপ্তমাঙ্ক।

বলেন যে ঐরূপ নামকীর্ত্তন করা অশাস্ত্রীয়। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণবশতঃ তাঁহাদের উক্তি অযৌক্তিক মনে হয়। (ক) শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্টতঃ হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে সংখ্যা না করিয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৫৪-৬০ শ্লোক, নন্দকুমার কবিরত্ন সংস্করণ)। (খ) শ্রীরূপ লঘু-ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

এখানে শ্রীচৈতন্যের মুখোদ্গীর্ণ হরিনামে জগৎ প্রেমে নিমজ্জিত হইয়াছিল বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে প্রভু সংখ্যা না করিয়াও উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতেন। সংখ্যা করিয়া নাম করায় বিধি-পালন ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝায়, কিন্তু সংখ্যা ভিন্ন কীর্ত্তন করায় নিষেধ বুঝায় না। হরেকৃষ্ণ নাম কেবল মাত্র জপ্য যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও এ কথা বলেন না যে ইহা গোপ্য। তাহা হইলে দশে মিলিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন করায় দোষ কি? (গ) হরেকৃষ্ণ নামের অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ও লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব-উপলক্ষে বৃন্দাবনে হরেকৃষ্ণ নামের অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইয়া থাকে এ কথা রাধারমণ মন্দিরের ও রাধাবিনোদের মন্দিরের বর্ত্তমান সেবাইতেরা স্বীকার করিয়াছেন (ভুবনেশ্বর সাধু-কৃত "হরিনাম-মঙ্গল গ্রন্থ", পৃ. ৫২)। (ঘ) বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র মৃত্যুকালে হরেকৃষ্ণ নাম শোনানো হয়। সে সময় কেহই সংখ্যা রাখেন না, আত্মীয়-স্বজনে মিলিয়া মুমূর্ষুর কাণে হরেকৃষ্ণ নাম শোনাইয়া থাকেন। "সঙ্কীর্ত্তন-রীতিচিন্তামণি"র আধুনিক লেখক বলেন যে হরেকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিলে "প্রভুশিক্ষার বিপরীত আচরণে প্রভু-আজ্ঞাচ্ছেদন-ফলে বৈষ্ণবত্বনাশ সূচিত হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ দুর্ব্বিপাকে আচারভ্রষ্ট, মতিনষ্ট দশা কিছুই আশ্চর্য্য নহে" (পরিশিষ্ট, পৃ. ৩)। হরেকৃষ্ণ নাম প্রচার করিতেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, সেই নাম কীর্ত্তন করিলে বৈষ্ণবত্ব নষ্ট হইবে কেন তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগোচর।

শ্রীচৈতন্য প্রথমে যে গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবনদাস আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন—

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥—চৈ. ভা., ২।২৩।২৩৯-৪০

তাঁহার আর্ত্তি ও আনন্দসূচক কীর্ত্তনের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।১৩।১৮-১৯, ৩।১০।৬৫,২।৩। ১১) বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে প্রভুর লীলা-কীর্ত্তন করার বর্ণনাও আছে ; যথা—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ —২।২

পরবর্ত্তী কালে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন-গানে নূতন সুর-সংযোজনা করিয়া উহা জনপ্রিয় করেন ("ভারতবর্ষ", ১৩৩৩ ভাদ্র, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের "রসকীর্ত্তন"-নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের" আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার ১০জন শিষ্যের নাম ; দশম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য-শাখায় ১৫৫জনের নাম ; একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ-শাখায় (শ্রীচৈতন্য-শাখায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া) ৭১জনের নাম এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-শাখায় ৪০জন ও গদাধর-শাখায় ৩৩জনের—একুনে ৩১০জন ভক্তকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই তালিকা নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নহে। বৃন্দাবনদাসের "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" (৩।৭) নিত্যানন্দ-ভক্ত বলিয়া ৩৮জন ভক্তের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যদুনাথদাসের "শাখানির্ণয়ামৃতে" গদাধরের শিষ্যরূপে ৫৭জন ভক্তের নাম ও রামগোপালদাসের নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের শিষ্য "শাখা-বর্ণনে" ৩২জনের নাম পাওয়া যায়। কবিকর্ণপূর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় ২১৭জন ভক্তের নাম করিয়াছেন। সব মিলাইয়া একুনে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরের সংখ্যা হইয়াছে ৪৯০। এতদ্ব্যতীত জয়ানন্দ ২৭জন এমন স্ত্রীলোক ভক্তের নাম করিয়াছেন যাঁহাদের

কোন পরিচয় পাই নাই। উক্ত ৪৯০জন ভক্তের মধ্যে অবশ্য শ্রীচৈতন্যের পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ও গুরুবর্গের নামও আছে।

ভক্তদের জাতি

অনেকের ধারণা আছে যে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্নতর জাতির মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল ; ব্রাহ্মণাদি জাতি উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আমি পরিশিষ্টে ভক্তদের জাতি, বাসস্থান প্রভৃতির যে পরিচয় দিয়াছি তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

ব্রাহ্মণ	২৩৯
কায়স্থ	২৯
বৈদ্য	৩৭
সুবর্ণবণিক্	১
ভূঁইমালি	১
সূত্রধর	১
কর্ম্মকার	১
মোদক	১
হাজরা উপাধি (জাতি অজ্ঞাত)	১
মুসলমান	২
জাতি অজ্ঞাত	৯৫
সন্ন্যাসী	৫৪
পার্শি	১
রাজপুত	১
ব্রাহ্মণেতর উড়িয়া	২৬
	৪৯০

ইহা-দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম উচ্চবর্ণ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। উক্ত তালিকার মধ্যে ১৬জন স্ত্রীলোক আছেন, তা ছাড়া জয়ানন্দ আরও ২৭জন স্ত্রীলোকের নাম করিয়াছেন।

সন্ন্যাসি-পরিকরগণ

শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়ের যে বিবরণ চরিতগ্রন্থসমূহে আছে তাহাতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সন্ন্যাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও বৈষ্ণব-বন্দনা প্রভৃতি হইতে ৫৪জন সন্ন্যাসীর নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

পুরী	২০
তীর্থ	৮
অরণ্য	২
গিরি	৫
ভারতী	৫
আনন্দ উপাধিধারী	৪
সরস্বতী	৩
আশ্রম	১
যতি	১
অবধূত	৩
অজ্ঞাত	২
	৫৪

শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা ও কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইলেও গিরি, তীর্থ, অরণ্য প্রভৃতি উপাধিধারী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন।

ভক্তগণের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব

উক্ত ৪৯০জন পরিকরের মধ্যে ৫৮জন লেখক ছিলেন; অর্থাৎ শতকরা ১২জন ভক্ত কবিত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। রূপদক্ষ ও নৃত্যগীতাদি কলাকুশলী ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত ৫৮জনের মধ্যে কবিকর্ণপূর, রঘুনাথদাস প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা পদ্য, সংস্কৃত পদ্য ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে দুই বা তিন বার উল্লেখ করিতেছি—কিন্তু মোট সংখ্যা-গণনার সময় এক বারই ধরিয়াছি। শ্রীজীব, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ পরবর্তী ভক্তগণের নামও তালিকায় ধরি নাই।

যাঁহাদের পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে এরূপ পদকর্ত্তা ২২জন ; যথা—অনন্ত আচার্য্য, অনন্তদাস, কানু ঠাকুর, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ আচার্য্য (ইঁহার পদ কোন গ্রন্থে ধৃত হয় নাই, কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ইঁহাকে "গীতপদ্যাদিকারকঃ" বলা হইয়াছে), গোবিন্দ ঘোষ, গৌরীদাস, চন্দ্রশেখর, চৈতন্যদাস, নরহরি সরকার, নয়ন মিশ্র, পরমানন্দ গুপ্ত (জয়ানন্দ বলেন ইনি "গৌরাঙ্গবিজয়" গীত লিখিয়াছিলেন), পরমেশ্বরদাস, পুরুষোত্তমদাস, বলরামদাস, বাসু ঘোষ, বংশীবদন, মাধবানন্দ ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, রামানন্দ রায়, রামানন্দ বসু ও শিবানন্দ সেন। ইঁহারা ছাড়া গোবিন্দ আচার্য্যও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে "গীতপদ্যাদিকারকঃ" ছিলেন।

যাঁহাদের রচিত শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামি-কৃত পদ্যাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে এরূপ ১৬জন ; যথা—কবিকর্ণপূর, কেশবছত্রী, গোপাল ভট্ট, চিরঞ্জীব, জগন্নাথ সেন, ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায়, মনোহর, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, সনাতন, রঘুনাথদাস, রঘুপতি উপাধ্যায়, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান্, সূর্য্যদাস ও ষষ্ঠীদাস।

গ্রন্থলেখক ২৪জন ; যথা—

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	মন্তব্য
১। অচ্যুতানন্দ	শূন্যসংহিতা	উৎকলদেশের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চসখার অন্যতম।
২। কবিকর্ণপূর	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য গৌরগণোদ্দেশদীপিকা অলঙ্কার-কৌস্তুভ আর্য্যশতক আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ	শ্রীনিবাস আচার্য্য-শাখাভুক্ত কর্ণপূর কবিরাজ "শুনি তাঁর কাব্য কেহো উহতে নারে স্থির" (ভক্তি-রত্নাকর, পৃ. ৬:৯) অন্য ব্যক্তি।
৩। কবিচন্দ্র	ভাগবতামৃত	

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	মন্তব্য
৪। কানাই খুঁটিয়া	মহাভাবপ্রকাশ	পুথি পাওয়া যায় না। তাঁহার বংশধরদের নিকট হইতে আমেরিকার একজন টুরিস্ট লইয়া গিয়াছেন।
৫। গোপাল গুরু		ইঁহার কৃত বহু শ্লোক ভক্তিরত্নাকরে ধৃত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ পাওয়া যায় না।
৬। গোপাল ভট্ট	হরিভক্তিবিলাস কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা	শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভের প্রথমে বলিয়াছেন ইনি দর্শন-সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছিলেন।
৭। গোবিন্দ কর্ম্মকার	কড়চা	ছাপা কড়চা অকৃত্রিম নহে।
৮। জগন্নাথ দাস উড়িয়া	উড়িয়া ভাগবতের লেখক	
৯। বলরামদাস উড়িয়া	উড়িয়া ভাষায় দুর্গা-স্তুতি, তুলাভিনা, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, রামায়ণ প্রভৃতি	
১০। পরমানন্দ	জয়ানন্দ বলেন, "সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ গোবিন্দ বিজয়।"	এই গ্রন্থ পাওয়া যায় না।
১১। প্রবোধানন্দ	চৈতন্যচন্দ্রামৃত বৃন্দাবনশতক	

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	
১২। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	
১৩। মাধবাচার্য্য	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	
১৪। মুরারি গুপ্ত	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতম্ (কড়চা)	
১৫। রঘুনাথদাস গোস্বামী	মুক্তাচরিত্র, স্তবাবলী, দানকেলি-চিন্তামণি	
১৬। রাঘব গোস্বামী	ভক্তিরত্নপ্রকাশ	সম্প্রতি এই গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।
১৭। রামানন্দ রায়	জগন্নাথবল্লভ নাটক	
১৮। শ্রীরূপ গোস্বামী	ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৬-৫৭, তালিকা দ্রষ্টব্য	
১৯। লোকনাথ	ভাগবতের টীকা	
২০। শ্রীনাথ	ভাগবতের টীকা	সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরীদাসের সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।
২১। সনাতন	ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৭, তালিকা দ্রষ্টব্য	
২২। সার্ব্বভৌম	সারাবলী, সমাসবাদ প্রভৃতি ন্যায়ের গ্রন্থ	
২৩। স্বরূপ-দামোদর	তত্ত্বনিরূপণসূচক কোন গ্রন্থ	পাওয়া যায় না।
২৪। নরহরি সরকার	শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্	

এই-সব লেখক ভিন্ন ভগবান্ ন্যায়াচার্য্য, বিদ্যানিধি, বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম খুব বড় বড় পণ্ডিত-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে।

পরিকরগণের বাসস্থান বা শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণ যে যে স্থানে বাস করিতেন, সে সে স্থান বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্র হইয়াছিল। এখন ঐ-সব স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। বাঙ্গালায় নবদ্বীপ, উৎকলে পুরী ও যুক্ত-প্রদেশে বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল।

ক। বাঙ্গালাদেশ

যে-সমস্ত ভক্তের জন্মস্থান বা বাসস্থানের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যের প্রধান প্রধান পরিকরগণ নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪-পরগণা ও যশোহর জেলায় বাস করিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী বড়গাছি, দোগাছি, মাউগাছি, কুলিয়া, পাহাড়পুর, চাঁপাহাটি, সালিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বহু ভক্ত বাস করিতেন। বিহার প্রদেশে জাত কৃষ্ণদাস বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের সঙ্গ-লোভে বড়গাছি গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

ফুলিয়া প্রাক্-চৈতন্য-যুগেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তথায় শ্রীচৈতন্যের কয়েকজন প্রধান পার্ষদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণদাস বলেন—

সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে।
গোবিন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে॥
কাশীশ্বর মিশ্র জীব পণ্ডিত হো আর।
তপন আচার্য্যের হয় তথাই প্রচার॥

শান্তিপুরে অদ্বৈত বাস করিতেন ও তথায় মুকুন্দ রায়, উদ্ধারণ দত্ত এবং কৃষ্ণানন্দ জন্মিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে ই. বি. আরের রাণাঘাট ও ই. আই. আরের গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে বহু ভক্ত বাস করিতেন। গঙ্গার

এক পারে বরাহনগর, সুখচর, পানিহাটী, এঁড়েদহ, খড়দহ, কাঞ্চনপল্লী ও কুমারহট্ট এবং অপর পারে আকনা, মাহেশ, তড়া আটপুর, জিরাট ও গুপ্তিপাড়া বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্র হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম, কালনা, দাঁইহাট, কুলাই, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড ও বেলগাঁ বৈষ্ণবসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

একচাকায় নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান হইলেও শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে বীরভূম বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্র হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের কিছুকাল পরে ময়নাডাল, মঙ্গলডিহি, কাঁদড়া প্রভৃতি স্থান কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবশাস্ত্র-আলোচনার কেন্দ্র হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলার কোন সমসাময়িক ভক্তের নাম পাই নাই।

যশোহরের বোধখানা, যশড়া ও বুড়ন (জয়ানন্দের ভাটকলাগাছি গ্রাম= ভাটলী ও কেরাগাছী গ্রামদ্বয়) শ্রীপাট বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

ঘোড়াঘাট রাজসাহীতে গোকুলানন্দ ও বনমালীদাস বৈদ্য জন্মিয়াছিলেন; নাটোরের কাছে নন্দিনী (পুং) নামক সীতার শিষ্য বাস করিতেন।

মালদহে রূপ-সনাতন থাকিতেন। জঙ্গলী (পুং) সীতাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র লইয়া জঙ্গলীটোটা-নামক স্থানে বাস করিতেন।

পাবনা জেলার সোনাতলায় কালা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট আছে।

ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে (জেলায়) শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালে কোন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাই নাই।

চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত ও গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র জন্মিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল না হইলেও অনেকে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুন্সী আবদুল করিম চট্টগ্রামে বহু বৈষ্ণব-পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন। ত্রিপুরার কোন ভক্ত শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে প্রাধান্য লাভ করেন নাই, কিন্তু তথায় যে শ্রীচৈতন্যভক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পাওয়া যায়। যে দিন অদ্বৈত পুরীতে রথযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন করিয়া জগৎ-সমক্ষে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা করিলেন—সে দিন ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও ঢাকা জেলার লোক উহাতে যোগ দিয়াছিল; যথা—

কেহো বা ত্রিপুরা কেহো চট্টগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহো কেহো বঙ্গদেশী॥

সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥

'বঙ্গদেশী' শব্দের দ্যোতনা-ব্যাপক, তবে ঢাকা নিশ্চয়ই উহার অন্তর্গত।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে রাঢ় ও পুণ্ড্রপ্রদেশে তাঁহার ধর্ম্মমত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এখন যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর ও বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রবংশীয় গোস্বামীদের প্রচারের ফলে।

খ। আসাম

শ্রীহট্টে অদ্বৈতের পিতার ও শ্রীচৈতন্যের পিতামহের বাসস্থান। মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শ্রীহট্টে জন্মিয়াছিলেন। শ্রীহট্টিয়ারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থাপয়িতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শঙ্করদেবের প্রভাববশতঃ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত তাঁহার জীবনকালে আসামে সুপ্রচারিত হইতে পারে নাই।

গ। উৎকল ও অন্যান্য প্রদেশ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় সুবিজ্ঞ লেখকও বলেন যে শ্রীচৈতন্যের সকল ভক্তই বাঙ্গালী ছিলেন—"Himself a Bengali, his associates were all of the same nationality." (J.B.O.R.S., Vol. VI., pt. 1, p. 62). কিন্তু এরূপ উক্তি বিচার-সহ নহে। ৪৯০জন পরিকরের মধ্যে যে-সকল অবাঙ্গালীর জন্মস্থানের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে—

উড়িয়া	৪৪
দ্রাবিড়ী	৭+সনাতন, রূপ, শ্রীজীব
গুজরাটী	১
মারহাট্টী	৩
রাজপুত	৪
অজ্ঞাত	১ (গোপাল সাদিপূরিয়া)

ষোড়শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার অনেকটা অংশ উৎকলের অন্তর্ভুক্ত

ছিল। সেইজন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে যাঁহাদিগকে উড়িয়া ভক্ত বলিয়া জানা যায়, এমন অনেকের জন্মস্থান মেদিনীপুরে ; যথা—জয়কৃষ্ণ

কাশীনাথ মিশ্র মধুপণ্ডিত হো আর।
তুলসী মিশ্র হো তমলুকে পরচার ॥

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুরীতে হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের লোক তীর্থযাত্রা ও তীর্থবাস করিত। পুরীতে বাস করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভক্ত শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দ্রাবিড়ী ভক্তগণ বৃন্দাবনে বাস করায় উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলে প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দ্রাবিড় দেশে প্রচারকার্য্য চালাইবার সুবিধা হয় নাই।

পঞ্চতত্ত্ব, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মহান্ত প্রভৃতি

পঞ্চতত্ত্ব

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা হইতে জানা জানা যায় যে, স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ও শ্রীবাসকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন (৯-১২)। সনাতন গোস্বামী বৃহৎবৈষ্ণব-তোষণীর প্রারম্ভে যে ভাবে নমস্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়া উঠা যায় না যে তিনি পঞ্চতত্ত্ব মানিতেন কি না। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রমাণ করার পর মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীধরস্বামী, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র এবং বাণীবিলাসকে বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে লিখিয়াছেন—

নমামি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাসপণ্ডিতম্।
নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতম্ ॥

লোচন এই পাঁচজনের সঙ্গে নরহরিকে সমান আসনে বসাইয়াছেন ; যথা—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য সুখানন্দ ॥
জয় জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর নরহরি।
জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তি-অধিকারী ॥—সূত্রখণ্ড, পৃ. ৭

ছয় গোস্বামী

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয়জন গুরু শিক্ষা-গুরু যে আমার।
তাঁসভার পাদপদ্মে কোটী নমস্কার॥—১।১।১৮-১৯

উক্ত ছয়জন ভক্ত ছয় গোস্বামী নামে পরিচিত। শ্রীনিবাসাচার্য্য ছয় গোস্বামীর "গুণলেশসূচকম্" নামে সংস্কৃতে একটি স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

ছয় গোস্বামীর মধ্যে প্রত্যেকেই বৃন্দাবনে বাস করিতেন। ইঁহাদের প্রযত্নে ও সাধন-বলে বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইঁহারা সম্প্রদায়ের মূলস্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছয় গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ ভট্ট ব্যতীত অপর পাঁচজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা। রঘুনাথ ভট্ট ভাগবত পাঠ করিতেন। ছয় গোস্বামীর মধ্যে অন্ততঃ তিনজন শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র; যথা—শ্রীজীব রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র, রঘুনাথ ভট্ট তপন মিশ্রের পুত্র এবং গোপাল ভট্ট প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার পূর্ব্বে যে-সমস্ত চরিতগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে "ছয় গোস্বামী" শব্দটিই নাই—কারণ উক্ত শব্দটি ঐ-সমস্ত চরিতগ্রন্থ-রচনার পরে সৃষ্ট হইয়াছে। মুরারি গুপ্তের কড়চায় গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস ও শ্রীজীবের নাম নাই। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ও বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে রূপ-সনাতন ছাড়া আর কোন গোস্বামীর নাম নাই।—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীজীবের নাম নাই।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতূহলে।
দবির খাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে॥
দবির খাসে ঘুচাইলা সংসার-বন্ধন।
দুই ভাইর নাম হৈল রূপ সনাতন॥—পৃ. ১৪৯

জয়ানন্দ রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না এবং ফার্সি ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি দবির খাস (Private Secretary) উপাধিকে

দবির এবং খাস—এই দুই পদে বিভক্ত করিয়া রূপ ও সনাতনের নাম ভাবিয়াছেন। লোচন "শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের" প্রারম্ভে "রূপসনাতন বন্দো পণ্ডিত দামোদর"কে বলিয়াছেন, অন্য কোন গোস্বামীর কথা বলেন নাই।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ছয়জন গোস্বামীরই নাম আছে, কিন্তু একস্থানে নাই। প্রথমে রূপ-সনাতন, তারপরে শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, তারপরে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথদাসের নাম (১৮০-৮৩), পরে ২০৩ শ্লোকে শ্রীজীবের নাম। সেইজন্য মনে হয় ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দেও "ছয় গোস্বামী" শব্দটির প্রচলন হয় নাই।

দ্বাদশ গোপাল

কোন্ কোন্ ভক্ত দ্বাদশ গোপালের অন্তর্ভুক্ত তাহা লইয়া মতভেদ আছে। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের পূর্ব্বে "দ্বাদশ গোপাল" শব্দটি কোন চরিতগ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

> রামদাস গৌরীদাস ঠাকুর সুন্দর।
> কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম এ কমলাকর॥
> কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত।
> দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব॥—সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪

লোচন "দ্বাদশ গোপাল" বলিলেও এখানে মাত্র আটজনের নাম করিয়াছেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় প্রদত্ত পনের জন গোপালের মধ্যে সাত জনের নাম সকলেই স্বীকার করেন। উঁহারা হইতেছেন অভিরাম, সুন্দর, ধনঞ্জয়, গৌরীদাস, কমলাকর পিপ্পলায়ি, উদ্ধারণ দত্ত ও মহেশ পণ্ডিত। দ্বাদশ গোপালের আর পাঁচ জন কে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। পাঁচটি গোপালের পদের জন্য চৌদ্দ জন ভক্তের দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। যে-সব বইয়ে দাবী সমর্থিত হইয়াছে তাহাদের নীচে পরবর্ত্তী তালিকায় "ঐ" শব্দ লিখিলাম, আর যেখানে দাবী সমর্থিত হয় নাই সেখানে × চিহ্ন দিলাম।

দ্বাদশ গোপাল

দাবীদারের নাম	শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত অনন্তসংহিতা	চৈতন্য-সঙ্গীতা	বৃহদ্ভক্তিতত্ত্ব-সার	অমূল্য ভট্টের দ্বাদশ গোপাল	অভিরাম দাসের পাট-পরিক্রমা	পুরাতন পঞ্জিকা	গৌড়ীয় মঠ চরিতামৃত	ভোগমালা
১। পুরুষোত্তমদাস গৌ. গ. দী. ১৩০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
২। নাগর পুরুষোত্তম গৌ. গ. দী. ১৩১	×	ঐ	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	×
৩। পরমেশ্বরদাস গৌ. গ. দী. ১৩২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এই নামে দুইজন গোপাল	ঐ	ঐ	×
৪। কালাকৃষ্ণদাস গৌ. গ. দী. ১৩২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×	ঐ	×
৫। শ্রীধর গৌ. গ. দী. ১৩৩	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৬। হলায়ুধ গৌ. গ. দী. ১৩৪	ঐ	×	×	ঐ	×	×	×	×
৭। রুদ্র পণ্ডিত গৌ. গ. দী. ১৩৫	×	×	×	×	×	×	×	×
৮। কুমুদানন্দ পণ্ডিত গৌ. গ. দী. ১৩৬	×	×	×	×	×	×	×	×
৯। বক্রেশ্বর	×	×	×	×	×	×	×	ঐ
১০। শিশুকৃষ্ণদাস	×	ঐ	×	×	×	×	×	ঐ
১১। কানু ঠাকুর	×	×	×	×	×	ঐ	×	×
১২। বনমালী ওঝা	×	×	×	×	×	×	×	ঐ
								ঐ
								ঐ

অনন্তসংহিতা ও চৈতন্যসঙ্গীতা প্রাচীন গ্রন্থ নহে। অভিরামদাস "পাট-পর্য্যটনে" দুইজন পরমেশ্বরদাসের নাম করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বর মোদকের কথা ছাড়িয়া দিলে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরমেশ্বরদাস একজনই। সেইজন্য অভিরামের বর্ণনাও প্রামাণিক মনে হয় না। কবিকর্ণপূর-কর্ত্তৃক উল্লিখিত ১৫জন গোপালের মধ্যে যদি মাত্র ১২জনকে নির্ব্বাচন করিতেই হয় তাহা হইলে প্রথম বারজনকে লওয়াই ভাল। রাধানাথ কাবাসী মহাশয় বৃহদ্ভক্তি-তত্ত্বসারে এবং গৌড়ীয় মঠ তাঁহাদের চরিতামৃতের অনুক্রমণিকায় তাহাই লইয়াছেন। অমূল্যধন ভট্ট মহাশয় অনন্তসংহিতার উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া নাগর পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়াছেন এবং হলায়ুধকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ করার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গোপাল পঞ্চদশ-সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দ-ভক্তেরা গোপাল-বেশ ধারণ করিতেন। কবিকর্ণপূর নিজেই লিখিয়াছেন "নিত্যানন্দ-গণাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ" (১৪)।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সভেই পরমানন্দ মন॥
কারো কোনো কর্ম্ম নাহি সঙ্কীর্ত্তন বিনে।
সভার গোপাল ভাব বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি গুঞ্জহার।
তাড় খাড়ু হাতে পায়ে নূপুর সভার॥—চৈ. ভা., ৩৷৬৷৪৭৩

এইরূপ বেশধারী যে ৩৭জন ভক্তের নাম বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন (৩৷৬৷৪৭৩-৭৫) তাহাদের মধ্যে শ্রীধরের নাম নাই। খোলা-বেচা শ্রীধর চৈতন্যেরই অনুগত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য-শাখাতেই করিয়াছেন (১৷১০৷৬৫-৬৬)। অপর একজন শ্রীধরের নাম নিত্যানন্দ-শাখায় আছে (১৷১১৷৪৫)। উভয় শ্রীধর এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব; কেন-না যখন একই ব্যক্তির নাম দুই শাখায় কবিরাজ গোস্বামী গণনা করিয়াছেন, তখন তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত শ্রীধর চৈতন্য-শাখার শ্রীধর হইতে ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে কবিকর্ণপূর গোপালদের মধ্যে "খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধর-দ্বিজঃ" কেন বলিলেন বুঝিলাম না।

দ্বাদশ গোপাল

দাবীদারের নাম	শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত অনন্তসংহিতা	চৈতন্য-সঙ্গীতা	বৃহদ্ভক্তিতত্ত্ব-সার	অমূল্য ভট্টের দ্বাদশ গোপাল	অভিরাম দাসের পাট-পরিক্রমা	পুরাতন পঞ্জিকা	গৌড়ীয় মঠ চরিতামৃত	ভোগমালা
১। পুরুষোত্তমদাস গৌ. গ. দী. ১৩০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
২। নাগর পুরুষোত্তম গৌ. গ. দী. ১৩১	×	ঐ	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	×
৩। পরমেশ্বরদাস গৌ. গ. দী. ১৩২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এই নামে দুইজন গোপাল	ঐ	ঐ	×
৪। কালাকৃষ্ণদাস গৌ. গ. দী. ১৩২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×	ঐ	×
৫। শ্রীধর গৌ. গ. দী. ১৩৩	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৬। হলায়ুধ গৌ. গ. দী. ১৩৪	ঐ	×	×	ঐ	×	×	×	×
৭। রুদ্র পণ্ডিত গৌ. গ. দী. ১৩৫	×	×	×	×	×	×	×	×
৮। কুমুদানন্দ পণ্ডিত গৌ. গ. দী. ১৩৬	×	×	×	×	×	×	×	×
৯। বক্রেশ্বর	×	×	×	×	×	×	×	ঐ
১০। শিশুকৃষ্ণদাস	×	ঐ	×	×	×	×	×	ঐ
১১। কানু ঠাকুর	×	×	×	×	×	ঐ	×	×
১২। বনমালী ওঝা	×	×	×	×	×	×	×	ঐ

ঐ
ঐ

অনন্তসংহিতা ও চৈতন্যসঙ্গীতা প্রাচীন গ্রন্থ নহে। অভিরামদাস "পাট-পর্য্যটনে" দুইজন পরমেশ্বরদাসের নাম করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বর মোদকের কথা ছাড়িয়া দিলে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরমেশ্বরদাস একজনই। সেইজন্য অভিরামের বর্ণনাও প্রামাণিক মনে হয় না। কবিকর্ণপূর-কর্তৃক উল্লিখিত ১৫জন গোপালের মধ্যে যদি মাত্র ১২জনকে নির্ব্বাচন করিতেই হয় তাহা হইলে প্রথম বারজনকে লওয়াই ভাল। রাধানাথ কাবাসী মহাশয় বৃহদ্ভক্তি-তত্ত্বসারে এবং গৌড়ীয় মঠ তাঁহাদের চরিতামৃতের অনুক্রমণিকায় তাহাই লইয়াছেন। অমূল্যধন ভট্ট মহাশয় অনন্তসংহিতার উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া নাগর পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়াছেন এবং হলায়ুধকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ করার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গোপাল পঞ্চদশ-সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দ-ভক্তেরা গোপাল-বেশ ধারণ করিতেন। কবিকর্ণপূর নিজেই লিখিয়াছেন "নিত্যানন্দ-গণাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ" (১৪)।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সভেই পরমানন্দ মন॥
কারো কোনো কর্ম্ম নাহি সঙ্কীর্ত্তন বিনে।
সভার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি গুঞ্জহার।
তাড় খাড়ু হাতে পায়ে নূপুর সভার॥—চৈ. ভা., ৩।৬।৪৭৩

এইরূপ বেশধারী যে ৩৭জন ভক্তের নাম বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন (৩।৬।৪৭৩-৭৫) তাহাদের মধ্যে শ্রীধরের নাম নাই। খোলা-বেচা শ্রীধর চৈতন্যেরই অনুগত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য-শাখাতেই করিয়াছেন (১।১০।৬৫-৬৬)। অপর একজন শ্রীধরের নাম নিত্যানন্দ-শাখায় আছে (১।১১।৪৫)। উভয় শ্রীধর এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব; কেন-না যখন একই ব্যক্তির নাম দুই শাখায় কবিরাজ গোস্বামী গণনা করিয়াছেন, তখন তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত শ্রীধর চৈতন্য-শাখার শ্রীধর হইতে ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে কবিকর্ণপূর গোপালদের মধ্যে "খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধর-দ্বিজঃ" কেন বলিলেন বুঝিলাম না।

বৈষ্ণবাচার-দর্পণে (পৃ. ৩৩৪) ও বৃহদ্ভক্তিসারে (পৃ. ১৩৩৮) নিম্নলিখিত দ্বাদশ উপগোপালের নাম ও তাঁহাদের পাটের নাম আছে।

(১) হলায়ুধ—রামচন্দ্রপুর, নবদ্বীপ
(২) রুদ্রপণ্ডিত—বল্লভপুর
(৩) মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত—নবদ্বীপ (বৃহদ্ভক্তিসারে কুমুদানন্দ)
(৪) কাশীশ্বর পণ্ডিত—বল্লভপুর
(৫) বনমালীদাস ওঝা—কুল্যাপাড়া
(৬) সন্ত ঠাকুর—রুকুন্‌পুর
(৭) মুরারি মাহাতী— বংশীটোটা
(৮) গঙ্গাদাস—নৈহাটী
(৯) গোপাল ঠাকুর—গৌরাঙ্গপুর
(১০) শিবাই—বেলুন
(১১) নন্দাই—শালিগ্রাম
(১২) বিষ্ণাই—ঝামাটপুর

ইঁহাদের মধ্যে সন্ত ঠাকুরের নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় নাই।

চৌষট্টি মহান্ত

আধুনিক বৈষ্ণবগণ মহোৎসবের সময়ে চৌষট্টি মহান্তের প্রত্যেককে একখানি করিয়া মালসাভোগ নিবেদন করেন। "ভোগমালা-বিবরণ" (১১২, আপার চিৎপুর রোডস্থ মাণিক লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত) নামক বটতলার ছাপা পাঁচ পয়সা দামের বই দেখিয়া মহান্তদের নাম ঠিক করা হয়। ঐ বইয়ের সঙ্কলনকর্তা গণিত-বিদ্যায় পারদর্শী; কেন-না তিনি শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ, লোকনাথ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই আটজনের নাম লিখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"এই ছয় গোস্বামী।" আবার চৌষট্টি মহান্তের নাম লিখিতে যাইয়া ৭২টি নাম লিখিয়াছেন; কিন্তু কয়েকটি নাম একাধিক-বারও ধৃত হইয়াছে। একটি নাম একবার করিয়া ধরিলে ৫৮টি নাম পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ তালিকা নির্ভরযোগ্য নহে।

বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে চৌষট্টি (?) মহান্তের নাম নিম্নলিখিতভাবে করা হইয়াছে—

অষ্ট প্রধান মহান্ত—স্বরূপ-দামোদর, রায় রামানন্দ, সেন শিবানন্দ,

রামানন্দ বসু, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঠাকুর, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসু ঘোষ; অষ্ট প্রধান মহান্তের বামে পূর্ব্বমুখে চৌষট্টি মহান্ত।

স্বরূপের পার্ষদ—চন্দ্রশেখর আচার্য্য, রত্নগর্ভ ঠাকুর, গোবিন্দ গরুড়, মুকুন্দ দত্ত, দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

রামানন্দ রায়ের পার্ষদ—মাধবাচার্য্য, নীলাম্বর ঠাকুর, রামচন্দ্র দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নন্দনাচার্য্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর ও সুবুদ্ধি মিত্র।

শিবানন্দ সেনের পার্ষদ—শ্রীরাম পণ্ডিত, জগন্নাথদাস, জগদীশ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ, রায় মুকুন্দ, পুরন্দরাচার্য্য ও নারায়ণ বাচস্পতি।

বসু রামানন্দের পার্ষদ—মধু পণ্ডিত, মকরধ্বজ কর, দ্বিজ রঘুনাথ, বিষ্ণুদাস, পুরন্দর মিশ্র, গোবিন্দাচার্য্য, পরমানন্দ গুপ্ত ও বলরামদাস।

মাধব ঘোষের পার্ষদ—মকরধ্বজ সেন, বিদ্যাবাচস্পতি, গোবিন্দ ঠাকুর, কবিকর্ণপূর, শ্রীকান্ত ঠাকুর, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

গোবিন্দ ঠাকুরের পার্ষদ—কাশী মিশ্র, শিখি মাহাতী, কালিদাস, শ্রীমান্ পণ্ডিত, কবিচন্দ্র ঠাকুর, হিরণ্যগর্ভ, জগন্নাথ সেন ও দ্বিজ পীতাম্বর।

গোবিন্দ ঘোষের পার্ষদ—পরমানন্দ গুপ্ত, বল্লভ ঠাকুর, জগদীশ ঠাকুর, বনমালীদাস, শ্রীনিধি পণ্ডিত, লক্ষ্মণাচার্য্য ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

বাসু ঘোষের পার্ষদ—রাঘব পণ্ডিত, রুদ্র পণ্ডিত, মকরধ্বজ পণ্ডিত, কংসারি সেন, জীব পণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস ও কবিচন্দ্র আচার্য্য।

"বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারের" সম্পাদক রাধানাথ কাবাসী মহাশয় এইরূপভাবে সজ্জিত তালিকা কোথায় পাইলেন উল্লেখ করেন নাই। এই তালিকায় যাঁহাকে যাঁহার পার্ষদ বলা হইয়াছে তাঁহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন কি না তাহাও বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে জানা যায় না। যেমন মাধব ঘোষের সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর যে পরিচয় ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। উক্ত তালিকায় যে-সব নাম ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত ও কবিচন্দ্র আচার্য্যের নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় না। মকরধ্বজ ও মকরধ্বজ করের নাম গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় আছে; কিন্তু চৌষট্টি মহান্তের মধ্যে মকরধ্বজ কর, মকরধ্বজ সেন ও মকরধ্বজ পণ্ডিত এই তিনটি নাম আছে। যাঁহার নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও উল্লেখমাত্র

করা হয় নাই তিনি যে গৌরগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া মহান্তরূপে পূজিত হইয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

কাটোয়ার মহোৎসব-বর্ণনা-উপলক্ষে নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকরে" নিম্নলিখিত চৌষট্টি জনের নাম মহান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (নামের পরে সংখ্যা আমার দেওয়া।)

প্রভুপ্রিয় শ্রীপতি[১] শ্রীনিধি[২] বিদ্যানন্দ[৩]।
বাণীনাথ বসু[৪] রামদাস কবিচন্দ্র[৫] ॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়[৬] শ্রীচন্দ্রশেখর[৭]।
শ্রীমাধবাচার্য্য[৮] কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর[৯] ॥
শ্রীকমলাকান্ত[১০] বাণীনাথ[১১] বিপ্রবর।
বিষ্ণুদাস[১২] নন্দপণ্ডিত[১৩] পুরন্দর[১৪] ॥
শ্রীচৈতন্যদাস[১৫] কর্ণপূর[১৬] প্রেমময়।
শ্রীজানকীনাথ[১৭] বিপ্র গুণের আলয় ॥
শ্রীগোপাল আচার্য্য[১৮] গোপালদাস[১৯] আর।
মুরারি[২০] চৈতন্যদাস পরম উদার ॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়[২১] নারায়ণ[২২]।
বলরামদাস[২৩] আর দাস সনাতন[২৪] ॥
বিপ্রকৃষ্ণদাস[২৫] শ্রীনকড়ি[২৬] মনোহর[২৭]।
হরিহরানন্দ[২৮] শ্রীমাধব[২৯] মহীধর[৩০] ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ[৩১] বসন্ত[৩২] লবনি[৩৩]।
শ্রীকানুঠাকুর[৩৪] শ্রীগোকুল গুণমণি[৩৫] ॥
শ্রীমাধবাচার্য্য[৩৬] রামসেন[৩৭] দামোদর[৩৮]।
জ্ঞানদাস[৩৯] নর্ত্তক গোপাল[৪০] পীতাম্বর[৪১] ॥
কুমুদ[৪২] গৌরাঙ্গদাস[৪৩] দুঃখীর জীবন।
নৃসিংহ[৪৪] চৈতন্যদাস দাস বৃন্দাবন[৪৫] ॥
বনমালীদাস[৪৬] ভোলানাথ[৪৭] শ্রীবিজয়[৪৮]।
শ্রীহৃদয়নাথ সেন[৪৯] গুণের আলয় ॥
লোকনাথ পণ্ডিত[৫০] শ্রীপণ্ডিত মুরারি[৫১]।
শ্রীকানু পণ্ডিত[৫২] হরিদাস ব্রহ্মচারী[৫৩] ॥

শ্রীঅনন্তদাস[৫৪] কৃষ্ণদাস[৫৫] জনার্দ্দন[৫৬]।
শ্রীভক্তিরতন-দাতা দাস নারায়ণ[৫৭] ॥
ভাগবতাচার্য্য[৫৮] বাণীনাথ ব্রহ্মচারী[৫৯]।
চৈতন্যবল্লভদাস[৬০] ভক্তি অধিকারী ॥
শ্রীপুষ্পগোপাল[৬১] শ্রীগোপালদাস[৬২] আর।
শ্রীহর্ষ[৬৩] শ্রীলক্ষ্মীনাথদাস[৬৪] পণ্ডিত উদার ॥
কহিতে কি মহান্তগণের নাহি অন্ত।
নেত্র ভরি দেখয়ে সকল ভাগ্যবন্ত ॥

—নবম তরঙ্গ, পৃ. ৫৮৮-৮৯

নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় চৌষট্টি জন মহান্তের নাম করিলেও সংখ্যা করিয়া একুনে চৌষট্টি জন বলেন নাই; বরং বলিয়াছেন যে "মহান্তগণের নাহি অন্ত।"

কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পার্ষদবর্গ মহান্ত বলিয়া খ্যাত। "এষাং পার্ষদবর্গা যে মহান্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" (১)। তাঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপ-লীলার পরিকরগণ মহত্তম, নীলাচল-লীলার সঙ্গীরা মহত্তর ও দক্ষিণাদি দেশে যাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর সঙ্গ হইয়াছিল তাঁহারা মহান্ত নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর স্বরূপ-দামোদরের মতও উদ্ধৃত করিয়া নিজের বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন; যথা—

অতঃ স্বরূপ-চরণৈরুক্তং গৌর-নিরূপণে
পঞ্চ-তত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ যে যে খ্যাতা মহত্তমাঃ
তে তে মহান্তা গোপালাঃ স্থানাচ্ছে_ষ্ঠাদি-বাচকাঃ। (১৭)

তাহা হইলে আমি চৈতন্যের পরিকর বলিয়া যে ৪৯০জন ভক্তের নাম করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের জনক, জননী প্রভৃতি এবং অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও গদাধরকে বাদ দিয়া আর সকলকেই মহান্ত বলা কর্ত্তব্য। ইঁহাদের মধ্য হইতে মাত্র ৬৪জনকে বাছিয়া লইলে, স্বরূপ-দামোদর ও কবিকর্ণপূরের ন্যায় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যদের মতের বিপক্ষে চলা হয়। নবদ্বীপের প্রাচীনতম মহান্তদ্বয় আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহারা কখনও

চৌষট্টি মহান্তের ভোগ দেন নাই। ঐ প্রথা আধুনিক। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত চৌষট্টি নামের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকর বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। কেবল ষষ্ঠীধর কীর্ত্তনীয়ার স্থানে ষষ্ঠীবর কীর্ত্তনীয়া ও লবনি-স্থানে নবনীহোড় হওয়া উচিত। এই দুইটি নাম সম্ভবতঃ লিপিকর বা মুদ্রাকর-প্রমাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। যদি মহান্তের সংখ্যা ৬৪ করার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত ৬৪টি জনকেই গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত "ভক্তিচন্দ্রিকা" গ্রন্থ নরহরি সরকার ঠাকুরের কথিত উপদেশ-অনুসারে তাঁহার শিষ্য লোকনাথ আচার্য্য-কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন (ভূমিকা, পৃ. ৶০)। ঐ গ্রন্থে গৌরাঙ্গদেবের উপাসনা-বিধি লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আছে যে যন্ত্র-পদ্মকর্ণিকার "বহির্ভাগে যে ষট্‌কোণ লিখিত আছে তাহার মধ্যে শ্রীভগবানের দক্ষিণ ও বাম ভাগে যথাক্রমে বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনকে পূজা করিবে। ইঁহারা প্রত্যেকে প্রেমবশতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম-দর্শনকারী, পুলকব্যাপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ এবং দিব্য-মালাযুক্ত-কর-পঙ্কজ—এইভাবে যথাবিধি পূজনীয়।

সেই ষট্‌কোণের বহির্ভাগে ইঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে অগ্রকেশরে জগৎপতি শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য, মুরারি, শ্রীবাস, মাধবেন্দ্র পুরী, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ, নৃসিংহানন্দ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ কেশব ভারতী, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দদাস, বক্রেশ্বর; তদনন্তর সঙ্গীত-তৎপর হরিদাস, মুকুন্দ, রাম এবং দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ হরিদাস। ইঁহারা সকলে চন্দন ও মাল্য-ধারী। কেহ বা হরিনাম-রত, কেহ বা কৃষ্ণচৈতন্য-নাম-গানে তৎপর। সকলেই প্রেমাঙ্কুরযুক্ত এবং প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নের দ্বারা সমুজ্জ্বল।

কেশরের বহির্ভাগে পত্রমধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে প্রথমে সার্ব্বভৌম, তাহার পর প্রদক্ষিণক্রমে বল্লভ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, জগন্নাথমিশ্র, শচীদেবী, গোবিন্দঘোষ, কাশীশ্বর, কৃষ্ণদাস, শ্রীরাম দাস, সুন্দরানন্দ, আদি পরমেশ্বরদাস, পুরুষোত্তমদাস, গৌরীদাস ও কমলাকর—এই ষোড়শ জনের পূজা করিবে। ইঁহারা সকলে দিব্য অনুলেপন ও বস্ত্রযুক্ত এবং রসাকুলচিত্ত—এইরূপে ধ্যেয়।

তদ্বহির্ভাগে দলাগ্রে পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমে জ্ঞানানন্দ, তদনন্তর বাসুদেব ঘোষ, প্রতাপরুদ্র, রামানন্দ, রাঘব, প্রদ্যুম্ন, শ্রীসুদর্শন, বাণীনাথ, বিষ্ণুদাস, দামোদর,

পুরন্দর, আচার্য্যচন্দ্র, ভগবান, চন্দ্রশেখর, চন্দনেশ্বর ও ধনঞ্জয় পণ্ডিত—এই ষোড়শ জন পূজনীয়। ইঁহারা সকলেই পরম ভাগবত, গৌরাঙ্গপ্রেমে ব্যাকুল-চিত্ত, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে তৎপর ও করকমলে দিব্যমালা-ধারী—এই রূপে ধ্যেয়" (চতুর্থ পটল, ২১ হইতে ২৪ শ্লোকের অনুবাদ, পৃ. ১২১ হইতে ১২৬)।

উক্ত গ্রন্থ সত্যই নরহরি সরকার ঠাকুর-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না। উহার উল্লেখ প্রামাণিক বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও পাই নাই। নরহরি নিজে উহার বক্তা হইলে মাধবেন্দ্র পুরী, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পূর্ব্বেই নিজের নাম করিয়া নিজের পূজার ব্যবস্থা দিবেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। তারপর আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরদের মধ্যে জ্ঞানানন্দ নামে কোন ভক্তের নাম পাওয়া যায় না। যাঁহার নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নাই, তিনি কি করিয়া এমন প্রধান ব্যক্তি হইতে পারেন যে শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার পূজার বিধান নরহরি সরকার দিবেন? এই গ্রন্থখানির প্রামাণিকতার নিদর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার উক্তি গ্রহণ করা যায় না।

ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজ

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের পরে বৈষ্ণব-সমাজে "ছয় চক্রবর্ত্তী" ও "অষ্ট কবিরাজ" বলিয়া দুইটি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। "কর্ণানন্দ"-গ্রন্থে ইঁহাদের নাম করিয়া দুইটি শ্লোক ধৃত হইয়াছে ; যথা—

(ছয় চক্রবর্ত্তী)

শ্রীদাসগোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব চ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃত-বৈষ্ণব-সেবনাঃ॥

(অষ্ট কবিরাজ)

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্ন-মালাদানবিচক্ষণাঃ॥

শ্রীচৈতন্য-পরিকরগণের ভজন-প্রণালীর বিভিন্নতা

ঈশ্বর পুরী মধুর রসের উপাসক ছিলেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২৩)। বৃন্দাবনে গোস্বামিগণ মধুর রসের উপাসনা প্রচার করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরগণের মধ্যে অনেকে সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য রসের ভক্ত ছিলেন।

নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ব্যক্তিগণ সখ্য রসে উপাসনা করিতেন। সেইজন্য ঐ শাখার যে যে ভক্তের নাম গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের তত্ত্ব ব্রজের কোন গোপাল বা সখা রূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহার দুইটি মাত্র ব্যতিরেক পাওয়া যায়: গদাধরদাস ও মাধব ঘোষ। কিন্তু এই দুইজন ভক্তকে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয় শাখাতেই গণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা।
শিঙ্গাবেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা ॥—১।১১।১৮

অদ্বৈত দাস্য ও সখ্য এই উভয় রসের ও রঙ্গপুরী বাৎসল্য রসের উপাসনা প্রচার করেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাঁহাদের নাম শ্রীচৈতন্য ও গদাধর-শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মধুর রসের উপাসক ছিলেন। কবিকর্ণপূর তাঁহাদের তত্ত্ব ব্রজের সখা, সখী ও মঞ্জরীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ নিজেদের সখীর অনুগতা মঞ্জরী ভাবিয়া সাধনা করিতেন। সাধক ভক্তের সাধ্য হইতেছে সখীদের ও প্রধান প্রধান মঞ্জরীদের অনুগত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করা। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

শ্রীরূপমঞ্জরী সার শ্রীরতিমঞ্জরী আর

শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে কস্তুরিকা আদিরঙ্গে
প্রেমসেবা করি কুতূহলা ॥
এ সব অনুগা হৈয়া প্রেম সেবা নিব চাইয়া
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপ গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখী মাঝ ॥

বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রসসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥[১]

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৫১-৫৩

কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ও তদনুগত শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির গ্রন্থাদিতে কোথাও দেখা যায় না যে পুরুষ-সাধক নারীর বেশ ধারণ করিতেন। তথাপি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরগণের মধ্যে কেহ কেহ যে নারীবেশ ধারণ করিয়া সাধনা করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্বৈতপত্নী সীতা দেবীর নন্দরাম সিংহ ও যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী নামক দুই জন শিষ্য নারীবেশ ধারণ করিয়া যথাক্রমে নন্দিনী ও জঙ্গলী নাম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের নাম গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাওয়া যায় এবং ইঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা আজও বর্ত্তমান। নবদ্বীপের চরণদাস বাবাজী মহোদয়ের "সমাজ-বাড়ী"র বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় নন্দিনী-জঙ্গলীর শাখাপরিবারভুক্ত না হইয়াও, 'ললিতা সখী' নাম ও স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সাধনা করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। কবিকর্ণপূর তাঁহাদের তত্ত্বনির্দ্দেশ করিতে যাইয়া রামায়ণোক্ত পাত্রগণের নাম করিয়াছেন ; যথা—

মুরারি গুপ্ত——হনুমান্
রামচন্দ্র পুরী——বিভীষণ।

১ নরোত্তম দাসে আরোপিত "রাগমালা"-নামক গ্রন্থে (শ্রীগৌরভূমি পত্রিকা, ১৩০৮, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত) আছে—

অনেক মঞ্জরী তার প্রধান শ্রীরূপ।
রতি অনঙ্গ আদি তাহার স্বরূপ ॥
এসব মঞ্জরী বিকশিয়া পুষ্প হয়।
পুষ্প হৈয়া করে নিত্যলীলার সহায় ॥
পুনঃ সেই পুষ্পসব নাম ধরে মালা।
রূপমালা লবঙ্গমালা আর রতিমালা ॥

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসী ভক্তগণ সম্ভবতঃ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। সেইজন্য "অষ্টসিদ্ধি"—"জয়ন্তেয়" প্রভৃতিরূপে তাঁহাদের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অদ্বৈতের শিষ্য কামদেব নাগর জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ-কর্ত্তৃক তিনি ও তাঁহার অনুগত লোকেরা পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

নকল অবতার

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া কতকগুলি লোকের ভগবান্ হইতে সখ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় "ঈশ্বর আমি", মূলে জরদ্গব॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বোলে আমি রঘুনাথ, ভাব গিয়া॥
কুকুরের ভক্ষ্যদেহ—ইহারে লইয়া।
বোলায় "ঈশ্বর" বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ হৈয়া॥ —২।২৩।৩৩৯

কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছাড়॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্রকাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল॥
অতএব তারে সভে বোলেন শিয়াল॥ —১।১০।১০৪-০৫

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

শ্রীচৈতন্যের বর্ণ, আকৃতি ও অঙ্গকান্তি তাঁহার লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিত। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন বুঝি বা তিনি এক প্রকাণ্ড হেমাদ্রি বা সোনার পাহাড়ের কাছে আসিয়াছেন[১]। শ্রীরূপ তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, উদ্ধতভুজঙ্গের ন্যায় ভুজযুগল ও কোটি কন্দর্পের ন্যায় দেহকান্তি দেখিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন[২]। সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তাঁহার জয়গান করিয়া লিখিয়াছেন—

> জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
> হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥[৩]

---

১ স্তবাবলী, শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ২

২ স্তবমালা, শ্রীচৈতন্যের তৃতীয় অষ্টক, ৭

৩ বৃহদ্ভাগবতামৃত যে শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই লিখিত হয় তাহা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটীর 'এষঃ' শব্দের ব্যাখায় সনাতন তাঁহার স্বকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন "এষ ইতি সাক্ষাদনুভূতত্বাং তদানীং তস্য বর্ত্তমানতাং চ বোধয়তি" অর্থাৎ 'এষ' শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ অনুভূত এবং তৎকালেও বর্ত্তমান আছেন বুঝিতে হইবে।" গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকের টীকায় সনাতন জানাইয়াছেন যে তিনি বৃন্দাবনে বসিয়া উহা লিখিতেছেন। এই টীকাংশের প্রতি দৃষ্টি না পড়ায় এ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থের রচনাকাল নিরূপিত হয় নাই। বৃহদ্ভাগবতামৃতের দশম শ্লোকের টীকায় তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন "এবং পরমং মঙ্গলমাচর্য্য নিজাভীষ্টসিদ্ধয়ে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়রীত্যা স্বস্বেষ্টদৈবতরূপং শ্রীগুরুবরং প্রণমতি" অর্থাৎ এই প্রকার বিশেষ মঙ্গলাচরণ করিয়া এক্ষণে স্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চিরন্তনী রীতি অনুসারে নিজ অভীষ্টদেব শ্রীগুরুবরকে প্রণাম করিতেছেন। মূলশ্লোকে আছে—কলিযুগে প্রেমরস-বিস্তারার্থ যিনি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই নিরুপাধি-করুণাকারী শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুদেবকে প্রণাম করি। বৃহদ্ভাগবতামৃত সনাতনের আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী। বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারকে বলিতেছেন—"আমি স্বয়ং জয়ন্ত নামে তোমার গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলাম" (২।৪।৮৬)। অন্যত্র (২।৩।১২২) আছে "গৌড়দেশে গঙ্গাতটে জয়ন্ত নামে যে এক মাথুর ব্রাহ্মণোত্তম আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু।" উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১।১১৩-১১৬ শ্লোকে বৃন্দাবনে জয়ন্তের যে বর্ণনা আছে তাহা শ্রীচৈতন্যেরই ভাব-বর্ণনা।

তাঁহার অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া কত সমসাময়িক কবি মুগ্ধ-বিস্ময়ে বলিয়াছেন—

গোরারূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল যে কষিল বান সোণা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গঢ়িল বিধি গোরা॥

—ভক্তিরত্নাকর পৃ. ৯৩৪, পদক. ১১৩৭

এমন যে অতুলনীয় রূপ তাহাও তাঁহার ভাব-বিকারের প্রাবল্যে কথনও কথনও লুক্কায়িত হইত। রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুর দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন যে বিবর্ণতা স্তম্ভ বা জড়ের মতন ভাব, অস্ফুটবচন, কম্প, অশ্রু, পুলক, হাস্য, ঘর্ম্ম, প্রভৃতি যেন তাঁহার দেহে নববিধ রত্নালঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইত।

প্রতাপরুদ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের ভারতবর্ষের তিনজন ক্ষমতা-শালী নৃপতির মধ্যে অন্যতম—অন্য দুইজন হইতেছেন বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় ও বাঙ্গালা-বিহারের হুসেন শাহ। এমন একজন সার্ব্বভৌম রাজা শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল; অথচ প্রভু বিষয়ীর সংস্পর্শে আসিতে চাহেন না। উড়িষ্যার ভক্তগণ তখন প্রভুর অজ্ঞাতে রাজাকে তাঁহার নৃত্য দর্শন করাইলেন। নৃত্যের মধ্যে প্রভুর অলৌকিক ভাব দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁহার একটু খট্‌কা লাগিল—

প্রভুর নাসায় যত দিব্য-ধারা বহে।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেমধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তনবিকারে॥

এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি নৃপতি।
ঈষত সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥—চৈ. ভা., ৩।৫

পরে অবশ্য জগন্নাথের কৃপায় তিনি শ্রীচৈতন্যের ভাববিকারের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভাবের মানুষ শ্রীচৈতন্য ; ভাবের আবেগে দেহের কি দশা হইত তাহার প্রতি তাঁহার একটুকুও লক্ষ্য থাকিত না। বৃহদ্ভাগবতামৃতে সনাতন গোস্বামী গোপকুমারের গুরুর অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

কীর্ত্তয়ন্তং মুহুঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং ক্বচিৎ।
নৃত্যন্তং ক্বাপি গায়ন্তং ক্বাপি হাসপরং ক্বচিৎ ॥
বিক্রোশন্তং ক্বচিদ্ভূমৌ স্খলন্তং ক্বাপি মত্তবৎ।
লুঠন্তং ভুবি কুত্রাপি রুদন্তং ক্বচিদুচ্চকৈঃ ॥
বিসংজ্ঞং পতিতং ক্বাপি শ্লেষ্মলালাশ্রুধারয়া।
পঙ্করন্তং গবাং বর্ত্ম-রজাংসি মৃতবৎ ক্বচিৎ ॥—২।১।১১৪-১১৬

অর্থাৎ কখনও তিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন, কখনও জপে বা ধ্যানে রত থাকিতেন, কখনও উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন, কখনও গান করিতেন, কখনও হাস্য করিতেন, কখনও চীৎকার করিতেন, কখনও বা ভূতলে পতিত হইয়া লুণ্ঠন করিতেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন। কখনও অচেতনপ্রায় ভূতলে পতিত হইতেন এবং তাঁহার নাসিকা ও মুখনির্গত শ্লেষ্মা লালা ও নয়নের অশ্রুধারা গোচারণের পথের ধূলিকে কর্দ্দমিত করিত। কখনও বা তিনি মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। সনাতন গোস্বামীর জয়ন্তরূপী গুরু শ্রীচৈতন্যের ভাবের এই আলেখ্য বৃন্দাবনদাসের উপরে উদ্ধৃত বর্ণনাকে সমর্থন করিতেছে।

প্রভুর প্রেমাশ্রু ও ভাবের ঐশ্বর্য্যই লক্ষ লক্ষ লোককে প্রেমভক্তির উপাসনায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষদের ন্যায় তাঁহাকে কখনও বক্তৃতা করিতে হয় নাই, গ্রন্থ লিখিতে হয় নাই, এমন কি দশজনের মাঝে দশটা উপদেশও দিতে হয় নাই। নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্-নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থে সত্যই বলিয়াছেন যে প্রভু "কেবলং প্রেমধারয়ৈব সর্বেষামাশয়ং শোধিতবান্, আসুরভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্"—কেবল নয়নের প্রেমাশ্রুধারার দ্বারাই তিনি সকলের চরিত্র শোধন করিয়াছেন,

তাহাদের আসুরীভাব চূর্ণীকৃত করিয়াছেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার প্রেম-প্রচারের প্রণালী বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

দৃষ্ট্বা মাদ্যতি নূতনাম্বুদচয়ং সংবীক্ষ্য বর্হং ভবে
দত্যন্তং বিকলো বিলোক্য বলিতাং গুঞ্জাবলীং বেপতে।
দৃষ্টে শ্যামকিশোরকেপি চকিতং ধত্তে চমৎকারিতা
মিত্থং গৌরতনুঃ প্রচারিতনিজপ্রেমা হরিঃ পাতু বঃ।
—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৪

অর্থাৎ যিনি নবীনমেঘসমূহ দেখিয়া মাতিয়া উঠেন, ময়ূরচন্দ্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়েন, গুঞ্জাবলী দর্শনে যাঁহার অঙ্গ-সকল কম্পিত হয় এবং যিনি শ্যামকিশোর পুরুষ দর্শনে চকিত হইয়া চমৎকারিতা ধারণ করেন, এইভাবে নিজপ্রেমপ্রচারক সেই গৌরহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে "বিনির্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিল পশুপালাম্বুজদৃশাং" সমস্ত ব্রজগোপীদের প্রেমের বিনির্যাস (essence) বলিয়া স্তব করিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের এইসব বিবরণ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের প্রণালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন,

লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথো দূর বহি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তাতে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজ গ্রামে করি আগমন।
কৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে বলে বল কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইসে যত জন।
তাঁহার দর্শনকৃপায় হয় তাঁর সম।
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী তাঁরে দেখি সেহো বৈষ্ণব হয়॥

সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমতে বৈষ্ণব হৈল দক্ষিণ প্রদেশ ॥—চৈ. চ., ২।৭

নবদ্বীপের বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ২২।২৩ বৎসর বয়সে গয়া হইতে ভাবভক্তি লইয়া ফিরিলেন। তিনি ভাবাবেশে কখনও কখনও কৃষ্ণের মতন বেশভূষা করিতেন, বিষ্ণুর সিংহাসনের উপর যাইয়া বসিতেন, ভক্তগণকে স্তব করিতে, পূজা করিতে বলিতেন। অনুপমসুন্দর ২৩ বছরের এই তরুণ যুবককে সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ও পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত এবং নিত্যানন্দের ন্যায় সমগ্র-আর্য্যাবর্ত্ত-পরিভ্রমণকারী সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ-ভগবান্ বলিয়া পূজা ও অভিষেক করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য কখনও বিষ্ণুর সিংহাসনে বসেন নাই, নিজেকে ভগবান্ বলেন নাই, এমন কি কেহ তাঁহাকে 'সচল জগন্নাথ' বলিলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বেশভূষাও একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মত। পরিধানে মাত্র একখানি কৌপীন, তাহার উপর অরুণবর্ণের এক বহির্বাস—"দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং" (রঘুনাথদাস ১।৩), তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ (শ্রীরূপ ১।৪)। অলঙ্কার হইয়াছে তাঁহার কটিদেশে বিলম্বিত করঙ্ক—নারিকেলের খোলা দিয়া তৈয়ারী জলপাত্র—"কটিলসৎকরঙ্কালঙ্কার" (শ্রীরূপ ২।৭)। উচ্চৈঃস্বরে যে হরিনাম করেন, তাহা গণনা করিবার জন্য গ্রন্থীকৃত কটিসূত্রে তাঁহার বামহস্ত সুশোভিত—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ॥—শ্রীরূপ ১।৫

কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন তীর্থভ্রমণের সময়ও প্রভুর "দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে" (২।৭।৩৬)।

সংখ্যা রাখিয়া হরেকৃষ্ণ নাম করা শ্রীচৈতন্যের পক্ষে সহজ ছিল না। নাম করিবামাত্র যাঁহার নয়ন-সমক্ষে নামীর রূপগুণ স্ফুরিত হইত, তাঁহার পক্ষে নামগণনা করা অসাধারণ সংযমের পরিচায়ক। অথচ তিনি "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" বলিয়া সংখ্যা রাখিয়া নাম করা অবশ্য-প্রয়োজন মনে করিতেন। লক্ষ নাম যে বৈষ্ণব না করিতেন, তাঁহার গৃহে তিনি অন্ন গ্রহণ করিতেন না। জগাই মাধাই বৈষ্ণব হইয়া দুইলক্ষ নাম প্রত্যহ করিতেন (চৈ. ভা. ২।১৫)। হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম করিতেন।

গোরখপুরের গীতাপ্রেসের সাধকপ্রবর শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার লিখিয়াছেন যে ৬ ঘণ্টায় একলক্ষ নাম করা যায় (The Divine Name and Its Practice, পৃ. ৪২)। কিন্তু নাম করিতে করিতে জিহ্বার আড়ষ্টতা যখন বিদূরিত হয় তখন ২ ঘণ্টা ২॥০ ঘণ্টাতেও একলক্ষ নাম করা যায়। গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ গোবিন্দকুণ্ডের ভজননিষ্ঠ অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এইরূপ কালের মধ্যে একলক্ষ নাম গ্রহণ করেন দেখিয়াছি। মহাপ্রভু কয়লক্ষ নাম প্রত্যহ করিতেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে

বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥—২।১৮।৭৩

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রায় নয় ঘণ্টা সময়। মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্ত্তন করিতেন বলিয়া তাঁহার অন্ততঃ তিন ঘণ্টা সময় লাগিত একলক্ষ নাম করিতে। নয় ঘণ্টায় তিনি হরিদাস ঠাকুরের মতন তিনলক্ষ নাম করিতেন অনুমান করা যায়।

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য কঠোরভাবে সন্ন্যাসের নিয়মাদি প্রতিপালন করিতেন। জগদানন্দ তাঁহার জন্য এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছিলেন। প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন না। জগদানন্দ বারংবার অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন—দেখ আমি যদি তৈল ব্যবহার করি তবে—

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে ॥—চৈ. চ., ৩।১২

লোকের নিন্দাস্তুতিতে তাঁহার অবশ্য কিছুই হইত না, তবুও জনসমাজে আদর্শ স্থাপন করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিতেন। নিরন্তর কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। কলার শরলা বা বাকলের উপর তিনি শয়ন করিতেন। ভক্তেরা দেখিতেন যে প্রভুর "শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়"। তাই জগদানন্দ সূক্ষ্ম বস্ত্র আনিয়া উহা রাঙ্গাইয়া তাহার মধ্যে শিমুলের তুলা ভরিলেন। জগদানন্দের ভয় ছিল প্রভু ইহা গ্রহণ করিবেন না; তাই স্বরূপ-দামোদরকে তিনি অনুরোধ করিলেন যাহাতে প্রভু উহা প্রত্যাখ্যান না করেন। প্রভু গোবিন্দকে বলিয়া তুলা ফেলাইয়া দিলেন। স্বরূপ নম্রভাবে বলিলেন যে ইহাতে জগদানন্দ বড় দুঃখ পাইবেন। প্রভু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, শুধু তুলার গদি কেন? একখানি খাটও আনাও!

প্রভু কহেন, খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥—চৈ. চ., ৩।১৩

প্রভু কোনরূপ বিলাসব্যসন ব্যবহার করেন নাই। কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যে ঘরটীতে তিনি থাকিতেন, তাহাই এখন রাধাকান্তমঠে অবস্থিত গম্ভীরা নামে পরিচিত। ঐ ঘরটী এত ছোট যে শ্রীচৈতন্যের মতন লম্বাচওড়া মানুষের থাকিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হইত। কিন্তু দেহের সুখদুঃখের প্রতি যার নজর থাকে সেই দুঃখ পায়; ভাবলোকে যাঁহার অহরহঃ বিচরণ তাঁহার আবার দুঃখ কোথায়?

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিলেও শুষ্ক বৈরাগ্যে হৃদয়ের রূপরসকে নির্ব্বাসিত করেন নাই। জীবনের রসে ছিলেন তিনি ভরপূর। নবদ্বীপে তিনি হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতি প্রবীণ ভক্তবৃন্দকে লইয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। পুরীর ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় সুবিজ্ঞ প্রৌঢ় পণ্ডিতকেও তিনি জলখেলায় মাতাইয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌমসহ খেলে রামানন্দরায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায়॥
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন॥—চৈ. চ., ২।১৪

মহাপ্রভুর এই পরিহাস-প্রিয়তার আরও দৃষ্টান্ত পরে দিব। জলক্রীড়ায়

হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল।
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥

আবার কৃষ্ণজন্মযাত্রার পরদিন নন্দমহোৎসব-উপলক্ষ্যে

গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্তসব॥
দধিদুগ্ধ-ভার সবে নিজ স্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরি হরি॥
কানাই খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী॥

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী॥
ইহা সব লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে, সত্য কহি, না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লইয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুইপাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোকে হাসে॥
আলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥—চৈ. চ., ২।১৫

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে এই অংশ কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য (১৮।১৪ ও ১৮।৫০) হইতে লইয়াছেন। বিশ্বম্ভর মিশ্র যে নবদ্বীপে শুধু পাণ্ডিত্যই অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে; লাঠিখেলাতেও তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এমন করিয়া আলাতচক্রের মতন লগুড় ঘুরাইতে পারিতেন না।

বিশ্বম্ভর সঙ্গীত-শিক্ষাও করিয়াছিলেন। তবে মুকুন্দ দত্ত, মাধবানন্দ ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় তিনি মূলগায়েন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রসকীর্ত্তন করিতেন না। নামকীর্ত্তনাদিতে অবশ্য তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন যে নবদ্বীপ-লীলায়—

বক্রেশ্বর নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো গায়ত্যমন্দং করতালিকাভিঃ।
বক্রেশ্বরো গায়তি গৌরচন্দ্রে, নৃত্যত্যসৌ তুল্যসুখানুভূতিঃ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৪।৮

বাসু ঘোষ একটি পদে লিখিয়াছেন যে

মুরলীর রন্ধ্রে ফুঁক দিলা গোরাচান্দ
অঙ্গুলি চালায়া করে সুললিত গান॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ৯৩৫ উদ্ধৃত

সুতরাং প্রভু মুরলী বাজাইতেও জানিতেন।

শ্রীচৈতন্যের ভাবভক্তির অন্তরালে রসের ফল্গুস্রোত বহিত। রূপে রসে, হাস্য-পরিহাসে তিনি ভক্তগণের মনপ্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কঠোর বৈরাগ্য-সাধনাতেও তাঁহার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তার হ্রাস ঘটে নাই। তরুণ নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাচর্চ্চায় যখন নিবিষ্ট তখন বলিতেন—কলিকালে সন্ধিকার্য্যে যাহার জ্ঞান নাই তাহারই উপাধি হয় ভট্টাচার্য্য। সেকালে যাঁহাকে ভট্টাচার্য্য বলা হইত, একালে তাঁহাকে প্রফেসর বলে। শ্রীহট্টিয়া ও পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের কথা-বলার ধরণ নকল করিয়া তিনি কথা বলিতে ভালবাসিতেন। নিমাই পণ্ডিত কিছুদিনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবকে পূর্ব্ববঙ্গের কথা বলিতে বলিতে

বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥—চৈ. ভা., ১।১০

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্মী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ গ্রন্থরচনার সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধিতে কবি তাঁহার নাম করিয়া তাঁহার কথা বলেন নাই। নারায়ণরূপী বিশ্বম্ভর মিশ্রের পত্নী তত্ত্বতঃ লক্ষ্মী, সুতরাং লক্ষ্মী নামেই বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুইচারিটি কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে এই স্বল্পপরিমাণ তথ্যের মধ্যে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার ইঙ্গিত যেন রৌদ্রকিরণে ঝিকিমিকি করিতেছে। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের পর যখন নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়াছেন ও শচীমাতার নিকট পুত্রস্নেহ লাভ করিয়াছেন, সেই সময় একদিন স্বপ্ন দেখিয়া শচীদেবী নিভৃতে বিশ্বম্ভরকে বলিলেন—"দেখ বাবা! আজ শেষ রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। তুমি আর নিত্যানন্দ যেন বছর পাঁচেক বয়সের ছেলে হইয়াছ। দুই ভাই মারামারি করিয়া ছুটাছুটি করিতেছ। সহসা তোমরা ঠাকুরঘরে ঢুকিলে, আর সেই সময় কৃষ্ণ ও বলরাম দুইজনে বাহির হইয়া আসিয়া তোমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা তোমাদিগকে বলিলেন—'তোমরা কে? এখানে আসিয়াছ কেন? এখানে যত কিছু দই, দুধ, সন্দেশ দেখিতেছ সব কিন্তু আমাদের; তোমরা ইহার কিছুই পাইবে না।' ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন—

'আরে সেকাল আর এখন নাই। তখন ছিল গোয়ালার যুগ, তাই খুব ফুর্ত্তি করিয়া দধি-মাখন লুটিয়া খাইয়াছ। এখন বামুনের যুগ—আমরা খাইব। সেইজন্য ভালোয় ভালোয় সব উপহার ছাড়িয়া দাও। যদি না দাও তবে মার খাইবে।' কৃষ্ণ-বলরাম বলিলেন—'বটে! দেখ আমাদের দোষ নাই কিন্তু, এ দুইজন আজ বাঁধা পড়িবে।' নিত্যানন্দ বলরামকে বলিলেন—'আরে, তুমি কৃষ্ণের ভয় কি দেখাইতেছ? গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর।' এই রকম ঝগড়াদ্বন্দ্ব করিতে করিতে কাড়াকাড়ি করিয়া সব জিনিষ চারজনে মিলিয়া খাইলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ যেন আমাকে ডাকিলেন—'মা! বড় ক্ষিধে পেয়েছে, ভাত দাও।' ঐ ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এমন অদ্ভুত স্বপ্নের কি মানে ভাবিয়া পাইতেছি না। ভোরের স্বপ্ন বলিয়া ভাবনা আরও বেশী হইতেছে।"

মায়ের কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন—

"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ়॥
মুঞি দেখোঁ বারেবারে নৈবেদ্যের কাজে।
আধাআধি থাকে, না কহি কারে লাজে॥

"মা! তোমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, জাগ্রত দেখিতেছি। তোমার স্বপ্নের কথা যেন আর কাউকে বলিও না। আমিও ভোগ দিতে যাইয়া দেখি যে নৈবেদ্যের আধাআধি থাকে না; লজ্জায় কাহাকেও বলি না।" এ পর্য্যন্ত বেশ সোজা কথা। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত ইহার পর যাহা বলিলেন তাহা anticlimax-এর চরম—

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥—চৈ. ভা., ২।৮

সোজা কথায়—"তোমার পুত্রবধূরই এই কাণ্ড। তিনিই নৈবেদ্যের অর্দ্ধেক সাবাড় করিয়া দেন।" স্বামীর এই পরিহাসে—

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে ॥

নিমাই পণ্ডিতের দাম্পত্যজীবনের উপর এক ঝলক আলো ফেলিয়া বৃন্দাবনদাস যেমন রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবে ভাবিত বিশ্বম্ভর মিশ্রের ভিতর যে এক পরিহাসরসিক তরুণ যুবা লুকাইয়া ছিলেন তাহা দেখাইয়া ইতিহাসের পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অদ্বৈতপ্রভু বিশ্বম্ভর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। নিমাই যখন ছোট ছেলে—পাঁচ ছয় বছর বয়স—তখন অদ্বৈত বিখ্যাত অধ্যাপক ও ভক্ত। এহেন অদ্বৈত আচার্য্যের প্রতিও বিশ্বম্ভর মিশ্র পরিহাসবাণ নিক্ষেপ করিতে. বিরত হন নাই। অদ্বৈতের দুই পত্নী—সীতা ও শ্রীদেবী। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—বিশ্বম্ভর একদিন শ্রীবাস-অদ্বৈতাদি-পরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'সপরিহাসমদ্বৈতং প্রতি' বলিয়া উঠিলেন—"সীতাপতির্জ্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ।" অদ্বৈত তাহার উত্তরে বলিলেন—"এখানে রঘুনাথ কোথায়? যদুপতি আপনিই তো উপস্থিত।" শ্রীবাস বলিলেন—"এখন দেখিতেছি ভক্তি তিরোহিতা হইয়াছেন।" বিশ্বম্ভর বলিলেন—"তা কেন? আপনাদের মতন সাধুদের নিকট শ্রীবিষ্ণু-ভক্তি রহিয়াছেন।" অদ্বৈত উত্তর দিলেন—"ইদানীং সেব বিষ্ণুপ্রিয়া"। এমন সময় শচীদেবী বলিয়া পাঠাইলেন যে অদ্বৈত যেন আজ তাঁহার গৃহেই ভোজন ও বিশ্রাম করেন। শ্রীবাস ইহা শুনিয়া বলিলেন—"তাহা হইলে আমারও আজ এখানে ভোজন হইবে।" বিশ্বম্ভর বলিলেন—"এত লোকের জন্য রন্ধন করিতে ইঁহার বড় পরিশ্রম হইবে।" অদ্বৈত এইবার তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ইঁহার কেন বলিতেছেন, তাঁহার বলুন।" বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি বিশ্বম্ভর মিশ্র যে একেবারে উদাসীন ছিলেন না তাহা হাস্যোজ্জ্বল এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রভুর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। উদ্দামতা ও ঈশ্বরভাবের আবেশ হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু স্বভাবসুলভ পরিহাসপ্রিয়তার লোপ পায় নাই। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ খুব আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই হয়তো প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইঁহারা সাধনভজনে তেমন অগ্রসর নহেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ এড়াইবার জন্য তিনি বলিলেন—

চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া।
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর ॥—চৈ. ভা., ৩।১০

ব্রাহ্মণেরা তো প্রভুর কথায় আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহারা সাধারণ গৃহস্থ মানুষ—

বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন গোসাঞি।
লক্ষের কি দায়, সহস্রও কারো নাঞি ॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক্ ছারখার ॥

আমরা গরীব মানুষ, লক্ষ দূরে থাকুক, কাহারও সহস্রও নাই, কিন্তু তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার যদি না কর, তাহা হইলে আমাদের গার্হস্থ্য ছারখার যাউক। তাহাদের আকৃতি দেখিয়া প্রভু বলিলেন—আরে! আমি কি লক্ষেশ্বর মানে লক্ষটাকার অধিপতি বলিয়াছি?

প্রভু বোলে জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে ॥
সে জনের নাম আমি বলি "লক্ষেশ্বর"।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর ॥

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহারা প্রভুকে বলিলেন—

লক্ষনাম লৈব প্রভু! তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥
প্রতিদিন লক্ষনাম সর্ব্ব বিপ্রগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে ॥

এইরূপ হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া প্রেমভক্তি-প্রচারের দৃষ্টান্ত বোধ হয় জগতের ইতিহাসে বিরল

হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়া শিক্ষাদানের আর একটি কাহিনী পাই শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণে। শিবানন্দ সেন প্রভুর একজন প্রধান পরিকর। তাঁহার উপর ভার ছিল গৌড়ীয় ভক্তদিগকে পথে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া ও পথের শুল্কাদি দিয়া রথের পূর্ব্বে প্রতিবৎসর

পুরীতে লইয়া যাওয়া। গৌড়ীয় ভক্তেরা পুরীতে যাইয়া সাধারণতঃ চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিতেন। এই সময় খুব সংযতভাবে ভজনসাধন করিতে হয়। কিন্তু একবার পুরীতে বাসকালে শিবানন্দের পত্নী সন্তানসম্ভবা হন। প্রভু জানিতে পারিয়া শিবানন্দকে বলিলেন—

এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হইল তার॥
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস।
'পুরীদাস' করি প্রভু করে উপহাস॥—চৈ. চ., ৩।১২

এই উপহাস অন্যান্য ভক্তকে যথোচিত সংযমের সহিত চাতুর্মাস্যের সময় তীর্থবাস করিতে শিখাইয়াছিল।

কুসুমের ন্যায় সুকুমার হইলেও বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও সদাচার-পালন-ব্যাপারে শ্রীচৈতন্য ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর। অদ্বৈত আচার্য্যের কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে এক কর্ম্মচারী ছিল। খুব সম্ভব অদ্বৈতের অজ্ঞাতসারে প্রতাপরুদ্রের নিকট এক পত্র লিখিয়া তিনি প্রার্থনা করেন যে অদ্বৈত আচার্য্য স্বয়ং ঈশ্বর-স্বরূপ; কিন্তু তাঁহার সহসা কিছু ঋণ হইয়াছে; উহা হইতে মুক্তির জন্য তিনশত তঙ্কার প্রয়োজন।

সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এই ত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়া স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি টাকা শত তিন॥—চৈ. চ., ১।১২

এই পত্র প্রভুর হাতে পড়ায় তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসকে আর তাঁহার সামনে আসিতে দিতে নিষেধ করিলেন। এই দণ্ড যে প্রকারান্তরে অদ্বৈতের প্রতিই দণ্ড তাহা অদ্বৈত বুঝিলেন। তাঁহার জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, তাঁহার নিজের কর্ম্মচারীর কাজের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। প্রভু অদ্বৈতকে বুঝাইয়া দিলেন—

প্রতিগ্রহ না করিবে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥

মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥

শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তদিগকে কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তরু যেমন শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট জল প্রার্থনা করে না, সেইরূপ ভক্তগণ "তরোরিব সহিষ্ণুনা" সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবে।

ছোট হরিদাস প্রভুর প্রিয় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তিনি একদিন শিখি মাহিতীর ভগিনী বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে কিছু চাউল লইয়া আসায় প্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥—চৈ. চ., ৩।২

ছোট হরিদাস মনের দুঃখে প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়েই থাকিয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন—পুরীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। গৌড়ের লোকে নিত্যানন্দ প্রভুকে বিধি-নিষেধের উর্দ্ধে বলিয়া জানিতেন। তাঁহার সদাচার-লঙ্ঘনকে "তেজীয়সাং ন দোষায়" বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু পুরী ছিল তখন সর্ব্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে প্রধান। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে ভক্তগণ সেখানে রথাদি উৎসব উপলক্ষ্যে আসিতেন। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসের কোন বিধি-আচার পালন করিতেন না; ক্ষণে ক্ষণে তিনি দিগম্বর হইয়া পড়িতেন। এইসব দেখিয়া পাছে অগৌড়ীয়া ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের মনে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা জাগে ও তাহার ফলে প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের বিঘ্ন ঘটে এই ভয়েই শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে পুরীতে আসিতে মানা করিয়াছিলেন। নিষেধ সত্ত্বেও অবশ্য নিত্যানন্দ প্রভু কয়েকবার পুরীতে আসিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রচুর আগ্রহ ছিল। তিনি পয়স্বিনীতীরে আদিকেশবের মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতার পুঁথি দেখিয়া—"বহুযত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া" (চৈ. চ., ২।৯)। কৃষ্ণবেন্বাতীরে বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথির প্রচার দেখিয়া উহাও তিনি নকল করাইয়া আনেন। তাঁহার পুঁথিসংগ্রহের উদ্যম দেখিয়াই বোধ হয় রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে এক বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থাগারের কথা কোন বইয়ে নাই কিন্তু সনাতন গোস্বামী বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী টীকাতে অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস-সমুচ্চয় প্রভৃতি ৮১ খানি গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়াছেন। ডা. সুশীল-কুমার দে দেখাইয়াছেন যে হরিভক্তিবিলাসে ১১৮ খানি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি আছে। যাঁহারা রাজসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে এত পুঁথি সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণাতেই তাঁহারা এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবতকেই তাঁহার প্রেমধর্ম্মের মূল উৎসরূপে প্রচার করিয়া-ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিরই প্রাধান্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব ঘোষিত হইয়াছে, এবং গোপীদের বিশেষতঃ শ্রীরাধার প্রেমই যে সাধ্য বস্তু এই মত প্রচার করিতে অন্ততঃ দুইজন ভক্তকে আদেশ দিয়াছিলেন। একজন হইতেছেন সনাতন গোস্বামী—যিনি তাঁহার জীবনকালেই বৃহদ্ভাগবতামৃত লিখিয়া এইসব মত স্থাপন করেন। আর দ্বিতীয় হইতেছেন কবিকর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথ আচার্য্য, যিনি "চৈতন্যমতমঞ্জুষা" নামে শ্রীমদ্ভাগবতের এক টীকা লেখেন। ঐ টীকায় ১০।৩০।৩৭-৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীকে লইয়া রাসস্থলী হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন রাধা—"সা চ রাধা সর্ব্বাঃ সখীরন্তস্মৃত্য মনসি চকার।" ১০।৩০।২৮র 'অনয়ারাধিতা' শ্লোকেও "সর্ব্বাভ্যো হ্যস্যামেব গরীয়সী প্রীতিরিতি রাধেবেয়ং তৎসঙ্গে" বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, প্রবোধানন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণকে সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থরচনায় অনুপ্রেরিত করিয়াছিলেন মনে হয়। কেন-না সংস্কৃতই ছিল তখন সর্ব্বভারতীয় ভাষা। প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিলে তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত না। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যা কম ছিল না। রূপ-সনাতন তো একরকম বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা

ছাড়াও দ্রাবিড়দেশের কাশীশ্বর গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট, রাঘব গোস্বামী, রামদাস বিপ্র ও প্রবোধানন্দ তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার শাখাভুক্ত ভক্তদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এক শিবানন্দ দস্তরের নাম করিয়াছেন। দস্তর উপাধি গুজরাটের পার্শিদের মধ্যে দেখা যায়। চৈতন্য-শাখাভুক্ত কামভট্ট, সিংহভট্ট এবং হরিভট্ট সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। উড়িয়া, অসমিয়া, ত্রিহুতিয়া ভক্ত তো তাঁর অসংখ্য ছিল। ইঁহাদের জন্যও সংস্কৃতে গ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছিল। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাধনার গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব। তিনি তীর্থভ্রমণকালে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল মন্দিরেই নির্ব্বিচারে স্তুতিনতি করিয়াছেন। মুসলমান ভক্তদিগকেও তিনি প্রেমের সঙ্গে আশ্রয় দিয়াছেন। যতিধর্ম্মকে যিনি উল্লঙ্ঘন করিতেন না তিনি যবন হরিদাসের তিরোধানের পর

> হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
> অঙ্গনে নাচে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥—চৈ. চ., ৩।১১

শুধু তাই নহে, সমুদ্রতীরে তাঁহার সমাধি দিবার সময় "হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ" এবং

> হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
> আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায় ॥

পরিশিষ্ট (ক)

বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরবৃন্দ

বৈষ্ণব-বন্দনা

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেবকীনন্দন[১] দাসের বাংলা "বৈষ্ণব-বন্দনা" ও সংস্কৃত "বৈষ্ণবাভিধান" এবং বৃন্দাবনদাস-নামধারী এক ব্যক্তির "বৈষ্ণব-বন্দনা" সংগ্রহ করিয়া একত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে দেবকীনন্দনের "বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনার" (৮০১ সংখ্যক পুথি) ও শ্রীজীবের সংস্কৃত "বৈষ্ণব-বন্দনার" (৪৪০ সংখ্যক পুথি) পুথি আছে। এই পাঁচখানি বৈষ্ণব-বন্দনা ছাড়া ছোটখাট আরও অনেক বৈষ্ণব-বন্দনার পুথি পাওয়া যায়[২]।

বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে শ্রীচৈতন্যচরিতের অনেক মূল্যবান্ উপাদান পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য যে পুরী, গিরি, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধিধারী সন্ন্যাসীদিগের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন, এই প্রয়োজনীয় তথ্যটী চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না—বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের সাধন-ভজন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহা বৈষ্ণব-বন্দনাগুলি হইতে যেমন স্পষ্টভাবে জানা যায়, কোন চরিতগ্রন্থ হইতে সেরূপ জানা যায় না। কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। অচ্যুতানন্দ ব্যতীত অন্যান্য অদ্বৈত-পুত্রকে একদল ভক্ত যে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই সংবাদটী কেবলমাত্র শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়। অনন্ত আচার্য্যের বাড়ী যে নবদ্বীপে ছিল, এই কথা শ্রীজীব ও বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে। উদ্ধারণ দত্ত যে নিত্যানন্দের সঙ্গে সকল তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এ কথা বৈষ্ণব-

১ দেবকীনন্দনের নাম অনেক স্থলে দৈবকীনন্দন ছাপা হইয়াছে।

২ যদুনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার পুথির বিবরণ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা (১৩১৪ সাল) পৃ. ৮৩তে দ্রষ্টব্য। উহাতে মাত্র ১৫ জন ভক্তের বন্দনা আছে। দ্বিজ হরিদাস এক সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছিলেন। উহা বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে ছাপা হইয়াছে।

বন্দনাগুলি ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। গোবিন্দ দ্বিজ নামে এক ভক্ত যে "প্রভু লাগি মানসিক সেতুবন্ধ" রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও কেবলমাত্র বৈষ্ণব-বন্দনাত্রয়েই পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও ঐরূপ বৈষ্ণব-বন্দনাতেই পাওয়া যায়—অন্যত্র নহে। (১) গৌরীদাস পণ্ডিত অদ্বৈতকে উৎকলে লইয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয় অদ্বৈত জ্ঞানমিশ্রাভক্তি প্রচার করিয়া অনেককে স্বমতে লইয়া যাইতেছিলেন বলিয়া, শ্রীচৈতন্য গৌরীদাস পণ্ডিতের দ্বারা অদ্বৈতকে নিজের কাছে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। (২) ধনঞ্জয় পণ্ডিত "লক্ষকের গারিস্থ প্রভুপায় দিয়া, ভাণ্ডহাতে করিলেক কৌপীন পড়িয়া।" (৩) পরমেশ্বরদাসের কীর্ত্তন শুনিয়া শৃগালেরা সমবেত হইত। (৪) পুরুষোত্তমদাস কর্ণের করবী-পুষ্পকে পদ্মগন্ধ করিয়াছিলেন। (৫) বুদ্ধিমন্ত খান প্রভৃতি ছয় জন সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মচারী ছিলেন; যথা, শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায়—

বন্দে সদাশিবং বিদ্যানিধিং শ্রীগর্ভমেবচ।
শ্রীনিধিং বুদ্ধিমন্তং চ শ্রীল শুক্লাম্বরং পরং॥
ব্রহ্মচারিন্ এতান্ বৈ প্রেমিণঃ যন্মহাশয়ান্॥

এইরূপ আরও অনেক নূতন তথ্য বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে প্রদত্ত তথ্যগুলি কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বিচার করিতে হইলে প্রত্যেকখানি বৈষ্ণব-বন্দনার রচনা-কাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত; অনেক ভক্ত প্রাতঃ-কালে ঐ বন্দনা আবৃত্তি করেন। সেইজন্য দেবকীনন্দন কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা প্রথমে বাহির করিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভক্তিরত্নাকরে দেবকীনন্দনের ছোট বৈষ্ণব-বন্দনা (পৃ. ১০১৭) ও বৈষ্ণবাভিধান (পৃ. ৯৮৬-৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর দাস অনুরাগবল্লীতে লিখিয়াছেন—

শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়।
শ্রীদেবকীনন্দনঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥
তিঁহো যে করিল বড় 'বৈষ্ণব বন্দন'।
তাথে চারি সম্প্রদায় করিল লিখন॥"—পৃ. ৪৮

দেবকীনন্দন নিজেও পুরুষোত্তমকে গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তাহা হইলে. বুঝা যাইতেছে যে, দেবকীনন্দন ষোড়শ শতাব্দীতেই বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় দেবকীনন্দনের ছোট বৈষ্ণব-বন্দনার সাতাশখানি পুথি আছে (উহাদের সংখ্যা ৪৬৩—৭২, ১৪৮১—৯১, ১৭৮৫, ১৮১৪, ২০৩৮, ২০৮৪, ২১০৭—৮)। ঐগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুথির (সংখ্যা ২০৮৪) তারিখ ১০৬১ সাল বা ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ছাপা বৈষ্ণব-বন্দনার সহিত ঐ পুথির প্রায় সর্ব্বাংশে মিল থাকিলেও উহার শেষে আছে—

"বন্দনা করিব বৈষ্ণব মোর প্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কহে বৈষ্ণব আখ্যান ॥

ইতি বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্তা। লিখিতং শ্রীগদাধর দেবশর্ম্মা। ১০৬১ সাল তারিখ মাহ জ্যৈষ্ঠ।" বোধ হয়, চরিতামৃত-রচনার ৩৯ বৎসরের মধ্যেই অন্যের লেখা বই কৃষ্ণদাস কবিরাজে আরোপ করার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফলেই দেবকীনন্দনের বই কৃষ্ণদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। রাধানাথ কাবাসী মহাশয় "বৃহৎভক্তিতত্ত্বসারে" দেবকীনন্দনের যে ছোট বৈষ্ণব-বন্দনা ছাপিয়াছেন, (১৩৩৩ সালের সংস্করণ, ১১ হইতে ২৮ পৃঃ) তাহাতে দেবকী-নন্দনের আত্মকাহিনী বলিয়া ২৪টি পয়ার আছে। ঐ পয়ার কয়টী সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত সাতাশখানি পুথিতে নাই এবং অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীও ছাপেন নাই। ঐ পয়ার কয়টীতে আছে যে, দেবকীনন্দন বৈষ্ণবগণকে সাধারণ মানুষ বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন।

"সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু।"

তারপর

নাটশালা হইতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লইয়া ॥
সেইকালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণপদ্মেতে ॥

তিনি নিবেদন করিলেন যে "অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী।"

প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার তার পড়হ চরণে ॥

প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু ॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥

নিম্নলিখিত কারণে আমি মনে করি যে, ঐ ২৪টী পয়ার কেহ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অবলম্বন করিয়া লিখিয়া পরবর্তী কালে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় সংযোজন করিয়াছেন। কোন এক বৈষ্ণব-নিন্দকের কাহিনী মুরারি গুপ্ত তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন (২।১৩।৬—১৭)। তাহাতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণব-নিন্দক নবদ্বীপের লোক। শ্রীবাসের প্রতি দ্বেষ করায় তাহার কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। শ্রীবাসের অনুরোধে বিশ্বম্ভর তাহাকে উদ্ধার করেন। লোকটীর নাম কি, তাহা মুরারি বলেন নাই কর্ণপূর মহাকাব্যে (৮।১—১০) এই ঘটনা লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনিও লোকটীর নাম বলেন নাই। লোচন উহা বর্ণনা করিয়াছেন (মধ্যখণ্ড, ৩৫ হইতে ৩৭ পৃষ্ঠা)। আলোচ্য ঘটনা মুরারি, কর্ণপূর ও লোচন নবদ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিলেও, বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, এ ঘটনাটি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে শান্তিপুরে ঘটিয়াছিল (ভা ৩।৭।৪৩৭—৩৯ পৃঃ)। কিন্তু এস্থলে বৃন্দাবনদাসের স্থান-সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল। এরূপ ভুল খবর তিনি আরও অনেক দিয়াছেন; যথা—কুষ্ঠীর কাহিনী বর্ণনা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি শান্তিপুরে মুরারি-কর্ত্তৃক রামাষ্টক পাঠ বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারির সংশ্লিষ্ট ঘটনা-বর্ণনায় মুরারির নিজের লেখা বই বৃন্দাবনদাসের বই অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য। মুরারি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি নবদ্বীপে শ্রীবাসগৃহে রামাষ্টক পড়িয়াছিলেন। মুরারি ও কর্ণপূরের সহিত বৃন্দাবনদাসের এই পার্থক্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের চোখ এড়ায় নাই। তিনি এই দুই বিবরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে গোপাল চাপাল নামক এক বিপ্র শ্রীবাসের নিকট অপরাধ করেন। তাহার ফলে তাঁহার কুষ্ঠব্যাধি হয়। তিনি রোগ সারাইয়া দিবার জন্য বিশ্বম্ভরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রভু সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। তারপর

সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হইতে যবে কুলিয়া গ্রামেতে আইলা ॥

তখন এই গোপাল চাপাল আবার প্রভুর শরণ লইলেন। তারপর প্রভু শ্রীবাসের অনুরোধে তাঁহার পাপভার মোচন করিলেন (চ ১।১৭।৩৩—৫৫)। চরিতগ্রন্থগুলির কোন স্থানে পাওয়া যায় না যে, ঐ গোপাল চাপালের নাম দেবকীনন্দন এবং তিনি বৈষ্ণব-বন্দনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। যিনি ঐ ২৪টী পয়ার জাল করিয়াছেন, তিনি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ছাড়া আর কিছু পড়েন নাই মনে হয়। অন্যান্য চরিতগ্রন্থ তাঁহার পড়া থাকিলে, তিনি কুষ্ঠীর নাম দেবকীনন্দন বলিতেন না ও শান্তিপুরে ঘটনাটি ঘটাইতেন না। এরূপভাবে ২৪টী পয়ার রচনার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনাই সর্ব্বাপেক্ষা আদি ও মৌলিক। শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনা যদি সত্যই শ্রীজীবগোস্বামীর লেখা হয়, তাহা হইলে তাহাকে চাপা দেওয়ার জন্য এরূপ কাহিনী প্রচলন করার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরগণের যে পরিচয় পরে দিতেছি তাহার ২০, ২৩, ৩৯, ৮৬, ১০৫, ১১৫, ১১৯, ১৩৫, ১৭২, ২০৯, ২১৩, ২৫৯, ২৭৭, ২৯৭, ৩৫২, ৩৮৬, ৪৫৪ সংখ্যক ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রীজীব ও দেবকীনন্দনের বন্দনা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে একজন অপরের বর্ণনা পড়িয়া বন্দনা লিখিয়াছেন। যদি শ্রীজীব দেবকীনন্দনের বই পড়িয়া বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিতেন, তাহা হইলে উহাতে নিত্যানন্দ, জাহ্নবী, বীরভদ্র, সীতা, অদ্বৈত, অচ্যুত, নরহরি, রঘুনন্দন, বাসুদেব দত্ত, সদাশিব পণ্ডিত প্রভৃতির সম্বন্ধে অমন সুন্দর প্রাণস্পর্শী বন্দনা থাকিত কিনা সন্দেহ। ঐসব পরিকরের বন্দনা লিখিতে যাইয়া দেবকীনন্দন কোনরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে দেবকীনন্দন শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনা দেখিয়া বন্দনা লিখিলেও, তিনি উহার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। তিনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

দেবকীনন্দনের সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধান কেবলমাত্র নামের তালিকা। ইহাতে নিত্যানন্দ ও বীরভদ্র ব্যতীত অন্য কোন পরিকরের সম্বন্ধে কোনরূপ বর্ণনা নাই। এমন কি দেবকীনন্দন নিজের গুরুর সম্বন্ধেও কেবলমাত্র লিখিয়াছেন—"পরম শ্রীল পরমেশ্বরঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ"। এরূপ গ্রন্থ দেখিয়া যে শ্রীজীবগোস্বামী বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছেন, তাহা মনে হয় না।

দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনার যে পুথি বরাহনগর গ্রন্থাগারে আছে, তাহার অনুলিপি-কাল ১৭১৯ শক। ইহাতে পুরাণোক্ত ভক্তদের এবং তিন

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের বন্দনা আছে। তারপর মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্র পুরী পর্য্যন্ত গুরুপ্রণালী উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্য-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সেই স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত ছোট বৈষ্ণব-বন্দনার সহিত প্রায় সর্ব্বাংশে মিল আছে।

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার উৎকর্ষ

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বৃন্দাবনদাসের নাম দিয়া যে বৈষ্ণব-বন্দনা ছাপিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক বৃন্দাবনদাসের লেখা নহে। কেন-না, উক্ত বন্দনাতে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গ্রন্থকার নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন-দাসের বন্দনা আছে। এই বন্দনা-লেখককে দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস বলা যাইতে পারে। ইনি কোন্ সময়ের লোক, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইতঃপূর্বে শ্রীজীবের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বন্দনা যেখানে যেখানে পাশাপাশি তুলিয়া দিয়াছি, সেই-সব স্থানে প্রায়শঃ দেখা যাইবে যে একটী অন্যটীর অনুবাদ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে শ্রীচৈতন্য, জাহ্নবী, বীরভদ্র, এবং রূপসনাতনের বন্দনায়। শ্রীচৈতন্য-বন্দনা উক্ত অধ্যায়ে উদ্ধার করি নাই; এখানে করিতেছি। তাহাতে দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবন-দাস অপেক্ষা শ্রীজীবনামাঙ্কিত বন্দনার কবিত্ব যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীজীব—বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং রসময়বপুষং, ধামকারুণ্যরাশে
ভাবং গৃহ্নন্‌রসয়িতুমিহ শ্রীহরিং রাধিকায়াঃ।
উদ্ধর্ত্তুং জীবসঙ্ঘান্ কলিমলমলিনান্ সর্ব্বভাবেন হীনান্
জাতো যো বৈ সুখাপঃ পরিজননিকরৈঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে॥

দেবকী-নন্দন— বন্দিব শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিতপাবন অবতার ধন্য ধন্য॥

২ বৃ— একান্ত ভকতি করি বন্দো গৌরচন্দ্র হরি
ভুবনমঙ্গল অবতার।
যুগধর্ম্ম পালিবারে জন্মিলা নদীয়াপুরে
সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রচার॥

এইরূপ পার্থক্য জাহ্নবী, বীরচন্দ্র, নিত্যানন্দ প্রভৃতির বন্দনাতেও দেখা যায়। সেইজন্য সিদ্ধান্ত করি যে দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বাংলা বন্দনা দেখিয়া শ্রীজীব বা তাঁহার নাম দিয়া অন্য কেহ সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব-বন্দনা লেখেন নাই। বরং শ্রীজীবের বন্দনা দেখিয়া দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ রচিত হওয়া অধিকতর সম্ভব।

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার একখানি পুথি আমি আমার মাতামহ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের নিত্যপাঠ্য শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে পাই[১]। পুথিখানি তাঁহার নিজের হাতের লেখা। এই পুথিখানি পাওয়ার পর আমি বহুস্থানে নিজে যাইয়া ও সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া অন্য আর একখানি অনুলিপির অনুসন্ধান করি। খুঁজিতে খুঁজিতে বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে ইহার অনুলিপি পাই। শুনিয়াছি জ্ঞানদাসের পাট কাঁদড়ায় ইহার আর একখানি পুথি আছে। সুতরাং বইখানি যে প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের যে গ্রন্থতালিকা লিখিত আছে (পৃ. ৫৯—৬১) তাহার মধ্যে "বৈষ্ণব-বন্দনা"র নাম পাওয়া যায় না। নরহরি চক্রবর্ত্তী যে সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন করিয়া ঐ তালিকা লিখিয়াছেন, তাহার শেষে "ইত্যাদয়ঃ" শব্দ আছে। অর্থাৎ ঐ তালিকাভুক্ত গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থও শ্রীজীব লিখিয়াছিলেন। ঐ তালিকাতে শ্রীজীবের "সর্ব্বসম্বাদিনী"র ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থও বাদ পড়িয়াছে। সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের অনুল্লেখের উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনাকে জাল বলা যায় না।

১ পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি যে সে বই, বিশেষতঃ জাল বই, সংগ্রহ করিবার মত লোক ছিলেন না। তাঁহার জীবনী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। ডা. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় History of Bengali Language and Literature গ্রন্থে তাঁহাকে জীবিত কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার চরিত্র ও কীর্ত্তন-গান সম্বন্ধে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় (১৩৩৩ ভাদ্র, রসকীর্ত্তন প্রবন্ধ, পৃ. ৩৮০) প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "বৈষ্ণব-বন্দনা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন

বন্দো শ্রীঅদ্বৈতদাস কীর্ত্তনীয়া শ্রেষ্ঠ।
পণ্ডিত বাবাজী খ্যাতি শ্রীমুকুন্দ প্রেষ্ঠ॥
দিবানিশি মত্ত যিঁহো কৃষ্ণ গুণগানে।
কীর্ত্তন শিখাইলা যিঁহো বহু ছাত্রগণে।

(বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪২)

আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনায় তিনটী বিভিন্ন স্থানে শ্রীজীবগোস্বামী নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা প্রথম শ্লোকেই—

সনাতন সমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণির টীকার শেষেও শ্রীজীব এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। রূপসনাতনের বন্দনা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

যৎপাদাব্জপরিমলগন্ধলেশবিভাবিতঃ।
জীবনামামিষেবেয় ভাবিহৈব ভবে ভবে॥

লঘুতোষণী দশমস্কন্ধের টীকার অন্তেও শ্রীজীব ঐভাবে নিজের নাম লিখিয়াছেন—"যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া"। ঐ টীকার শেষে তিনি লিখিয়াছেন—"অথো তদঙ্ঘ্রিজীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে।" এইরূপ ভাবে শ্রীরূপসনাতনের অনুগত বলিয়া নিজেকে পরিচিত করার ভঙ্গী শ্রীজীবগোস্বামীর নিজস্ব। আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনার শেষে আছে "জীবেনৈব ময়া সমাপিতমিদং কৃত্বা তু পদ্বর্পিতং।"

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীজীব বৃন্দাবনে বাস করিতেন ; তাঁহার পক্ষে গৌড়-উৎকলের অত ভক্তের, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ-ভক্তদের যোগসিদ্ধ অলৌকিক কার্য্যসমূহের অত বিবরণ জানা সম্ভব কি ? আমার মনে হয়, অসম্ভব নহে। ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় যে, শ্রীজীব নিত্যানন্দের কৃপালাভের পর বৃন্দাবনে গমন করেন ; যথা—

শ্রীজীব অধৈর্য্য হইল প্রভুর দর্শনে।
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু নয়নে॥
করয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায়।
লোটাইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ পায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাবাৎসল্যে বিহ্বল।
ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল॥—৫৩ পৃ.

এই বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, যে সময় নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেমদান করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীজীবও তথায় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিত্যানন্দ-ভক্তদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায় যত পুরী, ভারতী, সরস্বতী-উপাধিধারী ব্যক্তির নাম আছে, তাহা আর অন্য কোন চরিত-গ্রন্থে নাই। রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার শেষ ১৫।১৬ বৎসর পুরীতে ছিলেন। তাঁহার নিকট ঐসব সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া শ্রীজীব বৈষ্ণব-বন্দনায় উঁহাদের নাম লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীজীবের নাম দিয়া যদি অপর কেহ ঐ বন্দনা-গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি একজন অসাধারণ কবি ও পণ্ডিত ছিলেন বলিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রথম যুগে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি প্রভৃতির শিষ্যগণের মধ্যে এত বিবাদ বাধিয়াছিল যে অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে শ্রীজীবের নাম দিয়া এরূপ বৈষ্ণব-বন্দনা লেখা অসম্ভব নাও হইতে পারে। এই বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে যে অচ্যুত ভিন্ন অদ্বৈতের অন্য পুত্রেরা বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। ঐ বৈষ্ণব-বন্দনায় বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রকে নিত্যানন্দের পুত্র বলা হয় নাই—কেবলমাত্র জাহ্নবীর সেবক বলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ-বংশের প্রতি আক্রোশবশতঃ কোন ব্যক্তি এইরূপ বৈষ্ণব-বন্দনা রচনা করিয়া শ্রীজীবের নামে আরোপ করিয়াছেন কি ?

কিন্তু আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনার ভাব, ভাষা ও তথ্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় ইহা শ্রীজীবগোস্বামীরই রচনা। এইরূপ বৈষ্ণব-বন্দনাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই হয়তো দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছিলেন। শ্রীজীবনামাঙ্কিত বৈষ্ণব-বন্দনা সত্যই শ্রীজীবের লেখা কিনা তাহার সম্বন্ধে যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল প্রমাণ এইস্থলে ও পরিকর-পরিচয়প্রসঙ্গে উপস্থিত করিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ভার পণ্ডিতবর্গের হাতে দিলাম।

শ্রীজীবের, দেবকীনন্দনের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনার পরিকর-সংখ্যা-বিচার (১)।

শ্রী.তে ২০৩টী নাম ও দে.তে ২১৪টী নাম আছে। এইরূপ পার্থক্য কিরূপে আসিয়াছিল লিখিতেছি। শ্রী.তে বল্লভাচার্য্য, দে. বল্লভসেন

(১) দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা মানে এখানে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সম্পাদিত ছোট বৈষ্ণব-বন্দনা। এই বিচারে নিম্নলিখিত সঙ্কেতগুলি ব্যবহার করিতেছি—শ্রী=শ্রীজীবের ; দে= দেবকীনন্দনের ; বৃ=দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনা।

(পরবর্ত্তী কালে বল্লভাচার্য্যকে বর্জ্জন করা হইয়াছিল বলিয়া দে. তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই)। শ্রী.তে রত্নেশ্বর আচার্য্য, দে. নন্দন আচার্য্য ; শ্রী.তে আচার্য্য রত্ন, দে. আচার্য্য চন্দ্র। এই পার্থক্যের দরুণ সংখ্যার গরমিল হয় না। কিন্তু দেবকীনন্দনে নিম্নলিখিত ১১টী নাম বেশী আছে। (১.) দে. শ্রীজীবগোস্বামীকে বন্দনা করিয়াছেন, শ্রীজীবের বইয়ে অবশ্য শ্রীজীবগোস্বামীর বন্দনা নাই। (২) শ্রী. ২৮০ পঙ্‌ক্তিতে নৃসিংহচৈতন্যদাসং আছে, দে. ১৩৫ পয়ারে উহাকে ভাঙ্গিয়া দুইটী নাম করিয়াছেন। যথা—"বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস"। (৩) দে. ৫৭ পয়ারে একবার, অন্যবার ১৩৬ পয়ারে রঘুনাথ ভট্টকে বন্দনা করিয়াছেন। রঘুনাথ ভট্ট যে দুইজন ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। দে.র ১৬৫৪ ও ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পুথিতে ১৩৬ সংখ্যক পয়ারটী নাই। (৪—৮) দে.র ছাপা বইয়ে নিম্নলিখিত পয়ার আছে, কিন্তু প্রাচীন পুথিতে নাই—

> শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র বন্দো রায় ভবানন্দ।
> কলানিধি, সুধানিধি, গোপীনাথ বন্দো॥

কলানিধি, সুধানিধি প্রভৃতি নাম চরিতামৃত ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে নাই। সেইজন্য মনে হয় কেহ চরিতামৃত পড়িয়া নামগুলি যোগ করিয়া দিয়াছেন। (৯—১১) দে.র মুদ্রিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত পয়ার আছে, কিন্তু প্রাচীন পুথিতে পাই নাই—

> চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপূর
> শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দেবকীনন্দনের বন্দনার প্রাচীন পুথিতে লিখিত পরিকর-সংখ্যা ও নামের সহিত উল্লিখিত ছয়টী স্থান ছাড়া অন্য সর্ব্বত্র শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার মিল আছে। শ্রীজীব ও দেবকীনন্দন মিলাইয়া ২১২টী নাম পাওয়া যায়।

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায় ২০৩টী নাম, আর দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বন্দনায় ১৯১টি নাম। শ্রী.তে নাই এমন দুইটী নাম বৃ. উল্লেখ করিয়াছেন। (১) মনোরথ পুরী—শ্রী. ঐ স্থানে চিদানন্দং সুচিত্তকং লিখিয়াছেন ; (২) বৃ.তে শ্রীজীবগোস্বামীর বন্দনা আছে, শ্রী.তে নাই। বৃ. শ্রীজীব পণ্ডিতকে বন্দনা করেন নাই।

শ্রী.তে আছে, বৃ.তে নাই এমন নাম ১৭টী। (১—২) বৃ. ঈশানদাস পর্য্যন্ত বন্দনা করিয়া (শ্রী. ১১০ পঙ্ক্তি, বৃ. ৩৮ ত্রিপদীর পূর্ব্বার্দ্ধ) শ্রী.র নিম্নলিখিত শ্লোকটী বাদ দিয়াছেন—

শ্রীমান্‌সঞ্জয়ৌ বন্দে বিনয়েন কৃপাময়ৌ।
পরমানন্দলক্ষ্মণৌ তৌ চৈতন্যার্পিতমানসৌ॥

(৩—৬) বৃ. দামোদর পুরী পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া (শ্রী. ১২৭ পঙ্ক্তি, বৃ. ৪৪ ত্রিপদী প্রথমার্দ্ধ) নিম্নলিখিত শ্লোক বাদ দিয়াছেন—

বন্দে নরসিংহ তীর্থং সুখানন্দপুরীং ততঃ।
গোবিন্দানন্দনামানং ব্রহ্মানন্দপুরীং ততঃ॥

(৭—১০) বৃ. বিষ্ণুপুরী পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া (শ্রী ১৩২ পঙ্ক্তি, বৃ. ৪৫) নিম্নলিখিত শ্লোক ছাড়িয়া দিয়াছেন—

ব্রহ্মানন্দস্বরূপঞ্চ কৃষ্ণানন্দপুরীং ততঃ।
শ্রীরাঘবপুরীং বন্দে ভক্ত্যাপরময়ামুদা॥

(১১—১৩) বৃ. ধনঞ্জয় পণ্ডিত পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া (শ্রী. ২২৪, বৃ. ১১২) নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ ছাড়িয়াছেন—

পণ্ডিতং শ্রীজগন্নাথমাচার্য্যলক্ষণং ততঃ।

(১৪) শ্রী. ২৬২ পঙ্ক্তিতে জগন্নাথ তীর্থকে বন্দনা করিয়াছেন, বৃ. ঐ নাম বাদ দিয়াছেন।

(১৫) বৃ.র ছাপা বইয়ে পুরুষোত্তমদাস নামটী বাদ গিয়াছে, যদিও অসংলগ্নভাবে তাঁহার গুণবর্ণনা অংশ মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৬) শ্রী বৈদ্য বিষ্ণুদাসের পর তাঁহার ভ্রাতা বনমালীকে বন্দনা করিয়াছেন, বৃ. ঐ নাম বাদ দিয়াছেন।

(১৭) শ্রী. দ্বিজ হরিদাসকে বন্দনা করিয়াছেন, বৃ. ছাড়িয়া দিয়াছেন। মনে হয়, শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার যে পুথি দেখিয়া দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস বাংলা করিয়াছিলেন, সেই পুথির দোষে বৃ.তে ঐ ১৭টী নাম বাদ গিয়াছে।

তাহা হইলে বৃ. প্রদত্ত ১৯১ নাম+শ্রী. তে আছে, বৃ.তে নাই ১৭ নাম= ২০৫ নাম।

বৃ.তে উল্লিখিত তিনটি নাম বেশী হওয়ার কারণ নিম্নে লিখিত হইল।

(১) বৃ.তে সুবুদ্ধিমিশ্র দুইবার লেখা হইয়াছে।

(২) কমলাকর পিপ্পালায়ী একনাম হইলেও বৃ. দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(৩) বৃ. মধুপণ্ডিত ৯৪ ও ১০৯ পয়ারে দুইবার ধরিয়াছেন। বৃ.র ৯৪ পয়ারে প্রদত্ত মধুপণ্ডিত, শ্রী.তে গোবিন্দ আচার্য্যের আখ্যা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শ্রীজীব, দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে পরিকরগণের নাম ও সংখ্যা লইয়া বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনায় নিম্নলিখিত নামগুলি আছে। অন্য কোন বন্দনায় নাই—

(১) মুদ্রিত ছোট বন্দনার ৫৮ পয়ারের পর

বন্দো বিষ্ণুস্বামী গোসাঞি বৃন্দাবনে বাস।
বিশ্বেশ্বর বন্দো হিতহরিবংশদাস॥
বন্দো সুরদাস সুর মদনমোহন।
মুকুন্দ গুতুরিয়া বন্দো হইয়া এক মন॥

বিষ্ণুস্বামী গোঁসাই মানে বল্লভাচার্য্য। অন্য সব ভক্তও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত। উহাদের বিস্তৃত বিবরণ "চৌরাশী বৈষ্ণবণ্ কী বার্ত্তা" নামক হিন্দী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(২) মুদ্রিত বন্দনার ৬৮ পয়ারের পর গোপালগুরুকে বন্দনা

(৩) মুদ্রিত গ্রন্থের ৬১ পয়ারের পর বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

মুকুন্দ সরস্বতী বন্দো সত্য সরস্বতী।
গৌরাঙ্গ বিনে যার অন্য নাহি গতি॥
বন্দো সরস্বতী আর শ্রীমধুসূদন।
গৌরাঙ্গ সেবিল যেহ করিয়া যতন॥
ধ্রুব সরস্বতী আর বন্দো দামোদর।
চৈতন্য বল্লভ দোঁহে কৃপার সাগর॥
পুরুষোত্তম সরস্বতী বন্দিব গোপাল।
ভকত প্রধান জীবে বড়ই দয়াল॥

লোকনাথ গোসাঞি বন্দো বিদ্যাবাচস্পতি।
শ্রীবিদ্যাভূষণ রামভদ্রে কর মতি ॥
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ভূগর্ভ ঠাকুর।
বাণীবিলাস কৃষ্ণদাস প্রণাম প্রচুর ॥
শ্রীঝড়ু ঠাকুর বন্দো আর কাশীদাসে।
মহাভক্তো বন্দো মারিঠা কৃষ্ণদাসে ॥

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরগণের বিবরণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

ষোড়শ শতাব্দীতে অসংখ্য ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কোন প্রকার প্রভাব বা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁহাদের নাম শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন চরিত-গ্রন্থে, তিনখানি বৈষ্ণব-বন্দনায়, বা অন্য কোন সংস্কৃত, বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া বা হিন্দী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ঐসব গ্রন্থ তুলনা করিয়া পড়িয়া এই অধ্যায় লিখিত হইল। ইহাতে কেবলমাত্র সেই-সব ভক্তেরই নাম আছে, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন। চরিত-গ্রন্থে হুসেন শাহ, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার প্রভৃতির নাম আছে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়া ভক্ত হন নাই বলিয়া তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু ভক্ত ও সমসাময়িক না হইলেও শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতির পিতৃপিতামহাদির নাম উল্লেখ করিলাম। তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস রচনার সুবিধা হইবে।

"শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" গ্রন্থে এই অধ্যায়ের সার্থকতা কি, নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি। (১) শ্রীচৈতন্যের কৃপা কোন্ শ্রেণীর লোকে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে কোথায় কিভাবে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রভাব কিরূপ ছিল, এই-সব তথ্য জানিতে পারিলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বুঝা যাইবে। (২) এই অধ্যায়ের সাহায্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস রচনা সহজ হইবে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তেরা কোথায় জন্মিয়াছিলেন ও কোথায় বাস করিয়াছিলেন জানিতে পারিলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই ধর্ম্মের প্রভাব কতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল বুঝা যাইবে। এই অধ্যায় হইতে বুঝা যাইবে যে কোন্ ভক্ত কি প্রকার উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন ও

কোন্ মূর্ত্তি পূজা করিতেন। (৩) পরবর্ত্তী অনুসন্ধানকারীরা কোন পদ, শ্লোক বা গ্রন্থ আবিষ্কার করিলে, তাহা শ্রীচৈতন্যের কোন সমসাময়িক ভক্তের লেখা কিনা জানা সহজ হইবে। ধরা যাউক যে, কেহ জগদানন্দ-নামক কোন ব্যক্তির রচিত কোন বৈষ্ণব গ্রন্থ বা পদ পাইলেন। ঐ জগদানন্দ মহাপ্রভুর পার্ষদ জগদানন্দ কিনা, তাহা এই অধ্যায়ে প্রদত্ত প্রমাণপঞ্জীর সাহায্যে তিনি কতকটা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌড়ীয়-মঠ-সংস্করণ ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণ ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থের নির্ঘণ্ট (index) নাই। কোন্ ভক্তের নাম ও বিবরণ কোন্ বইয়ে পাওয়া যাইবে, তাহা অনায়াসে উক্ত প্রমাণপঞ্জী হইতে বাহির করা যাইবে। প্রমাণপঞ্জীতে ধৃত গ্রন্থসমূহে প্রথমবার ঐ ভক্তের নাম কোথায় লিখিত হইয়াছে, আমি শুধু তাহারই তালিকা দিয়াছি। চরিতামৃতে শাখাগণনাতেই অনেকের নাম প্রথমবার উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া অনেক স্থলে আর পুনরায় প্রমাণ (reference) দেই নাই। (৪) ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি কিরূপ ছিল, তাহারও কিছু পরিচয় ইহাতে মিলিবে। পূর্ব্বে আমি এই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। (৫) ষোড়শ শতাব্দীতে লোকে ভগবানের নামে নাম রাখিত। সেইজন্য কৃষ্ণদাস, জগন্নাথ, মাধব, গোবিন্দ প্রভৃতি নামধারী বহু লোকের কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। জগদ্বন্ধু ভদ্র, সতীশচন্দ্র রায়, মৃণালকান্তি ঘোষ, অমূল্যধন ভট্টরায় প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ সকলগুলি বৈষ্ণব-গ্রন্থের তুলনামূলক বিচার করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া, অনেক স্থলে এক নামধারী দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি মনে করিয়াছেন অথবা একই ব্যক্তিকে দুইজন ব্যক্তি ভাবিয়াছেন। এক নামধারী ভক্তদের পরিচয় দিতে যাইয়া আমি একটি মূল নীতি অনুসরণ করিয়াছি। সেটা হইতেছে এই যে, পরিকর গণনা করিতে যাইয়া একই গ্রন্থকার কয়েক পদ বা পয়ারের ব্যবধানে একই ব্যক্তির নাম দুইবার বা তিনবার লিখিতে পারেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেখানে এক ব্যক্তির নাম দুই শাখায় গণনা করিয়াছেন, সেখানে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে ইনি দুই শাখা-ভুক্ত।

১৩৩১ সালে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন ভট্টরায় "বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান" নামক এক গ্রন্থে অ হইতে চ পর্য্যন্ত অক্ষরে যে-সব ভক্তের নাম যে-কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে, তাঁহাদের বিবরণ লিখিয়া প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি

মূল্যবান্, কিন্তু ইহাতে দুইটী দোষ আছে। প্রথমত ইহাতে অদ্বৈতপ্রকাশ, কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসের প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রভৃতি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। যে ভক্তের নাম বৈষ্ণব-বন্দনায়, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়, সাতখানি প্রাচীন চরিতগ্রন্থে, বা কোন প্রাচীন অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী গ্রন্থে নাই, তিনি যে সত্যই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমি সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তের পরিচয় দিবার চেষ্টা করি নাই—কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যের **সমসাময়িক** ভক্তদের পরিচয় লিখিয়াছি। ভট্টমহাশয়ের গ্রন্থের দ্বিতীয় দোষ এই যে, কোথাও তিনি প্রমাণপঞ্জী দেন নাই এবং বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণের তুলনামূলক বিচার করেন নাই। বৈষ্ণব-বন্দনায় যে-সমস্ত সন্ন্যাসী ভক্তের নাম পাওয়া যায়, ভট্টমহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম বাদ দিয়া দিয়াছেন ; যথা—অনুভবানন্দ, উপেন্দ্র আশ্রম, কৃষ্ণানন্দ পুরী। ভট্টমহাশয়ের আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করার জন্য আমি এই অধ্যায় লিখিলাম।

সঙ্কেত-ব্যাখ্যা

১। অভি বা অভিরাম—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৮ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অভিরাম দাসের "পাট-পর্য্যটন"। ইহাতে পরিকরগণের জন্মস্থানের ও পাটের কথা পাওয়া যায়।

২। কা=কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য। ২।১২ অর্থাৎ দ্বিতীয় সর্গের ১২ শ্লোক।

৩। গৌ. গ. দী.=কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

৪। গৌ. প. ত.=বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গৌরপদ-তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণ।

৫। চ=রাধাবিনোদ নাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ১।২।৪=আদি লীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্থ পয়ার, ২।৩।৭=মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, সপ্তম পয়ার, ৩।৪।৫=অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পঞ্চম পয়ার। গৌড়ীয় মঠ, কালনা, ও মাখনলাল দাস বাবাজীর চরিতামৃতের সংস্করণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার কালে ঐ-সব সংস্করণের নাম উল্লেখ করিয়াছি। চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম থাকিলে, ঐ নামের পরে ছোট বন্ধনী, অথবা চ লিখিত হইয়াছে।

৬। ছোট বন্দনী=শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার নবম (মাধবেন্দ্র পুরীর শাখা), দশম (শ্রীচৈতন্য-শাখা), একাদশ (নিত্যানন্দ-শাখা) ও দ্বাদশ (অদ্বৈত ও গদাধর-শাখা) পরিচ্ছেদে প্রদত্ত নাম। (চৈ ৭)=দশম পরিচ্ছেদের সপ্তম পয়ার। (অ ১২)=দ্বাদশ পরিচ্ছেদের দ্বাদশ পয়ার। এক নামের একাধিক ভক্ত যেখানে আছে, সেইখানে এইরূপ সংখ্যা দিয়া কোন্ ভক্তকে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহা জানাইয়াছি। যে ভক্তদের নাম দুই শাখায় লিখিত হইয়াছে, সেই ভক্তদের নামের পাশে বন্ধনীতে দুইটী অক্ষর আছে; যথা—(চৈ, নি) অর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই উভয় শাখাভুক্ত। কিন্তু (গ, যদু) অর্থাৎ ঐ ভক্তকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও যদুনাথ উভয়েই গদাধর-শাখায় বর্ণনা করিয়াছেন।

৭। জ=জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। জ ১২=জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ১২ পৃষ্ঠা।

৮। জয়কৃষ্ণ=সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৭ সালের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত জয়কৃষ্ণদাসের "শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নির্ণয়"।

৯। দে=অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদিত বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত দেবকীনন্দনের বাংলা বৈষ্ণব-বন্দনা। ইহার কয়েকখানি পুথি সাহিত্য-পরিষদে আছে। ঐগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুথি হইতেছে ২০৮৪ সংখ্যক, উহার তারিখ ১০৬১ সাল অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। অন্য একখানির সংখ্যা ১৪৮২, উহার অনুলিপিকাল ১০৮১ সাল, অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ পুথিগুলি হইতে পাঠান্তর ধরার সময় পুথির তারিখ উল্লেখ করিয়াছি। ছাপা বইয়ে সংখ্যা দেওয়া নাই। আমি ধুয়া বাদ দিয়া সংখ্যা দিয়া লইয়াছি।

১০। না=কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ।

১১। পদ্যাবলী=ডা. সুশীলকুমার দে সম্পাদিত শ্রীরূপগোস্বামীর পদ্যাবলী। শ্লোক-সংখ্যা ঐ সংস্করণের।

১২। ভা=অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বিতীয় সংস্করণ। ১।৩।৬=আদিলীলা, তৃতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ পৃষ্ঠা। ২।৪।২৭২=মধ্যলীলা, চতুর্থ অধ্যায়, ২৭২ পৃষ্ঠা। ২।৭।৫০১=অন্ত্যলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৫০১ পৃষ্ঠা।

১৩। মু=মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতম্, তৃতীয় সংস্করণ। ১।৪।৬ মানে প্রথম প্রক্রম, চতুর্থ সর্গ, ষষ্ঠ শ্লোক।

১৪। যদু=যদুনাথ দাসের "শাখানির্ণয়ামৃতম্"। যদু শুধু গদাধরের শিষ্যদের নাম দিয়াছেন। (গ, যদু) মানে ঐ ভক্তকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও যদুনাথ উভয়েই গদাধর-শাখায় গণনা করিয়াছেন।

১৫। রামগোপাল=রামগোপাল দাসের "শাখা-বর্ণনা"। ইহাতে নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের শিষ্যদের নাম আছে। ৪২৪ চৈতন্যাব্দে ঐ পুস্তিকা শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৬। লো=মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের দ্বিতীয় সংস্করণ। লোচনের বই মুরারির অনুবাদস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বত্র স্বতন্ত্রভাবে ইহার প্রমাণ উল্লেখ করি নাই।

১৭। বড়বন্ধনী=গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় প্রদত্ত তত্ত্ব। [মালাধর ১৪৪]=ঐ বইয়ের ১৪৪ শ্লোকে ঐ তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে।

১৮। বৃ=অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত বৈষ্ণব-বন্দনার অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনা। ছাপা বইয়ে পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা দেওয়া নাই। আমি ধুয়া বাদ দিয়া সংখ্যা দিয়া লইয়াছি।

১৯ শ্রী=আমি শ্রীজীবের নামাঙ্কিত যে সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনার পুথি আবিষ্কার করিয়াছি তাহাই। সংখ্যা শ্লোকের নয়; ছন্দ অনুসারে পঙ্‌ক্তি সাজাইয়াছি। সংখ্যা ঐ পঙ্‌ক্তির।

২০। সাময়িক পত্রিকার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া অনেক স্থলে সংখ্যা দিয়া কোন্ বর্ষের কোন্ সংখ্যার কোন্ পৃষ্ঠায় উহা আছে নির্দ্দেশ করিয়াছি। যথা "গৌড়ীয়" ৩।৪।৭৩ অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠা।

আভিধানিক ক্রমে পরিকরগণের পরিচয়

১। **অচ্যুতানন্দ** (চৈ, অ) [অচ্যুতা গোপী] ব্রাহ্মণ—শান্তিপুর, নীলাচল। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র। যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

শ্রী ৭৭—৮০—তৎসুতানাং হি মধ্যে তু যোঽচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ,

তং বন্দে পরমানন্দং কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভং।

যোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বজ্ঞোঽচ্যুতসংজ্ঞকঃ,

শ্রীগদাধরবীরস্য সেবকঃ সদগুণার্ণব।

শ্রীলাদ্বৈতগণাঃ সুতাশ্চ নিতরাং সর্ব্বেশ্বরত্বেনহি,

শ্রীচৈতন্যহরিং দয়ালুমভজন ভক্ত্যা শচীনন্দনং।

তে দৈবেনহতাঃপরে চ বহবস্তান্নাদ্রিয়ন্তেস্মহি,
তে মমিচ্ছায়াচ্যুতমৃতে ত্যাজ্যোময়োপেক্ষিতাঃ ॥

দে ১৬—অচ্যুতানন্দাদি বন্দোঁ তাহার নন্দন ১৬৫৪ ও ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে পাঠ "শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দোঁ তাঁহার নন্দন॥" ঐ দুই পুথিতে অচ্যুত ছাড়া আর কোন অদ্বৈত-পুত্রের বন্দনা নাই।

বৃ ২৪— তচ্ছুপ্রিয়সুত বন্দোঁ শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ
শিশুকালে যাঁহার বৈরাগ্য।

অদ্বৈতের অন্য কোন পুত্রের বন্দনা নাই।

মু ৩।১৮।১৭, ভা ২।৬।১৯২, জ ১৪১, চৈ ২।১৬।৪৪।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অদ্বৈতের কোন কোন পুত্র শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই (৩।৪।৪৩০ পৃ.)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতশাখায় অদ্বৈতের সব কয়টী পুত্রেরই নাম লিখিত হইয়াছে। হয়তো ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতের পৌত্রেরা শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী সব কয়জন পুত্রেরই নাম করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অদ্বৈতশাখায় মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার।
আর যত মত—সব হৈল ছারখার॥—১।১২।৭১-৭২

প্রেমবিলাসেও দেখা যায় যে সীতা বলিতেছেন—

কোন কোন পুত্র রহে অচ্যুতের মতে।
নাগরের দ্বারে কেহ চলিলা বিমতে॥—৪ বিঃ, পৃ. ২৬

২। **অচ্যুতানন্দ**—সুপ্রসিদ্ধ উড়িয়া গ্রন্থকার ও পঞ্চসখার অন্যতম। কবি—গোয়ালা।

৩। **অক্রূর**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

৪। **অদ্বৈত** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সদাশিব] ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্ট-শান্তিপুর

শ্রী ৬৯-৭০ বন্দেঽদ্বৈতং কৃপালুং পরমকরুণকং শাস্তকং ধামসাক্ষাৎ। যেনানীত-স্তপোভিঃ পরিকরসহিতঃ শ্রীশচীনন্দনোঽত্র ॥

দে ১৫—আচার্য্য গোসাঞি বন্দো অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর ॥

বৃ ২২—বন্দো শান্তিপুর পতি শ্রীঅদ্বৈত মহামতি
সদাশিব সম তেজ যাঁর।
যাঁহার তপের বলে আনিঞা মহীমণ্ডলে
পাতিল চৈতন্য অবতার ॥

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত। ইনি শান্তিপুরে মদনগোপালের সেবা স্থাপন করেন।

৫। **অনন্ত আচার্য্য**—উড়িয়া পঞ্চসখার অন্যতম।

৬। **অনন্ত** (অ ৫৬) [সুদেবী] ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ। শ্রী ২১৮ **অন্তমাচার্য্যমথো** নবদ্বীপনিবাসিনং

দে ১০২

বৃ ৯৩—অনন্ত আচার্য্য বন্দো নবদ্বীপ মাঝ

পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত একটি পদ ধৃত হইয়াছে।

৭। **অনন্ত আচার্য্য** (গ ৭৯, যদু ব্রাহ্মণ) বৃন্দাবন—দুইজন অনন্ত আচার্য্যের মধ্যে কাহাকে বৈষ্ণব-বন্দনায় উল্লেখ করা হইয়াছে বলা যায় না। গদাধর-শিষ্য অনন্ত আচার্য্য গোবিন্দের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। অনন্তের শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চরিতামৃত লিখিতে আদেশ দেন (চ ১।৮।৫০-৬০)। এক অনন্ত আচার্য্য-লিখিত পদ পদকল্পতরুতে (২২৮৫) ধৃত হইয়াছে।

৮। **অনন্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠাভরণ** (গ, যদু) [গোপালী] ব্রাহ্মণ—চরিতামৃতে শুধু কণ্ঠাভরণ উপাধি আছে ; গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় নাম আছে।

৯। **অনন্তদাস** (অ ৫৯)—পদকল্পতরুতে এই ভণিতায় ৩২টি পদ আছে।

১০। **অনন্ত পণ্ডিত**—ব্রাহ্মণ, আটিসারা। বৃন্দাবনদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে যাইবার সময় ইঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন (৩।২।৩৮২ পৃ.)।

জগদ্বন্ধু ভদ্র অনন্তদাসকে অনন্ত পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন[১]।

১১। **অনন্ত পুরী**—[অষ্ট সিদ্ধির একজন] বেলুনে (বর্দ্ধমান জেলা) বাস (অভিঃ)।

শ্রী ২৭১, দে ১৩১, বৃ ১৩০। জয়ানন্দ বলেন যে ইনি মাধবেন্দ্র-শিষ্য (৩৪ পৃ.)। অন্য কোন চরিতগ্রন্থে ইঁহার নাম নাই।

১২। **অনুপমবল্লভ** (চৈ) ব্রাহ্মণ। শ্রীজীবের পিতা। ইনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ও বৈষ্ণব-বন্দনায় স্বতন্ত্রভাবে ইঁহার নাম দেওয়া হয় নাই।

১৩। **অনুভবানন্দ**—শ্রী ১৩৬, দে ৫২, বৃ ৪৬।

১৪। **অভিরাম** (চৈ, নি) [শ্রীদাম] ব্রাহ্মণ, খানাকুল, হুগলি জেলা।

শ্রী ১৯৯-২০০, দে ৮৩, বৃ ৭১-৭৪—তিন জনেই বলেন যে অভিরামদাস "বহুস্তোল্যং" (শ্রী) বা ষোলসাঙ্গের কাঠ তুলিয়া তাহাকে বাঁশী করিয়া বাজাইয়াছিলেন।

জ—১৪৪ পৃ. মহাভাবগ্রস্ত হৈলা শ্রীরামদাস।
যার ঘরে গৌরাঙ্গ আছিলা ছয় মাস॥

কোন সময়ে শ্রীচৈতন্য অভিরামের বাড়ীতে ছিলেন এমন কথা অন্য কোন জীবনচরিতে বা পদে নাই।

ভা ৩।৫।৪৫৪, জ ৩, লো—স্থ ২

"অভিরাম লীলামৃত", "অভিরাম পটল", "অভিরাম বন্দনা" প্রভৃতি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা আছে। খানাকুল কৃষ্ণনগরে গোপীনাথ-মূর্ত্তি ইঁহার সেবিত বলিয়া প্রবাদ। অভিরামের মূর্ত্তিও এখানে পূজিত হয়। ইঁহার শক্তি বা পত্নী মালিনীকে "অভিরাম লীলামৃতে" (৩২ পৃ.) যবনী ও ভক্তিরত্নাকরে (১২৭ পৃ.) বিপ্রকন্যা বলা হইয়াছে।

১৫। **অমোঘ পণ্ডিত**—(গ, যদু) সার্ব্বভৌমের জামাতা।

১ পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে অনন্ত, অনন্তদাস, অনন্ত আচার্য্য ও অনন্ত রায় ভণিতায় কতকগুলি পদ ধৃত হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর তিনজনকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত ৫ জন অনন্তের মধ্যে কোন্ তিনজন পদকর্ত্তা তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

ব্রাহ্মণ—নীলাচল।

চ ২।১৫।২৭২—২৮৬

১৬। **অমর পুরী,**—মাধবেন্দ্র-শিষ্য

জ ৩৪

১৭। **আচার্য্যচন্দ্র**—নিত্যানন্দ-শিষ্য—ব্রাহ্মণ (?)

শ্রী ১৯৫—বন্দে আচার্য্যরত্নং চ বিদিতপ্রেমমর্ম্মকং

দে ৭৮—গৌর প্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র

বৃ ৬৭—বন্দিব আচার্য্যচন্দ্র, যে জানে প্রেমের ধর্ম্ম, গুণধর্ম্ম জগতে বিদিত।

ভা ৩।৬।৪৭৫—বন্দিব আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দ-গতি।

১৮। **আচার্য্যরত্ন**—ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ।

শ্রী ৯০, দে ৩২, বৃ ২৮

চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে চরিতগ্রন্থে আচার্য্যরত্ন বলা হইয়াছে, কিন্তু বন্দনায় দুইজনকে পৃথক্ করা হইয়াছে; যথা—

দে—শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্র সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন বন্দোঁ যাঁর খ্যাতি নিরমল॥

১৯। **ঈশ্বর পুরী**—(মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ বিশ্বরূপ ঈশ্বর পুরীতে মহঃ স্থাপন করেন ৬০]

জন্ম কুমারহট্ট (হালিসহর), জয়ানন্দ-মতে রাজগৃহে থাকিতেন।

শ্রী ১২১-২২— অথেশ্বরপুরীং বন্দে যাং কৃত্বা গুরুমীশ্বরঃ
আত্মানং মানয়ামাস ধন্যং চৈতন্যসংজ্ঞকঃ॥

দে ৪৩— গোসাঞি ঈশ্বর পুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈল যাঁর স্থানে।

বৃ ৪২— বন্দিব ঈশ্বর পুরী প্রভু যাঁরে গুরু করি
আপনাকে ধন্য হেন বাসি॥

মু ১।১৫।১৬, কা ৪।৫৬, ভা ১।১।১০, জ ২, লো ২, চ ১।১৩।৫২

পদ্যাবলীর ১৮, ৬২, ৭৫, শ্লোক ঈশ্বর পুরীর রচনা। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ ইনি লেখেন; কিন্তু গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। পুরী মার্কণ্ডেশ্বর সাহী থানার মধ্যে একটী কূপ আছে—তাহা ঈশ্বর পুরীর কূপ নামে পরিচিত।

২০। **ঈশান** (চৈ) নবদ্বীপ—বিশ্বম্ভর মিশ্রের গৃহে ভৃত্য।

শ্রী ১১০— বন্দে ঈশানদাসং শচীদেবীপ্রীতিভাজনং চ.

দে ৩৭— বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥

বৃ ৩৮— আইর কৃপার পাত্র বন্দিব ঈশান মাত্র
আই তাঁরে করিল পালন।

ভা ২।৮।২০৭, চ ২।১৫।৬৪

২১। **ঈশানাচার্য্য** [মৌন মঞ্জরী] ব্রাহ্মণ—বৃন্দাবন। ইনি শ্রীরূপের সহিত বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গোপাল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন (চ ২।১৮।৪৬)।

২২। **উদ্ধবদাস** (গ, যদু) [চন্দ্রাবেশ] বৃন্দাবন—কিন্তু মাঝে মাঝে গৌড়ে যাইতেন (ভক্তিরত্নাকর, ৪৮৫ পৃ.)।

যদুনাথ "অতি দীনজনেপূর্ণ প্রেমবিত্তপ্রদায়কং।
শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেহং গুণশালিনং॥"

চ ২।১৮।৪৫

সতীশচন্দ্র রায় ও মৃণালকান্তি ঘোষ পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসকে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বলিয়াছেন। কিন্তু গদাধর-শিষ্য উদ্ধবও পদকর্ত্তা ছিলেন। নবদ্বীপের সংস্থান বিষয়ে উদ্ধবদাসের যে পদটী আছে তাহা সমসাময়িকের লেখা না হইয়া পারে না। কেন-না ঐ পদে কাজী-দলনের দিনে বিশ্বম্ভর মিশ্রের নগর-সঙ্কীর্ত্তনের পথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে ; যথা—

পাইয়া আপন ঘাট মাধাই ঘাটে করি নাট
নিকটেতে শ্রীবাস ভবন।
তাহার ঈশান কোণে বারকোণা ঘাট নামে
যাঁহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম॥

(শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত,
ভারতবর্ষ, ১৩৪১ কার্ত্তিক)

এই পদটী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী "নবদ্বীপ দর্পণ" গ্রন্থে যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদত্ত পাঠের পার্থক্য আছে।

২৩। **উদ্ধারণ দত্ত**—(নি) [সুবাহু] সুবর্ণবণিক—সপ্তগ্রাম। জয়কৃষ্ণ-মতে শান্তিপুরে জন্ম, অভিরাম-মতে হুগলির নিকট কৃষ্ণপুর গ্রামে বাস। কাটোয়ার নিকট উদ্ধারণপুর নামে এক গ্রাম আছে, তথায় প্রতি-বৎসর ইঁহার উৎসব হয়।

শ্রী২৭৭—বন্দে উদ্ধারণং দত্তং যো নিত্যানন্দসঙ্গতঃ।
বভ্রাম সর্ব্বতীর্থানি পবিত্রাত্মাঽপপেক্ষকঃ॥

দে ৯৮—উদ্ধারণ দত্ত বন্দো হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ॥

বৃ ৮৪—পরম সাদরে বন্দোঁ দত্ত উদ্ধারণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে তীর্থ যে কৈলা ভ্রমণ॥

মু ৪।২২।২২, ভা ৩।৬।৪৭৪, চ ৩।৬।৬২, ভক্তিরত্নাকর ৫৩৯ পৃ., কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গদাধর দাস "জগন্নাথমঙ্গলে"র চৈতন্য-বন্দনায় লিখিয়াছেন।

"ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত পরম শাস্ত্রেতে জ্ঞাত
সদা গোবিন্দের গুণ-গান।" (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ৮৯৬ পৃ.)

হরিদাস নন্দী ১৩৩২ সালে "উদ্ধারণ ঠাকুর" নামে এক বইয়ে ইঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে উদ্ধারণ নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (১৭ পৃ.)। তিনি অপ্রকাশিত পদামৃত-সমুদ্রের ৩০৪১ সংখ্যক পদ হইতে উদ্ধারণের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত॥

২৪। **উপেন্দ্র আশ্রম**

শ্রী ২৭০, দে ১৩১, বৃ ১৩০

কর্ণপূর এক গোপেন্দ্র আশ্রমকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে জয়ন্তেয় বলিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

২৫। **উপেন্দ্র মিশ্র**—[পর্য্যন্য] শ্রীচৈতন্যের পিতামহ, ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্ট। জয়ানন্দ ভুল করিয়া লিখিয়াছেন "পিতামহ জনার্দ্দন মিশ্র মহাশয়" (৮৭ পৃ.)। চরিতামৃতে উপেন্দ্রের সাত ছেলের নাম কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ (১।১৩।৫৪—৫৬)।

২৬। **কবি কর্ণপূর**—(চৈ) শিবানন্দ সেনের পুত্র, প্রকৃত নাম পরমানন্দ-দাস সেন। বৈদ্য, কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া)। গুরুর নাম শ্রীনাথ (আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ, মঙ্গলাচরণ)। দে ৭৩, কিন্তু ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ—আর্য্যাশতক, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ। শ্রীরূপ পদ্যাবলীতে ৩০৫ সংখ্যক শ্লোক কর্ণপূরের কোন অজ্ঞাত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৭। **কবিচন্দ্র**—(চৈ) [মনোহরা] যদু, বনমালি ও ষষ্ঠীবরের উপাধি কবিচন্দ্র। কিন্তু এই কবিচন্দ্র বোধ হয় স্বতন্ত্র নাম। কেন-না শ্রীজীব (২৫২) শুধু কবিচন্দ্রকে বন্দনা করিয়াছেন।

দে ১২২—কবিচন্দ্র বালক রামনাথ

বৃ ১১৬—বন্দিব বালক রামদাস কবিচন্দ্র

চরিতামৃতে—রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস (১।১০।১১১)। এক কবিচন্দ্রকৃত ভাগবতামৃত গ্রন্থ আছে।

২৮। **কবি দত্ত** (গ) [কলকণ্ঠী] কুলিয়া পাহাড়পুর (অভি) গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ চরিতামৃত চৈতন্যশাখায় এক কবিদত্তের নাম আছে (১।১০।১১৩)। অন্য কোন সংস্করণে নাই।

২৯। **কবিরত্ন** (অষ্টনিধির একজন) রামগোপাল দাসের "শাখানির্ণয়ে"—

ঠাকুরের শাখা এক মিশ্র কবিরত্ন। শ্রীকৃষ্ণসেবায় তার অতিশয় যত্ন॥
এড়ুয়ার গ্রামেতে হয় তাহার বসতি। শিষ্য প্রশিষ্য অনেক আছয়ে খেয়াতি॥
(৬ পৃ.)

সুতরাং ইনি ব্রাহ্মণ, ও বৈদ্য নরহরি সরকারের শিষ্য বলিয়া জানা যাইতেছে। পদ্যাবলীর ৪০, ৪১, ৭৭, ৭৮ শ্লোক ইঁহার রচিত হওয়া সম্ভব।

৩০। **কবিরাজ মিশ্র ভাগবতাচার্য্য**

শ্রী ২১৭, দে ১০২, বৃ ৯৩

৩১। **কমল** (চৈ) [গন্ধোন্মাদা] গণোদ্দেশের কমল ও চরিতামৃতের কমল-নয়ন একই ব্যক্তির নাম হইতে পারে, অথবা কমল-নয়ন মানে কমল ও নয়ন নামে দুই ব্যক্তি।

৩২। **কমলাকর দাস**

বৃ ৮৮—তবে বন্দোঁ ঠাকুর কমলাকর দাস।
কৃষ্ণসংকীর্ত্তন যার পরম উল্লাস॥

৩৩। **কমলাকর পিপ্পলায়ী** (নি) [মহাবল], ব্রাহ্মণ, শ্রীরামপুরের দুই মাইল দক্ষিণে আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি।

শ্রী ২০৯-১০—পিপ্পিলায়িং ততো বন্দে বাল্যভাবেন বিহ্বলং
বন্দে সংকীর্ত্তনানন্দং কমলাকরদাসকং॥

দে ৯৬—কমলাকর পিপিলাই বন্দো ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী॥

বৃ ৮৭—পিপিলাই ঠাকুর বন্দো বাল্যভাবে ভোলা।
বালকের প্রায় যার সব লীলাখেলা॥

"পিপ্পলাদ্" বা "পিপ্পলায়ী" ব্রাহ্মণগণের এক সুপ্রসিদ্ধ শাখা, কিন্তু কালনা সংস্করণ চরিতামৃতের টীকায় আছে "একদা শ্রবণ সময়ে নয়নে পিপ্পলীচূর্ণ প্রদান করত অশ্রু নিঃসরণ করায় মহাপ্রভু ইঁহার নাম পিপ্পলাই রাখিলেন। সেই হইতে ইঁহাকে কমলাকর পিপ্পলাই বলে।" রাধাগোবিন্দ নাথও (১।১০।২১) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিপ্পলাই উপাধিধারী লোক সে যুগে বাংলা দেশে আরও অনেকে ছিলেন। ১৪১৭ শকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের ১০ বৎসর বয়সের সময় বিপ্রদাস পিপ্পলাই "মনসামঙ্গল" লেখেন। তিনিও কি চোখে পিপুল দিয়া কাঁদিতেন ?

প্রবাদ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী জগন্নাথমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কমলাকরকে সেবার ভার অর্পণ করেন। ঐ জগন্নাথের রথযাত্রা-উৎসব এখন মাহেশের রথ নামে সুপ্রসিদ্ধ।

৩৪। **কমলাকান্ত** (চৈ ১১৭) নবদ্বীপ

ভা ১।৬।৫৬—

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
সভারে চালায় প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া॥

৩৫। **কমলাকান্ত পণ্ডিত**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শিষ্য—ব্রাহ্মণ—সপ্তগ্রাম।

ভা ৩।৬।৪৭৪— পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥

৩৬। **কমলাকান্ত বিশ্বাস** (অ)

চরিতামৃতের ১।১২।২৬—৫১তে ইহার সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। ইনি প্রতাপরুদ্রকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে অদ্বৈত ঈশ্বর

কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহে তঙ্কা শত তিন॥

শ্রীচৈতন্য এই পত্রের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন

প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥

দেখা যাইতেছে যে সম্প্রদায়গঠনের আদি যুগেও বড় লোকের কাছে টাকা আদায় করিবার ফন্দী কোন কোন শিষ্যের মাথায় আসিয়াছিল।

৩৭। **কমলানন্দ** (চৈ. ১৪৭) নবদ্বীপ—গৌড়ে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বভৃত্য। কর্ণপূরের মহাকাব্যে (১৩।১২১) ও নাটকে (৮।৩৩) দেখা যায় যে এক কমলানন্দ শচীকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

৩৮। **কমলাবতী** [বরীয়সী] শ্রীচৈতন্যের পিতামহী—ব্রাহ্মণী—শ্রীহট্ট।

৩৯। **কলানিধি** (চৈ) রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা উড়িয়া, করণ।

দে ৬৬, কিন্তু ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই।

৪০। **কানাই খুঁটিয়া**—উড়িয়া

শ্রী ২২৭-২৮— কানাই খুঁটিয়াং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমরসাকরং
যস্য পুত্রৌ জগন্নাথবলরামবুভৌ শুভৌ॥

দে ১০৯— কানাই খুঁটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥

বৃ ৯৯-১০০— কানাই খুঁটিয়া বন্দো প্রেম রসধার।
প্রকৃতি স্বভাব ভাব যেন গোপিকার॥

যার পুত্র জগন্নাথদাস বলরাম।
তার মহত্ত্বের কিবা কহিব অনুপাম॥

ইনি 'মহাপ্রকাশ' নামে এক বই লিখিয়াছিলেন।

৪১। **কানু ঠাকুর** (নি) বৈদ্য, বোধখানা, পদকর্ত্তা।

পদকল্পতরুর ২৩২৭ সংখ্যক পদ—নিত্যানন্দ-স্তুতি খুব সম্ভব ইহার রচনা। ২৩২১ সংখ্যক পদে নিতাইকে কবি বলিতেছেন—

কানুরামদাসে বোলে কি বলিব আমি
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি।

কানু ঠাকুরই কানুদাস ও কানুরামদাস ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন মনে হয়। কানুদাসের ভণিতায় ছয়টী ও কানুরামদাস ভণিতায় ৭টী পদ পদকল্পতরুতে আছে।

৪২। **কানুপণ্ডিত** (অ) ব্রাহ্মণ

৪৩। **কামদেব চৈতন্যদাস** (অ) ব্রাহ্মণ—খড়দহ—কামদেব-নামক এক পদকর্ত্তার একটী পদ পদকল্পতরুতে আছে।

৪৪। **কামাভট্ট** (চৈ) নীলাচল—নাম দেখিয়া মনে হয় ইনি মহারাষ্ট্র দেশীয়।

৪৫। **কালিদাস** [পুলিন্দতনয়া মল্লী] কায়স্থ, সপ্তগ্রাম। চরিতামৃতে (৩।১৬) আছে যে রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়ো কালিদাস ভূমিমালি জাতীয় ঝড়ুঠাকুরের চোষা আমের আঁটি বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট বলিয়া খাইয়াছিলেন। সেইজন্যই কর্ণপূর তাঁহাকে পুলিন্দতনয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪৬। **কালীনাথ ব্রহ্মচারী**—যদুনাথমতে গদাধর-শাখা।

৪৭। **কাশীনাথ দ্বিজ** [কুলক] বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের ঘটক—ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ।

শ্রী ১১৯, দে ৪২, বৃ ৪১

মু ১।১৩।২, কা ৩।১২৭, ভা ১।১০।১১০, জ ২২, লো ৪৭

৪৮। **কাশীনাথ মাহাতী** [সনকাদি] উড়িয়া, করণ, তমলুক।

শ্রী ২৩৮, দে ১১৩, বৃ ১০৭

৪৯। **কাশীপুরায়ণ্য** জ ৮৮—শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস লওয়ার সময় কাটোয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

৫০। **কাশীমিশ্র** (চৈ) [সৈরিন্ধ্রী] ব্রাহ্মণ, পুরী, জয়কৃষ্ণ বলেন—

কাশীনাথ মিশ্র মধুপণ্ডিত হো আর।
তুলসী মিশ্র হো তমলুকে প্রচার ॥

শ্রী ১৬৩-৪— বন্দে কাশী মিশ্রবরমুৎকলস্থং সুনির্ম্মলং
যস্যাশ্রমে গৌরহরিরাসীদ্ভক্তিপূজিতঃ

দে ৬৫, বৃ ৫৭

মু ৩।১৩।১, কা ১৩।৬৫, না ৮।১, ভা ১।১।১১, জ ৪৭

লো, শেষ ১১১, চ ২।১।১২০

৫১। **কাশীনাথ রুদ্র** (চৈ ১০৪) ব্রাহ্মণ, চাতরা (শ্রীরামপুরের নিকট) ইঁহার ভ্রাতৃবংশ বিদ্যমান। চাতরায় মহাপ্রভুর মূর্ত্তি সেবিত হন। কেহ কেহ কাশীনাথ ও রুদ্র দুই নাম বলেন।

৫২। **কাশীশ্বর গোস্বামী** (চৈ ১০৬) [শশিরেখা] ব্রহ্মচারী—ঈশ্বর পুরীর শিষ্য। জয়কৃষ্ণদাস-মতে দ্রাবিড় দেশে জাত, বৃন্দাবনে বাস। ইনি গৌরগোবিন্দ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৯১-৯২)।

শ্রী ১৫৭, দে ৫৯, বৃ ৫৪

সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণীর মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্
শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসকম্ ॥

হরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে ইঁহার নাম আছে।

ভক্তিরত্নাকর—কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য মহা আর্য্য।
গোবিন্দ গোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য্য ॥ (পৃ. ১০২১)

৫৩। **কাশীশ্বর** [ভৃঙ্গার] প্রভুর পূর্ব্ব ভৃত্য (গৌ, গ, দী)

শ্রী ১১৩, দে ৩৮, বৃ ৩৮—গরুড় কাশীশ্বর

নবদ্বীপ-লীলার সঙ্কীর্ত্তনাদিতে ও গৌড় হইতে পুরীর যাত্রীদের মধ্যে যাঁহার নাম পাওয়া যায় তিনি এই কাশীশ্বর।

যু ৪।১।৪, কা ১৬।৩৩, না ৮।৩৩, ভা ২।৮।২০৯

৫৪। **কাশীশ্বর মিশ্র**—ব্রাহ্মণ, ফুলিয়া।

দে ১১২

৫৫। **কুমুদানন্দ পণ্ডিত** [গন্ধর্ব্ব গোপ] যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা, ব্রাহ্মণ—চট্টগ্রাম—দাঁইহাট (বর্দ্ধমান)। কথিত আছে ইনি রসিকরাজ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। ঐ মূর্ত্তি এখনও দাঁইহাটে পূজিত হন।

৫৬। **কূর্ম্ম**—ব্রাহ্মণ—দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য ইঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। চ ২।৭।১১৮—১৩২।

কৃষ্ণদাস—শ্রীজীব ও দেবকীনন্দন ছয় জন, বৃন্দাবনদাস পাঁচ জন কৃষ্ণদাসের নাম করিয়াছেন। চরিতামৃতে চৈতন্য-শাখায় ২, অদ্বৈত-শাখায় ১+কৃষ্ণমিশ্র, গদাধর-শাখায় ১, নিত্যানন্দ-শাখায় ৫=১০ কৃষ্ণদাস। চরিতামৃতে নিত্যানন্দের পালিত শিশু কৃষ্ণদাসের নাম নাই। বৈষ্ণব-বন্দনায় যে ছয় জনের নাম আছে তাঁহারা প্রত্যেকেই নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত। তাহা হইলে এগার জন কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া গেল। ইহা ছাড়া নাটকে জগন্নাথের স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাসের কথা আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে (৩।৯।৪৯১) শ্রীধরের বিশেষণ "অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর"। চৈতন্যভাগবতে শিশু কৃষ্ণদাসের নাম আছে। উল্লিখিত বার জন কৃষ্ণদাসের মধ্যে গৌ, গ, দী কালা কৃষ্ণদাস, অদ্বৈত-শাখার কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণদাস ও অপর একজন কৃষ্ণদাসের কথা বলিয়াছেন। সেই কৃষ্ণদাসের তত্ত্ব হইতেছে রত্নরেখা—সুতরাং তিনি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত না হইয়া শ্রীচৈতন্য-শাখাভুক্ত হওয়া অধিক সম্ভব। শ্রীচৈতন্য-শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস বর্জ্জিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য রত্নরেখা বৈদ্য-কৃষ্ণদাসের তত্ত্ব।

৫৭। **কৃষ্ণদাস** (নি ৩৩) ব্রাহ্মণ, আকাইহাট (কাটোয়া হইতে দেড় মাইলের মধ্যে)।

শ্রী ১৯২—শ্রীকৃষ্ণদাসং হরিপাদজাশং শান্তং কৃপালুং ভগবজ্জনপ্রিয়ং।

দে ৭৯—আকাই হাটের বন্দ্যো কৃষ্ণদাস ঠাকুর।

বৃ ৬৬—ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস আকাই হাটেতে বাস।
শান্ত পরম অকিঞ্চন,

ভা ৩।৭।৪৭৪— রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস
নিত্যানন্দ পারিষদে যাঁহার বিলাস॥

রামগোপাল দাস "শাখা বর্ণনে" ইঁহাকে রঘুনন্দনের শাখা বলিয়াছেন; যথা—

আকাই হাটে ছিলা কৃষ্ণদাস ঠাকুর
বাড়িতে বসিয়া পাইলা প্রভুর নূপুর॥

শ্রীযুক্ত অমূল্য ভট্টরায় ইহাকেই কালা কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন। কিন্তু চরিতামৃতে ১।১১।৩৩ ও ১।১১।৩৪শে উল্লিখিত দুই কৃষ্ণদাস বিভিন্ন ব্যক্তি।

৫৮। **কৃষ্ণদাস** (নি ৩৪) [লবঙ্গ] কালিয়া কৃষ্ণদাস—বোধ হয় খুব কাল ছিলেন। ইনি প্রায়শঃ উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন।

জয়কৃষ্ণ—মামদাবাদে জন্মিলেন কালিয়া কৃষ্ণদাস।

পাবনা জেলার সোনাতলায় শ্রীপাট কালা কৃষ্ণদাস বংশীয় বিজয়গোবিন্দ গোস্বামীর প্রবন্ধ "বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকা ৫।১।১৩ পৃ ।

শ্রী ২১২—কালিয়া কৃষ্ণদাসমথো বন্দে প্রেম্নৈব বিহ্বলং

দে ৯৫— কালিয়া কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী ॥

বৃ ৯০— উন্মাদি বিনোদী বন্দো কালা কৃষ্ণদাস।
প্রেমেতে বিভোল সদা না সম্বরে বাস ॥

ভা ৩।৭।৪৭৪, জ ১৪৪—যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস

৫৯। **কৃষ্ণদাস** (নি ১২)

শ্রী ২৪৮— কৃষ্ণদাসং ততো বন্দে সূর্য্যদাসং চ পণ্ডিতং।

দে ১৩৫— গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস

পদকল্পতরু ২৩৫৮ পদ ইহার রচনা হইতে পারে।

৬০। **কৃষ্ণদাস** (নি ৪৪) ব্রাহ্মণ—বিহার—বড়গাছি।

শ্রী ২৫৯-৬৫—ঠক্কুরং কৃষ্ণদাসং চ নিত্যানন্দপরায়ণং
যোঽরক্ষৎ স্বগৃহে নিত্যানন্দদেবং হি ভক্তিতঃ
গৌরীদাসস্তত্র গত্বা গৃহীত্বোক্ত্বা নিজং প্রভুং।
সমানয়ত্ততোঽন্যঃ কস্তদ্ভক্তঃ সুসমাহিতঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রেম্নোহি মহিমা কেন বর্ণ্যতে।
যো নিত্যানন্দবিরহাৎ সপ্তমাসাংশ্চ বাতুলঃ।
পুনঃ সন্দর্শনং দত্বা তেনৈব সুস্থিরীকৃতঃ ॥

দে ১২৭— বরগাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস ॥

বৃ ১২২-২৬—

বন্দিব বেহারি কৃষ্ণদাস মহামতি। বড়গাছি গ্রামেতে যাঁহার অবস্থিতি ॥
যে জন পিরীতি ফান্দে নিতাই চান্দেরে। বন্দী করি রাখিয়াছিলেন নিজ ঘরে।
পণ্ডিত ঠাকুর গিয়া বুকে দিয়া তালি। কোঁচে ধরি লৈয়া গেল মোর প্রভু বলি ॥
নিত্যানন্দ বিরহে ঠাকুর কৃষ্ণদাস। পাগলের প্রায় গোঙাইলা সাত মাস ॥
পুনরপি নিত্যানন্দ তার ঘরে গেলা। নিত্যানন্দ দরশন পাই সাম্য হৈলা ॥

৬১। **কৃষ্ণদাস**—শিশু কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দ-কর্তৃক পালিত—জয়কৃষ্ণ-মতে উড়িয়া।

শ্রী ২৭৫-৭৬— শিশু কৃষ্ণদাসসংজ্ঞং শ্রীনিত্যানন্দপালিতং।
বন্দে সুখময়ং পুণ্যং পবিত্রং যৎ কলেবরং ॥

দে ১৩৩— বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥

বৃ ১৩২— শিশু কৃষ্ণদাস বন্দো গোপশিশু যনু।
নিত্যানন্দ স্বহস্তে পালিলা যার তনু ॥

৬২। **কৃষ্ণদাস** (নি ৫৩) দেবানন্দ পণ্ডিতের ভ্রাতা, ব্রাহ্মণ—কুলিয়া। শ্রী ২৮০, দে ১১৯, বৃ ১৩৫

ভা ৩।৭।৪৭৫। ইনিই সম্ভবতঃ নিত্যানন্দের সঙ্গে পুরী হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

৬৩। **কৃষ্ণদাস** (চৈ ১০৭) [রত্নরেখা] বৈদ্য

৬৪। **কৃষ্ণদাস** (চৈ ১৪৩) কর্ণপূর ও কবিরাজ গোস্বামীর মতে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী।

৬৫। **কৃষ্ণদাস** (অ ১৬) [কার্তিকেয়] অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র, ব্রাহ্মণ, শান্তিপুর।

৬৬। **কৃষ্ণদাস** (গ চ ৩, যদু) [ইন্দুলেখা] বৃন্দাবন

ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ১০২১) শ্রীমদনগোপাল সেবাধিকারী। গদাধরশিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ॥ ইনি কাশীশ্বর গোস্বামীর প্রিয় ছিলেন।

৬৭। **কৃষ্ণদাস** (অ ৬০)

৬৮। **কৃষ্ণদাস**—উড়িয়া ব্রাহ্মণ, জগন্নাথ-বিগ্রহের স্বর্ণবেত্রধারী। না৮।২।

৬৯। **কৃষ্ণদাস হোড়**—ব্রাহ্মণ, বড়গাছি—চরিতামৃতে আছে যে ইনি রঘুনাথপ্রদত্ত চিড়ামহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

৭০। **কৃষ্ণদাস রাজপুত**—চৈতন্য-শাখায় ইঁহার নাম নাই। তবে মুরারি (৪।২।১১) ও কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার কথা ২।১৮তে বলিয়াছেন। ইনি শ্রীচৈতন্যকে বৃন্দাবন দেখাইয়াছিলেন।

৭১। **কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী**—লাহোরে বাড়ী, বাংলা ভক্তমাল মতে ইনি পাঞ্জাব, মুলতান, সুরাট, গুজরাত প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার করেন।

৭২। **কৃষ্ণানন্দ** (চৈ) [কলাবতী] উড়িয়া

শ্রী ১১৪, দে ৩৯, বৃ ৩৯

৭৩। **কৃষ্ণানন্দ** (নি) ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ। চৈতন্যভাগবত (২।১।১৫১) মতে ইনি রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র ও যদু কবিচন্দ্রের ভ্রাতা। কেহ কেহ ইঁহাকে তন্ত্রসার-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মনে করেন (নগেন্দ্রনাথ বসু—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১৫৭ পৃ.)। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর উক্ত গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশলতায় দেখা যায় যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পিতার নাম মহেশ বা মহেশ্বর। উক্ত বংশলতায় আরও পাওয়া যায় যে "প্রাণতোষণী" তন্ত্র প্রণেতা ও রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার কৃষ্ণানন্দ হইতে সপ্তম অধস্তন পুরুষ। রামতোষণের পুত্র রামরমণ ১৩৩১ সালে বাঁচিয়া ছিলেন। আট পুরুষে সাড়ে চারিশত বৎসর কিছুতেই হয় না।

৭৪। **কৃষ্ণানন্দ পুরী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সিদ্ধি]

শ্রী ১৩৩, দে ৫০

৭৫। **কেশব ছত্রী খাঁ**—কায়স্থ—গৌড়

না ৯।১৬ কেশব বসু, ভা ৩।৪।৩২৫, চ ২।১।১৭১

পদ্যাবলীর ১৫৩ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার লেখা। ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৪৫) মতে ইনি রামকেলীতে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছিলেন।

৭৬। **কেশব পুরী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সিদ্ধি]

শ্রী ১৩৫, দে ৫২, বৃ ৪৬

৭৭। **কেশব ভারতী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সান্দীপনি]

দেনুড়ে (বর্দ্ধমান জেলা) জন্ম।

শ্রী১২৩-৪—শ্রীকেশবভারতীং বৈ সন্ন্যাসিগণপূজিতাং
বন্দে যয়াকৃতঃ ন্যাসীন্যস্তধর্ম্মা মহাপ্রভুঃ॥

দে ৪৪— কেশবভারতী বন্দো সান্দীপনীমুনি।
প্রভু যাঁরে নিজ গুরু করিলা আপনি॥

বৃ ৪২—কেশব ভারতী প্রতি বন্দো নম্র হইয়া অতি
যে করিল প্রভুকে সন্ন্যাসী।

মু ২।১৮।৭, কা ১১।৪৪, না ৬।২০, ভা ২।২৬।৩৬০, জ ২, লো মধ্য ৪৭, চ ১।১৩।৫২।

চুঁচুড়ার ব্রহ্মচারিগণ ও "নদীয়ার কলাবাড়ী, গোপালপুর ও মুর্শিদাবাদে, বাগপুরের সীমলায়ীগণ, মেদিনীপুরের ভট্টাচার্য্যগণ, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্যগণ, মামযোয়ানির ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠী কেশব ভারতীর বংশীয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন" (অমূল্য ভট্ট—বৈষ্ণব অভিধান, পৃ ৭০)

৭৮। **কংসারি সেন** (নি) [রত্নাবলী] বৈদ্য, কাঁচিসালি বা গুপ্তিপাড়া।

শ্রী ২৫৩, দে ১২৩, বৃ ১১৭।

অমূল্য ভট্ট বলেন যে ইঁহার পুত্র সদাশিব কবিরাজ। কিন্তু ইহার প্রমাণ তিনি দেন নাই, আমিও কোথাও পাই নাই।

৭৯। **ক্রমক পুরী** জ ২

৮০। **গঙ্গা** [গঙ্গা] নিত্যানন্দ কন্যা—ব্রাহ্মণী—জিরাট।

শ্রী ৫৫-৬০—নিত্যানন্দপ্রভুসুতাং রাধাকৃষ্ণ দ্রবাত্মিকাং।
মাধবাচার্য্য-বনিতাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ॥
শ্রীপ্রেমমঞ্জরীমুখ্যাং জগতাং মাতরং বরাং।
বন্দে গঙ্গাং প্রেমদাত্রীং ভুবনত্রয়পাবনীং ॥
সা গঙ্গা জাহ্নবীশিষ্যা সহেশৈরপি পাবনৈঃ।
বিরিঞ্চোপহৃতার্হাস্তু পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥

দেবকীনন্দন স্বতন্ত্রভাবে গঙ্গাকে বন্দনা করেন নাই। তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনার একেবারে শেষে গঙ্গার স্বামী মাধবাচার্য্যের নাম করিয়াছেন ; যথা—

পরম আনন্দে বন্দো আচার্য্য মাধব।
ভক্তি-ফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥

গঙ্গা কে তাহাও এখানে বলা হইল না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বীরভদ্রের নাম করিয়াছেন, অথচ গঙ্গার নাম করেন নাই। গঙ্গাবংশ ও নিত্যানন্দ-বংশের মধ্যে আজও যে বিবাদ দেখা যায় তাহার সূত্রপাত কি চরিতামৃত লেখার সময় হইতে ?

বৃ ১৮— রাধাকৃষ্ণ দ্রবরূপ আছিল ব্রহ্মার কূপ
তিনলোকে স্থিতি জগন্মাতা।
দ্রবব্রহ্ম ভগবান গঙ্গাদেবী তাঁর নাম
বন্দো সেই নিত্যানন্দসুতা ॥

৮১। **গঙ্গাদাস**—ব্রাহ্মণ—অনাদি-নিবাসী।

শ্রী ২৬৭—অনাদিগঙ্গাদাসং চ পণ্ডিতং হি বিলাসিনং

দে ১২৯, বৃ ১২৮—পণ্ডিত গঙ্গাদাস বন্দো অনাদিনিবাসী

৮২। **গঙ্গাদাস পণ্ডিত** (চৈ) [বশিষ্ঠ] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০১—নবদ্বীপকৃতবাসং গঙ্গাদাসং গুরুং পরং

দে ৩০, বৃ ৩৪

মু ১।৯।১, কা ৩।৩, ভা ১।৬।৫৫, জ ১৮

কর্ণপূর মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট পড়িয়া "ততশ্চ বৈয়াকরণাৎ গঙ্গাদাসাদভূৎ প্রত্যনুভূতবিজ্ঞঃ।"

মুরারি বলেন যে বিশ্বম্ভর "লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি" পড়াইতেন। কিন্তু গঙ্গাদাস যদি কেবলমাত্র বৈয়াকরণ হন, তাহা হইলে বিশ্বম্ভর স্মৃতি পড়িলেন কাহার নিকট? জয়ানন্দ ইহার উত্তর দিয়াছেন—

নবদ্বীপের ভিতর পণ্ডিত গঙ্গাদাস। তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ ॥
চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে। স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ॥
—জয়ানন্দ, ১৮ পৃ.

৮৩। **গঙ্গাদাস** (নি) [দুর্ব্বাসা] নন্দন আচার্য্যের ভ্রাতা, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১১৩, দে ৩৯, বৃ ৩৯

ইঁহারই কথা কর্ণপূর নাটকে (৩।১৫) বলিয়াছেন "গঙ্গাদাসনামা ভাগবতঃ পরমাপ্তো ভূসুরবরো দ্বারপালত্বেন ন্যয়োজি"। গুরু গঙ্গাদাসকে বিশ্বম্ভর অভিনয়ের দিন নিশ্চয়ই দ্বারপালত্বে নিয়োগ করেন নাই। বৃন্দাবনদাস সম্ভবতঃ ইঁহার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন যে প্রভু "ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে" (২।৮।২০৬)। ইনিই বিশ্বম্ভরের কীর্ত্তন-দলে ছিলেন (ভা ২।৮।২০৯)।

৮৪। **গঙ্গাদাস নির্লোম** (চৈ) নীলাচল

জয়ানন্দ কাটা গঙ্গাদাস ও ভগাই গঙ্গাদাস নামে দুই ভক্তের নাম উল্লেখ

করিয়াছেন। নিমাই খেলার ছলে এক কুকুরের নাম গঙ্গাদাস রাখিয়াছিলেন (জয়ানন্দ পৃ. ২১)।

৮৫। **গঙ্গামন্ত্রী** (গ) ইহারই উপাধি হয়তো মামুঠাকুর ছিল(চ ১।১২।৭৯)। কোন কোন পুথিতে পাঠ গঙ্গামুদ্রি। যদুনাথ গঙ্গামন্ত্রীকে মামুঠাকুর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াছেন।

৮৬। **গদাধরদাস** (চৈ, নি) [চন্দ্রকান্তি, পূর্ণানন্দা]

এড়িয়াদহ। কালনা সংস্করণ চরিতামৃতের টীকায় কায়স্থ বলা হইয়াছে। কিন্তু এড়িয়াদহে শুনিলাম ইঁহার বংশধরেরা ব্রাহ্মণ।

শ্রী ১৭৫-৬—বন্দে গদাধরদাসং বৃষভানুসুতামিহ।
শ্রীকৃষ্ণেনাভিন্নদেহাং মহাভাবস্বরূপিকাং॥

দে ৭০— সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধরদাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাহার প্রকাশ॥

বৃ ৬০— বৃষভানুসুতা যেহোঁ গদাধরদাস তেহোঁ
এবে নাম করিল প্রকাশ।
গৌরাঙ্গযুগল দেহ সন্দ গা করিহ কেহ
এইরূপ গদাধরদাস॥

ভা ৩।৫।৪৫৯— শ্রীবাল গোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥

আমি এড়িয়াদহে যাইয়া ঐ বালগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি। ঐ বিগ্রহ এখন ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছেন—পূজা পান না।

না ১০১৫, ভা ৩।৫।৪৪৯, লো ২

৮৭। **গদাধর পণ্ডিত** (চ) [রাধা ও ললিতা] পিতার নাম মাধব মিশ্র, ব্রাহ্মণ। জয়কৃষ্ণ-মতে ইঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে, কিন্তু প্রেমবিলাসের ২৪ বিঃ মতে চট্টগ্রামে। পরে ইঁহার পিতা নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রী ৩২-৩৪—দেবং গদাধরং যো হি দ্বিতীয়কায়মীশিতুঃ।
স চ বিদ্যানিধেঃ শিষ্যঃ প্রভুভক্তি-রসাকরঃ॥
সোঽসৌ গদাধরো ধীরঃ সর্ব্বভক্তজনপ্রিয়ঃ;

দে ৯, বৃ ১২— তবে বন্দোঁ দেব গদাধর

যতেক বৈষ্ণবচয় তত প্রিয় কেহ নয়

দ্বিতীয় চৈতন্য কলেবর।

মু ২।৩।১০, কা ৫।১২৮, না ১।১৯, ভা ১।২।১৩, জ ২, লো ২

৮৮। **গদাধর ভট্ট** [রঙ্গদেবী] হিন্দী ভক্তমাল মতে হিন্দীভাষার কবি। গোপাল ভট্টের শিষ্য। শ্রীজীবের কৃপা পাইয়া বৃন্দাবনে বাস করেন (ভক্তমাল (৭৯৩-৮০০ পৃ.)

৮৯। **গরুড়** [কুমুদ ১১৬] গৌড়ে জাত।

৯০। **গরুড় অবধূত** [জয়ন্তেয় ১০১]

শ্রী ১৩১—বন্দে গরুড়াবধূতং হৃদ্ভুতপ্রেমশালিনং

দে ৪৮, বৃ ৪৫—বন্দো গরুড় অবধূত

যাঁর প্রেম অদভূত চমৎকার দেখিতে শুনিতে।

জ ৭৩

৯১। **গরুড় পণ্ডিত** (চৈ) [গরুড় ১১৭] ব্রাহ্মণ—আকনা—নবদ্বীপ।

জয়কৃষ্ণ—আকনায় গরুড় আচার্য্য সভে কহে।

কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিত হো তাহে॥

মু ৪।১৭।১১, ভা ১।২।১৮, নবদ্বীপে বাড়ী।

৯২। **গুণনিধি** [নিধি]

৯৩। **গোকুলদাস** (নি) ঘোড়াঘাটে পাট

৯৪। **গোপাল** (নি ৪৭)

৯৫। **গোপাল** (অ) অদ্বৈত-পুত্র—ব্রাহ্মণ—শান্তিপুর।

না ১০।৪৯-৫১, চ ২।১১।৭৭-১৪৬

৯৬। **গোপাল আচার্য্য** (চৈ)

৯৭। **গোপালগুরু**—উড়িয়া

দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনার ১৭১৯ শকের অনুলিপির পুথিতে আছে—

পরম সানন্দে বন্দো শ্রীগুরুগোপাল।

দীক্ষাশিক্ষা পথে যেহ পরমদয়াল॥

আপনে চৈতন্য যারে বড় কৃপা কৈল।

টীকা দিয়া নিজহস্তে অধিকারী কৈল॥

৯৮। **গোপালদাস** (চৈ) [পালী গোপী]

৯৯। **গোপালদাস**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা। ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ১০২১।

১০০। **গোপালদাস ঠাকুর**—নরহরি-শিষ্য

রামগোপালদাস লিখিয়াছেন—

ঠাকুরের শাখা তিঁহ ব্রত আকুমার।
শিষ্য প্রশিষ্য যার ভুবন বিস্তার॥ —শাখা-নির্ণয়, পৃ. ৪

১০১। **গোপাল নর্ত্তক** (নি ৫০) কা ১১।৫০

১০২। **গোপাল পুরী**—জয়ানন্দ ঃ৩৪ পৃ.

১০৩। **গোপাল ভট্ট** (চৈ) [অনঙ্গমঞ্জরী বা গুণমঞ্জরী] ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৬) মতে বেঙ্কটনন্দন। ব্রাহ্মণ, শ্রীরঙ্গ, বৃন্দাবন।

শ্রী ১৪৫-১৪৮, দে ৫৬, বৃ ৫৯

মু ৩।১৫।১৫

পদ্যাবলীর ৩৮ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার রচনা। পদকল্পতরুতে বোধ হয় ইঁহারই রচিত কয়েকটী ব্রজভাষার পদ ধৃত হইয়াছে। ইনি বৃন্দাবনে রাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন (ভক্তিরত্নাকর পৃ. ১৪১)।

১০৪। **গোপাল সাদিপুরিয়া** (গ, যদু)

সাদিপুরিয়া কোন্‌দেশী লোকের উপাধি স্থির করিতে পারিলাম না।

১০৫। **গোপীকান্ত** (চৈ)

১০৬। **গোপীনাথ আচার্য্য বা পশুপতি** [ব্রহ্মা] ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ।

ভা ১।২।১৮ পৃ.

ইনি নীলাচলে বাস করিতেন না, গৌড়দেশ হইতে পুরীতে যাইতেন ; যথা—

গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণ বিগ্রহ নিশ্চিত॥—ভা ৩।৯।৪৯১

শ্রী ৮৭— গোপীনাথং ততো বন্দে চৈতন্যস্তুতিকারকং

দে ২১— গোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগতে বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি পাঠে যেই ব্রহ্ম সাক্ষাত।

বৃ ২৭— ঠাকুর শ্রীগোপীনাথ পদে কৈল প্রণিপাত
প্রভুরে যে কৈল বহু স্তুতি।

১০৭। **গোপীনাথ আচার্য্য** (চৈ) [রত্নাবলী] সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। ব্রাহ্মণ। ইনি নীলাচলে বাস করিতেন।

মু ১।১।১৯, কা ১২।৪৫, না ৬।১৮, চ ২।৬।১৬—২০

গৌ. গ. দীতে দুই জন গোপীনাথ আচার্য্য পাওয়া যায়, বন্দনায় একজন।

১০৮। **গোপীনাথ পট্টনায়ক** (চৈ) রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। উড়িয়া, করণ। দে ৬৬, কিন্তু ১৬৫৪ ও ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই।

১০৯। **গোপীনাথ সিংহ** (চৈ) [অক্রূর] কায়স্থ

মু ৪।১৭।১১, ভা ৩।৯।৪৯২

১১০। **গোবিন্দ** (চৈ, ঈশ্বরপুরীর শিষ্য) [ভৃঙ্গুর] প্রভুর সেবক—নীলাচল।

মু ৪।১৭।২০, কা ১৩।১৩০, না ৮।১৩।

১১১। **গোবিন্দ কবিরাজ** (নি)

১১২। **গোবিন্দ কর্ম্মকার**

জ ৮৩

এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১৩। **গোবিন্দ আচার্য্য** [পৌর্ণমাসী ; গীতপদ্যাদিকারকঃ]

দে ১০৩— গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥

বৃ ৯৫— গোবিন্দ আচার্য্যপদ করিব বন্দন।
রাধাকৃষ্ণের রহস্য যে করিল বর্ণন॥

১১৪। **গোবিন্দ ঘোষ** (চৈ) [কলাবতী] কীর্ত্তনীয়া, পদকর্ত্তা, কায়স্থ, কুলাই, কাটোয়ার কাছে। বাসু ও মাধবানন্দ ঘোষের ভ্রাতা। অগ্রদ্বীপে পাট। চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে গোপীনাথ-বিগ্রহকে কাচা পরাইয়া গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করান হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা ধার করেন। নবকৃষ্ণ ঐ টাকা না পাওয়ায় গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া যান। অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্র মোকর্দ্দমা করিয়া এই মূর্ত্তি উদ্ধার করেন (Ward, History of the Hindus, Vol. I, P. 205-6).

শ্রী ১৯৬, দে ৮০, বৃ ৬৮

মু ৪।১৭।৬, না ১০।৫, ভা ৩।৫।৪৫৪

পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত ছয়টী পদ আছে—গৌ. প. ত. তে ৭টী পদ ধৃত হইয়াছে

১১৫। **গোবিন্দ দত্ত** (চৈ) [পুণ্ডরীকাক্ষ] কীর্ত্তনীয়া, বৈষ্ণবাচারদর্পণ-মতে ইঁহার শ্রীপাট সুখচরে (২৪ পরগণা জেলা, খড়দহ ও পানিহাটীর মাঝে)। ইনি সম্ভবত মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তের ভাই। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে এই তিন জনকে নমস্কার করিয়াছেন।

ভা ২।৮।২১০, জ ২

১১৬। **গোবিন্দ দ্বিজ**—নামান্তর সুগ্রীব মিশ্র

শ্রী ১৭১-৪— বন্দে সুগ্রীবমিশ্রং তং গোবিন্দং দ্বিজমুত্তমং
যদ্ভক্তিযোগমহিমা সুপ্রসিদ্ধো মহীতলে।
প্রভোর্ব্বৈ গমনার্থং হি শ্রীনবদ্বীপভূমিতঃ
অগৌড়ভূমি যেনৈব বদ্ধঃ সেতুর্ম্মনোময়ঃ।

দে ৬৯— বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥

বৃ ৫৯— বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র[১] শ্রীগোবিন্দানন্দ বিপ্র
যার মনমানসজাঙ্গালে।
কুলিয়া নগর হৈতে গৌড় পর্য্যন্ত যাইতে
প্রভু চলি গেলা কুতূহলে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুরূপ ঘটনা নৃসিংহানন্দ প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

জয়কৃষ্ণ— সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে।
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে॥

অভিরাম— কোণ্ডর হট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।
ইন্দুরেখা সখী পূর্ব্বে জানিবা নির্য্যাস॥

১। বৃ এখানে সুগ্রীবস্থানে সুবুদ্ধি মিশ্র করিয়াছেন। তিনি ১০৬ এ আবার সুবুদ্ধি মিশ্রের বন্দনা করিয়াছেন। একজন সুবুদ্ধি মিশ্রের কথাই অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং বৃ র সুগ্রীব স্থানে সুবুদ্ধি করা ভুল হইয়াছিল মনে হয়।

১১৭। **গোবিন্দানন্দ ঠাকুর** (চৈ) [সুগ্রীব] শ্রী ও বৃ. তে উড়িয়া ভক্তদের সহিত উল্লিখিত।

শ্রী ২৩১-২— গোবিন্দানন্দনামানং ঠাকুরং ভক্তিযোগতঃ
বন্দে প্রভোর্নিমিত্তং যদ্বদ্ধসেতুশ্চ মানসঃ।

বৃ ১০৩— সুগ্রীব নামক গোবিন্দানন্দ ঠাকুর।
প্রভু লাগি সেতুবন্ধ করিলা প্রচুর॥

দুইবার গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের নাম শ্রী ও বৃ তে কেন উল্লিখিত হইল বুঝিলাম না।

১১৮। **গোবিন্দানন্দ পুরী** [সিদ্ধি]

শ্রী ১২৯, দে ৪৭ গোবিন্দপুরী বলিয়া উল্লিখিত

১১৯। **গৌরাঙ্গদাস** (নি) "কুমুদ গৌরাঙ্গদাস দুঃখীর জীবন"

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৮৯

১২০। **গৌরীদাস পণ্ডিত** (নি) [সুবল] নিত্যানন্দের খুড়াশ্বশুর, পিতার নাম কংসারি মিশ্র, ব্রাহ্মণ, অম্বিকা, ভক্তিরত্নাকর সপ্তম তরঙ্গ মতে পূর্ব্ব নিবাস শালিগ্রাম (মুড়াগাছা ষ্টেশনের নিকট)।

শ্রী২০৩-৬— বন্দে শ্রীগৌরীদাসং চ গোপালং সুবলাখ্যকং
যন্নীতঃ পরমানন্দমুৎকলেঽদ্বৈতঠক্কুরঃ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দমূর্ত্তিঃ সাক্ষাৎ প্রকাশিতা।
যন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ সদ্যঃ কর্ম্মবন্ধক্ষয়ো ভবেৎ॥

দে ৯৯— গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী॥

বৃ ৭৭-৮৩—

বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র মহিমা প্রচুর॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুরে।
যে আনিল উৎকলেতে আচার্য্য প্রভুরে॥
যাহারে বলি গোকুলের সুবল গোপাল।
সুজনের শরণদাতা দুর্জ্জনের কাল॥

যাহারে কৃষ্ণ ভক্তিশক্তি বিদিত জগতে।
পাষণ্ড পাতাল লাগি হৈল যাহা হৈতে॥
অম্বিকানগর মাঝ যার অবস্থিতি।
যার ঘরে নিত্যানন্দ চৈতন্য মূরতি॥
প্রভু বিদ্যমানে মূর্ত্তি করিল প্রকাশ।
যে মূর্ত্তি দেখিলে কর্ম্মবন্ধের বিনাশ॥
দিব্যমালা চন্দন বসন অলঙ্কারে।
যে করিল বিভূষিত নিতাই চান্দেরে॥

মু ৪।১।৪, ৪।১৪।১৩ (বিগ্রহের কথা), না ১০৫, ভা ৩।৬।৪৭৪, চ ১।১১।২৩-২৪

জয়ানন্দ ৩ পৃ — গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে যাঁর পদে পদে ধ্বনি॥

ঐ ১৪৪ পৃ.— যার দেহে নিত্যানন্দ হইলা বিদিত।

পদকল্পতরুতে ইহার দুইটী পদ ধৃত হইয়াছে।

প্রেমবিলাস পৃ. ৮৩-৮৪, ভক্তিরত্নাকর ৫০৮—৫১৫ পৃ.। অম্বিকাকালনায় নটবর দাস প্রণীত 'সুবলমঙ্গল' নামে এক পুথি আছে। তাহাতে পাওয়া যায় যে গৌরীদাসের মুখটী কুলে জন্ম—তাঁহার পিতার নাম কংসারি মিশ্র—পাঁচ ভাইয়ের নাম দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য-দাস। গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য। হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য উৎকলের সুবিখ্যাত প্রচারক শ্যামানন্দ। "সুবলমঙ্গলে" আছে যে গৌরীদাসের পৌত্রীকে হৃদয়চৈতন্যের পুত্র বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে অম্বিকার গোস্বামীরা হৃদয়চৈতন্যের বংশধর। ইঁহাদের শিষ্যেরা সখ্যরসের উপাসক।

১২১। **জ্ঞানদাস** (নি)

১২২। **চক্রপাণি আচার্য্য** (অ) বাংলা ভক্তমাল-মতে ইনি গুজরাতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন (কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী প্রসঙ্গে উল্লিখিত)।

১২৩। **চক্রপাণি মজুমদার**—নরহরি সরকারের শিষ্য।

ঠাকুরের শাখা চক্রপাণি মজুমদার।
জনানন্দ নিত্যানন্দ পুত্র যাহার॥

চক্রপাণি মহানন্দ গেলা নীলাচল।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিবেদন করিলা সকল ॥
ওহে চক্রপাণি তুমি সরকার সেবক।
ভূমি পুত্র পৌত্র তব হইবে অনেক ॥
রামগোপাল দাস—শাখা-নির্ণয়, পৃ. ৫

১২৪। **চতুর্ভুজ পণ্ডিত**—গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পিতা।
ভা ৩৬৷৪৭৪, জ ১৪৫ "নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত"

১২৫। **চন্দনেশ্বর**—সার্ব্বভৌমের পুত্র—ব্রাহ্মণ, পুরী।
শ্রী ২৩৪, দে ১১২, বৃ ১০৪
না ৬৷২০

১২৬। **চন্দ্রশেখর আচার্য্য**—(চৈ) [চন্দ্র], ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট-নবদ্বীপ।

শ্রী ৮৯-৯০— শ্রীচন্দ্রশেখরং বন্দে চন্দ্রবৎ শীতলং সদা
আচার্য্যরত্নং গোবিন্দগরুড়ং গৌরমানসম্ ॥

আচার্য্যরত্ন নামে দে. ও বৃ. উদ্ধার করিয়াছি।

মু ১৷১৷২১, ভা ১৷২৷১৬, জ ২৪, নাটকের "চন্দ্রশেখর ইতি প্রথিতস্য শ্বাশুরস্য ভবনে" (৯৷৩০) হইতে জানা যায় যে পুরীতে ইঁহার বাসা ছিল। ইনি গৌরলীলাবিষয়ে কয়েকটী পদ লিখিয়াছেন (পদকল্পতরু পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০৮)। পদকল্পতরুর ১৮৫৪ সংখ্যক পদ ইঁহার রচনা।

১২৭। **চন্দ্রশেখর বৈদ্য** (চৈ) বৈদ্য, শ্রীহট্ট—কাশী। গৌড়ীয় সংস্করণ চরিতামৃতের অনুক্রমণিকায় চন্দ্রশেখর লেখক বলিয়া ধৃত। মু ৪৷১৷১৮, ৮৷২৷১৯৷২০২

১২৮। **চন্দ্রমুখী**—সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা, জ ৩।

১২৯। **চিদানন্দ ভারতী**
শ্রী ৫০, দে ৫২, বৃ ৪৬
শ্রী ও দে যাহাকে চিদানন্দ বলিয়াছেন, বৃ তাহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন।

১৩০। **চিরঞ্জীব** (চৈ) [চন্দ্রিকা] রামগোপালদাস-মতে রঘুনন্দন-শিষ্য। বৈদ্য—শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান), ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ১৭) মতে কুমার নগরে বাড়ী। শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে

বাস করিতে আরম্ভ করেন। পদ্যাবলীর ১৫৭ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার রচনা। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা।

১৩১। **চিরঞ্জীব** (চৈ ১১৭) "ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন"। ভাগবতাচার্য্য পৃথক্ নামও হইতে পারে, চিরঞ্জীবের উপাধিও হইতে পারে। কাঁদড়ার জয়গোপাল দাসের পিতার নাম চিরঞ্জীব (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ খণ্ড, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃ.)। তিনিও ভক্তিমান্ ছিলেন।

১৩২। **চৈতন্যদাস** (চৈ) [সুদক্ষ শুকপক্ষী] শিবানন্দের পুত্র, বৈদ্য, কাঞ্চনপল্লী।

দে ৭৩, ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই। চ ২।১৬।২২

১৩৩। **চৈতন্যদাস** (গ ৮৪) চ. অধিকাংশ সংস্করণে রঙ্গবাটী, গৌড়ীয় সংস্করণে বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস।

যদুনাথ— বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ং
সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চপুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্ ॥

ঢাকার লালমোহন সাহা শাঙ্খনিধি নিজেকে বঙ্গবাটী চৈতন্যদাসের দশম অধস্তন পুরুষ বলিতেন। পদকল্পতরুর ৪৬৩, ১১৬৯ ও ১৯৮৫ পদ ইঁহার রচনা হইতে পারে।

১৩৪। **চৈতন্যদাস**—যদুনাথদাস গদাধর-শাখায় দুইজন চৈতন্যদাসের নাম করিয়াছেন।

১৩৫। **ছকড়ি**—বংশী ঠাকুরের পিতা, ব্রাহ্মণ, কুলিয়া। জয়ানন্দ ৩৮—

ছকড়ি চন্দ্রকলা গৌরচন্দ্রে গৃহ আনি।
পূজিল পদারবিন্দ ব্রজরূপ জানি ॥

১৩৬। **জগদানন্দ** (চৈ) [সত্যভামা] ব্রাহ্মণ, কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ৮৬— বন্দে বাণীমূর্ত্তিভেদং জগদানন্দপণ্ডিতং

দে ৬২— জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দো সাক্ষাৎ সরস্বতী।
মহাপ্রভু কৈলা যাঁরে পরম পিরীতি ॥

বৃ ২৭— বন্দিব পরমানন্দ পণ্ডিত জগদানন্দ
মূর্ত্তিভেদে যেন সরস্বতী।

মু ৪।১৭।১৮, কা ১৩।১২৩, না ১।২০, ভা ২।১।১৩৯, জ ২, লো ২, চ ২।১।৯১ পদ্যাবলীর ২৭১ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার রচনা।

১৩৭। **জগদীশ** (স) অদ্বৈতপুত্র, ব্রাহ্মণ, শান্তিপুর।

১৩৮। **জগদীশ** (চৈ) [যজ্ঞপত্নী] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু। একাদশীর দিন নিমাই ইঁহার অন্ন খাইয়াছিলেন।

শ্রী ১১৩, দে ৩৮, বৃ ৩৮, মু ৪।৭।১০, ভা ১।৪।৪১, চ ১।১৪।৩৬

জ ১৪৫—জগদীশ হিরণ্য দুই সহোদর। নিত্যানন্দ প্রিয় বড় নবদ্বীপে ঘর॥

১৩৯। **জগদীশ পণ্ডিত** (নি) [চন্দ্রহাসনর্ত্তক ১৪৩]

নৃত্যবিনোদী ব্রাহ্মণ, যশড়া।

শ্রী ২৫৮—নর্ত্তকং পণ্ডিতং বন্দে জগদীশাখ্যপণ্ডিতং

দে ১২৫—জগদীশ পণ্ডিত বন্দো নৃত্যবিনোদী

বৃ ১১৯

চৈতন্যভাগবতে দুইজন জগদীশের কথা আছে মনে হয়। যাঁহার ঘরে নিমাই হরিবাসরে নৈবেদ্য খাইয়াছিলেন, তিনি "জগন্নাথ মিশ্রসহ অভেদ জীবন"। আর ৩।৬।৪৭৪ এ উল্লিখিত

জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ॥

ইঁহাদের মধ্যে কে কাজীদলন-দিবসে কীর্ত্তনদলে ছিলেন নির্ণয় করা কঠিন। "জগদীশ চরিত্র বিজয়" নামক অনুমানিক দুইশত বৎসরের পুস্তকে ইঁহার কথা আছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬।৩, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রদত্ত প্রাচীন পুথির বিবরণ)।

মন্তব্য—জগন্নাথ—চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছাড়া চৈতন্য-শাখায় তিনজন, নিত্যানন্দ-শাখায় একজন, অদ্বৈত-শাখায় এক ও গদাধর-শাখায় দুইজন, একুনে সাতজন এবং গ্রন্থমধ্যে জগন্নাথ মাহাতির নাম আছে। বৈষ্ণব-বন্দনায় ঐ নয়জন ছাড়া জগন্নাথ সেনের নাম আছে।

১৪০। **জগন্নাথ** (নি) ব্রাহ্মণ

১৪১। **জগন্নাথ**—কানাই খুঁটিয়ার পুত্র

শ্রী ২২৮, দে ১০৯, বৃ ১০০

১৪২। **জগন্নাথ কর** (অ) কায়স্থ

১৪৩। **জগন্নাথ তীর্থ** (চৈ) [জয়ন্তেয়]

শ্রী ২৬৯, দে ১৩০

১৪৪। **জগন্নাথদাস** (চৈ) উড়িয়া, চরিতামৃতে "শ্রীগালিম" বিশেষণ, সম্ভবতঃ ইনি পঞ্চ সখার অন্যতম। এই গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্রী ২২৮-২২৯—বন্দে হি জগন্নাথং যদ্‌গানাৎ তরবোঽরুদন্ বিবশা ইব।

দে ১০৯-১১১—জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত।
যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥

১৪৫। **জগন্নাথদাস** কাষ্ঠকাটা (গ, যদু)

১৪৬। **জগন্নাথ দ্বিজ চক্রবর্ত্তী** মামু ঠাকুর (গ) [কলভাষিণী] টোটা গোপীনাথের সেবক।

১৪৭। **জগন্নাথ পণ্ডিত** (চৈ) [দুর্ব্বাসা] ব্রাহ্মণ।

শ্রী ২৪৭, দে ১৬৯

১৪৮। **জগন্নাথ মাহাতি,** করণ, উড়িয়া।

চ ২।১৫।২০

১৪৯। **জগন্নাথ মিশ্র** [নন্দ] শ্রীচৈতন্যের পিতা—ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্ট—নবদ্বীপ।

শ্রী ২৩, দে ৬, বৃ ১০

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত। মুরারিতে "বাৎস্য গোত্রধ্বজ" (১।৬।৩০) বলা হইয়াছে। ঢাকা দক্ষিণের মিশ্রগণও বাৎস্য-গোত্রীয়। কিন্তু নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবাইৎগণ বিগ্রহের অভিষেকমন্ত্র পড়ার সময় "ভরদ্বাজ-গোত্র" বলেন। নবদ্বীপের শশিভূষণ গোস্বামী "শ্রীচৈতন্যতত্ত্বদীপিকা" গ্রন্থে (পৃ. ৫০) জগন্নাথ মিশ্রকে ভরদ্বাজগোত্রীয় বলিয়াছেন।

১৫০। **জগন্নাথ সেন** [কমলা] বৈদ্য

শ্রী ২৫১, দে ১২২, বৃ ১১৬

পদ্যাবলী ৬৪ ও ৩৬৫ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার রচনা। ডা. দে লিখিয়াছেন, "Several Jagannathas are known as contemporaries and immediate disciples of Chaitanya, but none of them appears to have the patronymic Sena of the Vaidya caste (Padyavali, p. 20)", "বৈষ্ণব-বন্দনা" পড়িলে ডা. দে দেখিতে পাইতেন যে **জগন্নাথ সেন** সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

১৫১। **জগাই** (চৈ) [জয়] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, ভা ১।১।১০, জ ২, চ ১।১৭।১৭

১৫২। **জগাই লেখক** জ ৪৭

১৫৩। **জঙ্গলী** (বিজয়া) সীতাদেবীর শিষ্য; বুকানন হ্যামিণ্টনের পূর্ণিয়া রিপোর্ট (পৃ. ২৭৩) মতে ব্রাহ্মণ, গৌড়ের নিকটে বাস করিতেন। অদ্বৈতমঙ্গল (৭২ পৃ.) অনুসারে "পুরুষ শরীর স্ত্রী প্রকট হইলা।" নবদ্বীপের ললিতা সখীর ন্যায় পুরুষের স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়া সখীভাবে ভজনা করার প্রথা হয়তো ষোড়শ শতাব্দীতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই মত স্বীকার করেন নাই। সেইজন্যই চরিত-গ্রন্থে ও বৈষ্ণব-বন্দনায় জঙ্গলীর নাম পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, জঙ্গলীর পূর্ব্ব নাম রাজকুমার বা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী। তিনি সীতার নিকট দীক্ষা লওয়ার পর মালদহের অন্তর্গত জঙ্গলী টোটা নামক স্থানে যাইয়া সাধনা করেন (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৫—১৮৭)।

১৫৪। **জনার্দ্দন ব্রাহ্মণ**—উড়িয়া—জগন্নাথ-সেবক, না ৮।২, চ ২।১০।৩৯

১৫৫। **জনার্দ্দনদাস** (অ)

১৫৬। **জয়ানন্দ**—সুবুদ্ধিমিশ্রের পুত্র—চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

১৫৭। **জানকীনাথ** (চৈ) ব্রাহ্মণ, ভক্তিরত্নাকরে "শ্রীজানকীনাথ বিপ্র গুণের আলয়" (পৃ. ৫৫৮)।

১৫৮। **জাহ্নবী** [রেবতী—অনঙ্গমঞ্জরী]

শ্রী ৪৩-৫০—

বন্দে শ্রীজাহ্নবীদেবীং শ্রীপুরীশ্বরশিষ্যিকাং
অনঙ্গমঞ্জরীং নাম যাং বদন্তি রহোবিদঃ
তস্যাজ্ঞয়া তৎস্বরূপং সংনস্যাগচ্ছতঃ প্রভোঃ
সেবতে পরমপ্রেম্না নিত্যানন্দং দৃঢ়ব্রতা।
বিরহকর্ষিতা নিত্যং বৃন্দারণ্যং গতেশ্বরী
গোপীনাথং দ্রষ্টুমনাস্তন্নীবীং বিচকর্ষ সঃ
আকৃষ্ট নীবিকা দেবী তমুবাচ রসোদয়ং
আগমিষ্যামি শীঘ্রং তে পদয়োরন্তিকং পদং॥

দে ১২— বসুধা জাহ্নবা বন্দো দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥

দুই জন নারীর গর্ভে অবশ্য এক ব্যক্তির জন্ম সম্ভব নহে।

বৃ ১৪-১৫—অনঙ্গমঞ্জুরী যেঁহ জাহ্নবা গোসাঞি তেঁহ

বারুণী তাঁহার পূর্ব্ব নাম।

সানন্দে পড়িয়া ভূমি বন্দো বসু জাহ্নবিনী

বীরচন্দ্র যাঁহার নন্দন॥

১৫৯। **জিতামিত্র** (গ, যদু) [শ্যামমঞ্জুরী]

১৬০। **জীবগোস্বামী** (চৈ) [বিলাসমঞ্জুরী] সুবিখ্যাত গ্রন্থকার—ব্রাহ্মণ—বৃন্দাবন।

দে (১৬৫৪ খ্রীঃ পুথিতেও আছে)

শ্রীজীব গোসাঞি বন্দো সভার সম্মত।

সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব॥

বৃ— বন্দো জীব গোসাঞিরে সকল বৈষ্ণব যাঁরে

জিজ্ঞাসিল "কোন তত্ত্ব সার"

বিচারিয়া সর্ব্ব শাস্ত্র কহিলেন একমাত্র

ভক্তিযোগ পর নাহি আর॥

চ ২।১।৩৭

বৃন্দাবনে রাধা-দামোদরের সেবা প্রকাশ করেন (ভক্তিরত্নাকর, ১৩৯ পৃ.)।

১৬১। **ঝড়ু ঠাকুর,** ভূঁইমালি

চ ৩।১৬তে ইহার মহিমার কথা আছে। ইনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

১৬২। **তপন আচার্য্য** (চৈ) ব্রাহ্মণ, ফুলিয়া—নীলাচল।

১৬৩। **তপন মিশ্র** (চ) ব্রাহ্মণ, কাশী।

মু ৪।১।১৫, ভা ১।১০, ১০৬ (সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত)

১৬৪। **তুলসী মিশ্র পড়িছা,** উড়িয়া ব্রাহ্মণ, তমলুক।

শ্রী ২৩৮, দে ১১৩, বৃ ১০৭

চ ২।১২।১৫১

১৬৫। **ত্রিমল্ল ভট্ট,** ব্রাহ্মণ, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, প্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কালে ইহার গৃহে চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন।

মু ৩।১৫।১০, কা ১৩।৪, চ ২।১।৭৯

১৬৬। **দময়ন্তী** (চৈ) [গুণমালাসখী] ব্রাহ্মণী, পানিহাটি, রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী।

১৬৭। **দামোদর দাস** (নি) সম্ভবতঃ সূর্য্যদাস সারখেলের ভাই।

১৬৮। **দামোদর পণ্ডিত** (চৈ) [শৈব্যা] সরস্বতী।

উড়িয়া ব্রাহ্মণ। শঙ্কর পণ্ডিতের অগ্রজ।

শ্রী ৯৫, দে ২৭, বৃ ৩১

মু ১।২।১৫, কা ১৫।১০৫, না ১।২০

ভা ৩।৩।৪০৯, জ ২৪

১৬৯। **দামোদর পুরী** [সিদ্ধি]

শ্রী ১২৭, দে ৪৬, বৃ ৪৪

তিন বন্দনাতেই দামোদর পুরীর ভাবের সহিত সত্যভামার ভাবের তুলনা করা হইয়াছে। গৌ. গ. দী. তে জগদানন্দ সত্যভামা।

দামোদর-স্বরূপ—পুরুষোত্তম আচার্য্য দ্রষ্টব্য।

১৭০। **দুর্ল্লভ বিশ্বাস** (অ)

১৭১। **দেবানন্দ পণ্ডিত** (চৈ. নি) [ভাগুরি মুনি] ব্রাহ্মণ, কুলিয়া, নবদ্বীপ, ভাগবত পাঠক।

শ্রী ১৯৪, দে ৭৮, বৃ ৬৭

মু ৩।১৭।১৭ বক্রেশ্বরের কৃপাপাত্র, না ১।৪২, ভা ২, ৯।২২২

১৭২। **দেবানন্দ** (নি)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, "কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি" (৩।৭।৪৭৫)

উহার দুই পয়ার পরেই নিত্যানন্দ প্রিয় মনোহর, নারায়ণ॥
কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ এই চারিজন॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দুইজন দেবানন্দের নাম আছে, কেন-না একই কবির দ্বারা দুই পয়ার ব্যবধানে এক ব্যক্তির নাম দুইবার লেখা সম্ভব নয়।

১৭৩। **ধনঞ্জয় পণ্ডিত** (নি) [বসুদাম] বৈদ্য (?) চট্টগ্রাম—জাড়গ্রাম ও শীতলগ্রাম (বর্দ্ধমান), সাঁচড়া পাঁচড়া।

শ্রী ২১৪-৪৬ বন্দে যত্নকবিচন্দ্রং ধনঞ্জয়পণ্ডিতং দত্তবিত্তং প্রসিদ্ধং যস্য বৈরাগ্যং
সর্ব্বস্বং প্রভবেঽর্পিতং গৃহীতে ভাণ্ডকৌপীনে পণ্ডিতেন মহাত্মনা॥

দে ১১৮— বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥

বৃ ১১১— পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় করিব বন্দনা।
প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য যার সংসারে ঘোষণা॥
লক্ষকের গারিস্থ যে প্রভু পায় দিয়া।
ভাণ্ড হাতে করিলেক কৌপীন পরিয়া॥

ভা ৩।৬।৪৭৪, জ ১৪৩
পদ্যাবলীর ৬৫ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার রচনা হইতে পারে।

১৭৪। **ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী** (গ) [ললিতা]
মাহেশের জগন্নাথ ইনি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৫। **নকড়ি** (নি)

১৭৬। **নকুল ব্রহ্মচারী**—গৌরাঙ্গের আবির্ভাব-বিশেষ—অম্বুয়া মুলুক না ৯।৩

১৭৭। **নবনী হোড়** (নি)

১৭৮। **নরহরি সরকার** (চৈ) [মধুমতী] বৈদ্য, শ্রীখণ্ড "শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্" ও পদসমূহ ইঁহার রচনা। "ভক্তিচন্দ্রিকা পটল" নামক শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ইঁহার উক্ত বলিয়া কথিত।

শ্রী ১৮৭-৮— বন্দে ভক্ত্যা নরহরিদাসং চৈতন্যার্পিতভাববিলাসং।
মধুমত্যাখ্যং পুণ্যং ধন্যং যো নো পশ্যতি কৃষ্ণাদন্যং॥

দে ৭৫— প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস॥

বৃ— বন্দিব শ্রীনরহরি দাস ধন্য বলিহারি
চৈতন্য বিলাস যার ঘটে॥

ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ৭৭) শ্রীরূপ ও কর্ণপূরকৃত দুইটী শ্লোকে নরহরি-বন্দনা দেখা যায়। কিন্তু ঐ শ্লোকদ্বয় উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৪৯৭) মতে ইনি গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। মু ৪।১৭।১৩, কা ১৩।১৪৮, না ৯।১, জ ১৪৪, লো ৩, চ ২।১।১২৩। বুকানন্ হ্যামিল্টন পূর্ণিয়া রিপোর্টে (পৃ. ২৭২) বলেন যে পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে সরকার ঠাকুরের বংশধরদের বহু শিষ্য ছিল।

১৭৯। **নয়ন মিশ্র** (গ, যদু) [নিত্যমঞ্জরী] ব্রাহ্মণ, ভরতপুর,

মুর্শিদাবাদ, গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। পদকর্তা। ভরতপুরের গোস্বামীরা একখানি গীতার পুথিতে শ্রীচৈতন্যের হাতের লেখা দুইটী শ্লোক দেখাইয়া থাকেন।

১৮০। **নন্দন আচার্য্য** (চৈ, নি) ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র।

দে ৩৩

মু ২।৮।৯, কা ৬।১১, ভা ২।৩।১৭৬, জ ২৯, চ ২।৩।১৫১

১৮১। **নন্দাই** (নি)

১৮২। **নন্দায়ি** (চৈ) [বারিদ] শ্রীচৈতন্যের সেবক, পুরী।

১৮৩। **নন্দিনী** (অ) [জয়া] সীতার শিষ্য—কায়স্থ, নাটোর। গৌড়ীয় মঠের চরিতামৃতের অনুক্রমণিকায় ইঁহাকে কি প্রমাণ-বলে অদ্বৈতের কন্যা বলা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। ১৮০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন্ হ্যামিণ্টন লিখিয়াছেন

—In the territory of Gaur, at a place called Janggalitola is the chief seat of the Sakhibhab Vaishnavas, who dress like girls, and act as religious guides for some of the impure tribes. The order is said to have been established by Sita Thakurani, wife of Adwaita ; but so far as I can learn, has not spread to any distance, nor to any considerable number of people. The two first persons who assumed the order of Sakhibhav were Jangali, a Brahman and Nandini, a Kayastha. Jangali was never married and it is only his pupils that remain in this district, and these are all Vaishnavas who reject marriage (Purnea Report, p. 273).

লোকনাথদাসের সীতাচরিত্রে আছে—

> ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নাম নন্দরাম।
> শ্রীকৃষ্ণ অনুসঙ্গতে হয় গুণধাম॥

নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, এই নন্দরামের উপাধি ছিল সিংহ এবং তিনি উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। নন্দিনী গোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বগুড়া

কলেকটরী হইতে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রতিবৎসর ৭২৬/০ দেওয়া হয়। (উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়)।

১৮৪। **নারায়ণ** (নি) দেবানন্দের ভাই, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

ভা ২।৮।২০৯, চ ২।১১।৭৫

১৮৫। **নারায়ণ** দামোদর পণ্ডিতের ভাই।

শ্রী ৯৫, দে ২৮, বৃ ৩১

১৮৬। **নারায়ণ গুপ্ত**—বৈদ্য, পানিহাটী।

শ্রী ১০০, দে ৩০, বৃ ৩৩

জয়কৃষ্ণ-নারায়ণ গুপ্ত আর বৈদ্য গঙ্গাদাস।
বুদ্ধিমন্ত খান পাণিহাত্র পরকাশ॥

মু ২।৪।২৪, কা ৬।৪৪

১৮৭। **নারায়ণদাস** (অ) শ্রীরূপের সঙ্গে গোপাল-দর্শনে গিয়াছিলেন (চ ২।১৮।৪৫)।

ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৮৯

১৮৮। **নারায়ণ পৈরারি** ব্রাহ্মণ

শ্রী ২৮৪, দে ১৩৯, বৃ ১৩৮

নারায়ণ বাচস্পতি (চৈ) [সৌরসেনী]
বা পণ্ডিত

নারায়ণ পৈরারি, পণ্ডিত ও বাচস্পতি এক ব্যক্তি মনে হয়।

১৮৯। **নারায়ণী** [অম্বিকা স্থানে কিলিম্বিকা] ব্রাহ্মণী, শ্রীবাসের শ্যালিকা।

শ্রী ৮২— শ্রীবাসং নারদং বন্দে মালিনীং প্রতি মাতরং
তেতা নারায়ণী দেবীমধরামৃত সেবনীং।

দে ১৯— শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে
আলবাটী প্রভু যাঁরে কহিলা আপনে।

বৃ ২৬, জ ২ "ধাত্রীমাতা"

১৯০। **নারায়ণী**—শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বৃন্দাবনদাসের জননী—ব্রাহ্মণী।

মু ২।৭।২৬, ভা ১।১।১১, জ ১৪৭, চ ১।১৭।২২৩

চরিতামৃতের শাখানির্ণয়ে নারায়ণীকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় নাই।

১৯১। **নিত্যানন্দ** [হলায়ুধ]

শ্রী (২৯০) মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণ পুরী, নিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণ পুরীর শিষ্য। শ্রী ২৯৪—সঙ্কর্ষণ-পুরী-শিষ্যো নিত্যানন্দঃ প্রভুঃ স্বয়ং। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৩২২) মতে মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট নিত্যানন্দ দীক্ষা লইয়াছিলেন। এরূপ হইলে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের পরম গুরুস্থানীয় হন এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধু-ব্যবহার চলে না। চৈতন্যভাগবতের মতে মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে বন্ধুভাবে দেখিতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহার প্রতি গুরু-বুদ্ধি রাখিতেন।

শ্রী ৩৭— বন্দে নিত্যানন্দদেবং বলভদ্রং স্বয়ং প্রভুং
আনন্দকন্দমভয়ং লোকনিস্তারকং গুরুম্।
পুরুষঃ প্রকৃতিঃ সোঽসৌ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ
শরীর-ভেদৈঃ কুরুতে শ্রীকৃষ্ণস্য নিষেবনম্॥

দে ১১— দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ শ্রীনিত্যানন্দ
যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ॥

বৃ ১৩— বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ অভয় আনন্দকন্দ
যে করিল সভার নিস্তার॥

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত। নিত্যানন্দ-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বুকানন হ্যামিল্টন নিজে অনুসন্ধান করিয়া পূর্ণিয়া রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২৭০-৭২ পৃ.)। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর তাঁহার Vaisnavism, Saivism etc. গ্রন্থে নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের সহোদর বলিয়া বড়ই ভুল করিয়াছেন।

১৯২। **নীলাম্বর** (চৈ ১৪৬) নীলাচল—ইঁহার নামাংশ রঘু হইতে পারে, কেন-না চরিতামৃতে "তপন ভট্টাচার্য্য আর রঘুনীলাম্বর" আছে।

১৯৩। **নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী** (গর্গ) শ্রীচৈতন্যের মাতামহ, প্রভুর কোষ্ঠী লিখিয়াছিলেন।

শ্রী ৯৭-৯৮, দে ২৯, বৃ ৩২

মু ১।২।২, কা ২।১৪, ভা ১।২।২৫

১৯৪। **নৃসিংহ চিদানন্দ তীর্থ** [জয়ন্তেয়]

১৯৫। **নৃসিংহচৈতন্যদাস** (নি) "সুবলমঙ্গল" মতে গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা।

শ্রী ২৮০ "নৃসিংহচৈতন্যদাসম্" অর্থাৎ এক নাম, কিন্তু

দে ১৩৫ বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস

বৃ ১৩৫ এক নাম

১৯৬। **নৃসিংহাচার্য্য**—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

না ৮।৩৩

১৯৭। **নৃসিংহানন্দ তীর্থ** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [জয়ন্তেয়]

শ্রী ১২৮ নরসিংহ তীর্থ (নরসিংহ = নৃসিংহ)

দে ৪৭ ঐ

১৯৮। **নৃসিংহানন্দ ভারতী** (?)

শ্রী ১৩০—নৃসিংহানন্দনামানং সত্যানন্দং চ ভারতীম্

দে ৪৮—সত্যানন্দ ভারতীর সহিত নৃসিংহ পুরীর উল্লেখ

বৃ ৪৪—নৃসিংহানন্দ ন্যাসী

মু ৩।১৭।৬, না ১।২০, জ ৮৮

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী দ্রষ্টব্য।

১৯৯। **নৃসিংহ যতি**—জ ৮৮

২০০। **ন্যায়াচার্য্য**

না ৯।২ প্রতিবৎসর শ্রীচৈতন্য-দর্শনার্থ নীলাচলে যাইতেন।

না ৯।৩ আর একজন ন্যায়াচার্য্যের কথা আছে; যথা—"ভগবন্নাম ন্যায়াচার্য্যস্তু পুরুষোত্তম এব ভগবচ্চৈতন্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষী যাবজ্জীবং স্থিতঃ।"

২০১। **পদ্মাবতী**—নিত্যানন্দের মাতা—ব্রাহ্মণী—একচাকা।

শ্রী ৩৫, দে ১০, বৃ ১৩

ভা ১।৬।৬৩, জ ২

২০২। **পরমানন্দ অবধূত** (নি)

শ্রী ২৬৬, দে ১২৮, বৃ ১২৭

২০৩। **পরমানন্দ উপাধ্যায়** (নি) ভা ৩।৬।৪৭৪, জ ১৪৫

২০৪। **পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া**—কাশী

চ ২।২৫।৩, চন্দ্রশেখর বৈদ্যের সঙ্গী

২০৫। **পরমানন্দ গুপ্ত** (নি) [মঞ্জুমেধা]

শ্রী ২৫১, দে ১২২, বৃ ১১৬

ভা ৩।৬।৪৭৫—প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়

জ ৩— সংক্ষেপে করিলেন তিহঁ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥

২০৬। **পরমানন্দ পণ্ডিত**—শ্রীচৈতন্যের সতীর্থ।

যদুনাথ-মতে পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, গদাধর-শাখাভুক্ত।

শ্রী ১৯৩—বন্দে প্রভু সতীর্থং বৈ পরমানন্দপণ্ডিতং

বৃ ৬৬

সনাতন বৃহৎ-বৈষ্ণব-তোষণীর প্রারম্ভে "বন্দে পরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসালয়ম্" বলিয়াছেন। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব।

ভক্তিরত্নাকর (১৯ পৃ.) মতে ইনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন ও মধু পণ্ডিতের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।

২০৭। **পরমানন্দ পুরী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য, চৈ) [উদ্ধব]

চৈতন্যভাগবত (১৬ পৃ.) ও জয়কৃষ্ণ-মতে ত্রিহুতে জন্ম—নীলাচলে বাস।

শ্রী ১২৬, দে ৪৬, বৃ ৪৩

মু ৩।১৫।১৯, কা ১৩।১৪, না ৮।৪, ভা ১।১।১১, জ ২, লো ২, চ ২।১।১০২

জ ৩— শ্রীপরমানন্দ পুরী মহাশয়।
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ গোবিন্দ বিজয়॥

২০৮। **পরমানন্দ মহাপাত্র** (চৈ) উড়িয়া।

চ ২।১০।৪৪

২০৯। **পরমেশ্বর মোদক**—মোদক, নবদ্বীপ।

চ ৩।১২।৫৩

২১০। **পরমেশ্বরদাস ঠাকুর** (নি) [অর্জ্জুন] বৈদ্য

জয়কৃষ্ণ-মতে খড়দহে পাট, অভিরাম-মতে তড়া আটপুর (হুগলী)।

শ্রী ২০৭-৮— পরমেশ্বরং ততো বন্দে ঠক্কুরং স্বপ্রকাশকং
যো নৃত্যন্ শ্রাবয়ামাস হরিনাম শৃগালকান্।

দে ৮৫— পরমেশ্বরদাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন স্থানে॥

শ্রীজীব বলেন পরমেশ্বরদাস শৃগালকে হরিনাম শুনাইয়াছিলেন, দেবকী

বলেন যে তিনি শৃগালকে হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। দেবকী একটু অলৌকিকতার প্রক্ষেপ করিলেন।

ভা ৩।৫।৪৪৯ পৃ.—পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥

জ ১৪৪ পৃ.— প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরদাস মহাশয়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার হৃদয়॥

ভক্তিরত্নাকর-মতে (১২৬ পৃ.) ইনি নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর খড়দহে ছিলেন।

পদকল্পতরুর ২৩ সংখ্যক পদ ইঁহার রচনা।

২১১। **পীতাম্বর** (নি) [কাবেরী] দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা—উড়িয়া ব্রাহ্মণ।

শ্রী ৯৫, দে ২৭, বৃ ৩১

২১২। **পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি** (চৈ) [মাধবেন্দ্র-শিষ্য, ৫৬, বৃষভানু]
ব্রাহ্মণ, চট্টগ্রাম জেলার চক্রশাল (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৮৩১)।

শ্রী ১০৩, দে ১৬, বৃ ৩৫

মু ৪।১৭।৩, না ১।১৯, ভা ১।২।১৬, জ ২, লো ২, চ ২।১।২৪১

২১৩। **পুরন্দর আচার্য্য** (চৈ) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, চ "পিতা করি যাঁরে বোলে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।"

শ্রী ১৯১, দে ৭৮, বৃ ৬৫

মু ৪।১৭।১০, না ৮।৩৩, ভা ৩।৫।৪৪৫, জ ৭৩, চ ২।১১।৭৪

২১৪। **পুরন্দর পণ্ডিত** (নি) [অঙ্গদ ৯১] খড়দহ (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৯৭২)।

শ্রী ১৬১— বন্দে পুরন্দরং সাক্ষাদঙ্গদেন সমং ত্বিহ
যল্লাঙ্গুলং সংদদর্শ গৃহে কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ॥

দে ৬৪— পুরন্দর পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ॥

বৃ ৫৬— বন্দো মূর্ত্তি মনোহর ঠাকুর শ্রীপুরন্দর
যেন সেই অঙ্গদ ঠাকুর।

এক বিপ্র লয়ে তাঁরে অতিথি করিল ঘরে
গোষ্ঠী সহ দেখিল লাঙ্গুল ॥

ভা ৩।৫।৪৪৯

জ ১৪৪— রাঢ়ে গৌড়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরন্দর।
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণের দোসর ॥

২১৫। **পুরুষোত্তম** (চৈ ৭৮) কুলীনগ্রাম।

২১৬। **পুরুষোত্তম** (চৈ ১১০) উড়িয়া।

২১৭। **পুরুষোত্তম আচার্য্য** (চৈ) [বিশাখা] স্বরূপ-দামোদরের পূর্ব্ব নাম, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ। যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

ভা ৩।১১।৫১৫— পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম ॥

চ ২।১০।১০০-১১৬— প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥

শ্রী ১৩৩, দে ৫০

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত।

২১৮। **পুরুষোত্তম তীর্থ** [জয়ন্তের]

শ্রী ২১১, শ্রী ২৬৯, দুইজন পুরুষোত্তম তীর্থ ছিলেন বোধ হয়। বৃ ৮৯, বৃ ১২৯

২১৯। **পুরুষোত্তম দত্ত**

জ ১৪৫— পুরুষোত্তম দত্ত সে কেবল উদার।
যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিহার ॥

২২০। **পুরুষোত্তম দাস বা নাগর পুরুষোত্তম** (নি ৩৫) [দাম] বৈদ্য, সুখসাগর, বোধখানা (যশোহর)।

শ্রী ১৯৭— পুরুষোত্তমাখ্যং দাসং বৈ বন্দে ঐশ্বর্য্যশালিনং।
কর্ণয়োঃ করবীপুষ্পং পদ্মগন্ধং চকার যঃ ॥

দে ৮৭—৯৪

ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম ॥

সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজশক্তি দিয়া ॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশে প্রভু পাইল সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তর শতঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক, সর্ব্বজ্ঞতা যাঁর শিশুকালে ॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কানে।
পদ্মগন্ধ হইল তাহা সভা বিদ্যমানে ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥

বৃ.তে পুরুষোত্তম দাস বাদ গিয়াছে—বোধ হয় আদর্শ পুথির পাঠ বিকৃত ছিল, তাহা না হইলে এরূপ অর্থহীন ত্রিপদী থাকিত না—

গদাধর দাস বন্দ বাসুদেব ঘোষ সঙ্গ
দোঁহারে বন্দিব সাবধানে।
করবী মঞ্জরী কলি আছিল কর্ণের পরি
পদ্মগন্ধ হৈল সভা স্থানে ॥ (বৃ ৬৯)

করবী-মঞ্জরী কাহার কর্ণে ছিল?

চরিতামৃতে নাগর পুরুষোত্তম নামে কোন ভক্ত নাই। পুরুষোত্তম দাস সম্বন্ধে আছে—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে ॥ —১।১১।৩৫-৩৬

কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সদাশিব কবিরাজের পুত্রের নাম নাগর পুরুষোত্তম; যথা—

সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ (১৩১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (৩।৬।৪৭৪) সদাশিব কবিরাজের পুত্রের নাম পুরুষোত্তম দাস। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশে নাগর পুরুষোত্তম ও পুরুষোত্তম দাস দুই বিভিন্ন ব্যক্তি।

২২১। **পুরুষোত্তম পণ্ডিত** (নি) [স্তোককৃষ্ণ] ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ।

দে ৯৭— রত্নাকর সুত বন্দো পুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতী যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥

ভা ৩।৬।৪৭৪— পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম ॥

জ ১৪৪, চ ১।১১।৩০

২২২। **পুরুষোত্তম পণ্ডিত** (অ ৬১)

দে ১০০— পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজান।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান ॥

জ ২— পুরুষোত্তম আদি সে অদ্বৈত পার্ষদ।
যাঁর নামে বাঢ়ে প্রেমভক্তিতে সম্পদ ॥

২২৩। **পুরুষোত্তম পুরী**

দে ১৩০। শ্রী ২৬৯ ও বৃ ১২৯ এ যাঁহাকে পুরুষোত্তম তীর্থ বলিয়াছেন, দে ১৩০এ তাঁহাকেই পুরুষোত্তম পুরী বলিয়াছেন।

২২৪। **পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী** ন ৬০ কাঁচিসালি।

শ্রী ২৪০, দে ১১৬, বৃ ১০৯

২২৫। **পুরুষোত্তম সঞ্জয়** (চৈ ৭০) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, প্রভুর ছাত্র।

ভা ১।১০।১০৯— অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হেন যাহার তনয় ॥

ভা ২।১।১৪৪— পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥

কিন্তু চরিতামৃতে পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় বলা হইয়াছে ; যথা—

প্রভুর পঢ়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥

মু ৪।১৭।৭, জ ২৪, চ ২।১১।৭৯

২২৬। **পুষ্পগোপাল** (গ, যদু)

২২৭। **প্রতাপরুদ্র** (চৈ, যদু) [ইন্দ্রদ্যুম্ন] উড়িষ্যার রাজা। পিতা পুরুষোত্তমদেব, মাতা বিজয়নগরের রাজকন্যা পদ্মাবতী (J. B. O. R. S. Vol. V, ১৪৭-৮ পৃ.)।

মাদলাপঞ্জীতে আছে যে প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের তিন বৎসর পূর্ব্বে পরলোকে গমন করেন। কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায় যে, প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের বিয়োগে শোকাকুল হইয়াছেন। এই জন্য মনে হয়, মাদলাপঞ্জীর প্রমাণ এক্ষেত্রে বিশ্বাস্য নহে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপরুদ্রের রাজ্যাবসানের কাল ১৫৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ১১০-১১) আছে যে প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিয়োগের পর "নিরন্তর মগ্ন প্রভু চরিত্র কীর্ত্তনে"।

প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইবার পূর্ব্বে "সরস্বতীবিলাস" নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন।

নেলোর জেলার উদয়গিরি লিপি হইতে জানা যায় যে ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব কর্ত্তৃক পরাজিত ও তাঁহার মাতুল তিরুমলপ্প রায় বন্দীকৃত হন। এই সময়েই দক্ষিণে তাঁহার রাজ্যহানি ঘটে। তৎপূর্ব্বে সম্ভবতঃ ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপা প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যের নিকট প্রেমধর্ম্ম লাভ করার ফলে উড়িয়া জাতির রাজনৈতিক অধঃপতন হয় নাই। কেন-না, উড়িষ্যায় তৎপূর্ব্বেও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ছিল। উড়িয়াদের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ গৌড়ের পাঠানেরা, বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়, বাহমণী রাজ্যের কুতব সাহী, আদিল সাহী প্রভৃতি মুসলমান নরপতিবৃন্দ ও গৃহশত্রু গোবিন্দ বিদ্যাধর। তিনি মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, "প্রতাপরুদ্র যখন বিজয়নগরে যুদ্ধ যাত্রায় যান, তখন গোবিন্দ বিদ্যাধরের উপরেই রাজত্বের ভার অর্পণ করেন। এই সুযোগে গোবিন্দ বিদ্যাধর গৌড়ের পাঠানরাজ হুসেন সাহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের উৎকল-আক্রমণে সাহায্য করিয়াছিলেন। গৌড়ের পাঠানেরা কটকে শিবির ফেলিয়া কটক জয় করে এবং পুরীতে গিয়া শ্রীমন্দির কলুষিত করিয়া সমস্ত দেববিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিল। মাদলাপঞ্জী বলে 'যেতে পিতুলমানে থিলা,

সব খুন কলে' অর্থাৎ যত দেবমূর্ত্তি ছিল, সব নষ্ট করিল। শ্রীমূর্ত্তিগুলি পাঠানদের শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই নৌকাযোগে চিল্কাহ্রদের চড়াই গুহা পর্ব্বতে অপসারিত করা হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্র ইহা শুনিয়া বিজয়নগরের সহিত কন্যাদানে সন্ধি করিয়া দ্রুত পদে আসিয়া পাঠানদের আক্রমণ করেন। পাঠানেরা সে প্রবল বেগ সহ্য করিতে পারে নাই, তাহারা গৌড়াভিমুখে হটিয়া চলিল। অবশেষে উভয় সৈন্য গড় মন্দারণ পর্য্যন্ত আসিলে গোবিন্দ বিদ্যাধর পাঠানদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে যোগ দিল। রাজা প্রতাপরুদ্র বিদ্যাধরকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কাহাকে রাজা করিতেছ?' শেষে ধূর্ত্ত গোবিন্দের মধ্যস্থতায় সাব্যস্ত হইলে গৌড়রাজ্য বালেশ্বরের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রকৃত পক্ষে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। প্রতাপরুদ্র তখন প্রায় পুরী বাসে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। তারপরের ইতিহাস—প্রতাপরুদ্রের পুত্রদের হত্যা করিয়া গোবিন্দ বিদ্যাধর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন" (ব্রহ্মবিদ্যা, ভাদ্র ১৩৪৩ সাল, পৃ. ২২৭)।

এই বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও উড়িষ্যার রাজনৈতিক অধঃপতনের পরোক্ষ দায়িত্ব হইতে শ্রীচৈতন্যকে একেবারে মুক্ত করা যায় না। তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের ঘাটি ছাড়িয়া পুরী আসিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য রাজাকে উপদেশ দিলেন—

প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ কার্য্য বিনে তুমি না করহ আর॥
নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণু চক্র সুদর্শন॥"—৩৫।৪৫৩ পৃ.

কিন্তু ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইবার পর অন্ততঃ ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্র দেব বিজয়নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

শ্রী ২২২, দে ১০৫, বৃ ৯৭

মু ৪।১৬।১, কা ১৩।৭৮, না ৭।১, ভা ১।১।১১, জ ২, চ ২।১।১২৬

২২৮। **প্রদ্যুম্নগিরি** জ ৮৮

২২৯। **প্রদ্যুম্ন মিশ্র** (চৈ) ব্রাহ্মণ, উড়িয়া, পুরী দে ৬৬, কিন্তু ১৭০২খ্রীঃ পুথিতে ঐ পয়ার নাই। না ৮।২-য়ে দেখা যায় যে সার্ব্বভৌম ইহাকে

শ্রীচৈতন্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। সুতরাং ইনি শ্রীহট্টের মিশ্র বংশোদ্ভব শ্রীচৈতন্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা হইতে পারেন না। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" নামক সংস্কৃত পুস্তিকা ইঁহার নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভা ৩।৩।৫০৯, চ ২।১।১২০

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারি=নৃসিংহানন্দ (গোবিন্দ দ্বিজ দ্রষ্টব্য)

ভা ৩।৯।৪৯১— চলিলা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাতে নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়॥

চ ২।১।১৪৫

২৩০। **প্রবোধানন্দ** [তুঙ্গবিদ্যা] শ্রীরঙ্গ, ব্রাহ্মণ, সন্নাসী।

শ্রী ১৫৫-৬— প্রবোধানন্দ সরস্বতীং বন্দে বিমলং যয়া মুদা।
চন্দ্রামৃতং রচিতং যৎশিষ্যো গোপালভট্টঃ॥

বৃ ৫৩

ইনি চন্দ্রামৃতের ১৩২ শ্লোকে "গৌর নাগরবরো" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন "অতএব মহামহিম সকলে। গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥" সম্ভবত এইজন্যই বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ লিখিয়াছেন যে, হিত হরিবংশ একাদশীর দিন পান খাওয়ায় তাঁহার গুরু গোপাল ভট্ট তাঁহাকে বর্জ্জন করেন। প্রবোধানন্দ হরিবংশকে আশ্রয় দেন। এইজন্য প্রবোধানন্দ একঘরে হন (বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৪০৭ চৈতন্যাব্দ, বৈশাখ সংখ্যা)। হরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে গোপাল ভট্ট ইঁহাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ইনি প্রকাশানন্দ নহেন।

২৩১। **প্রহরাজ মহাপাত্র** ব্রাহ্মণ, উড়িয়া।

না ৮।২ "পরম ভগবদভক্তঃ"

২৩২। **ভগবান আচার্য্য** (চৈ ১০৪-যদু) গৌরের অংশ, শতানন্দ খানের পুত্র ও গোপাল ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা।

কা ১৩।১৪৭, ভা ৩।৩।৪০৯। ইনিই হয়তো নাটকের ৮।২ অংশে উল্লিখিত ভগবান ন্যায়াচার্য্য।

চ ২।১০।১৭৭—রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান আচার্য্য।
প্রভু পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য॥

২৩৩। **ভগবান কর** (অ) গৌড়ীয় সংস্করণ চরিতামৃতে ভবনাথ কর

২৩৪। **ভগবান পণ্ডিত** (চৈ ৬৭)

মু ৪।১৭।১৯

ভা ৩।৯।৪৯১—চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হইয়াছিলা অধিষ্ঠান॥

২৩৫। **ভগবান মিশ্র** (চৈ ১০৮)

২৩৬। **ভবানন্দ** (চৈ) [পাণ্ডু] রামানন্দের পিতা, করণ, উড়িয়া দে ৬৬, কিন্তু ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই ; কা ১২।১৩০, না ৮।২, চ ২।১০।৪৬, পদ্যাবলীর ৩০ ও ৮৯ শ্লোক বোধ হয় ইহার রচনা।

২৩৭। **ভবানন্দ গোস্বামী**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা

ভক্তিরত্নাকর ১০২১ পৃ.—শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ।
গোপীনাথ সেবায় যাঁহার মহানন্দ॥

মন্তব্য ঃ—ভাগবতাচার্য্য চরিতামৃতে চারিজন ; যথা—চৈতন্য-শাখায় ভাগবতাচার্য্য সারঙ্গদাস (১১১), ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব (১১৭), অদ্বৈত-শাখায় ভাগবতাচার্য্য (৫৬), গদাধর-শাখায় ভাগবতাচার্য্য (৭৮)। মনে হয় প্রথম দুই ভাগবতাচার্য্যের নাম যথাক্রমে সারঙ্গদাস ও চিরঞ্জীব, তৃতীয় ভাগবতাচার্য্যের কথা কিছু বলা যায় না ; চতুর্থ ভাগবতাচার্য্য বরাহনগর-নিবাসী।

২৩৮। **ভাগবতাচার্য্য** (অ ৫৬)

২৩৯। **ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ** (গ, যদু) [শ্বেত মঞ্জরী], ব্রাহ্মণ, বরাহনগর ভা ৩।৫।৪৪৯-৫০

গৌ. গ. দী.— নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥

যদুনাথ— বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়-পাত্রকম্।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী॥

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য নিজের পরিচয় বলিয়াছেন—

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুত গদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥

ক্ষিতিতলে কৃপায় কেবল অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ সহজে শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুইচরণ।
দেহ মোর বাক্যে মোর সেই সে শরণ॥

—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ২ পৃ.

২৪০। **ভাগবতদাস** (গ, যদু) বৃন্দাবন

২৪১। **ভার্গব আচার্য্য**—জ ৮৮

২৪২। **ভার্গব পুরী**—জ ২

২৪৩। **ভাস্কর ঠাকুর** [বিশ্বকর্ম্মা] সূত্রধর, দাঁইহাট (বর্দ্ধমান)।

শ্রী ২৫৪—ভাস্করং চ ততো বন্দে বিশ্বকর্ম্মস্বরূপকং

দে ১২৩, বৃ ১১৭

২৪৪। **ভুগর্ভ গোসাঞি** (গ, যদু) [প্রেমমঞ্জরী] ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবন।

শ্রী ১৫৪, দে ৫৮, বৃ ৫২, চ ২।১৮।৫০

২৪৫। **ভোলানাথ দাস** (অ)

২৪৬। **মকরধ্বজ** [সুকেশী]

২৪৭। **মকরধ্বজকর** (চৈ, রাঘব পণ্ডিত-শাখা) [চন্দ্রমুখ নট] কায়স্থ।

শ্রী ২১৫— মকরধ্বজং ততো বন্দে গুণৈকধামসুন্দরং
যঃ করোতি সদা কৃষ্ণকীর্ত্তনং প্রভু সন্নিধৌ

দে ১০১, বৃ ৯২

কা ১৫।১০৬, না ১০।৫, ভা ৩।৫।৪৪৯, জ ১৪৫

২৪৮। **মঙ্গল বৈষ্ণব** (গ) ইনি ময়নাডালের মিত্রঠাকুরদের আদিপুরুষ নৃসিংহবল্লভকে দীক্ষা দেন। কাঁদড়ায় (বীরভূম) মঙ্গলবংশীয় শিষ্যগণ আছেন। এই বংশের কালাচাঁদ ঠাকুর মনোহরসাহী গানের তাল মান প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হন। পদ্যাবলীর ১৩০ সংখ্যক শ্লোক মঙ্গল-বৈষ্ণবের রচনা হইতে পারে।

মধুপণ্ডিত—শ্রী ২১৯, অনন্ত আচার্য্যকে বন্দনা করিয়া "মধ্বাখ্যং পণ্ডিতং বন্দে গোবিন্দাচার্য্যনামকং"।

দে ১০২— শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দো অনন্ত আচার্য্য
বৃ ৯৩-৪— অনন্ত আচার্য্য বন্দো নবদ্বীপ মাঝ ॥
তবেত বন্দিব মধু পণ্ডিত চরণ।
বৈষ্ণব পণ্ডিত যারে বোলে সর্ব্বজন ॥

শ্রীজীব সম্ভবত গোবিন্দাচার্য্যের ও দেবকীনন্দন অনন্তাচার্য্যের আখ্যারূপে মধু পণ্ডিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃ. তাঁহাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াছেন।

২৪৯। **মধু পণ্ডিত**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা, তমলুক, বৃন্দাবন।

শ্রী ২৪০—পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারিমধাক্ষ্য পণ্ডিতাবুভৌ

দে ১১৬, বৃ ১০৯

ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৯৪) মতে বৃন্দাবনের গোপীনাথের প্রথম সেবাধিকারী।

ঐ পৃ. ১০২১— শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রী মধু পণ্ডিত।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত ॥

২৫০। **মধুসূদন** (চৈ) কালনা সংস্করণ চরিতামৃতে পাঠ—

"মহেশ পণ্ডিত, কর শ্রীমধুসূদন" নাথের সংস্করণ; "মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন" রামগোপাল দাস "শাখা বর্ণনে" (পৃ. ৬) :—

মধুসূদন দাস বৈদ্য কীর্ত্তনের বাএন।
নীলাচল সম্প্রদায়ে আছয়ে লিখন ॥

রামগোপাল দাসের মত মানাই যুক্তি-সঙ্গত। মধুসূদন তাহা হইলে বৈদ্য হন, এবং কর উপাধি নহে, শ্রীকর একটি স্বতন্ত্র নাম।

২৫১। **মনোরথ পুরী** জ ৮৮, বৃ ৪৬

২৫২। **মনোহর** (নি ৪৩) দেবানন্দের ভ্রাতা, ব্রাহ্মণ, কুলিয়া।

ভা ৩।৬।৪৭৫

ইনি পদ্যাবলীর ২৭৪ ও ২৭৫ সংখ্যক শ্লোকের রচয়িতা হইতে পারেন।[১]

১। ডা. দে "পদ্যাবলীর" কবি-পরিচয়ে লিখিয়াছেন—"Two Monoharas are known in Bengal Vaisnava literature: (1) Monohara, mentioned in C.-C. (Adi XI, 46, 52) as follower of Nityananda and (2) Baba Aul Manohara Dasa, also of the Nityananda Sakha mentioned in Premvilàsa. As they

২৫৩। **মনোহর** (নি ৪৯) পদকল্পতরুতে এক মনোহর-কৃত ৬টী পদ ধৃত হইয়াছে।

২৫৪। **মহীধর** (নি ৪৫)

২৫৫। **মহেশ পণ্ডিত** (নি ২৯) [মহাবাহু] যশড়ার জগদীশ পণ্ডিতের ভাই। ব্রাহ্মণ পালপাড়া (নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেশনের নিকট) প্রথমে সুখসাগরের নিকট যশিপুর গ্রামে থাকিতেন। সম্ভবত শ্রীহট্টে আদি বাস।

শ্রী ১৫৭—মহেশ-পণ্ডিতং বন্দে কৃষ্ণোন্মাদ সমাকুলং

দে ১২৫, বৃ ১১৯

ভা ৩।৬।৪৭৪, জ ১৪৪

২৫৬। **মহেশ পণ্ডিত** (চৈ ১০৯)

২৫৭। **মহেন্দ্র গিরি** জ ৮৮

২৫৮। **মাধব** (নি)

২৫৯। **মাধব আচার্য্য** (নি) [শান্তনু] নিত্যানন্দের জামাতা, ব্রাহ্মণ, জিরাট।

শ্রী ৬১-৬৬—দ্বিজকুলতিলকং কৃতাবতারং গঙ্গাং গৃহীতুকামাবতীর্ণাং
মাধবং মাধবরূপং রসময়তনু প্রেমাখ্যং
স ঈশ্বর-পুরী-শিষ্যঃ সর্ব্ব-দর্শন-পারকঃ
বিষ্ণুভক্ত-প্রধানশ্চ সদ্গুণাবলী ভূষিতঃ
বিচার্য্যতেষু মতিমান্ কর্ম্মজ্ঞান-পরাক্ষিপন্।
কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বং নির্নির্ণায় দয়ানিধিঃ॥

দে ১৩৮— পরম আনন্দে বন্দো আচার্য্য মাধব।
ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥

বৃ ১৯—গোবিন্দের প্রেমধাম আচার্য্য মাধব নাম
প্রেমানন্দময় তনু খানি।

---

belong to a somewhat later period they can scarcely be identified with our poet." চরিতামৃতের আদি একাদশে (নাথ সং ৪৩ ও ৪৯, গৌড়ীয় সং ৪৬, ৫২) দুই বিভিন্ন মনোহরের নাম আছে। এক ব্যক্তির নাম ছয় পয়ার ব্যবধানে দুইবার লেখার সার্থকতা নাই। দেবানন্দের ভ্রাতা মনোহরকে "somewhat later period" বলা যায় না। ভাগবত-পাঠক দেবানন্দের ভ্রাতার পক্ষে শ্লোক লেখা অসম্ভব নহে।

জোড় করি পদদ্বন্দ্ব বন্দো সে পদারবিন্দ
গঙ্গাদেবী যাঁহার গৃহিণী ॥

পুনরায় বৃ ১৩৭— মাধব আচার্য্য বন্দো দ্বিজকুলমণি।
নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গা যাহার গৃহিণী ॥

২৬০। **মাধবানন্দ** (চৈ) [মাধবী] ইনি বাংলায় "কৃষ্ণমঙ্গল" ও সংস্কৃতে "প্রেমরত্নাকর" গ্রন্থ লেখেন।

শ্রী ২৭৯— বন্দে শ্রীমাধবাচার্য্যং কৃষ্ণমঙ্গলকারকং
দে ১৩৪— মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

বৃ ১৩৩-১৩৪

শ্রীকৃষ্ণদাস-কৃত কৃষ্ণমঙ্গলে আছে—

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ —পৃ. ৫

চান্দুয়ার গোস্বামীরা মাধবাচার্য্যের বংশধর (বীরভূমি, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৩৪)। "ময়মনসিংহ, মালদহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় এই গোস্বামিগণের অসংখ্য শিষ্য আছেন" (কিশোরগঞ্জ বার্ত্তাবহ, ৭ই মাঘ, ১৯৩৩ সাল) ডা. দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে ভাগবতকার মাধবাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের শ্যালক ও ছাত্র। কিন্তু নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবাইতেরা বলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতার নাম যাদব—শশিভূষণ গোস্বামী ভুল করিয়া মাধব লিখিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের টোলে মাধব নামে কোন ছাত্র ছিল বলিয়া জানা যায় না।

২৬১। **মাধবদাস**—কুলিয়া, গৌড়-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য ইঁহার বাড়ীতে ছিলেন। না ৯।১৩, চ ২।১৬।২০

২৬২। **মাধব পট্টনায়ক** উড়িয়া, করণ।

শ্রী ২৩৫, দে ১১৪, বৃ ১০৫

২৬৩। **মাধব পণ্ডিত** (অ)

২৬৪। **মাধব মিশ্র** [পুণ্ডরীকের প্রকাশ] গদাধর পণ্ডিতের পিতা।

ভা ২।৭।২০০

জ ২৭

২৬৫। **মাধবানন্দ ঘোষ** (চৈ, নি) [রসোল্লাসা] বাসুঘোষের ভাই। কায়স্থ, কুলাই। গায়ক ও পদকর্ত্তা।

শ্রী ১৯৬, দে ৮১, বৃ ৬৮

ভা ৩।৫।৪৫৫, জ ১৪৪, চ ২।১১।৭৭

২৬৬। **মাধবী দেবী** (চৈ) [কলাকেলী] শিখি মাহিতীর ভগিনী, করণ, উড়িয়া।

কা ১৩।৯০, চ ৩।২।১০৩

২৬৭। **মাধবেন্দ্র পুরী**—শ্রীচৈতন্যের পরমগুরু।

শ্রী ৬৭-৬৮—যতি-কুলতিলকং পুরাণং মুনীন্দ্রমাদিগুর্ব্বীশভক্তঞ্চ
বন্দে শ্রীমাধবেন্দ্রং ব্যক্তাং চকার হরিভক্তিং যঃ।

দে ১৪— সাবধানে বন্দো আগে মাধবেন্দ্র পুরী।
বিষ্ণু ভক্তিপথের প্রথম অবতরি॥

বৃ ২১— বন্দো শ্রীমাধবপুরী অবনীতে অবতরি
বিষ্ণু ভক্তি যে করিল ব্যক্ত।
প্রাচীন যে আদিগুরু করুণাকলপতরু
যেঁহ মহাপ্রভুর আদি ভক্ত॥

সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণব-তোষণীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

শ্রীমাধবপুরীং বন্দে যতীন্দ্রং শিষ্যসংযুতম্।
লোকেষ্বঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণ ভক্তিসুরাঙ্ঘ্রিপঃ॥

মু ১।৪।৫, কা ১৩।১১১, না ১৬, জ ২, লো ২, চ ১।৯।৮

চ ২।৯।২৬৭-৮

শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিল নদীয়া নগরী॥
জগন্নাথ মিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহাতে খাইল॥

২৬৮। **মাধাই** (চৈ) [বিজয়] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, জগাইয়ের ভাই।

২৬৯। **মামু ঠাকুর** (গ, যদু) উড়িয়া।

২৭০। **মালাধর ব্রহ্মচারী** জ ৭৩, নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত।

২৭১। **মালিনী** [অম্বিকা] শ্রীবাসপত্নী, ব্রাহ্মণী, নবদ্বীপ।

শ্রী ৮১, দে ১৮, বৃ ২৫। ভা ১।৭।১৯৮, জ ২, চ ১।১৩।১০৯

২৭২। **মীনকেতন রামদাস** (নি) [নিশঠ ও উল্লুক]

ঝামাঠপুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে গিয়াছিলেন।

২৭৩। **মুকুন্দ** (চৈ) চরিতামৃতের মতে শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই শিষ্যের নাম মুকুন্দ ও কাশীনাথ রুদ্র (১।১০।১০৪)। ইঁহারা হয়তো পরে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাই মুকুন্দকে চৈতন্যশাখায় গণনা করা হইয়াছে।

২৭৪। **মুকুন্দ** (নি ৪৫) নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন "বল্লভ ঘোষের নয়টী পুত্র—বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, জগন্নাথ, দামোদর, মুকুন্দ, দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন। প্রথম ছয় জন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ এই চারিজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও পদকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত" (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণ)। ২৭৪ বা ২৭৫ সংখ্যক মুকুন্দ বাসুঘোষের ভাই হইতে পারেন।

২৭৫। **মুকুন্দ** (নি ৪৯)

২৭৬। **মুকুন্দ কবিরাজ** (নি ৪৮) বৈদ্য

শ্রী ২৭২, দে ১৩২, বৃ ১৩১

২৭৭। **মুকুন্দ দত্ত** (চৈ) [মধুব্রত] শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও কীর্ত্তনীয়া; সম্ভবত বাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। বৈদ্য, চট্টগ্রাম-নবদ্বীপ-কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ৯২—বন্দে মুকুন্দদত্তং চ কিন্নরঃ স্তূয়মানকং

দে ২৫, বৃ ২৯

মু ২।৪।১২, কা ৬।৩৭, না ১।১৯,

ভা ১।১।১০, ২, লো জ ২, চ ১।১৩।২

২৭৮। **মুকুন্দদাস** (চৈ) [বৃন্দাদেবী] বৈদ্য, শ্রীখণ্ড

শ্রী ১৮১-৮৪—শ্রীমুকুন্দদাস-ভক্তি রত্যাপি গীয়তে জনৈঃ

দৃষ্ট্বা ময়ূরপুচ্ছং যঃ কৃষ্ণ প্রেমবিকর্ষিতঃ।

সদ্যো বিহ্বলতাং প্রাপ্তঃ পরমানন্দ-নির্বৃতঃ

বাহ্যবৃত্তীরজানংশ্চ পপাতাধো মহাপদাৎ॥

দে ৭৪— বন্দিব মুকুন্দ দাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত ॥

বৃ ৬২-৬৩ মুকুন্দদাসের ভক্তি অকথ্য কৃষ্ণের শক্তি
অদ্যাবধি বিদিত সংসারে।
ময়ূরের পাখা দেখি চঞ্চল হইল আঁখি
বিহ্বলে পড়িলা প্রেমভরে ॥

মু ৪।১৭।১৩ অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ নরহরি সরকার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২৭৯। **মুকুন্দ মোদক**—পরমেশ্বর মোদকের পুত্র। নবদ্বীপ, চ ৩।১২।৫

২৮০। **মুকুন্দ রায়**

জয়কৃষ্ণ—শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ।

শ্রী ১১৪, দে ৩৯, বৃ ৩৯

দেবকীর মুদ্রিত পাঠ "শ্রীরামমুকুন্দ বন্দো", কিন্তু ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পুথির পাঠ "শ্রীরায় মুকুন্দ বন্দো", ইনি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত কোন এক মুকুন্দ হইতে পারেন।

২৮১। **মুকুন্দ সঞ্জয়**—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, ইঁহার বাড়ীতে প্রভু টোল খুলিয়াছিলেন।

ভা ১।৭।৭৩, জ ২৪

২৮২। **মুরারি গুপ্ত** (চৈ) [হনুমান] বৈদ্য, শ্রীহট্ট—নবদ্বীপ। সুপ্রসিদ্ধ করচাকার ও পদকর্ত্তা।

শ্রী ৮৮, দে ২২, বৃ ২৮

সমস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত।

২৮৩। **মুরারি চৈতন্যদাস** (নি) ব্রাহ্মণ

শ্রী ২৫০— মুরারি চৈতন্যদাসং যমাজগরখেলকং

দে ১২১— মুরারি চৈতন্যদাস বন্দো সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ সমানে ॥

বৃ ১২৫— মুরারি চৈতন্যদাস বন্দিব যতনে।
যার লীলাখেলা অজগর সর্প সনে ॥
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥

ভা ৩।২।৪৬২—যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত॥

ঐ ৩।৫।৪৭৩— প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যাঁর খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত॥

জ ২৪, জ ১৪৪—যার খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত

মৃণালকান্তি ঘোষ বলেন, "বর্দ্ধমান জেলার গলসী রেলষ্টেসন হইতে এক ক্রোশ দূরে সরং বৃন্দাবনপুর গ্রামে মুরারি চৈতন্যদাসের জন্ম। নবদ্বীপধামের অন্তর্গত ঝাউগাছি গ্রামে আসিয়া ইঁহার নাম শার্ঙ্গ (শারঙ্গ) মুরারি চৈতন্য-দাস হইয়াছিল। ইঁহার বংশধরেরা আজও সরের পাটে বাস করেন।" কালনা সংস্করণ চরিতামৃতে লেখা আছে "ইঁহার নিবাস খড়দহে।" শ্রীজীব, দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস সারঙ্গদাসকে মুরারি চৈতন্যদাস হইতে পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চরিতামৃতেও উভয়ের নাম স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত আছে। সেইজন্য মৃণালবাবুর মত মানিতে পারিলাম না। সারঙ্গ-দাস দ্রষ্টব্য।

২৮৪। **মুরারি পণ্ডিত** (অ) ব্রাহ্মণ

চ ১৩।১০।৯

২৮৫। **মুরারি মাহাতি** (চৈ) কায়স্থ, উড়িয়া, শিখিমাহিতীর ভাই।

কা ১৩।৯০, চ ২।১০।৪২

২৮৬। **যদু কবিচন্দ্র** (নি) রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র, ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট-নবদ্বীপ।

শ্রী ২৪৪, দে ১১৭, বৃ ১১০

ভা ২।১।১৫১—যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয়॥

পদকল্পতরুতে যদু ভণিতায় ১৪টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

২৮৭। **যদু গাঙ্গুলী** (গ, যদু) ব্রাহ্মণ

যদুনাথ-মতে যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী। ভক্তিরত্নাকরে "যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।"

২৮৮। **যদুনন্দন** (চৈ)

২৮৯। **যদুনন্দন আচার্য্য** (অ) ইনি রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

২৯০। **যদুনাথ** (চৈ) কুলীনগ্রাম

শ্রী ২৬৮—দাসং শ্রীযদুনাথাখ্যং বন্দে মধুরচিত্তকং

দে ১২৯, বৃ ১২৮

মন্তব্য :—পদকল্পতরুতে যদুনাথ ভণিতায় ১৬টী পদ ধৃত হইয়াছে। এগুলির রচয়িতা এই যদুনাথ কিনা বলা যায় না। জগদ্বন্ধু ভদ্র ও সতীশচন্দ্র রায় পদকর্ত্তা যদু, যদুনাথ ও যদুনন্দনকে গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদক যদুনন্দন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু কি প্রমাণের বলে তাঁহারা যদু ও যদুনাথ ভণিতার পদ যদুনন্দনে আরোপ করেন বুঝা যায় না। আমার মনে হয় ইঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

২৯১। **যশোবন্ত**—পঞ্চসখার অন্যতম।

২৯২। **যাদবদাস** (অ)

২৯৩। **যাদবাচার্য্য**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

চ ১।৮।২৬—যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেহোঁ অতি বড় রঙ্গী॥

নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবাইতগণ ইঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন ও বলেন যে ইনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা।

২৯৪। **রঘুনন্দন** (চৈ ১১৭) ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নহেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থে ১৪৮৯ শকের অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থই তাঁহার শেষ রচনা বলিয়া কিংবদন্তি।

২৯৫। **রঘুনন্দন** (চৈ ৭৬) [প্রদ্যুম্ন] বৈদ্য, শ্রীখণ্ড।

শ্রী ১৮১-৮২, ১৮৯-৯০

মুকুন্দদাসং তং বন্দে যৎ সুতো রঘুনন্দনঃ।
কামো রতিপতির্ল্লড্ডুং যো গোপালমভোজয়ত॥
স চ রঘুনন্দন এষ বরেণ্যো।
নরহরি-শিষ্যঃ সুকৃতীমান্যঃ॥
বাল্যাবধিতঃ সাধুচরিত্রো।
ভক্তি-বিশোধিত-চিত্ত-পবিত্রঃ॥

দে ৭৬— মধুর চরিত্র বন্দো শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন॥

বৃ ৬৪— বন্দো রঘুনন্দন মুরতি মদন সম
জগত মোহিত যার নাটে।

মু ৪।১।৫, কা ১৩।১৪৮, না ৯।১, জ ১৪৪, লোচন সর্ব্বত্র

২৯৬। **রঘুনাথ** (অ)

রঘুনাথ (গ) ভাগবতাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

২৯৭। **রঘুনাথ তীর্থ**

শ্রী ২৭০, কিন্তু দে. ও বৃ. তে রঘুনাথ পুরীর বন্দনা।

জ ১৪৫—আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথ পুরী নাম ছিল জার॥

চ ১।১১।৩৯ ঐরূপ।

২৯৮। **রঘুনাথ ভট্ট** (চৈ) [রাগমঞ্জরী] কাশীবাসী তপন মিশ্রের পুত্র

শ্রী ১৫৩—বন্দে রঘুনাথ-ভট্টং শ্রীভাগবতাধ্যাপকং বিনয়েন

দে ৫৭—রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি বন্দিব এক চিত্তে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে॥

বৃ ৫১—বন্দো রঘুনাথ ভট্ট কৃষ্ণপ্রেমে উনমত্ত
বৃন্দাবনে ব্রজবাসী সঙ্গে।
ভাগবত পঢ়েন যবে প্রেমে অঙ্গ আউলায় তবে
মধুকণ্ঠ ধরেন প্রসঙ্গে॥

মু ৪।১।১৭, চ ২।১৭।৮৬

২৯৯। **রঘুনাথদাস** (চ) [রসমঞ্জরী বা রতিমঞ্জরী]

কায়স্থ—নীলাচল—বৃন্দাবন

শ্রী ১৪৯-৫০—বন্দে রঘুনাথদাসং রাধাকুণ্ড-নিবাসিনং।
চৈতন্য-সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং ত্যক্তান্যভাবমুত্তমং॥

দে ৫৫— রঘুনাথ দাস বন্দো রাধাকুণ্ড বাসী

বৃ ৪৯— শ্রীরাধাকুণ্ডেতে বাস বন্দো রঘুনাথ দাস
যে জন চৈতন্য মর্ম্ম জানে।

মু ৪।১৭।২১, কা ১৫।১০৬, না ১০।৩, চ ২।১।২৬৯

ইনি স্তবাবলী, মুক্তাচরিত্র ও দানকেলি চিন্তামণি (গ্রন্থ) লিখিয়াছেন। পদ্যাবলীর ১৩১, ২১২ ও ৩৩১ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা। পদকল্পতরুতে ইহার রচিত তিনটি পদ আছে।

৩০০। **রঘুনাথদাস**

শ্রী ১৯১, দে ৭৭, বৃ ৬৫

৩০১। **রঘুনাথ বিপ্র** [বরাঙ্গনা] উড়িয়া ভক্তদের সহিত উল্লিখিত।

শ্রী ২২৩, দে ১০৬, বৃ ৯৮

৩০২। **রঘুনাথ বৈদ্য** (চৈ ১২৪) বৈদ্য, নীলাচল।

মু ৪।১৭।২১

৩০৩। **রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়** (নি) বৈদ্য

শ্রীচৈতন্যভাগবত-মতে নিত্যানন্দের সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত।

৩০৪। **রঘু নীলাম্বর** (চৈ) নীলাচল

৩০৫। **রঘুপতি উপাধ্যায়**—চরিতামৃত ২।১৯।৮৫

ইনি কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হন ; যথা—

হেন কালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥

চরিতামৃতে ইহার রচিত যে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা যথাক্রমে পদ্যাবলীর ১২৬, ৯৮ ও ৮২ শ্লোক। এই তিনটী ছাড়া পদ্যাবলীর ৮৭, ৯৭ ও ৩০১ শ্লোকও ইহার রচনা। ইনি ও নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় ভিন্ন ব্যক্তি। ইনি "পুরুষার্থকৌমুদী"-নামক বেদান্ত-গ্রন্থের রচয়িতা হইতে পারেন। (রাজেন্দ্রলাল মিত্র Notices, VII, No. 2377, pp. 143-4)

৩০৬। **রঘুমিশ্র** (গ) [কর্পূরমঞ্জরী]

৩০৭। **রত্নাকর পণ্ডিত** [নিধি]

৩০৮। **রত্নগর্ভ পণ্ডিত**—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

ভা ২।১।১৫১— রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম॥

ইঁহার তিন পুত্রের নাম কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র। ইনি ভাগবত পাঠ করিতেন।

৩০৯। **রত্নাবতী** [বৃষভানু-পত্নী] মাধব মিশ্রের পত্নী ও গদাধর গোস্বামীর মাতা।

৩১০। **রাঘব গোস্বামী** [চম্পকলতা] ব্রাহ্মণ, দ্রাবিড়—গোবর্দ্ধন।

গৌ. গ. দী.— ভক্তিরত্নাকাশাখ্য-গ্রন্থো যেন বিনির্ম্মিতঃ

(এই গ্রন্থ সম্প্রতি বৃন্দাবন হইতে পুরীদাসজী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে)

শ্রী ১৫১-২— গোস্বামিনং রাঘবাখ্যং গোবর্দ্ধনবিলাসিনং।
বন্দে ভাববিশেষেণ বিচরন্তং মহাশয়ং॥

দে ৫৫— রাঘব গোসাঞি বন্দো গোবর্দ্ধন বিলাসী

বৃ ৪৯— রাঘব গোসাঞি তবে বন্দো বড় ভক্তি ভাবে
যাঁহার বিলাস গোবর্দ্ধনে॥

জয়কৃষ্ণ— দ্রাবিড়ে গোপাল ভট্ট রাঘব গোসাঞি।
কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই॥

৩১১। **রাঘব পণ্ডিত** (চৈ, নি) [ধনিষ্ঠা] ব্রাহ্মণ, পানিহাটী।

শ্রী ১৫৮-৬০— ততশ্চ রাঘবানন্দং নিত্যানন্দানুভাবিনং
শ্রীমান্ পদ্মাবতীসূনুর্যদ্বেশ্মনি কুতূহলী।
দাড়িম্ব-বৃক্ষ-নীপস্য পুষ্পং বৈ সমযোজয়ৎ।

দে ৬৩— মহাঅনুভব বন্দো পণ্ডিত রাঘব।
পানীহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥

বৃ ৫৫— বন্দিব রাঘবানন্দ যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ
অনুভাব করিল বিদিত।
বাড়ীর জাম্বীর গাছে কদম্ব ফুটিয়া আছে
সর্ব্ব লোক দেখিতে বিস্মিত।

রাঘব পণ্ডিতের নামান্তর যে রাঘবানন্দ তাহা ভা ৩।৫।৪৫৫ পৃ. হইতে জানা যায়।

মু ৪।১।৪, কা ২০।১২, না ৮।৩০, ভা ৩।৫।৪৪৮, জ ৭৩, লো ৩, চ ২।১০।৮২ রাঘবের ঝালি সুপ্রসিদ্ধ।

৩১২। **রাঘবপুরী** [সিদ্ধি]

শ্রী ১৩৪, দে ৫০

৩১৩। **রাজীব পণ্ডিত**—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ২৭২, বৃ ১৩১

৩১৪। **রাজেন্দ্র** (চৈ)

চ ১।১০।৮৩— তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা
অনুপম জীব—রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥

৩১৫। **রামগিরি** জ ৮৮

৩১৬। **রামচন্দ্র কবিরাজ** (নি) ইনি নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু, রামচন্দ্র কবিরাজ নহেন। গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ মতে ইনি চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। এই মত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় স্বীকার করেন নাই (গৌ. প. ত. ভূমিকা, ১০৪ পৃ.) রামগোপাল দাস "শাখা বর্ণনে" রঘুনন্দনের এক শিষ্যের নাম রামচন্দ্র বলিয়াছেন।

৩১৭। **রামচন্দ্র খান**, ভা ৩।২।৩৮৩-৫ ইনি প্রভুকে ছত্রভোগ হইতে নীলাচলে যাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

৩১৮। **রামচন্দ্র দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ, উৎকল।

শ্রী ২৪৩, দে ১৩৭, বৃ ১১০

জয়কৃষ্ণ— উৎকলে উড্ডা বলরামদাস।
নাথদাস আর তথাই প্রকাশ।
শিশু কৃষ্ণদাস দ্বিজ রামচন্দ্র আর।
মাধব নায়ক পট্ট তথাই প্রচার ॥

৩১৯। **রামচন্দ্র পুরী** [বিভীষণ+জটিলা] চরিতামৃত ৩।৮।১৯শে কবিরাজ গোস্বামী ইঁহাকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু ১।৯ পরিচ্ছেদে উপেক্ষা করিয়া ইঁহার নাম করেন নাই।

শ্রী ১২৫— সদা প্রভু বশাং বন্দে রামচন্দ্র-পুরীং ততঃ।

দে ৪৫— বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।
প্রভু যারে কহিলেন শ্রীরামের গণ ॥

বৃ ৪৩— বন্দে রামচন্দ্র পুরী যাঁহার বিক্রম হেরি
নিবর্ত্ত করিল প্রভু সব ॥

গৌ. গ. দী.তে (৯৩) আছে যে হেতু রামচন্দ্র পুরীতে জটিলা প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইনি প্রভুর ভিক্ষা সঙ্কোচাদি করিয়াছিলেন। চরিতামৃতে ৩।৮।৬-য়ে রামচন্দ্র পুরীকে "সর্ব্ব নিন্দাকর" বলা হইয়াছে। এরূপ হইলে বৈষ্ণব-বন্দনায় তাঁহার নাম থাকিত কিনা সন্দেহ।

৩২০। **রামতীর্থ** শ্রী ২৬৯

৩২১। **রামদাস**—চরিতামৃত ২।১৮।১৯৭। পাঠান বিজুলি খানের ভৃত্য (২।১৮।১৯৮)। কিন্তু ২।১৮।১৭৫ য়ে ইঁহাকে "কালবস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর" বলা হইয়াছে। পীর কখনও চাকর হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রভু ইঁহাকে বৈষ্ণব করিয়া রামদাস নাম দিয়াছিলেন।

৩২২। **রামদাস** (চৈ) (বিচক্ষণ শুকপক্ষী) শিবানন্দ সেনের পুত্র, বৈদ্য, কাঞ্চনপল্লী।

দে ৭৩, কিন্তু কোন প্রাচীন পুথিতে বন্দনা নাই।

৩২৩। **রামদাস কবিচন্দ্র** (চৈ) (কুরঙ্গাক্ষী)

শ্রী ১০৬, দে ৩৩, বৃ ৩৬

৩২৪। **রামদাস বালক**

শ্রী ২৫২, দে ১২২

৩২৫। **রামদাস বিপ্র**—চ ২।১।১০৯, ২।৯।১৯৫ দক্ষিণ মথুরার ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্য কূর্ম্মপুরাণের শ্লোক দেখাইয়া ইঁহাকে প্রবোধিত করেন।

৩২৬। **রামদাস বিশ্বাস,** কায়স্থ, "মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা" (চ ৩।১৩।৯০—৯৮)।

সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ উপাসক ॥

ইনি পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে কাব্যপ্রকাশ পড়াইতেন (৩।১৩।১১০)।

৩২৭। **রামানন্দ,** জ ৭৩ "গোসাঞির মামা রামানন্দ সংসারে পূজিত।" গোসাঞি অর্থে গদাধর পণ্ডিত।

৩২৮। **রামানন্দ রায়** (চৈ) [অর্জ্জুন+অর্জ্জুনীয়া+ললিতা]
ভবানন্দের পুত্র, উড়িয়া, করণ।

শ্রী ১৬৬-৮—রামানন্দং ততো বন্দে ভক্তিলক্ষণসঙ্কুলং
যস্যাননাদম্বুদাব্ধিচৈতন্যেন কৃপালুনা
স্বভক্তিসিদ্ধান্ত চরণামৃতং বর্ষিতং ভুবি

দে ৬৭— রায় রামানন্দ বন্দো বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥

বৃ ৫৮— বন্দো রায় রামানন্দ যাঁর সঙ্গে গৌরচন্দ্র
বিচারিলা ভক্তির লক্ষণ।

মু ৩।১৫।১, কা ১২।১৩০, না ৭।৩, ভা ৩।৫।৪৫৩, জ ২, লো ২, চ ২।১।৯৫।
জগন্নাথবল্লভ-নাটক-রচয়িতা। পদ্যাবলীর ১৩ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা। ইহার সম্বন্ধে তারিণীচরণ রথ (J. B. O. R. S. Vol VI, Pt. III, p. 448) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩২৯। **রামানন্দ বসু** (চৈ) [সুকণ্ঠী] 'গুণরাজান্বয়' (না ৯।২) অর্থাৎ কুলীন গ্রামের মালাধর বসু গুণরাজ খানের পুত্র।

শ্রী ২৩৯— বসু-বংশাগ্রগণ্যং রামানন্দং স্বগোষ্ঠীকং

দে ১১৫— বসু বংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥

বৃ ১০৮— বসু বংশের তিলক বন্দিব রামানন্দ।
যার গোষ্ঠী ভ্রমর পদারবিন্দ॥

মু ৪।১৭।১৩, না ৯।২, চ ২।১০।৮৭

৩৩০। **রামনাথ** [চতুঃসনের অন্যতম]

৩৩১। **রাম ভদ্র** (নি ৫০)

৩৩২। **রাম ভট্টাচার্য্য** (চৈ) ব্রাহ্মণ, নীলাচল।
চ ২।১০।১৭৭

৩৩৩। **রাম সেন** (নি ৪৮) বৈদ্য

৩৩৪। **রামাই** (চৈ) [পয়োদ] নীলাচলে প্রভুর ভৃত্য।

৩৩৫। **রুদ্র পণ্ডিত** [বরূথপ গোপাল] ব্রাহ্মণ, বল্লভপুর (হুগলি জেলার মাহেশের ১ মাইল উত্তরে)।

৩৩৬। **রূপ গোস্বামী** (চৈ) [রূপমঞ্জরী] ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবন।

শ্রী ১৩৬-৪২—বন্দে তৌ পরমানন্দৌ প্রভু রূপসনাতনৌ।
বিরক্তৌচ কৃপালুচ বৃন্দাবন-নিবাসিনৌ॥
যৎ পাদাব্জ-পরিমলগন্ধলেশ-বিভাবিতঃ।
জীবনামা নিষেবেয় তাবিহৈব ভবে ভবে॥
শ্রীরূপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য প্রভু-শক্তিমান্।
কৃষ্ণ-প্রেম পরং তত্ত্বং নির্নির্ণায় কৃপানিধিঃ॥

দে ৫১— বন্দে রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয়॥

বৃ ৪৭— বন্দো রূপ সনাতন বসতি শ্রীবৃন্দাবন
পর বিরক্ত উদাসীন।
রাজ্যপদ পরিহরি ভিক্ষুকের বেশ ধরি
যে লইল করঙ্গ কৌপীন॥

সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লিখিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা ইঁহার দ্বারা উদ্ভাবিত।

৩৩৭। **লক্ষ্মণ আচার্য্য**

শ্রী ২৪৭, দে ১১৯

৩৩৮। **লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত** (গ, যদু) [রসোন্মাদা]

৩৩৯। **লক্ষ্মীপ্রিয়া**—বিশ্বম্ভর মিশ্রের প্রথমা স্ত্রী।

শ্রী ৩১, দে ৯, বৃ ১২

সমস্ত চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত।

৩৪০। **লোকনাথ** [চতুঃসনের অন্যতম] যদুনাথ-মতে লোকনাথ ভট্ট।

৩৪১। **লোকনাথ পণ্ডিত** (অ) [লীলামঞ্জরী] তালখেড়া (যশোহর) নিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২১) ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবন।

শ্রী ১৫৪, দে ৫৮, বৃ ৫২, চ ২।১৮।৪৩

অদ্বৈতের আদেশে লোকনাথ ভাগবতের দশম স্কন্ধের এক টীকা লেখেন (Catalogue of Sanskrit Mss. by M. M. H. P. Sastri, Vol V, Purana No. 3624)।

৩৪২। **বক্রেশ্বর** (চৈ) [অনিরুদ্ধ] যদুনাথ-মতে গদাধরের শিষ্য, ব্রাহ্মণ, আকনা (হুগলী)। কালনা সংস্করণ চরিতামৃতে জন্মস্থান সেটেরি লেখা হইয়াছে।

শ্রী ১৬৯-৭০—ততো বক্রেশ্বরং বন্দে প্রভুচিত্তং সুদুর্ল্লভং
যস্মিন্ প্রেমানন্দতয়া কীর্ত্তনং কৃতবান্ প্রভুঃ।

দে ৬৮— বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দো দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির॥

বৃ ৫৮— বন্দিব শ্রীবক্রেশ্বর যাঁহার নৃত্যে বিশ্বম্ভর
মহানন্দে করিলা কীর্ত্তন।

নবদ্বীপ-লীলায় বক্রেশ্বর একজন প্রধান পরিকর ছিলেন; যথা নাটকে (৪।৮)—

বক্রেশ্বরে নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো গায়ত্যমন্দং করতালিকাভিঃ
বক্রেশ্বরো গায়তি গৌরচন্দ্রে নৃত্যত্যসৌ তুল্য-সুখানুভূতিঃ

মু ৩।১৭।১৭, কা ১৩।১৪৫, না ১।২০, ভা ২।১।১৩৯, জ ২, লো ২, চ ২।১।২৩৮

না ৮।৩৩-য়ে সার্ব্বভৌম বলিতেছেন যে তিনি শ্রীবাস, বক্রেশ্বর, আচার্য্য-রত্ন ও পুণ্ডরীককে বাল্যে দেখিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে বক্রেশ্বর শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। বক্রেশ্বর বৈষ্ণব-সমাজে খুব প্রভাবশালী ছিলেন। বরাহনগর পাটবাড়ীতে গোপালগুরু-বিরচিত "বক্রেশ্বরাষ্টকে"র দুইখানি (১৪০ সংখ্যা দেবনাগর অক্ষরে, ও ৬৭৭ সংখ্যা বাংলা অক্ষরে লিখিত) পাতড়া আছে। তাহার দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বক্রেশ্বর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; যথা—

কর্ণাট-লাট-মরহট্ট-কলিঙ্গ-রাষ্ট্র
সৌরাষ্ট্র-কোড্র-মলয়ালয়-গুর্জ্জরেষু।
যস্য প্রভববিভবো বিতনোতু ভক্তিং
বক্রেশ্বরং তমিহ সৎপ্রবরং নমামি॥

১৩০৭ সালে অমৃতলাল পাল 'বক্রেশ্বর চরিত' নামে একখানি বই লিখিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে ইঁহার শিষ্য গোপাল গুরু রাধাকান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা।

৩৪৩। **বনমালি আচার্য্য** [বিশ্বামিত্র ১৮] লক্ষ্মীর বিবাহে ঘটক।

শ্রী ১১৯-২০, দে ৪২, বৃ ৪১

মু ১।৯।৯, কা ৩।১২, ভা ১।৭।৭৭, জ ৩৮, চ ১।১৫।২৬

৩৪৪। **বনমালি কবিচন্দ্র** (অ)

৩৪৫। **বনমালিদাস** (অ) [চিত্রা ১৩১] বিষ্ণুদাস বৈদ্যের ভ্রাতা। রামগোপালদাস "শাখা বর্ণনে" বনমালি কবিরাজকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়াছেন। "বৈষ্ণব-বন্দনা" হইতে যখন জানা যাইতেছে যে বনমালিদাস বিষ্ণুদাস বৈদ্যের ভ্রাতা, তখন ইঁহার উপাধি কবিরাজ হওয়া সম্ভব।

বনমালি কবিরাজ আর শাখা হয়।
ঘোড়ঘাটে করিলা তিঁহ সেবার আশ্রয়॥—রামগোপাল

শ্রী ২২৪, দে ১০৭

৩৪৬। **বনমালি পণ্ডিত** (চৈ) [স্থদামা] দরিদ্র ভক্ত, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৮, দে ৬৮, বৃ ৩৭

মু ২।১১।১, ২।১৪।২০, কা ৭।৭৬, ভা ৩।৯।৪৯১, চ ১।১৭।১১৩,

৩৪৭। **বনমালি পণ্ডিত** [মালাধর ১৪৪] গৌরবল্লভ

৩৪৮। **বলদেব মাহাতি,** উড়িয়া, কায়স্থ।

শ্রী ২৩৬, দে ১১৪, বৃ ১০৫

৩৪৯। **বলভদ্র ভট্টাচার্য্য** (চৈ) [মধুরেক্ষণা] ব্রাহ্মণ, নীলাচল। শ্রীচৈতন্যের সহিত বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।

৩৫০। **বলরাম** (অ) অদ্বৈত-পুত্র।

৩৫১। **বলরাম ওড়্র** উড়িয়া, মত্তবলরাম।

শ্রী ২৩০, দে ১১০, বৃ ১০২।

৩৫২। **বলরাম খুটিয়া**—কানাই খুটিয়ার পুত্র, উড়িয়া।

শ্রী ২২৮, দে ১০৯, বৃ ১০০ (দাস বলরাম)

৩৫৩। **বলরামদাস** (নি) ব্রাহ্মণ, দোগাছী (নবদ্বীপের নিকট)।

শ্রী ২৫৫— বন্দে বলরামদাসং সংগীতাচার্য্য-লক্ষণং
সেবতে পরমানন্দং নিত্যানন্দ প্রভুং হি যঃ।

দে ১২৪— সঙ্গীত কারক বন্দো শ্রীবলরামদাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥

বৃ ১৮৮

ইঁহার রচিত ৫৩টি পদ গৌ. প. ত. তে আছে। ইঁহার বংশধরদের মধ্যে একজন হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক হরিদাস গোস্বামী।

৩৫৩ ক। **বল্লভ সেন** (চি) শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়, বৈদ্য, কাঁচিসালি।

দে ১২৩, না ৮।৩৩

৩৫৪। **বল্লভাচার্য্য** [জনক] লক্ষ্মীর পিতা।

শ্রী ১১৫-৬, দে ৪০, বৃ ৩৯

মু ১।৯।৬, কা ৩৬, ভা ১।৭।৭৩, জ ২, চ ১।১৫।২৫

৩৫৫। **বল্লভ আচার্য্য বা ভট্ট** (শুকদেব) বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রী ২৫৩, চ ২।১।২৪৯

উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চরিতামৃতের বল্লভ ভট্টকে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না (বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা ৫।৭।২৫৭ পৃ.)। কিন্তু কবিকর্ণপূর যখন ইঁহাকে শুকদেব বলিয়াছেন ও বল্লভাচার্য্য যখন ভাগবতের সুবোধিনী টীকার লেখক বলিয়া জানা যায়, তখন উভয়ে এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। গ্রিয়ারসন সাহেব (J. R. A. S. 1909, p. 610 পাদটীকায়) ইঁহাকে লক্ষ্মীর পিতা বল্লভাচার্য্যের সহিত এক বলিয়া ভীষণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের সহিত বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণের আদান-প্রদান চলে না। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এখন কোন প্রকার বিরোধ নাই। ১৩৩১ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ "পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের" চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গৌড়ীয় মঠের গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আহূত হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন (গৌড়ীয় ৩।৩২।১৪ পৃ.)।

৩৫৬। **বল্লভ চৈতন্যদাস** (গ)

৩৫৭। **বল্লভ রঙ্গবাটী**—কাশী

৩৫৮। **বসন্ত** (নি)

৩৫৯। **বসুধা** (বারুণী) নিত্যানন্দের স্ত্রী।

শ্রী ৪১-৪২, দে ১২, বৃ ১৫

৩৬০। **বাণীনাথ নায়ক** (চৈ) রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা, উড়িয়া, করণ।

শ্রী ১৬৫, দে ৬৫, বৃ ৫৭।

কা ১৩।১৩৬, না ৮।২, চ ২।১০।৫৪

৩৬১। **বাণীনাথ বসু** (চৈ) কায়স্থ, কুলীনগ্রাম।

৩৬২। **বাণীনাথ বিপ্র** (চৈ) [কামলেখা] ব্রাহ্মণ, চাঁপাহাটী (নবদ্বীপের নিকট)। ইনি যে গৌর-গদাধর মূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাহা আজও পূজিত হইতেছে বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ।

মু ৪।১৭।২২, কা ১০।৬, জ ২

৩৬৩। **বাণীনাথ ব্রহ্মচারী** (গ)

৩৬৪। **বামারণ্য**—জ ৮৮

৩৬৫। **বাসুদেব**—ব্রাহ্মণ, কূর্ম্মক্ষেত্র।

মু ৩।১৪।৩, কা ১২।১০৬, না ৭।৩, জ ৩৮, চ ২।১।৯৩

৩৬৬। **বাসুদেব দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ। নবদ্বীপে অভিনয়ের দিন ইনি অভিনেতাদিগকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন (না ৩।১২)।

শ্রী ১০৯, দে ৩৬ (বাসুদেব ভাদর), বৃ ৩৭।

৩৬৭। **বাসুঘোষ** (চৈ, নি) [গুণতুঙ্গ] পদকর্ত্তা, কীর্ত্তনীয়া, কায়স্থ, কুলাই (বর্দ্ধমান)।

শ্রী ১৯৬, দে ৮২, বৃ ৬৮

ভা ৩।৫।৪৫৫, লো ৮, চ ২।১১।৭৭

৩৬৮। **বাসুদেব তীর্থ** [জয়ন্তেয়]

শ্রী ২৭১, দে ১৩১, বৃ ১৩০

৩৬৯। **বাসুদেব দত্ত** (চৈ) [মধুব্রত-নামক গায়ক] বৈদ্য, চট্টগ্রাম জেলার চক্রশীল গ্রামে জন্ম—নবদ্বীপে ও পরে কাঞ্চনপল্লীতে বাস। জয়ানন্দ (পৃ. ৭৩) মতে মুকুন্দ দত্তের ভাই।

শ্রী ৯৩—বন্দে বাসুদেব দত্তং মহত্ত্বৈঃ পরিপূরিতং।
যস্যাঙ্গবায়ুস্পর্শেন সদ্যঃ প্রেমযুতো ভবেৎ॥

দে ২৬— বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও চরিতামৃত পাঠে মনে হয় না যে ইনি উৎকলে বাস করিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে প্রভু শিবানন্দ সেনকে আদেশ করেন যে তিনি যেন বাসুদেব দত্তের সাংসারিক ব্যাপার তত্ত্বাবধান করেন।

বৃ ৩০—

বন্দো বাসুদেব দত্ত যাহার নিগূঢ় তত্ত্ব
মহত্বতা কহনে না যায়।
যাঁহার অঙ্গের বায়ে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়ে
উপমা কি দিব আর তার ॥

মু ৪।১৭।৫, কা ১০।১৪৬, না ৮।৩৩, ভা ১।২।১৬, জ ২, লো ২, চ ২।১০।৭৯

কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে (১৭।৩২) ইঁহাকে "ভিষগৃষভ" বলিয়াছেন।

৩৭০। **বিজয়দাস** (অ)

৩৭১। **বিজয় পণ্ডিত** (অ)

৩৭২। **বিজয় লেখক** (চৈ) [নিধি] ইনি প্রভুর পুথি লিখিয়া দিতেন।

শ্রী ১০৭, দে ৩৩, বৃ ৩৬ (লেখক বিজয়ানন্দ)

মু ৪।১৭।৭, ভা ২।৮।২০৯

পদকল্পতরুতে ধৃত বিজয়ানন্দ-ভণিতা-যুক্ত একটি পদ ইঁহার রচনা বলিয়া জগদ্বন্ধু ভদ্র ও সতীশচন্দ্র রায় অনুমান করিয়াছেন।

৩৭৩। **বিজুলি খান**—পাঠান রাজকুমার।

চ ২।১৮।১৯৭ শ্রীচৈতন্য ইঁহাকে বৈষ্ণব করেন।

৩৭৪। **বিদ্যানন্দ** (চৈ) রামগোপাল দাসের "শাখা বর্ণনে" (পৃ. ৮)

বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন।
গদাধর ঠাকুরের হন কৃপার ভাজন ॥

কুলীনগ্রাম।

৩৭৫। **বিদ্যানন্দ আচার্য্য**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

৩৭৬। **বিদ্যানিধি** [নিধি ১০৩]

শ্রী ১০৩

৩৭৭। **বিদ্যাবাচস্পতি** [সুমধুরা] সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা ; ব্রাহ্মণ, কুলিয়ার নিকট। জয়ানন্দ-মতে পিরল্যা গ্রামে বাড়ি। পিরল্যার বর্ত্তমান নাম

মু ৩।১৭।১৪, ভা ১।১।১১, জ ১২, চ ২।১।১৪০

গৌড়ে পুনরাগমনের সময় শ্রীচৈতন্য ইঁহার বাড়িতে ছিলেন। সনাতন

গোস্বামী বৃহৎবৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে ইঁহাকে গুরুবর্গের মধ্যে উল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

৩৭৮। **বিপ্রদাস**—উড়িয়া

শ্রী ২২৫, দে ১০৬, বৃ ৯৬ (বিপ্রদাস উৎকলিয়া)

৩৭৯। **বিশ্বরূপ** [বলদেব] শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ।

শ্রী ২৫-২৬—অথ বন্দে বিশ্বরূপং সংন্যাসি-গণ-ভূপতিং
শঙ্করারণ্য-সংজ্ঞং তং চৈতন্যাগ্রজমদ্ভুতং।

দে ৭— বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য
চৈতন্য অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য

বৃ— তবে বন্দোঁ বিশ্বরূপ ঠাকুর সন্নাসীভূপ
শ্রীশঙ্করারণ্য ধন্যনাম।

মু ১।২।৮, কা ২।২০, ভা ১।১।৯, জ ১১, চ ১।১৫।৯

৩৮০। **বিশ্বেশ্বরানন্দ আচার্য্য** [দিবাকর]

শ্রী ১৩৫, দে ৫১, বৃ ৪৬

৩৮১। **বিষ্ণাই হাজড়া** (নি)

৩৮২। **বিষ্ণুদাস**—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক।

শ্রী ১০২, দে ৩৪, বৃ ৩৪

মু ১।৯।১, কা ৩।২

৩৮৩। **বিষ্ণুদাস** (চৈঃ ১৪৯)

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস
এ সভার সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে বাস ॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ—পিতা সদাশিব। ইনিই কবীন্দ্র বিষ্ণুদাস নামে খ্যাত। কিংবদন্তি এই যে ইনি মহাপ্রভুর আদেশে ঢাকা জেলার সানোরাগ্রামে যাইয়া বাস করেন। ইঁহার সহিত কপীন্দ্র-সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নাই। "কবীন্দ্র পরিবারের গোস্বামীদের দ্বারা গাড়ো জাতির অনেক লোক বৈষ্ণব হইয়াছেন" (বীরভূমি ৮।৩, পৃ. ৪০)। ভক্তিরত্নাকরে কিন্তু এক কবীন্দ্রকে পাপিষ্ঠ বলা হইয়াছে ; যথা—

স্বমত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার
কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গদেশেতে প্রচার ॥—১০৪৫ পৃ.

৩৮৪। **বিষ্ণুদাস আচার্য্য** (নি) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, নন্দন আচার্য্যের ভাই।

৩৮৫। **বিষ্ণুদাস বৈদ্য**

শ্রী ২২৩—বন্দে রঘুনাথ বিপ্রং বৈদ্যং শ্রীবিষ্ণুদাসকং

দে ১০৬, বৃ ৯৮

৩৮৬। **বিষ্ণুপ্রিয়া** [ভূ] বিশ্বম্ভর মিশ্রের দ্বিতীয়া পত্নী।

শ্রী ৩১, দে ৯, বৃ ১২

সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লিখিত।

মু ৪।১৪।৮ বিষ্ণুপ্রিয়া কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি স্থাপনের কথা আছে।

৩৮৭। **বিষ্ণুপুরী** (চরিতামৃত-মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, কিন্তু গৌ. গ. দী. মতে জয়ধর্ম্মের শিষ্য) ত্রিহুত। ভক্তিরত্নাবলীর লেখক।

শ্রী ১৩২—ততো বিষ্ণু-পুরীং বন্দে ভক্তিরত্নাবলীকৃতিং

দে ৪৯— বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥

বৃ— বন্দিব শ্রীবিষ্ণুপুরী বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী
যে করিল লোক নিস্তারিতে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Catalogue of Sanskrit Mss, Vol, V. Purana P. (XXXIII) বলেন যে বিষ্ণুপুরী ১৫৫৫ শকে, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই কথা সত্য হইলে বিষ্ণুপুরী শ্রীচৈতন্যের একশত বৎসর পরবর্ত্তী হন। Egglingএর India Office Catalogue (Vol. VI, P. 1272-73) হইতে জানা যায় যে ভক্তিরত্নাবলীর পুথি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হইয়াছিল।

ডা. সুশীল কুমার দে বিষ্ণুপুরীকে শ্রীচৈতন্যের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন (পদ্যাবলী Notes on Authors, p. 232)। অসমীয়া ভাষায় লিখিত দৈত্যারি পণ্ডিতের শঙ্কর চরিতে আছে যে শঙ্কর দেব কণ্ঠভূষণের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলী পাইয়াছিলেন ; যথা—

রত্নাবলী গ্রন্থ বারানসী হন্তে আনি।
শঙ্কর দেবক দিয়া বুলিলন্ত বাণী॥
বিষ্ণুপুরী নামে এক সন্ন্যাসী আছিল।
ইতো গ্রন্থখানি বাপু তেঁহো বিরচিল॥

অসমীয়া "গুরুচরিত্র" পুথিতেও ঐরূপ কথা আছে। অসমীয়া বিবরণ হইতে মনে হয় যে ডা. দের অনুমান সত্য।

কিন্তু বিষ্ণুপুরী যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন তাহার চারিটী প্রমাণ পাওয়া যায় :—(১) চরিতামৃতে তাঁহাকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য বলা হইয়াছে। (২) হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়দাসজী লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভুর পত্র পাইয়া বিষ্ণুপুরী ভক্তিরত্নাবলী সঙ্কলন করিয়া পাঠান (পৃ. ৫৫৪)। (৩) বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিয়ায় শুনিয়াছিলেন যে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরী নামে এক বিদ্বান্ সন্ন্যাসী ছিলেন—তিনি পরে বিবাহ করেন (পূর্ণিয়া রিপোর্ট, ২৭৫ পৃ.)। ১৮০৯-এর তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মানে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রীচৈতন্যের যখন ২৩ বৎসর বয়স। রামচরণ ঠাকুর অসমীয়া ভাষায় শঙ্কর-চরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বিষ্ণুপুর "শৃঙ্গার স্থৰ্থক তেবে ভার্য্যাক খুজিল" (৩২৯৬ পয়ার)। (৪) জয়ানন্দ (পৃ. ১২৬) ও লোচন (পৃ. ২) বিষ্ণুপুরীকে শ্রীচৈতন্যের গণমধ্যে গণনা করিয়াছেন।

সম্ভবত বিষ্ণুপুরী জয়ধর্ম্মের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া মাধবেন্দ্র পুরী এবং শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন।

৩৮৮। **বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র** (নি) (সঙ্কর্ষণ) ব্রাহ্মণ, খড়দহ।

শ্রী ৫১-৫৪—বীরচন্দ্রং প্রভুং বন্দে শ্রীচৈতন্য-প্রভুং হরিং
কৃত-দ্বিতীয়াবতারং ভুবনত্রয়-তারকং।
বেদধর্ম্ম-রতং ক্ষুত্র বিরতং নিরহঙ্কৃতং
নির্দম্ভং দম্ভসংযুতং জাহ্নবীসেবকং ত্বিহ ॥

দে ১২-১৩—বসুধা জাহ্নবী বন্দো দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে ॥

বৃ ১৫-১৭—সানন্দে পড়িয়া ভূমি বন্দো বসু জাহ্নবিনী
বীরচন্দ্র যাঁহার নন্দন।
বন্দিব ঠাকুর বীর ভদ্র গম্ভীর ধীর
যাঁর গুণে ভরিল ভুবন ॥

নীলাচলে গৌর হরি নিত্যানন্দ সঙ্গে করি
নিভৃতে কহিল যুক্তি সার।
তাহার কারণ এই বীরচন্দ্র প্রভু সেই
গৌরাঙ্গ আপনি অবতার ॥
সন্দেহ না কর ইথে শ্রীচৈতন্যভাগবতে
লিখিলেন বৃন্দাবনদাস।
এই সব অনুভব অভিরাম জানে সব
প্রণমিয়া করিল প্রকাশ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বীরচন্দ্রের নাম নাই। কবিকর্ণপূর গৌ. গ. দী. তে লিখিয়াছেন—

সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়ি-নামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥

চরিতামৃতের ১।১১।৫-৯-এ বীরভদ্রের উল্লেখ আছে। অদ্বৈত প্রভুর পুত্রদের নাম করিবার সময় প্রত্যেককে অদ্বৈতনন্দন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বীরভদ্রের কথা লিখিতে যাইয়া তাঁহাকে নিত্যানন্দের পুত্র বলেন নাই। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে বীরভদ্র নিত্যানন্দের পুত্র নহেন—শিষ্য। জয়ানন্দ বীরভদ্রকে নিত্যানন্দের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

বসুগর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহামর্দ্দ ॥—১৫১ পৃ.

ভক্তিরত্নাকরেও বীরভদ্রকে নিত্যানন্দ-পুত্র বলা হইয়াছে (পৃ. ৫৮৯)।

বীরভদ্র শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই জন্মিয়াছিলেন, তাহা না হইলে গৌ. গ. দী.তে ও বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে তাঁহার নাম থাকিত না। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা-কালে বীরভদ্র বালক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় বৃন্দাবনদাস তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই।

কথিত আছে বীরভদ্র বার শত নেড়ানেড়ীকে বৈষ্ণব করেন। বোধ হয় ঐসব নেড়ানেড়ী বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন।

গৌড়বঙ্গে বীরভদ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে সুসংবদ্ধভাবে গঠন করেন। শ্রীনিবাস

আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর বীরভদ্রকে সম্মান করিতেন। বীরভদ্রের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে বৈষ্ণব-সমাজের উপর তাঁহার প্রভাব বুঝা যায় :—

"ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয় শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকং নিবেদয়তি

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য! ত্বং শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তি রূপাদি—শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিদ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজন-সংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোষি, ইতি ভবতোঽন্তিক মদীয়-বার্ত্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপাল-দাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিতমিতিহ তেন সার্দ্ধং মদীয়-জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি" (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ১০৪৭)।

কাঁদড়া-নিবাসী কায়স্থ জয়গোপাল দাস বিদ্যাগর্ব্বে গুরু বীরচন্দ্রকে অবহেলা করিয়াছিলেন বলিয়া বীরচন্দ্র তাঁহাকে সামাজিক-ভাবে একঘরে করিয়াছিলেন। ইহাতে জয়গোপাল দাসের সহিত কেহ আলাপ করিতে পাইবে না এই আদেশ দেওয়া হয়।

জয়গোপাল দাস একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। ইনি নিত্যানন্দের অনুচর সুন্দরানন্দ ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হন। জয়গোপাল সংস্কৃত ভাষায় হরিভক্তিরত্নাকর, ভক্তিভাবপ্রদীপ, কৃষ্ণবিলাস, মনোবুদ্ধিসন্দর্ভ, ধর্ম্মসন্দর্ভ ও অনুমানসমন্বয় এবং বাংলা ভাষায় গোপাল-বিলাস গ্রন্থ লেখেন (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪-৮)। জয়গোপাল দাসের কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি দল গঠিত হইয়াছিল।

নিত্যানন্দের পরিকরেরা গোপবেশ ধারণ করিয়া মাথায় চূড়া পরিতেন। বীরচন্দ্র চূড়া ধারণ নিষেধ করেন। এক ব্যক্তি তাহা মানেন নাই বলিয়া বীরচন্দ্র তাঁহাকেও পরিত্যাগ করেন। ঐ ব্যক্তির সম্প্রদায় এখন চূড়াধারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

৩৮৯। **বুদ্ধিমন্ত খান** (চৈ) বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ বিশ্বম্ভরের বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন (ভা ১।১০।১১১ পৃ.)। ব্রহ্মচারী ছিলেন (সদাশিব পণ্ডিত দ্রষ্টব্য)।

মু ৪।১৭।১০, ভা ১।৮।৮৪, জ ১৪০, চ ২।৩।১৫১

৩৯০। **বৃন্দাবনদাস** (নি) (বেদব্যাস+কুসুমাপীড়) শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের লেখক।

শ্রী ৮৩-৮৪— বন্দে নারায়ণী-সুনুং দাসং বৃন্দাবনং পরং।
শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্য-গুণ-বর্ণন-কারিণং ॥

দে ১২৬— নারায়ণী সুত বন্দো বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহ করিল প্রকাশ ॥

বৃ ১২০-১— নারায়ণী সুত বন্দো বৃন্দাবনদাস।
সর্ব্ব ভক্ত যাহারে বোলেন বৃন্দাবনদাস ॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত যাহার গ্রন্থন।
যে গ্রন্থ মোহিত কৈল এ তিন ভুবন ॥

জয়কৃষ্ণ দাস বলেন যে বৃন্দাবনদাসের জন্ম কুমারহট্টে ও মামগাছিতে বাস। তিনিও পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের ন্যায় লিখিয়াছেন "শৈশবে বিধবা ধনী নারায়ণী ঠাকুরাণী।" সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার ১৬৯১ সংখ্যক পুথি বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাসুদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ নৃসিংহ বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে "চৈতন্য-মহাভাগবত" লিখিয়াছিলেন; যথা—

শ্রুতং আশ্রমবাগীশাৎ ভাষা বৃন্দাবনস্য চ।
শ্রুত্বা বেদাগমং জ্ঞাত্বা চকার গ্রন্থমুত্তমম্ ॥

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পুথি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২।২, পৃ. ৮৯] এই গ্রন্থের আর একখানি পুথি নবদ্বীপের হরিদাস গোস্বামী দক্ষিণ খণ্ডের ঠাকুরদের নিকট হইতে আনাইয়া রাখিয়াছেন।

৩৯১। **বৃহচ্ছিশু** [পত্রক]

৩৯২। **বংশীবদন** [বংশী] বাগ্‌নাপাড়ার গোস্বামীদের আদিপুরুষ। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কুলিয়া, ব্রাহ্মণ।

শ্রী ২৪৯, দে ৮৬, বৃ ১১৪

পদকল্পতরুতে বংশীদাস ভণিতায় ১৭টী ও বংশীবদন ভণিতায় ২৫টী পদ ধৃত হইয়াছে। সতীশবাবু উভয়কে অভিন্ন মনে করেন। "মুরলীবিলাস", "বংশী শিক্ষা", "বংশীবিলাস" প্রভৃতি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার কথা আছে।

ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ১২২-২৩) হইতে জানা যায় যে ইনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

৩৯৩। **ব্রহ্মগিরি** জ ৮৮

৩৯৪। **ব্রহ্মানন্দ**—শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে এক ব্রহ্মানন্দ শ্রীবাসের গৃহে বিশ্বম্ভরের সহিত কীর্ত্তন করিতেন [২৮।২৪৩], তিনি অভিনয়ের দিন রুক্মিণীর সখী সাজিয়াছিলেন [২।১৮।২৮২], শান্তিপুর হইতে প্রভুর সহিত নীলাচলে গিয়াছিলেন। (২।২৬।৩৮২)। ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ব্রহ্মানন্দ পুরী বা ব্রহ্মানন্দ ভারতী নহেন বলিয়া মনে হয়। যদুনাথ দাস "শাখা-নির্ণয়ে" ইঁহাকে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলিয়াছেন।

৩৯৫। **ব্রহ্মানন্দ ভারতী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য চৈ)

শ্রী ১৩৩, মু ৪।১৭।২০, না ৮।১৫, ভা ৩।৯।৪৯৩, চ ২।১০।১৪৬

৩৯৬। **ব্রহ্মানন্দ পুরী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য)

শ্রী ১২৯, দে ৪৭

ভা ১।৬।৬৯—ঈশ্বরপুরী আদি যত।

সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥

৩৯৭। **বৈদ্যনাথ** (অ)

৩৯৮। **শঙ্কর** (চৈ) কুলীনগ্রাম।

৩৯৯। **শঙ্কর** (নি)

৪০০। **শঙ্কর ঘোষ** [মৃদঙ্গী-সুধাকর] ডম্ফবাদ্য-বিশারদ। ইঁহার রচিত একটী পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে।

শ্রী ২৮১, দে ১৩৭, বৃ ১৩৬

৪০১। **শঙ্কর পণ্ডিত** (চৈ) [ভদ্রা] দামোদর পণ্ডিতের ভাই, ব্রাহ্মণ, পুরী।

শ্রী ৯৫, দে ২৮, বৃ ৩১

মু ৪।১।৪, না ১।২০, ভা ৩।৩।৪০৯

৪০২। **শঙ্করানন্দ সরস্বতী** চ ৩।৬।২৮২, বৃন্দাবন হইতে গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন শিলা আনিয়া শ্রীচৈতন্যকে দেন।

৪০৩। **শচী** [যশোদা] শ্রীচৈতন্যের মাতা।

শ্রী ২৩, দে ৬, বৃ ১০

সমস্ত চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত।

৪০৪। **শিখি মাহিতী** (চৈ) [রাগলেখা] উড়িয়া, করণ, না ৮।২ লেখনাধিকারী।

মু ৪।১৭।২২, কা ১৩।৮৯, ভা ৩।৯।৪৯৩, চ ২।১০।৪০

৪০৫। **শিবাই** (নি)

৪০৬। **শিবানন্দ ওড়্র** (চৈ)

৪০৭। **শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী** (গ, যদু) [লবঙ্গমঞ্জরী] ফুলিয়া, বৃন্দাবন।

শ্রী ২৮৪, দে ১৩৯, বৃ ১৩৮

৪০৮। **শিবানন্দ পণ্ডিত**—উড়িয়া ভক্তদের সহিত উল্লিখিত।

শ্রী ২৩৪, জ ২৯

৪০৯। **শিবানন্দ দস্তুর** (চৈ) নীলাচল। দস্তুর উপাধি পার্শিদের মধ্যে দেখা যায়।

৪১০। **শিবানন্দ সেন** (চৈ) [বীরাদূতী] পদকর্ত্তা ও কবিকর্ণপূরের পিতা। বৈদ্য, কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ১৭৯-৮০— বন্দে শিবানন্দ-সেনং নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণং।
যোঽসৌ প্রভু পাদাদন্যৎ নহি জানাতি কিঞ্চন॥

দে ৭২— প্রেমময় তনু বন্দো সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গোরা পদদ্বন্দ্ব॥

বৃ ৬২— বন্দো সেন শিবানন্দ চৈতন্য পদারবিন্দ
বিনু যার নাহিক ভাবন।

মু ৪।১৭।৬, কা ১৩।১২৭, না ১৫, ভা ৩।৫।৪৪৫, চ ২।১।১১৯

চরিতামৃতের ৩।২ অধ্যায়ে দেখা যায় যে শিবানন্দ "চতুরক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্রে" উপাসনা করিতেন। ১৮২১ শকের চরিতামৃতের সংস্করণে মাখনলাল দাস বাবাজী পাদটীকায় ঐ মন্ত্র কি লিখিয়া গিয়াছেন। উহা "ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ"। কালনা-সংস্করণের পাদটীকায় গৌরগোপালের ধ্যান এই—

শ্রীমৎ কল্পদ্রুম-মূলোদগত-কমল-লসৎ-কর্ণিকো
সং সিং তোয় স্তচ্ছাখা লম্বি পদ্মোদর বিসরদ
সংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ।
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ।
পায়াদ্বঃ পায়সাদোহ নবরতনবীন অমৃতাশী বলিশঃ॥

এই গৌরগোপাল মন্ত্রে শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধ নাই।

৪১১। **শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী** (চৈ) [যজ্ঞ পত্রিকা] কুমারহট্ট, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৪, দে ৩২, বৃ ৩৫

মু ২।১।২০, কা ৬।৮, না ১।২০, ভা ১।১।১০, জ ৬৮, চ ১।১৭।২০

৪১২। **শুদ্ধসরস্বতী**

শ্রী ১৫৭, দে ৬০, বৃ ৫৪

জ ৮৮

৪১৩। **শুভানন্দ দ্বিজ** (চৈ) [মালতী]

চ ২।১৩।৩৮

৪১৪। **শেখর পণ্ডিত** (চৈ) রামগোপাল দাস ইঁহাকে রঘুনন্দন-শিষ্য বলিয়াছেন ; যথা—

আর এক শাখা হয় কবিশেখর রায়।
যাঁর গ্রন্থ পদ অনেক বিদিত সভায়॥

পরবর্ত্তী যুগের পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখরের সহিত শেখর-ভণিতা-প্রদানকারী কবিকে এক মনে করা কর্ত্তব্য নহে।

৪১৫। **শ্রী** [যোগমায়া] অদ্বৈত-পত্নী।

৪১৬। **শ্রীকর** (চৈ ১০৯) ব্রাহ্মণ, কাঁচিসালি, কালনা-সংস্করণ চরিতামৃতে "কর শ্রীমধুসূদন" পাঠ, নাথের সংস্করণে "শ্রীকর শ্রীমধুসূদন" পাঠ ; নাথের পাঠই শুদ্ধ, কেন-না জয়কৃষ্ণদাস শ্রীকর বলিয়া একজন ভক্তের জন্ম কাঁচিসালিতে হইয়াছিল বলিয়াছেন।

শ্রী ২৪৬, দে ১১৭, বৃ ১১০

৪১৭। **শ্রীকান্ত**—না ১।১৭ মতে শ্রীবাসের ভ্রাতা। কিন্তু চরিতামৃত-মতে শ্রীবাসের ভ্রাতৃগণের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। জ ৪৭

৪১৮। **শ্রীকান্ত সেন** (চৈ) [কাত্যায়নী] শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। বৈদ্য, কাঞ্চনপল্লী।

কা ১৫।১০৬, না ৮।৩৩, চ ২।১১।৭৮

৪১৯। **শ্রীগর্ভ** [নিধি] শ্রীবাস-মন্দিরে কীর্ত্তনের দলে ছিলেন। ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৩, দে ৩১, বৃ ৩৫

মু ৪।১৭।৯, ভা ২।৮।২০৯, জ ২৩

পদ্যাবলীর ৮৪ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার কৃত।

৪২০। **শ্রীধর** (নি ৪৫)

৪২১। **শ্রীধর** (চৈ ৬৫) [কুসুমাসব] খোলাবেচা শ্রীধর। ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৮, দে ৩৪, বৃ ৩৬

মু ৪।১৭।৮, ভা ১।১।১১, জ ২৩

৪২২। **শ্রীধর ব্রহ্মচারী** (গ, যদু) [চন্দ্রলতিকা]

৪২৩। **শ্রীনাথ পণ্ডিত** (চৈ ১০৫) ব্রাহ্মণ, কুমারহট্ট।

চরিতামৃতে—শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যার কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥

ইনি কর্ণপূরের গুরু, তজ্জন্য ইঁহার তত্ত্ব গৌ. গ. দী. তে লিখিত হয় নাই। না ১৫।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে ইনি 'চৈতন্যমতচন্দ্রিকা' নামে ভাগবতের টীকা লেখেন।

৪২৪। **শ্রীনাথ মিশ্র** (চৈ ১০৮) [চিত্রাঙ্গী] উড়িয়া ভক্তদের সহিত উল্লিখিত, ব্রাহ্মণ, উৎকল।

শ্রী ২৩৭, দে ১১৩, বৃ ১০৬

৪২৫। **শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী** (গ ৮২, যদু) [চতুঃসনের অন্যতম]

৪২৬। **শ্রীনিধি** (চৈ ৭) [নিধি] চরিতামৃত-মতে শ্রীবাসের ভ্রাতা।

৪২৭। **শ্রীনিধি** (চৈ ১০৮)

৪২৮। **শ্রীপতি** (চৈ) ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ, কুমারহট্ট; শ্রীবাসের ভ্রাতা।

ভা ৫।২৪, না ১।১৮

৪২৯। **শ্রীবৎস পণ্ডিত** (অ)

৪৩০। **শ্রীবাস** (চৈ) [নারদ] ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ, কুমারহট্ট।

শ্রী ৮১, দে ১৭, বৃ ২৪ সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত।

৪৩১। **শ্রীমন্ত** (নি)

৪৩২। **শ্রীমান পণ্ডিত** (চৈ ৩৫) 'দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য' (চরিতামৃত, ১।১০।৩৫)।

ভা ১।২।১৮ নবদ্বীপে বাড়ি ছিল।

শ্রী ১১১, দে ৩৮

ভা ২।১।১৪০-৪৩, জ ২৯, চ ২।১০।৮১

সম্ভবতঃ ইনি পদ্যাবলীর ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকের রচয়িতা।

৪৩৩। **শ্রীমান সেন** (চৈ ৫০) "শ্রীমান সেন প্রভুর সেবক প্রধান। চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন ॥"

রামগোপাল দাস-মতে রঘুনন্দনের শিষ্য, "শ্রীকৃষ্ণসেবাতে তাঁর প্রীতি অতিশয়"।

৪৩৪। **শ্রীরঙ্গ কবিরাজ** (নি) বৈদ্য।

৪৩৫। **শ্রীরঙ্গ পুরী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য ২।৯।২৫৮)। শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যের সহিত দেখা হয়। ইনি শঙ্করারণ্যের তিরোভাবের সংবাদ বলেন।

৪৩৬। **শ্রীরাম** (চৈ ১০৮)

৪৩৭। **শ্রীরামতীর্থ** [জয়ন্তেয়]

শ্রী ২৬৯, দে ১৩০, বৃ ১২৯

৪৩৮। **শ্রীরাম পণ্ডিত** (চৈ ৬) [মুনিশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত] শ্রীবাসের ভ্রাতা। শ্রী ৯০—শ্রীরামপণ্ডিতং বন্দে সর্ব্বভূতহিতেরতং

মু ২।২।৫, কা ৫।৪১, ভা ১।২।১৬, জ ২৯

৪৩৯। **শ্রীরামপণ্ডিত** (অ ৬৩)

৪৪০। **শ্রীহরি আচার্য্য** (গ) জ ৮৩

৪৪১। **শ্রীহরি পণ্ডিত** জ ৭৩

৪৪২। **শ্রীহর্ষ** (গ, যদু) [সুবেশিনী] যদুনাথ-মতে মিশ্র উপাধি—সুতরাং ব্রাহ্মণ।

৪৪৩। **সঙ্কর্ষণ পুরী**—শ্রীজীব-মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য (২৯০)।

৪৪৪। **সঙ্কেতাচার্য্য** যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

৪৪৫। **সঞ্জয়** (চৈ) চৈতন্যভাগবত-মতে পুরুষোত্তম সঞ্জয় এক ব্যক্তির নাম, চরিতামৃত-মতে দুই ব্যক্তির। শ্রীজীব এক সঞ্জয়কে বন্দনা করিয়াছেন; যথা—

শ্রী ১১—শ্রীমান্‌সঞ্জয়ৌ বন্দে বিনয়েন কৃপাময়ৌ।
পরমানন্দলক্ষণৌ তৌ চৈতন্যার্পিতমানসৌ ॥

দে ৩৮—বন্দো জগদীশ আর শ্রীমান সঞ্জয়

৪৪৬। **সত্যগিরি** জ ৮৮

৪৪৭। **সত্যরাজ খান** (চৈ) [কলকণ্ঠি] কায়স্থ, কুলীনগ্রাম, হরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র। "ইনি মালাধর বসু গুণরাজ খানের দ্বিতীয় পুত্র ও রামানন্দ বসুর পিতা। প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনাথ বসু, সম্রাট প্রদত্ত উপাধি সত্যরাজখান" [গৌড়ীয়, চতুর্থ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে (৯।২) রামানন্দ বসুকে "গুণরাজান্বয়" বলা হইয়াছে।

মু ৪।১৭।১৩, চ ২।১০।৮৭

৪৪৮। **সত্যানন্দ ভারতী** [জয়ন্তেয়]

শ্রী ১৩০, দে ৪৮, বৃ ৪৪

অভিরাম—গোপতিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি॥

৪৪৯। **সদাশিব পণ্ডিত** (চৈ) "প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস" (চ) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৩—বন্দে সদাশিবং বিদ্যানিধিং শ্রীগর্ভমেবচ
শ্রীনিধিং বুদ্ধিমন্তং চ শ্রীল-শুক্লাম্বরং পরং
ব্রহ্মচারিন্ এতান্ বৈ প্রেমিণঃ ষম্মহাশয়ান্।

শ্রী ১০৩, দে ৩১, বৃ ৩৫

মু ৪।১৭।৭, ভা ৩।৯।৪৯১

৪৫০। **সদাশিব বৈদ্য কবিরাজ** (নি) [চন্দ্রাবলী] পুরুষোত্তমদাসের পিতা, বৈদ্য, কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ১৭৭—বন্দে সদাশিবং বৈদ্যং যস্য স্পর্শেন বৈ দৃষৎ
সদ্যোহি দ্রবতাং যাতি কিমুতান্যঃ সচেতনঃ।

দে ৭১— সদাশিব কবিরাজ বন্দো একমনে।
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ বাহ্য নাহি জানে॥

বৃ ৬১—বন্দো সদাশিব বৈদ্য যাহার প্রসাদে সদ্য পাষাণ গলিয়া হয় পানি।

৪৫১। **সনাতন** (নি) ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৫৮৮) দাস সনাতন।

৪৫২। **সনাতন গোস্বামী** (চৈ) [রতিমঞ্জরী]

শ্রী ১৪৩-৪, দে ৫১, বৃ ৪৭

স্বনামধন্য গ্রন্থকার। বৃন্দাবনে মদনমোহনের সেবা প্রকাশ করেন। পদ্যাবলীর ১৪৩ ও ২৮৩ সংখ্যক শ্লোক ইঁহার রচনা।

৪৫৩। **সনাতন মিশ্র** [সত্রাজিত] বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা।

শ্রী ১১৭-১৮, দে ৪১, বৃ৪০

মু ১।১৩।৩, কা ৩।১২।৮, ভা ১।১।১২, জ ২

৪৫৪। **সারঙ্গদাস** (চৈ) ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস (চ) [নান্দীমুখী] বুঢ়ন ; অভিরাম-মতে কুলিয়া ; মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতায় সমাধি-মন্দির ; "বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকা" (৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৩৮৬) মতে ইঁহার শ্রীপাট জান্নগর অথবা মাউগাছিতে আছে।

শ্রী ২১৩, দে ১০১, বৃ ৯১

শ্রী ২১৩— সারঙ্গঠক্কুরং বন্দে স্ব-প্রকাশিত বৈভবং
যেন দত্তানি সর্পেভ্যঃ স্থানানি নিজ-বাসসি ॥

দে ১০১— বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমন

বৃ ৯১— শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বন্দিব কর জুড়ি।
গুধড়ীতে ছিল যার সর্প ছয় কুড়ি ॥

৪৫৫। **সার্ব্বভৌম** (চৈ) [বৃহস্পতি] মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিদ্যা-বাচস্পতির ভ্রাতা। নবদ্বীপের নিকট পিরল্যা (বর্ত্তমান নাম পারুলিয়া) গ্রামে বাড়ি—পুরীতে বাস।

শ্রী ২২১— ততো বন্দে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যং বৃহস্পতিং

দে ১০৪— সার্ব্বভৌম বন্দো বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব ॥

বৃ ৯৬— বন্দো সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহামতি।
যাহারে বলিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি ॥

জ ৩— চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥

সমস্ত চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত।

লোচন ছাড়া অন্য কোন চরিতকার সার্ব্বভৌমের নাম "বাসুদেব" লেখেন নাই। "উত্তরিল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঘরে" (লোচন, শেষখণ্ড)।

ভক্তিরত্নাকরে—"জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" (পৃ. ৩)
জয়ানন্দ বলেন যে মুসলমানের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া

বিশারদ-সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥—পৃ. ১১

কিন্তু মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন "যদি মুসলমানদের অত্যাচারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গও অন্যত্র গমন করিতেন; কিন্তু তাঁহারা যে নবদ্বীপ ত্যাগ করেন নাই, তাহার প্রমাণের অভাব নাই"—বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০৩ পৃষ্ঠা)। লক্ষ্মীধর-কৃত "অদ্বৈতমকরন্দের" টীকায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম নিজ পিতাকে, "বেদান্ত-বিদ্যাময়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম "সমাসবাদ"-নামক ন্যায়ের গ্রন্থ (Aufrecht, I, 698A) ও "সারাবলী"-নামক তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু কুলজী শাস্ত্র হইতে সার্ব্বভৌমের পরিচয়সূচক একটি শ্লোক তুলিয়া বলেন যে বাসুদেবের পিতার নাম নরহরি বিশারদ ও ভ্রাতার নাম রত্নাকর (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ২৯৫)। সার্ব্বভৌম তাঁহার অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় নরহরি বিশারদের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাস (২।২১) যে তাঁহাকে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বলিয়াছেন উহা ভুল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও মহাকাব্যে দেখা যায় যে সার্ব্বভৌম দুইটী শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের স্তব লিখিয়াছেন। তাঁহার একটি শ্লোক সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে অষ্টক, শতক বা সহস্র নাম লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বাজারে সার্ব্বভৌমের নাম দিয়া শ্রীচৈতন্যের যে-সব বন্দনা চলিত আছে, তাহা কোন মূর্খ ব্যক্তির লেখা—অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ।

পদ্যাবলীর ৭২, ৭৩, ৯০, ৯১, ৯৯, ১০০ ও ১৩৩ সংখ্যক পদ ইহার লেখা।

৪৫৬। **সিঙ্গাভট্ট** (চৈ) নীলাচল—বোধহয় মহারাষ্ট্র-দেশীয়।

৪৫৭। **সিংহেশ্বর** (চৈ) উড়িয়া ব্রাহ্মণ (না ৮।২)।

শ্রী ২৩৩, দে ১১২, বৃ১০৪

না ৮।২, চ ২।১০।৪৩

৪৫৮। **সিদ্ধান্ত আচার্য্য** জ ৭৩

৪৫৯। **সীতা** [যোগমায়া] অদ্বৈত-পত্নী, নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা।

শ্রী ৭১-৭২—কৈলাসস্যাদিশক্তিং ত্রিভুবন-জননীং তৎপ্রিয়াং নাম সীতাম্।
যস্যাস্তুষ্টঃ প্রসাদং ত্রিজগতি চ দদৌ শ্রীজগন্নাথ আস॥

দে ১৬—সীতাঠাকুরাণী বন্দো হঞা একমন

বৃ ২৩— কৈলাসের আদ্যাশক্তি বন্দো সীতা ভগবতী
ভক্তি শক্তি সম তেজ যাঁর।
যাঁহার প্রতিজ্ঞা হৈতে অবতীর্ণ জগন্নাথে
করিলা প্রসাদ পরচার॥
সীতার চরণ ধূলি বন্দিব মস্তকে তুলি
আপনাকে মানিয়ে শালঘ্য॥

"সীতাচরিত্র", "সীতাগুণকদম্ব", "অদ্বৈতমঙ্গল", "অদ্বৈতবিলাস" প্রভৃতি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থে সীতাদেবীর অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে।

৪৬০। **সুখানন্দ পুরী** (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সিদ্ধি]

শ্রী ১২৮, দে ৪৭

৪৬১। **সুগ্রীব মিশ্র**—ফুলিয়া

শ্রী ১৭১— বন্দে সুগ্রীব-মিশ্রং তং গোবিন্দং দ্বিজমুত্তমং
যদ্ভক্তি-যোগ-মহিমা সুপ্রসিদ্ধো মহীতলে।
প্রভোর্ব্বৈ গমনার্থং হি শ্রীনবদ্বীপ-ভূমিতঃ
আগৌড়-ভূমি যেনৈব বদ্ধঃ সেতুর্মনোময়ঃ॥

দে ৬৯— বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥

বৃ ৫৯— বন্দিব **সুবুদ্ধি মিশ্র** শ্রীগোবিন্দানন্দ বিপ্র
যার মনমানসজাঙ্গালে।
কুলিয়া নগর হৈতে গৌড় পর্য্যন্ত যাইতে
প্রভু চলি গেলা কুতূহলে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুরূপ ঘটনা নৃসিংহানন্দ প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

জয়কৃষ্ণ—সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে।
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে॥

৪৬২। **সুদর্শন**। [বশিষ্ঠ] শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপক।

শ্রী ১০২, দে ৩০, বৃ ৩৪

মু ১।৯।১, বা ৩।২, জ ১৭

৪৬৩। **সুদামা ব্রহ্মচারী**—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

৪৬৪। **সুধানিধি** (চৈ) [নিধি] রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা, করণ, উড়িয়া। দে ৬৬

৪৬৫। **সুন্দরানন্দ** (নি) [সুদাম] হাল্‌দা মহেশপুর (যশোহর)।

শ্রী ২০১—বন্দে সুন্দরানন্দং সুদাম-গোপাল-রূপিণং।
যচ্ছিষ্যো দ্বিপিবর্গেভ্যো হরিনাম দদাবিহ॥

দে ৮৪— সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটিল কদম্ব ফুল জম্বীরের গাছে॥

বৃ ৭৫— ব্রজের সুদাম বন্দ ঠাকুর সুন্দর।
অগ্নিসম তেজ যার মূর্ত্তি মনোহর॥
যার দাসে ধরিয়া বনের ব্যাঘ্র আনে।
কোল দিয়া হরিনাম শোনায় তার কানে॥

মু ৪।২২।১১, জ ৫৬, লো ৩

ভা ৩।৬।৪৭৪— প্রেমরস সমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥

জ ১৪৪— অনুক্ষণ ভাবগ্রস্ত শ্রীসুন্দরানন্দ।
তাহার দেহেতে অনুক্ষণ নিত্যানন্দ॥

৪৬৬। **সুবুদ্ধি মিশ্র** (চৈ) [গুণচূড়া] ব্রাহ্মণ, অমূল্যধন ভট্টের মতে বেলগাঁ বর্দ্ধমানে পাট, কিন্তু জয়কৃষ্ণ বলেন গুপ্তিপাড়ার নিকট পাট।

শ্রী ২৩৭, দে ১১৩, বৃ ১০৬

জ ৩—"জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি" অধ্যাপক ও গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

৪৬৭। **সুবুদ্ধি রায়**—চ ২।২৫।১৪০ শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

৪৬৮। **সুলোচন** (চৈ) [চন্দ্রশেখরা] বৈদ্য, শ্রীখণ্ড।

মু ৪।১৭।১৩, চ ২।১১।৮১। রামগোপাল দাস মতে রঘুনন্দনের শিষ্য। গৌরপদতরঙ্গিণীতে সুলোচনের একটি পদ আছে।

৪৬৯। **সুলোচন** (নি)

৪৭০। **সূর্য্য** (নি)

৪৭১। **সূর্য্যদাস সারখেল** (নি) [ককুদ্মি] নিত্যানন্দের **শ্বশুর**, শালিগ্রাম।

শ্রী ২৪৮, দে ১২০, বৃ ১১৩। পদ্যাবলীর ২৭২ শ্লোক সম্ভবত ইঁহার লেখা।

৪৭২। **স্বপ্নেশ্বর দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ, উড়িয়া।

শ্রীচৈতন্যকে রেমুণায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কা ১৯।৭৩, চ ২।১৬।৯৯

এক স্বপ্নদাসকৃত "বৈষ্ণব সারোদ্ধার" নামে উড়িয়া পুথি সুরঙ্গীর মহারাজার গ্রন্থাগারে আছে।

স্বরূপ-দামোদর [বিশাখা] পুরুষোত্তম দ্রষ্টব্য।

৪৭৩। **স্বরূপ** (অ) অদ্বৈত-পুত্র। চরিতামৃতে "স্বরূপ শাখা", "সীতাগুণ-কদম্বে" "রূপসখা"।

৪৭৪। **ষষ্ঠীবর কীর্ত্তনীয়া কবিচন্দ্র** (চৈ)

পদ্যাবলীর ৩২১, ৩৪৯, ৩৬৭ শ্লোক ইঁহার রচনা। সেইজন্যই ইঁহাকে কবিচন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪৭৫। **হড়িডপ পণ্ডিত** [বাসুদেব] নিত্যানন্দের পিতা—বাংলা বইয়ে হাড়াই পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ, একচাকা।

শ্রী ৩৫, দে ১০

গৌ. গ. দী. ও দেবকীনন্দনের ছাপা বৈষ্ণব-বন্দনায় ইঁহার নাম মুকুন্দ। জয়কৃষ্ণ দাস ও দেবকীনন্দনের ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পুথিতে নাম "পরমানন্দ"। সম্ভবতঃ ইঁহার ডাকনাম হাড়াই পণ্ডিত ও ভাল নাম মুকুন্দ ছিল।

৪৭৬। **হরি আচার্য্য** [কালাক্ষী] যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

৪৭৭। **হরিচরণ** (অ) ইঁহাতেই "অদ্বৈতমঙ্গল" গ্রন্থ আরোপিত হইয়াছে।

৪৭৮। **হরিদাস** ছোট (চৈ) কীর্ত্তনীয়া

৪৭৯। **হরিদাস** বড় (চৈ) [রক্তক ১৩৮] কীর্ত্তনীয়া।

৪৮০। **হরিদাস ঠাকুর** (চৈ) [প্রহ্লাদ+ব্রহ্মা] বুঢ়ন, ফুলিয়া, নীলাচল।

শ্রী ৮৫—হরিদাসং ব্রহ্মধাম হরিনামপ্রকাশকং

দে ২০, বৃ ২৬

মু ১।১।২২, কা ৭।৪৮, না ১।১৯, ভা ১।১।১১, জ ২, লো ২, চ ১।১৩।২

জয়ানন্দ—"স্বর্ণনদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে" জন্ম। স্বর্ণনদীর বর্ত্তমান নাম সোনাই। ভাটলী ও কেরাগাছী নামে দুইটী গ্রাম বুঢ়ন পরগণায় আছে। এই দুই মিলাইয়া ভাটকলাগাছি হইতে পারে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৮।২, পৃ. ১৩৩)।

৪৮১। **হরিদাস দ্বিজ** (চৈ) উৎকলের ভক্তদের সহিত উল্লিখিত।

শ্রী ২২৫— বিপ্রদাসমুৎকলস্থং হরিদাসং দ্বিজং ততঃ
যাভ্যাং প্রেম্নাবশং নীতঃ শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ ॥

দে ১০৬, মু ৪।১৭।৫

গৌ. প. ত.তে ইঁহার রচিত দুইটী ও পদকল্পতরুতে ৪টী পদ আছে।

৪৮২। **হরিদাস লঘু** চ ২।১৮।৪৬, গোপালদর্শনে শ্রীরূপের সঙ্গী; কিন্তু ইনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

৪৮৩। **হরিদাস ব্রহ্মচারী** (অ)

৪৮৪। **হরিদাস ব্রহ্মচারী** (গ, যদু)

৪৮৫। **হরিনন্দী**—জ ৮৮

৪৮৬। **হরিভট্ট**—ব্রাহ্মণ, দ্রাবিড়।

শ্রী ২৩৬, দে ১১৪

না ৮।৩৩, চ ২।১১।৭৬ নীলাচলে আগত গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত উল্লিখিত।

৪৮৭। **হরিহরানন্দ** (নি)

শ্রী ২৭০, দে ১৩১, বৃ ১৩০

৪৮৮। **হলায়ুধ** [প্রবল) নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৯, দে ৩৬

জয়কৃষ্ণ— নিত্যানন্দ প্রিয় ঠাকুর হলায়ুধ নাম।
নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুরে যাঁর ধাম ॥

৪৮৯। **হস্তিগোপাল** (গ, যদু) [হরিণী]

৪৯০। **হিরণ্যক** (চৈ) [যজ্ঞপত্নী] জগদীশের ভাই জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু। ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

ভা ১।৪।৪১, জ ১৪০

৪৯১। **হৃদয়ানন্দ** (চৈ ১০৯) যদুনাথ-মতে গদাধর-শিষ্য।

৪৯২। **হৃদয়ানন্দ সেন** (অ) বৈদ্য।

"শ্রীহৃদয়ানন্দ গুণের আলয়" (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫০৯)

৪৯৩-৫১৯। জয়ানন্দ বলেন বিশ্বম্ভরের গয়াযাত্রার সময় নিম্নলিখিত ৩২ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন—

নারায়ণী, সর্ব্বাণী, মালিনী, সীতা, জয়া।
চিত্রলেখা, সুলোচনা, মায়াবতী, ছায়া॥
সুভদ্রা, কৌশল্যা, খেমা, মুদ্রিকা, জানকী।
চন্দ্রকলা, রত্নমালা, উষা, চন্দ্রমুখী॥
নন্দাবৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগ্যবতী।
ব্রাহ্মণী জাহ্নবী, গৌরী, সত্যভামা সতী॥
সাবিত্রী, বিজয়া, লক্ষ্মী, রুক্মিণী, পার্ব্বতী।
জাম্ববতী, অরুন্ধতী, চম্পা, সরস্বতী॥
তাম্বূল চন্দন মাল্য দিয়া গৌরচন্দ্র।
কান্দিয়া প্রণতি স্তুতি করিল প্রবন্ধ॥

ইঁহাদের মধ্যে নারায়ণী, মালিনী, সীতা, চন্দ্রমুখী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। বাকী ২৭টী নাম নূতন, তাঁহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

পরিশিষ্ট (খ)

যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় অথচ কোন পুথি পাওয়া যায় না তাহার তালিকা

এই-সমস্ত গ্রন্থের বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

১। **ঈশ্বর পুরী**—শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

২। **কানাই খুঁটিয়া**—মহাভাবপ্রকাশ

৩। **গোপাল গুরু**—শ্লোকাবলী (গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে ইঁহার বহু শ্লোক ধৃত হইয়াছে)।

৪। **গোবিন্দ কবিরাজ**—সঙ্গীতমাধব নাটক (ভক্তিরত্নাকর ১৭, ১৮, ২০, ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত)।

৫। **গোপাল বসু**—চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ-কর্তৃক উল্লিখিত)

৬। **গৌরীদাস পণ্ডিত**—পদাবলী (ঐ)

৭। **পরমানন্দ পুরী**—গোবিন্দ-বিজয় (ঐ)

৮। **হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর**—সাধনদীপিকা (ভক্তিরত্নাকর ৮৯ ও ৯২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে)।

৯। **নৃসিংহ কবিরাজ**—নবপদ্য

১০। **সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য**—চৈতন্য সহস্র নাম (জয়ানন্দ-কর্ত্তৃক উল্লিখিত)

মুরারি গুপ্তের লেখা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্" বা কড়চার কোন পুথি পাওয়া যায় না। পুথি পাইলে মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া অধিকতর নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করা যায়।

পরিশিষ্ট (গ)

রঘুনাথদাস গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক

আমি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত রঘুনাথদাস গোস্বামীর একটি সূচক পাইয়াছি। উহার তিনখানি পুঁথি[১] উক্ত গ্রন্থ-

(১) বরাহনগর গ্রন্থমন্দির পুঁথির সংখ্যা ৬৪১, ১০০৭, ১০৫২

মন্দিরে আছে। তন্মধ্যে ১০৫২ সংখ্যক পুঁথির কালি ও অক্ষর দেখিয়া মনে হয় উহা অন্ততঃ তিনশত বৎসরের প্রাচীন। "বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে" রাধাবল্লভ দাস কর্ত্তৃক লিখিত দাস গোস্বামীর যে বাঙ্গালা সূচক ছাপা আছে তাহার সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংস্কৃত সূচকের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে রাধাবল্লভ দাস কবিরাজ গোস্বামীর সূচকের বঙ্গানুবাদ মাত্র করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সূচক শ্লোক-হিসাবে পর পর তুলিয়া দিতেছি—ইহাতে দেখা যাইবে যে সংস্কৃত রচনা কেমন করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদান জোগাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য হরেঃ কৃপাসমুদয়াদ্দারান গৃহান্ সম্পদঃ
সদ্দেশাধিপত্যঞ্চ যঃ স্বমলবৎ ত্যক্ত্বা পুরুশ্চর্য্যয়া।
প্রাপ্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমং পদযুগং তস্যাসিষেবে চিরং
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ॥

শ্রীচৈতন্য কৃপা হইতে রঘুনাথ দাস চিতে
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারাগৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য অধিপদ
মল প্রায় সকল ত্যজিলা।
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ নামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ানগোচর কবে হবে॥

রাধাকৃষ্ণ ইতি স্বনামদদতা গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ শিলাং।
গুঞ্জাহারমপি ক্রমাৎ ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে যঃ স্বয়ং।
রাধায়াঞ্চ সমর্পিতঃ করুণয়া চৈতন্য গোস্বামিনা
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ প্রভৃতি

গৌরাঙ্গ দয়াল হঞা রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিলা তাহারে॥

চৈতন্যে নিভৃতং ব্রজং গতবতি ছিত্বা ক্যচান্ যো ব্রজং
প্রাপ্তস্তদ্ বিরহাতুরঃ স্বকবপুর্হাতুঞ্চ গোবর্দ্ধনে।
দ্রষ্টুং রূপসনাতনৌ কৃততনূত্রাণশ্চ তাভ্যাং বলাৎ
ভূয়াৎ প্রভৃতি

চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ে করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা॥
ধরি রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ড তটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্ নিয়মিতঃ স্বভ্রাতৃরূপাজ্ঞয়া
বাসঃ কম্বলকৈঃ ফলৈর্ব্রজ ভবৈর্গব্যৈশ্চ বৃত্তিং দধৎ
রাধাং সংস্মৃতিকীর্ত্তনৈর্ভজতি যঃ স্নানং ত্রিসন্ধ্যং চরন্
ভূয়াৎ প্রভৃতি

ছেঁড়া কম্বল পরিধান বনফল গব্য খান
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্ত্তন করি
রাধাপদ ভজন যাঁহার॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপো যঃ শ্রীস্বরূপাশ্রিতো
রূপাদ্বৈততনুঃ সনাতনগতির্গোপালভট্ট প্রিয়ঃ।
শ্রীরূপাশ্রিতসদ্গুণাশ্রিতপদো জীবেঽতিবাৎসল্যবান্
ভূয়াৎ প্রভৃতি

গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে রাখে মনোভৃঙ্গরাজে
স্বরূপের সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপের সনে গতি যার সনাতনে
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়॥

শ্রীরূপের গণ যত · তাঁর পদে আশ্রিত
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি কাঁদি বলে হরি হরি
প্রভুর করুণা হবে কবে॥

পঞ্চাশদ্ ঘটিকাঃ সদানয়দহোরাত্রস্য ষট্ সংযুতা
রাধাকৃষ্ণবিলাসসংস্মৃতিযুতৈঃ সঙ্কীর্ত্তনৈর্বন্দনৈঃ।
যঃ শেতে ঘটিকাচতুষ্টয় মিহাপ্যালোকতে স্বেশ্বরৌ
ভূয়াৎ প্রভৃতি

ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ গুণগানে
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥

শ্রীকৃষ্ণং স্বগণং শচীসুতমথো নানাবতারাংশ্চ যঃ
শ্রীমূর্ত্তীশ্চ নিশামিতা নিশমিতা যাযাশ্চ লীলাস্থলীঃ।
প্রত্যেকং নমতীহ বৈষ্ণবগণান্ দৃষ্ট্বান্ শ্রুতান্ প্রত্যহং
ভূয়াৎ প্রভৃতি

শ্রীচৈতন্য শচীসুত তাঁর গণ হয় যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব
সবারে করয়ে পরণাম॥

রাধামাধবয়োর্বিয়োগবিধুরো ভোগানশেষান্ ক্রমাৎ
চৈতন্যস্য সনাতনস্য চ রসান্ ষট্ চান্নমপ্যত্যজৎ।
শ্রীরূপস্য জলং বিনা হরিকথাং বাচং স্বরূপস্য যো
ভূয়াৎ প্রভৃতি

রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
শুখরুখ অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে
ফল গব্য করিল আহার॥

সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥

হা রাধে ক নু কৃষ্ণ হা ললিতে ক ত্বং বিশাখেঽসি
হা চৈতন্য মহাপ্রভো ক নু ভবান্ হা হা স্বরূপ ক বা
হা শ্রীরূপসনাতনেত্যনুদিনং রোদিত্যলং যঃ সদা
ভূয়াৎ প্রভৃতি

শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাঁহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হঞা কাঁদে।
কৃষ্ণকথা আলাপনে না শুনিয়া শ্রবণে
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥

পরিশিষ্ট (ঘ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত শ্লোকমালা ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক তাহার ব্যবহার

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিবিধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী আকর গ্রন্থগুলি পড়িয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শ্লোকের প্রথম চরণের পরই যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, উহা চরিতামৃতের স্থান-নির্দ্দেশক। পরে অন্যান্য গ্রন্থে ঐ শ্লোকের উদ্ধারের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি।

(১) পদ্মপুরাণ

(১) আরাধনানাং সর্ব্বেষাম্ ২।১১।৭, সিন্ধু ১৩১ পৃ., লঘু উ. ৪
(২) ইতীদৃক্ স্বকলী-লাভিরানন্দ ২।১৯।৩৯, হরি ভ. বি. ১৬।২৯

(৩) তদীয়ে শিতজ্ঞেষু ভক্তে ২।১৯।৩৯, হরি ভ. বি. ১৬।৯৯

(৪) তস্যাঃ পারে পরব্যোম ২।২১।১৪, লঘু পূর্ব্ব ৫।২৪৮

(৫) দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ ১।৩।১৮ (পরমাত্ম-সন্দর্ভ পৃ. ৭৮, কিন্তু "তদুক্তং বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নি-পুরাণয়োঃ)

(৬) ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল ২।৬।১৭, হরি ভ. বি. ১১।৩০২

(৭) নামৈক যস্য বাচি স্মরণ-পথ ৩।৩।৩, হরি ভ. বি. ১১।২৮৯

(৮) প্রধান-পরব্যোম্নোরন্তরে ২।২১।১৩, লঘু পূ. ৫।২৪৭

(৯) ব্যামোহায় চরাচরস্য ২।২০।১৫, সিন্ধু দ. ৪।৭৩, হরি ভ. বি. ১।৬৮, লঘু পূ. ২।৫৩

(১০) যথা রাধা প্রিয়াবিষ্ণোঃ ১।৪।৪০, ২।৮।২৪, ২।১৮।২, উজ্জ্বল ১০১ পৃ., লঘু ১৮৪ পৃ.

(১১) যস্তু নারায়ণং দেবং ২।১৮।৯, ২।২৫।১৩।৪, হরি ভ. বি. ২।৭৩

(১২) হরৌ রতিংবহন্নেষো ২।২৩।১৩, সিন্ধু ২০০ পৃ.

(১৩) রমন্তে যেমগিনোঽনন্তে ২।৯।৩, নাটক ৭।২১

(২) আদিপুরাণ

(১) ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা ১।৪।৪১, লঘু উ. ৪৬

(২) মাহাত্ম্য-মথৎ-সপর্য্যাম্ ১।৪।৩৯, লঘু উ. ৩৯

(৩) যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ২।১১।৪, সিন্ধু ১৩৫, লঘু উ. ৬

(৩) কূর্ম্মপুরাণ

(১) দেহ-দেহিবিভাগোঽয়ং ৩।৫।৫, লঘু পূ. ৫।৩৪২

(২) পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ২।৯।১৭, শ্রীচৈ. চ. মহাকাব্য ১৩।১৩

(৩) সীতয়ারাধিতো বহ্নিঃ ২।৯।১৬, মহাকাব্য ১৩।১২

(৪) গরুড়পুরাণ

(১) অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ২।২৫।৩৫, হরি ভ. বি. ১০।২৮৩

(২) পুরাণানাং সামরূপঃ ২।২৫।৩৬, হরি ভ. বি. ১০।২৮৪

(৫) বৃহন্নারদীয় পুরাণ

(১) হরের্নাম হরের্নাম ১।৭।৩, ১।১৭।৩ ২।৬।১৯, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১।৫২, মুরারি ২।২।২৮

(৬) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

(১) সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ২।৯।৬, লঘু পূ. ৫।৩৫৪

(২) সিদ্ধলোকাস্তু তমসঃ পারে ১।৫।৬, সিন্ধু ১।২।১৩৮, পৃ. ১৬৭

(৭) স্কন্দপুরাণ

(১) অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে ২।২৪।৮৪, সিন্ধু ১৯৬

(২) এতে ন হ্যদ্ভুতাব্যাধ ২।২২।৬৫, ২।২৪।৮৩, সিন্ধু ১৫৯

(৩) মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা ২।১।১০, সিন্ধু পূ. ২।৬৫, পৃ. ১০৭

(৮) বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র

(১) দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা ১।৪।১৩, ২।২৩।২৩, ষট্‌সন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ ৭৬১ পৃ., নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী দেবনাগর সং

(২) তুলসীদল-মাত্রেণ ১৩।১৯, সিন্ধু ২৮৫, হরি ভ. বি. ১১।১১০

(৯) সাত্বততন্ত্র

(১) বিষ্ণোস্তু শ্রীনিরূপাণি ১।৫।১০, ২।২০।৩১, লঘু পূ. ২।৯

(১০) কাত্যায়ন সংহিতা

(১) বরং হুতবহ-জ্বালা ২।২২।৪২, সিন্ধু ৮৬, হরি ভ. বি. ১০।২২৪

(১১) নারদ পঞ্চরাত্র

(১) অনন্যমমতা বিষ্ণৌ ২।২৩।৪, সিন্ধু ২১৩ পৃ.

(২) মণির্যথা বিভাগেন ২।৯।১৫, লঘু পূ. ৩।৮৬, হরি ভ. বি, ১১।৩৮২

(৩) সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং ২।১৯।২১, সিন্ধু ১।১।১০

(১২) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

(১) নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ ২।১৭।৫, হরি ভ. বি, ১১।২৬৯, সিন্ধু ১।২।১০৮

(১৩) মহাভারত

(১) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ১।১৭।১০, সিন্ধু দ. স্থায়িভাব ৫১

(২) কৃষিভূর্বাচক-শব্দো ২।৯।৪, নাটক ৭।২২

(৩) সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ ১।৩।৮, ২।৬।৫, ২।১১।৫, নাটক ৮।১৯

(৪) তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ঃ ২।১৭।১১, ২।২৫।৯, চৈ. ভা. পৃ. ৫০৪

(১৪) রামায়ণ

(১) সকৃদেব প্রপন্নো য ২।২২।১২, হরি ভ. বি. ১১।৩৯৭

পরিশিষ্ট (ঙ)

শ্রীজীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণব-বন্দনা

সনাতন সমোযস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ ॥
সর্ব্বাবতারতত্ত্বজ্ঞৈর্ভগবান্ শ্রীশচীসুতঃ।
অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণ স্তত্তদ্ভাবপরঃ প্রভুঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
একো দেবো কৃষ্ণচন্দ্রো মহীয়ান্
সোঽয়ং কৃষ্ণচৈতন্যনামা
দেবো নিত্যানন্দ এষ স্বরূপো
গঙ্গারীব দ্বিধাত্মানং ক্রিয়াস্নঃ ? ॥
অদ্বৈতাদি প্রিয়াত্মাবৈ দ্বিতীয়ঃ
শ্রীমদ্রূপাদ্যঽনেক মুখ্যশক্তিঃ
বিস্তীর্ণাত্মা প্রেমবৃক্ষঃ শচীজ
শ্ছায়াং দত্ত্বাত্তাপ তপ্তেষ্বধীশঃ ॥
তদ্বন্দনং তৎস্মরণং সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কম্।
জীবেন কেন ক্রীয়তে পৌর্ব্বাপৌর্য্যমজানতা ॥
অপরাধান্ ক্ষমধ্বং মে মহান্তঃ কৃষ্ণচেতসঃ
অদোষদর্শিনঃ সন্তা দীনানুগ্রহকাতরাঃ ॥
যে যথা হি ভবন্তোঽত্র যুষ্মান্ জানন্তি তত্ত্বতঃ
ভগবান্ তথা বাচয়তু তদাদেশপ্রবর্ত্তিতম্ ॥
বন্দে শচীজগন্নাথৌ যশদানন্দরূপিণৌ
যয়োর্বিশ্বরূপ-বিশ্বম্ভরদেবৌ সুতাবুভৌ ॥
অথ বন্দে বিশ্বরূপং সংন্যাসিগণভূপতিম্।
শঙ্করারণ্য সংজ্ঞতং চৈতন্যাগ্রজমদ্ভুতম্ ॥

প্রথম সাত শ্লোক পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের খণ্ডিত পুথিতে নাই; বরাহনগরের অশুদ্ধ পুথিতে যেমন আছে, তেমনি দিলাম।

বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং রসময়বপুষং ধামকারুণ্যরাশে
র্ভাবং গৃহ্নন্ রসয়িতুমিহ শ্রীহরিং রাধিকায়াঃ।
উদ্ধর্ত্তুং জীবসঙ্ঘান্ কলিমলমলিনান্ সর্ব্বভাবেন হীনান্
জাতো যো বৈ-সুখাপঃ পরিজননিকরৈঃ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে ॥
বন্দে লক্ষ্মীপ্রিয়াং দেবীং ততো বিষ্ণুপ্রিয়াং ততঃ।
দেবং গদাধরং যো হি দ্বিতীয়ঃ কায় ঈশিতুঃ ॥
স চ বিদ্যানিধেঃ শিষ্যঃ প্রভুভক্তিরসাকরঃ।
সোঽসো গদাধরো ধীরঃ সর্ব্বভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
বন্দে পদ্মাবতীং তস্যাঃ পতিং হড্ডিপপণ্ডিতম্।
যয়োর্ব্বৈ পুত্রতাং প্রাপ্তো নিত্যানন্দো দয়াময়ঃ ॥

বন্দে নিত্যানন্দদেবং বলভদ্রং স্বয়ং প্রভুং।
আনন্দকন্দমভয়ং লোকনিস্তারকং গুরুম্ ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিঃ সোঽসৌ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
শরীরভেদৈঃ কুরুতে শ্রীকৃষ্ণস্য নিষেবনম্ ॥

বন্দে শ্রীবসুধাদেবীং নিত্যানন্দপ্রভুপ্রিয়াম্।
শ্রীসূর্য্যদাসতনয়ামীশশক্ত্যা প্রবোধিতাম্ ॥
বন্দে শ্রীজাহ্নবীদেবীং শ্রীপুরীশ্বরশিষ্যিকাম্।
অনঙ্গমঞ্জরীং নাম যাং বদন্তি রহোবিদঃ ॥

তস্যাজ্ঞয়া তৎস্বরূপং সংন্যস্য গচ্ছতঃ প্রভোঃ।
সেবতে পরমপ্রেম্না নিত্যানন্দং দৃঢ়ব্রতা ॥
বিরহাকর্ষিতা নিত্যং বৃন্দারণ্যগতেশ্বরী।
গোপীনাথং দ্রষ্টুমনাস্তন্নীবীং বিচকর্ষ সঃ ॥
আকৃষ্টনীবিকা দেবী তমুবাচ রসোদয়ম্।
আগমিষ্যামি শীঘ্রং তে পদয়োরন্তিকং পদম্ ॥

বীরচন্দ্রং প্রভুং বন্দে শ্রীচৈতন্যপ্রভুং হরিম্।
কৃতদ্বিতীয়াবতারং ভুবনত্রয়তারকম্ ॥

বেদধর্ম্মরতং তত্র বিরতং নিরহঙ্কৃতম্ ।
নির্দম্ভং দম্ভসংযুক্তং জাহ্নবীসেবকং ত্বিহ ॥
নিত্যানন্দপ্রভুসুতাং রাধাকৃষ্ণদ্রবাত্মিকাম্ ।
মাধবাচার্য্যবনিতাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥

শ্রীপ্রেমমঞ্জরীমুখ্যাং জগতাং মাতরং বরাম্ ।
বন্দে গঙ্গাং প্রেমদাত্রীং ভুবনত্রয়পাবনীং ॥
সা গঙ্গা জাহ্নবীশিষ্যা সহেশৈরপি পাবনৈঃ ।
বিরিঞ্চ্যপহৃতার্হান্তঃ পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥
দ্বিজকুলতিলকং কৃতাবতারং গঙ্গাং গৃহীতুকামাবতীর্ণাম্ ।
মাধবং মাধবরূপং রসময়তনুং প্রেমাখ্যম্॥

ঈশ্বরপুরীশিষ্যঃ সর্ব্বদর্শনপারকঃ ।
বিষ্ণুভক্তপ্রধানশ্চ সদ্‌গুণাবলীভূষিতঃ ॥
বিচার্য্য তেষু মতিমান্ কর্ম্মজ্ঞানপরাক্ষিপন্ ।
কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বং নির্ণিনায় দয়ানিধিঃ ॥
যতিকুলতিলকং পুরাণং মুনীন্দ্রমাদিগুর্ব্বীশভক্তঞ্চ ।
বন্দে শ্রীমাধবেন্দ্রং ব্যক্তাং চকার হরিভক্তিং যঃ ॥

বন্দেঽদ্বৈতং কৃপালুং পরমকরুণকং সাম্ভবংধাম সাক্ষাৎ ।
যেনানীতস্তপোভিঃ পরিকরসহিতঃ শ্রীশচীনন্দনোঽত্র ॥
কৈলাসস্যাদিশক্তিং ত্রিভুবনজননীং তৎপ্রিয়াং নাম সীতাম্ ।
যস্যাস্তুষ্টঃ প্রসাদং ত্রিজগতি চ দদৌ শ্রীজগন্নাথ আস ॥

তৎসুতানাং হি মধ্যে তু যোঽচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ ।
তং বন্দে পরমানন্দং কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভম্ ॥
যোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বজ্ঞোঽচ্যুতসংজ্ঞকঃ ।
শ্রীগদাধরধীরস্য সেবকঃ সদ্‌গুণার্ণবঃ ॥

শ্রীলাদ্বৈতগণাঃ সুতাশ্চনিতরাং সর্ব্বেশ্বরত্বেন হি ।
শ্রীচৈতন্য হরিং দয়ালুমভজন্ ভক্ত্যা শচীনন্দনম্ ॥

তে দৈবেন হতা পরেচ বহবস্তাম্লাদ্রিয়ন্তেস্মহি ।
তে ত্বমিচ্ছয়াচ্যুত মৃতে ত্যাজাময়োপেক্ষিতাঃ ॥
শ্রীবাসং নারদং বন্দে মালিনীং প্রতিমাতরম্ ।
ততো নারায়ণীদেবীমধরামৃতসেবনীম্ ॥

বন্দে নারায়ণীসূনুং দাসং বৃন্দাবনং পরম্ ।
শ্রীনিত্যানন্দচৈতন্যগুণবর্ণনকারিণম্ ॥
হরিদাসং ব্রহ্মধাম হরিনামপ্রকাশকম্ ।
বন্দে বাণীমূর্ত্তিভেদং জগদানন্দপণ্ডিতম্ ॥

গোপীনাথং ততো বন্দে চৈতন্যস্তুতিকারকম্ ।
মুরারিগুপ্তঞ্চ ততো হনুমন্তং মহাশয়ম্ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরং বন্দে চন্দ্রবৎ শীতলং সদা ।
আচার্য্যরত্নং গোবিন্দগরুড়ং গৌরমানসম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণনির্ম্মলগুণগানোন্মত্তং মহাশয়ম্ ।
বন্দে মুকুন্দদত্তং চ কিন্নরৈঃ স্তূয়মানকম্ ॥

বন্দে বাসুদেবদত্তং মহত্ত্বৈঃ পরিপূরিতম ।
যস্যাঙ্গবায়ুস্পর্শেন সদ্যঃপ্রেমযুগে ভবেৎ ॥
দামোদরপীতাম্বরৌ জগন্নাথশঙ্করনারায়ণাংশ্চ ।
পঞ্চ নির্ব্বাসনান্ বৈবন্দে সাধূন্ মহাশয়াং স্তান্ ॥

প্রভু মাতা মহাখ্যাতিং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তিনং বন্দে ।
যো লিখিতবান্ কোষ্ঠিং ভবিষ্যদ্বর্ণনসংযুক্তাম্ ॥
শ্রীরাম পণ্ডিতং বন্দে সর্ব্বভূতহিতেরতম্ ।
গুণৈকধাম শ্রীগুপ্ত নারায়ণ মহাশয়ম্ ॥
নবদ্বীপকৃতাবাসং গঙ্গাদাসং গুরুং পরম্ ।
বন্দে শ্রীবিষ্ণুদাসং চ শ্রীসুদর্শনসংজ্ঞকম্ ॥
বন্দে সদাশিবং বিদ্যানিধিং শ্রীগর্ভমেবচ ।
শ্রীনিধিং বুদ্ধিমন্তং চ শ্রীল শুক্লাম্বরং পরম্ ॥

ব্রহ্মচারিণ এতান্ বৈ প্রেমিনঃ যন্মহাশয়ান্ ।
শ্রীরামদাসং চ কবিচন্দ্রং চৈব কৃপানিধিম্ ॥
বন্দে লেখক বিজয়ং তথাচার্য্য রত্নেশ্বরং চ বিমলম্ ।
শ্রীধরমুদারং খ্যাতং তনয় সহিত বনমালিনং চ বৈ ॥
হলায়ুধ-বাসুদেবৌ শ্রীচৈতন্যমানসৌ বিমলৌ ।
বন্দে ঈশানদাসং শচীদেবীপ্রীতিভাজনং চ ॥
শ্রীমান্‌সঞ্জয়ৌ বন্দে বিনয়েন কৃপাময়ৌ ।
পরমানন্দলক্ষ্মণৌ তৌ চৈতন্যার্পিতমানসৌ ॥

গরুড় কাশীশ্বরং জগদীশগঙ্গাদাসাবুভৌ ।
কৃষ্ণানন্দং মধুরং বন্দে রায়মুকুন্দং পরমম্ ॥
বন্দে বল্লভমাচার্য্যং লক্ষ্মীকন্যামনোরমাম্ ।
যো দত্তবান্ শচীজায় বরায় গুণরাশিভিঃ ॥

অথো সনাতনং বন্দে পণ্ডিতং গুণশালিনম্ ।
বিষ্ণুপ্রিয়া সুতা যেন শচীজায় সমর্পিতা ॥
কাশীনাথং দ্বিজং বন্দে আচার্য্যং বনমালিনম্ ।
লক্ষ্মীদেবীবিবাহার্থং ঘটনাং যোঽবচিন্তয়ৎ ॥
অথেশ্বরপুরীং বন্দে যং কৃত্বা গুরুমীশ্বরঃ ।
আত্মানং মানয়ামাস ধন্যং চৈতন্যসংজ্ঞকঃ ॥
শ্রীকেশব ভারতীং বৈ সংন্যাসিগণপূজিতাম্ ।
বন্দে যয়াকৃতঃ ন্যাসী ন্যস্তধর্ম্মামহাপ্রভুঃ ॥
সদা প্রভুবশাং বন্দে রামচন্দ্রপুরীং ততঃ ।
শ্রীপুরী পরমানন্দ মুগ্ধবাখ্যং হরিপ্রিয়ম্ ॥
সত্যভামাসমাং বন্দে দামোদরপুরীং ততঃ ।
বন্দে নরসিংহতীর্থং সুখানন্দপুরীং ততঃ ॥
গোবিন্দানন্দনামানং ব্রহ্মানন্দপুরীং ততঃ ।
নৃসিংহানন্দনামানং সত্যানন্দং চ ভারতীম্ ॥
বন্দে গরুড়াবধৌতং হৃদ্ভুতপ্রেমশালিনং ।
ততো বিষ্ণুপুরীং বন্দে ভক্তিরত্নাবলীকৃতিম্ ॥

ব্রহ্মানন্দস্বরূপঞ্চ কৃষ্ণানন্দপুরীং ততঃ।
শ্রীরাঘবপুরীং বন্দে ভক্ত্যাপরময়ামুদা ॥

বন্দে বিশ্বেশ্বরানন্দং শ্রীকেশবপুরীং ততঃ।
বন্দেঽথান্থ ভবানন্দং চিদানন্দং স্থচিত্তকম্ ॥
বন্দে তৌ পরমানন্দৌ প্রভুরূপসনাতনৌ।
বিরক্তৌ চ কৃপালু চ বৃন্দাবননিবাসিনৌ ॥
যত্ পাদাব্জপরিমল-গন্ধলেশবিভাবিতঃ।
জীবনামানিষেবেয়তা বিহৈব ভবে ভবে ॥
শ্রীরূপঃ সর্ব্বশাস্ত্রানি বিচার্য্য প্রভু শক্তিমান্।
কৃষ্ণপ্রেমপরং তত্ত্বং নির্ণিনায় কৃপানিধিঃ ॥
সনাতনো ভক্ত কৃত্যং গোপালভট্টনামতঃ।
হরিভক্তিবিলাসাদি কৃতবান্ নিরপেক্ষকঃ ॥

স গোপালভট্টঃ সনাতন নিকটবর্ত্তী হরিগুণরতঃ।
দিবসরজনীং স্থখেন যাপয়ামাস মতিমানিহ ॥
তদুদিতং প্রভুরূপগুণং নিশম্য গোপালভট্টঃ সততং হি।
আত্মানং ধন্যং খলু মানয়ামাস পরিতোহি যঃ ॥

বন্দে রঘুনাথদাসং রাধাকুণ্ডনিবাসিনং।
চৈতন্য সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং ত্যক্তান্যভাবমুত্তমম্ ॥
গোস্বামিনং রাঘবাখ্যাং গোবর্দ্ধনবিলাসিনম্।
বন্দে ভাববিশেষেনং বিচরন্তং মহাশয়ম্ ॥

বন্দে রঘুনাথভট্টং শ্রীভাগবতাধ্যাপকং বিনয়েন।
লোকনাথগোস্বামিনং ভূগর্ভ ঠক্কুরং বিমলম্ ॥
প্রবোধানন্দসরস্বতীং বন্দে বিমলাং যয়ামুদা।
চন্দ্রামৃতং রচিতং যৎ শিষ্যোগোপাল ভট্টঃ ॥
ততঃ কাশীশ্বরং বন্দে ততঃ শুদ্ধ-সরস্বতীম্।
ততশ্চ রাঘবানন্দং নিত্যানন্দানুভাবিনম্ ॥

শ্রীমান্ পদ্মাবতীসূনুর্যদ্বেশ্মনি কুতুহলী।
দাড়িম্ব বৃক্ষে নীপস্য পুষ্পং বৈ সমযোজয়ৎ ॥

বন্দে পুরন্দরং সাক্ষাদঙ্গদেন সমং ত্বিহ।
যল্লাঙ্গুলং সংদদর্শ গৃহে কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥
বন্দে কাশীমিশ্রবরমুৎকলস্থং সুনির্ম্মলম্।
যস্যাশ্রমে গৌরহরিরাসীৎ তদ্ভক্তিপূজিতঃ ॥

বাণীনাথং ততো বন্দে শ্রীজগন্নাথজীবনম্।
রামানন্দং ততো বন্দে ভক্তিলক্ষণসঙ্কুলম্ ॥
যস্যাননাদম্বুদাব্ধি চৈতন্যেন কৃপালুনা।
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়মমৃতং বর্ষিতং ভুবি ॥

ততো বক্রেশ্বরং বন্দে প্রভুচিত্তং সুদুর্ল্লভম্।
যস্মিন্ প্রেমানন্দতয়া কীর্ত্তনং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥
বন্দে সুগ্রীবমিশ্রং তং গোবিন্দং দ্বিজমুত্তমম্।
যদ্ভক্তিযোগমহিমা সুপ্রসিদ্ধো মহীতলে ॥
প্রভোর্ব্বৈ গমনার্থং হি শ্রীনবদ্বীপভূমিতঃ।
আগৌড়ভূমি যেনৈব বদ্ধঃ সেতুর্মনোময়ঃ ॥

বন্দে গদাধরং দাসং বৃষভানুসুতামিহ।
শ্রীকৃষ্ণেনাভিন্নদেহাং মহাভাবস্বরূপিকাম্ ॥
বন্দে সদাশিবং বৈদ্যং যস্য স্পর্শেন বৈ দৃষৎ।
সদ্যোহি দ্রবতাং যাতি কিমুতান্যে সচেতনাঃ ॥

বন্দে শিবানন্দসেনং নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণম।
যোঽসৌ প্রভুপদাদন্যত নহি জানাতি কিঞ্চন ॥
মুকুন্দদাসং তং বন্দে যৎসুতো রঘুনন্দনঃ।
কামো রতিপতির্ল্লড্ডুং যো গোপাল-মভোজয়ৎ ॥

শ্রীমুকুন্দদাসভক্তিরত্যাপি গীয়তে জনৈঃ।
দৃষ্ট্বা ময়ূরপুচ্ছং যঃ কৃষ্ণপ্রেম-বিকর্ষিতঃ ॥
সদ্যো বিহ্বলতাং প্রাপ্তঃ পরমানন্দনিবৃতঃ।
বাহ্যবৃত্তীরজানংশ্চ পপাতাধো মহাপদাৎ ॥

বন্দে ভক্ত্যা নরহরিদাসং চৈতন্যার্পিত-ভাববিলাসম্।
মধুমত্যাখ্যং পুণ্যং ধন্যং যো ন পশ্যতি কৃষ্ণাদন্যম্ ॥
স চ রঘুনন্দন এষ বরেণ্যো নরহরিশিষ্যঃ সুকৃতিমান্যঃ।
বাল্যাবধিতঃ সাধুচরিত্রো ভক্তিবিশোধিত-চিত্তপবিত্রঃ ॥
বন্দেঽথ দাসং রঘুনাথসংজ্ঞং পুরন্দরাচার্য্যমুদারচেষ্টম্।
শ্রীকৃষ্ণদাসং হরিপাদজাশং শান্তং কৃপালুং ভগবজ্জনপ্রিয়ম ॥
বন্দে প্রভুসতীর্থং বৈ পরমানন্দপণ্ডিতম্।
দেবানন্দ পণ্ডিতঞ্চ শ্রীভাগবতপাঠকম্ ॥
বন্দে আচার্য্যরত্নং চ বিদিতপ্রেমমর্ম্মকম্।
গোবিন্দমাধবানন্দবাসুঘোষান্ গুণাকরান্ ॥

পুরুষোত্তমাখ্যং দাসং বৈ বন্দে ঐশ্বর্য্যশালিনম্।
কর্ণয়োকরবীপুষ্পং পদ্মগন্ধং চকার যঃ ॥
বন্দেঽভিরামং দাসং বৈ যঃ শ্রীদামাস্বয়ং ভুবি।
বহূত্তোল্যং কাষ্ঠমেকং বংশীং যোঽকৃত লীলয়া ॥
বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং সুদাম গোপরূপিণং
যং শিষ্যোদ্বিপিবর্গেভ্যো হরিনাম দদাবিহ ॥

বন্দে শ্রীগৌরদাসং চ গোপালং সুবলাখ্যকম্।
যন্নীত পরমানন্দং মুৎফলেঽদ্বৈতঠক্কুরঃ ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ মূর্ত্তিঃ সাক্ষাৎ প্রকাশিতা।
যন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ সদ্যঃ কর্ম্মবন্ধক্ষয়ো ভবেৎ ॥

পরমেশ্বরং ততো বন্দে ঠক্কুরং স্বপ্রকাশকম্।
যো নৃত্যান্ শ্রাবয়ামাস হরিনাম শৃগালকান্ ॥

পিপ্পিলায়িং ততো বন্দে বাল্যভাবেন বিহ্বলম্ ।
বন্দে সংকীর্ত্তনানন্দং কমলাকর-দাসকম্ ॥

পুরুষোত্তমাখ্যং তীর্থং বন্দে রসিকশেখরম্ ।
কালিয়াকৃষ্ণদাসমথো বন্দে প্রেম্নৈববিহ্বলম্ ॥
শারঙ্গ-ঠকুরং বন্দে স্বপ্রকাশিত-বৈভবং ।
যেন দত্তানি সর্পেভ্যঃ স্থানানি নিজবাসানি ।
মকরধ্বজং ততো বন্দে গুণৈকধামসুন্দরম্ ।
যঃ করোতি সদাকৃষ্ণকীর্ত্তনং প্রভুসন্নিধৌ ॥
ততো ভাগবতাচার্য্যং শ্রীকবিরাজমিশ্রকম্ ।
অনন্তমাচার্য্যমথো নবদ্বীপনিবাসিনং ॥
মধ্বাখ্যং পণ্ডিতং বন্দে গোবিন্দাচার্য্যনামকম্ ।
রাধাকৃষ্ণরহস্যং যো বর্ণয়ামাস ততঃপরঃ ॥

ততো বন্দে সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যং বৃহস্পতিম্ ।
ততঃ প্রতাপরুদ্রং চ যং দৃষ্টাঃ প্রভু-ষড়ভুজাঃ ॥
বন্দে রঘুনাথবিপ্রং বৈদ্যং শ্রীবিষ্ণুদাসকম্ ।
পরস্য ভ্রাতরং বন্দে দাসং তু বনমালিনম্ ॥

বিপ্রদাসমুৎকলস্থং হরিদাসং দ্বিজং ততঃ ।
যাভ্যাং প্রেম্নাবশং নীতঃ শ্রীশচীনন্দনোহরিঃ ॥
কানাইখুটিয়াং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমরসাকরম্ ।
যস্য পুত্রৌ জগন্নাথবলরামাবুভৌ শুভৌ ॥

বন্দেহি জগন্নাথং যদ্গানাৎ তরবো রুদন্ বিবশা ইহ ।
বলরাম মোড্রিনং করুণং যদ্বশৌবলজগন্নাথৌ চ ॥
গোবিন্দানন্দনামানং ঠকুরং ভক্তিযোগতঃ ।
বন্দে প্রভোর্নিমিত্তং যদ্বদ্ধঃ সেতুশ্চ মানসঃ ॥

ততঃ কাশীশ্বরং বন্দে শ্রীসিংহেশ্বরসংজ্ঞকম্ ।
শিবানন্দং পণ্ডিতং চ ততশ্চ চন্দনেশ্বরম্ ॥

বন্দে পরমভাবেন মাধবং পট্টনায়কম্।
হরিভট্টং ততো বন্দে মহার্ত্তিং বলদেবকম্॥
সুবুদ্ধি-মিশ্রং চ ততঃ শ্রীনাথং মিশ্রমুত্তমম্।
বন্দে শ্রীতুলসীমিশ্রং কাশীনাথং মহার্তিকম্॥

বসুবংশস্যাগ্রগণ্যং রামানন্দং সগোষ্ঠিকম্।
পুরুষোত্তমব্রহ্মচারিমধ্বাখ্য-পণ্ডিতাবুভৌ॥
শ্রীচৈতন্য-প্রভোর্ভৃত্যৌ দয়ালু চ মহাশয়ৌ।
মহাকারুণিকা এতে সর্ব্বত্র নিরপেক্ষকাঃ॥
বন্দে দ্বিজরামচন্দ্রং শ্রীধরপণ্ডিতং চ গুণৈরুদারম্।
বন্দে যদু কবিচন্দ্রং ধনঞ্জয় পণ্ডিতং দত্তবিত্তম্॥
প্রসিদ্ধং যস্য বৈরাগ্যং সর্ব্বস্বং প্রভবেঽর্পিতম্।
গৃহীতে ভাণ্ডকৌপিনে পণ্ডিতেন মহাত্মনা॥
পণ্ডিতং শ্রীজগন্নাথমাচার্য্যং লক্ষণং ততঃ।
কৃষ্ণদাসং ততো বন্দে সূর্যদাসং চ পণ্ডিতম্॥
ততো বন্দে কৃষ্ণবংশীং বংশীবদন-ঠক্কুরম্।
মুরারিচৈতন্যদাসং যমাজগরখেলকম্॥

বন্দে জগন্নাথসেনং পরমানন্দগুপ্তকম্।
বালকং রামদাসাখ্যং কবিচন্দ্রং ততঃপরম্॥
বন্দে শ্রীবল্লভাচার্য্যং ততঃ কংসারি সেনকম্।
ভাস্করং চ ততো বন্দে বিশ্বকর্ম্মস্বরূপকম্॥

বন্দে বলরামদাসং গীতাচার্য্যলক্ষণম্।
সেবতে পরমানন্দং নিত্যাচার্য্যপ্রভুংহি যঃ॥
মহেশপণ্ডিতং বন্দে কৃষ্ণোন্মাদসমাকুলম্।
নর্ত্তকং পণ্ডিতং বন্দে জগদীশাখ্যপণ্ডিতম্॥

ঠক্কুরং কৃষ্ণদাসং চ নিত্যানন্দপরায়ণম্।
যোঽরক্ষৎ স্বগৃহে নিত্যানন্দদেবং হি ভক্তিতঃ।

গৌরীদাস স্তত্র গত্বা গৃহীত্বোক্ত্বা নিজং প্রভুম্ ।
সমানয়ত্ততোহন্যঃ কস্তদ্ভক্তঃ সুসামাহিতঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস প্রেম্নোহি মহিমা কেন বর্ণ্যতে ।
যো নিত্যানন্দবিরহাৎ সপ্তমাসাংশ্চ বাতুলঃ ।
পুনঃ সংদর্শনং দত্বা তেনৈব সুস্থিরীকৃতঃ ।
বন্দেহথাবধৌতবরং পরমানন্দসংজ্ঞকম্ ॥

অনাদি-গঙ্গাদাসং চ পণ্ডিতং হি বিলাসিনম্ ।
দাসং শ্রীযদুনাথাখ্যং বন্দে মধুরচিত্তকম্ ॥
বন্দে শ্রীপুরুষোত্তমং তীর্থং জগন্নাথং রামসংজ্ঞং চ ।
রঘুনাথ-তীর্থং সুভগমাশ্রমমুপেন্দ্রং হরিহরানন্দম্ ॥

বন্দে বাসুদেবং তীর্থং শ্রীলানন্তপুরীং ততঃ ।
মুকুন্দকবিরাজং চ ততোরাজীব পণ্ডিতম্ ॥
শ্রীজীবপণ্ডিতং বন্দে সর্ব্বসদ্‌গুণশালিনম্ ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রপদের্ভক্তি র্যস্য সুনির্ম্মলা ॥
শিশুকৃষ্ণদাস সংজ্ঞং শ্রীনিত্যানন্দপালিতম্ ।
বন্দে সুখময়ং পুণ্যং পবিত্রং যৎ কলেবরম্ ॥

বন্দে উদ্ধারণং দত্তং যো নিত্যানন্দসঙ্গতঃ ।
বভ্রাম সর্ব্বতীর্থানি পবিত্রাত্মাহনপেক্ষকঃ ॥
বন্দে শ্রীমাধবাচার্য্য কৃষ্ণমঙ্গলকারকম্ ।
নৃসিংহচৈতন্যদাসং কৃষ্ণদাসং ততঃ পরম্ ॥
বন্দে শ্রীশঙ্করং ঘোষমকিঞ্চনবরং শুভম্ ।
ডম্ফবাদ্যেন যো দেবঃ শচীসুতমতোষয়ৎ ।
পুনঃ পুনরহং বন্দে বৈষ্ণবম্ চ তৎ পদান্ ।
চক্রবর্ত্তিশিবানন্দং শ্রীনারায়ণসংজ্ঞকম্ ॥

প্রত্যেকং বন্দনং চৈষাং তন্নামোচ্চারণং তথা ।
বিশেষগুণদীপ্তানানন্তগুণশালিনাম্ ॥

ময়াবিদিততত্ত্বানাং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
তীর্থপাদনামতুল্যং নৈর্ম্মল্যে কারণং পরম্॥
মাধবেন্দ্রস্য বহবঃ শিষ্যা ধরণীবিশ্রুতাঃ।
অদ্বৈতমুখ্যাঃ শুভদাঃ সঙ্কর্ষণপুরীমুখাঃ॥
অথেশ্বর পুরীমুখ্যা গোবিন্দাদ্যাশ্চ কেচন।
পুরীশ্রীপরমানন্দমুখ্যকা লোকপাবনাঃ॥

অথেশ্বরপুরীশিষ্যো গৌরচন্দ্রশ্চ জাহ্নবী।
সঙ্কর্ষণপুরীশিষ্যো নিত্যানন্দঃ প্রভুঃ স্বয়ম্॥
যে যে চৈতন্যচন্দ্রস্য পূর্ব্বভক্তা অবাতরন্।
তে সর্ব্বে দ্বারতঃ কেন মাধবেন্দ্রকৃপায়িকাঃ॥
মাধবেন্দ্রপুরীসংজ্ঞ আদির্ভক্তো গুরুস্তথা।
তদ্‌গুণাঃ কৃষ্ণচৈতন্যসেবকা ভক্তিদাবকাঃ॥
অদ্বৈতদ্বারতঃ কেচিৎ সীতাদ্বারাচ কেচন।
পদ্মাবতীসুতদ্বারা জাহ্নবী দ্বারতস্তথা॥
কেচিৎ গদাধরদ্বারাং শ্রীরূপদ্বারস্তথা।
কেচিৎ সনাতনদ্বারা হরিদাসেন কেচন॥
রঘুনাথদাসতঃ কেচিৎ কেচিৎ বক্রেশ্বরেণচ।
কাশীশ্বরেণ কোচিচ্চ তথা নরহরেরপি॥
রামানন্দেন কোঽপিহ সার্ব্বভৌমেন কেচন।
এবমন্যেচ বৈ ভক্তা অন্যৈস্তৎ সেবকা ইহ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং সর্ব্বারাধ্যং জগদ্‌গুরুম্
তত্ত্বদ্রূপময়ং সাক্ষাৎ তমেব শরণং গতাঃ॥
যেঽত্রাবতারিতাভক্তাঃ কৃষ্ণেণ নিত্যসঙ্গিনঃ।
প্রযোজনবিশেষৈশ্চ বন্দিতা যে চ কীর্ত্তিতাঃ॥
দাসাশ্চ শক্তয়শ্চাপি তথাংশোশ্চ স্বরূপকাঃ।
এষাং বিশেষো বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীলভাগবতামৃতাৎ॥
প্রেম্নো বিতরণং দৃষ্ট্বা লুব্ধা যেঽত্র সমাযয়ুঃ।
তেঽপি বন্দ্যাঃ পরেশস্য ভক্তিস্পর্শবিশেষিতাঃ॥

এতদ্বৈষ্ণববন্দনং সুখকরং সর্ব্বার্থসিদ্ধি সিদ্ধিপ্রদং
শ্রীমন্মাধ্বিকসংপ্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো গু´ণময়ং তদ্ভক্তবর্গানমু
জীবেনৈব ময়া সমাপিতামিদং কৃত্বাতুপাদার্পিতম্ ।
ইতি শ্রীজীব গোস্বামিবিরচিতা মাধ্বসংপ্রদায়ানু-
সারিণী চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্তা ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ । শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ ॥

প্রমাণপঞ্জী ও প্রমাণ-উদ্ধারের সঙ্কেত-ব্যাখ্যা

[যে-সকল গ্রন্থ হইতে বহুবার প্রমাণ উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই-সকল গ্রন্থের কোন্ কোন্ সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছি ও প্রমাণ-উদ্ধারের সময় কিরূপ সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছি তাহার নির্দ্দেশও লিখিত হইল।]

ক। অপ্রকাশিত হাতে-লেখা পুথি

১। অজ্ঞাত (সংস্কৃত) — কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রতত্ত্বভক্তিলহরী বা শ্রীচৈতন্য-সার্ব্বভৌমসংবাদঃ। পুরীর মুক্তিমণ্ডপ গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ১৩৩০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় আমি ইহার বিবরণ প্রকাশ করি।

২। ঈশ্বরদাস (উড়িয়া) — চৈতন্যভাগবত। কটকের প্রাচীগ্রন্থশালায় রক্ষিত।

৩। গোপাল গুরু (সংস্কৃত) — বক্রেশ্বরাষ্টকম্। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত—পুথি সংখ্যা ১৪০ ও ৬৭৭।

৪। জীব গোস্বামী (সংস্কৃত) — বৈষ্ণববন্দনম্। একখানি পুথি আমার নিকট, আর একখানি পুথি বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে (সংখ্যা ৪৪০) আছে।

৫। দেবকীনন্দন (বাঙ্গালা) — বৈষ্ণববন্দনা। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ছাপিয়াছেন। কিন্তু ছাপা বইয়ের সঙ্গে প্রাচীন পুথির বহু স্থলে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। আমি সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ৪৬৩-৪৭২, ১৪৮১-১৪৯১, ১৭৮৫, ১৮১৪, ২০৩৮, ২১০৭, ২১০৮ ও ২০৮৪ সংখ্যক পুথির সহিত মুদ্রিত পুঁথির পাঠ মিলাইয়া সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছি।

৬। দেবকীনন্দন (বাঙ্গালা) — বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনা। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত (সংখ্যা ৮০১)।

৭। নটবরদাস (বাঙ্গালা) — সুবলমঙ্গল। অম্বিকা-কালনার পাটবাড়ীতে রক্ষিত।

	বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (সংস্কৃত)	গৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত (সংখ্যা ৪৩০)।
৯।	বিষ্ণুদাস (বাঙ্গালা)	সীতাগুণকদম্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত। পুথির সংখ্যা প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি এই গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া সংখ্যা দিতে পারিলাম না।
১০।	বৃন্দাবনদাস (বাঙ্গালা)	বৈষ্ণব-বন্দনা। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত (সংখ্যা ৮৪৭)। এই বই অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ছাপিয়াছেন। কিন্তু উক্ত পুথিতে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়াছে আচার্য্য মাধব।
১১।	মাধব (উড়িয়া)	চৈতন্যবিলাস। এই পুথির বিবরণ আমি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩০ সালে প্রকাশ করি। সম্প্রতি পুথিখানি প্রকাশ করিবার জন্য কটকের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তিকে দিয়াছি।
১২।	রঘুনাথদাস গোস্বামী (সংস্কৃত)	দানকেলী-চিন্তামণি। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত (সংখ্যা ৩৯৬)। সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে।
১৩	সুদর্শনদাস (উড়িয়া)	চৌরাশী আজ্ঞা। রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তির নিকট রক্ষিত।
১৪	হরিচরণদাস (বাঙ্গালা)	অদ্বৈতমঙ্গল। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত (সংখ্যা ২৬৬)।

খ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থ

১৫।	কবিকর্ণপূর	আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ।
১৬।	ঐ	গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। কোন শ্লোকের পর কোন সংখ্যা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে উহা বহরমপুর সংস্করণে প্রদত্ত শ্লোক-সংখ্যা।
১৭।	ঐ	চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্। বহরমপুর ও নির্ণয়-

সাগর প্রেস এই উভয় সংস্করণ হইতে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। যথাস্থানে সংস্করণ উল্লিখিত হইয়াছে। ৮।২ বলিলে বুঝিতে হইবে অষ্টম অঙ্ক, দ্বিতীয় সংখ্যা। শুধু নাটক বলিলে এই গ্রন্থকে বুঝাইবে।

১৮। কবিকর্ণপূর — চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্। বহরমপুর সংস্করণ। ৮।২ বলিলে অষ্টম সর্গ, দ্বিতীয় শ্লোক বুঝিতে হইবে। শুধু মহাকাব্য বলিলে এই গ্রন্থকে বুঝাইবে।

১৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ — গোবিন্দলীলামৃতম্।

২০। কৃষ্ণদাস — বাল্যলীলা-সূত্রম্।

২১। গোপাল ভট্ট — হরিভক্তিবিলাসম্, বহরমপুর সংস্করণ।

২২। গোবিন্দ — গৌরকৃষ্ণোদয়কাব্যম্।

২৩। জীব গোস্বামী — গোপালচম্পূঃ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ।

২৪। ঐ — লঘুতোষণী-নামক ভাগবতের টীকা।

২৫। ঐ — ব্রহ্ম-সংহিতার টীকা।

২৬। ঐ — ষট্সন্দর্ভঃ। প্রাণগোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত কৃষ্ণ ও প্রীতি সন্দর্ভ। সত্যানন্দ গোস্বামি-সম্পাদিত তত্ত্ব, ভাগবত ও পরমাত্মা সন্দর্ভ।

২৭। ঐ — সর্ব্বসংবাদিনী, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ।

২৮। নরহরি সরকার — শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্।

২৯। প্রদ্যুম্ন মিশ্র — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।

৩০। প্রবোধানন্দ — চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্।

৩১। ঐ — নবদ্বীপশতকম্।

৩২। বলদেব বিদ্যাভূষণ — গোবিন্দভাষ্যম্।

৩৩। ঐ — প্রমেয়রত্নাবলী।

৩৪। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী — ভাগবতের টীকা

৩৫। মুরারি গুপ্ত — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্—সাধারণতঃ করচা বা কড়চা নামে প্রচলিত। মৃণালকান্তি ঘোষ-

		সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ। ৩।১।৪ বলিলে তৃতীয় প্রক্রম, প্রথম সর্গ, চতুর্থ শ্লোক বুঝাইবে।
৩৬।	যদুনাথদাস	শাখানির্ণয়ামৃতম্।
৩৭।	রঘুনাথদাস	মুক্তাচরিত্রম্। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ, ৪২২ চৈতন্যাব্দ।
৩৮।	ঐ	স্তবাবলী। বহরমপুর সংস্করণ, ৪০২ চৈতন্যাব্দ।
৩৯।	রামানন্দ রায়	জগন্নাথবল্লভনাটকম্, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ।
৪০।	রূপ গোস্বামী	উজ্জ্বলনীলমণিঃ, বহরমপুর সংস্করণ।
৪১।	ঐ	দানকেলিকৌমুদীভাণিকা, ঐ।
৪২।	ঐ	পদ্যাবলী, ডা. সুশীলকুমার দের সংস্করণ।
৪৩।	ঐ	বিদগ্ধমাধবনাটকম্, বহরমপুর সংস্করণ।
৪৪।	ঐ	ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ঐ।
৪৫	ঐ	লঘুভাগবতামৃতম্, বলাইচাঁদ গোস্বামীর সংস্করণ।
৪৬।	ঐ	ললিতমাধবনাটকম্, বহরমপুর সংস্করণ।
৪৭।	ঐ	স্তবমালা, ঐ।
৪৮।	লোকনাথাচার্য্য	ভক্তিচন্দ্রিকা।
৪৯।	সনাতন গোস্বামী	বৃহদ্ভাগবতামৃতম্, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ।
৫০	ঐ	বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, ভাগবতের টীকা।

গ। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ

৫১।	বিল্বমঙ্গল	কৃষ্ণকর্ণামৃতম্।
৫২।	ভরতমল্লিক	চন্দ্রপ্রভা।
৫৩।	শশিভূষণ গোস্বামী	চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা।
৫৪।	...	ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
৫৫।	রঘুনন্দন	জ্যোতিষতত্ত্বম্।
৫৬।	...	পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্।

৫৭। প্রাণতোষণীতন্ত্রম্।

৫৮। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

৫৯। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

৬০। বাচস্পত্যাভিধানম্।

৬১। প্রকাশানন্দ

৬২। ... ভাগবতম্।

৬৩। শ্রীধর স্বামী ভাবার্থদীপিকা।

৬৪। পদ্মনাভ মাধ্বসিদ্ধান্তসারম্।

৬৫। বোপদেব মুক্তাফলম্, হৃষীকেশ লাহা সিরিজ

৬৬। শব্দকল্পদ্রুমম্।

৬৭। সাহিত্যদর্পণম্।

৬৮। বল্লভাচার্য্য সুবোধিনী-টীকা।

৬৯। সুধাকর দ্বিবেদী সূর্য্যসিদ্ধান্ত-টীকা।

ঘ। বাঙ্গালা ভাষায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ

৭০। অভিরামদাস পাট-পর্য্যটন।

৭১। ঈশান নাগর অদ্বৈতপ্রকাশ।

৭২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত। অনেক স্থলে শুধু চরিতামৃত বলিয়া প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি। রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ১।৩।৪ বলিলে আদি লীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্থ পয়ার বুঝাইবে। কালনা, গৌড়ীয় মঠ ও রাধিকানাথ গোস্বামীর সংস্করণ হইতে যেখানে কোন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে সেখানে সংস্করণের নাম করা হইয়াছে।

৭৩। কৃষ্ণদাস কৃষ্ণমঙ্গল।

৭৪। খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত পদামৃত-মাধুরী।

৭৫। গোপীজনবল্লভদাস রসিকমঙ্গল।

৭৬।	গোবিন্দ কর্ম্মকার	গোবিন্দদাসের করচা, ডা. দীনেশচন্দ্র সেনের সংস্করণ।
৭৭।	জগদানন্দ	প্রেমবিবর্ত্ত।
৭৮।	জগদ্বন্ধু ভদ্র-সম্পাদিত	গৌরপদতরঙ্গিণী। জগদ্বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত। মৃণালকান্তি ঘোষের দ্বিতীয় সংস্করণ যেখানে ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে বিশেষভাবে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেখানে কোন গ্রন্থের নাম না লিখিয়া শুধু জগদ্বন্ধু-বাবু বা মৃণালবাবুর মত বলিয়া কোন কথা লিখিয়াছি, সেখানে বুঝিতে হইবে এই গ্রন্থের ভূমিকায় ঐ মত ব্যক্ত করা হইয়াছে।
৭৯।	জয়কৃষ্ণদাস	শ্রীচৈতন্যপারিষদ-জন্মস্থান-নির্ণয়।
৮০।	জয়ানন্দ	চৈতন্যমঙ্গল।
৮১।	নরহরি চক্রবর্ত্তী	নরোত্তমবিলাস।
৮২।	ঐ	ভক্তিরত্নাকর।
৮৩।	নরোত্তম ঠাকুর	প্রার্থনা।
৮৪।	নিত্যানন্দদাস	প্রেমবিলাস, যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণ। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পুথি-সমূহের পাঠ মিলাইয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি।
৮৫।	প্রসন্নকুমার গোস্বামি-সম্পাদিত	অভিরামলীলামৃত।
৮৬।	প্রেমদাস	বংশীশিক্ষা, ডা. ভাগবতকুমার গোস্বামীর সংস্করণ।
৮৭।	বাসুঘোষ	চৈতন্যসন্ন্যাসের পালা।
৮৮।	বৃন্দাবনদাস	শ্রীচৈতন্যভাগবত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩৮।৪০২ অর্থে অন্ত্যখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ৪০২ পৃষ্ঠা। ঐ সংস্করণে পয়ারের সংখ্যা না দেওয়া থাকায়

		পৃষ্ঠা উল্লেখ করিয়াছি। গৌড়ীয় মঠ সংস্করণে পয়ারের সংখ্যা দেওয়া আছে।
৮৯।	বৈষ্ণবদাস-সংগৃহীত	পদকল্পতরু, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ; সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের মত যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে উহা ব্যক্ত করা হইয়াছে।
৯০।	মনোহরদাস	অনুরাগবল্লী।
৯১।	মুকুন্দ	আনন্দরত্নাবলী।
৯২।	ঐ	সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।
৯৩।	যদুনন্দনদাস	কর্ণানন্দ।
৯৪।	ঐ	গোবিন্দলীলামৃত।
৯৫।	রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
৯৬।	রাজবল্লভ	মুরলীবিলাস।
৯৭।	রামগোপাল দাস	শাখাবর্ণন।
৯৮।	রামপ্রসন্ন ঘোষ-সঙ্কলিত	বংশীলীলামৃত।
৯৯।	লালদাস বা কৃষ্ণদাস	উপাসনাচন্দ্রামৃত।
১০০।	ঐ	বাঙ্গালা ভক্তমাল।
১০১।	লোকনাথদাস	সীতাচরিত্র।
১০২।	লোচন	চৈতন্যমঙ্গল, মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা উল্লেখ করিয়া প্রমাণ তুলিয়াছি।

৬। অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ

১০৩।	অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি	শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল-ভ্রমণ।
১০৪।	অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	বঙ্গরত্ন।
১০৫।	অমূল্যধন রায় ভট্ট	দ্বাদশ গোপাল।
১০৬।	ঐ	বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব চরিত অভিধান (চ পর্য্যন্ত)।
১০৭।	অমৃতলাল পাল	বক্রেশ্বর-চরিত।
১০৮।	...	অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ।
১০৯।	কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত	বঙ্গীয় কবি।

১১০। … কাশিমবাজার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণ।
১১১। কৃষ্ণদাস বীরভদ্র মূল কড়চা।
১১২। ঐ স্বরূপ-বর্ণন।
১১৩। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব।
১১৪। চারুচন্দ্র শ্রীমানি শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।
১১৫। দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম ও পঞ্চম সংস্করণ।
১১৬। ঐ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়।
১১৭। নগেন্দ্রনাথ বসু উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড।
১১৮। ঐ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ড।
১১৯। ঐ বিশ্বকোষ অভিধান।
১২০। প্রভাসচন্দ্র সেন বগুড়ার ইতিহাস।
১২১। প্রমথ চৌধুরী নানা চর্চ্চা।
১২২। ফণিভূষণ দত্ত শ্রীচৈতন্য-জাতক।
১২৩। বিদ্যাপতি পদাবলী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সংস্করণ।
১২৪। বিপিনবিহারী গোস্বামী দশমূলরস।
১২৫। বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল।
১২৬। বিশ্বম্ভর বাবাজী রসরাজ গৌরাঙ্গস্বভাব।
১২৭। … বৈষ্ণবাচার-দর্পণ।
১২৮। ভুবনেশ্বর সাধু হরিনাম-মঙ্গল।
১২৯। … ভোগমালা।
১৩০। মুরারিলাল অধিকারী বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শিনী।
১৩১। মৃণালকান্তি ঘোষ গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য।
১৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চয়নিকা।
১৩৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস।
১৩৪। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ অদ্বৈতসিদ্ধি (ভূমিকা)।
১৩৫। রাধানাথ কাবাসী বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।
১৩৬। রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

১৩৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — কীর্ত্তিলতা (ভূমিকা)।
১৩৮। ঐ — বৌদ্ধ গান ও দোঁহা।
১৩৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত — বঙ্গভাষার লেখক।
১৪০। হরিলাল চট্টোপাধ্যায় — বৈষ্ণব ইতিহাস।
১৪১। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।
১৪২। শ্যামলাল গোস্বামী — গৌরসুন্দর।
১৪৩। ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার — সঙ্কীর্ত্তন-রীতিচিন্তামণি।

চ। উড়িয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

১৪৪। অচ্যুত — অনাকার-সংহিতা।
১৪৫। ঐ — শূন্য-সংহিতা।
১৪৬। জগন্নাথদাস — দারুব্রহ্ম।
১৪৭। ঐ — রাসক্রীড়া।
১৪৮। দিবাকরদাস — জগন্নাথচরিতামৃত।
১৪৯। নিরাকারদাস — ঝুমুর-সংহিতা।
১৫০। বলরামদাস — বট অবকাশ।
১৫১। ঐ — বিরাট্ গীতা।
১৫২। যশোবন্তদাস — শিবস্বরোদয়।

ছ। অসমীয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

১৫৩। ... — দীপিকাচান্দ।
১৫৪। ভট্টদেব — সৎ-সম্প্রদায়-কথা।
১৫৫। ভূষণ দ্বিজ কবি — শ্রীশঙ্করদেব, দুর্গাধর বরকটকী-সম্পাদিত।
১৫৬। রামচরণ ঠাকুর — শঙ্কর-চরিত, হলিরাম মহন্তের সংস্করণ।
১৫৭। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া — শঙ্করদেব।
১৫৮। ঐ — শ্রীশঙ্করদেব আরু মাধবদেব।
১৫৯। শঙ্করদেব — কীর্ত্তন-ঘোষা।

ত। হিন্দী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

১৬০। শ্রীপুষ্টিমার্গী
শ্রীআচার্য্যজী — মহাপ্রভুনকে নিজ সেবক চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্ত্তা, লক্ষ্মী বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণ।

১৬১। নাভাজী — ভক্তমাল—প্রিয়াদাসজীর টীকা-কবিত্ব সহিত, নবলকিশোর প্রেস সংস্করণ।

থ। জার্ম্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

162. Von Glasenapp — Die Lehre Vallabhacaryas, Z. D. M. G., 1934.

163. Festchrift Moriz Winternitz., 1933 (ডা. সুশীলকুমার দে-লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ।)

দ। ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

164. Allahabad University Studies, Vol. XI, 1935.

165. Banerjee, R. D. — Age of the Imperial Guptas.

166. Do. — Eastern Indian School of Mediæval Sculpture.

167. Do. — History of Orissa.

168. Basu, Manindra-mohan — Post-Chaitanya Sahajia Cult.

169. Bhandarkar, Sir R. G. — Vaisnavism, Saivism, etc.

170. Bhattasali, Dr. N. K. — Early Independent Sultans of Bengal.

171. Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Asiatic Society of Bengal, Vols. IV and V.

172. Eggling — India office Catalogue, Vol. VII.

173. Gait — History of Assam.

174. Ghate — The Vedanta.
175. Growse — History of Muttra.
176. Hamilton, Buchanan — Purnea Report.
177. Hunter — Statistical Account of Bengal, Vol. IV.
178. Imperial Gazetteer.
179. Journal of Letters, Vol. XVI, 1927.
180. Kane — History of the Dharma Shastra.
181. Kaviraj, Gopinath — Saraswata Bhawan Studies, Vol. IV.
182. Mallik, Abhayapada — History of Vishnupur Raj.
183. Sarkar, Sir Jadunath — Chaitanya's Life and Teachings.
184. Sen, Dr. D. C. — History of Bengali Language and Literature.
185. Do. — Vaishnava Literature.
186. Singh, Shyamnarayan — History of Tirhut.
187. Vasu, Nagendranath — Archæological Survey of Mayurbhanja.
188. Ward — History of the Hindus.

ট। ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা

189. Bengal : Past and Present, 1924.
190. Calcutta Review, 1898.
191. Dacca Review, 1913.
192. Epigraphica Indica, Vols. XV, XVII.
193. Indian Culture, 1935.
194. Indian Historical Quarterly, 1927, 1933.
195. India and the World, 1934.

196. Journal of the Asiatic Society, Bengal=J. A. S. B., 1873.

197. Journal of the Behar and Orissa Research Society =J. B. O. R. S., Vols. V, VI, XII.

198. Journal of the Royal Asiatic Society=J. R. A. S., 1909.

ঠ। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা

১৯৯। উদ্বোধন, ১৩৩৩, ১৩৩৭।

২০০। কিশোরগঞ্জ বার্ত্তাবহ, ১৩৩৩।

২০১। গৌরাঙ্গমাধুরী, ১৩৩৭।

২০২। গৌড়ভূমি, ১৩০৮।

২০৩। গৌড়ীয়, তৃতীয় বর্ষ।

২০৪। চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭-৪০৯ চৈতন্যাব্দ।

২০৫। প্রবাসী, ১৩২৭, ১৩২৯, ১৩৩৬।

২০৬। বঙ্গবাণী (মাসিক), ১৩২৯।

২০৭। বঙ্গশ্রী, ১৩৪১।

২০৮। বসুমতী (মাসিক), ১৩৪২।

২০৯। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, প্রথম হইতে অষ্টম বর্ষ।

২১০। বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পত্রিকা, পঞ্চম হইতে সপ্তম বর্ষ।

২১১। বীরভূমি, ১৩৩৫।

২১২। ব্রহ্মবিদ্যা, ১৩৪২, ১৩৪৩।

২১৩। ভারতবর্ষ, ১৩২৪, ১৩৪০-১৩৪২।

২১৪। ভক্তিপ্রভা, ২২, ২৩ বর্ষ।

২১৫। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪-১৩২১।

২১৬। সাহিত্য, ১৩০৬, ১৩১৭।

২১৭। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

২১৮। সেবা, ১৩৩৪।

২১৯। সোনার গৌরাঙ্গ, ১৩৩২।

ড। অসমীয়া সাময়িক পত্রিকা

২২০। আসাম বান্ধব, ১৩১৭, ১৩১৮।

২২১। চেতনা, ১৩২৪।

নির্ঘণ্ট

(পরিশিষ্টে প্রদত্ত শব্দাদি আভিধানিক রীতিতে সাজানো আছে বলিয়া এই নির্ঘণ্টে উহাদের উল্লেখ করা হইল না।)

খ

গ

ছ

জ

ঝ

ট

ত

দ

ভ

ম

য

র

ষ